Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— ॰ × ॰ ——

(দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।)

—— ॰ ——

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণভাষ্যং, ভাষ্যানুবাদঃ, বিশদার্থঃ প্রভৃতি সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩০ সালাব্দাঃ।

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে ।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরেঽধুনা ।
'পৃথিবীরইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক।)

পৃষ্ঠা।

অ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আ

ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা।

জ।

ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা।

ম।

য।

র।

শ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স।

হ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। বিংশং সূক্তং।
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। প্রথমো দ্বিতীয়শ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

বিংশং সূক্তং।

নূতন অধ্যায়। নূতন সূক্ত। নূতন দেবতা। ছন্দঃ ও ঋষি অভিন্ন; কিন্তু সংযোগ অভিনব। এই সূক্তের অনুশীলনে, অভিনব আশা-আশ্বাসের উল্লাসে মানব-হৃদয় পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই জন্মজরামরণশীল দেহধারী মানুষই যে দেবত্বলাভ করিতে পারে ; তপস্থার প্রভাবে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে. এই মানুষেই যে দেবত্ব সম্ভবপর হয়; ঋভুদেবগণের উপাসনায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

ঋভুদেবগণ—কে তাঁহারা? সায়ণ কহিয়াছেন—"ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।" অর্থাৎ, মনুষ্য হইয়াও, তপস্থার প্রভাবে—সৎকর্ম্মের সংসাধনে, যাঁহারা দেবত্ব-লাভ করেন, তাঁহারাই ঋভুদেবগণ নামে প্রখ্যাত হয়েন। আজি বলিয়া নহে, কালি বলিয়া নহে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—অনন্তকাল ধরিয়া যে সকল মনুষ্য আপনার কর্ম্ম-প্রভাবে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন; ঋভুদেবগণের স্তবার্চ্চনা তাঁহাদিগের উদ্দেশেই বিনিযুক্ত হইয়াছে। এই সূক্ত সংসারক্লিষ্ট মানুষকে বুঝাইতেছে,—'কেন হতাশে অবসন্ন হও? এই মানুষই যখন কর্ম্মবলে দেবত্বলাভ করিয়া পূজার আস্পদ হইতে পারে, তুমিই বা না হইবে কেন? কর্ম্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞান লাভ কর; ক্ষুদ্র তুমি, তুমিও সে আসন লাভ করিতে পারিবে।'

জন্মজন্মান্তরের অভ্যুদয়-প্রভাবে নরদেহ লাভ হয়। নরজন্মই এ সংসারে শ্রেষ্ঠ জন্ম। সেই শ্রেষ্ঠ জন্ম যখন প্রাপ্ত হইয়াছ, নিম্নগ না হইয়া—কলুষ-কল্পনায় নীচ-কার্য্যে অবনমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হইয়া, একটু উর্দ্ধে আরোহণের চেষ্টা কর,—উদ্গমনের উপযোগী কর্ম্ম-পরম্পরায় প্রবৃত্ত হও, ঋভু-দেবগণের আসন লাভ করিবে। ঋভুদেবগণের অর্চ্চনার ইহাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। কি অবস্থা হইতে কি অবস্থায় উপনীত হইতে পার— এই সূক্তে তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুধাবনযোগ্য। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলের আভাস—এ সূক্তে দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্তরে সৎ হও, কর্ম্মে সৎ হও, অনুধ্যানে সৎ হও, তোমার আচার-ব্যবহার সৎ হউক;—তুমিও ঋভুদেবগণের ন্যায় পূজার্হ হইতে পারিবে। এই সূক্তের ইহাই উপদেশ; এই সূক্তের ইহাই শিক্ষা।

—— ० ——

বিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥

অত্র প্রথমাষ্টকে দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্রায়ং দেবায়েত্যষ্টর্চং সূক্তং। তস্য ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। ঋভুদেবতাকত্বমনুক্রম্যতে। অয়মষ্টাবার্ভবমিতি। বিনিয়োগস্তু সূক্তস্য লৈঙ্গিক স্মার্ত্ত বা দ্রষ্টব্যঃ। ব্যূঢ়স্য প্রথমে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রেঽয়ং দেবায় জন্মন ইত্যার্ভবস্তৃচঃ। অথ ছন্দোমা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবায়ং দেবায় জন্মন ইতি তৃচাঃ। আ০ ৮।৯। ইতি। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

० . ०

বিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বেদসমূহ যাঁহার নিঃশ্বাস-স্বরূপ, যিনি বেদ হইতে অখিল জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি।

এস্থলে প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। ইহাতে "অয়ং দেবায়" ইত্যাদি এই সূক্তটী আটটি ঋক-বিশিষ্ট। ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতা— 'ঋভু'। ইহার অনুক্রম হইয়াছে, যথা—"অয়মষ্টাবার্ভবমিতি"। এই সূক্তের স্মার্ত্ত অথবা লৈঙ্গিক 'বিনিয়োগ' জানা উচিত। ব্যূঢ় যজ্ঞের প্রথম ছন্দোম-বিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে "অয়ং দেবায় জন্মনে" এই ঋভুদেবতাক তৃচটী (ইত্যাদি ঋকত্রয়) বিনিযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথ ছন্দোমাঃ" এই খণ্ডে ইহা সূত্রিত হইয়াছে; যথা—"অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবায়ং দেবায় জন্মন ইতি তৃচাঃ।" আ০ ৮।৯। ইতি। সেই সূক্তের এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

० . ०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে বিংশং সূক্তং। ঋভুদেবতাকং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ লৈঙ্গিকঃ বা।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

॥ওঁ॥ অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া।

অকারি রত্নধাতমঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অয়ং। দেবায়। জন্মনে। স্তোমঃ। বিপ্রেভিঃ। আসয়া।

অকারি। রত্নঽধাতমঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রত্নধাতমঃ' (অতিশয়েন ধনপ্রদঃ, সর্ব্বতঃ ইষ্টসাধকঃ) 'অয়ং' (বক্ষ্যমাণঃ) 'স্তোমঃ' (স্তোত্রবিশেষঃ, বেদমন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ) 'জন্মনে' (জায়মানায়, মনুষ্যজন্মধারিণে, নররূপায় ইত্যর্থঃ) 'দেবায়' (দেবপ্রীত্যর্থং, দেবতায়াঃ প্রীতিকামনায়ৈ) 'বিপ্রেভিঃ' (মেধাবিভিঃ জ্ঞানিভিঃ) 'আসয়া' (মুখেন, সদৈব ইতি ভাবঃ) 'অকারি' (নিষ্পাদিতঃ, উচ্চারিতঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। মনুষ্যোঽপি স্বকর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবত্বলাভায় সমর্থঃ ভবতি ; যে দেবত্বং প্রাপ্তাঃ তান্ উদ্দিশ্য স্তোত্রমেতৎ বিপ্রৈঃ উচ্চার্য্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—২০সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতোভাবে ইষ্টসাধক বক্ষ্যমাণ এই বেদমন্ত্র মনুষ্যজন্মধারী অর্থাৎ নররূপী দেবতার প্রীতিকামনায় মেধাবী জ্ঞানিগণ কর্তৃক মুখে মুখে (অর্থাৎ সদাকাল) উচ্চারিত হয়। (ভাব এই যে—মনুষ্যও স্বকর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয় ; যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র বিপ্রগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়।)॥ (১ম—২০সু—১ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ। তে চাত্র সূক্তে দেবতাঃ। তৎসজ্ঞো জায়মানবাচিনা জন্মশব্দেনৈকবচনান্তেনাত্র নির্দ্দিশ্যতে। জন্মনে জায়মানায় ঋভুসজ্ঘরূপায় দেবায় তৎপ্রীত্যর্থময়ং স্তোমঃ স্তোত্রবিশেষো বিপ্রেভির্মেধাবিভিঋত্বিগ্ভিরাসয়া স্বকীয়েনাস্যেনাকারি। নিষ্পাদিতঃ। কীদৃশঃ স্তোমঃ। রত্নধাতমঃ। অতিশয়েন রমণীয়মণিমুক্তাদিধনপ্রদঃ। স্তোত্রেণ তুষ্টা ঋভবো ধনং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥

আসয়া। আস্যশব্দাত্তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাদিনা যাজাদেশঃ। বাহুল্যেন প্রকৃতিযকারস্য লোপঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ। রত্নধাতমঃ। রত্নানি দধাতীতি রত্নধাঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—২০সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×○×:—

এই ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহাতে বড়ই ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত হইতে হয়। সে অর্থ এই যে,—'দেবত্ব-প্রাপ্ত মনুষ্যের সম্বন্ধে এই স্তোত্রসকল বিপ্রগণ কর্ত্তৃক মুখে মুখে বিরচিত হয়; এবং তজ্জন্য স্তোত্ররচকগণ ধনরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত হন।' ভাটগণ এবং অধুনাতন পণ্ডিতগণ, কোনও রাজার বা কোনও বড়লোকের উদ্দেশ্যে কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া যেমন পুরস্কার লাভ করেন; ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে মনে হয়, এ ঋক্ যেন সেই ভাবেই রচিত হইয়াছিল।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋভুগণ মনুষ্য হইয়া তপস্যা দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এই সূক্তের দেবতা। তাঁহাদের সঙ্ঘ অর্থাৎ সেই ঋভুগণ, জায়মানবাচী একবচনান্ত জন্মশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। জায়মান ঋভুসমূহরূপ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত এই স্তোত্রবিশেষ মেধাবী ঋত্বিক্-গণ কর্ত্তৃক স্বকীয়-মুখের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে। স্তোত্রবিশেষ কিরূপ? অতিশয়-রূপে মনোহর মণিমুক্তাদিধনপ্রদ। অর্থাৎ ঋভুগণ, এই স্তোত্রে সন্তুষ্ট হইয়া প্রকৃষ্টরূপে ধনদান করিয়া থাকেন।

"আসয়া" এই পদটী, 'আস্য' শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের স্থানে "সুপাং সুলুক্" সূত্রানুসারে 'যাচ্' আদেশে বিকল্পে প্রকৃতির যকারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "চিতঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রত্নধাতমঃ" এই পদটীর, 'রত্নকে ধারণ অথবা পোষণ করে' এই অর্থে 'রত্নধাঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম ২০সূ—১ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বাস্তব ঋকের অর্থ সেরূপ নহে। ঋকের অন্তর্গত 'জন্মনে', 'দেবায়', 'বিপ্রেভিঃ' এবং 'অকারি' পদ-চতুষ্টয়ে ভাবার্থ উপলব্ধ হইলেই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'জন্মনে দেবায়' পদ-দ্বয়ের ভাব এই যে,—'জায়মান দেবগণের নিমিত্ত'; অর্থাৎ, 'বর্ত্তমান অতীত অনাগত এই তিন কালে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব-লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত।' এখানে 'বিপ্রেভিঃ অকারি' বাক্যে 'জ্ঞানিগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়' এবং 'আসয়া' পদের প্রয়োগে 'সর্ব্বদা মুখে মুখে উচ্চারণের' ভাব প্রকাশ করিতেছে 'অকারি' পদ 'কৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—'করা'। তাহাতে 'রচনা করা' অপেক্ষা 'উচ্চারণ করা' ভাবই অধিকতর সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ 'বিপ্রেভিঃ পদ বহুবচনে প্রয়োগ। রচনা এক জনেই করিতে পারেন বা করেন। একটী মন্ত্র দশ জনে মিলিয়া রচনা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু উচ্চারণ অর্থ ধরিলে, বহুজনের বহু মেধাবী বিপ্রের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে।

মন্ত্রটী—মানুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত এবং মুখে মুখে রচিত,—এ ভাব যাঁহারা পোষণ করেন; তাঁহাদিগকে আমরা বেদবিরোধী বলিয়া মনে করি। বেদের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষত্বে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই তাঁহারা ঐরূপ অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। নচেৎ, ঋকের ভাবার্থ এই যে,—'অনন্ত কাল হইতে কর্ম্ম-ফলে মানুষ দেবত্বের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। সেই যে দেবগণ, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র-সমূহ জ্ঞানিগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়। আমরাও সেই স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। তাঁহারা প্রসন্ন হউন। আমাদিগের অভীষ্ট-সাধন করুন'

এই স্তুতিমন্ত্র ধনরত্নপ্রদ; অভীষ্ট ফলপ্রদ; সুতরাং প্রার্থীর দৃঢ় প্রত্যয়,—এই মন্ত্রোচ্চারণে, সেই নরদেবগণের অনুসরণে, শুভফল লাভ করিবেন,—তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। তাই সঙ্কল্প,—যে সকল নরদেবতা আপন-আপন কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব-লাভ করিয়াছেন, আমরা যেন সর্ব্বথা তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী হই; কেন-না, তদ্দ্বারা আমরাও দেবত্বের অধিকারী হইব। (১ম—২০সূ—১ঋ)।

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী।

শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। ইন্দ্রায়। বচঃ২যুজা। ততক্ষুঃ। মনসা। হরী ইতি।

শমীভিঃ। যজ্ঞং। আশত ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (নররূপিণঃ দেবাঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রনিমিত্তায়, ভগবৎপ্রাপ্তিকামনায়ৈ, ভগবন্মহিমা-প্রকাশার্থং) 'বচোযুজা' (বাঙ্মাত্রেণ যুজ্যমানৌ, মন্ত্রকর্ম্মসহযুতৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'মনসা' (মননমাত্রেণ, স্বতোঽনুগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'ততক্ষুঃ' (সম্পাদিতবন্তঃ, অস্মাকং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ; তে নরদেবাঃ 'শমিভিঃ' (অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ) 'যজ্ঞং' (যজ্ঞক্ষেত্রং, অস্মদীয়ং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আশত' (অশ্নুধ্বম্, ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ —নররূপিণাং দেবানাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং হৃদ্দেশঃ জ্ঞানভক্তিযুতঃ ভবতু ; অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ তে দেবাঃ অস্মদীয়ং হৃদয়ং অধিকুর্ব্বন্তু। (১ম—২০সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নররূপী যে দেবগণ ভগবৎ-প্রাপ্তি-কামনায় (ইন্দ্রসামীপ্য লাভের জন্য) মন্ত্রকর্ম্মসহযুত জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই নরদেবগণ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত যজ্ঞ-ক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করুন। (ভাব এই যে,—নররূপী দেবগণের অনুগ্রহে আমাদিগের হৃদয় জ্ঞানভক্তিযুত হউক ; আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত সেই দেবগণ আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন।) ॥ (১ম—২০সূ—২ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে ঋভব ইন্দ্রায়েন্দ্রপ্রীত্যর্থং বচোযুজা তাড়নাদিকং বিনা বাঙ্মাত্রেণ রথে যুজ্যমানৌ সুশিক্ষিতৌ হরী এতন্নামকাবশ্বৌ মনসা ততক্ষুঃ। সম্পাদিতবন্তঃ। ঋভূণাং সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ তৎসঙ্কল্পমাত্রেণেন্দ্রস্যাশ্বৌ সম্পন্নাবিত্যর্থঃ। তে ঋভবঃ শমীভিঃ গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপৈঃ কর্ম্মভির্যজ্ঞমস্মদীয়মাশত। ব্যাপ্তবন্তঃ॥ অপোঽপ্ন ইত্যাদিষু ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু শমী শিমীতি পঠিতং॥

বচোযুজা। বচসা যুজ্যতে। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ। ততক্ষুঃ। তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। লিটঃ ঝেরুসাদেশঃ। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। শমীভিঃ। শময়ন্তি পাপানীতি শম্যঃ কর্ম্মাণি। ঔণাদিক ইন্। কৃদিকারাদক্তিনঃ। পা০ ৪।১।৪৫। ইতি ঙীষ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আশত। অশূ ব্যাপ্তৌ। লঙি ঝস্যাদাদেশঃ। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। তস্য বহুলং ছন্দসীতি লুক্। অডাগমঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—২০সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ঋভুগণ, ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত, তাড়নাদি ব্যতীত বাক্যমাত্রেই রথে যুক্ত হয় অতএব সুশিক্ষিত 'হরী' নামক অশ্বদ্বয়কে মনের দ্বারা সম্পাদিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ যে ঋভুগণের সঙ্কল্প সত্য বলিয়া সঙ্কল্পমাত্রেই ইন্দ্রদেবের অশ্বদ্বয় সম্পন্ন (বহনোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত) হইয়াছিল; সেই ঋভুগণ শমী অর্থাৎ গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা অস্মদীয় যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন॥ "অপোঽপ্নঃ" ইত্যাদি ষড়্‌বিংশতি প্রকার কর্ম্ম-নামের মধ্যে 'শমী শিমী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে॥

'বাক্যের দ্বারা যুক্ত হয়' এই অর্থে 'বচস্' শব্দপূর্ব্বক 'যুজ' ধাতুর উত্তর "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া বিভক্তির স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অকারাদেশে "বচোযুজা" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ততক্ষুঃ" এই পদটী, তনূকরণার্থ তক্ষূ বা ত্বক্ষূ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির ঝি-এর স্থানে 'উস্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পদের আদি বলিয়া ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। 'পাপসমূহকে নাশ করে' এই অর্থে শমী শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। 'শম্' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয় করিয়া "কৃদিকারাদক্তিনঃ" (পা০ ৪।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীশ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে "শমীভিঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদি বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "আশত" এই পদটীতে ব্যাপ্ত্যর্থক অশূ (অশ্) ধাতুর উত্তর লঙের ঝ-এর স্থানে অদাদেশ, "স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ" সূত্রানুসারে শ্নু (নু) প্রত্যয়, "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা তাহার লোপ এবং অডাগম হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ (১ম—২০সূ—২ঋ)॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় (১৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§০:০×০:০§—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ বড়ই হাস্যাস্পদ। ইন্দ্রদেবের দুইটী ঘোটক আছে। তাহারা বাক্যমাত্রে রথে সংযুক্ত হয়। তাহাদিগকে তাড়না করার আবশ্যক হয় না। ঋভুদেবগণ সেই ঘোটকদিগকে ইন্দ্রের অন্য শিক্ষিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, ঋভুদেবগণ ইন্দ্রের ঘোটকের শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর তাঁহারা চমসাদি যজ্ঞীয় পাত্র নির্ম্মাণ করিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা যজ্ঞীয়ত্ব (দেবত্ব) প্রাপ্ত হন। * এ প্রকার অর্থে, কোনও অশ্বপালক ভৃত্য অশ্বের সুশিক্ষা দান জন্য অথবা কোনও শিল্পী যজ্ঞের পাত্রাদি প্রস্তুত জন্য রাজ-সরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এইরূপ ভাবই মনে আসে।

অথচ, ঋকের ভাবার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ঋকের এক একটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন; তাহাদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ-পক্ষে প্রযত্নপর হউন; সত্যতত্ত্ব আপনিই হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। ঋক্‌টী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে হৃদয়ে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির আলোকরশ্মি বিকীরণ-রূপ দেবানুগ্রহ-লাভ এবং শেষাংশে কর্ম্মসহ দেবতার সংমিশ্রণ;—ঋকে এই দুই ভাব-মূলক প্রার্থনা আছে।

---

* এই ঋভুদেবগণ সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটী পৌরাণিক উপাখ্যানে প্রকাশ,—অঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিনটী পুত্র ছিল; সেই তিন পুত্রের নাম—ঋভু, বিভ্বন ও বাজ। জ্যেষ্ঠের নাম অনুসারে তাঁহারা একযোগে ঋভুগণ নামে পরিচিত হয়েন। ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহারা বহু শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা পূজার্হ হয়েন। কথিত হয়,—এখন তাঁহারা তিন জন সূর্য্যালোকে বসতি করিতেছেন; সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে তাঁহাদিগের অস্ফুট পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। নিম্নে এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারাও বেশ বোধগম্য হইবে, কি অর্থ কি ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। যথা,—"যে ঋভুগণ, আদেশমাত্র রথে যুজ্যমান হইয়া থাকে এবম্ভূত ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় সঙ্কল্প দ্বারা সৃজন করিয়াছেন এবং চমস প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র নির্ম্মাণাদি কর্ম্মহেতুক যজ্ঞীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ দেবতা হইয়াছেন।" অশ্বদ্বয়কে শিক্ষিত করায় আর চমসাদি প্রস্তুত দ্বারায়, তাঁহারা দেবত্ব পান—এবম্বিধ ব্যাখ্যার ইহাই মর্ম্ম নহে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋকের প্রথমাংশের বিষয়ই প্রথমে কথিত হইতেছে। 'ইন্দ্রায়' পদের সাধারণ অর্থ—'ইন্দ্রের নিমিত্ত'। কিন্তু উহার ভাবার্থ—ভগবন্মহিমা-প্রকাশ নিমিত্ত—ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্য। 'বচোযুজা' পদে 'মন্ত্ররূপ কর্ম্মের সহিত যুক্ত' এবং 'হরী' পদে 'জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়' বুঝায়। 'বচোযুজা হরী' বলিতে 'কর্ম্মসহযুত জ্ঞানভক্তি' এই ভাব উপলব্ধ হয়। 'মনসা' পদে 'স্বতঃ অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া' অর্থাৎ 'অনুগ্রহ করিয়া'; 'ততক্ষুঃ' কি না—'হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।' এতদ্দ্বারা ঋকের প্রথমাংশের ভাবার্থ হয় এই যে,—'আপনারা স্বতঃ-করুণা-পরায়ণ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে কর্ম্মসহযুত জ্ঞানভক্তির রশ্মি সঞ্চারিত করেন; তাহাতে ভগবন্মহিমা প্রকাশ পায়—আমরা ভগবৎ-সামীপ্য লাভে সমর্থ হই।'

দ্বিতীয় অংশের প্রধান আলোচ্য পদ—'শমীভিঃ।' সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ'। ভাব এই যে, যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত। * 'আশত' পদের অর্থ—'ব্যাপ্তবন্তঃ'। ভাব এই যে,—'ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন।' ইহাতে ঐ অংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'সৎকর্ম্মের সহিত দেবগণ যেন ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধযুক্ত থাকেন; আমরা যেন এমন সকল সৎকর্ম্ম করিতে পারি,—যাহাদের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়।'

এইরূপে বুঝা যায়, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ঋভুদেবগণ! আপনাদিগের দয়ায় আমরা যেন কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হই; অনুধাবন করিয়া, সেই পথে অগ্রসর হইতে পারি। আর, আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত আপনাদিগের সম্বন্ধ যেন চির-অবিচ্ছিন্ন রহিয়া যায়। সৎকর্ম্মে সত্তের সংশ্রব অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থনা—আমরা যেন সৎকর্ম্মকারী হইয়া সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি।"

যাহা হউক, আদর্শ মনুষ্যগণের—নরদেবতাগণের অনুসরণে আপনাদিগকে সৎকর্ম্মসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করাই এই ঋকের এবং ঋভুদেবগণ-সংক্রান্ত অপরাপর ঋকের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বলিয়াই এ সকল ঋকের অনুশীলন আবশ্যক। (১ম—২০সূ—২ঋ)।

---

* পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণেরও কেহ কেহ এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। উইলসনের অর্থ - "With holy acts." ল্যাংলোই (Langolis) 'De ceremonies' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।
তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাং॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তক্ষন্। নাসত্যাভ্যাং। পরিঽজ্মানং। সুঽখং। রথং।
তক্ষন্। ধেনুং। সবঃঽদুঘাং॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তে দেবাঃ 'নাসত্যাভ্যাং' (অশ্বিনীকুমারদেবাভ্যাং—তদ্দেবসকাশপ্রাপণার্থং, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশায় ইতি ভাবঃ) 'পরিজ্মানং' (সর্ব্বতঃ গমনশীলং, সকলদেবভাবপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'সুখং' (সুখকরং) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'তক্ষন্' (নির্ম্মিতবন্তঃ, প্রদর্শিতবন্তঃ), তথা 'সবর্দুঘাং' (ক্ষীরামৃতস্য দোগ্ধ্রীং, অমৃতনিস্যন্দিনীং) 'ধেনুং' (গাং, ধর্ম্মরূপাং জ্ঞানরশ্মিং ইত্যর্থঃ) 'তক্ষন্' (প্রদর্শিতবন্তঃ, প্রদর্শয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নররূপিণঃ তে দেবাঃ মনুষ্যান্ ভগবৎসামীপ্যং সংবাহয়ন্তি; তে এব আদর্শরূপাঃ সন্তঃ ধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—২০সূ ৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবগণ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশের নিমিত্ত, সর্ব্বত্রগমনশীল অর্থাৎ সকল দেবভাবপ্রাপক সুখকর সৎকর্ম্ম-রূপ যানকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অমৃতনিস্যন্দিনী ধর্ম্মরূপ জ্ঞান-রশ্মিকে প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাব এই যে, নররূপী সেই দেবগণ মনুষ্যদিগকে ভগবৎসমীপে সংবাহন করিয়া লইয়া যান; তাঁহারাই আদর্শ-স্বরূপ হইয়া, ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শন করেন।)॥ (১ম—২০সূ—৩ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

নাসত্যাভ্যামশ্বিদেবপ্রীত্যর্থং রথং তক্ষন্। ঋভবঃ দেবাঃ কঞ্চিদ্রথমতক্ষন্। তক্ষণেন সম্পাদিতবন্তঃ। কীদৃশং রথং। পরিজ্মানং। পরিতো গন্তারং। সুখং। উপর্য্যুপবেশনে সুখকরং। কিঞ্চ ধেনুং কাঞ্চিদ্গাং তক্ষন্। ধাতূনামনেকার্থত্বাত্তক্ষতিরত্র সম্পাদনবাচী। কীদৃশীং ধেনুং। সবর্দুঘাং। সবরঃ ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রীং॥

তক্ষন্। বহুলং ছন্দসীত্যডভাবঃ। নাসত্যাভ্যাং। ন বিদ্যতে সত্যং যয়োস্তাবসত্যৌ। ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। নভ্রাণ্‌নপাদিত্যাদিনা নলোপাভাবঃ। পরিজ্মানং। অজেঃ পরিপূর্ব্বস্য শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদিনা। উ০ ১।১৫৮। মন্‌প্রত্যয়েঽকারলোপ আদ্যুদাত্তত্বং চ নিপাতনাৎ। সবর্দুঘাং। সবঃ পয়ো দোগ্ধীতি সবর্দুঘা। দুহঃ কব্‌ঘশ্চ। পা০ ৩।২।৭০। ইতি কপ্। সবরিতি রেফান্তং প্রাতিপদিকং ক্ষীরবাচীতি সম্প্রদায়বিদঃ। কপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ॥ (১ম—২০—৩ঋ)॥

তৃতীয় (১৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সন্তোষ-বিধান জন্য ঋভুদেবগণ সর্ব্বতো-গমনশীল সুখে উপবেশনযোগ্য একখানি শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং একটী

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নাসত্য অর্থাৎ অশ্বিদেবদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত, ঋভুনামক দেবগণ কোনও একটী রথ তক্ষণক্রিয়া দ্বারা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রথ কিরূপ? সর্ব্বত্র গমনশীল, উপরিদেশে উপবেশন জন্য সুখকর। আরও, (তিনি) একটী গাভীও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ধাতুসমূহের অনেকার্থ হয় বলিয়া, এস্থলে 'তক্ষতি' পদ সম্পাদনবাচী। কিরূপ ধেনু? 'সবর্দুঘা' অর্থাৎ ক্ষীরের দোগ্ধ্রী।

"তক্ষন্" এই পদটীতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা অট্ আগমের অভাব হইয়াছে। "নাসত্যাভ্যাং" এস্থলে 'নাই সত্য যাহাতে' এই অর্থে 'অসত্য' এবং 'নয় অসত্য যাহারা' এই অর্থে 'নাসত্যাঃ' পদটী সিদ্ধ হয়। এস্থলে "নভ্রাণ্‌নপাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নলোপের অভাব হইয়াছে। "পরিজ্মানং" এই পদটী পরি-পূর্ব্বক অজ্ ধাতুর উত্তর "শ্বন্নুক্ষন্" (উ০ ১।১৫৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধাতুর আদিস্থ অকারের লোপ এবং আদ্যুদাত্ত স্বর—নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'সবঃ' অর্থাৎ 'দুগ্ধ' দোহন করে এই অর্থে 'সবঃ' শব্দ পূর্ব্বক 'দুহ' ধাতুর উত্তর "দুহঃ কব্‌ঘশ্চ" (পা০ ৩।২।৭০) এই সূত্র দ্বারা 'কপ্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে "সবর্দুঘাং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সবর্' এই প্রাতিপদিক রেফান্ত শব্দটী ক্ষীরবাচী - ইহা সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মত। 'কপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। সমাস হইয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম-২০সূ—৩ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুগ্ধবতী গাভী সৃজন করিয়াছিলেন।' এই অর্থই সকল অনুবাদক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে এ ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন করি। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন, সর্ব্বতোভাবে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার উপযোগী সুখকর রথ সত্যই তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া যান। তাঁহাদিগের লোকাতীত আদর্শই সেই রথ-স্বরূপ। সেই আদর্শের অনুসরণই—সেই রথে আরোহণ। সে রথ যে সুখকর—শান্তিপ্রদ, তাহাতে কি আর সংশয় আছে? সৎকর্ম্মময় তাঁহাদিগের জীবনাদর্শ। সৎকর্ম্মের অনুসরণে প্রাণে যে অনুপম শান্তিসুখ লাভ হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই ভগবৎ-সামীপ্যলাভ সুগমতর হইয়া আসে। সুতরাং সৎকর্ম্মকেই ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইবার উপযোগী যান বলা যাইতে পারে। ঋভুদেবগণ জগতে সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বতঃ-গমন-শীল সুখকর রথের প্রস্তুতকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

'ধেনুং' পদের 'গাং' প্রতিবাক্য-গ্রহণে, ধর্ম্মরূপা গাভীর প্রসঙ্গ মনোমধ্যে জাগরূক হয়। গাভীরূপে ধর্ম্মের বিকাশ-বিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যানে নানাস্থানে বিবৃত আছে। 'সবর্দুঘাং' পদে 'অমৃতপ্রদাং' এবং 'ধেনুং' পদে 'ধর্ম্মরূপাং গাং' অর্থ সহজেই গ্রহণ করা যায়। 'তোমরা দুগ্ধবতী গাভী সৃজন কর'—একি আর অর্থ? ঋকে বলা হইয়াছে,—'মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব আপনারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয়া, ধর্ম্ম কি বুঝিয়া, আমরা এখন সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। আপনারা সংসারে আবির্ভূত না হইলে, আমরা কাহার অনুসরণ করিতাম? অতীন্দ্রিয় দেবগণের বিষয় আমাদিগের যে ধ্যানধারণার অতীত, তাহা সেইরূপই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে আপনারা আসিয়াছিলেন; তাই আমাদিগের গতি-মুক্তির একটা আশা-ভরসা প্রাপ্ত হইতেছি।'

আমাদিগের এইরূপ অর্থ-নিষ্কাশন পক্ষে যে দুই একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহারও এস্থলে মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—আমাদিগের অর্থই বা এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ হয় কেন? তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—আমরা সায়ণের কোনও অর্থই অপলাপ করি নাই; অথচ, ভাবার্থে আমাদিগের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণ-ভাষ্য লক্ষ্য করিলেই ইহা বোধগম্য হইবে।

'নাসত্যাভ্যাং' পদে আমরা দ্বিবিধ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। আমাদিগের প্রথম প্রতিবাক্য—'ভগবৎসামীপ্য লাভায়।' দ্বিতীয় প্রতিবাক্য—'অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকায়।' আমরা 'নাসত্যাভ্যাং' পদে 'ভগবৎসামীপ্যলাভায়' অর্থ কেন আমনন করিলাম; তাহার উত্তর এই যে, 'নাসত্যাভ্যাং' পদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও বুঝায়, আবার সৎস্বরূপ (ন+অসত্য) ভগবানকেও বুঝায়। এক প্রকার অর্থে, আমরা শেষোক্ত ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, অশ্বিনীকুমার দেববৈদ্যদ্বয়ে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকের ভাব গ্রহণ করিলে, কোনরূপ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটে না। তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিবার—তাঁহাদিগের সামীপ্যলাভের—তাঁহাদিগের ন্যায় গুণে গুণান্বিত হইবার ভাব হইতেই আধিব্যাধি-নাশের কামনা প্রকাশ পায়। ফলতঃ মূল লক্ষ্য অভিন্ন থাকিলে, কোথাও দ্বন্দ্বের কারণ আসে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'হে ঋভুদেবগণ! আপনারা যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের এমন মতি-গতি হউক,—আমরা যেন সেই পথে সেই আদর্শের অনুসরণে অগ্রসর হইতে পারি।' (১ম—২০সূ—৪ঋ)।

— • —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

দ্বিতীয়ে ছন্দমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে যুবানা পিতরা পুনরিত্যার্ভবস্তৃচঃ। দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেবমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনরিতি তৃচৌ। আ০ ৮।১০। ইতি। তস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তে চতুর্থীমৃগমাহ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় ছন্দোম বিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে "যুবানা পিতরা পুনঃ" ইত্যাদি ঋকত্রয়াত্মক তৃচটীর দেবতা—ঋভুগণ। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেবং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা;—"মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনরিতি তৃচৌ"; অর্থাৎ, "মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো" এবং "যুবানা পিতরা পুনঃ" এই তৃচদ্বয়ের দেবতা ঋভু। (আ০ ৮।১০) ইতি। অতঃপর সেই 'যুবানা পিতরা পুনঃ' এই তৃচের প্রথমা এবং সূক্তের চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ।

ঋভবো বিষ্ট্যক্রত ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবানা। পিতরা। পুনরিতি। সত্যঽমন্ত্রাঃ। ঋজুঽয়বঃ।

ঋভবঃ। বিষ্টী। অক্রত ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্যমন্ত্রাঃ' (অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ, সত্যপরায়ণাঃ, সত্যমন্ত্ররূপাঃ) 'ঋজূয়বঃ' (অকপটাঃ, সাধুচরিত্রাঃ, সৎস্বরূপত্বপ্রাপ্তাঃ) 'পুনঃ' (তথা) 'বিষ্টী' (ব্যাপ্তিযুক্তাঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানাঃ) 'ঋভবঃ' (ঋভুনামকাঃ দেবাঃ, নরদেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'যুবানা' (যূনঃ, সংসারমোহ-পঙ্কনিমজ্জিতান্ প্রমত্তান্ জনান্) 'পিতরা' (পিতৄন্, পিতৃলোকগমনযোগ্যান্, প্রজ্ঞাসম্পন্নান্ ইত্যর্থঃ) 'অক্রত' (কৃতবন্তঃ, কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ)। নরদেবাঃ ঋভবঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্বাৎ স্বকীয়াদর্শেন মোহান্ধজনান্ উদ্ধারয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম - ২০সূ—৪ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্যপরায়ণ অকপট সাধুচরিত এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঋভুদেবগণ (অর্থাৎ নরদেবতারা সংসারমোহপঙ্কনিমজ্জিত প্রমত্তজনগণকে পিতৃলোক-গমনযোগ্য) অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—নরদেব ঋভুগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্ব-হেতু আপনাদিগের আদর্শের দ্বারা মোহান্ধজনগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন।) ॥ (১ম—২০সূ—৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋভব এতন্নামকা দেবাঃ পিতরা পিতরৌ স্বকীয়ৌ মাতাপিতরৌ পূর্ব্বং বৃদ্ধাবপি পুনর্যুবানা তরুণাবক্রত। কৃতবন্তঃ। কীদৃশাঃ। সত্যমন্ত্রাঃ। অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ। পুরশ্চরণাদ্যনুষ্ঠানেন সিদ্ধমন্ত্রত্বাদ্যদ্যৎফলমুদ্দিশ্য মন্ত্রাঃ প্রযুজ্যন্তে তত্তৎ ফলং তথৈব সম্পদ্যতে। তস্মাজ্জীর্ণয়োঃ পিত্রোর্যুবত্বং সম্পাদয়িতুং সমর্থা ইত্যর্থঃ। ঋজূয়বঃ। ঋজুত্বমাত্মন ইচ্ছন্তঃ। ছলরহিতা ইত্যর্থঃ। অতএবৈতেষামনুষ্ঠিতা মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি। বিষ্টী। বিষ্টয়ো ব্যাপ্তিযুক্তাঃ। সর্ব্বেষু কার্য্যেষ্বেতদীয়স্য মন্ত্রসামর্থ্যস্যাপ্রতিঘাতোঽত্র ব্যাপ্তিরুচ্যতে। ঋভুশব্দং যাস্ক এবং নির্ব্বক্তি। ঋভব উরু ভান্তীতি বর্ত্তেন ভান্তীতি বর্ত্তেন ভবন্তীতি বা। নি০ ১১।১৫। ইতি।

যুবানা। যুবনশব্দো যৌতেঃ কনিন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারঃ। পিতরা। পূর্ব্ববদাকারঃ। সত্যমন্ত্রাঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। ঋজুশব্দো ভাবপরঃ। ঋজুত্বমাত্মন ইচ্ছন্তি। ক্যচ্। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ। পা০ ৭।৪।২৫। ইতি দীর্ঘঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বিষ্টী। বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋভু নামক দেবগণ স্বকীয় পিতামাতাকে বৃদ্ধ হইলেও পুনরায় তরুণবয়স্ক করিয়াছিলেন। ঋভুগণ কিরূপ? "সত্যমন্ত্রাঃ"—অবিতথ মন্ত্রশক্তিযুক্ত; অর্থাৎ, তাঁহাদের মন্ত্রশক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। ঋভুগণ পুরশ্চরণাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধমন্ত্র হইয়াছিলেন বলিয়া, যে যে ফলাকাঙ্ক্ষাতে মন্ত্র প্রয়োগ করেন, সেই সেই ফল সেইরূপই সম্পন্ন হয়। সেই হেতু জরাজীর্ণ পিতামাতার তরুণবয়স সম্পাদিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "ঋজূয়বঃ"—ঋজুতাকে (সরলতাকে) যিনি আপনার জন্য পাইবার ইচ্ছা করিতেছেন অর্থাৎ ছলরহিত। এই নিমিত্ত ইঁহাদের অনুষ্ঠিত মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। "বিষ্টী" অর্থাৎ সেই ঋভুগণ ব্যাপ্তিযুক্ত। ব্যাপ্তি বলিতে সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের মন্ত্রশক্তি অপ্রতিহত, ইহা বুঝাইয়া থাকে। যাস্ক ঋভু শব্দটীর এইরূপ নির্ব্বচনার্থ বলিয়াছেন; যথা—"ঋভব উরু ভান্তীহি বর্ত্তেন ভান্তীতি বর্ত্তেন ভবন্তীতি বা।" (নি০ ১১।১৫) ইতি।

'যু' ধাতুর উত্তর 'কনিন্' (অন্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন "যুবন্" শব্দটী, প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু আদ্যুদাত্ত। উক্ত 'যুবন্' শব্দের উত্তর বিভক্তির স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আকার আদেশ করিয়া "যুবানা" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "পিতরা" এস্থলেও বিভক্তির স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় আকারাদেশ হইয়াছে। "ঋজূয়বঃ"; এস্থলে 'ঋজু' শব্দটী ভাবপর (ঋজু অর্থাৎ ঋজুত্ব)। 'ঋজুত্ব' আপনার ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে—'ক্যচ্' প্রত্যয় করিয়া "অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ" (পা০ ৭।৪।২৫) এই সূত্র দ্বারা 'ঋজু' শব্দের উ-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। অনন্তর ক্যজন্ত 'ঋজূয়' শব্দের উত্তর "ক্যাচ্ছন্দসি" সূত্রানুসারে উ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে উক্ত "ঋজূয়বঃ" পদটী সাধিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে "বিষ্টী" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থক বিষ্লৃ (বিষ্) ধাতুর উত্তর "ক্তিচ্ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং" এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ (তি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তিতুত্র"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। তিতুত্রেত্যাদিনেট্প্রতিষেধঃ। তস্মাজ্জস ইয়াডিয়াজী-কারাণামুপসংখ্যানং। পা০ ৭।১।৩৯।৩। ইতি তস্যেকারাদেশঃ। স চালোঽন্ত্যস্য। পা০ ১।১।৫২। ইতি সকারস্য ভবতি। তত আদ্গুণ ইতি গুণে কৃতে প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। পা০ ৬।১।১০২। ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। তং বাধিত্বা পরত্বাজ্জসি চ। পা০ ৭।৩।১০৯। ইতি হ্রস্বস্য গুণেন ভবিতব্যমিতি চেৎ। ন। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ। অক্রত। কৃঞো লুঙ্। আত্মনেপদং। ঝস্যাদাদেশঃ। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। যণাদেশঃ। অডাগমঃ। নিঘাতঃ॥ (১ম—২০সূ - ৪ঋ) ॥

চতুর্থ (১৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ ০ §:——

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অক্রত' (অকুর্ব্বত) ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অনুসন্ধানেই এই ঋকের অর্থ পরিগ্রহণে দারুণ অন্তরায় উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ তাঁহারা (ঋভুদেবগণ) তাঁহাদিগের 'পিতরা' (পিতরৌ, স্বকীয়ৌ মাতা-পিতরৌ) অর্থাৎ আপনাদিগের পিতামাতাকে 'যুবানা' (তরুণৌ) অর্থাৎ যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ চলিয়া আসিতেছে। ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবই অব্যাহত দেখি।

যাঁহারা মন্ত্রশক্তিতে আস্থাসম্পন্ন, তাঁহাদিগের অর্থের মর্ম্ম এই যে,—ঋভুদেবগণের পিতামাতা বৃদ্ধ হন, ঋভুদেবগণ মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিগকে নবযৌবন প্রদান করেন। মন্ত্রশক্তিতে বৃদ্ধকে নবযৌবন প্রদান করার ভাব, দুই একটী ইংরাজী অনুবাদেও প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

"The Ribhus with effectual prayer, honest with constant labour, made
Their Sire and Mother young again."

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধ হইয়াছে। সেই হেতু জসের স্থানে ইয়াডিয়াজীকারাণামুপ-সংখ্যানং" (পা০ ৭।১।৩৯।৩) এই সূত্র দ্বারা ই-কার আদেশ হইয়াছে। "সচালোঽন্ত্যস্য" (পা০ ৬।১।৫২) এই সূত্র দ্বারা স-কারের আদেশ হয়; এই হেতু "আদ্গুণঃ" এই সূত্র দ্বারা গুণ হইলে "প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ" (৭।১।১০২) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। এই বিধিকে বাধিয়া পরত্ব-হেতু "জসিচ" (পা০ ৭।৩।১০৯) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্বের গুণ হউক। ইহা বলিতে পার না। যেহেতু সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধি অনিত্য হয়। "অক্রত" এই পদটীতে কৃঞ্ ধাতুর উত্তর লুঙের আত্মনেপদের ঝ-এর স্থানে অদাদেশ করিয়া "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি-এর লোপ, যণাদেশ (কৃ-এর ঋ স্থানে র) ও অডাগম হইয়াছে। ইহাতে নিঘাতস্বর সিদ্ধ হইয়াছে॥ (১ম—২০সূ—৪ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দৃষ্টান্তে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ প্রাচীন ভারতে শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠার বিষয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন।

যাঁহারা এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গ্রহণ করুন। তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। তবে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম আর একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। সৎকর্ম্মশীল সাধু পুত্রের জন্মে বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়। আমরা বলি, সেদিক দিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়,—'বংশে সত্যসঙ্কল্প সাধু-পুত্রের আবির্ভাবে, পিতামাতা পরম আনন্দ লাভ-রূপ নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' সৎপুত্রের জন্মে বংশ পবিত্র হয়, পিতৃকুল উদ্ধার-প্রাপ্ত হন। এ সকল শাস্ত্রের কথা। অতএব, এরূপ ব্যাখ্যায়ও অনেকটা শাস্ত্রসঙ্গত অর্থই সিদ্ধ হয়। পরন্তু, তাঁহারা মন্ত্র-প্রভাবে পিতামাতাকে নবযৌবন দান করিয়াছিলেন—এরূপ অর্থে সঙ্গতি, সর্ব্বথা সকলে স্বীকার করিবেন কি?

যাহা হউক, যে অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে সেই অর্থেরই আভাস প্রদান করিয়াছি। এখন, তাহারই যৌক্তিকতা-বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ঋভুদেবগণের বিশেষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদিগের ব্যাখ্যার সমীচীনতা উপলব্ধ হইবে। 'সত্যমন্ত্রাঃ' এবং 'ঋজূয়বঃ' পদদ্বয়, সাধারণ ব্যাখ্যায় মনুষ্য-পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে; সত্যমন্ত্র-সামর্থ্যযুত এবং অকপট সাধু মনুষ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। কিন্তু 'বিষ্টী' (সর্ব্বত্র-ব্যাপ্তিযুক্তাঃ) মনুষ্য কোথায় পাইবেন? ঐ এক বিশেষণেই বুঝা যাইতেছে, ঋভুদেবগণ (মনুষ্য হইতে দেবত্ব-প্রাপ্তির পর) আর স্থূলদেহধারী নহেন। তখন, তাঁহারা স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং দেহধারী পিতামাতার নবযৌবন-সম্পাদন-রূপ স্থূল দেহের স্থূল কার্য্যের সহিত সংশ্রবযুত কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা তখন আর সম্পাদিত হওয়ার বিষয় মনে করা যায় না। সূক্ষ্ম-দেহের—সূক্ষ্ম-কার্য্য; স্থূলদেহের—স্থূল-কার্য্য;—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক-রূপে বিস্তৃত থাকিয়া মানব-সমাজের মধ্যে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন,—এই ভাবই মনে আসে। সে হিসাবে 'সত্যমন্ত্রাঃ' পদে 'সত্যমন্ত্ররূপাঃ' 'জ্ঞানমূলকাঃ এইরূপ অর্থই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গত হয়। 'ঋজূয়বঃ' পদে সরল সৎস্বরূপত্ব-প্রাপ্ত ভাবই গ্রহণ করা যায়। তাঁহারা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্ব্বদা জগতের হিতসাধন করিতেছেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর 'যুবানা' এবং 'পিতরা' পদদ্বয়ের বিষয় বিচার করা যাউক। ভাষ্যকারগণ সকলেই ঐ দুই পদকে কর্ম্মপদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মতে—'পিতরা' মুখ্য কর্ম্ম এবং 'যুবানা' গৌণ কর্ম্ম। আমরা কিন্তু উহার বিপরীত ভাব গ্রহণ করি। আমাদিগের মতে— 'যুবানা' মুখ্যকর্ম্ম, 'পিতরা' গৌণকর্ম্ম। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ যেমন বলেন—ছান্দসে 'যুবানৌ' 'পিতরৌ' স্থলে 'যুবানা' 'পিতরা' পদদ্বয় সৃষ্ট হইয়াছে; আমরাও সেইরূপ বলি, 'যুবানা' ও 'পিতরা' পদদ্বয় এখানে 'যূনঃ' ও 'পিতৄন' পদদ্বয়েরই আদিরূপ। দুই ব্যাখ্যাতেই দুই পদই কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতেছে। অথচ, শেষোক্ত অর্থই অধিক সঙ্গত, শিষ্ট ও সমীচীন হয়।

'পিতামাতাকে নবযৌবনসম্পন্ন করেন'—এই অর্থ অপেক্ষা, বিচার করিয়া দেখুন দেখি, আপনার অন্তরকেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর লইয়া দেখুন দেখি, 'সংসারমোহপঙ্কনিমজ্জিত প্রমত্ত জনকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন করেন'—এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত কি না? এ পক্ষে প্রত্যেক বিশেষণের সার্থকতা অনুভূত হইবে। বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বেও বিঘ্ন ঘটিবে না। পরন্তু প্রার্থনাও উপযোগী ও ঔৎকর্ষ-সম্পন্ন হইয়া আসিবে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা ঋকের ভাবার্থ এইরূপ নিষ্পন্ন করিতে চাই যে,—'যে সকল মনুষ্য সৎকর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রভাব এবং আদর্শ প্রমত্ত বিভ্রান্ত মানব-সমাজকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহাদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে, মোহগ্রস্ত জনও ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়।'

ফলতঃ, এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'মোহপঙ্কনিমজ্জিত আমরা যেন, হে ঋভুদেবগণ, আপনাদিগের আদর্শ অনুসরণ করি, অবিতথ সত্য-সম্বন্ধ লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—২০সূ—৪ঋ)।

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা।

আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। বঃ। মদাসঃ। অগ্মত। ইন্দ্রেণ। চ। মরুত্বতা।

আদিত্যেভিঃ। চ। রাজভিঃ॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন, শক্তেঃ ঐশ্বর্য্যস্য চ অধিপতি) 'চ' (তথা) 'মরুত্বতা' (মরুদ্ভিঃযুক্তৈঃ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ) 'চ' (তথা, স্থূলতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাজভিঃ' (দীপ্যমানৈঃ, স্বপ্রকাশৈঃ,) 'আদিত্যেভিঃ' (অনন্তস্যাঙ্গীভূতৈঃ সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ—সহ মিলিতান্ ইত্যর্থঃ।) হে নরদেবাঃ ঋভবঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) 'মদাসঃ' (মদাঃ, আনন্দপ্রদাঃ সোমাঃ, অস্মাকং ভক্তিসুধাঃ, কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'সং অগ্মত' (সমগ্মত, সঙ্গতাঃ, সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্তাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। সর্ব্বে দেবাঃ যথৈব পূজার্হাঃ অস্মাকমনুসরণীয়াঃ ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋভবোঽপি তথৈব অস্মাকং পূজাধিকারিণঃ অনুসরণীয়াঃ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—২০সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের (শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতির) এবং মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের) এবং (স্থূলতঃ) দীপ্যমান স্বপ্রকাশ অনন্তের অংশীভূত সকল দেবগণের সহিত মিলিত, হে নরদেব ঋভুগণ, আপনাদিগকে আমাদিগের ভক্তিসুধা অথবা কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ যেমন আমাদিগের অনুসরণীয় হয়েন, নরদেব ঋভুগণও সেইরূপ আমাদিগের পূজ্য অনুসরণীয় হউন।)॥ (১ম—২০সূ—৫ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ঋভবো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনো মদাসো মদহেতবঃ সোমা ইন্দ্রেণ চাদিত্যেভিরাদিত্যৈশ্চ সমগ্মত সঙ্গতাঃ। ঋভূণামিন্দ্রাদিত্যৈঃ সহ সোমপানং তৃতীয়সবনেঽস্তি। অতএববাহন-নিগদ আশ্বলায়নেনৈবং পঠিতঃ। ইন্দ্রমাদিত্যবন্তমৃভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিমন্তং বিশ্বদেব্যাবন্তমাহুবেতি। কীদৃশেনেন্দ্রেণ। মরুত্বতা। মরুদ্ভির্যুক্তেন। অত এব মন্ত্রান্তরমেবমাম্নায়তে। মরুত্বাঁ ইন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বিতি (ঋ০ ৬।৪।৩৩) কীদৃশৈরাদিত্যেভিঃ। রাজভিঃ। দীপ্যমানৈঃ ॥

মদাসঃ। মাদ্যন্ত্যেভিরিতি মদাঃ সোমাঃ। মদোঽনুপসর্গে। পা০ ৩।৩।৬৭। ইত্যপ্। তস্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। আজ্জসেরসুগিতি জসোঽসুগাগমঃ। অগ্মত। গমেঃ সম্পূর্ব্বাল্লুঙ্। সমোগম্যৃচ্ছীত্যাদিনা। পা০ ১।৩।২৯। আত্মনেপদং। ঝস্যাদাদেশঃ। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। গমহনেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৯৮। উপধা-লোপঃ। ব্যবাহিতাশ্চেতি সমো ব্যবাহিতপ্রয়োগঃ। নিঘাতঃ। মরুত্বতা। মরুতোঽস্য সন্তীতি মরুত্বান্। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভসংজ্ঞয়া পদসংজ্ঞয়া বাধিতত্বাজ্জশ্ত্বাভাবঃ। ঝয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুদেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধী হর্ষের হেতুভূত সোমসমুদয় ইন্দ্রদেবের ও আদিত্যগণের সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ইন্দ্র ও আদিত্যগণের সহিত ঋভুদেবগণের সোম-পান তৃতীয়সবনে (বিহিত) আছে। অতএব আবাহন-স্থলে মহর্ষি আশ্বলায়ন এইরূপ পাঠ করিয়াছেন; যথা,—"ইন্দ্রমাদিত্যবন্তমৃভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিমন্তং বিশ্বদেব্যাবন্ত-মাহুবেতি।" কীদৃশ ইন্দ্রদেবের সহিত? "মরুত্বতা" অর্থাৎ মরুদ্গণযুক্ত। এই নিমিত্ত মন্ত্রান্তরে এইরূপ পঠিত হইয়াছে; যথা,—হে ইন্দ্রদেব! মরুদ্গণের সহিত আপনার সখ্য হউক (ঋ০ ৬।৪।৩৩)। কিরূপ আদিত্যগণের সহিত? "রাজভিঃ" দীপ্তিবিশিষ্ট।

"মদাসঃ" এই পদটীতে 'ইহাদের দ্বারা হর্ষযুক্ত করে' এই অর্থে "মদোঽনুপসর্গে" (পা০ ৩।৩।৬৭) এই সূত্র দ্বারা 'মদী' (মদ্) ধাতুর উত্তর 'অপ্' (অ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "মদ" শব্দের প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'মদ' শব্দের উত্তর 'জস' বিভক্তি করিয়া "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে জসের অসুক্ (অস্) আগমে ঐ "মদাসঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অগ্মত" এই পদটীতে "সমোগম্যৃচ্ছি" (পা০ ১।৩।২৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইয়াছে। ঝ এর স্থানে অদাদেশ, "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি এর লোপ, এবং "গমহন" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উপধার ('গম্' ধাতুর ম-এর) লোপ হইয়াছে। "ব্যবহিতাশ্চ" সূত্র দ্বারা 'সম্' উপসর্গের ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে। এই "অগ্মত" পদটীর নিঘাতস্বর হইয়াছে। "মরুত্বতা" এই পদটী, 'মরুদ্গণ ইঁহার আছে' এই অর্থে 'মরুৎ' শব্দের উত্তর মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "তসৌ মত্বর্থে" এই সূত্র দ্বারা ইহার ভ-সংজ্ঞা হেতু পদসংজ্ঞার বাধ হইয়াছে বলিয়া জশ্ত্বের অভাব হইয়াছে এবং "ঝয়ঃ" (পা০ ৮।২।১০) এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে 'ব'-কার হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পা০ ৮।২।১০। ইতি মতুপো বত্বং। আদিত্যেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস্ ঐসাদেশাভাবে বহুবচনে ঝল্যেদিত্যেত্বং। রাজভিঃ। রাজন্‌শব্দস্য কনিনন্তত্বেন নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে প্রথমো বর্গঃ ॥ ১।২।১ ॥

পঞ্চম (১৯১) ঋকের বিশদার্থ।

আপন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মনুষ্যগণ দেবত্ব লাভ করেন; তাঁহাদিগের অনুসরণেই সকল দেবভাবের অধিকারী হওয়া যায়।

ঋক্ বলিতেছেন,—'কোনও সংশয় নাই। কোনরূপ সন্দেহ করিও না। এই মানুষ তুমি, তুমিই কর্ম্মপ্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। তোমার প্রভাব কোনও অংশেই ন্যূন হইবে না। তাঁহারা যে ভাবে যে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পূজা সেই ভাবেই তোমাদিগকেও প্রাপ্ত হইবে।' (১ম—২০সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশস্সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং।

অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। ত্যং। চমসং। নবং। ত্বষ্টুঃ। দেবস্য। নিঃহকৃতং।

অকর্ত্ত। চতুরঃ। পুনরিতি ॥ ৬ ॥

'আদিত্যেভিঃ এই পদটী 'আদিত্য' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে ভিসের স্থানে ঐসাদেশের অভাব হইয়া "বহুবচনে ঝল্যেৎ" সূত্র দ্বারা অ-কারের স্থানে এ-কার হইয়াছে। "রাজভিঃ" এই পদটী 'রাজন্' শব্দের উত্তর তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'কনিন্' প্রত্যয়ান্ত 'রাজন্' শব্দের প্রত্যয়ের নিত্ত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।২।১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (যতঃ তে নরদেবাঃ) 'ত্বষ্টুর্দেবস্য' (ত্বষ্টৃদেবসম্বন্ধিনঃ, ত্রাণকর্ত্তুঃ সংসারবন্ধনচ্ছেদকস্য দেবস্য) 'ত্যং' (তং, প্রখ্যাতং) 'নবং' (অভিনবং, সৎসহযুতং) 'নিষ্কৃতং' (পরিত্রাণোপায়মূলকং) 'চমসং' (যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গং—ভগবতি কর্ম্মসম্প্রদানরূপং ইতি যাবৎ) 'পুনঃ চ' (পুনরপি, তথা) 'চতুরঃ' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদান্ পথঃ ইত্যর্থঃ) 'অকর্ত্ত' (কৃতবন্তঃ, প্রকাশিতবন্তঃ, প্রদর্শয়ন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ তে অনুস্মর্ত্তব্যাঃ পূজ্যাঃ বা ইতি পূর্ব্বসম্বন্ধঃ। যানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদানি ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋভবঃ ইহজগতি তেষাং কর্ম্মাণাং স্বরূপং তত্ত্বং প্রকাশয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—২০সূ—৬ঋ)॥

০ . ০

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সেই নরদেবগণ, ত্বষ্টৃদেবতার সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধনচ্ছেদক ত্রাণকারী দেবতার সম্বন্ধীয়) সেই প্রখ্যাত, অভিনব, পরিত্রাণোপায়মূলক ভগবানে কর্ম্মসম্প্রদান-রূপ যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গকে এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ পথসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন—প্রদর্শিত করেন; অতএব, তাঁহারা অনুস্মরণীয় ও পূজ্য—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। (ভাব এই যে,—যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ হয়, সেই নরদেবগণ ইহজগতে সেই তত্ত্ব প্রকাশিত করেন।)॥ (১ম—২০সূ—৬ঋ)

০ . ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতাপি চ ত্বষ্টুরেতন্নামকস্য দেবস্য। দেবসম্বন্ধী তক্ষণব্যাপারঃ। নবং নূতনং ত্যং চমসং তং সোমধারণক্ষমং কাষ্ঠপাত্রবিশেষং নিষ্কৃতং নিঃশেষেণ সম্পাদিতমকরোদিতি শেষঃ। তক্ষণব্যাপারকুশলস্য ত্বষ্টুঃ শিষ্যা ঋভবস্তেন নির্ম্মিতং তমেকং চমসং পুনরপি চতুরোঽকর্ত্ত। চতুর্দ্ধা বিভক্তাংশ্চমসান্ কৃতবন্তঃ। একস্য চতুর্ব্বিধত্বকরণরূপোঽয়মর্থো মন্ত্রান্তরেঽপি বিস্পষ্টঃ। একং চমসং চতুরঃ কৃণোতনেতি (ঋ০ ২।৩।৪)॥

নবং। ণু স্তুতৌ। নূয়ত ইতি নবং। কর্ম্মণি অপ্প্রত্যয়ঃ। স হি ঘঞোঽপবাদ-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আরও, ত্বষ্টৃনামক দেবতার সম্বন্ধী যে তক্ষণব্যাপার, সেই চমসকে অর্থাৎ সোমধারণক্ষম কাষ্ঠপাত্রবিশেষকে, নিঃশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তক্ষণরূপ কর্ম্মে নিপুণ ত্বষ্টৃদেবের শিষ্য ঋভুগণ। সেই এক চমস-পাত্রকে তাঁহারা পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত চারিটী চমস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক চমস পাত্রকে চারিপ্রকার করণ-রূপ এই অর্থ, মন্ত্রান্তরেও বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; যথা,—"একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন" (ঋ০ ২।৩।৪) ইতি।

"নবং" এই পদটী স্তুত্যর্থক ণু ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'অপ' (অ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই 'অপ্' প্রত্যয় 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের অপবাদক বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বাদ্ঘঞর্থে সর্ব্বত্র ভবতি। পা০ ৩৩৫৬৫৭। ঘঞ্ প্রত্যয়শ্চাকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা০ ৩৩১৯। ইতি কর্ত্তৃব্যতিরিক্তে সর্ব্বত্র কারকে ভবতি। যদ্যপি তত্র সংজ্ঞায়ামিত্যুক্তং তথাপি চকারস্য সংজ্ঞাব্যভিচারার্থত্বাদসংজ্ঞায়ামপি ভবত্যেব। সম্বধ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণি ঘঞিত্যুক্তং। ত্বষ্টুঃ। তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। ঔণাদিকস্তৃন্। উদিত্ত্বাৎপক্ষ ইডভাবঃ। পা০ ৭।২।৪৪। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। পা০ ৮।২।২৯। ইতি ককার-লোপঃ। নিষ্কৃতং। কৃঞো নিরুপসৃষ্টাৎ কর্ম্মণি ক্তঃ। প্রাদিসমাসে নিত্যং সমাসেঽনুত্তর-পদস্থস্য। পা০ ৮।৩।৪৫। ইতি ষত্বং। অত্র কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি। পা০ ২।৩।৬৫। ইতি প্রাপ্তা ষষ্ঠী যদ্যপি ন লোকাব্যয়েতি নিষিদ্ধা। পা০ ২।৩।৬৯। তথাপি কর্ত্তুঃ শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া। পা০ ২।৩।১৮। ইত্যেতস্যাঃ প্রাপ্তেঃ শৈষিকী ষষ্ঠী। যথা কর্ম্মণি শেষত্বেন বিবক্ষিতে পা০ ২।৩৫২। মাষাণামশ্নীয়াদিতি। গতিরনন্তর ইতি নিস উদাত্তত্বং। অকর্ত্ত। অকৃষত। কৃঞো লুঙি ঝস্য ব্যত্যয়েন তাদেশঃ। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি তিঙ আর্দ্ধধাতুকত্বাদ্ঙিত্ত্বাভাবেন গুণঃ। চতুরঃ। শসি। পা০ ৬।১।১৬৭। ইত্যুকারঃ উদাত্তঃ। পুনঃ। স্বরাদিষ্বাদ্যুদাত্তঃ পঠিতঃ ॥ ৬ ॥

সকল স্থলে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের অর্থেই হইয়া থাকে (পা০ ৩৩৫৬.৫৭)। এবং ঘঞ্' প্রত্যয় "অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩৩১৯) এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃকারক ব্যতীত সকল-কারকেই হয়। যদিও সেস্থলে 'সংজ্ঞাতে হয়' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তবুও সূত্রস্থ চ-কার, সংজ্ঞার ব্যভিচারক বলিয়া, সংজ্ঞা ব্যতীত অন্যস্থলেও 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন "সম্বন্ধঃ' প্রভৃতি স্থলে কর্ম্মবাচ্যেও 'ঘঞ্' প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে। "ত্বষ্টুঃ" এই পদটী তনূকরণার্থক ত্বক্ষূ (ত্বক্ষ্) ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'তৃন্' প্রত্যয় করিয়া ধাতুর উদিত্বহেতু পাণিনির (৭।২।৪৪) সূত্র দ্বারা পাক্ষিক ইটের অভাবে এবং "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ" (পা০ ৮।২ ২৯) এই সূত্র দ্বারা 'ত্বক্ষ্' ধাতুর ক-এর লোপে ষষ্ঠী বিভক্তির এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে "নিষ্কৃতং" এই পদটী, 'নির্' উপসর্গ-পূর্ব্বক 'কৃঞ্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাদিসমাস হইয়া "নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য" (পা০ ৮ ৩ ৪৫) এই সূত্র দ্বারা র-এর ষত্ব হইয়াছে। যদিও এস্থলে "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পা০ ২ ৩.৬৫) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত যে ষষ্ঠী বিভক্তি, "ন লোকাব্যয়" (পা০ ২ ৩।৬৯) এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ আছে, তথাপি কর্ত্তার শেষত্ব জন্য বিবক্ষা আছে বলিয়া, "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পা০ ২.৩।১৮) এই সূত্রের তৃতীয়াবিভক্তির অপ্রাপ্তি-বশতঃ শেষ সম্বন্ধী ষষ্ঠী বিভক্তিই হইয়াছে। যেমন, শেষত্ব-হেতু কর্ম্ম বিবক্ষিত হইলে (পা০ ২ ৩।৫২) "মাষাণামশ্নীয়াৎ" ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। এই "নিষ্কৃতং" পদটীর 'নিস্' উপপদের "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত-স্বর হইয়াছে। "অকর্ত্ত" অর্থাৎ 'অকৃষত' এই পদটীতে লুঙের ঝ-এর ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) 'ত' আদেশ হইয়াছে। 'মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি-এর লোপ হইয়াছে। তিঙের আর্দ্ধধাতুকত্বনিবন্ধন ঙিত্ত্ব হয় নাই বলিয়া গুণ হইয়াছে। "শাস" (পা০ ৬।১।১৬৭) এই সূত্র দ্বারা "চতুরঃ" এই পদটীর উকার উদাত্ত হইয়াছে। স্বরাদির মধ্যে পাঠ থাকায় "পুনঃ" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ (২০০) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। যথা:—"ত্বষ্টাদেবের নূতন সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ সেই চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন।" অথবা,—"ত্বষ্টৃদেবনির্ম্মিত একমাত্র নূতন চমসপাত্র ঋভুগণ আর চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য, এইরূপ অনুবাদের প্রমাণ প্রসঙ্গে নানা উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সংশ্রব দেখা যায়। *

আমরা মনে করি, 'ত্বষ্টুর্দ্দেবস্য' পদে 'তন্নামক দেবকে উদ্দেশ্যে করিয়া' অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'ত্বষ্টৃদেব' বলিতে আমরা 'ত্রাণকারী দেবতা' অর্থই গ্রহণ করি পারি। 'ছেদনকরা' অর্থমূলক 'ত্বক্ষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহাতে সংসারবন্ধনছেদনকারী সুতরাং পরিত্রাণকারী অর্থই সঙ্গত হয়। 'চমসং' পদে 'যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গ' এবং 'যজ্ঞ' দুই-ই বুঝাইয়া থাকে। 'নিষ্কৃতং' পদে 'নির্ম্মিত করা' অর্থ কেন আনিব? 'নিষ্কৃতি—পরিত্রাণ'। 'চতুরঃ' পদে 'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদ' অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয় না। একখানা চমস (কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র হবির্দ্ধানপাত্র) ভাঙ্গিয়া চারিখানা করিলেন—ইহাই হইল দেবত্ব! তিনখানা হইল না, পাঁচখানা হইল না; হইল—চারিখানা! একটু বিবেচনা করিলেই এই রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘটিত হয় না কি।

ঋকের ভাবার্থ এই যে,—'যে ঋভুদেবগণ মনুষ্য হইয়া দেবত্ব-লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা নিষ্কৃতির উপায়-পরম্পরা অবগত আছেন। তাঁহারাই মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন। যজ্ঞ কি, কি প্রকার যজ্ঞে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তাঁহারা যেরূপভাবে ব্যক্ত করিবেন, তাহাই মনুষ্য-সমাজের উদ্ধারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

---

* এ বিষয়ে রমেশ বাবুর একটী টীপ্পনী (ফুট নোট) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য (সায়ণ); কিন্তু ত্বষ্টা-নির্ম্মিত একটী পাত্র চারিখানি করিয়া দেবগণের নিকট অনেক সম্মান পাইয়াছিলেন - এইরূপ আখ্যান। ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু। গ্রীকদেবী "Erinys" সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র, এবং সরণ্যু যেরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক "Erinys Demeter" ও সেইরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া "Areion" ও "Despoina" নামক দুই সন্তানকে জন্ম দিয়াছিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদ কর্ম্মতত্ত্ব ঋভুদেবগণ যেভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; আমরা মোহ-পঙ্কনিমজ্জিত; আমাদিগের গতিমুক্তি উপায়-স্বরূপ সে তত্ত্ব তাঁহারা পুনঃপুনঃ আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন,—আমাদিগের অন্তরে অন্তরে সে ভাব উদ্ভাসিত হউক,—আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই।' (১ম—২০সূ—৬ঋ)।

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

তৃতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে তে নো রত্নানি ধত্তনেতি দ্বে ঋচাবার্ভব্যৌ। তৃতীয়স্যাগন্মমহেতি খণ্ডে সূত্রিতং ইন্দ্র ইষে দদাতু নস্তে নো রত্নানি ধত্তনেত্যেকা দ্বে চ। আ০ ৮।১১। ইতি। তয়োরাদ্যাং সূক্তে সপ্তমীমৃচমাহ॥

• • •

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে।

একমেকং সুশস্তিভিঃ॥ ৭॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তে। নঃ। রত্নানি। ধত্তন। ত্রিঃ। আ। সাপ্তানি। সুন্বতে।

একং২একং। সুশস্তি২ভিঃ॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' (নরদেবাঃ ঋভবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'রত্নানি' (রমণীয়ানি ধনানি) 'ধত্তন' (ধারয়ন্তি, দদতি ইত্যর্থঃ); 'সুন্বতে' (সৎকর্ম্মপরায়ণা সাধকায়, তস্মৈ প্রদানায়

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় ছন্দোম বিষয়ে বৈশ্বদেবতার শস্ত্রকর্ম্মে "তেনো রত্নানি ধত্তন" এই ঋক্-দ্বয়ের দেবতা—ঋভুগণ। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "তৃতীয়স্যাগন্মমহ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা;—"ইন্দ্র ইষে দদাতু নঃ" এই একটী ঋক্ এবং "তে নো রত্নানি ধত্তন" ইত্যাদি ঋক্দ্বয়ের প্রথম এবং সূক্তের সপ্তম ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যর্থঃ) 'ত্রিরা সাপ্তানি' (ত্রিকালব্যাপীনি সপ্তলোকোপকারীণি') রত্নানি দদতি ইতি শেষঃ; 'সুশস্তিভিঃ' (শোভনস্তুতিমন্ত্রৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইতি ভাবঃ) 'একমেকং' (ক্রমেণ, একং একং কৃত্বা, কর্ম্মানুসারেণ ইতি ভাবঃ) রত্নানি বিতরন্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—তে নরদেবাঃ পরমং ধনং বিতরন্তি; কর্ম্মানুসারেণ তদ্ধনং অধিগম্যতে ॥ (১ম—২০সূ—৭ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই নরদেব ঋভুগণ আমাদিগের জন্য রমণীয় ধনসমূহ ধারণ করিয়া আছেন; সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধককে তাঁহারা ত্রিকালব্যাপী সপ্তলোকের হিতসাধক ধনসমূহ প্রদান করেন; শোভনস্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা কর্ম্মানুসারে এক এক করিয়া সেই ধন তাঁহারা বিতরণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—নরদেবগণ সংসারে পরমধন বিতরণ করিতেছেন; কর্ম্মানুসারে সেই ধন অধিগত হয়।) ॥ (১ম—২০সূ—৭ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বাস্বৃক্ষু যে প্রতিপাদিতা ঋভবস্তে যূয়ং সুশস্তিভিঃ শোভনৈরস্মদীয়শংসনৈর্যুক্তাঃ সন্তো নোঽস্মাকং সম্বন্ধিনে সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্ব্বতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি সুবর্ণমণি-মুক্তাদীনি ধনান্যেকমেকং ক্রমেণ প্রত্যেকং ধত্তন। প্রযচ্ছত। সুবর্ণাদীনাং মধ্যে প্রতিদ্রব্যং যাবদপেক্ষিতং তাবদিতি বিবক্ষয়ৈকমেকমিত্যুক্তং। কীদৃশানি রত্নানি। ত্রিরা। ত্রিবারমাবৃত্তানি। উত্তমানি মধ্যমান্যধমানি চেত্যেবং রত্নানাং ত্রিরাবৃত্তিঃ। কিঞ্চ সাপ্তানি। সপ্তসংখ্যানিষ্পন্নবর্গরূপাণি কর্ম্মাণি চ ধত্তন। সম্পাদয়ত। কীদৃশানি সাপ্তানি। ত্রিরা। ত্রিবারমাবৃত্তানি। অগ্ন্যাধেয়দর্শপূর্ণমাসাদীনাং সপ্তানাং হবির্যজ্ঞানামেকো বর্গঃ। ঔপাসন-হোমো বৈশ্বদেব ইত্যাদীনাং সপ্তানাং পাকযজ্ঞানাং বর্গো দ্বিতীয়ঃ। অগ্নিষ্টোমোঽত্য-গ্নিষ্টোম ইত্যাদীনাং সপ্তানাং সোম সংস্থানাং বর্গস্তৃতীয়ঃ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকসমূহে যে ঋভুদেবতাগণ প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার আমাদিগের উৎকৃষ্ট শস্ত্রমন্ত্র-সমূহে যুক্ত হইয়া অস্মৎসম্বন্ধী সোমাভিষবকারী যজমানের জন্য রমণীয় সুবর্ণমণিমুক্তাদি ধন-সমূহ, ক্রমশঃ এক এক করিয়া প্রত্যেক ধন, প্রদান করুন। 'সুবর্ণাদির মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য যাহা ভোগ করিতে অপেক্ষিত ছিল তাহা' এই বলিবার জন্যই 'একমেকং' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রত্নসমূহ কিরূপ? "ত্রিরা" অর্থাৎ তিনবার আবৃত্ত। উত্তম, মধ্যম, অধম —এইরূপ রত্নসমূহের তিনবার আবৃত্তি আছে। এবং (তাঁহারা) "সাপ্তানি" অর্থাৎ সপ্তসংখ্যা দ্বারা নিষ্পাদিত বর্গরূপ কর্ম্মসমুদয় সম্পাদন করুন। কিরূপ সাপ্ত? "ত্রিরা" অর্থাৎ তিন বার আবৃত্ত। অগ্ন্যাধেয় দর্শপূর্ণমাসাদি সপ্তহবির্যজ্ঞকে প্রথম বর্গ কহে। বৈশ্বদেব ঔপাসনহোম ইত্যাদি সাতপ্রকার পাকযজ্ঞকে দ্বিতীয় বর্গ কহে। অগ্নিষ্টোম অতি-অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি সপ্ত সোমযজ্ঞকে তৃতীয় বর্গ কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রত্নানি। রমু ক্রীড়ায়াং। নিদিত্যহবৃত্তৌ রমেস্তচ। উ০ ৩।১৪। ইতি নপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন মকারস্য তকারঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ধত্তন। ধত্ত। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তশব্দস্য তনাদেশঃ। সপ্তানাং বর্গঃ সাপ্তং। সপ্তনোঽঞ্ ছন্দসি। পা০ ৫।১।৬১। ইতি বর্গেঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। নস্তদ্ধিতে। পা০ ৬।৪।১৪৪। ইতি টিলোপঃ। ঞ্নিত্যাদিনিত্যমিত্যাদ্যু- দাত্তত্বং চ। অত্র বর্গপ্রবচনেন বর্গিণো লক্ষ্যন্তে। তেন বহুবচনং। অন্যথাত্বেক এব বর্গস্ত্রিরাবৃত্ত ইত্যেকবচনমেব স্যাৎ। সুব্রতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। একমেকং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। একশব্দ ইণঃ কনন্তো নিত্বাদাদ্যু- দাত্তং। দ্বিতীয়স্যৈকশব্দস্য তস্য পরমাম্রেড়িতমিত্যাম্রেড়িতসংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেত্যনুদাত্তত্বং। সুশস্তিভিঃ। শস্তুত আভিরিতি শস্তয় ঋচঃ। শংসু স্তুতৌ করণে ক্তিন্। তস্য কিত্বান্ন- লোপঃ। শোভনাঃ শস্তয় ইতি প্রাদিসমাসে যদ্যপি চ ক্তিনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বেন কৃদুত্তর- পদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব প্রাপ্তং তথাপি পরেণ মন্ক্তিন্ ব্যাখ্যানেত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বেন বাধ্যতে। পা০ ৬।২।১৫১॥ (১ম ২০সূ ৭ঋ)।

"রত্নানি" এই পদটী ক্রীড়ার্থক রমু (রম) ধাতুর উত্তর 'নৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ "রমেস্তচ" (উ০ ৩।১৪) এই সূত্র দ্বারা ন প্রত্যয় ও তাহার সান্নিয়োগবশতঃ ধাতুর ম-কারের স্থানে ত-কার করিয়া ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধত্ত' পদের ত শব্দের স্থানে "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" এই সূত্র দ্বারা 'তন' আদেশে "ধত্তন" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সপ্তের বর্গ" এই অর্থে "সাপ্তানাং" এই পদটী "সপ্তনোঽঞ্ ছন্দসি" (পা০ ৫।১।৬১) এই সূত্র দ্বারা 'সপ্তন্' শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয়ে "নস্তদ্ধিতে" (পা০ ৬।৪।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা টি এর লোপ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঞিত্বহেতু ইহার আদিস্বরের বৃদ্ধি ও আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে বর্গপ্রবচনের দ্বারা বর্গী (বর্গ যাহার আছে) লক্ষিত হইয়াছে তন্নিমিত্তই "সাপ্তানাং" পদটীতে বহুবচন হইয়াছে। অন্যথা একই বর্গ তিন বার আবৃত্ত বলিয়া একবচনই হয়। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা "সুব্রতে" পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "একমেকং" এস্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা বীপ্সাতে দ্বিত্ব হইয়াছে। 'ইণ্' ধাতুর উত্তর 'কন্' প্রত্যয় করিয়া 'একং' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় 'একং' শব্দের "তস্য পরমাম্রেড়িতং" সূত্রানুসারে আম্রেড়িতসংজ্ঞা হইলে পর "অনুদাত্তঞ্চ" সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "সুশস্তিভিঃ" এই পদটীতে 'শস্ত অর্থাৎ স্তুত হয় ইহার দ্বারা' এই অর্থে শস্তি শব্দে ঋক্‌কে বুঝাইতেছে। স্তুত্যর্থক 'শংসু' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া এবং 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের কিত্বহেতু ন-এর লোপ করিয়া উক্ত 'শস্তি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শোভন শস্তিসমূহ' এই প্রাদিসমাসে যদিও 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদ্যুদাত্তস্বর-বশতঃ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর নিবন্ধন তাহাই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু "মন্ক্তিন্ব্যাখ্যান" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিস্বর বাধিত হইয়াছে। (পা০ ৬।২।১৫১)। (১ম ২০সূ ৭ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম (২০১) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব ঋকে যে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের পরিত্রাণোপায়-মূলক যজ্ঞের বিষয়ে ঋভুদেবগণ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই আদর্শের বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইতেছে। যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, এখানে বলা হইয়াছে যে,—অগ্ন্যাধেয়াদি সপ্তযজ্ঞমূলক যে এক একটী বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, ক্রমে ক্রমে তাহারই ত্রিবর্গ সাধন বিষয়ে তাঁহারা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ, অগ্ন্যাধেয়াদি একবিংশতি প্রকার যে যজ্ঞকর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন করিতে হয়, সেই শুভফলপ্রদ যজ্ঞ তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞের ক্রম, যজ্ঞের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, কিরূপে কোথায় আমরা প্রাপ্ত হইলাম? সে আদর্শ তাঁহারাই রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত পথে তাঁহাদেরই অনুবর্ত্তন করিয়া, সে তত্ত্ব আমরা এখন পরিজ্ঞাত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এ পক্ষে 'ত্রিরা' ও 'সাপ্তানি' পদদ্বয়ে সায়ণের ব্যাখ্যারই অনুসরণ করা গেল।

আবার অন্য পক্ষে অন্যরূপ ব্যাখ্যায়ও ঐ এক ভাবের অর্থই পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। সে পক্ষে 'ত্রিরা' শব্দে অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে—মনে করা যায়; এবং 'সাপ্তানি' শব্দে 'ভূস্' 'ভুবস্' 'স্বর্' 'মহর্' 'জন' 'তপস্' 'সত্য'—এই সাত লোককে বুঝাইতে পারে। 'রত্নানি' শব্দ সকলেই 'মণিমুক্তাদি ধন' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলি, এখানে ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মরূপ ধন—পূর্ব্ব-ঋক্-কথিত চতুর্ব্বর্গাদি ধন—অর্থই সঙ্গত হয়। পূর্ব্ব ঋকের 'চতুরঃ' পদের সহিত এই 'রত্নানি' পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সেই ঋভুদেবগণ যজ্ঞাদি সৎ-কর্ম্মপরায়ণ জনের সুমঙ্গল বিধান করেন; সকল কালে সকল লোকে তাঁহাদের করুণার প্রভাব বিস্তৃত আছে; ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গরূপ ধনরত্ন লাভ তাঁহাদেরই আদর্শের অনুসরণ ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা অনুকম্পাপুরঃসর আমাদিগকে সত্যতত্ত্ব জ্ঞাত করুন। যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের—যেরূপ কর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্য হইয়াও আমরা দেবত্বলাভ করিতে পারি, হে ঋভুদেবগণ, আপনারা তাহার উপায় বিধান করিয়া দেন',—ঋকের ইহাই প্রার্থনা। * (১ম—২০সূ—৭ঋ)।

—— * ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া।

ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ং ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অধারয়ন্ত। বহ্নয়ঃ। অভজন্ত। সুঽকৃত্যয়া।

ভাগং। দেবেষু। যজ্ঞিয়ং ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নয়ঃ' (বোঢ়ারঃ, যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদয়িতারঃ ঋভবঃ ইত্যর্থঃ) 'সুকৃত্যয়া' (শোভন-কর্ম্মণা, সৎকর্ম্মপ্রভাবেন) 'অধারয়ন্ত' (অমৃতত্বলাভাদমরণং প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ) 'দেবেষু' (দেবতানাং মধ্যে—প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞার্হং, যজ্ঞসম্বন্ধিনং) 'ভাগং' (অংশং) অভজন্ত (সেবিতবন্তঃ লভন্তে ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মর্ত্ত্যা অপি দেবত্বপ্রাপ্তাঃ অমৃতস্য অধিকারিণঃ ভবন্তী। (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

* * *

---

* কিন্তু এ ঋকের যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচারিত আছে, তাহা এইরূপ;—"হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদগের শোচনীয় স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অভিষবকারীকে তিন প্রকার রত্ন এক এক করিয়া প্রদান কর, এবং তাহার সপ্তগুণ সপ্তবার (নিষ্পন্ন কর্ম্ম সম্পাদন কর)।" পরবর্ত্তিগণ প্রায় সকলেই এই অনুবাদেরই (রমেশ বাবুর অনুবাদেরই) অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

যাগাদি-সৎকর্ম্মসম্পাদনকারী ঋভুদেবগণ সুকৃতির দ্বারা (সৎকর্ম্ম-প্রভাবে) অমৃতত্ব-লাভে অমরবৎ প্রাণধারণ করিয়া, দেবতাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত হয়েন (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মানুষও দেবত্বপ্রাপ্ত অমৃতের অধিকারী হয়।)। (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

বহ্নয়শ্চমসাদিসাধননিষ্পাদনেন যজ্ঞস্য বোঢ়ার ঋভবোঽধারয়ন্ত। পূর্ব্বং মনুষ্যত্বেন মরণযোগ্যা অপ্যমৃতত্বলাভেন প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ তথা চ মন্ত্রান্তরমাম্নায়তে। মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুরিতি। কিঞ্চৈতে সুকৃত্যয়া যজ্ঞসাধনদ্রব্যসম্পাদনরূপেণ শোভনব্যাপারেণ দেবেষু মধ্যে স্থিত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং ভাগং হবিলক্ষণমভজন্ত। সেবিতবন্তঃ। অয়মর্থঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশেত্যাদিমন্ত্রান্তরে বিস্পষ্টঃ। ব্রাহ্মণেঽপ্যৃভবো বৈ দেবেষু তপসা সোমপীথমভ্যজয়ন্নিত্যাদ্যুপাখ্যানং বিস্পষ্টং।

বহ্নয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রীত্যাদিনা নিপ্রত্যয়ঃ। অভজন্ত। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। সুকৃত্যয়া। বিভাষা কৃবৃষোঃ। পা০ ৩।১।২০। ইতি কৃঞঃ কর্ম্মণি ক্যপ্। শোভনং কৃত্যং যস্যা ভজনক্রিয়ায়াঃ সা সুকৃত্যা। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা নঞ্-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

চমসাদি পাত্রের সাধনরূপ নিষ্পাদন দ্বারা যজ্ঞকর্ম্মের বহনকর্ত্তা ঋভুগণ, পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন বলিয়া মরণযোগ্য হইয়াও অমৃতত্বলাভ-নিবন্ধন প্রাণসমূহকে ধারণ করিয়াছিলেন। এ বিষয় মন্ত্রান্তরে পঠিত হইয়াছে; যথা, (ঋভুগণ) "মর্ত্ত্য হইয়াও অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন;" এবং ইঁহারা যজ্ঞের সাধনভূত দ্রব্যের সম্পাদনরূপ শোভন-কর্ম্ম দ্বারা দেবতা-সমূহের মধ্যে থাকিয়া হবিঃস্বরূপ যজ্ঞযোগ্য অংশ সেবা করিয়াছিলেন। এই অর্থটী মন্ত্রান্তরে ("সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ" ইত্যাদি) বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "ঋভুগণ দেবতা-সমূহের মধ্যে তপস্যা দ্বারা সোমপানে অধিকারী হইয়াছিলেন" ইত্যাদি উপাখ্যান ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে।

"বহ্নয়" এই পদটী 'বহ' ধাতুর উত্তর 'নিৎ' এই অনুবৃত্ত অধিকারে "বহি শ্রি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'নি' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাদের আদিতে আছে বলিয়া "অভজন্ত" এই পদটীর নিঘাতস্বর হয় নাই। "সুকৃত্যয়া" এই পদটী 'সু' পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর উত্তর "বিভাষা কৃবৃষোঃ" (পা০ ৩।১।১২০) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে 'ক্যপ্' (য) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শোভন হইয়াছে কৃত্য (কর্ম্ম) যে ক্রিয়ার" তাহাকে 'সুকৃত্যা' বলে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "নঞ্‌সুভ্যাং"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নঞ্ কৃত্যাশব্দে ক্যপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বরেণাদিরুদাত্তঃ। ততশ্চাদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যনেনাদ্যুদাত্তত্বেন ভাবিতব্যং। তেন হি পুরস্তাদপবাদেন পরমপি নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধ্যত ইত্যুক্তং। এবং তর্হি কৃঞঃ শ চ। পা০ ৩।৩।১০০। ইতি স্ত্রিয়াং ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয়ান্তঃ কৃত্যাশব্দঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বেঽপি ব্যত্যয়েনোদাত্তত্বং। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ভাগং। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তঃ। যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞমর্হতীত্যর্থে। যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘঃ। তস্য ইয়াদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—২০সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ (১অ ২অ ২ব)॥

• •

অষ্টম (২০২) ঋকের বিশদার্থ।

—— * ——

একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন জন যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বেদে যেমন পরিদৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ ঋভুদেবগণের উদ্দেশে বিহিত এই স্তোত্র-মন্ত্রে যেমন লক্ষ্য করিতে পারি, এমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। বাক্য সত্য নিত্য ও সনাতন হইলেও, কর্ম্মকারীর রীতি-প্রকৃতি-অনুসারে, তাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিপরীত ভাব পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে পারে। এই জন্যই নৈয়ায়িকগণ "সন্ধ্যা আরাতি" এবংবিধ উক্তির প্রসঙ্গে বিবিধ বিপরীত দৃষ্টান্তের

এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "কৃত্যা" শব্দে 'ক্যপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর হয় বলিয়া ধাতুর ধাতুস্বর হেতু আদিস্বর উদাত্ত হয়। সে পক্ষে "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তস্বর হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ববিধির নিষেধ-হেতু, পরবিধি "নঞ্ সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর যে উদাত্ত, তাহাও বাধিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই জন্যই "কৃঞঃ শচ" (পা০ ৩।৩।১০০) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ভাববাচ্যে 'ক্যপ্' প্রত্যয়ান্ত 'কৃত্যা' শব্দই যে গৃহীত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। ক্যপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হইলেও বিনিময়ে উদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাদি-সমাসে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরহেতু তাহাই (সেই প্রকৃত স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "কর্ষাত্বতঃ" এই সূত্র দ্বারা "ভাগং" এই পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞে যোগ্য হয়—এই অর্থে "যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ" (পা০ ৫।১।৭১) এই সূত্র দ্বারা 'যজ্ঞ' শব্দের উত্তর 'ঘ' প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে 'ই' আদেশ "যজ্ঞিয়ং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। (১ম—২০সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥২॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ করেন। 'সন্ধ্যা আসিয়াছে'—শুনিলে, বিভিন্ন স্তরের লোকের মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, 'সন্ধ্যা আসিয়াছে'—শুনিলে, তাঁহারা সন্ধ্যা-উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তৎপর হন। যাহারা মত্তপ বা লম্পট, সন্ধ্যাগম বুঝিয়া, তাহারা আপনাদের কু-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করে। এইরূপ বিভিন্ন লোকের পক্ষে ঐ একই বাক্য বিভিন্ন-রূপ ভাব আনয়ন করিয়া থাকে। বেদ-বাক্যও সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের মানবের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার অর্থ দ্যোতনা করে। একাধিক বার আমরা এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। তথাপি ঋভুদেবগণের উদ্দেশ্যে বিহিত স্তোত্র-মন্ত্রের উপসংহারে বিষয়টী আর একবার বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। কেন-না, এই বিংশ-সূক্তের ঋক্-কয়টি হইতে আকাশ-পাতাল-রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। দুই তিনটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। তাহাতেই বক্তব্য বিশদ হইয়া আসিবে। প্রথমতঃ এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌টির প্রতি লক্ষ্য করুন। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ ঐ ঋক্‌টিতে অসভ্য-জাতির আদি-সভ্যতা-উন্মেষের চিত্র দেখিতে পান। তদনুসারে 'প্রস্তর-যুগের' অবসানে 'লৌহ-যুগ' ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল বুঝা যায়। অর্থাৎ, তখন তাঁহারা চমস নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন; এবং ঋভুদেবগণ আবার, একখানা চমসকে (অবশ্য বৃহৎ 'চমস') কাটিয়া চারিখানা চমস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ-ভাবে সূত্রধরের কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায়, ঋভুগণ দেবত্ব (অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব) লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার প্রভাবও প্রকাশ পায়। তাঁহারা তখন, 'বেদের সময় আর্য্যগণ ছুতোরের কাজ জানিতেন' এবং এই প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পুরস্কৃত হন। অন্য পক্ষে, ঐ ঋকে যাজ্ঞিকগণ এবং সাধকগণ কি ভাবে কি অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাও অনুধ্যান করিয়া দেখুন। ঐ বাক্যের আধ্যাত্মিক ভাবে কি অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (ষষ্ঠ ঋকের বিশদ ব্যাখ্যায়) বিবৃত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন, উহাতে আরও এক ভাব মনে জাগিতে পারে। একটা চমস আছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিটার আবশ্যক হইয়াছে; যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; সে ক্ষেত্রে, সেই একটী চমসকেই চতুর্ধা বিভাগের ব্যবস্থা হইতে পারে, অর্থাৎ একটীর দ্বারাই চারিটী চমসের কার্য্য চলিতে পারে। ফলতঃ, দুই একটী চমসের অভাব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে যজ্ঞ পণ্ড হইবে, তাহা নহে। যজ্ঞে একাগ্রচিত্ত তন্ময় হইতে পারিলেই যজ্ঞ সিদ্ধ হওয়ার আশা আছে। এইরূপ, এ সূক্তের প্রতি ঋক্ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই ভাবই গ্রহণ করিবেন; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

চমসকে চতুর্ধা বিভক্ত করা বিষয়ে যেমন অর্থান্তর ঘটিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মুখে মুখে ঋভুমন্ত্র রচনা (প্রথম ঋক্), ঋভুদেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের অশ্বপালকের কার্য্য করা (দ্বিতীয় ঋক্), অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য ঋভুদেবগণ কর্তৃক রথ ও ধেনু প্রস্তুত করণ (তৃতীয় ঋক্), বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পুনরায় নবযৌবন-দান (চতুর্থ ঋক্), দেবগণ সহ ঋভুদেবতা-দিগের সোমরস-রূপ মদ্যপান (পঞ্চম ঋক্) ইত্যাদি বিষয়েও অর্থ-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; এবং তদ্দ্বারা মানব-সমাজ বিষম বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই যে অষ্টম ঋক্‌টি,—যাহার ব্যাখ্যা-বিবৃতি-উপলক্ষে পূর্ব্বরূপ সূচনায় প্রবৃত্ত হইলাম,—ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ মতান্তর দেখিতে পাই। ঋকের 'বহ্নয়ঃ' শব্দে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করা হয়; আর তাহাতে 'সুকৃত্যয়া' শব্দ-সহযোগে অশ্বের ন্যায় 'সুকৃতির দ্বারা' অর্থ উদ্ধার করা যায়। দেবতার (বড়লোকের) অশ্ব হওয়াও সুকৃতি-সাপেক্ষ; তাহাতে (সুখেই) ভালভাবেই জীবন (অধারয়ন্ত) ধারণ করা যায়; আর, তাহাতে দেবগণের পরিত্যক্ত (দেবেষু—দেবপরিত্যক্তেষু) যজ্ঞাংশ (যজ্ঞীয়ং ভাগং) ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করার সৌভাগ্য আসে। যাঁহাদের প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারা এ অর্থও গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাহা পারিলাম না। ইহাতে 'সন্ধ্যা আয়াতি' শুনিয়া কুপথ-বিপথ যে পথেই আমাদের যাওয়া ঘটুক, তাহার আর গত্যন্তর নাই!

যাহা হউক, এখন আমরা এই অষ্টম ঋক্‌টির কি অর্থ সঙ্গত মনে করি, তাহারই একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। 'বহ্নয়ঃ' শব্দে 'যাগাদি-সৎকর্ম্ম-প্রভাবে জ্যোতির্ম্ময় স্বৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন' এবং 'অধারয়ন্ত' পদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অমরত্ব লাভ করিয়া আছেন'—ভাব গ্রহণ করা যায়। 'সুকৃত্যয়া' পদে 'সৎকর্ম্মের দ্বারা, অর্থ উপলব্ধ হয়। তাহাতে ঋকের প্রথমাংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'সেই ঋভুদেবগণ যাগাদি সৎকর্ম্ম প্রভাবে মরণাতীত অবস্থা—অমৃতত্ব—লাভ করিয়াছেন।' তদনুসারে ঋকের শেষাংশের ভাবার্থ এই হয় যে,—'দেবগণের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ (পূজা) তাঁহারা প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ, এই মানুষই যে দেবতা হইতে পারে এবং দেবত্বের সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋভুদেবগণ তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে, এখানকার প্রার্থনা এই যে,—আমরা মানুষ, আমরা যেন তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল হইয়া পরাগতি লাভ করি।' (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

—:০:—

একবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

ইহেন্দ্রাগ্নী ইত্যাদিকং ষড়ৃচং চতুর্থং সূক্তং। তস্য ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতা ত্বনুক্রম্যতে। ইহ ষড়ৈন্দ্রাগ্নমিতি। বিনিয়োগস্ত্বগ্নিষ্টোমেঽচ্ছাবাকশস্ত্রে ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয় ইতি সূক্তং। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিতি খণ্ডে ইহেন্দ্রাগ্নী উপেহ্বয়ং বামস্য মন্দান ইতি নব। আ০ ৫।১০। ইতি সূত্রিতত্বাৎ তথাভিপ্লবষড়হে প্রাতঃসবনেঽচ্ছাবাকশস্ত্রে স্তোমাতিশংসনার্থমেতদেব সূক্তং। তথা চ সূত্রিতং। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীত্যুপক্রম্যোহেন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রাগ্নী আগতং। আ০ ৭।৫। ইতি। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইহেন্দ্রাগ্নী" ইত্যাদি ছয়টী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত, চতুর্থ সূক্ত নামে অভিহিত। ইহার ঋষি ও ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতা অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—"ইহ ষড়ৈন্দ্রাগ্নং"। অর্থাৎ, এই সূক্তের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে 'অচ্ছাবাক' নামক ঋত্বিকের শস্ত্রকর্ম্মে "ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়" এই সূক্তটী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" এই খণ্ডে "ইহেন্দ্রাগ্নী উপেহ্বয়ং বামস্য মন্দানঃ"—এই নয়টী ঋক্ সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ৫।১০)। সেইরূপ অভিপ্লবষড়হ-যজ্ঞে প্রাতঃসবনে অচ্ছাবাক-নামক ঋত্বিকের শস্ত্রকর্ম্মে স্তোমমন্ত্রের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত এই সূক্তটী অভিহিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে এইরূপ সূচিত হইয়াছে; যথা,—"অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীত্যুপক্রম্যোহেন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রাগ্নী আগতং" (আ০ ৭।৫) ইতি। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। একবিংশসূক্তং।
পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ঃ বর্গঃ।

একবিংশসূক্তং।

এই সূক্তে ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতার উপাসনা আছে। মনুষ্যভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও করা যায়; আবার দেবভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও অর্থসঙ্গতি হয়। ঋকের অভ্যন্তরে দুই ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাঁহারা যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অর্থই উপলব্ধ হইবে।

সূক্তে সোমপানের প্রসঙ্গ আছে। সূক্তে রাক্ষসকুল নাশের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অগ্নিদেবকে এবং ইন্দ্রদেবকে যাঁহারা যোদ্ধৃপুরুষ এবং দেশপতি সম্রাট বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সূক্তের অর্থ হইবে,—যাজ্ঞিকগণ যেন সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-দানে অগ্নিকে ও ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত ও উত্তেজিত করিতেছেন। উদ্দেশ্য—শত্রুনাশ। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের যে এক কল্পিত ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে, ঐরূপ অর্থ-নিষ্কাষণে সে পক্ষে এই সূক্ত হইতে তাঁহারা অভীষ্টানুরূপ সহায়তা পাইতে পারেন।

কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই সূক্তে সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, দেবোদ্দেশে প্রার্থনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। দেবতা সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে সোম আর মাদক-দ্রব্য নহে; সেখানে 'সোম' অর্থ—অন্তরের ভক্তি-সুধা। সেখানে রাক্ষস-কুলের সংহার-সাধন আর আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের ফল নহে; অন্তরস্থিত রিপু-শত্রুর সংহারই সেখানে রাক্ষস-কুলের বিনাশ-সাধন। সেখানে অগ্নি ও ইন্দ্র আর মানুষ নহেন; তাঁহারা সেখানে ভগবদ্বিভূতি-রূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। সূক্তের এক একটী ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, স্বরূপতত্ত্ব আপনা-আপনিই অধিগত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে একবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো
মেধাতিথিঃ। ইন্দ্রাগ্নী দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
অগ্নিষ্টোমেঽচ্ছাবাকশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়ে তয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি।
তা সোমং সোমপাতমা ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। উপ। হ্বয়ে। তয়োঃ। ইৎ। স্তোমং। উশ্মসি।
তা। সোমং। সোমঽপাতমা ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অস্মিন যজ্ঞে, কর্ম্মণি) 'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'সোমপাতমা' (হবির্গ্রহণপরৌ, ভক্তিসুধাপানশীলৌ, ভক্তাধীনৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীদেবদ্বয়ৌ) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি); 'তয়োঃ' (দেবয়োঃ) 'ইৎ' (এব, সকাশং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, পূজাপদ্ধতিং ইত্যর্থঃ) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে) বয়মিতি শেষঃ। পূজাপদ্ধতিলাভায় তৌ ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ বয়ং অনুসরেম ইতি ভাবঃ। (১ম - ২১সূ - ১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

এই যজ্ঞে সেই ভক্তিসুধাপানশীল প্রখ্যাত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি; সেই দেবদ্বয়ের সমীপ স্তোত্র (পূজাপদ্ধতি) আমরা কামনা করি। (ভাব এই যে,—পূজাপদ্ধতি লাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ করি)। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইহাস্মিন্ কর্ম্মণীন্দ্রাগ্নী দেবাবুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। তয়োরিদিন্দ্রাগ্ন্যোরেব স্তোমং স্তোত্রমুশ্মসি। কাময়ামহে। সোমপাতমা অতিশয়েন সোমং পাতুং ক্ষমৌ তৌ দেবৌ। সোমং পিবতামিতি শেষঃ।

ইন্দ্রাগ্নী। অত্র দেবতাদ্বন্দ্বেঽপি পূর্ব্বপদস্যানঙ্ ন ভবতি। তত্র হি দ্বন্দ্বে ইত্যনুবৃত্তৌ পুনর্দ্বন্দ্বগ্রহণাল্লোকপ্রসিদ্ধসাহচর্য্যাণামেব দ্বন্দ্বে আনঙিত্যুক্তং। পা০ ৬।৩।২৬ তস্মাদত্রাবগ্রহে হ্রস্ব ইন্দ্রশব্দঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। দেবতাদ্বন্দ্বেচেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং তু ন ভবতি। অগ্নিশব্দস্যাদ্যুদাত্তাদিত্বেন নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। পা০ ৬।২।১৪২। ইতি প্রতিষেধাৎ। উশ্মসি। বশ কান্তৌ। লটো মস্। ইদন্তো মসিরিতীকারোপজনঃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। মগেঙিত্বাদগ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং। তা সোমপাতমা। উভয়ত্র সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ। (১ম—২১সূ—.ঋ)।

• • •

প্রথম (২০২) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রার্থনায় মনে হয়, যাজ্ঞিক যেন জগতের সকলের মঙ্গল-কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন,—'আপনাদের যথাযোগ্য স্তুতিমন্ত্র যেন বিশ্ববাসী আমরা সকলেই প্রাপ্ত হই।'

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে অগ্নিদেবকে ও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্রদেবের এবং অগ্নিদেবেরই স্তোত্রমন্ত্রকে আমরা কামনা করিতেছি। অতিশয়রূপে সোমপান করিতে সক্ষম সেই দেবদ্বয় সোমকে পান করুন।

"ইন্দ্রাগ্নী" এস্থলে দেবতাদ্বয় হইলেও পূর্ব্বপদের আনঙ হয় নাই। আনঙের স্থলে 'দ্বন্দ্বে' এই অনুবৃত্তি অধিকারে পুনরায় 'দ্বন্দ্ব' পদের গ্রহণ-বশতঃ লোকপ্রসিদ্ধ (পরস্পর) সহচর-দেবতা-সমূহের দ্বন্দ্বেতেই আনঙ হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে (পা০ ৬।৩।২৬)। সেই হেতু এস্থলে হ্রস্বান্ত ইন্দ্র শব্দেরই গ্রহণ হইল। "সমাসস্য" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। কিন্তু "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্রানুসারে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হয় নাই। কারণ, অগ্নি শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত বলিয়া "নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ" (পা০ ৬।২।১৪২) সূত্র অনুসারে সেই প্রকৃতিস্বরত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। "উশ্মসি" এই পদটীতে কান্ত্যর্থক 'বশ' ধাতুর উত্তর লটের 'মস্' বিভক্তি করিয়া "ইদন্তোমসিঃ" এই সূত্র দ্বারা মস্' বিভক্তির স্-কারে ই-কার হইয়াছে। এস্থলে অদাদিত্বহেতু শপের লোপ ও মস্ এর ঙিত্বহেতু "গ্রহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বশ্ স্থানে উশ্) হইয়াছে। "তা" এবং "সোমপাতমা" এই উভয় পদেই "সুপাংসুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কেমন করিয়া ডাকিব? কি নামে কি ভাবে আহ্বান করিব? কেমন করিয়া ডাকিলে, সে ডাক তোমার নিকট পৌঁছিবে? কেমন ভাবে আহ্বান করিলে, সে আহ্বান তুমি শুনিতে পাইবে?' এ সংশয়, সকল কালে সকল-লোক-ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। 'ভগবান— কোথায় তিনি? কোন্ মন্ত্র—কোন্ স্বর উপযোগী তাঁহার? হে দেব! তোমাদের এ তত্ত্ব তোমারাই জানাইয়া দেও। সেই জানা জানিয়া, সেই পথে আমরা অগ্রসর হই।'

'জগতের সকলে কিসে সুমন্ত্র প্রাপ্ত হয়, সুমন্ত্র সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেবতার শরণ লইতে পারে, দেবগণ, তোমরাই তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেও';—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ।

তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। যজ্ঞেষু। প্র। শংসত। ইন্দ্রাগ্নী। ইতি। শুম্ভত। নরঃ।

তা। গায়ত্রেষু। গায়ত ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারৌ, হে মম সদ্বৃত্তিনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) যূয়ং 'তা' (তৌ—প্রখ্যাতৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (দেবৌ, বলৈশ্বর্য্যস্য তথা জ্ঞানস্য অধিপতিদ্বয়ৌ) 'যজ্ঞেষু' (অনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মসু) 'প্রশংসত' (শস্ত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ স্তুত, আহ্বানং কুরুত) তথা তৌ 'শুম্ভত' (বিবিধালঙ্কারৈঃ গুণকীর্ত্তনেন চ শোভয়ত, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ত ইত্যর্থঃ) তথা তৌ 'গায়ত্রেষু' (গায়ত্রীমন্ত্রেষু, সামরূপেণ ইতি যাবৎ) তথা 'গায়ত' (তয়োর্ম্মহিমা গানং কুরুত, সদৈব অনুস্মরত ইত্যর্থঃ) আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বথা বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য জ্ঞানাধিপস্য চ অনুসরণং কর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২১সূ—২ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ

হে নেতৃগণ (হে আমার সৎবৃত্তিনিবহ)! তোমরা সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রাগ্নি দেবতাদ্বয়কে (বলৈশ্বর্য্যের ও জ্ঞানের অধিপতিদ্বয়কে) অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে আহ্বান কর, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সদাকাল অনুসরণ কর। (এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; ভাব এই যে,—সর্ব্বথা বলৈশ্বর্য্যাধিপতির ও জ্ঞানাধিপতির অনুসরণ কর্ত্তব্য।)॥ (১ম—২১সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরো মনুষ্যা ঋত্বিজঃ। তা পূর্ব্বোক্তৌ তাবিন্দ্রাগ্নী যজ্ঞেষনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মসু প্রশংসত শস্ত্রৈঃ। তথা শুম্ভত। নানাবিধৈরলঙ্কারৈঃ শোভিতৌ কুরুত। তথা তা। পূর্ব্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী গায়ত্রেষু গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেষু মন্ত্রেষু সামরূপেণ গায়ত॥

তা। সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ। শুম্ভতা অস্য সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ॥২॥

দ্বিতীয় (২০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—হোতা যেন ঋত্বিক প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণকে সম্বোধন করিয়া দেবতার স্তবাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমাদের মত এই যে,—এই দ্বিতীয় ঋক্ প্রথম ঋকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। প্রথম ঋকে প্রার্থনা ছিল,—'আমরা যেন তোমার স্তুতিমন্ত্র প্রাপ্ত হই; অর্থাৎ, হে দেব, তোমার অর্চ্চনার পদ্ধতি আমাদিগকে জানাইয়া দেও' দ্বিতীয় ঋকটি, আমরা মনে করি, তাহারই উত্তর-মূলক; পরন্তু আত্মোদ্বোধক।

ভগবান যেন বলিতেছেন, সাধক যেন দিব্য-কর্ণে শুনিতে পাইতেছেন,—'হে প্রার্থনাকারিন্, তোমরা যদি ভগবানের অনুগ্রহলাভ করিতে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে মনুষ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা সেই পূর্ব্বকথিত ইন্দ্রদেবকে এবং অগ্নিদেবকে অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে শস্ত্রমন্ত্র-সমূহের দ্বারা প্রশংসা করুন এবং নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত করুন। আপিচ, সেই প্রাগুক্ত ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবদ্বয়কে গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত সামরূপ মন্ত্রের দ্বারা গান করুন।

"তা" পদটীতে "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ। "শুম্ভতা" পদটীর সংহিতাতে "অন্যেষামপিদৃশ্যতে" এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাও, তবে তোমাদের প্রতি-কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ কর; অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি-কর্ম্মের সহিত যেন তাঁহার সম্বন্ধ থাকে। আর, তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত কর, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও; কেন-না, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার মহিমা অনুধ্যান করিতে করিতে, তুমিও সে গুণের—সে মাহাত্ম্যের অধিকারী হইতে পারিবে। আর, তাঁহার স্তুতিগান কর,—গায়ত্রী-মন্ত্রে সামগানে তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে, শাস্ত্রানুসারী পথে চলিতে চলিতে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, সদ্ভাবনিবহ আপনিই হৃদয়ে সঞ্জাত হইবে।'

এ ঋকে এ মন্ত্রে সাধক যেন আত্মতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। কোন্ পথে চলিলে, কি উপায় করিলে, শ্রেয়ঃ-লাভ হইবে,—এখানে যেন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রার্থনা-পক্ষে ঋকটির সার্থকতা এই যে, সাধক আত্ম-দৃষ্টিতে নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া, আপনা-আপনিই ভগবানের স্তবারাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতেছেন; আপনাকেই আপনি সম্বোধন করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধযুত-কর্ম্মের জন্য উপদেশ দিতেছেন। (১ম—২১সূ—২ঋ)।

—*—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে।

সোমপা সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। মিত্রস্য। প্রঽশস্তয়ে। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। তা। হবামহে।

সোমঽপা। সোমঽপীতয়ে ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্রস্য' (সমাহুষ্ঠাতুঃ, সমধর্ম্মাক্রান্তস্য নরস্য ইত্যর্থঃ) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশস্তিনিমিত্তং, মঙ্গলার্থং) 'তা' (তৌ—লোকহিতসাধকৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ) 'হবামহে'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ; 'সোমপা' (সোমপানশীলৌ, ভক্তিসুধাগ্রহণকারিণৌ, ভক্ত্যাধীনৌ) 'তা' (তৌ ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, অস্মাকং পূজাগ্রহণার্থং) আগচ্ছতং। অত্র সর্ব্বলোকমঙ্গলকামনয়া উদ্বুদ্ধাঃ সন্তঃ সাধবঃ দেবদ্বয়ং আহ্বায়ন্তে—ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৩ঋ).

অথবা,

'মিত্রস্য' (মিত্রস্থানীয়স্য হিতসাধকস্য ভগবতঃ) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশস্তিপ্রাপ্তয়ে, কৃপালাভায় ইত্যর্থঃ) 'তা' (তৌ লোকহিতসাধকৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপঃ জ্ঞানাধিপঃ চ দ্বৌ দেবৌ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অনুসরেম ইত্যর্থঃ); 'সোমপা' (ভক্তিসুধাগ্রহণশীলৌ) 'তা' (তৌ দেবৌ) 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং পূজাগ্রহণায়) আগচ্ছতং ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—দেবারাধনায়াং অস্মাকং মতিঃ ভবতু; তেন বয়ং ভগবতঃ কৃপা প্রাপ্নুমঃ। (১ম—২১সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রলোকের অর্থাৎ সমধর্ম্মাক্রান্ত মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই লোকহিত-সাধক ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি; ভক্তি-সুধা গ্রহণশীল সেই দেবদ্বয় আমাদিগের পূজাগ্রহণের জন্য আগমন করুন। (এখানে সর্ব্বলোকের মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধুগণ দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছেন—ইহাই ভাব।)। (১ম—২১সূ—৩ঋ)।

অথবা,

মিত্রস্থানীয় হিতসাধক ভগবানের কৃপালাভের জন্য সেই লোকহিত-সাধক ইন্দ্রাগ্নি দেবতাদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ করি; ভক্তিসুধাগ্রহণ-শীল সেই দেবদ্বয় আমাদিগের পূজা গ্রহণ জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—দেবারাধনায় আমাদিগের মতি হউক; তদ্দ্বারাই ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হই।) (ম—২১সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিত্রস্য স্নেহবিষয়স্য সমানুষ্ঠাতুঃ প্রশস্তয়ে তা পূর্ব্বোক্তৌ দেবৌ সম্পন্নেতামিতি শেষঃ। যদ্বা মিত্রস্য মম সম্বন্ধিনো তাবিন্দ্রাগ্নী প্রশস্তয়ে প্রশংসিতুমিচ্ছাম ইতি শেষঃ। সোমপা সোমপানক্ষমৌ তা পূর্ব্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে। আহ্বয়ামঃ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ

স্নেহবিষয়ে সমান অনুষ্ঠানকর্ত্তার প্রশংসার নিমিত্ত সেই পূর্ব্বোক্ত (ইন্দ্র ও অগ্নি) দেবদ্বয় সম্পাদিত (আহুত) হউন। অথবা, আমার সম্বন্ধীয় মিত্রদেবের প্রশংসার জন্য, সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেবকে আবাহন করিতেছি। সোমপানসমর্থ সেই প্রাগুক্ত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশস্তয়ে। তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ। পা০ ২।৩।১৫। ইতি চতুর্থী। কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ। পা০৬।২।৫০। ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সোমপীতয়ে। সোমস্য পীত যস্মিন্ কর্ম্মণি তস্মৈ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। সোমস্য পীতিরিতিতৎপুরুষে বা দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম ২১—৩ঋ)॥

তৃতীয় (২০৪) ঋকের বিশদার্থ।

দুই প্রকার অন্বয়ে এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে।

কিন্তু এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, যেন মিত্রদেবের প্রশংসার জন্য ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে অনুরোধ করা হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পক্ষে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব যেন মিত্র-দেবের তুষ্টিসাধন করেন;—সে হিসাবে প্রার্থনার ইহাই লক্ষ্য।

কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। সায়ণের ভাষ্যেও, আমাদের পরিগৃহীত প্রকৃত অর্থের একটু আভাস পাওয়া যায়। 'মিত্রস্য প্রশস্তয়ে' শব্দদ্বয়ের অর্থ, আমরা মনে করি, সমধর্ম্মাবলম্বী মিত্রমাত্রেরই অর্থাৎ মনুষ্য-মাত্রেরই মঙ্গলসাধন করুন,—ইন্দ্রাগ্নি-দেবতাদ্বয়ের নিকট সেইরূপ প্রার্থনাই জানান হইয়াছে। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের অর্থের সহিত এ ঋকের অর্থের বেশ সামঞ্জস্য থাকে।

প্রথম প্রার্থনা ছিল—সকলের মঙ্গলকামনায়; দ্বিতীয় ঋকে সে মঙ্গল কি প্রকারে অধিগত হইতে পারে, তাহার আভাস দেওয়া হইল। এই তৃতীয় ঋকে সে মঙ্গলপ্রদ কর্ম্মে মানুষ যেন প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে।

পক্ষান্তরে মিত্রস্বরূপ ভগবানের কৃপা প্রাপ্তির পক্ষে দেবতার অনুসরণে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

"প্রশস্তয়ে" এই পদটাতে "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ" (পা০ ২।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ" (পা০ ৬।২।৫০) এই সূত্র দ্বারা গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" এই পদটি, "সোমের পীতি যে কর্ম্মে আছে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। অথবা, "সোমের পীতি" এইরূপ তৎপুরুষ সমাস করিলেও 'দাসীভারাদি' বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে॥ (১ম-২১সূ—৩ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মার্থ এই যে,—'জানি সব, বুঝি সব; কিন্তু প্রবৃত্তি নাই—কর্ম্ম-সামর্থ্য নাই। হে দেব, তোমরা সদয় হইয়া তেমন প্রবৃত্তি দেও—তেমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হই, সমগ্র মানব-সমাজের প্রশস্তি আসে, মঙ্গল সাধন হয়, তাহারা প্রশংসার্হ হয়।' (১ম—২১সূ—৩ঋ)।

—:০:—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতং।

ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উগ্রা। সন্তা। হবামহে। উপ। ইদং। সবনং। সুতং।

ইন্দ্রাগ্নী ইতি। আ। ইহ। গচ্ছতাং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উগ্রা' (উগ্রৌ, দুষ্টশাসকৌ) তথা 'সন্তা' (সন্তৌ, শিষ্টপালকৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ) 'ইদং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'সুতং' (সুসংস্কৃতং) 'সবনং' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম) 'উপ' (সমীপে) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ); তৌ 'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি) 'আ গচ্ছতাং' (আগত্য অধিতিষ্ঠতাং)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ দুষ্টশাসকৌ শিষ্টপালকৌ; তৌ দেবৌ অস্মান্ রক্ষতাং। (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দুষ্টশাসক ও শিষ্টপালক ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে সুসংস্কৃত যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্ম-সমীপে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হউন। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় দুষ্টশাসক শিষ্টপালক; সেই দেবদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।) (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুতমভিষবোপেতমিদমনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্মোপসামীপ্যেন প্রাপ্তুমুগ্রা সন্তা বৈরিবধাদিষু ক্রূরৌ সন্তৌ দেবৌ হবামহে। আহ্বয়ামঃ। ইন্দ্রাগ্নী দেবাবিহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতাং॥ সন্তা অস্তেঃ শতরি শ্নসোরল্লোপঃ। সবনং সুতমিতি দ্বয়ং সোমং নঃ স্তোমমাগহীত্যত্রোক্তং॥ (১ম—২১সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (২০৫) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকের 'উগ্রা' ও 'সন্তা' পদদ্বয় বিপরীত-ভাব-প্রকাশক। ঐ দুই শব্দ, দুষ্ট ও শিষ্ট দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি, তাঁহাদের দুই রূপ ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সুতং' শব্দে কেহ কেহ সোমরস মাদক-দ্রব্যের সংশ্রব সূচনা করেন। বলা বাহুল্য, সে অর্থ রুচি-প্রকৃতি-সাপেক্ষ। নচেৎ, ঋকের সাধারণ ও সরল অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় দুষ্টের দমনকর্ত্তা এবং শিষ্টের পালনকর্ত্তা। তাঁহারা আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আমরা যেন তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হই। তাঁহারা আসিয়া যেন আমাদের যজ্ঞে (কর্ম্মে বা হৃদয়ে) আসন গ্রহণ করেন।' ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতং।
অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥ ৫ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অভিষবসংস্কারযুক্ত এই অনুষ্ঠীয়মান প্রাতঃসবনাদিরূপ কর্ম্মের সমীপে পাইবার নিমিত্ত বৈরিবধাদিব্যাপারে ক্রূর দেবতাদ্বয়কে (ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে) আহ্বান করিতেছি; ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব এই কর্ম্মে আগমন করুন।

"সন্তা" এই পদটিতে 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্রানুসারে ধাতুর অকারের লোপ হইয়াছে। "সবনং" ও "সুতং" এই পদদ্বয় "সোমং ন স্তোমমাগহি" এই ঋকের ভাষ্যানুবাদে বিবৃত হইয়াছে॥ (১ম—২১সূ—৪ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। মহান্তা। সদম্পতী ইতি। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। রক্ষঃ।

উব্জতং। অপ্রজাঃ। সন্তু। অত্রিণঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'মহান্তা' (মহান্তৌ, মহাপ্রভাববিশিষ্টৌ) 'সদম্পতী' (সজ্জনপালকৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ) 'রক্ষঃ' (রাক্ষসাদিকং, কাপট্যং) 'উব্জতং' (ঋজু কুরুতং, ক্রৌর্য্যং পরিত্যাজয়তং); তয়োঃ প্রভাবেণ 'অত্রিণঃ' (ভক্ষকাঃ রাক্ষসাঃ, সদ্ভাবনাশকাঃ রিপবঃ) 'অপ্রজাঃ' (অনুৎপন্নাঃ, নির্ম্মূলাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। সদ্ভাবরক্ষকৌ তৌ দেবৌ কাপট্যাদিনাশকৌ রিপুশত্রুনির্ম্মূলকৌ ভবতং—ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই মহাপ্রভাববিশিষ্ট সজ্জনপালক ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় কাপট্যকে সরল করুন; তাঁহাদিগের প্রভাবে সদ্ভাব-নাশকশত্রুগণ (রিপুগণ) তাঁহাদের কর্ত্তৃক নির্ব্বংশ (নির্ম্মূল) হউক। (ভাব এই যে,—সদ্ভাবরক্ষক সেই দেবদ্বয় কাপট্যাদিনাশক রিপুশত্রু নির্ম্মূলকারী হউন।) ॥ (১ম—২১সূ—৫ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তৌ পূর্ব্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী রক্ষো রাক্ষসজাতিমুব্জতং। ঋজুকুরুতং। ক্রৌর্য্যং পরিত্যাজয়তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ। মহান্তা। মহান্তৌ গুণৈরধিকৌ। সদম্পতী। সভাপালকৌ। তয়োঃ প্রসাদাদত্রিণো ভক্ষকা রাক্ষসা অপ্রজা অনুৎপন্নাঃ সন্তু ॥

মহান্তা। সান্তমহতঃ সংযোগস্য। পা০ ৬।৪।১০। ইতি দীর্ঘঃ। সদম্পতী। সদম্পতী ইতি সমাসে ষষ্ঠ্যা লুকি প্রাতিপদিকসকারস্য রুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিত্যুভয়-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব, রাক্ষসজাতিকে সরলস্বভাবসম্পন্ন করুন। অর্থাৎ, হিংসা পরিত্যাগ করান। সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব কিরূপ? অধিকগুণশালী, সভার পালক। সেই দেবদ্বয়ের অনুগ্রহে ভক্ষক রাক্ষসগণ যেন উৎপন্ন না হয়।

"মহান্তা" পদ "সান্তমহতঃ সংযোগস্য" (পা০ ৬।৪।১০)। এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ। "সদম্পতী" এই পদটী 'সদসম্পতী' শব্দের সমাসে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ করিয়া প্রাতিপদিক স-কারের স্থানে ছান্দস-প্রযুক্ত রুত্ব (বিসর্গ) হয় নাই। উক্ত 'সদম্পতী' শব্দের "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রাগ্নী। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অপ্রজাঃ। প্রজায়ন্ত ইতি প্রজাঃ। অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা০ ৩।২।১০১। ইতি জনের্ডপ্রত্যয়ঃ। ন প্রজা অপ্রজাঃ। প্রজাশব্দস্য-বহুব্রীহৌ হি নিত্য মসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা০ ৫।৪।১২২। ইত্যসিজাদেশঃ স্যাৎ। অব্যয়-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অত্রিণঃ তৃজন্তস্যাতৃশব্দস্য জসশ্ছান্দশ ইনুগাগমঃ। চিত ইতি ঋকারা উদাত্ত। তস্য যণাদেশ উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাদিতীকার উদাত্তঃ॥ (১ম—২১সূ-৫ঋ)॥

০ ০ ০

পঞ্চম (২০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে দুই দিক হইতে দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। আর্য্যের ও অনার্য্যের সংগ্রামের বিষয় স্মরণ করিয়া যাঁহারা অর্থ করিতে যাইবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এই ঋক্কে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র ও অগ্নি সেই রাক্ষসস্বরূপ অনার্য্যদিগকে 'সোজা করিয়া আনিয়াছিলেন' এবং তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন। এ পক্ষে, ইন্দ্র এক দেশের রাজা এবং অগ্নি আর এক দেশের রাজা অথবা তিনি ইন্দ্রের পক্ষের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন—এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু এই ঋকের অর্থ অন্যরূপ মনে করি। এ ঋকে কোনও কালাকালের সম্বন্ধ নাই। আবহমানকাল সংসারে যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই বিষয় এই ঋকে বিবৃত আছে। 'সদস্পতী' শব্দে সদ্ভাবরক্ষক—সত্ত্বগুণের পরিপোষক এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। 'রক্ষঃ' শব্দে

এই সূত্র দ্বারা উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী" পদের আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত। "অপ্রজাঃ" এই পদটীতে 'প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করে' এই অর্থে "অন্যেষপি দৃশ্যতে" (পা০ ৩।২।১০১) এই সূত্র দ্বারা প্র উপসর্গ পূর্ব্বক 'জন্' ধাতুর উত্তর 'ড' (অ) প্রত্যয় করিয়া 'প্রজা' পদটী নিষ্পন্ন। অনন্তর 'নয় প্রজা' এইরূপ সমাস করিয়া 'অপ্রজাঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রজা' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে "নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ" (পা০ ৫।৪।১২২) এই সূত্র দ্বারা 'অসিচ্' আদেশ হইয়াছে। ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত 'অতৃ' শব্দের উত্তর ছান্দস-প্রযুক্ত জসের ইনুগাগমে "অত্রিণঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্রানুসারে ইহার ঋ-কার উদাত্ত। সেই ঋকারের স্থানে 'যণ্' আদেশ হইলে অর্থাৎ ঋ-কারের স্থানে র-কার হইলে "উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা উক্ত "অত্রিণঃ" পদটীর ই-কার উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২১সূ—৫ঋ)॥

০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপট্যাদি হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিনিচয় বুঝায়। 'উজ্জতং' পদ ঋজুকরণের ভাবদ্যোতক। 'রক্ষঃ উজ্জতং' পদদ্বয়ে 'কপটতাকে সরল করিয়া আনা' ভাব আসে। অর্থাৎ, হৃদয়ের অসদ্বৃত্তি-সমূহের বক্রগতিকে তাঁহারা দমিত করিয়া রাখেন। 'অত্রিণঃ' শব্দে সদ্ভাবনাশক রিপু-রাক্ষস-গণকে বুঝায়। 'অপ্রজাঃ' শব্দে তাহাদিগের উচ্ছেদসাধন। অর্থাৎ, রিপুশত্রু যাহাতে আর মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে, নির্ম্মূল হয়, দেবগণ তাহারই বিধান করেন। তাহা হইলে, ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'সেই সদ্ভাব-প্রতিপোষক মহানুভব দেবগণ আমাদের অন্তরকে কাপট্যপরিশূন্য সরল করিয়া দেন, তাঁহাদের কৃপায় আমরা যেন সাধুভাবাপন্ন হই। আর তাঁহারা আমাদের অন্তরের অসদ্বৃত্তি-সমূহকে একেবারে অন্তর হইতে অন্তরিত করুন।' ইহাই এ ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম। (১ম—২১সূ—৫ঋ)।

—— * ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে।

ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তেন। সত্যেন। জাগৃতং। অধি। প্রঽচেতুনে। পদে।

ইন্দ্রাগ্নী ইতি। শর্ম্ম। যচ্ছতং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে দেবৌ) 'সত্যেন' (সৎসহযুক্তেন, অবিতথেন) 'তেন' (কর্ম্মণা) 'প্রচেতুনে' (প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে, উৎকৃষ্টে) 'পদে' (লোকে) 'অধিজাগৃতং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অস্মান প্রবুদ্ধান্ কুরুতং ইত্যর্থঃ), অপিচ 'শর্ম্ম' (সুখং, পরমং মঙ্গলং) 'যচ্ছতং' (দত্তং)। অয়ং ভাবঃ—যথা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন বয়ং পরাং গতিং লভামহে, হে ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ, কৃপয়া তস্মিন্ পথি অস্মান্ পরিচালয়তং, শ্রেয়শ্চ সাধয়তং। (১ম-২১সূ-৬ঋ)।

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়! সত্যসংযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা উৎকৃষ্টলোকে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ বা পরিচালিত করুন এবং পরম মঙ্গল দান করুন। (ভাব এই যে,—যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমরা পরাগতি লাভ করি, হে ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়, কৃপা করিয়া সেই পথে আমাদিগকে পরিচালিত করুন এবং শ্রেয়ঃ সাধন করুন।)॥ (১ম—২১সূ—৬ঋ)।

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী সত্যেনাবশ্যফলপ্রদানাদবিতথেন তেনাস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদিস্থানেঽধিজাগৃতং। আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং। ততোঽস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং। সুখং গৃহং বা দত্তং॥

গয়ঃ কৃদর ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষু গৃহনামসু শর্ম্মবর্ম্মেত্যুক্তং। জাগৃতং। জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। প্রচেতুনে। চিতী সংজ্ঞানে ইত্যস্মাদ্বাস্তাচ্ছকেরুনোন্ত। উ০ ৩।৪৯। ইতি বিহিতত্বাদ্বহুলকাদৌণাদিক উন্প্রত্যয়ঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ইন্দ্রাগ্নী। ইহেন্দ্রাগ্নী ইত্যত্রোক্তং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের যজ্ঞাদির অবশ্যম্ভাবী ফলপ্রদানে অবিতথ অর্থাৎ সত্য। সেই জন্য আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রকৃষ্ট-ফলভোগ-জ্ঞাপক যে স্বর্গলোকাদি স্থান, তাহাতে আপনারা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন। অনন্তর আমাদিগকে মঙ্গল অথবা সুখময় গৃহ প্রদান করুন।

নিরুক্তে "গয়ঃ কৃদরঃ" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি সংখ্যক গৃহ-নামের মধ্যে "শর্ম্ম বর্ম্ম" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "জাগৃতং" এই পদটীতে নিদ্রাক্ষয়ার্থ 'জাগৃ' ধাতুর "অদিপ্রভৃতিভ্য শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত স্বর। "প্রচেতুনে" এই পদটী, প্র-পূর্ব্বক সম্যক্-জ্ঞানার্থ চিতী ধাতুর উত্তর "শকেরুনোন্ত" (উ০ ৩।৪৯) এই সূত্র দ্বারা 'উন্' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; সেই হেতু বহুলপ্রযুক্ত ঔণাদিক উন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন। সমাসে ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী" পদের স্বরাদি সাধন-প্রণালী "ইহেন্দ্রাগ্নী" এই ঋকের ভাষ্যানুবাদে কথিত হইয়াছে। তবে এস্থলে ইহাই বিশেষ যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমন্ত্রিতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বমত্র বিশেষঃ। শৃণ্যাতি ছিনত্তি দুঃখমিতি শর্ম্ম। শৄ হিংসায়াং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। যচ্ছতং। ইষুগমিয়মাঙ্ ইতি ছঃ॥ (১ম—২১সূ—৬খ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ১অ—২অ—৩ব॥

• • •

ষষ্ঠ (২০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্ব্বোধ ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। * সায়ণের অর্থের অনুসরণে অর্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে 'প্রচেতুনে পদে' বাক্যের অর্থ হয়,—'স্বর্গলোকে আপনারা অতিশয় সাবধান থাকিবেন।' যাহা হউক, ঋকের যে অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিলাম, তাহারই মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

'সত্যেন' শব্দে সত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং 'তেন' শব্দে কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। ঐ দুই পদে 'সত্যসম্বন্ধযুত কর্ম্মের দ্বারা' অর্থ উপলব্ধ

আমন্ত্রিত বলিয়া এস্থলে ঐ পদে আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'দুঃখকে হিংসা করে' এই অর্থে "শর্ম্ম" এই পদটী, হিংসার্থক 'শৄ' ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা 'মনিন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "যচ্ছতং" এস্থলে "ইষুগমিয়মাং ছঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ম'-এর স্থানে 'ছ' হইয়াছে॥ (১ম-২১সূ ৬ঋ)।

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১অ-২অ-৩ব।

• • •

---

* প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নানারূপের দেখিতে পাই। কয়েকটীর মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যে স্বর্গলোকে কর্ম্মফল জানা যায়, এই যজ্ঞহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও, আমাদিগকে সুখদান কর।"

(২) "হে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব যেহেতু ইহা সত্য অতএব আপনারা বিশেষরূপে জ্ঞাত প্রদেশে অবহিত হইয়া থাকুন এবং আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। অথবা অবশ্য প্রাপ্য ফলবিশিষ্ট এই যজ্ঞহেতুক আপনারা স্বর্গ প্রভৃতি লোকে অধিক মনোযোগী হউন, কারণ স্বর্গ প্রভৃতি স্থান প্রকৃষ্ট ফলভোগের জ্ঞাপক।"

(৩) একজন অর্থ করিয়াছেন, - ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথমে আসেন, তাঁহারা সহচরদের নিকট সত্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন যে, তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে সুখে রাখিবেন। এ ঋকের 'তেন সত্যেন' পদদ্বয়ে তাহাই স্মরণ করান হইতেছে। ইত্যাদি

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। 'প্রচেতুনে পদে' শব্দদ্বয়ে 'উৎকৃষ্ট লোক' 'উৎকৃষ্ট গতি' অর্থ অধ্যাহার হইতে পারে। 'অধিজাগৃতং' পদ, 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য বিশিষ্ট (উদ্‌বুদ্ধ) হও'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে, ঋকের প্রথমাংশের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আমরা যেন সত্যভ্রষ্ট না হই। আমাদের কর্ম্ম যেন সর্ব্বদা সত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। সত্যসম্বন্ধযুত কর্ম্মই উৎকৃষ্ট-গতি পরাগতি প্রদান করে। তাই প্রার্থনা,—আমরা যাহাতে সত্যপথে অবিতথভাবে অবস্থিত করিতে পারি, আপনারা সেই উপায় বিধান করিবেন। আমরা আপনাদের নিকট যে পরম সুখলাভের প্রার্থনা করিতেছি, সে সুখ সত্যসংযুত; দেখিবেন,—যেন আমরা সত্যভ্রষ্ট না হই।'

এইরূপ অর্থে সূক্তের পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋকের সঙ্গে এই ঋকৃটির সামঞ্জস্য বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সূক্তের ছয়টী ঋক্ যথাক্রমে অনুধ্যান করিলে, একটী শৃঙ্খলার বিষয়—উহাদের পরস্পরের মধ্যে এক অভেদ্য সম্বন্ধের বিষয়—অনুমান করা যায়। প্রথম ঋকে সাধক পরিত্রাণের উপায়প্রার্থী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঋকে ভগবদনুকম্পায় সে উপায় তিনি অবগত হইতে পারেন। তৃতীয় ঋকে দেবদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের নির্ভরপরায়ণতা প্রকাশ পায়। চতুর্থ ঋকে সেই দেবদ্বয় যে কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করেন, রুষ্ট ও তুষ্ট হন, তাহারই আভাষ দেওয়া হয়। পঞ্চম ঋকে দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়,—সেই দেবদ্বয় শরণ্যের হৃদয়ে সদ্ভাবের পরিপোষণ-পক্ষে সহায়তা করেন এবং হৃদয় হইতে অসদ্ভাব-সমুহ উন্মূলিত করিয়া দেন। দেবগণ সম্বন্ধে ঐরূপ পরিচয় প্রদানানন্তর উপসংহারে ষষ্ঠ ঋকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমাদের প্রতি, আমাদের কর্ম্মের প্রতি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা একটু লক্ষ্য রাখিবেন; দেখিবেন,—যেন আমরা ভ্রান্তিবশে অসৎ-পথে অসৎকর্ম্মে পরিচালিত বা প্রবৃত্ত না হই; দেখিবেন,—যেন আমরা সৎকর্ম্মে সদা আত্ম নিয়োগ করিতে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, ঋকের ইহাই প্রকৃত মর্ম্মার্থ। (১ম—২১সূ—৬ঋ)।

—— * ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বাবিংশসূক্তং।
পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থঃ বর্গঃ।

দ্বাবিংশসূক্তং।

এ সূক্ত—বহুদেবতামূলক এবং বহুভাবদ্যোতক। এই সূক্তের অংশবিশেষ লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক নানা প্রকারে বিঘূর্ণিত হইয়া আছে।

এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের অর্থে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হয়; পুনশ্চ, সে বাসস্থান নির্ণয়-সম্বন্ধে বিচার-বিতণ্ডা চলিয়া থাকে। এই সূক্তের ঋক্-বিশেষে প্রাচীন আর্য্যগণের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে সম্বন্ধে নানা বিচার-বিতর্ক চলিতে পারে।

পুরাণের বহু আখ্যায়িকাও এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ইন্দ্র, ইন্দ্রপত্নী, অগ্নি, অগ্নিপত্নী, হোত্রাদেবী, বাগ্দেবী ভারতী প্রভৃতির সম্বন্ধে পুরাণে যে সকল বিবরণ আছে, তৎসমুদায় এই সূক্তের অনুসারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর বামন অবতারের উপাখ্যান বা ইতিহাস—এই সূক্তের "ত্রীণি পদা বিচক্রমে" প্রভৃতি উক্তির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। এ সকল বিষয়ে দুই পক্ষের দুই মত আছে। এক পক্ষের মত এই যে, ঘটনা যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং উপাখ্যানে যাহা প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহাই ঋকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অন্য পক্ষের মত,—ঘটনাবলী ঋঙ্মন্ত্রের অনুসারী। যথাস্থানে সে সকল বিষয়ের বিচার করা যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের দ্বারা অনেক জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এবং তাহার মীমাংসাও পাওয়া যায়।

এই সূক্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিচার্য্যমান্ বিষয়—আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান। এই সূক্ত হইতেই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আর্য্যগণের আদিবাসস্থানকে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কুল তুষারাচ্ছন্ন অনুর্ব্বর মরুপ্রদেশকে নির্দ্দেশ করেন। আবার এই সূক্তের সাহায্যেই ভারতভূমিই আর্য্য-সভ্যতার আদি-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য-তত্ত্ব আপনিই হৃদ্গত হইয়া আসিবে।

—— ০ ——

দ্বাবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্রাতর্যুজেত্যাদিকমেকবিংশত্যৃচং পঞ্চমং সূক্তং। তস্য ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতা-বিশেষস্ত্বনুক্রম্যতে। প্রাতর্যুজা সৈকা চতস্র আশ্বিন্যস্তথা সাবিত্র্য আগ্নেয্যৌ দ্বে দেবীনামেং-কৈকেন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায়ীনাং দ্যাবাপৃথিব্যে পার্থিবী ষড়্বৈষ্ণব্যোঽতো দেবা দৈবী বেতি। সূক্তসংখ্যানুবর্ত্তত ইত্যস্মিন্ খণ্ডেঽনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিরিতি পরিভাষিতত্বাৎ প্রাতর্যুজেতি সূক্তে সংখ্যাবিশেষস্থানিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিসংখ্যা দ্রষ্টব্যা। সা চ বিংশতিরেকয়াধিকয়া সহ বর্ত্তত ইতি সৈকা। তত্রাদৌ চতস্র ঋচোঽশ্বিদেবতাকাঃ। পঞ্চমীমারভ্যাষ্টম্যন্তাশ্চতস্রঃ সবিতৃদেবতাকাঃ। নবমী দশমী চোভে অগ্নিদেবতাকে। একাদশ্যা ঋচো দেবসম্বন্ধিন্যো দেব্যো দেবতাঃ। দ্বাদশ্যা ইন্দ্রবরুণাগ্নিপত্ন্য ইন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায্যো দেবতাঃ। ত্রয়োদশী-চতুর্দ্দশ্যৌ দ্যাবাপৃথিবীদেবতাকে। পঞ্চদশী পার্থিবী পৃথিবীদেবীদেবতাকা। ষোড়শীমার-ভ্যৈকবিংশ্যন্ত্যাঃ ষড়্বিষ্ণুদেবতাকাঃ। অতো দেবা ইত্যেতস্যাঃ ষোড়শ্যাস্তু কৃৎস্না দেবা বিষ্ণুর্বা বিকল্পেন দেবতা। অত্র সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"প্রাতর্যুজা" ইত্যাদি একুশটী ঋক্-বিশিষ্ট এই সূক্ত পঞ্চম সূক্ত নামে অভিহিত। ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতার বিষয় অনুক্রান্ত হইতেছে; যথা,— "প্রাতর্যুজা সৈকা চতস্রঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ,—আদি চারিটী ঋকের দেবতা—অশ্বিদ্বয়; পঞ্চমী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টমী ঋক্ পর্য্যন্ত চারিটী ঋকের দেবতা—সবিতা; নবমী ও দশমী ঋকের দেবতা—অগ্নি; একাদশী ঋকের দেবতা—দেবসম্বন্ধিনী দেবীগণ; দ্বাদশী ঋকের দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিদেবের পত্নী যথাক্রমে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী; ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী ঋকের দেবতা আকাশ ও পৃথিবী; পঞ্চদশী ঋকের দেবতা—পার্থিবী পৃথিবীদেবী এবং ষোড়শী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশী ঋক্ পর্য্যন্ত ছয়টী ঋকের দেবতা—বিষ্ণু। অতএব ষোড়শী ঋকের সমগ্র দেবতা অথবা বিকল্পে বিষ্ণু-দেবতা হইয়া থাকেন। 'সূক্তসংখ্যানুবর্ত্ততে' এই খণ্ডে, 'অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিঃ' এইরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। সেই জন্য "প্রাতর্যুজা" এই সূক্তে সংখ্যাবিশেষের অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতি বলিয়া জানিবে এবং সেই বিংশতি ঋক্ 'সৈকা' অর্থাৎ একটী অধিক ঋকের সহিত বর্ত্তমান আছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক। আশ্বিন-ক্রতুর প্রাতঃকালীন অনুবাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাতর্যুজা বিবোধয়েতি চতস্র ঋচঃ। সূত্রিতং চ। অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রঃ। আ০ ৪।১৫। ইতি আশ্বিনগ্রহস্ত প্রাতর্যুজেত্যেকা পুরোহনুবাক্যা দ্বিদেবত্যাশ্চরন্তীতি খণ্ডে সূত্রিতং। আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বিবোধয়। আ০ ৫।৫। ইতি। তত্র প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে দ্বাবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। অশ্বিনৌ সবিতাগ্নি দেবীন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায্যশ্বাবাপৃথিবীপার্থিবীবিষ্ণুশ্চ দেবতাঃ। আশ্বিনে ক্রতৌ বিশ্বদেবে শস্ত্রে অগ্নিষ্টোমে লৈঙ্গিকশ্চ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং।

অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রাতঃইযুজা। বি। বোধয়। অশ্বিনৌ। আ। ইহ। গচ্ছতাং।

অস্য। সোমস্য। পীতয়ে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মন! 'প্রাতর্যুজা' (প্রাতঃসবনসম্বন্ধযুক্তান দেবান্, প্রাতঃস্মরণীয়ান্ সর্ব্বান্ দেবন্) 'বিবোধয়' (উদ্বোধয়, স্মরণং কুরু); 'অশ্বিনৌ' (হে অন্তর্ব্যাধিবাহ্যব্যাধিনাশকৌ দেবৌ)

"প্রাতর্যুজা বিবোধয়" ইত্যাদি চারিটী ঋক্ বিনিযুক্ত হইয়া থাকে;- আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রঃ (আ০ ৪।১৫) ইতি। "প্রাতর্যুজা" এই একটী ঋক্ আশ্বিন-গ্রহের পুরোঽনুবাক্যা হয়,—ইহা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'দ্বিদেবত্যাশ্চরন্তি' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে। যথা—"আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বিবোধয়" (আ০ ৫।৫) ইতি। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অস্য' (সুসংস্কৃতস্য) 'সোমস্য' (আহবনীয়স্য, ভক্তিসুধামৃতস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং হৃদয়ে) 'আ গচ্ছতাং' (আগত্য অধিতিষ্ঠতাং যুবামিতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। আসূর্য্যোদয়াৎ সর্ব্বকালং মনঃ ভগবচ্চিন্তাপরায়ণং ভবতু—ইত্যেবং কামনা। (১ম - ২২সূ - ১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তুমি প্রাতঃস্মরণীয় সকল দেবগণকে অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ কর—স্মরণ কর; হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা এই সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ ভক্তি-সুধা পানের জন্য এই যজ্ঞে (আমাদিগের অন্তরে বা কর্ম্মে) আগমন করুন—চির-প্রতিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; আসূর্য্যোদয় সর্ব্বকাল মন ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হউক—ইহাই কামনা।)॥ (১ম—২২সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র হোতাধ্বর্য্যুমুদ্দিশ্য ব্রূতে। হে অধ্বর্য্যো প্রাতর্যুজা প্রাতঃসবনগ্রহেণ সংযুক্তাবশ্বিনৌ দেবৌ বিবোধয়। বিশেষেণ প্রবুদ্ধৌ কুরু। অশ্বিনৌ প্রবুদ্ধৌ চাশ্বিনৌ দেবাবস্যাভিষবসংস্কারযুক্তস্য সোমস্য পীতয়ে পানায়েহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতাং॥

প্রাতর্যুজ্যাতে গৃহ্যমাণেন গ্রহেণ সহেতি প্রাতর্যুজা। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অস্য। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পীতয়ে। ব্যত্যয়েন ক্তিন উদাত্তত্বং॥ (১ম—২২সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে হোতা অধ্বর্য্যুকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—'হে অধ্বর্য্যো! প্রাতঃসবনগ্রহে যে অশ্বিদেবদ্বয়, সংযুক্ত হইয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জাগরিত করুন। তাঁহারা জাগরিত হইয়া, অভিষবসংস্কারযুক্ত এই সোম পান করিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মে আগমন করুন।

'প্রাতঃকালে গৃহ্যমাণ গ্রহের সহিত যুক্ত'—এই অর্থে "প্রাতর্যুজা এই পদটী, 'প্রাতঃ' উপপদ পূর্ব্বক 'যুজ' ধাতুর উত্তর "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই "প্রাতর্যুজা" পদটীর কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অস্য" এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীতয়ে" এই পদটীর 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের বিকল্পে উদাত্তস্বর হইয়াছে। (১ম ২২সূ—১ঋ)॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম (২০৮) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হয়, হোতা যেন ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন। তদনুসারে 'প্রাতর্যুজা' পদটি 'অশ্বিনৌ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে; তাহাতে 'প্রাতর্যুজা' শব্দের অর্থ হয়—'প্রাতঃকালে যাঁহারা রথে অশ্বযোজনা করেন।' সে ব্যাখ্যায় ঋকের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'প্রাতঃকালে রথে অশ্বযোজনা যাঁহাদের কার্য্য (শকট-চালক 'কোচম্যান' আর কি) সেই অশ্বিনীদ্বয় সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য এই যজ্ঞে আগমন করুন। বেদ-মন্ত্র অসভ্য বর্ব্বর জাতির রচনা (চাষার গান) বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অর্থই হইতে পারে; হওয়া বিচিত্রও নহে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ঋকের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখানে সাধক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি আপনা-আপনি আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'মন রে! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না! প্রভাত হইতেই ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হও। কত দিন কাটিয়া গেল! কত রাত্রির অবসান হইল! কিন্তু তুমি করিলে কি? এখনও উদ্বুদ্ধ হও। এখনও তাঁহার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত কর। এখনও তাঁহার সহিত যুক্ত হও। ঐ দেখ, নৈশ-অন্ধকার কাটিয়া গেল। ঐ দেখ, দিব্য-জ্যোতীরূপে তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। এই কি উপযুক্ত সময় নহে? এখনও কি ঘুমঘোরে মগ্ন থাকিবার সময় আছে? জাগো—জাগো! এই প্রাতঃকালে, স্নিগ্ধ শুভ মুহূর্ত্তে, ভগবানের চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হও।'

সূক্তের প্রথমে—ঋকের প্রথমে—ঐ যে 'প্রাতর্যুজা বিবোধয়' বাক্য, উহা আর কিছুই নহে,—উহা আত্মোদ্বোধন মন্ত্র। ঘোটকের সম্বন্ধ ওখানে কোথাও নাই। যদি ঘোটকের কল্পনা করার একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অর্থ কর,—'তোমার উত্তম রূপ ঘোটককে মানস-রূপ রথে সংযোজিত করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ হও।' ফলতঃ, গভীর-ভাবদ্যোতক আত্মোদ্বোধন-মূলক এই যে ঋকাংশ, ভ্রান্তিবশে মানুষ ইহাতে কদর্থের কল্পনা করিতেছে মাত্র। সূক্তের প্রথমে যে সূচনা, উপসংহারে তাঁহারই পূর্ণস্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিবেন; তাহাতেই কুব্যাখ্যার ভ্রান্তি দূর হইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে আর এক গভীর তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। একদিকে অজ্ঞানতারূপ নৈশ অন্ধকার, অন্যদিকে জ্ঞানস্বরূপ দিবার আলোক। দুইয়ের সন্ধিস্থল—প্রাতঃকাল। জ্ঞান-অজ্ঞান, আঁধার-আলোক—এখানে আসিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'প্রাতর্যুজা' শব্দে সেই মিলনের সঙ্গমের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল; জ্ঞানের আলোক কখনও সেখানে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা দেখি নাই। সূর্য্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষে অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিয়া দিল। নিদ্রাঘোরে তমসার মধ্যে কাল কাটিয়া যাইতেছিল; সহসা স্মৃতিপথে কে যেন আলোক-রশ্মি প্রদর্শন করিল! ভ্রান্ত জীব উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল,—'জাগো—জাগো'! আর সময় নাই; প্রভাতেই ভগবানের সহিত চিত্তকে যুক্ত কর; ইহাই উপযুক্ত সময়।' প্রভাতে চিত্তকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত ও যুক্ত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই 'প্রাতর্যুজা' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অশ্বিনৌ' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন—ইহারও কোনও নিগূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্‌' ধাতু—'অশ্বিন্‌' শব্দের মূল। নিশায় ও দিবায়, আঁধারে ও আলোকে, অজ্ঞানে ও জ্ঞানে তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; এই জন্যই অশ্বিদ্বয়রূপে তাঁহারা সম্পূজিত হন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মিলনে তাঁহাদের সহায়তা প্রথম প্রয়োজন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞাপন জন্য তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এখানে তাঁহাদের সেই মূর্ত্তিই কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আলোকে আঁধারে মিশিয়া, জ্ঞান অজ্ঞান অভিন্ন-গতি প্রাপ্ত হইবে। মনে হয়, এই জন্যই—অজ্ঞান, জ্ঞানে বিলীন করিবার ভাব বিকাশের জন্যই—যুগ্মদেবের অশ্বিদ্বয়ের আহ্বানেই সূক্তের সূচনা করা হইয়াছে। তারপর, অশ্বিদ্বয়কে দেববৈদ্য বলা হয় এবং তাঁহাদিগের যুগ্মমূর্ত্তি পরিকল্পনা হইতে দেখি। তাহা হইতেই তাঁহাদিগকে অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয় বলিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি। ব্যাধি দ্বিবিধ-অন্তরের ও বাহিরের। দেবতা তাই যুগ্ম। (১ম—২২সূ—১ঋ)।

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা।

অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যা। সুহরথা। রথিহতমা। উভা। দেবা। দিবিহস্পৃশা।

অশ্বিনা। তা। হবামহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যা' (যৌ প্রসিদ্ধৌ) 'সুরথা' (শোভনরথযুক্তৌ, রথীতমৌ, লোকপরিচালকৌ) 'দিবিস্পৃশা' (দিব্যলোকবাসিনৌ, জ্যোতিঃস্বরূপৌ) 'তা' (তৌ, তাদৃশৌ লোকহিতসাধকৌ) 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ অশ্বিদেবৌ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, অনুসরেম)। রথী যথা রথং পরিচালয়তি, অশ্বিনৌ তথা অস্মান্ সুপথি পরিচালয়তং—ইতি ভাবঃ॥ (১ম ২২সূ - ২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহারা প্রসিদ্ধ লোকপরিচালক জ্যোতিঃস্বরূপ, তাদৃশ লোকহিতসাধক আধিব্যাধিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—রথী যেমন রথকে পরিচালিত করেন, অশ্বিনীদ্বয় সেইরূপ আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন।)॥ (১ম—২২সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোভাশ্বিনা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ দেবৌ সুরথা শোভনরথযুক্তৌ রথীতমা রথীনাং মধ্যেঽতিশয়েন রথিনৌ। দিবিস্পৃশা দ্যুলোকনিবাসিনৌ। তা হবামহে। তাদৃশাবশ্বিনাবাহ্বয়ামহে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে অশ্বিদেবদ্বয়, সুন্দররথযুক্ত, রথিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী এবং স্বর্গোক-নিবাসী, সেই অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেত্যাদিষষ্টস্বু পদেষু সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্যাকারঃ। সুরথা। শোভনো রথো যয়োস্তৌ সুরথৌ। সমাসান্তোদাত্তত্বাপবাদং বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্ত আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। রথীতমা। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়ামিকারস্য দীর্ঘত্বং। দিবিস্পৃশা। দিবিস্পৃশতঃ ইতি দিবিস্পৃশৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম–২২সূ–২ঋ)॥

দ্বিতীয় (২০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে অশ্বিনীদ্বয়ের স্বরূপ-পরিচয় দেখিতে পাই। তাঁহারা 'সুরথা'। ঐ শব্দে তাঁহারা শোভনরথযুক্ত বা রথিশ্রেষ্ঠ অর্থ উপলব্ধ হয়। দুই অর্থই ভাবগ্রহণপক্ষে সুপ্রশস্ত। তাঁহাদের শোভন রথ বা উৎকৃষ্ট রথ আছে, অথবা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ রথী বা শ্রেষ্ঠ রথ-পরিচালক—দুই অর্থেই তাঁহাদের মানুষের মঙ্গল-সাধনের ভাব আসে। এক ভাবে, তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের রথে গ্রহণ করুন, অর্থাৎ যে পথে যেমন ভাবে চলিতে হইবে—চালাইয়া লউন; অন্য ভাবে, আমাদের মনোরথকে তাঁহারা পরিচালিত করুন। এখানে নির্ভরতা—দেবতার উপর। যে ভাবে চালাইলে, যে পথে পরিচালিত হইলে, আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়,

---

"যা" ইত্যাদি আটটী পদে (অর্থাৎ যা, সুরথা, রথীতমা, উভা, দেবা, দিবিস্পৃশা, অশ্বিনা এবং তা—এই আটটী পদে) "সুপাং সুলুক" এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়বার দ্বিবচনের স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। 'শোভন হইয়াছে রথ যাহাদের'—এই অর্থে "সুরথা" পদটী নিষ্পন্ন। সেই 'সুরথা' পদটীর সমাসান্ত উদাত্তস্বরের অপবাদক—বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর। সেই প্রকৃতিস্বরকে বাধিত বা রোধ করিয়া "নঞ্ সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদে অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, সেস্থলে "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি" সূত্র দ্বারা 'সুরথা' শব্দের পরপদে আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অন্যেষামপিদৃশ্যতে" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে "রথীতমা" পদটীর ই-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। "দিবিস্পৃশতঃ" এই অর্থে "দিবিস্পৃশা" পদটী, নিষ্পন্ন। 'দিবি' সপ্তম্যন্ত পদপূর্ব্বক "ক্বিপ্ চ" সূত্র অনুসারে 'স্পৃশ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "তৎপুরুষে কৃতি বহুলং" এই সূত্র দ্বারা উহাতে সপ্তমীর অলোপ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে।২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারাই তাহার বিধান করুন,—এই প্রার্থনা। তার পর বলা হইয়াছে,—তাঁহারা 'দিবিস্পৃশা', অর্থাৎ দ্যুলোকবাসী বা জ্যোতির্ম্ময়ভাবাপন্ন। এখানে জ্ঞানস্বরূপতা উপলব্ধ হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ঋকের ভাবার্থ হইতে পারে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা স্বরূপে শ্রেষ্ঠ সারথীর ন্যায় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করুন।' এখানে অশ্বিদ্বয় সম্বোধনে যুগ্মদেবতার আরাধনার অভিপ্রায় এই যে,—'আমাদের সৎকর্ম্ম-সমুদ্ভূত জ্ঞানভক্তি-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনারা সাতমুক্তির পথ প্রদর্শন করুন।' (১ম—২২সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী।

তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যা। বাং। কশা। মধুऽমতী। অশ্বিনা। সূনৃতাऽবতী।

তয়া। যজ্ঞং। মিমিক্ষতং॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ 'বাং' (যুবয়োঃ) 'যা' (প্রসিদ্ধা) 'মধুমতী' (অমৃতনিঃস্যন্দিনী) 'সূনৃতাবতী' (প্রিয়সত্যবাগযুতা) 'কশা' (তাড়নী, বিবেককরূপা উদ্বোধিনী) 'তয়া' (তয়া সহাগত্য) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'মিমিক্ষতং' (সেক্তুং ইচ্ছতং, নিষ্পাদয়তং)। হে দেবৌ, বয়ং হি ভ্রান্তিপরায়ণাঃ। তস্মাৎ সতর্কীকরণায় বিবেকরূপেণ সদা অস্মাকং হৃদ্দেশে বিরাজেথাং। ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম ২২সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী প্রিয়সত্যবাক্-স্বরূপিণী বিবেকরূপা তাড়না সহ উপস্থিত হইয়া আমাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাগাদি-কর্ম্ম সম্পাদন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমরাই ভ্রান্তিপরায়ণ। সেই হেতু সতর্ক করিবার জন্য বিবেকরূপে সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদ্দেশে বিরাজ করুন।) (১ম—২২সূ—৩ঋ)।

॰ . ॰

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিনী যা কশাশ্বতাড়নী বিদ্যতে তয়া সহাগত্য যজ্ঞমস্মদীয়ং মিমিক্ষতং। সোমরসেন সেক্তুমিচ্ছতং। কশয়াশ্বান্দৃঢ়ং তাড়য়িত্বা সহসা সমাগত্য ভবাদ্বিষয়াং সোমরসাহুতিং নিষ্পাদয়িতুমুদ্যুক্তৌ ভবতামিত্যর্থঃ। কীদৃশী কশা। মধুমতী। অর্ণঃ ক্ষোদ ইত্যাদিষুবেশতসংখ্যাকেষূদকনামসু মধু পুরীষমিতি পঠিতং। তস্মাদুদকবতী তদুক্তং ভবতি। অশ্বস্য শীঘ্রগত্যা যৎ স্বেদোদকং ভবতি তেনেয়ং কশা ক্লিন্নেত্যর্থঃ। সূনৃতাবতী প্রিয়সত্যবাগ্যুক্তা। তীব্রেণ কশাতাড়নেন। যো ধ্বনির্নিষ্পদ্যতে। তাড়নবেলায়ামশ্বারূঢ়েন চ য আক্রোশঃ ক্রিয়তে। তদুভয়ং শীঘ্রগমনহেতুত্বেন যজমানস্য চ প্রিয়ং। যদ্বা। শ্লোকো ধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসংখ্যাক্ নামসু কশা ধিষণেতি পঠিতং। অশ্বিনোর্যা বাক্ মাধুর্য্যোপেতা পারুষ্যরহিতা সূনৃতাবতী প্রিয়ত্বসত্যত্বোপেতা ফলপ্রদানবিষয়েত্যর্থঃ। তয়া বাচা যুক্তৌ যজ্ঞং মিমিক্ষতামিতি যোজনীয়ং॥

কশা। কশগতিশাসনয়োঃ। পচাদ্যচ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সূনৃতাবতী। উন্

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধিনী যে কশা অর্থাৎ অশ্বতাড়নী (চাবুক) বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত আগমন করিয়া আপনারা আমাদিগের যজ্ঞকে সোমরসের দ্বারা সেচন করিতে ব্যাপৃত হউন। অর্থাৎ, আপনারা কশার দ্বারা অশ্বসমূহকে দৃঢ়রূপে তাড়না করিয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক ভবদ্বিষয়ক সোমরসের আহুতিকে সম্পাদন করাইতে উদ্যোগী হউন। কশা কিরূপ? "মধুমতী"। "অর্ণ ক্ষোদঃ" ইত্যাদি শতসংখ্যক উদক-নামের মধ্যে 'মধু' ও 'পুরীষ' এই শব্দদ্বয় পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'উদকবতী' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কশা পুনরায় কিরূপ? না, - অশ্বের শীঘ্রগতিহেতু যে স্বেদবারি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা ক্লিন্না। (পুনরায় কিরূপ) "সূনৃতাবতী"; অর্থাৎ প্রিয় এবং সত্যবাক্যযুক্তা। তীব্র কশাঘাতের দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং তাড়নসময়ে অশ্বারূঢ় জন যে আক্রোশ করে তদুভয়ই শীঘ্রগমনের হেতুভূত বলিয়া যজমানের প্রিয়। অথবা, "শ্লোকঃ ধারা" ইত্যাদি সাতান্ন প্রকার বাক্-নামের মধ্যে "কশা ধিষণা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'কশা' অর্থাৎ অশ্বিদেবের যে বাক্য, তাহা মাধুর্য্যযুক্ত ও পারুষ্য-রহিত, অতএব "সূনৃতাবতী" প্রিয়ত্ব ও সত্যত্বযুক্ত অর্থাৎ ফলোপধায়ক। সেই বাক্যযুক্ত অশ্বিদ্বয় 'যজ্ঞকে সেচন করিতে ইচ্ছা করুন'—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।

গতি এবং শাসনার্থক 'কশ' ধাতুর উত্তর "পচাদ্যচ" নিয়মে অচ্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "কশা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'সুন্দররূপে অপ্রিয়কে নাশ করে' এই অর্থে 'সু'-পূর্ব্বক পরিহাণার্থ 'উন্' ধাতুর উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহাণে সুষ্ঠুনয়ত্যপ্রিয়মিতি সূন। তথাবিধমৃতং সত্যং যস্যাং বাচি সা সূনৃতা নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতি ঋকার উদাত্তঃ। সা যস্যা অস্তি সা কশা সূনৃতাবতীতি কশায়াঃ সংজ্ঞা। এবং নামা কশেত্যর্থঃ। সংজ্ঞায়াং। পা০ ৮।২।১১। ইতি মতুপো বত্বং। মিমিক্ষতং। মিহেঃ সন্। হলন্তাচ্চেতি কিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। ঢত্বকত্বষত্বানি। ৩॥

* * *

তৃতীয় (২১০) ঋকের বঙ্গার্থ।

এ ঋকের বড়ই এক হাস্যাস্পদ অর্থ প্রচারিত আছে। ঘোড়া তাড়াইবার চাবুক—যাহা ঘোড়ার গায়ের ঘামে ভিজিয়াছে, আর যাহা অশ্বকে দ্রুত চালাইতে পারে—সেইরূপ চাবুক সঙ্গে করিয়া তোমরা আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন কর;—এই যেন ঋকের প্রার্থনা। 'কশা', 'মধুমতী', 'সূনৃতাবতী'—এই তিনটী পদের অর্থ নিষ্কাশন উপলক্ষেই ঋকের ভাব এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *

'কিপ্' প্রত্যয়ে "সূনৃতাবতী" পদের অন্তর্গত "সূন্" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে বাক্যে 'সূন' অর্থাৎ প্রিয়, 'ঋত' অর্থাৎ সত্য আছে, তাহাকে সূনৃতা বাক্ কহে। এস্থলে, "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদে প্রাপ্ত যে অন্তোদাত্তস্বর, তাহাকে বাধিয়া "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" সূত্র অনুসারে "সূনৃতাবতী" পদটীর ঋকারটী উদাত্ত হইয়াছে। সেই 'সূনৃতা' যে কশা আছে, সেই কশার সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম 'সূনৃতাবতী'। "সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৮।২।১১) এই সূত্র অনুসারে "সূনৃতাবতী" পদে মতুপের 'ম' এর স্থানে 'ব' হইয়াছে। মিহ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া "হলন্তাচ্চ" সূত্রানুসারে কিত্ত্বহেতু গুণের অভাবে এবং ঢত্ব, কত্ব ও ষত্ব হইয়া "মিমিক্ষতং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৩।

* * *

---

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত তিনটী অনুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—(১) "হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে অশ্বস্বেদযুক্ত ও মধুবনযুক্ত চাবুক আছে, তাহার সহিত আসিয়া (অর্থাৎ শীঘ্র আসিয়া) এ যজ্ঞ (সোমরসে) সিক্ত কর" (২) "হে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় আপনাদিগের অশ্বতাড়নী (চাবুক) অশ্বের ঘর্মদ্বারা আর্দ্র এবং শীঘ্র আগমন নিমিত্ত যজমানের প্রিয়। অতএব ইহার সহিত আগমনপূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ নিষ্পাদন করুন।" (৩) 'কশা-দ্বারা অশ্বকে তাড়ন করুন। তাহাতে তাহার স্বেদনির্গত হউক; কিন্তু অশ্বকে বেদনা দিবেন না। প্রিয় ও সত্য বাক্যবৎ অল্প পীড়নেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন।' ইত্যাদিরূপ নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি শব্দে কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঋকে 'কশা' শব্দের বিশেষণ আছে—'মধুমতী'। ব্যাখ্যাকারগণ লিখিলেন,—'ঘর্ম্মসিক্ত'। মধু হইল—ঘর্ম্ম! ঋকে আছে—'সূনৃতাবতী'; অর্থ করা হইল—'সুধ্বনিযুক্ত' অর্থাৎ চাবুক-সঞ্চালনে যে 'সপ্ সপ্' শব্দ হয়, সেই মধুর স্বর! এই কি অর্থ! সায়ণ আবার এস্থলে সোমরসের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। যজ্ঞকে সোমরসে অভিষিক্ত করা হউক,—তাঁহার অনুসরণে এইরূপ অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে।

'কশা' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে? যাহা মধুমতী, যাহা সূনৃতাবতী, সে 'কশা' কি অশ্বতাড়নী চাবুক! কখনও তাহা নহে। আমরা বলি,—এখানে 'বিবেকরূপা উদ্বোধিনী' ভাব ঐ 'কশা' শব্দে ব্যক্ত করিতেছে। বিবেকের তাড়না—কশাঘাত নহে কি? সাধু-সজ্জনের পক্ষে সে কশাঘাত মধুমতী অর্থাৎ অমৃতফলপ্রদ। বিবেক-রূপ সেই কশাঘাতের প্রভাবে বিপথ হইতে বিমুখ হইলে, অসজ্জনের পক্ষেও সে কশাঘাত পরিশেষে মধুমতী হয়। তাই 'মধুমতী' বিশেষণের সার্থকতা। তার পর—'সূনৃতাবতী'। ঐ শব্দের প্রতিবাক্য—'প্রিয়সত্যবাগ্‌যুতা।' বিবেকের কশাঘাত যে প্রিয় ও সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উহা সত্যপথ প্রদর্শন করে; উহা দ্বারা প্রিয়কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং এখানে ঘোটকের কোনও সম্বন্ধ নাই; অশ্বতাড়নী চাবুকেরও কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। এ সকল মনস্তত্ত্বের বিষয়। যাগাদি-কর্ম্ম সম্পাদন-পক্ষে চিত্ত কিসে বিশুদ্ধ হয়, মন কিসে ভগবদ্ভক্তিযুত হয়,—এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে।

উপমার ভাষায় পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই দেবদ্বয় রথিশ্রেষ্ঠ' সেই উপমা এখানেও অব্যাহত আছে। এখানে বলা হইতেছে,—'মধুমতী অমৃতনিঃস্যন্দিনী সূনৃতাবতী, প্রিয়সত্যবাগ্‌যুতা কশা বা তাড়নী দ্বারা, হে দেব, আমাদিগকে তোমরা সৎপথাবলম্বী রাখিও। আমরা যেন বিপথে না যাই। সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিও—ভয়-মিত্রতা-সহযুত জ্ঞান-বিবেক রূপ কশার সাহায্যে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান রাখিও,—পরিচালিত করিও'। (১ম—২২সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

নহি। বাং। অস্তি। দূরকে। যত্র।৷ রথেন। গচ্ছতঃ।

অশ্বিনা। সোমিনঃ। গৃহং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনৌ দেবৌ) 'যত্র' (যেন) 'রথেন' (জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপেণ যানেন) 'বাং' (যুবাং) 'গচ্ছথঃ' (সংবাহতো ভবথঃ) তৎ হি 'সোমিনঃ' (সোমবতো যাজ্ঞিকস্য, ভক্তজনস্য) 'গৃহং' (যজ্ঞক্ষেত্রং, অন্তর), তদেব 'দূরকে' (দূরে) 'ন হি অস্তি' (ন বর্ত্ততে খলু)। হে দেবৌ, ভক্তজনস্য হৃদ্দেশঃ যুবয়োর্যানং, ভক্তি ভবদ্ভ্যাং সদৈব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। (১ম-২২সূ-৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়! যে রথের (জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপ রথের) দ্বারা আপনারা সংবাহিত হন, তাহাই ভক্ত জনের গৃহ (অন্তরপ্রদেশ), সে স্থান—দূরে নহে। (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! ভক্তজনের হৃদয়দেশই আপনাদের যান। সুতরাং তাহা আপনাদের সহিতই বর্ত্তমান আছে।)। (১ম—২২সূ—৪ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

আশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ যুবাং সোমিনঃ সোমবতো যজমানস্য গৃহং প্রতি রথেন গচ্ছথঃ। স মার্গো বাং যুবয়োর্দূরকে দূরদেশে নহ্যস্তি। ন বর্ত্ততে খলু। যদ্বা। যত্র গৃহে গচ্ছথস্তচ্ছ গৃহং দূরে ন ভবতি॥

নহি। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। অস্তি। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতাভাবঃ। অত্র হি গৃহং দূরে চ নাস্তি যুবাং চ রথেন গচ্ছথ ইতি সমুচ্চয়শ্চার্থো গম্যতে। চশব্দো ন প্রযুজ্যত ইতি চলোপে প্রথমা তিঙ্বিভক্তিরস্তী'তি। যত্র। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। গচ্ছথঃ ইয়ং যদ্যপি ন প্রথমা তথাপি যত্রেতি যদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ॥ ৪॥

চতুর্থ (২১১) ঋকের বিশদার্থ।

—×‡*‡×—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—অশ্বিদ্বয় যেন নিমন্ত্রিত হইয়া কোনও যজমানের গৃহে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য শকটারোহণে গমন করিতেন। পথ চিনিতে না পারায় তাঁহারা যেন পথিমধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান,—'সোমদাতা যে যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছেন, সে গৃহ অধিক দূরে নহে।' ভ্রান্ত মানুষকে এইরূপভাবেই বিভ্রান্ত করে।

যাহা হউক, আমরা এ ঋকের যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহারই মর্ম্ম

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সোমবিশিষ্ট যজমানের গৃহের প্রতি রথের দ্বারা গমন করুন। সেই (গমনার) মার্গ আপনাদের দূরদেশে বর্ত্তমান হয় না; অথবা যে গৃহে গমন করেন, সেই গৃহ দূর হয় না।

"এবমাদীনামন্তঃ" সূত্রানুসারে "নহি" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চাদিলোপে বিভাষা" সূত্র দ্বারা "অস্তি" পদটী নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে। এস্থলে 'গৃহ দূরে নয় এবং আপনারা রথের দ্বারা আগমন করুন' এইরূপ সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের অর্থ গম্যমান হইয়াছে। "চ শব্দো ন প্রযুজ্যতে" এই নিয়মে চ-কারের লোপে "অস্তি" এই ক্রিয়াপদে প্রথমা তিঙ্ বিভক্তি হইয়াছে "যত্র" এই পদটীর "নিপাতস্য চ" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ (যত্রা) হইয়াছে। "গচ্ছথঃ" এই ক্রিয়াপদ, যদিও প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির নয়, তথাপি যদ্বৃত্তযোগবশতঃ এখানে ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই॥ ৪॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিতেছি। দেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই সে অর্থের সমীচীনতা বোধগম্য হইবে। ঋকে যে 'রথেন' শব্দের প্রয়োগ দেখি, তাহা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-স্বরূপ রথ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাবাপন্ন দেবগণ কথনও তোমার পরিদৃশ্যমান্ রথে আগমন করেন না। তাঁহাদের রথ স্বতন্ত্র;—সে রথ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সংযুত। আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সংযুত রথে যদি তাঁহাকে আরোহণ করাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের সহিত তাঁহার নৈকট্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—সে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিয়া যায়। সেই রথে তাঁহারা যখন সংবাহিত হইবেন, 'সোমিনঃ গৃহং' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয় তখন তাঁহাদের অতি-নিকট হইয়া আসিবে। এ হিসাবে এখানে ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়। আমরা যেন আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-স্বরূপ রথে আপনাদিগকে সংবাহিত করিতে সমর্থ হই; আর তাহাতে আমাদের অন্তর-প্রদেশ যেন আপনার নিকটস্থ হয়; অর্থাৎ এখন আপনাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে, হে দেব, সে ব্যবধান দূর করিয়া দেন। আমরা যেন আপনাদিগের সংবাহন-জন্য জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম রূপ যান প্রস্তুত করিতে পারি।' ঋকের ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। (১ম—২২সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

ব্যূঢ়স্য দ্বিতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি সাবিত্রাশ্চতস্রঃ। দ্বিতীয়স্যেতি খণ্ডে সূত্রিতং। হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ৮।১০। ইতি। তত্র প্রথমাং সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ।)

* * *

নায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ব্যূঢ়-যজ্ঞের দ্বিতীয় ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবতার শস্ত্রকর্ম্মে (প্রযুজ্যমানা) "হিরণ্যপাণিমূতয়ে" ইত্যাদি চারিটী ঋকের দেবতা সাবিত্রী। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের "দ্বিতীয়স্য" এই খণ্ডে (এইরূপ) সূত্রিত হইয়াছে; যথা;—"হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ৮।১০) ইতি। সেই চারিটী ঋকের প্রথমা এবং এই দ্বাবিংশসূক্তের পঞ্চমী (হিরণ্যপাণিমূতয়ে) ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।

স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যঽপাণিং। ঊতয়ে। সবিতারং। উপ। হ্বয়ে।

সঃ। চেত্তা। দেবতা। পদং ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণার্থং, পরিত্রাণার্থং) 'হিরণ্যপাণিং' (সুবর্ণধারিণং, জ্ঞানপ্রদং) 'সবিতারং' (সত্যপ্রকাশকং দেবং) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি), 'স' চ (সা চ) 'দেবতা' (সবিতা দেবঃ, দীপ্তদানাদিগুণযুক্তঃ) 'পদং' (চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং, কর্ম্ম বা)। 'চেত্তা' (জ্ঞাপয়িতা ভবতি)। সবিতা দেবঃ সাধকস্য রক্ষকঃ সন্ চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং জ্ঞাপয়তি ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই হিরণ্যপাণি (জ্ঞানপ্রদ) সবিতা (সত্যপ্রকাশক) দেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই দেবতা আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গাদিজ্ঞাপক স্থান বা কর্ম্মজ্ঞাপন করুন। (ভাব এই যে,—সবিতাদেব সাধকের রক্ষক হইয়া চতুর্ব্বর্গপ্রাপক স্থান জ্ঞাপন করেন।) ॥ (১ম—২২সূ—৫ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঊতয়েঽস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবমুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। স চ সবিতা দেব এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যদেবতা ভূত্বা পদং যজমানেন প্রাপ্যং স্থানং চেত্তা। জ্ঞাপয়িতা ভবতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সবিতৃ নামক দেবতাকে আহ্বান করিতেছি। সেই সবিতৃদেব, এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা হইয়া যজমানের প্রাপ্য যে স্থান, তাহার জ্ঞাপক হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীদৃশং সবিতারং। হিরণ্যপাণিং। যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং। যদ্বা দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়মৃত্বিগ্‌ভূত্বা ব্রহ্মত্বেনাবস্থিতঃ। তদানীং কস্তাং চিদিষ্টাবধ্বর্যবস্তস্মৈ সবিত্রে ব্রহ্মণে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিত্রা গৃহীতং সত্তদীয়পাণিং চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্ম্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ। সোঽয়মর্থঃ কৌশীতকীব্রাহ্মণে সমাম্নাতঃ। সবিত্রে প্রাশিত্রং প্রতিজহ্রুস্তত্তস্য পাণী চিচ্ছেদ তস্মৈ হিরণ্ময়ৌ প্রতিদধুস্তস্মাদ্ধিরণ্যপাণিরিতি স্তুত ইতি। হিরণ্যশব্দং পাণিশব্দং চ যাস্ক এবং নির্ব্বক্তি। হিরণ্যং কস্মাদ্ধ্রিয়ত আযম্যমানমিতি বা হ্রিয়তে জনাজ্জনমিতি বা হিতরমণং ভবতীতি বা হৃদয়রমণং ভবতীতি বা হর্যতের্ব্বা স্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণঃ। নি০ ২।১০। ইতি। যথা পাণিঃ। পণায়তেঃ পূজাকর্ম্মণঃ। নি০ ২।২৬ ইতি।

হিরণ্য শব্দো নর্ব্বিষয়স্যাদাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। উতয়ে। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতীত্যাদিনা ক্তিনন্তোঽন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। সবিতারং। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। চেত্তা। চিতী সংজ্ঞানে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তাচ্ছীল্যে তৃন্। অনিত্যমাগমশাসনমিতীডভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দেবতা। দেবাত্তল্। পা০ ৫ ৪ ২৭।

সবিতা কিরূপ? 'হিরণ্যপাণি' অর্থাৎ যজমানকে দান করিবার নিমিত্ত হস্তে সুবর্ণধারী। অথবা দেবতাদিগের যজ্ঞ-কর্ম্মে সবিতৃদেব স্বয়ং ঋত্বিক্ হইয়া ব্রহ্মারূপে অবস্থিত ছিলেন সেই সময়, কোনও যজ্ঞতে অধ্বর্য্যুগণ সেই ব্রহ্মারূপী সবিতাকে 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাশের অংশ প্রদান করেন। সবিতা, সেই 'প্রাশিত্র' হস্তে গ্রহণ করিলে, সেই প্রাশিত্র সবিতার হস্ত ছেদন করিয়াছিল। তদনন্তর যে অধ্বর্য্যুগণ প্রাশিত্র দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটী সুবর্ণময় হস্ত নির্ম্মাণ করিয়া প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন (সবিতাকে দিয়াছিলেন)। সেই অর্থ কৌশীতকী ব্রাহ্মণে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে; যথা,—(অধ্বর্য্যুগণ সবিতৃদেবকে প্রাশিত্র দান করিয়াছিলেন। সেই প্রাশিত্র সবিতার পাণিদ্বয় ছেদন করিয়াছিল। (অনন্তর) তাঁহাকে হিরন্ময় পাণিদ্বয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া সবিতা 'হিরণ্যপাণি' নামে স্তুত হইয়াছিলেন। যাস্ক 'হিরণ্য' শব্দের ও 'পাণি' শব্দের এইরূপ নির্ব্বচন বলিয়াছেন; যথা,—"হিরণ্যং কস্মাদ্ধ্রিয়ত আযম্যমানমিতি বা হ্রিয়তে জনাজ্জনমিতি বা, হিতরমণং ভবতীতি বা, হৃদয়রমণং ভবতীতি বা, হর্য্যতের্ব্বা স্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণঃ।" নি০ ২।১০। ইতি। তথা পাণিঃ পণায়তেঃ পূজাকর্ম্মণঃ। (নি০ ২।২৬) ইতি।

নর্ব্বিষয়ত্বহেতু "হিরণ্য" শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। উদাত্ত এই অনুবৃত্তি অধিকারে 'উতিযূতিজূতিসাতি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা "উতয়ে" পদটী ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চিত্বহেতু "সবিতারং" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ সংজ্ঞানার্থক 'চিতী' (চিৎ) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে 'তৃন্' প্রত্যয় করিয়া "অনিত্যমাগমশাসনং" এই নিয়মে ইটের অভাবে, "চেত্তা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "দেবতা" এই পদটী, "দেবাত্তল্" (পা০ ৫ ৪.২৭) এই সূত্র দ্বারা স্বার্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি স্বার্থে তল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং। পদশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুর্থো বর্গঃ ॥ ৪ ॥

* ° °

পঞ্চম (২১২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টীর সহিত এক বিচিত্র উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সবিতা-দেবের বিশেষণে যে 'হিরণ্যপাণিং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উপাখ্যান সেই উপলক্ষেই সূচিত হইয়া থাকে। সায়ণের ভাষ্যেও সে উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে। * সূর্য্যদেব কোনও যজ্ঞে অন্যায়রূপে হব্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হস্ত ছিন্ন হয়; তাহাতে ঋত্বিকের সুবর্ণনির্ম্মিত হস্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই সবিতা (সূর্য্য) দেবের নাম—হিরণ্যপাণি। কেহ বা কহেন,—দেবতার হস্তে সুবর্ণের বলয় ছিল বলিয়া তিনি হিরণ্যপাণি নামে পরিচিত হন। কেহ কহিয়াছেন,—'যজমানকে প্রদান জন্য সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সবিতার (সূর্য্যের) নাম—হিরণ্যপাণি হইয়াছিল।'

তার পর অর্থ নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা জনে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি (সবিতা দেব) আকাশে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের বাসস্থানভূত পৃথিবীকে দেখিতেছেন।' কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি যজমানের প্রাপ্য পদ জানাইয়া দিবেন।' কেহ

'তল্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "লিত" সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পচাদি বলিয়া "পদং" পদটী অচ্ প্রত্যয়ান্ত। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। ৫।

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

---

* সূর্য্যদেবের 'হিরণ্যপাণি' নাম উপলক্ষে এ দেশে যেরূপ উপাখ্যান আছে, অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ গল্প-কথা প্রচলিত দেখিতে পাই। গ্রীকদিগের 'হেলিও' (Helios), লাটিনদিগের 'সোল' (Sol), টিউটনদিগের 'টার' (Tyr), ইরাণীয়গণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সূর্য্যেরই নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ জন্য সূর্য্যের হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে; জর্ম্মণদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের 'টার'-দেব ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়া ছিলেন, কিংবদন্তী আছে। সূর্য্য ও সবিতা যে এক,—সর্ব্বত্রই এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহিয়াছেন,—'তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অবগত আছেন।' বেদ-রূপ কল্পতরু হইতে যিনি যে ফল গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। বেদ-মন্ত্রের অর্থও সেই হেতু বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মনে করি, এ ঋকের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিং' এবং 'পদং' এই দুইটী পদের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিলেই ঋকের প্রকৃত ভাব স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। 'হিরণ্যপাণিং' শব্দের অর্থ—'সুবর্ণধারিণং'—কি না 'জ্ঞানপ্রদং।' ভগবান সবিতা-দেব কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—সে কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে। সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষ-রূপে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান রূপ অমূল্য রত্ন লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইবেন। আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার পরিত্রাণের জন্য, কি ধন প্রয়োজন? সুবর্ণ কি কখনও কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? সুবর্ণের দ্বারা সাময়িক রক্ষা সাধিত হইলেও, উহার ভাবী ফল অবশ্যই বিষময়। চিররক্ষা বা চিরপরিত্রাণ-লাভ সুবর্ণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত জ্ঞান-রূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন হয়।

'সবিতারং' শব্দ বা বিশেষণ সত্যপ্রকাশের ভাব ব্যক্ত করে। যিনি সত্যপ্রকাশক, যিনি জ্ঞানপ্রদ, আমাদের রক্ষার জন্য আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।—'এরূপ ভাব যেখানে ব্যক্ত হয়, সেখানে বিশেষণের অর্থ সুবর্ণাদির সহিত সংশ্রবযুক্ত বলিয়া কখনই কল্পনা করা যায় না। উপসংহারে 'পদং' শব্দের লক্ষ্য কি, চিন্তা করিয়া দেখুন। 'সেই দেবতা আমাদের পদের বা স্থানের জ্ঞাপয়িতা হউন,'—ইহাতে কি ভাব ব্যক্ত করে? আমরা মনে করি,—চতুর্ব্বর্গ-সাধক স্থানের বা কর্ম্মের বিষয়ই ঐ 'পদং' শব্দের লক্ষ্য। ইহা ভিন্ন অন্য ভাব এ ঋকে আসিতেই পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এ ঋকের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে,—"সেই জ্ঞানপ্রদ সত্যস্বরূপ সবিতা দেবকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দেন। আমরা যেন সেই সবিতৃ-দেবের অনুধ্যানে, তাঁহার জ্ঞানরশ্মির অনুবর্ত্তনে, জ্ঞান-ধন-লাভে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ হই। (১ম—২২সূ—৫ঋ)।

—— * ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি।

তস্য ব্রতান্যুশ্মসি॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অপাং। নপাতং। অবসে। সবিতারং। উপ। স্তুহি।

তস্য। ব্রতানি। উশ্মসি॥ ৬॥

° ° °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অবসে' (রক্ষণায়, রক্ষালাভায়—পাপকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'অপাং' (জলস্য, তমোভাবস্য) 'নপাতং' (ন পালকং, শোষকং, নাশকং) 'সবিতারং' (দেবং) 'উপস্তুহি' (আরাধয়), 'তস্য' (সবিতৃদেবস্য) 'ব্রতানি' (পূজাদিকর্ম্মাণি) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে)। আত্মোদ্বোধকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সবিতৃদেবস্য পূজাকাঙ্ক্ষিণো ভবাম ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৬ঋ)।

° ° °

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! পাপকবল হইতে রক্ষালাভ করিবার জন্য, তমোনাশক সবিতৃ-দেবতার আরাধনা কর। সেই দেবতার পূজাদি-কর্ম্ম আমরা কামনা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সবিতৃদেবতার পূজাকামী হই।) ॥ (১ম—২২সূ—৬ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র হোতা সামগমৃত্বিজমন্যং বা শস্ত্রিণং ব্রূতে। অবসেঽস্মদ্রক্ষিতুং সবিতারমুপস্তুহি। তস্য সবিতুঃ সম্বন্ধীনি ব্রতানি কর্ম্মাণি সোমযাগাদিরূপাণ্যুশ্মসি। কাময়ামহে। কীদৃশং সবিতারং। অপাং নপাতং। জলস্য ন পালকং। সন্তাপেন শোষকমিত্যর্থঃ।

অপাং। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নপাতং। পা রক্ষণে। অস্য শত্রন্তঃ পাচ্ছব্দঃ। তস্য নঞা সমাসে নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নলোপপ্রতিষেধ ইতি বৃত্তিকরঃ। অগ্নির্হ্যপো ন পাতি তচ্ছোষকত্বাৎ। তর্হি কথমপামিতি ষষ্ঠী। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাং পা০ ২।৩।৬৯। কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ প্রতিষেধাদিতি চেৎ। তর্হি সা শেষলক্ষণাস্তু। অগ্ন্যাদিত্যাবপাং কারণতয়া সম্বন্ধিনাবগ্নেরাপ ইতি শ্রুতেঃ। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতেশ্চ। অস্মিন্‌পক্ষ উগিদচামিতি নুমভাবোঽপি নিপাতনাদেবেতি মন্তব্যং। পাতেঃ ক্বিবন্তস্য তুগ্বা নিপাতনাৎ দ্রষ্টব্যঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে হোতা, সামগায়ী ঋত্বিক্ অথবা অন্য শস্ত্রগন্ত্র দ্বারা স্তাবক ঋত্বিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সবিতৃদেবকে স্তব করুন।" সেই সবিতৃদেবের সম্বন্ধী সোমযাগাদিরূপ কর্ম্মসমুদয় আমরা কামনা করিতেছি। সবিতা কিরূপ? তিনি জলের পালক নহেন, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে তাপ-প্রদানের দ্বারা জলের শোষক।

"উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অপাং" এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নপাতং" এই পদটীতে রক্ষণার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর শতৃ (অৎ) প্রত্যয় করিয়া 'পাৎ' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই 'পাৎ' শব্দের নঞের সহিত সমাসে "নভ্রান্নপাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ন' এর লোপ নিষেধ প্রতিষিদ্ধ (নিষিদ্ধ) হইয়াছে—ইহা বৃত্তিকারের মত; কারণ, অগ্নিদেব জলের শোষক বলিয়া তাহার রক্ষক নহেন। তাহা হইলে "অপাং" এই ষষ্ঠী কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যেহেতু "নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থা" (পা০ ২।৩।৬৯) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মণি ষষ্ঠীর নিষেধ আছে। অতএব ইহা শেষ লক্ষণা ষষ্ঠী বিভক্তি হউক। অগ্নি এবং আদিত্য, 'অগ্নেরাপঃ' "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি হেতু জলের কারক। এই পক্ষে "উগিদচাং" এই সূত্র দ্বারা নুমের অভাবও নিপাতন-বশতঃই হইয়াছে, ইহা জানা উচিত। ক্বিপ প্রত্যয়ান্ত 'পা' ধাতুর উত্তর নিপাতনে 'তুক্' (ৎ) বিকল্পে দর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা ন পাতয়তীতি নপাৎ। পৎ৯ গত্যাবিতি ধাতোর্ণ্যন্তাৎ ক্বিপ্। অগ্ন্যাদিত্যৌ হ্যপাং ন প্রাপকৌ প্রত্যুত তচ্ছোষকৌ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবসে। তুমর্থে সেসেনিত্যাদিনা অসেন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উশ্মসি। বশ কান্তৌ। অদি প্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্। ইদন্তো মসিরিতীকারোপজনঃ। ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ (২১৩) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋকের 'উপস্তু'হ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকারগণ হোতার ও অধ্বর্য্যুর কথোপকথন-ভাব কল্পনা করিয়াছেন। হোতা যেন অধ্বর্য্যুকে বলিতেছেন,—'তোমরা উদ্‌বুদ্ধ হও; উপাসনা আরম্ভ কর।' 'অপাং ন পাতং' বাক্যে 'জলের শোষণকর্ত্তা' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'তোমাদের রক্ষণের জন্য জলের শোষণ-কর্ত্তা দেবকে তোমরা উপাসনা কর। আমরা তাঁহার ব্রত কামনা করি।' ইহা হইতে কেহ কেহ সোমযাগের ও সোমরসের কল্পনাও আনিয়াছেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ সাধকের আত্মোদ্বোধনমূলক। তিনি যেন আপন মনকে (আত্মাকে) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে মন (আত্মা)! তুমি ভগবানের পূজায় ব্রতী হও।' তারপর 'অপাং ন পাতং' বাক্যের অর্থ 'জলের শোষক' নয়; উহার অর্থ—'তমোভাবের বিনাশ-সাধক।' 'ব্রতানি' শব্দে সাধারণ পূজাদি-কর্ম্ম অর্থই সঙ্গত হয়। সে হিসাবে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে আমার মন, তুমি সেই তমো-নাশক অজ্ঞান-আঁধার-বিনাশক সবিতার অর্থাৎ সত্য-প্রকাশক দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। সেই সত্যপ্রকাশক জ্ঞানালোকপ্রদ সবিতা

অথবা "ন পাতয়াত" এই অর্থে গত্যর্থক ণ্যন্ত পৎ৯ (পৎ) ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ন পাৎ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ অগ্নি ও আদিত্যদেব, জলের প্রাপক নহেন; পরন্তু তাহার শোষক। ইহারি অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "তুমর্থে সেসেন্" এই সূত্র দ্বারা 'অসেন' প্রত্যয়ে "অবসে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "উশ্মসি" এই পদটী কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর 'মস্' বিভক্তিতে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া "ইদন্তোমসিঃ" এই সূত্র দ্বারা ইকার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবের অর্চ্চনাই আমাদের প্রধান কাম্য হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার উপাসনাই আমাদিগের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।'

'অপাং ন পাতং' বাক্য হইতে তমোভাব-নাশের অজ্ঞান-আঁধার-দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম্ম। সেই জন্যই 'জলের' বা 'জলীয় ভাবের নাশক' সংজ্ঞায় সবিতাকে অভিহিত করা হয়। জলের আধিক্য, শৈত্যের প্রাধান্য—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। 'অপাং ন পাতং' বাক্যে যদি 'পৃথিবীর জল শুকাইয়া দেওয়া' যাঁহার কার্য্য—এইরূপ বুঝাইত, তাহা হইলে জলদানের প্রার্থনা কদাচ থাকিত না। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, অজ্ঞান-আঁধার দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন,—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা তদনুসারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। (১ম—২২সূ—৬ঋ)।

— • —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বিঽভক্তারং। হবামহে। বসোঃ। চিত্রস্য। রাধসঃ।

সবিতারং। নৃঽচক্ষসং ॥ ৭ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসোঃ' (মধুরস্য, পরমপ্রিয়স্য, জ্ঞানরূপস্য) 'চিত্রস্য' (রমণীয়স্য, অলৌকিকস্য) 'রাধসঃ' (ধনস্য) 'বিভক্তারং' (বিভাগকারিণং, দানকর্ত্তারং) 'নৃচক্ষসং' (মনুষ্যাণাং প্রকাশকারিণং, জ্ঞাননেত্রোন্মেষণকারিণং) 'সবিতারং' (সবিতৃদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ)। হে দেব! ত্বং হি জ্ঞানস্বরূপঃ পরমধনপ্রদঃ; অস্মাকং জ্ঞাননেত্রোন্মেষণং কুরু, মোক্ষপ্রদো ভব; ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রিয় অলৌকিক ধনের দাতা, জ্ঞাননেত্র উন্মেষণকারী সেই সবিতৃদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনিই জ্ঞানস্বরূপ পরমধনপ্রদ, আমাদিগের জ্ঞাননেত্রোন্মেষণ করুন; মোক্ষপ্রদ হউন।)। (১ম—২২সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসোর্নিবাসহেতোশ্চিত্রস্য সুবর্ণরজতাদিরূপেণ বহুবিধস্য রাধসো ধনস্য বিভক্তারং। অস্য যজমানস্যৈতাবদ্ধনদানমুচিতমিতি বিভাগকারিণং। নৃচক্ষসং। মনুষ্যাণাং প্রকাশকারিণং সবিতারং হবামহে। কৌশীতকিন এতস্যা ঋচো ব্যাখ্যানরূপে ব্রাহ্মণে সবিতুর্বিভাগহেতুত্বমেব সমামনন্তি। যদেতদ্বসোশ্চিত্রং রাধস্তদেব সবিতা বিভক্তাভাঃ প্রজাভ্যো বিভজতীতি।

বিভক্তারং। তৃচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। হবামহে। হ্বয়তের্বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। বসোঃ। বস নিবাসে। শৃস্বৃস্নিহীত্যাদিনা উঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নিবাসের হেতুভূত যে সুবর্ণরজতাদিরূপ বহুবিধ ধন, তাহার বিভাগকর্ত্তা, অর্থাৎ 'এই যজমানকে এইরূপ ধনদান করা উচিত' এবম্ভূত বিভাগকারী এবং মনুষ্যগণের প্রকাশকারী সবিতাকে আহ্বান করিতেছি। কৌশীতকিগণ এই ঋকের ব্যাখ্যাস্বরূপ ব্রাহ্মণে 'সবিতা যে বিভাগের হেতু' তাহা পাঠ করিয়াছেন—"যাহা এই বিচিত্র ধন তাহাই সবিতা বিভক্ত প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দেন।"

"বিভক্তারং" এই পদটীতে 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হবামহে" এই পদটীতে 'হ্বেঞ্' ধাতুর "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'বসোঃ' এই পদটী নিবাসার্থক 'বস' ধাতুর উত্তর "শৃ স্বৃ স্নিহি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'উ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকারবশতঃ 'উ' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু এই "বসোঃ" পদটীর আদিস্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদিত্যাম্নবৃত্তেনিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রাধসঃ। অসুনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ নৃচক্ষসং। নৄংশ্চষ্ট ইতি নৃচক্ষাঃ। তং নৃচক্ষসং। চক্ষের্ব্বহুলং শিচ্চ। উ০ ৪ ২৩২। ইত্যসুন। শিত্বাদনার্দ্ধধাতুকত্বেন খ্যাঞাদেশাভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (২১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—*—

যাঁহারা গৃহ অট্টালিকা অথবা মণিমুক্তাদি বিচিত্র ধনের কামনা করেন, তাঁহারা তত্তৎ ধনের বিতরণকর্ত্তা বলিয়াই সবিতা দেবকে মনে করিবেন; এবং সেই লক্ষ্য রাখিয়াই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন। আর সেই ভাবেই এ ঋকের ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। সায়ণের ভাষ্য লক্ষ্য করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত 'রাধসঃ' আর 'নৃচক্ষসং' পদ-দ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ-পরিগ্রহণের প্রতি আর প্রবৃত্তি আসিবে না। 'রাধসঃ' শব্দে যে ধনকে বুঝায়, সে ধন মণিমুক্তা-সুবর্ণাদি অসার পার্থিব ধন নহে; ভগবানের আরাধনামূলক ভগবদুপাসনা হইতে প্রাপ্ত ধনকেই ঐ শব্দের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। 'নৃচক্ষসং' শব্দে মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মেষণকারী ভিন্ন অন্য অর্থ হইতেই পারে না। তবে যে সায়ণাদি ঐরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য আছে। ভগবানের নিকট অসার-পার্থিব ধন চাহিতে চাহিতে ক্রমে অপার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আসিবে;—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। যে ভাবেই হউক, যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হও—সুফল-লাভ অবশ্যই হইবে। ইহাই লক্ষ্য। ঋকে দুই দিকের দুই ভাবই অধ্যাহার হয়। কিন্তু উহার মূল লক্ষ্য—জ্ঞানরূপ অমূল্য ধনেরই প্রার্থনা। (১ম—২২সূ—৭ঋ)

উদাত্ত। 'অসুন্' প্রত্যয়ান্ত 'রাধসঃ' পদটির প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত 'নৃচক্ষসং' এই পদটি নৃশব্দপূর্ব্বক 'চাক্ষঞ্' (চক্ষ্) ধাতুর উত্তর 'চক্ষের্ব্বহুলং শিচ্চ' (উ০ ৪ ২৩২) এই সূত্র দ্বারা 'অসুন' (অস্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শিত্ত্ববশতঃ আর্দ্ধধাতুক ৩য় নাই বলিয়া 'চক্ষ্' স্থানে 'খ্যাঞ্' (খ্যা) আদেশের অভাব হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে ॥ ৭ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো তু নঃ।

দাতা রাধাংসি শুম্ভতী॥ ৮॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সখায়ঃ। আ। নি। সীদত সবিতা। স্তোম্যঃ। নু। নঃ।

দাতা। রাধাংসি। শুম্ভতি॥ ৮॥

০ ০ ০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (হে সখিস্বরূপাঃ সদ্বৃত্তিনিচয়াঃ) 'আ' (আগচ্ছত, উদ্বুদ্ধা ভবত, সুরমিতি শেষঃ) 'নিষীদত' (উপবিশত, হৃদ্দেশে সুপ্রতিষ্ঠিতা ভবত); 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোম্যঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'রাধাংসি' (অভীষ্টধনানি) 'দাতা' (দানকর্ত্তা, ২ দাতুমুদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (সবিতৃদেবঃ) 'শুম্ভতি' (শোভতে, পুরতঃ পরিদৃশ্যমানো ভবতি)। এষা ঋক্ সাধকস্য আত্মোদ্বোধনমূলকা। অত্র সাধকঃ সখিস্বরূপান্ সদ্বৃত্তিনিবহান্ সম্বোধ্য ভগবদারাধনার্থং তান্ উদ্বোধয়তি। (১ম—২২সূ—৮ঋ)।

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

হে আমাদের সখাস্বরূপ (মঙ্গলবিধায়ক) সদ্বৃত্তিনিচয়! তোমরা এস (উদ্বুদ্ধ হও), উপবেশন কর (হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হও); আমাদের বন্দনীয়, অভীষ্ট-ধনের প্রদানকর্ত্তা সবিতা দেব, (ঐ দেখ), পুরোভাগে শোভমান্ (চিরবিদ্যমান) রহিয়াছেন। (১ম—২২সূ—৮ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখিত্বগা হে ঋত্বিজঃ। আ নিষীদত। সর্ব্বত্রোপবিশত। যোঽস্মাকময়ং সবিতা স্তু ক্ষিপ্রং স্তোমাঃ স্তুতিযোগ্যঃ। রাধাংসি ধনানি দাতা প্রদাতুমুদ্যুক্তঃ। এষ সবিতা শুম্ভতি। শোভতে। সমানাঃ সন্তঃ খ্যান্তি প্রকাশন্তে ইতি সখায়ঃ। খ্যা প্রকথনে। সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ। উ• ৪।১৩৮। ইতীণ্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন ডিত্বং যলোপশ্চ। ডিত্বাদাকারলোপঃ। সমানস্য ছন্দসীত্যা দনা সমানশব্দস্য সাদেশঃ ইণ সন্নিয়োগেনোদাত্তত্বং চ। জস সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ ইতি নিত্বাদ্ বৃদ্ধিরায়াদেশঃ। নিষীদত। সদেরপ্রতেঃ। পা• ৮৩৬৬। ইতি ষত্বং। স্তোমেষু প্রতিপাদ্যত্বেন ভবঃ স্তোম্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দাতা। দানশীলঃ। তাচ্ছীল্যে তৃন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রাধাংসি। গতং। কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি প্রাপ্তায়াঃ ষষ্ঠ্যা ন লোকাব্যয়েতি প্রতিষেধ। ৮।

* * *

অষ্টম (২১৫) ঋকের বিশদার্থ।

— • —

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, ঋত্বিক্ বা পুরোহিতগণ যেন আপনাদের সহচর সখাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে,—'হে সখাগণ! তোমরা আগমন কর, যজ্ঞক্ষেত্রে উপবেশন কর; এবং পূজার্হ ধনদাতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সখিস্বরূপ হে ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা সর্ব্বত্র উপবেশন করুন। আমাদিগের এই সবিতৃদেব শীঘ্রই স্তুতিযোগ্য এবং (আমাদিগকে) ধনসমূহ প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হয়েন। এই সবিতা শোভিত হইতেছেন।

'সমান হইয়া প্রকাশিত হয়েন যাঁহারা,' এই অর্থে "সখায়ঃ" এই পদটী সমান শব্দপূর্ব্বক প্রকথন অর্থবিশিষ্ট 'খ্যা' ধাতুর উত্তর "সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ" (উ• ৪.১৩৮) এই সূত্র দ্বারা 'ইণ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ইণ প্রত্যয়ের সন্নিযোগ হেতু ডিত্ব, যলোপ, ডিত্ববশতঃ আকার লোপ এবং 'সমানস্য ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে 'স' আদেশ হইয়াছে। ইন্ সন্নিয়োগ হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। জস্ বিভক্তি পরে হইয়াছে বলিয়া নিত্বহেতু বৃদ্ধি এবং আয়াদেশ হইয়াছে। "নিষীদত" এই পদটীতে "সদেরপ্রতেঃ" (পা• ৮।৩৬৬) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। 'স্তোম (স্তুতি) সমূহে প্রতিপাদ্য হয়েন' এই অর্থে "স্তোম্যঃ" এই পদ, 'স্তোম' শব্দের উত্তর "ভবে ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "যতোঽনাবঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাতা" অর্থাৎ দানশীল, এই পদটী তাচ্ছীল্যার্থে 'তৃন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। নিৎহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "রাধাংসি" পদটী উক্ত হইয়াছে। এস্থলে "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত যে ষষ্ঠী বিভক্তি, তাহা "ন লোকাব্যয়" এই সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৮।

* • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবিতা দেবকে দর্শন কর।' এ হিসাবে, পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বা করাইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রধান হোতা বা যাজ্ঞিক, অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন।

এ অর্থে বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি রক্ষিত হয় না। অপিচ, প্রার্থনামূলক ঋক্‌মন্ত্রে এরূপ অর্থ-প্রকাশপ বাক্যের সমাবেশ সমীচীন বলিয়াও আমরা মনে করি না। আমাদের মত এই যে, এই ঋক্‌মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে 'সখায়ঃ' শব্দে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। সদ্বৃত্তি সম্ভাবের ন্যায় সখা—মানুষের কি আর দ্বিতীয় আছে? হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-সমূহ জাগরিত হইলে যেরূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং এখানে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকেই উদ্‌বুদ্ধ করা হইয়াছে, নিশ্চিত মনে হয়। 'শুস্তি' ক্রিয়াপদে 'দেবতা সম্মুখেই বিদ্যমান আছেন'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দেবতা যে সর্ব্বব্যাপী তিনি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন,—সাধকের দিব্য-দৃষ্টি যেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাই, পাই যেন পাই না; দেখি দেখি, যেন দেখি না,—এই অবস্থায় যখন মানুষ উপনীত হয়; তখন যদি সে অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিসমূহকে জাগরিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার ইষ্ট সিদ্ধ হয়। এখানে এ ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাজ্ঞিক এখানে আপনার অন্তরের সদ্বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'এখনও কেন তোমরা উদাসীন রহিয়াছ? ঐ দেখ, দেবতা সম্মুখ প্রকাশমান্ হইয়াছেন! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না! এখনও এস-এখনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও,—দেবতার পূজায় আত্মবিনিয়োগ কর।' পক্ষান্তরে এটী একটী প্রর্থনা; সে প্রার্থনা দেবতার নিকট হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কেন না 'তিনিই তো সদ্বৃত্তিসমূহের আধারস্থানীয় সকল সম্ভাবের উন্মেষ-সাধক! তাহাতে ভাবার্থ দাঁড়াইতে পারে'—আমাদের সখাস্বরূপ পরম-মঙ্গলবিধায়ক হে দেবগণ! আপনারা সর্ব্বত্র প্রকাশমান রহিয়াছেন। কিন্তু আমার হৃদয় যে শূন্য পড়িয়া আছে! আসুন, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমি পরম ধন লাভ করি। (ম—২২সূ—১ঋ)।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিষ্টোমে প্রাতঃসবনেঽগ্নে পত্নীরিহাবহেতি নেষ্টুঃ প্রস্থিতযাজ্যাপ্রশাস্তা। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীতি খণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নে পত্নীরিহাবহোক্ষাংনায় বশাং নায়েতি॥

* * *

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্)।

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ।

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ।

অগ্নে। পত্নীঃ। ইহ। আ। বহ। দেবানাং। উশতীঃ। উপ॥

ত্বষ্টারং। সোমঽপীতয়ে॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'উশতীঃ' (অস্মাকং মঙ্গলকাময়মানাঃ) 'দেবানাং পত্নীঃ' (দেবপত্নীভূতাঃ, মদগুণান্বিতাঃ) 'ত্বষ্টারং' (ত্বষ্টৃদেবং, ত্রাণকর্তারং চ) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, ভক্তিসুধাগ্রহণার্থং) 'ইহ' (অস্মিন কর্ম্মণি) 'আবহ' (আনয়)। হে দেব! অস্মাকং হৃদ্দেশং মঙ্গলপ্রদং সত্ত্বপূর্ণং কুরু; অপিচ ত্রাণকর্তারং দেবং তত্র প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম-২২সূ-৯ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের প্রাতঃসবনে "অগ্নে পত্নীরিহাবহ" এই ঋকটী নেষ্টু নামক ঋত্বিকের প্রস্থিত যাজ্যারূপ প্রশাস্তৃ মন্ত্র। 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"অগ্নে পত্নীরিহাবহোক্ষাং নায় বশাং নায়" ইতি। এই সূক্তগত সেই নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের মঙ্গলকামী দেবপত্নীগণকে (দেবতার স্বরূপ সদ্‌গুণাবলীকে) এবং ত্বষ্টৃদেবকে (ত্রাণকর্তাকে এই যজ্ঞে (হৃদয়ে) আনয়ন করুন। (১ম—২২সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে উশতীঃ কাময়মানা দেবানাং পত্নীরিন্দ্রাণ্যাদ্যা ইহ দেবযজনদেশে আবহ। তথা ত্বষ্টারং দেবং সোমপীতয়ে সোমপানার্থমুপসমীপ আবহ ॥

পত্নীঃ। ডত্যন্তঃ পতিশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে। পা০ ৪।১।৩৩। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারশ্চ। ঙীপঃ পিত্বাদ্‌ডতিস্বর এব। উশতীঃ। বশ কান্তৌ। লটঃ শতৃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোলুক্। শতুর্ঙিত্ত্বদ্‌গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি ঙীপ্ উদাত্তঃ ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (২১৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি সেই কামনাপরায়ণা (সোমরস-পানে বা যজ্ঞে আগমনে আগ্রহান্বিতা) দেবপত্নীগণকেও ত্বষ্টৃদেবকে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য এই যজ্ঞে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! (যজ্ঞে আগমনে) কামনা করিতেছেন যে ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ, তাঁহাদিগকে এই দেবতাদিগের পূজাস্থলে আপনি আবাহন করুন। সেইরূপ সোমপান জন্য ত্বষ্টৃনামক দেবতাকে নিকটে আবাহন করুন।

"পত্নী" এই পদটীর ডতি প্রত্যয়ান্ত 'পতি' শব্দটী আদ্যুদাত্ত। অনন্তর ঐ পতি শব্দের উত্তর "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" (পা০ ৪ ১।৩২) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' (ঈ) প্রত্যয় এবং ঐ 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের সন্নিযোগ-বশতঃ ন-কার আগম হইয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে উক্ত "পত্নীঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ডতি-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "উশতীঃ এই পদটি, কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্র দ্বারা শপের লোপ, 'শতৃ' প্রত্যয়ের ঙিত্ত্বহেতু "গ্রাহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বশ + উশ্) এবং "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শতুরনুমঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ঙীপ' প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে। ৯।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহন করিয়া আনুন।' কোনও উৎসব-ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগের জন্য যেমন মহিলাগণ গমনোৎসুক হন, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পায়। দেবগণকে সাকার দেহধারী মনুষ্য বলিয়া মনে করিলে অথবা কোনও রাজা-রাজারা সম্বন্ধে ঐরূপ উপাসনা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিলে, ঐ সকল ভাবই আসিতে পারে।

কিন্তু দেবগণকে অশরীরী শুদ্ধসত্ত্বভাবে অবস্থিত বা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তখন আর পূর্ব্বোক্ত অর্থে আস্থা থাকিতে পারিবে না। তখন 'উশতীঃ' শব্দে সোমপানে তাঁহাদের কামনা' প্রকাশ পাইবে না; পরন্তু ভক্তের যাজ্ঞিকের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের কামনা প্রকাশ পাইবে; 'দেবানাং পত্নীঃ' তখন সদ্‌গুণনিবহ অর্থ প্রকাশ করিবে; ত্বষ্টৃদেব ত্রাণকর্তৃরূপে বিকাশ পাইবেন; সোমপানার্থ আহ্বান পূজাগ্রহণের বা ভক্তিসুধাপানের জন্য সূচিত হইবে।

এ মতে ঋকের ভাবার্থ হইবে এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আমাদের চিরমঙ্গলাকাঙ্খী সদ্‌গুণাবলীর সহিত আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। আমাদের হৃদয় সত্য-সরলতা প্রভৃতি গুনে গুণান্বিত হউক। আমাদের পরিত্রাণকারী দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা ভক্তিসুধা সঞ্চিত রাখিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া পান করুন। এই প্রার্থনা (১ম—২২সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং দ্বাবিংশংসূক্তং। দশমী ঋক্।)

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং।

বরূত্রীং ধিষণাং বহ॥ ১০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। গ্নাঃ। অগ্নে। ইহ। অবসে। হোত্রাং। যবিষ্ঠ। ভারতীং। বরূত্রীং। ধিষণাং। বহ। ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, জনহিতসাধনায় পরমোদ্যমপরায়ণ) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'অবসে' (অস্মাকং রক্ষণায় পরিত্রাণায়) 'গ্নাঃ' (দেবপত্নীঃ, দেববিভূতীঃ, সদ্‌গুণাবলীঃ) 'হোত্রাং' (হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং, দেবাহ্বানপ্রবৃত্তিং) 'ভারতীং' (বাগ্‌দেবীং, সত্যবাক্যকথনশীলতাং) 'বরূত্রীং' (সত্যসংরক্ষয়িত্রীং দেবীং, সত্যৈকনিষ্ঠাং) 'ধিষণাং' (সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাং দেবীং, স্বুবুদ্ধিং চ) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, হৃদয়ে) 'আবহ' (আনয়)। অনয়া সাধকস্য সদ্‌গুণকামনা দেবভাবলাভাকাঙ্ক্ষা চ প্রকাশ্যতে। (১ম-২২সূ-১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

লোকহিতসাধনে যুবজনাধিক উদ্যমসম্পন্ন হে অগ্নিদেব! আমাদের পরিত্রাণের জন্য সেই দেবপত্নীগণকে (সদ্ভাবনিবহকে) এই যজ্ঞে (আমাদের হৃদয়ে) আনয়ন করুন; হোত্রাদেবী (দেবাহ্বান-প্রবৃত্তি) ভারতী (সত্যবাক্যকথনশীলতা) বরূত্রী (সত্যৈকনিষ্ঠা) ধিষণা (স্বুবুদ্ধি) প্রভৃতি দেবীগণকে আপনি আনয়ন করুন। (১ম-২২সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে। অবসেঽস্মাকমবিতুং গ্না দেবপত্নীরিহাবহ। তথা হে যবিষ্ঠ যুবতমাগ্নে হোত্রাং হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকস্যাদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবীং চাবহ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এইস্থলে আবাহন করুন। সেইরূপ, হে যবিষ্ঠ অর্থাৎ যুবকশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব। হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেবের পত্নীকে, ভরত-নামক আদিত্যদেবের পত্নীকে এবং বরণীয়া বাগ্‌দেবীকে আবাহন করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগ্বৈ ধিষনেতি বাজসনেয়কং। ভরত আদিত্য ইতি যাস্কেনোক্তত্বাত্তস্য পত্নী ভারতীত্যুচ্যতে। গম্যাস্ত ইতি গ্নাঃ। গম৯ স্বপ৯ গতৌ। ঔণাদিকো ড্ণ্প্রত্যয়ঃ। ডিত্বাট্টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। হোত্রাং। হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উ০ ৪।১৬৯। ইতি ত্রনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্ত। অতিশয়েন যুবা যবিষ্ঠঃ। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদিপরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ভারতীং। শার্ঙ্গরবাদেরবৃংকৃতত্বাৎ ঙীনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বরূত্রীং। গ্রসিতস্কভিতেত্যাদৌ। পা০ ৭।২৩৪। যদ্যপি বরূতৃশব্দস্তৃন্নন্ত ইত্যুক্তং তথাপ্যন্ত ইতি করণস্য প্রদর্শনার্থত্বাদ্বরূতৃশব্দস্তৃনন্তোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। তেন নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শেষনিঘাতেন ঋকারস্যানুদাত্তত্বাদুদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিত্যপি ন ঙীপ উদাত্তত্বং॥ ধিষণাং। ক্যুপ্রত্যয়ানুবৃত্তৌ ধৃষের্ধিষ্ চ সংজ্ঞায়াং। উ০ ২।৮০। ইতি ক্যুঃ॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ৫॥

* * *

দশম (২১৭) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এ ঋক্ অভিনব ভাবদ্যোতক। যখন দেবগণকে আমরা সাকার-রূপে আমনন করিব, তখন এ ঋকের একরূপ অর্থ অধ্যাস হইবে; আবার যখন আমরা দেবগণকে অশরীরী সূক্ষ্ম-শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাপন্ন বলিয়া বুঝিতে

বাজসনেয়িগণ বলেন,—'বাগেব হি ধিষণা', 'ভরত' শব্দটী আদিত্যদেবের নাম—ইহা যাস্ক বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পত্নীকে ভারতী কহে। "গ্নাঃ" এই পদটী গত্যর্থক গম৯ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ড্ন' প্রত্যয়ে ডিত্বহেতু-টিয়ের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটীতে প্রত্যয়-স্বর। 'হোত্রাং' এই পদটী "হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্" (উ০ ৪।১৬৯) এই সূত্র দ্বারা হু ধাতুর উত্তর ত্রন প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। অতিশয় যুবা' এই অর্থে "যবিষ্ঠঃ" এই পদটী "যুবন্" শব্দের উত্তর "অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ" সূত্র দ্বারা 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয়ে "স্থূলদূর" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যণাদি-পরের লোপ এবং পূর্ব্বের (যুএর) গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ভারতীং" এই পদটী শার্ঙ্গরবাদির মধ্যে বৃংকৃতত্ব ভিন্ন বলিয়া 'ঙীন্' প্রত্যয়ান্ত। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "বরূত্রীং" পদটী যদিও "গ্রসিত স্কভিত" (পা০ ৭।২।৩৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত, তথাপি 'অন্তে' এই করণের প্রদর্শনার্থ 'বরূতৃ' শব্দ 'তৃন' প্রত্যয়েও নিষ্পন্ন হয়। সেই হেতু নিত্ববশতঃ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শেষস্বর নিঘাত বলিয়া ঋকার অনুদাত্তহেতু "উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা ঙীপের উদাত্ত হয় নাই। "ধিষণাং" এই পদটীতে 'ক্যু' প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "ধৃষের্ধিষ চ সংজ্ঞায়াং" (উ০ ২।৮০) এই সূত্র দ্বারা 'ক্যু' প্রত্যয় হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিব, তখন এখানকার অর্থ আর এক প্রকার দাঁড়াইয়া যাইবে। আমরা দুই ভাবেরই আলোচনা করিতেছি।

রূপ-গুণের অংশভূত নরদেহধারী জীব আমরা, রূপগুণের অতীত বিষয়কে আমাদের ধ্যানধারণায় ধারণা করিতে পারি না; তাই আমরা আমাদের দেবতাকে মনোমত ধারণাযোগ্য রূপে গুণে বিভূষিত করিয়া লই; তাই আমরা অরূপে রূপের আরোপ করি, অগুণে গুণের প্রকাশ দেখি; তাই আমাদের দেবদেবী, অদৃশ্য অব্যক্ত অবাঙ্মনসগোচর হইয়াও, দৃশ্য-রূপে, ব্যক্ত ভাষায়, বাঙ্মনের গোচরীভূত অবস্থায়, প্রকাশমান্ হন। 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' বা 'বঙ্গানুবাদে' দুই দিক্ দিয়া ঋকের যে দুইরূপ অর্থ দুইরূপ ভাব প্রকাশ করিলাম; তাহাতে, এক—অদৃশ্যকে দৃশ্যভাবে, অন্যে—অব্যক্তকে ব্যক্তভাবে প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ, যতই যাহা-কিছু বিশদ-ব্যাখ্যার স্পর্দ্ধা করি না কেন, সকলই আমাদের বিভ্রম মাত্র; কেন-না, স্বরূপ-ব্যক্তি—চিত্রপটেও হয় না, ভাষায়ও হয় না; সে কেবল অনুভাবনার সামগ্রী মাত্র—সে কেবল জ্ঞানযোগের বিষয়ীভূত। তবে যে ব্যাখ্যা-বিবৃতির প্রয়োজন হয়, তবে যে রূপের প্রকাশের ও গুণের অভিব্যক্তির আবশ্যক হয়, সে কেবল—উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে। সে কেবল—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপময়কে মনে পড়িবে বলিয়া; সে কেবল—গুণের অনুধ্যান করিতে করিতে গুণময়ে লীন হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া। নচেৎ, যাহা ধ্যানের বিষয়, তাহা যে কখনও ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে, তাহা কদাচ আমরা মনে করি না। অতএব, ঋকের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোথাও সৎসম্বন্ধে বিঘ্ন আনয়ন না করে—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

যদি দেবীগণকে ভিন্নভিন্নরূপ দেহধারী ভিন্ন ভিন্ন দেবপত্নী বলিয়াই আমনন করা হয়, তাহা হইলেও অর্থ কর,—সেই এক এক ভগবদ্বিভূতির অংশ-রূপা দেবীকে আমরা ভক্তি-বিনম্র চিত্তে পূজা করিতে ইচ্ছা করি; হে অগ্নিদেব, আপনি তাঁহাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।' অথবা, যদি এক এক তাঁহাদিগকে এক এক ভগবদ্বিভূতি সদ্গুণ বলিয়া বুঝিয়া থাক, প্রার্থনা কর,—'হে অগ্নিদেব! ঐ সকল সদ্গুণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ভগবদ্বিভূতি দ্বারা আমাদিগের অন্তর পরিপূর্ণ করুন।' যে ভাবেই অর্থ গ্রহণ করুন, স্মরণ রাখিবেন, লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একই আছে; নাম-রূপ ভিন্ন হইলেও বস্তু কখনও ভিন্ন নহে। (১ম—২২সূ—১০ঋ)।

— — * — —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্)।

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্ম্মণা নৃপত্নীঃ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাং॥ ১১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। নঃ। দেবীঃ। অবসা। মহঃ। শর্ম্মণা। নৃঽপত্নীঃ।

অচ্ছিন্নঽপত্রাঃ। সচন্তাং॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃপত্নীঃ' (নৃপত্ন্যঃ, নরাণাং পালয়িত্র্যঃ) 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' (অচ্ছিন্নপক্ষাঃ, সর্ব্বত্রগমনগতিশীলাঃ, পক্ষাপক্ষভাববিরহিতাঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'অবসা' (অস্মাকং রক্ষণেন, পরিত্রাণেন) 'মহঃ' (মহতা) 'শর্ম্মণা' (সুখেন চ সহ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অভি' (আভিমুখ্যেন) 'সচন্তাং' (সেবন্তাং, শীঘ্রং আগচ্ছন্তু)। অস্মাকং সুখসম্পাদনায় পরিত্রাণায় চ সর্ব্বজনপ্রতিপালিকা ভগবদ্বিভূতয়ঃ পক্ষাপক্ষভাববিরহিতাঃ সত্যঃ অস্মান্ প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম-২২সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যগণের প্রতিপালিকা, সর্ব্বত্র অবাধগমনশীল, সেই দেবীগণ (দেবভাবনিবহ), আমাদিগের পরিত্রাণের ও সুখ-সাধনের জন্য আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (১ম—২২সূ—১১ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবীর্দ্দেব্যো দেবপত্ন্যোঽস্মদা রক্ষণেন মহো মহতা শর্ম্মণা চ সুখেন চ সহ নোঽস্মানভি, সচন্তাং। আভিমুখ্যেন সেবন্তাং। কীদৃশ্যো দেব্যঃ। নৃপত্নীঃ। মনুষ্যাণাং পালয়িত্র্যঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ। অচ্ছিন্নপক্ষাঃ। ন হি পক্ষিরূপাণাং দেবপত্নীনাং পক্ষাঃ কেনচিচ্ছিদ্যন্তে॥

দেবীঃ। পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা০ ৪।১।৪৮। ইতি ঙীষন্তঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দীর্ঘাজ্জসি চেতি প্রতিষেধস্য বা ছন্দসীতি পাক্ষিকত্বোক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অবসা। অব রক্ষণে। অসুন। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মহঃ। মহ পূজায়াং। ক্বিপ্। সুপাংসুপো। ভবন্তীতি তৃতীয়ৈকবচনস্য ঙসাদেশঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নৃপত্নীঃ। সমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অচ্ছিন্নপত্রাঃ। ন ছিন্নান্যচ্ছিন্নানি। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অচ্ছিন্নানি পত্রাণি যাসাং তাঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১১॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবপত্নীগণ রক্ষণের ও মহৎ সুখের সহিত আমাদিগের অভিমুখীন অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগকে সেবা করুন। দেবপত্নীগণ কিরূপ? "নৃপত্নীঃ" অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের পালনকর্ত্রী। "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" অর্থাৎ পক্ষিরূপা দেবপত্নীগণের পক্ষসমূহকে ছেদন করিতে কেহ সমর্থ হয়েন না।

"দেবীঃ" এই পদটী, 'দেব' শব্দের উত্তর "পুংযোগাদাখ্যায়াং (পা০ ৪।১৪৮) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। 'দীর্ঘাজ্জসি চ' সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ নিষেধ আছে, অর্থাৎ 'জস্' পরে 'দেবীঃ' পদ না হইয়া 'দেব্যঃ' পদসিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা "বাছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ছন্দোবিষয়ে বৈকল্পিক বিধান থাকায় এ পক্ষে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে, অর্থাৎ বিভক্তির অ-কার স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। "অবসা" এই পদটী, রক্ষণার্থ 'অব' ধাতুর উত্তর "অসুন" প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার এক বচন সিদ্ধ হইয়াছে নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "মহঃ" এই পদটী পূজার্থক 'মহ' ধাতুর উত্তর ক্বিপ' প্রত্যয় করিয়া "সুপাংসুপো ভবন্তি' এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নৃপত্নীঃ" এই পদে সমাসান্ত উদাত্ত স্বরের প্রাপ্তিতে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" পদটীর "অচ্ছিন্ন" পদটী, 'নয় ছিন্ন যাহারা' এই অর্থে "অচ্ছিন্নানি" ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। এবং 'অচ্ছিন্ন হইয়াছে পত্রসমূহ যাহাদের' এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে উক্ত "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১১॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ (২১৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' ও 'নৃপত্নীঃ' পদদ্বয়ে মানুষের কল্পনাকে নানা পথে প্রধাবিত করাইয়াছে। 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' পদে কেহ বুঝিয়াছেন,—দেবীগণের যেন পক্ষীর ন্যায় পক্ষ থাকে; কেহ বুঝিয়াছেন,—'পত্রাঃ' পদে অপত্যাদির সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। প্রথম পক্ষের অর্থ হয়, পাখা কাটা পড়ে নাই—এমন পাখীর মত; দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ—পুত্রাদি যাঁহাদের বিনষ্ট হয় নাই—এমন জননীর মত। 'নৃপত্নী' পদে কেহ বা 'দেবপত্নী', কেহ বা 'বীরপত্নী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দার্থে বিভ্রম ঘটিবারই কথা। * যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' পদে 'সর্ব্বত্রসমানগতিশীলাঃ' অর্থই গ্রহণ করিলাম। 'নৃপত্নীঃ' শব্দে সায়ণের অনুসরণে মনুষ্যগণের পালয়িত্রী অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম। তাহা হইলে, ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—দেবীগণ মাতৃস্বরূপিণী, সকল সন্তানই তাঁহাদিগের নিকট সমান স্নেহের আস্পদ। তাঁহারা মনুষ্য মাত্রেরই পালয়িত্রী, তাঁহারা সকলের মঙ্গলের জন্য ও সকলের সুখ-সাধনের জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আপনা-আপনিই গমন করেন। এখানে সদাস্নেহশীলা জননীর স্নেহের ভাব মনে আসে। স্নেহময়ী জননী সন্তানের মঙ্গল-কামনায়—সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিবার পক্ষে—সদাই আগ্রহান্বিত থাকেন। সকল সন্তানের প্রতিই তাঁহার সমান অনুগ্রহ থাকে। কিন্তু অবাধ্য সন্তান, অনেক সময় তাঁহার আদেশ মান্য করে না। তাহারা মাকে অবহেলা করিয়া অনেক সময় বিপথে গমন করে। এ ঋকে এখানে তাই যেন বলা হইতেছে,—'হে মাতৃরূপিণী দেবীগণ! আমাদের কল্যাণ-সাধন জন্য আপনারা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন।' পক্ষান্তরে প্রার্থনা এই যে,—'আমরা যে দেবভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেই দেব-ভাব আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই অর্থ বিষয়ে মতান্তর দেখি। সায়ণের অনুসরণে উইলসন (Wilson) লিখিয়াছেন, 'Protectresses of mankind.' মুইর লিখিয়াছেন 'wives of the heroes with uncut wings.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক।' দেবীগণ যজ্ঞে আসুন বা দেবভাব হৃদয়ে আসুক—উভয়ত্র সেই একই লক্ষ্য প্রতিপন্ন হয়। (১ম—২২সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং দ্বাবিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ। ইন্দ্রাণীং। উপ। হ্বয়ে। বরুণানীং। স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং। সোমঽপীতয়ে॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অস্মিন কর্ম্মণি) 'স্বস্তয়ে' (মঙ্গললাভায়) 'ইন্দ্রাণীং' (ইন্দ্রপত্নীং রজোভাবং) 'বরুণানীং' (বরুণপত্নীঃ তমোভাবং) 'অগ্নায়ীং' (অগ্নিপত্নীং সত্ত্বভাবং। 'উপ' (সমীপে অন্তর্দ্দেশে) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং সামাস্থাপনার্থং) 'হ্বয়ে' (আহ্বয়ামি)। এষা ঋক্ বহুভাবাত্মিকা। স্বস্তয়ে সোমপানায় চ দেবীনামাবাহনং প্রথমতো দৃশ্যতে। দ্বিতীয়তঃ সাধকস্ত ত্রিগুণসাম্যায় ঋগেষা প্রযুক্তেতি মন্যামহে। অন্যচ্চ তিসৃণাং দেবীনাং সকাশাৎ ত্রিবিধা প্রার্থনাপি পরিলক্ষ্যতে অস্মাভিরিতি শেষঃ। (১ম—২২সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী দেবীত্রয়কে সোমপান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; অথবা, সত্ত্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজস্তমোভাবের সাম্যলাভার্থ আমরা প্রার্থনা করিতেছি; অথবা, দেবীত্রয়কে যথাক্রমে সর্ব্বাভীষ্টপূরণের, স্বস্তিদানের এবং সোমপানে (পূজা-গ্রহণের) জন্য আহ্বান করিতেছি। (১ম—২২সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইহাস্মিন কর্ম্মণি স্বস্তয়েঽস্মাকমবিনাশায় সোমপীতয়ে সোমপানায় চেন্দ্রবরুণাগ্নীনাং পত্নীরাহ্বয়ামি।

ইন্দ্রাণীং। বরুণানীং ইন্দ্রবরুণেত্যাদিনা। পা০ ৪।১।৪৯। পুংযোগে ঙীষ প্রত্যয় আনুগাগমশ্চ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগ্নায়ীং। বৃষাকপ্যগ্নিকুসিতকুসিদানামুদাত্তঃ। পা০ ৪।১।৩৭। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেনেকারস্যৈকার উদাত্তঃ। সোমপীতয়ে। অসকৃৎ পূর্ব্বোক্তং। ১২।

* * *

দ্বাদশ (২১৯) ঋকের বিশদার্থ।

— * —

এই ঋকৃটী বহুভাবদ্যোতক। একই লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই ঋকের ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিলাম। মঙ্গল কামনার—শ্রেয়োলাভের প্রার্থনা, সাধারণভাবে ত্রিবিধ অর্থের মধ্যেই পরিস্ফুট আছে। প্রথম দৃশ্যেই ঋকৃটীর অর্থ এইরূপ অধ্যাহার হয় যে, ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী দেবীত্রয়কে আমরা যেন সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সোম শব্দে যাঁহার চিত্তে যে অর্থ প্রতিভাত হইবে, তিনি সেই দৃষ্টিতেই আহ্বান

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে আমাদিগের বিনাশরাহিত্যের এবং সোমপানের নিমিত্ত, ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিদেবের পত্নীগণকে যথাক্রমে ইন্দ্রাণী বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করিতেছি।

"ইন্দ্রাণীং" ও "বরুণানীং" পদদ্বয়, "ইন্দ্রবরুণ" (পা০ ৪।১।৪৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পুংযোগে 'ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় ও 'আনুক্' (আন্) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাদের উভয়েরই প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অগ্নায়ীং" এই পদটী, 'অগ্নি শব্দের উত্তর 'বৃষাকপ্যগ্নি-কুসিতকুসিদানামুদাত্তঃ" (পা০ ৪।১।৩৭) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ (ঈ) প্রত্যয়ে ও তাহার সন্নিয়োগ-বশতঃ ই-কারের স্থানে ঐ-কার হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ স্থলে ঐকারটী উদাত্ত "সোমপীতয়ে" পদটীর বিষয় পূর্ব্বে বহুবার কথিত হইয়াছে। ১২।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন—বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞিকের যজ্ঞহবিঃস্বরূপ সোম, ভক্তের ভক্তিসুধারূপ সোম, অবিশ্বাসীর আহবনীয় মাদক-দ্রব্যরূপ সোম—সে পক্ষে সকল অর্থই আসিতে পারিবে।

তার পর, দেবীত্রিতয়কে সাকার বা দেহধারী না ভাবিয়া যদি গুণ-শক্তি-স্বরূপিণী বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহাতে ঋঙ্মন্ত্রে ত্রিগুণের রজ-স্তমঃ-সত্ত্ব-ভাবের সাম্য-বিধানের প্রার্থনাই প্রকাশ পায়। গুণ-সাম্যই শ্রেয়োলাভের একমাত্র সোপান। স্বস্তি বা মঙ্গল তাহাতে স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। সে পক্ষে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ের ত্রিগুণের সমতা-সাধন জন্য আপনি আমাদের হৃদয়ে ত্রিগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আবির্ভূত হউন।'

পরিশেষে, ঋকের আর যে এক প্রকার অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহারও আভাস দেওয়া যাইতেছে। ঋকে প্রথমেই 'ইন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে' পদ আছে। তাহাতে মনে হয়, যে ইন্দ্র-শক্তি (ঐন্দ্রী) সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা, ঋকে প্রথমে তাঁহাকেই আহ্বান করা হইয়াছে। অবশ্য, কি নিমিত্ত আহ্বান করা হইতেছে, ঐ ঋকে তাহা প্রকাশ নাই। ইহাতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, সাধারণভাবে ঐ স্থানে সকল প্রকার কামনাই প্রচ্ছন্ন আছে। দ্বিতীয় পাদ—'বরুণানীং স্বস্তয়ে' অর্থাৎ 'স্বস্তি' (বিনাশরাহিত্য বা মঙ্গল) লাভের নিমিত্ত বরুণানী (বারুণী) শক্তিকে আবাহন করিতেছি। ইহাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়, জল-দেবতাই স্বস্তিলাভের একমাত্র সহায়ভূত। পূজার্চ্চনাদি বিষয়ে স্বস্তি-লাভার্থ (সঙ্কল্পাদিতে) সর্ব্বাগ্রে জলের প্রয়োজন—জলদেবতার অনুস্মরণ আবশ্যক হয়। এখানে সেই ভাব ব্যক্ত আছে বলা যায়। ঋকের তৃতীয় পাদ—আগ্নায়ীং সোম-পীতয়ে। এখানে যেন সোম-পানের জন্য অগ্নিশক্তি (আগ্নেয়ীকে) আহ্বান করা হইয়াছে। সোমপান—দেবগণের হবনীয় দ্রব্যগ্রহণ—অগ্নিমুখেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্যই অগ্নির অপর নাম—'হুতভুক্।' এখানকার প্রার্থনা এই যে, সকল দেবতার পূজার অংশ তোমার মধ্য দিয়া তাঁহাদের নিকট সংবাহিত হউক। আমাদের হৃদয়ে আসিয়া তুমি পূজা গ্রহণ কর। (১ম—২২সূ—১২ঋ)।

---*---

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

দ্বিতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইতি দ্যাবাপৃথিব্যো নিবিদ্ধানীয়ং তৃচঃ। দ্বিতীয়স্যাগ্নিং ব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনঃ। আ০ ৮।১০। ইতি। আগ্রয়ণেষ্টৌ মহী দ্যৌরিত্যেষা দ্যাবাপৃথিব্যৈককপালস্যানুবাক্যা। আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাকেতি খণ্ডে সূত্রিতং। যে কে চ জ্মামহিনো অহিমায়া মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।৯। ইতি। অগ্নিমন্থনেঽপ্যেষা বিনিযুক্তা। প্রাতর্বৈশ্বদেব্যামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অভি ত্বা দেব সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।১৬। ইতি। বিষ্যন্দমানং সান্নায্যমনয়ৈবাহবনীয়দেশে নিনয়েৎ। বিধ্যপরাধ ইতি খণ্ডে তথৈব সূত্রিতং। বিষ্যন্দমানং মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যন্তঃপরিধিদেশে নিনয়েয়ুঃ। আ০ ৩।১০। ইতি॥ আশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেষা সংস্থিতেষাশ্বিনায়েতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নস্তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বসম্ভুবা। আ০ ৬।৫। ইতি॥

তামেতাং সূক্তে ত্রয়োদশীমৃচমাহ॥

॰ • ॰

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে "মহীদ্যৌঃ পৃথিবীচনঃ" এই দ্যাবাপৃথিবী-দেবতাকে তৃচটী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। 'দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বঃ' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা, 'মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনঃ' (আ০ ৮।১০) ইতি। আগ্রয়ণ ইষ্টিতে যাগে 'মহীদ্যৌঃ' এই দ্যাবাপৃথিবীদেবতাক ঋক্‌টী এককপালের অনুবাক্যা। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের 'আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাক' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা, "যে কেচ জ্মামহিনো অহিমায়া মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ২।৯) ইতি। অগ্নিমন্থন বিষয়েও এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হয়। "প্রাতর্বৈশ্বদেব্যাং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"অভি ত্বা দেব সবিতা স মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ২।১৬) ইতি। বিষ্যন্দমান (যাহা ক্ষরিত হইতেছে) সান্নায্য এই ঋঙ্মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়দেশে নীত হয়। 'বিধ্যপরাধঃ' এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে, যথা,—'বিষ্যন্দমানং মহীদ্যৌঃ পৃথিবীচনঃ ইত্যন্তঃ পরিধিদেশে নিনয়েয়ুঃ" (আ০ ৩।১০) ইতি। অশ্বিনদেবের শস্ত্রমন্ত্রেও এই ঋক্ পঠিত হয়। 'সংস্থিতেষাশ্বিনায়' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'মহী দ্যৌঃ পৃথিবীচনস্তেহি দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বসং ভুবা' (আ০ ৬।৫) ইতি। সেই এই সূক্তে ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইতেছে॥

॰ • ॰

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মহী। দ্যৌঃ। পৃথিবী। চ। নঃ। ইমং। যজ্ঞং। মিমিক্ষতাং।

পিপৃতাং। নঃ। ভরীমহভিঃ। ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহী' (মহতী, অশেষপ্রভাববিশিষ্টা) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকদেবতা, দ্যুলোকপ্রসিদ্ধা সদ্‌গুণাবলী) 'পৃথিবী' (ভূমিদেবতা, পার্থিবসদ্‌গুণরাজিঃ চ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম, হৃদয়ং) 'মিমিক্ষতাং' (সেক্তুমিচ্ছতাং, সম্পাদয়তাং, স্নেহরসেনার্দ্রং কুরুতাং), তথা 'ভরীমভিঃ' (ভরণৈঃ, পোষণৈঃ, দেবভাবদানৈঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পিপৃতাং' (পূরয়তাং, অভীষ্টসিদ্ধেদে ভবতাং)। দ্যুলোকে বা পৃথ্বীলোকে যে সদ্ভাবাঃ সন্তি, হে দেবৌ, তান্ সর্ব্বান অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২২সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অশেষপ্রভাববিশিষ্টা দ্যুলোকদেবতা (দ্যুলোকপ্রসিদ্ধা সদ্‌গুণাবলী) এবং ভূমিদেবতা (পার্থিবসদ্‌গুণরাজি) আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে (কর্ম্মকে বা হৃদয়কে) স্নেহরসে আর্দ্র করুন; এবং পোষণ-প্রভাবে (দেবভাবদানদ্বারা) আমাদিগের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন। (প্রার্থনা এই যে,—দ্যুলোকে ও পৃথ্বীলোকে যে সদ্ভাবসমূহ আছে, হে দেবদ্বয়, সেই সকলকে আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (১ম—২২সূ—১৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহী মহতী দ্যৌর্দ্যুলোকদেবতা পৃথিবী ভূমিদেবতা চ নোঽস্মদীয় মিমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং স্বকীয়সারভূতেন রসেন মিমিক্ষতাং। সেক্তুমিচ্ছতাং। তথা ভরীমভির্ভরণৈঃ পোষণৈর্নোঽস্মান্ পিপৃতাং। উভে দেব্যৌ পূরয়তাং॥

মহী মহচ্ছব্দাদুগিতশ্চেতি ঙীপ্। অচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি ঙীপ উদাত্তত্বং। দ্যৌঃ। দিব্‌শব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। গোতো ণিৎ। পা০ ৭।১।৯০। ইতি ততঃ পরস্য সোর্ণিদ্বদ্ভাবাত্তদ্বতী বৃদ্ধিরপি স্থানিবদ্ভাবেনোদাত্তা। পৃথিবী। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণং চ। উ০ ১।১৪৯। ইতি ষিবন্‌প্রত্যয়ঃ। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা০ ৪।১।৪১। ইতি ঙীষ্। প্রত্যয়স্বরঃ। মিমিক্ষতাং মিহ সেচনে। সনি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। ঢত্বকত্বষত্বানি। পিপৃতাং। পৃ পালনপূরণয়োঃ। হ্রস্ব ইত্যেকে। শপঃ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ। পা০ ৭।৪।৭৭। ইত্যভ্যাসস্যাকারস্য ইকারঃ। তিঙঃ প্রত্যয়স্বরঃ। ভরীমভিঃ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। হৃসৃভৃধৃস্বৃস্তৃভ্য ঈমনিতীমন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—২২সূ—১৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মহতী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা স্বর্লোকদেবতা এবং ভূলোকদেবতা, আমাদিগের এই যজ্ঞকে স্বকীয় সারভূত রসের দ্বারা সেচন করিতে ইচ্ছা করুন। সেইরূপ ভরণপোষণাদি দ্বারা উভয়-দেবী আমাদিগকে পূরণ (পালন) করুন।

"মহী" এই পদটী 'মহৎ' শব্দের উত্তর "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া ছান্দস-প্রযুক্ত 'অৎ' শব্দের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" সূত্র দ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে। "দ্যৌঃ" এই পদটীর 'দিব্' শব্দ প্রাতিপদিক স্বর হেতু অন্তোদাত্ত। "গোতো ণিৎ" (পা০ ৭।১।৯০) এই সূত্র দ্বারা তার উত্তর যে 'সু' বিভক্তি, তাহার ণিদ্বদ্ভাব হেতু ক্রিয়মাণ বৃদ্ধিও স্থানিবদ্ভাব-বশতঃ উদাত্ত। "পৃথিবী" এই পদটী, প্রখ্যানার্থক 'প্রথ্' ধাতুর উত্তর "প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণং চ" (উ০ ১।১৪৯) এই সূত্র দ্বারা 'ষিবন্' প্রত্যয় ও "ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৪।১ ৪১) এই সূত্র দ্বারা (স্ত্রীলিঙ্গে) ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। "মিমিক্ষতাং" এই পদটী সেচনার্থ 'মিহ' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিয়া দ্বির্ভাব, হলাদিশেষ, ঢত্ব, কত্ব এবং ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "পিপৃতাং" এই পদটী পালন ও পূরণার্থক পৃ ধাতুর হ্রস্ব করিয়া শপের লোপ, এবং "অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ" (পা০ ৭।৪।৭৭) সূত্রদ্বারা দ্বিত্ববর্ণের আদিষ্ট অকারের স্থানে ইকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে তিঙের প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "ভরীমভিঃ" এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থক ডুভৃঞ্ (ভৃ) ধাতুর উত্তর "হৃসৃভৃধৃস্বৃস্তৃভ্য ঈমন্" সূত্রে দ্বারা 'ঈমন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঈমন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। ১৩।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ (২২০) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই ঋকে দ্যুলোক-রূপা এবং পৃথ্বীরূপা দেবীদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন, প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন—ইহাই ঋকের সাধারণ ভাব। তাহাতে প্রার্থনার মর্ম্ম সাধারণতঃ এই মনে হয়,—'দ্যুলোক-দেবতা স্বর্গ হইতে বৃষ্টিদান করুন, ভূমিদেবতা তাহাতে স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হউন, আর তাহার ফলে আমরা যেন আমাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী প্রচুর শস্য-সম্পৎ প্রাপ্ত হই।' যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্তি উন্মুখ পক্ষে এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়।

পক্ষান্তরে এ ঋকের নিগূঢ় অর্থ অতি উচ্চভাবাপন্ন। দ্যুলোক-দেবতা বলিতে—'দ্যুলোকের সদ্‌গুণসমূহ' এবং পৃথিবী দেবতা বলিতে 'পার্থিব সদ্‌গুণনিবহ' অর্থ সঙ্গত হয়। যে সদ্‌গুণসমষ্টির আধারভূত হওয়ায় দ্যুলোকের অশেষ মাহাত্ম্য, সেই সদগুণাবলিই এখানে দেবতা অভিধায়ে আহুত হইয়াছেন; এবং যে গুণে পৃথিবীর নর অমরত্ব-লাভে সমর্থ হয়, সেই গুণরাজকেই 'পৃথিবী দেবতা' রূপে পূজা করা হইয়াছে। অশেষপ্রভাববিশিষ্টা সেই দেবীদ্বয় এই যজ্ঞে আগমন করুন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন; তাঁহাদের স্নেহরস অভিসিঞ্চনে হৃদয় অভিষিঞ্চিত হউক। তাঁহাদের নিকট দান-স্বরূপ দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমরা উদ্ধার পাই। ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাব, ইহাই বুঝা যায়। (১ম—২২সূ—১৩ঋ।)

—*—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)

তয়োরিদ্‌ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ।

গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

তয়োঃ। ইৎ। ঘৃতঽবৎ। পয়ঃ। বিপ্রাঃ। রিহন্তি। ধীতিঽভিঃ।

গন্ধর্বস্য। ধ্রুবে। পদে ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ) 'ধীতিভিঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রভাবৈঃ) 'গন্ধর্বস্য' (অন্তরিক্ষস্য) 'ধ্রুবে' (সৎস্বরূপে, সত্যে) 'পদে' (লোকে) 'তয়োঃ' (দেবয়োঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'ইৎ' (এব) 'ঘৃতবৎ' (অমৃতং, সুধাস্বরূপমিব) 'পয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাংশং) 'রিহন্তি' (লিহন্তি, লভন্তে) । মেধাবিনঃ সাধনপ্রভাবৈঃ পরাং গতিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবিগণ, আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রভাবে অন্তরিক্ষে সত্যলোকে সেই দেবদ্বয়েরই সুধাস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাংশ প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,— মেধাবিগণ সাধনপ্রভাবে পরাগতি লাভ করেন।) ॥ (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

গন্ধর্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরিক্ষং। তথা চ তাপনীয়শাখায়াং সমাম্নায়তে। যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণ-সেবিতমন্তরিক্ষমিতি। তেনান্তরিক্ষেণোপলক্ষিত আকাশে বর্ত্তমানয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরেব সম্বন্ধি পয়ো জলং ঘৃতবদ্ঘৃতসদৃশং বিপ্রা মেধাবিনঃ প্রাণিনো ধীতিভিঃ কর্ম্মভীরিহন্তি। লিহন্তি। যদ্বা। ঘৃতবদ্ঘৃতং সারং তেনোপেতং রিহন্তি ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

গন্ধর্ব্বের ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত পদ অন্তরিক্ষ। সেইরূপ তাপনীয় শাখাতে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে ; যথা,—অন্তরিক্ষ প্রদেশ, যক্ষ গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত। সেই অন্তরিক্ষোপলক্ষিত আকাশে বিদ্যমান 'দ্যৌ' এবং এই পৃথিবীরই সম্বন্ধী ঘৃতসদৃশ জলকে মেধাবী প্রাণিগণ, কর্ম্মসমূহ দ্বারা আস্বাদন করেন ; অথবা 'ঘৃত' শব্দে সার, সেই সারযুক্ত জলকে তাঁহারা আস্বাদন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিহের্ব্বর্ণব্যত্যয়েন রেফঃ। গন্ধর্ব্বস্য। ধৃঞ্ ধারণে। গবি গং ধৃঞো ব ইতি বপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন গোশব্দস্য চ গমাদেশঃ॥ (১ম—২২সূ - ১৪ঋ)॥

চতুর্দ্দশ (২২১) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টি বড়ই দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং ইহার অর্থ নিষ্কাষণ উপলক্ষে নানা মত প্রচারিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য কিছু জটিল। উহার মধ্যেও দ্বিবিধ ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, দেখিতে পাই। প্রথম দর্শনে ঐ ভাষ্যের অর্থ করিতে গেলে, অর্থ হয়,—'মেধাবিগণ, কর্ম্মগুণে আকাশের ও পৃথিবীর সম্বন্ধাবশিষ্ট ঘৃতসদৃশ জল লেহন করিতেছেন। * কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ঐ অর্থের মধ্যেই আবার আমাদের পরিগৃহীত ভাবার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শব্দ এক সামগ্রী, ভাব আর এক সামগ্রী। সকল শব্দে সকল ভাব ব্যক্ত হইবার নহে। তবে মানুষকে বুঝাইবার জন্য, ভাব-পরিগ্রহ করাইবার উদ্দেশ্যে শব্দের প্রয়োগ হয় মাত্র। বিভিন্ন সমাজের পক্ষে, বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে, ভাবদ্যোতক শব্দ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এক কালের লোক যে শব্দে যে ভাব গ্রহণ করেন, অন্য কালের লোকের নিকট সে শব্দে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। এ ঋকের ভাবার্থ-নিষ্কাষণে, সেই বিষয় স্মরণ করিতে হইবে।

"রিহন্তি" এই পদটী 'লিহ' ধাতুর ল-কারের স্থানে ব্যত্যয়ে 'র' কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গন্ধর্ব্বস্য" এই পদটী 'গো' শব্দ পূর্ব্বক ধারণার্থক ধৃঞ্ (ধৃ) ধাতুর উত্তর "গবি গংধৃঞোবঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ব' প্রত্যয় ও তাহার সন্নিয়োগে 'গো' শব্দের স্থানে 'গং' আদেশে ষষ্ঠী-বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

---

* উহা হইতে কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের ঘৃতসদৃশ সুস্বাদু জল মেধাবী ঋত্বিকেরা কর্ম্মদ্বারা অন্তরিক্ষে আস্বাদন করেন' কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—'মেধাবীগণ নিজকর্ম্মগুণে সেই দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্ব্বের নিবাসস্থানে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষে) ঘৃতবৎ জল লেহন করেন।' একজন অর্থ করিয়াছেন,—'ঋকে গান্ধার দেশের কথা বলা হইয়াছে। যেখানে বিপ্রগণ ঘৃতবৎ শ্বেত বরফ সকল আঙ্গুলে গ্রথিয়া পেষণ করিতেন—ঋকে সেই কথা ব্যক্ত আছে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋকে কয়েকটী শব্দের বিষয় একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে, ভাবপরিগ্রহে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রথম—'ধীতিভিঃ'। 'ধীতিভিঃ' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মভিঃ'। সাধারণতঃ ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম নিবহকে বুঝাইয়া থাকে। তারপর 'ধীতি' শব্দের অর্থ 'আরাধনা'। তাহাতে 'ধীতভিঃ' পদে 'পূজা আরাধনা দ্বারা' অর্থ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ যে কর্ম্মে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা—'ধীতিভিঃ' শব্দ, এই ভাবই ব্যক্ত করে। 'গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে' বাক্যে কদাচ স্থান-বিশেষকে বা প্রদেশ বিশেষকে বুঝাইতে পারে না। 'ধ্রুব' শব্দে 'সত্য' বা 'সৎ' বুঝায়। 'ধ্রুবে পদে'—সত্ত্ব অবস্থায় অবস্থিতির ভাব দ্যোতনা করে। 'গন্ধর্ব্ব' শব্দ—গতিমূলক 'গম্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহাতে বায়ু অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। তাহা হইতে অন্তরিক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব অধ্যাস হয়। ফলতঃ, ধৃতি বা আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা বায়ুবৎ সর্ব্বব্যাপক যে সৎ-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতদ্দ্বারা সেই লোকে সেই অবস্থার বিষয়ই ব্যক্ত হইতেছে। এইবার 'ঘৃতবৎ' 'পয়ঃ' ও 'রিহন্তি' শব্দত্রয়ে কি ভাব আমনন করা যায়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন। এক পক্ষে ঐ দুই শব্দে যজ্ঞের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণের চোষণের বা পানের ভাব আসে। অর্থাৎ, মেধাবী বিপ্রগণ সাধন-প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য হবিরাদির সূক্ষ্ম ভাগ প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা বুঝা যায়। 'পয়ঃ' (পয়স্ শব্দজ) পা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা পীত হয়, তাহাই 'পয়ঃ'। তাহা হইতে 'পয়ঃ' শব্দে জল বা দুগ্ধ বুঝায়। এখানে 'ঘৃতবৎ পয়ঃ' বলিতে যজ্ঞহবিঃ হইতে উৎপন্ন অগ্নিমুখে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম যে পানীয় দেবগণ প্রাপ্ত হন, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। 'অন্যপক্ষে পয়ঃ' শব্দে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভাব বুঝাইতেছে। ঘৃতবৎ বলিতে, প্রকৃত ঘৃত নহে অথচ ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিসাধক বলবর্দ্ধক, আনন্দপ্রদ সামগ্রী—সৎকর্ম্মাদি—অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাতে অর্থ হইতে পারে সৎকর্ম্মাদিসঞ্জাত বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক যে সদ্ভাব বা আনন্দ তাহাতেই তাঁহারা 'রিহন্তি' অর্থাৎ সর্ব্বথা সংলিপ্ত হইয়া আছেন। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে, এখানে বুঝা যায়, ঋকে সৎ চিৎ বা আনন্দ অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। ভাব এই যে,—'আমরা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধকগণ যে কর্ম্মপ্রভাবে পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে ভগবন্, আমাদের মধ্যেও যেন সেই কর্ম্মের প্রসার হয়। আমরা যেন ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-পীযূষ-পানে অধিকারী হই।' (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

স্যোনা পৃথিবীত্যেষা মহানাম্নীব্রতে ভূমিস্পর্শনে বিনিযুক্তা। এতদ্বিদং ব্রহ্মচারিণমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। স্যোনা পৃথিবি ভবেতি সমাপ্য। আ০ ৮।৪। ইতি। স্মার্ত্তে হেমন্তপ্রত্যবরোহণেঽপ্যেষা জপ্যা। মার্গশীর্ষ্যাং প্রত্যবরোহণমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। তস্মিন্নুপবিশ্য স্যোনা পৃথিবি ভবেতি জপিত্বা। আং গৃ০ ২।৩। ইতি। তামেতাং সূক্তে পঞ্চদশীমৃচমাহ॥

° ° °

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ॥ ১৫॥

° ° °

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"স্যোনা পৃথিবী" এই ঋক্‌টী মহানাম্নীব্রতে ভূমিস্পর্শনে বিনিযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "এতদ্বিদং ব্রহ্মচারিণং" এই খণ্ডে (ঐরূপ) সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"স্যোনা পৃথিবী ভবেতি সমাপ্য" (আ০ ৮।৪) ইতি। স্মার্ত্তকর্ম্মে হেমন্তকালীন প্রত্যবরোহণেও এই ঋক্ জপনীয়। আশ্বলায়ন গৃহসূক্তে "মার্গশীর্ষ্যাং প্রত্যবরোহণং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"তস্মিন্নুপবিশ্য স্যোনা পৃথিবী ভবেতি জপিত্বা" (আ০ গৃ০ ২।৩) ইতি। সেই সূক্তে পঞ্চদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

স্যোনা। পৃথিবি। ভব। অনৃক্ষরা। নিঽবেশনী।

যচ্ছ। নঃ। শর্ম্ম। সঽপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পৃথিবি' (হে পৃথ্বীদেবি, পার্থিবদেববিভূতে) 'অা' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়), অস্মৎ-পক্ষে 'অনৃক্ষরা' (কণ্টকরহিতা, শত্রুশূন্যা) 'স্যোনা' (সুখপ্রদা) 'নিবেশনী' (নিবাসস্থান-ভূতা, আশ্রয়স্বরূপা) 'ভব' (এধি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'সপ্রথঃ' (বিস্তৃতং অনন্তং) 'শর্ম্ম' (শরণং, সুখং) 'যচ্ছ' (দেহি)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—যেন বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ সুখময়ং স্থানং লভামহে, হে দেবি, তদেব কুরু ॥ (১ম—২২সূ—১৫ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে পৃথিবীদেবি (পার্থিব-দেববিভূতি)। আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; এবং আমাদিগের পক্ষে নিষ্কণ্টক (শত্রুরহিত) সুখপ্রদ আশ্রয়-স্থান হউন; এবং আমাদিগকে বিস্তৃত অনন্ত সুখ প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যাহাতে আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখময় স্থান লাভ করি, হে দেবি, তাহাই করুন।।) (১ম—২২সূ—১৫ঋ)।।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পৃথিবি স্যোনত্বাদিগুণযুক্তা ভব। স্যোনশব্দো বিস্তীর্ণবাচী। তথা চ বাজসনেয়-ব্রাহ্মণে স্যোনশব্দোপেতং কঞ্চিন্মন্ত্রমুদাহৃত্য ব্যাখ্যাতং। ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ স্যোন স্যোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিত্যেব তদাহ। যদ্বা। স্যোনশব্দঃ সুখবাচী। তথা চ যাস্কবাক্যমুদাহরিষ্যতে। অনৃক্ষরা। কণ্টকরহিতা। নিবেশনী। নিবাসস্থানভূতা। সপ্রথো বিস্তারযুক্তং শর্ম্ম শরণং নোঽস্মভ্যং যচ্ছ। হে পৃথিবি দেহি। তামেতামৃচমুদাহৃত্য যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। সুখা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পৃথিবি! আপনি স্যোনত্বাদি গুণযুক্তা হউন। 'স্যোন' শব্দের অর্থ—বিস্তীর্ণ। বাজসনেয়ব্রাহ্মণে স্যোন শব্দ যুক্ত কোনও মন্ত্র উদাহৃত করিয়া 'স্যোন' শব্দের অর্থ যে বিস্তীর্ণ, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যথা—"ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ স্যোন স্যোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিতি তদাহ"। "ইন্দ্রদেবের স্যোন অর্থাৎ বিস্তীর্ণ উরুপ্রদেশে প্রবেশ কর" ইত্যাদি। অথবা স্যোনশব্দ সুখবাচী। সেইরূপ যাস্কবাক্য উদাহৃত হইবে। হে পৃথিবী! আপনি কণ্টকরহিতা এবং নিবাসস্থানভূতা হইয়া আমাদিগকে বিস্তৃত শরণ (শর্ম্ম) দান করুন। এই ঋকটী উদাহৃত করিয়া যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"সুখানঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নঃ পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশন্যৃক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেঃ কণ্টকঃ কন্তপো বা কৃন্ততের্ব্বা কণ্টতের্ব্বা স্যাদ্‌গতিকর্ম্মণ উদ্‌গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্ম্ম শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু। নি০ ৯।৩২। ইতি।

স্যোনা। ষিবু তন্তুসন্তানে সিবেষ্টের্যো চ। উ০ ৩।৯। ইনি ন-প্রত্যয়ঃ। টেশ্চ যো ইত্যাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। স্যোনা পৃথিবীত্যনয়োর্ভবেত্যাখ্যাতে নৈবান্বয়ো ন পরস্পরং। অতোঽসামর্থ্যেনৈব পরাঙ্গবদ্ভাবাভাবাদোকারস্য নামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অনৃক্ষরা। ঋষিগতৌ। গচ্ছত্যন্তরিত্যৃক্ষরা কণ্টকঃ। তন্যৃষিভ্যাং ক্সরন। উ০ ৩।৭৫। ষঢোঃ কঃসীতি কত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। নঞ্‌ বহুব্রীহিঃ। তস্মান্নুড়চি পা০ ৬।৩।৭৪। ইতি নুডাগমঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নিবিশত্যস্যামিতি নিবেশনী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি ল্যুট্‌। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যচ্ছ। দাণ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। সপ্রথঃ। প্রথ প্রখ্যানে। অসুন। প্রথসা সহ বর্ত্তত ইতি তেন সহেতি তুল্যযোগে। পা০ ২।২।২৮। ইতি সমাসঃ বোপসর্জনস্য। পা০ ৬।৩।৮২। ইতি সভাবঃ। কৃৎস্বরঃ। (১ম—২২সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ১অ—২অ—৬ব॥

পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশন্যৃক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেঃ কণ্টকঃ কন্তপো বা কৃন্ততের্ব্বা কণ্টতের্ব্বা-স্যাদ্‌গতিকর্ম্মণ উদ্‌গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্ম্ম শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু" (নিঃ ৯।৩২) ইতি।

"স্যোনা" এই পদটী তন্তুসন্তানার্থক 'ষিব্‌' ধাতুর উত্তর "সিবেষ্টের্যোচ" (উ০ ৩।৯) এই সূত্র দ্বারা 'ন' প্রত্যয় করিয়া টি-এর স্থানে 'য' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "স্যোনা" এবং "পৃথিবি" এই পদদ্বয়ের "ভব" এই ক্রিয়াপদের সহিতই অন্বয় হইয়াছে; পরস্পরের সহিত নহে। অতএব, অসামর্থ্য-বশতঃ পরাঙ্গবদ্‌ ভাবের অভাব হইয়াছে বলিয়া 'স্যোনা' পদের ওকারটী আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্ত হয় নাই। 'অনৃক্ষরা' এই পদটী, গত্যর্থ 'ঋষ' ধাতুর উত্তর 'অন্তরে গমন করে' এই অর্থে "তন্যৃষিভ্যাং ক্সরন" (উ ৩।৭৫) এই সূত্র দ্বারা 'ক্সরন' প্রত্যয় "ষঢোঃ কঃসি" এই সূত্র দ্বারা ষ এর স্থানে ক এবং "আদেশপ্রত্যয়য়োঃ" সূত্র দ্বারা স-এর ষত্ব করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "ঋক্ষরা" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিয়া "তস্মান্নুডচি" (পা০ ৬।৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা 'নুট্‌' আগম ও "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্রানুসারে পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইহাতে নিবেশ করে" এই অর্থে "নিবেশনী" পদটী "করণাধিকরণয়োশ্চ" সূত্র দ্বারা ল্যুট (যু) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "লিতি" এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যচ্ছ" এই পদটী দানার্থ দাণ' ধাতুর স্থানে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা যচ্ছাদেশ ও "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সপ্রথঃ" এই পদটীর, "প্রথস্" পদটী প্রখ্যানার্থক 'প্রথ্‌' ধাতুর উত্তর অসুন প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অনন্তর 'প্রথস্ এর সহিত বর্ত্তমান' এই অর্থে "তেন সহেতি তুল্যযোগে" (পা০ ২।২।২৮) এই সূত্র দ্বারা সমাস করিয়া "বোপসর্জ্জনস্য" (পা০ ৬।৩।৮২) এই সূত্র দ্বারা 'সহ' শব্দের স্থানে 'স' ভাব করিয়া উক্ত "সপ্রথঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎস্বর হইয়াছে। ১৫॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ১অ—২অ—৬ব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ (২২২) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকে পৃথিবী-দেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে পার্থিব সদ্গুণ ও সৎকর্ম্মরাজির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিবী-দেবী আসুন'—এবংবিধ প্রার্থনায়, 'পার্থিব সৎকর্ম্মসমূহের সহিত—সদ্গুণাবলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ হউক'—এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে 'অনৃক্ষরা নিবেশনী স্যোনা ভব'—এই বাক্যে, 'আমাদের সৎকর্ম্মের পক্ষে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, কিবা মানুষশত্রু কিবা রিপুশত্রু কেহ যেন আমাদের সৎকর্ম্মে কণ্টক না হয়, যেন পরমসুখে আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সদ্ভাবের পোষণ করিতে সমর্থ হই'—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। উপসংহারে প্রার্থনা,—'হে দেবি! আপনি আমাদিগকে বিস্তারযুক্ত অনন্ত সুখ প্রদান করুন। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মের প্রভাবে, সচ্চিন্তার অনুধ্যানে, আমরা যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হই।' * (১ম—২২সূ—১৫ঋ)।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতঃসবনে সোমাতিরেকে একং শস্ত্রং শংসনীয়ং। অতোদেবা ইত্যাদ্যাঃ ষড়ৃচঃ সোমাতিরেক ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহাং ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্তু ন ইতৈন্দ্রীভির্বৈষ্ণবীভিশ্চ। আ০ ৬।৭। ইতি। আপ্তোর্যামেঽচ্ছাবাকাতিরিক্তোকৃথেঽপ্যেতাঃ ষড় চঃ

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতঃকালীন সবনে সোমাতিরেক বিষয়ে একটী শস্ত্রমন্ত্র পঠনীয়। "অতো দেবাঃ" ইত্যাদি ছয়টী ঋক্ "সোমাতিরেকঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"মহাং ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্তু নঃ ইতৈন্দ্রীভির্বৈষ্ণবীভিশ্চ" (আ০ ৬।৭) ইতি। আপ্তোর্যামবিষয়ে অচ্ছাবাকনামক ঋত্বিকের অতিরিক্ত উকৃথ মন্ত্রেও এই ছয়টী ঋক্ স্তোত্রিয় মন্ত্রের অনু-

* কেহ বলেন, এখানে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রসঙ্গ আছে। এখানে আসিয়া, যেন ভাল স্থান পান, বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী হন, এবং আর কোনরূপ ক্ষতি না হয়,—ঋকে এইরূপ প্রার্থনা আছে। যাহা হউক, আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিলাম। শ্রীমান্ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া যৌক্তিকতা স্থির করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রিয়ানুরূপার্থাঃ। তথা চ যজ্ঞ পশব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতো দেবা অবন্তু ন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। আ০ ৯।১১। ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রায়শ্চিত্তহোমেঽপ্যাদ্যে বিনিযুক্তে তত্রৈব বেদং পত্ন্যা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতো দেবা অবন্তু ন ইতি দ্বাভ্যাং ব্যাহৃতিভিশ্চ। আ০ ১।১১। ইতি। যাজ্যানুবাক্যয়োর্মধ্যে লৌকিকভাষণেঽতো দেবা ইত্যেষা জপ্যা। সূত্রিতং হি। আপন্নতো দেবা অবন্ত ন ইতি জপেদিতি॥

তামেতাং সূক্তে ষোড়শীমৃচমাহ॥

০ ০ ০

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬॥

০ ০ ০

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। দেবাঃ। অবন্তু। নঃ। যতঃ। বিষ্ণুঃ। বিঽচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ। সপ্ত। ধামঽভিঃ॥ ১৬॥

০ ০ ০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (যস্মাঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকাৎ আরভ্যেতিশেষঃ) 'সপ্তধামভিঃ' (সপ্তলোকৈঃ, ভূরাদিলোকৈঃ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ) 'বিষ্ণুঃ' (বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণুঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ, সর্ব্বত্রগ ইত্যর্থঃ), 'অতঃ' (অস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু পরিত্রাণং

রূপার্থ। সেইরূপ "যজ্ঞ পশবঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে ; যথা—"অতো দেবা অবন্তুন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ" (আ০ ৯ ১১) ইতি। দর্শ এবং পূর্ণমাস যাগের প্রায়শ্চিত্তহোমে আদি ঋক্‌দ্বয় বিনিযুক্ত হয় ; সেইরূপ "বেদং পত্ন্যাঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"অতো দেবা অবন্তুন ইতি দ্বাভ্যাং ব্যাহৃতিভ্যশ্চ" (আ০ ১.১১) ইতি। যাজ্যা এবং অনুবাক্যার মধ্যে লৌকিকভাষণে "অতো দেবাঃ" এই ঋক্‌টী পঠিতব্য এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"আপন্নতো অবন্তুন ইতি জপেদিতি"। এই সূক্তে সেই ষোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুর্ব্বন্তু)। অয়ং ভাবঃ—পরমেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বেষু লোকেষু তদ্বিভূতিরবিচ্ছিন্না স্থিতা; তে বিভূতয়ঃ পৃথিবীস্থাঃ দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু ইতি প্রার্থনা॥ (১ম—২২সূ-১৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত ভগবান্ বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত; সেই (এই) পৃথিবী-লোক হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী; সকল-লোকে তাঁহার বিভূতি অবিচ্ছিন্ন অবস্থিত; সেই বিভূতিসমূহ (পৃথিবীস্থ দেবগণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা)॥ (১ম—২২সূ—১৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামভিঃ সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিঃ সাধনভূতৈর্যতঃ পৃথিব্যা যস্মাদ্ভূপ্রদেশাদ্বিচক্রমে। বিবিধপাদক্রমণং কৃতবান। অতোঽস্মাৎ পৃথিবীপ্রদেশাদ্রোঽস্মান্ দেবা অবন্তু। বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদিলোকেষু ছন্দোভিঃ সাধনৈর্জ্জয়ং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমান লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্নিতি বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমাবতারে পাদত্রয়ক্রমণস্য পৃথিব্যপাদানং। পৃথিবীপ্রদেশাদ্রক্ষণং নাম ভূলোকে বর্ত্তমানানাং পাপনিবারণং॥

অতঃ। এতচ্ছব্দাৎ পঞ্চম্যাস্তসিলিতি তসিল্। এতদোঽশ্। পা০ ৫।৩।৫। ইত্যশাদেশঃ। লিৎস্বরেণাকার উদাত্তঃ। যতঃ। তসিলঃ প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ। পা০ ৫।৩।১। ইতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং তাদান্তত্বং লিৎস্বরঃ। বিষ্ণুঃ। বিষেঃ কিচ্চ। উ০ ৩।৩৯। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু, সপ্তপ্রকার গায়ত্রী আদি ছন্দঃসমূহের দ্বারা যে ভূপ্রদেশ হইতে বিবিধরূপ পাদক্রম করিয়াছিলেন, (সেই) এই পৃথিবীপ্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। পরমেশ্বর বিষ্ণু যে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পৃথিব্যাদিলোক জয় করিয়াছিলেন, তাহা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়া থাকেন; যথা,—'বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ছন্দঃসমূহের দ্বারা এই লোকসমূহকে জয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর বামনাবতারে পাদত্রয়বিস্তারের পৃথিবীই অপাদান, অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতেই পাদপ্রসারণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী-প্রদেশ হইতে রক্ষণ নামক ব্যাপার, মর্ত্ত্যস্থিত জনসাধারণের পাপনিবারক।'

"অতঃ" এই পদটী, "পঞ্চম্যাস্তসিল্" সূত্র দ্বারা 'এতদ্' শব্দের উত্তর পঞ্চমীর স্থানে 'তসিল্' (তঃ) এবং "এতদোঽশ্" (পা০ ৫।৩।৫) এই সূত্র দ্বারা 'এতদ্' শব্দের স্থানে অশাদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। লিৎস্বরহেতু ইহার অকারটী উদাত্ত। "যতঃ" পদটিও উক্ত-প্রকারে পঞ্চমীর স্থানে তসিল্ আদেশে নিষ্পন্ন। "প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ" (পা০ ৫।৩।১) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি সংজ্ঞা হইলে পর, তাদান্তত্ব হইয়াছে। ইহাতেও লিৎস্বর। "বিষ্ণু" এই পদটী, 'বিষ্' ধাতুর উত্তর "বিষেঃ কিচ্চ" (উ০ ৩।৩৯) এই সূত্র দ্বারা 'নু' প্রত্যয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বান্ন গুণঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। বিচক্রমে। সুরিত্যত্র যোগ-বিভাগাদ্বিশব্দস্য সমাসঃ। সমাসান্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ। সপ্ত। সুপাং সুলুগিতি ভিসো লুক্। ধামভিঃ। দধাতেরাতো মনিন্নিতি মনিন্ নিৎস্বরঃ॥ (১ম—২২সূ—১৬ঋ)॥

ষোড়শ (২২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী ঋকের অর্থ যে কত দিক্ হইতে কত ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ঋকের অর্থ উদ্ধার-পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে এবং সে সকল অন্তরায়ের মধ্য হইতে কোন্ ব্যাখ্যাকার কি ভাবে কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন, তৎসমুদায় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আমাদের কৃত অর্থের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—'অতঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'এই স্থান হইতে।' কোনও ব্যাখ্যাকারের মত—'এই কারণবশতঃ' কেহ কহিয়াছেন—'সেই স্থান হইতে।' কাহারও কাহারও মতে—'অতঃপর' ও 'অতএব' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দ—'যতঃ।' সায়ণ বলেন,—'যে পৃথিবী হইতে।' কেহ কহিয়াছেন,—'যে কারণবশতঃ।' কাহারও মত,—'যে স্থান হইতে' ইত্যাদি। তৃতীয় শব্দ—'বিষ্ণুঃ।' সায়ণের অর্থ—'পরমেশ্বর।' কেহ কহিয়াছেন,—'সূর্য্য'। কাহারও মত—'বিষ্ণু' নামক ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি। চতুর্থ শব্দ—'বিচক্রমে।' সায়ণের অর্থ,—'বিবিধরূপ পাদক্রমণ করিয়াছিলেন।' কাহারও মত,—'সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' কেহ কহেন,—'উহাতে সূর্য্যের গতি

কিত্ত্ববশতঃ গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "বিচক্রমে" এই পদটীতে 'সুঃ' এই যোগবিভাগবশতঃ বিশব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। এখানে সমাসান্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। "সপ্ত" এই পদটীতে "সুপাংসুলুক্" সূত্র দ্বারা 'ভিস্' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ধামভিঃ" এই পদটী "ধাঞ্" ধাতুর উত্তর "আতো মনিন" সূত্রানুসারে 'মনিন প্রত্যয় করিয়া, তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে নিৎস্বর হইয়াছে। (১ম ২২সূ - ১৬ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝাইতেছে।' কেহ বা ঐ শব্দে 'পিতৃলোক হইতে আগমন' অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা 'আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে আগমনাদি' অর্থ আমনন করিয়াছেন। পঞ্চমে—'সপ্তধামভিঃ'। ঐ পদে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের দ্বারা।' কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'সপ্তকিরণের দ্বারা।' কাহারও মত,—'সপ্ত-পরিবারের নিবাসস্থান হইতে।' কেহ বা 'সপ্তগৃহ হইতে' অর্থ করিয়াছেন। ইত্যাদি।

অতঃপর আমরা যে অর্থ-সমনে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের 'অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদের' অনুসরণে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। 'যতঃ পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ'—পদত্রয়ের অর্থ, আমরা মনে করি, 'যে পৃথিব্যাদি সপ্তলোক (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সহ।' 'বিচক্রমে' ক্রিয়াপদের অর্থ—'বিশিষ্টভাবে ব্যাপ্ত।' 'বিষ্ণুঃ' শব্দের প্রকৃতার্থ—'বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর'। তাহাতে, উক্ত ঋগংশের সমুদায়ার্থ এই হয় যে,—'যে পৃথিব্যাদি সপ্তলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত সর্ব্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান আছেন।'

অনন্তর ঋকের অপরাংশ—'অতো দেবা অবন্তু নঃ।' এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঋগংশের অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে কোনও ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। ঐ অংশের অর্থ,—'এই পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী হইতে (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) দেবগণ (ভগবদ্বিভূতি-সমূহ) আমাদিগকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সেই দেবতাগণের প্রভাবে আমরা যেন দেবভাবাপন্ন হইয়া তৎস্বারূপ্যাদি-লাভে সমর্থ হই,—বিষম সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।'

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, পূর্ব্বাপর সকল দিকের সঙ্গতি-রক্ষা পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি সাধু-বিষয়-সকল স্মরণ-পূর্ব্বক, ঋকের অর্থ স্থিরীকৃত হইল যে,—'যে ভগবান বিষ্ণুর বিভূতি-সমূহ পৃথিব্যাদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক, (অর্থাৎ যে বিষ্ণু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন), তাঁহার গুণ-বিভূতির অংশ-স্বরূপ পার্থিব-দেবগণ (দেবভাব-নিবহ) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।'

পূর্ব্ব ঋকে পৃথিবী-দেবীকে উদ্দেশ করিয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ প্রার্থনা তাহারই দ্যোতক। পৃথিবী-দেবী কি প্রকার? তিনি এই বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন দেবভাববিভূষিতা,—এখানে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুপক্ষে ভগবান সর্ব্বত্রেগ সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই পৃথিবীতেও যেমন বিদ্যমান রহিয়াছেন, 'ভুবঃ' আদি অপরাপর লোকেও তিনি সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধক দেখিতেছেন—তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শূন্য রহিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মনিবহ এখনও সে সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় নাই—যদ্দ্বারা সেই সংরূপ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবদ্বিভূতি পার্থিব-দেবগণ! আপনারা আসুন; আমাকে রক্ষা করুন। আপনাদের দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত হউক। হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ হইলেই হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটে। তাই প্রার্থনা,—দেববিভূতি সদ্গুণ; সমষ্টি আমার হৃদয় অধিকার করুক। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে এ অধম পরিত্রাণ লাভ করুক।' (১ম—২০সূ—১৬ঋ)।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

বৈষ্ণবোপাংশুযাজস্যেদং বিষ্ণুরিত্যোবানুবাক্যা। উক্তা দেবতা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রির্দ্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং। আ০ ১।৬। ইতি। গার্হপত্যাহবনীয়-য়োর্ম্মধ্যে খাতিক্রমণেঽনয়ৈব খপদেষু ভস্ম প্রক্ষিপেৎ। বিধ্যপরাধ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে। আ০ ৩।১০। ইতি আতিথ্যায়াং প্রধানস্য হবিষ এষৈবানুবাক্যা অথাতিথেড়ান্তেতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং। আ০ ৪।৫। ইতি। উপসৎসু বৈষ্ণবস্যৈষৈবানুবাক্যা। অথোপসদিতি খণ্ডে সূত্রিতং। গয়স্ফানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে। আ০ ৮।৪। ইতি। তামেতাং সূক্তে সপ্তদশীমৃচমাহ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইদং বিষ্ণুঃ" এই ঋক্ বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় উপাংশুযাজের অনুবাক্যা। "উক্তা দেবতাঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রির্দ্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং" আ০ ১৬) ইতি। গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যে খাতিক্রমন বিষয়ে এই ঋকের দ্বারা খপদসমূহে ভস্ম ক্ষেপণ করিবে। "বিধ্যপরাধঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে—"ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" (আ০ ৩।১০) ইতি। আতিথ্য-কর্ম্মে প্রধান হবির্ম্মন্ত্রের এই ঋক্ই অনু-বাক্যা। "অথাতিথ্যেড়ান্তা" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং" (আ০ ৪।৫) ইতি। উপসৎ-সমূহে বৈষ্ণবমন্ত্রের এই ঋক্ অনুবাক্যা। "অথোপসৎ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে—"গয়স্ফানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" (আ০ ৮।৪) ইতি। এই সূক্তে সেই সপ্তদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং।

সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইদং। বিষ্ণুঃ। বি। চক্রমে। ত্রেধা। নি। দধে। পদং।

সংঽউঢ়ং। অস্য। পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণুঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (সর্ব্বং জগৎ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ), 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালং) 'পদং' (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্যং, স্বকিরণং) 'নি দধে' (নিরন্তরং ধৃতঃ, চিরায় অক্ষুণ্ণ ইত্যর্থঃ), 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুরে' (রশ্মিকণযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) 'সমূঢ়ং' (সম্যগন্তর্ভূতং, সংস্থিতং জগদিতি শেষঃ)। ঋগিয়ং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকবিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অণুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥ (১ম—২২সূ—১৭ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যকৃভাবে অবস্থিত আছে। (১ম—২২সূ—১৭ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারধারীদং প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগদুদ্দিশ্য বিচক্রমে। বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তদা ত্রেধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ পদং নিদধে। স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান্। অস্য বিষ্ণোঃ পাংসুরে ধূলিযুক্তে পাদস্থানে সমূঢ়মিদং সর্ব্বং জগৎ সম্যগন্তর্ভূতং। সেয়মৃগ্-যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা। বিষ্ণুর্ব্বিশতের্ব্বা ব্যশ্নোতের্ব্বা। যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে। বিষ্ণুস্ত্রেধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংসুরেঽপ্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতেঽপি বোপমার্থে স্যাৎসমূঢ়মস্য পাংসুর ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা। নিঃ ১২।১৯। ইতি।

ত্রেধা। এধাচ্চ। পাং ৫।৩।৪৬। ইত্যেধাচ্ প্রত্যয়ঃ। চিতোঽন্তোদাত্তঃ। সমূঢ়ং। বহ্ প্রাপণে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা। পাং ৬।১।১৫। সম্প্রসারণং। ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপ-দীর্ঘত্বানি। গতিরনন্তর ইতিগতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অস্য। ইদমোঽন্বাদেশ ইত্যশনুদাত্তঃ। প্রত্যয়শ্চ সুপ্স্বরেণ। পাংসুরে। নগপাংসুপাণ্ডুভ্যশ্চেতি বক্তব্যং। পাং ৫।২।১০৭।২। ইতি মত্বর্থীয়ো রপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—২২সূ—১৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান্ বিষ্ণু, এই প্রতীয়মান্ (পরিদৃশ্যমান্) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজগৎ সম্যক্‌রূপে এই বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই ঋকটীর যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—বিষ্ণু এই পদটি প্রবেশার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি-পূর্ব্বক ভোজনার্থক 'অশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া আছেন। বিষ্ণু পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং আকাশে তিন প্রকারে পদ নিহিত করিয়াছিলেন ; ইহা শাকপূণির মত। ঔর্ণবাভ বলেন, গয়শিরে বিষ্ণুপদ সমারোহিত হইয়াছিল। 'সমূঢ়মস্য পাংসুরে' পদটি উপমার্থে ব্যবহৃত ; অন্তরিক্ষে এবং আকাশে বিষ্ণুপদ দৃষ্ট হয় না। 'পাংসুর' পদের অর্থ পাংসু-সমূহ সূত হয়, অথবা পন্ন-সমূহ শয়ন করে, অথবা পংসনীয় হয়। নিং ১২।১৯।

"ত্রেধা" এই পদটী, 'ত্রি' শব্দের উত্তর "এধাচ্চ" (পাং ৫।৩।৪৬) এই সূত্র দ্বারা 'এধাচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "সমূঢ়ং" এই পদটী সং পূর্ব্বক প্রাপণার্থক 'বহ্' ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া "বচিস্বপি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বঅ্ + উহ্), ঢত্ব, ধত্ব, ষ্টুত্ব, ঢ এর লোপ এবং উ-কারের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্য" এই পদটীতে "ইদমোঽন্বাদেশঃ" এই সূত্র দ্বারা 'অশন্' আদেশও উদাত্ত এবং সুপ্‌স্বর হেতু ইহার বিভক্তিও উদাত্ত। "পাংসুরে" এই পদটী 'পাংসু' শব্দের উত্তর "নগপাংসুপাণ্ডুভ্যশ্চেতিবক্তব্যং" (পাং ৫ ২ ১০২ ২) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয় স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম ২২সূ ১৭ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ (২২৪) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় এ ঋকেরও বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুরে সমূঢ়ং'—এই বাক্য-ত্রয়, বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' শব্দে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' শব্দে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন',—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয়। 'পদং' শব্দে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করিয়াছিলেন',—এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে। তার পর, 'পাংসুরে' শব্দে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়' পদে 'সমাবৃত হইয়াছিল,'—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে ঋকের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য-এসিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' * কেহ বা, বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। † কেহ বা, বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। ‡

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম, ঋকের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থসকল হইতে কিছু স্বতন্ত্র। ঋকের অন্তর্গত বহু ভাবদ্যোতক শব্দ-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' শব্দে এবং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব

---

* বঙ্গদেশে প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিশুদ্ধ-পদ এই অন্তর্ব্বর্ত্তি প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।" এটী রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা,—"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।"

† বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন।

‡ মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (পূর্ব্ব ঋকের আলোচনায়) ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে একটী নূতন শব্দ 'ত্রেধা'। ঐ শব্দে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, তিন কালে তাঁহার বিদ্যমানতা সমভাবে প্রকাশ করিতেছে। ঐ শব্দে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ভাবত্রয়ও ঐ শব্দে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। ঋকের আর একটী শব্দ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ শব্দে আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। ঋকের আর একটী শব্দ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ শব্দে অবস্থিতি ক্ষেপণ প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃতবান্) 'নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ঋকের 'পাংসুরে' শব্দে—ধূলি নহে—'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ অণুপরমাণুময় জ্ঞান-স্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং' শব্দ। ঐ শব্দে, 'এই জগৎ সম্যক্‌রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এইরূপে, ঋকের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে,—'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্ব স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ ঋকটিতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার সত্ত্ব বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্ত্ব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই ঋক্ হইতে এই নিগূঢ় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২২সূ—১৭ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

উপপদি বৈষ্ণবযাগস্য প্রাতঃকালে যাজ্যা সায়ংকালেঽনুবাক্যা ত্রীণি পদেত্যেষা। সূত্রিতং চ। ত্রীণি পদা বিচক্রম ইতি স্বিষ্টকৃদালুপ্যতে। আ০ ৪।৮। ইতি।

তামেতামষ্টাদশীমৃচমাহ॥

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্)।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রীণি। পদা। বি। চক্রমে। বিষ্ণুঃ। গোপাঃ। অদাভ্যঃ।

অতঃ। ধর্ম্মাণি। ধারয়ন্॥ ১৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদাভ্যঃ' (কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ, সর্ব্বেষাং অজেয়ঃ) 'গোপাঃ' (সর্ব্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ, বিশ্বপাতা) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপী ভগবান্) 'অতঃ' (এষু লোকেষু) 'ধর্ম্মাণি' (পুণ্যকর্ম্মাণি, সদনুষ্ঠানানি) 'ধারয়ন' (পোষয়ন্) 'ত্রীণি' (ত্রিকালত্রিগুণাদিস্বরূপাণি) 'পদা' (পদানি, স্থানানি,

---

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ত্রীণি পদা" এই ঋকৃটী বৈষ্ণবযাগে প্রাতঃকালে যাজ্যা এবং সায়ংকালে অনুবাক্যারূপে প্রযুক্ত হয়। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"তেন পদা বিচক্রম ইতি স্বিষ্টকৃদালুপ্যতে" (আ০ ৪।৮) ইত্যা। এই সূক্তের সেই অষ্টাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়ানি আধিপত্যানি) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টরূপেণ ব্যাপ্তঃ, অবস্থিতঃ ইতিশেষঃ)। অয়ং ভাবঃ — বিশ্বপালকো বিষ্ণুঃ চিরায় অপ্রতিহতপ্রভাবেন ধর্ম্মকর্ম্ম পোষয়তি। (১ম—২২সূ ১৮ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকলের অজেয়, সকল জগতের রক্ষক, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু এই লোকসমূহে ধর্ম্মসমূহকে (সৎকর্ম্মসকলকে) পোষণ করিয়া ত্রিকাল-ত্রিগুণাদিস্বরূপ স্থান-সমূহকে (আপনার আধিপত্যকে) বিশিষ্টরূপে ব্যাপিয়া আছেন। (ভাব এই যে,— বিশ্বপালক বিষ্ণু চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম পোষণ করিতেছেন।)॥ (১ম—২২সূ—১৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যো গোপাঃ সর্ব্বস্য জগতো রক্ষকো বিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদি-স্থানেষত এতেষু ত্রীণি পদানি বিচক্রমে। কিং কুর্ব্বন্। ধর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি ধারয়ন্। পোষয়ন্॥

পদা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তের্ডাদেশঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবেনানুদাত্তত্বে প্রাপ্তে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণোদাত্তত্বং। গোপাঃ। গোপামৃতস্যেত্যত্রোক্তং। অদাভ্যঃ। দভেশ্চর্হ-লোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ। নঞ্ সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধারয়ন্। শপঃ পিত্ত্বাদনু-দাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে॥ (১ম—২২সূ—১৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহাকে কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় নাই, সমগ্র জগতের রক্ষক, সেই ভগবান বিষ্ণু এই পৃথিব্যাদি স্থান-সমূহে পদত্রয় বিস্তার করিয়াছিলেন। কি করিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন? অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকর্ম্মসমূহকে ধারণ (পোষণ) করিয়া।

"পদা" এই পদটী "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে ডা আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার স্থানিবদ্ভাবহেতু অনুদাত্ত-স্বর প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বর হেতু (তাহা না হইয়া) উদাত্ত স্বরই হইয়াছে। "গোপাঃ" এই পদটীর বিষয় "গোপামৃতস্য" প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। "অদাভ্যঃ" এই পদটী, 'দভ্' ধাতুর উত্তর "ঋহলোর্ণ্যৎ" সূত্র দ্বারা 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়া নঞ্ সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অব্যয় পুর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ধারয়ন" এই পদটীতে শপের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং শতৃ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক ল-কার স্বর হেতু ণিচ্ প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। (১ম—২২সূ—১৮ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশী (২২৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এ ঋকের অর্থও ব্যাখ্যাকারগণের রুচিভেদে নানারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। * আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ মনুষ্য-মাত্রকে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবার নিমিত্ত উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে।

ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বের পালক। তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক মাত্রই তাঁহার আশ্রয়ে সুখশান্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। ঋকে এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে। এতদ্দ্বারা মনুষ্যকে যেন বলা হইতেছে—'তোমরা ধর্ম্মপর হও, শ্রেয়োলাভ করিবে।'

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋক্‌কে আত্মসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ভাবার্থ অধ্যাহৃত হয়,—'মন! তুমি ভগবানে বিশ্বাস-বান্ হও। সেই যে বিশ্বপালক ভগবান বিষ্ণু, তিনি চিরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ধর্ম্মকে ও ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হও। সেই ধর্ম্মপালক বিষ্ণু অবশ্যই তোমায় রক্ষা (তোমার পরিত্রাণ) করিবেন।' (১ম—২২সূ—১৮ঋ)। †

— • —

---

* দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ যাহা প্রচলিত আছে, উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) "সমস্ত জগতের রক্ষক এবং অজেয় (সকলের অপেক্ষা বলবান্) বিষ্ণুদেব এই মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে ধর্ম্ম এবং সদাচার পালন-পূর্ব্বক তিন বার পাদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।" (২) "বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি।

† এই ঋক্‌টির এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ঋকের (১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ ঋকের) তিনটী বাক্য-প্রয়োগ উপলক্ষে গবেষণার অন্ত নাই। সে বাক্যত্রয়—"সপ্তধামভিঃ", "ত্রেধা-পদং", "ত্রীণি পদা"। ঋক্-ত্রয়ের অন্য যে সকল শব্দ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা, সে সকল ঐ তিনেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র, সে সকল ঐ তিনের সহিতই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যাহা হউক, সে আলোচনা-গবেষণার কিঞ্চিৎ আভাষ, ঋক্ তিনটীর বিশদার্থ প্রকাশ উপলক্ষেই প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সমষ্টিভাবে ঋক্ তিনটীর আলোচনায়, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কত প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ১৯॥

এ বিষয়ে যাস্কের যে নিরুক্ত সপ্তদশ ঋকের সায়ণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, ("যদিদং" হইতে "ঊর্ণবাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে আমাদের ব্যাখ্যায় কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা এখানে দুর্গাচার্য্য-কৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধগম্য হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিরুক্ত-সম্বন্ধে (রমেশচন্দ্র-ধৃত) দুর্গাচার্য্যের মন্তব্য; যথা,—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অকৃণ্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তগিরি রূপ ভাব মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু-শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংসুরে সমূঢ়' পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদ-পরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমূলার (Max Muller) লিখিয়াছেন যে,—"The stepping of Vishnu is emblemetic of the rising, the culminating, and setting of sun." এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যার 'সূর্য্যাত্মনা' 'বৈদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

বিষ্ণোঃ। কর্ম্মাণি। পশ্যত। যতঃ। ব্রতানি। পস্পশে।

ইন্দ্রস্য। যুজ্যঃ। সখা। ১৯॥

• ॰ •

করেন নাই। তাহা বুঝিলে, ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে, সূক্ষ্ম ভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য তিনি যে মধ্য-এসিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমুলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, 'তৈত্তিরীয় সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১১।৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, Vol. XXXII, Vedic Hymns translated by F. Max Muller, p. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী—এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইটনেসে' (Aryan Witness) রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে প্রস্থান, তিন স্থানে আসন (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' তাঁহার মতে 'সপ্তধাম' বলিতে—"সপ্ত বিভাগ; যথা,—১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জর্ম্মাণদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়! 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপনঃ ভগবতঃ) যতঃ' (যেভ্যঃ পালনাদিকর্ম্মভ্যঃ) 'ব্রতানি' (পুণ্যানুষ্ঠানানি) 'পস্পশে' (লোকঃ স্পৃষ্টবান্, প্রবৃত্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) তানি 'কর্ম্মাণি' (পালনাদীনি, লোকপরিত্রাণকারীণি) 'পশ্যত' (অবলোকয়ত, অনুষ্ঠানায় প্রবৃত্তঃ ভবত ইত্যর্থঃ), স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'যুজ্যঃ' (অভিন্নঃ) 'সখা' (সমাখ্যঃ, একাত্মকঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ, ভগবতঃ বিষ্ণোরনুগ্রহেন হে নরাঃ! সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবত; দেবাঃ অভিন্নাঃ ইতি স্মরত। (১ম ২২সূ—১৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে পালনাদি কর্ম্ম হইতে পুণ্যানুষ্ঠান সমূহে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সেই লোক-পরিত্রাণকারী কর্ম্মসকল তোমরা প্রত্যক্ষ কর—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সেই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ একাত্মক। (ভাব এই যে,—ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে হে মনুষ্যগণ, তোমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হও; দেবগণ যে অভিন্ন, তাহা স্মরণ রাখিও)। (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি; ৪ রসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী শ্লাভোনিয়ান (Slavonian) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীস দেশবাসী পিলাস্‌জি (Pelasgii); এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি। বাহ্লীক প্রদেশ (Balkh) এবং গান্ধার দেশ (Candahar) এককালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল।" এ মতে, পৌরাণিক সপ্তর্ষি এই সপ্তধামের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলিয়া কল্পনা করা হয়। তাঁহারাই সাত সম্প্রদায়কে সাত দিকে পরিচালিত করেন। যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, অর্থ সেই দিক হইতেই কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

অপিচ, আর্য্যগণ যে ভারতের বহির্দ্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই, পরন্তু আর্য্যসভ্যতা যে ভারতবর্ষ হইতেই অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে" ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'আর্য্যগণের আদি-নিবাস' বিষয়ক প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া দেখুন। এ ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে। তার পর, সপ্তর্ষিমণ্ডলী—জ্যোতিষ-বিষয়ক। উহাতে সপ্ত পরিবারের পরিচালক-রূপ মনুষ্য কল্পনা করিবার বিষয় কিছুই নাই। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, ঋক-ত্রিতয়ে নিত্যসত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বিবৃত আছে; দৃষ্টির বিভিন্নতায় অন্য ভাব অধ্যাস হয় মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগাদয়ঃ। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পালনাদীনি পশ্যত। যতো যৈঃ কর্ম্মভির্ব্রতান্যগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে। সর্ব্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্। বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তাদৃশো বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোগ্যোঽনুকূলঃ সখা ভবতি। বিষ্ণোরিন্দ্রানুকূল্যং ত্বষ্টা হতপুত্র ইত্যনুবাকেঽথ বৈ তর্হি বিষ্ণুরিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন তৈত্তিরীয়া আমনন্তি।

পস্পশে। স্পশ বাধনস্পর্শনয়োঃ। লিট্। দ্বির্ভাবে শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ। পা০ ৭।৪।৬১। ইতি পকারঃ শিষ্যতে। সকারো লুপ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। যুজ্যঃ। যুজের্ব্বাহুলকাৎ ক্যপ্। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ। (১ম ২২সূ—১৯ঋ)॥

• • •

ঊনবিংশ (২২৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, যেন হোতা বা পুরোহিত, ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত-সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্মসকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।" আর এক ব্যাখ্যা,—"হে ঋত্বিক প্রভৃতি লোকগণ আপনারা বিষ্ণুদেবের পালনাদি কর্ম্মসকল দর্শন করুন এবং কীর্ত্তন করুন, যে সকল কর্ম্মের প্রভাবে উপাসকেরা পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিগাদি বন্ধুগণ! আপনারা (অমিততেজা) বিষ্ণুর কর্ম্ম-সমূহ দর্শন করুন। যাঁহা হইতে যে সকল কর্ম্ম দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি ব্রত-সমূহ যজমানগণ স্পর্শ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁহারা সেই কর্ম্ম-সমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাদৃশ বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অনুকূল সখা। বিষ্ণু যে ইন্দ্রদেবের অনুকূল সখা, তাহা "ত্বষ্টা হতপুত্রঃ" এই অনুবাকে "অথ বৈ তর্হি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি প্রপঞ্চের দ্বারা তৈত্তিরীয়গণ সম্যক্রূপে পাঠ করিয়াছেন।

"পস্পশে" এই পদটীতে বাধন এবং স্পর্শনার্থ বিশিষ্ট 'স্পশ্' ধাতুর উত্তর 'লিট্' বিভক্তিতে দ্বিত্ব করিয়া "শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ" (পা০ ৭।৪।৬১) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের পকার মাত্রই অবশিষ্ট হইয়াছে এবং স-কারের লোপ হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগবশতঃ ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। "যুজ্যঃ" এই পদটী বহুলপ্রযুক্ত ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত্ত্বহেতু ইহার গুণের অভাব, 'ক্যপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং ইহার ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় সখা।" এরূপ অর্থে, মানুষভাবে বিষ্ণু পরিগৃহীত হইলেও, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হয় না;—মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতাগমন-কল্পনাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার মধ্য হইতেই ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাবের একটা আভাষ যেন স্বতঃ-প্রকাশ পায়। 'পালনাদি কর্ম্ম' যাহা 'পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান' করায়, তাহার বিষয় একটু চিন্তা করিলেই বোধ হয় ঋকের নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পারে।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে, যে লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়া, এই ঋকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছি; তাহা কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বলি, ঋকটি ঋত্বিকদিগকে আহ্বান করিয়া কোনও সময় উক্ত বা রচিত হয় নাই; পরন্তু ঋকটী নিত্য আত্মোদ্বোধনমূলক; যাজ্ঞিক সাধক আপন মনোবৃত্তি-নিচয়কে সম্বোধন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"রে আমার মনোবৃত্তিনিচয়! তোমরা একবার সেই লোকপাবন বিষ্ণুর পালন-পোষণ-পরিত্রাণ-মূলক কার্য্যাদি লক্ষ্য কর,—অনুধ্যান কর; কেন-না, তাঁহার সেই কর্ম্মের সহিতই পুণ্যানুষ্ঠানাদি সংস্পৃষ্ট আছে। তাঁহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাদেরও রীতি-মতি প্রবৃত্তি তাঁহারই কার্য্যে পরিচালিত হইবে। সেই কার্য্যে, সেই পুণ্যব্রতে, তাঁহার সংস্পর্শ আছে,—তদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হও। তাঁহার অনুগ্রহেই সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবে। সৎকর্ম্মপর হইলেই তাঁহাকে জানিতে সামর্থ্য আসিবে। স্মরণ কর,—তাঁহার অনুকম্পার বিষয়; প্রত্যক্ষ কর,—তাঁহার করুণার প্রস্রবণ; ব্রতী হও,—তদীয় প্রীতিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানে; দেখিবে,—ইন্দ্র-রূপেই হউক, আর বিষ্ণুরূপেই হউক, যেরূপেই হউক, তিনি আসিয়া তোমাদের অভীষ্টপূরণ-শ্রেয়ঃসাধন করিবেন।" বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য প্রভৃতিতে যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন, তাঁহাদের অর্থ স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্মপরায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুর-পক্ষে, এ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। বিংশী ঋক্)

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বিষ্ণোঃ। পরমং। পদং। সদা। পশ্যন্তি। সূরয়ঃ।

দিবিঽইব। চক্ষুঃ। আঽততং। ২০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, সূর্য্যালোকপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং, দৃষ্টিশক্তিঃ) 'ইব' (যথা) 'আততং' (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং, অবাধেন সর্ব্বং পশ্যতি ইত্যর্থঃ) তথা 'সূরয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) 'বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রভাবং, স্বরূপং) 'সদা' (সর্ব্বস্মিন্ কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি, সংপ্রেক্ষন্তে)। সূর্য্যালোকসাহায্যেন বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিলক্ষয়তি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বস্মিন্ কালে ভগবত্তত্ত্বং জানন্তি। (১ম—২২সূ ২০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আকাশে নিরাবরণে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সূর্য্যালোক সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে পর্য্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ জ্ঞানপ্রভাবে সকল কালেই ভগবত্তত্ত্ব জানিয়া থাকেন।)। (১ম—২২সূ—২০ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

সূরয়ো বিদ্বাংস ঋত্বিগাদয়ো বিষ্ণোঃ সম্বন্ধি পরমমুৎকৃষ্টং তচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্ব্বদা পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দিবীব। আকাশে যথাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং চক্ষুর্ব্বিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ॥

সদা। সর্ব্বৈকান্যেতি। পা০ ৫।৩।১৫। দাপ্রত্যয়ঃ। সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাং দি। পা০ ৫।৩।৬। ইতি সর্ব্বশব্দস্য সভাবঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। দিবি উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি তদেব শিষ্যতে। চক্ষুঃ। নব্বিষয়স্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আততং। তনোতেঃ কর্ম্মণি ক্তঃ। যস্য বিভাষেতীট্‌প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা নলোপঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিরনন্তর ইতি গতেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—২২সূ—২০ঋ)॥

• • •

বিংশ (২২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—‡ ০ ‡—

এ ঋকের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবান্! আমায় সেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমার পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন। আকাশে দৃষ্টি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋত্বিগাদি বিদ্বানগণ, বিষ্ণুর সম্বন্ধী উৎকৃষ্ট সেই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বর্গস্থানকে শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারা সর্ব্বদা দর্শন করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন আকাশে সর্ব্বত্র-প্রসারিত চক্ষুঃ অবিরুদ্ধভাবে বিশদরূপে (বস্তুমাত্রকে) দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ।

"সদা" এই পদটী 'সর্ব্ব' শব্দের উত্তর "সর্ব্বৈকান্য" (পা০ ৫।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা 'দা' প্রত্যয় করিয়া "সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাংদি" (পা০ ৫।৩।৬) এই সূত্র দ্বারা 'সর্ব্ব' শব্দের স্থানে 'স' আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার আদিস্বর ব্যত্যয়ে উদাত্ত হইয়াছে। "দিবি" এই পদটীতে "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ইব' শব্দের সহিত সমাস হইয়া বিভক্তির লোপ হয় নাই। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর-নিবন্ধন তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নব্বিষয়স্য" এই সূত্র দ্বারা "চক্ষুঃ" পদটীর আদিস্বর উদাত্ত। "আততং" এই পদটী, "আঙ্" পূর্ব্বক বিস্তারার্থক তনু (তন্) ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে "যস্য বিভাষা" সূত্র দ্বারা ইট (ই) আগম নিষিদ্ধ হইয়া, "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু বিশেষ বিধি "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা গতির (আঙের) উদাত্তস্বর হইয়াছে। ২০॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন চারিদিক দেখিতে পান; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্ব্বত্র তোমার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাহা অনিরোধে দেখিতে পান। মূঢ় অজ্ঞ আমি, আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও,—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক,—আকাশের ন্যায় নির্ম্মল পথে আমি যেন তোমায় সদাকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।'

এমন উদার উচ্চ-প্রার্থনামুলক যে ঋক্—প্রতিদিন প্রতি দৈবকার্য্যের প্রারম্ভে উচ্চার্য্য এমন যে মহান্ মন্ত্র, ইহারও কি আবার অন্য অর্থ আছে? যত বড় পণ্ডিতই এ ঋকে যত উচ্চ অর্থ আমনন করুন না কেন, যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক এ ঋকের সহিত যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীই প্রাপ্ত হউন না কেন, আমরা মনে করি,—এ ঋক্ আত্মোৎকর্ষসাধক-প্রার্থনামূলক। প্রতি দৈবকর্ম্মের প্রারম্ভ-মন্ত্র-হেতু. মনীষিগণ যে এ ঋকের অর্থ ঐ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধগম্য হয়। কর্ম্মারম্ভের সূচনায় বলা হইতেছে,—'যেন আমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারি; যেন আমার দৃষ্টি-পথের বাধা বিদূরিত হয়; যেন আমি অবাধে তোমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিতে পারি।' ইহাই এ ঋকের প্রকৃতার্থ। * (.ম—২২সূ—২০ঋ)।

—*—

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ ২১॥

* যাঁহারা এ ঋকটীকেও আর্য্যগণের ভারতাগমন-মূলক বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের অর্থ এই যে,—'যেমন আকাশে পতিত চক্ষু আবরণের অভাব-বশতঃ স্বচ্ছ দেখিতে পায়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিষ্ণুদেবের সেই উৎকৃষ্ট পাদ-প্রক্ষেপ সর্ব্বদা দেখিতে পারেন অর্থাৎ আর্য্যকুলের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখ গমন জানেন।' যদি এ ঋকের ভাবার্থ এইরূপ হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রতি পূজাকর্ম্মে এ মন্ত্র উচ্চারণের বিধি থাকিত না। আমাদের এই মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বিপ্রাসঃ। বিপন্যবঃ। জাগৃবাংসঃ। সং। ইন্ধতে।

বিষ্ণোঃ। যৎ। পরমং। পদং ॥ ২১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ) 'যৎ' (পূর্ব্বোক্তং) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (স্থানং, ঐশ্বর্য্যং, বিভূতিং) 'বিপন্যবঃ' (বিশেষেণ স্তোতারঃ, ভগবদেকচিত্তাঃ সাধবঃ) 'জাগৃবাংসঃ' (সদা জাগরূকাঃ, প্রমাদরহিতাঃ) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (বিষ্ণুপদং, ভগবন্মহিমানং) 'সমিন্ধতে' (সর্ব্বতোভাবেন প্রকাশয়ন্তি, হৃদয়াৎ হৃদয়ে জ্ঞানালোকং প্রদীপয়ন্তে)। অয়ং ভাবঃ—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নানাং জ্ঞানিনাং কর্ম্মপ্রভাবেন ভগবদ্বিভূতয়ঃ হৃদয়াৎ হৃদয়ে প্রদীপ্যন্তে ॥ (১ম ২২সূ—২১ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠবিভূতি), ভগবদেকচিত্ত প্রমাদ-পরিশূন্য সাধু জ্ঞানিপুরুষগণ তাহা (সর্ব্বতোভাবে) প্রকাশ করেন,—হৃদয় হইতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত রাখেন। (ভাব এই যে,—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদ্বিভূতি সমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়।)॥ (১ম—২১সূ—২১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বোক্তং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমস্তি তৎপদং বিপ্রাসো মেধাবিনঃ সমিন্ধতে। সম্যক্ দীপয়ন্তি। কীদৃশাঃ। বিপন্যবঃ। বিশেষেণ স্তোতারঃ জাগৃবাংসঃ। শব্দার্থয়োঃ প্রমাদরাহিত্যেন জাগরূকাঃ ॥

বিপ্রাসঃ। আজ্জসেরসুক্। বিপন্যবঃ। স্তুত্যর্থস্য পনের্বাহুলক ঔনাদিকো যুপ্রত্যয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত বিষ্ণুর যে উৎকৃষ্ট পদ আছে, তাহা মেধাবিগণ সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করেন। মেধাবিগণ কিরূপ? বিশেষরূপে স্তবকারী (স্তোতৃশ্রেষ্ঠ), "জাগৃবাংসঃ" অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের প্রমাদ-রাহিত্য-বিষয়ে জাগরূক (বিশেষরূপে শব্দার্থাভিজ্ঞ)।

"বিপ্রাসঃ" এই পদটী 'বিপ্র' শব্দের উত্তর 'জস্' বিভক্তিতে "আজ্জসেরসুক্" সূত্র দ্বারা 'অসুক্' আগম সিদ্ধ হইয়াছে। "বিপন্যবঃ" এই পদটী বি-পূর্ব্বক স্তুত্যর্থক 'পনি' (পণ্) ধাতুর উত্তর বহুলপ্রযুক্ত ঔণাদিক 'যু প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র প্রত্যয়স্বরঃ। জাগৃ বাংসঃ। জাগৃনিদ্রাক্ষয়ে। লিটঃ কস্বঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটো বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মান্নিবৃত্তিঃ ॥ (১ম—২২সূ—২১ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তমো বর্গঃ ॥ ১।২।৭ ॥

একবিংশ (২২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানী সাধক বিপ্রগণ (বিপ্রাসঃ) ভগবানের সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিস্তার করেন, আমাদের হৃদয় যেন সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, আমরাও যেন সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি,—জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।' তার পর, সেই জ্ঞানিগণ (বিপ্রাসঃ) কেমন? যাঁহাদের আদর্শ আমরা অনুসরণ করিব, তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত—কি ভাবে ভাবান্বিত? ঋক্ কহিলেন—তাঁহারা 'বিপন্যবঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ, একনিষ্ঠ পরমভক্ত। আর তাঁহারা কেমন? না—'জাগৃবাংসঃ'। অর্থাৎ, চির সতর্ক, সদা-জাগরূক, প্রমাদপরিশূন্য। এখানে কর্ম্মের ভাব আসে। তাঁহারা এমন সাবধান হইয়া কর্ম্ম করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্ম কখনও অসৎসংস্রব-যুক্ত হয় না। সদা সৎকর্ম্মে, সদা ভগবানের কর্ম্মে, তাঁহারা নিযুক্ত আছেন;—কদাচ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন না, 'জাগৃবাংসঃ' শব্দে তাহাই বুঝা যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'বিপ্রাসঃ'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'মেধাবিনঃ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে 'বিপ্রাসঃ' শব্দে পরম জ্ঞানীর ভাবই আমনন করে। পূরণার্থক 'প্রা' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন করিলেও কর্ম্মাদির পূর্ণতাসাধক জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে; আবার ঐ শব্দকে বপনার্থক 'বপ্'-ধাতুজ বলিয়া স্বীকার করিলেও 'ধর্ম্মবীজ বপন-রূপ জ্ঞান' অর্থই অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ 'বিপন্যবঃ', 'জাগৃবাংসঃ' ও 'বিপ্রাসঃ' পদত্রয়ে যথাক্রমে ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমবায় হইয়াছে বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনই যাঁহাতে

ইহাতে প্রত্যয়-স্বর। 'জাগৃবাংসঃ' এই পদটী নিদ্রাক্ষয়ার্থক 'জাগৃ' ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে 'কসু' (বস্) আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ক্রাদির নিয়মে ইট্ (ই) আগম প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তাহা "নবস্বেকাজাদ্ঘসাং" এই নিয়ম সূত্র দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে। ২১ ॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বিত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃকই জগতে ভগবত্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। 'সমিন্ধতে' পদে—সম্যক্ দীপ্তিমান্ হয়, অনলশিখার ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে,—এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎ-সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ-লাভ করুক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২২সূ—২১ঋ)।

—— ০ ——

বিষ্ণু-স্তোত্রের উপসংহার।

দ্বাবিংশ-সূক্তের পূর্ব্বোক্ত একবিংশতিতম ঋকে, বিষ্ণু-স্তোত্রের পরিসমাপ্তি হইল। ষোড়শ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত ছয়টী ঋক্—বিষ্ণুর মহিমা-জ্ঞাপক—বিষ্ণুর প্রার্থনামূলক। আমাদিগের নিত্য-কর্ম্মে প্রায় ঐ মন্ত্র-কয়টী প্রযুক্ত হয়। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ মন্ত্র-কয়েকটীর মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহেন; পরন্তু ঐ মন্ত্র-কয়টীর অর্থ লইয়া বিতর্কের ও মতান্তরের অবধি নাই। অষ্টাদশ ঋকের টীকায় মন্তব্যে এবং কয়েকটী ঋকের আলোচনা-ব্যপদেশে আমরা তাহার কতক কতক পরিচয় প্রদান করিয়াছি। উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

'ত্রেধা বিচক্রমে' 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে'—এই দুই বাক্যের মধ্যে যে 'ত্রেধা' ও 'ত্রীণি', বিতণ্ডা-বিতর্ক ঐ দুই শব্দেরই অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বিতর্ক যে আজ উঠিয়াছে, তাহা নহে, সুদূর অতীত হইতে সে বিতর্কে মনীষিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া আছে। সায়ণের ভাষ্যে বলিরাজের আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে। (১০৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দৈত্যরাজ বলি, দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। বামনরূপ পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। বলির পুরোহিত শুক্রাচার্য্য (ভার্গব), বামনের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদ ভূমি দানে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দানবীর বলি, বামনের প্রার্থনানুরূপ দানে বিমুখ হইতে পারেন নাই। পুরাণে প্রকাশ,—ভগবান্ বামন, বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ-বিস্তারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ'—এই বেদবাক্যের তাহাই ভিত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কেহ আবার কহেন,—এখানে জ্যোতিষের বিষয় ব্যক্ত আছে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মত এই যে,—"উত্তর ধ্রুব হইতে সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত যে স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে তৃতীয় ভাগ, তাহাই বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আকাশ-ভাগকে অপর দুই পাদ বলা যায়। এইরূপে খগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ, জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নই ইহার কারণ। সূর্য্য (মতান্তরে পৃথিবী) বিষুবদ্বৃত্ত হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর-ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত; আবার তথা হইতে এইরূপে দাক্ষণাদকে দক্ষিণ ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত নিয়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতাগতি করে। এতদ্দ্বারাই খগোল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, দক্ষিণ-ধ্রুব হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণ ক্রান্তি হইতে উত্তর ক্রান্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ এবং উত্তর ক্রান্তি হইতে উত্তর ধ্রুব পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ,—এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব ভূমণ্ডলও উক্তরূপ তিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষ্ণুর ত্রিপাদ নামে কথিত হয়। এই ত্রিপাদভূমিই কৌশলক্রমে বামনদেব তাৎকালিক সার্ব্বভৌম বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার 'গোলাধ্যায়' গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন;—'ভূর্লোকাখ্যো দক্ষিণে ব্যক্ষদেশাৎ। তস্মাৎ সৌম্যোঽয়ং ভুবঃস্বশ্চমেরুঃ॥'

যাঁহারা বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া, তাঁহার 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' প্রভৃতিতে সূর্য্যের উদয়াস্ত-মধ্যাহ্ন বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিষ্ণুর স্বরূপ-প্রকাশিকা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—গায়ত্রী সূর্য্যের স্তুতি নহে; উহা সূর্য্যেরও প্রকাশক, পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক ধ্যান।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

'দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥'

বিষ্ণুর ধ্যানেও দেখিতে পাই, তিনি 'সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী;—' ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্য-বর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটি হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ।' এই সকল দৃষ্টান্ত-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া একজন ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"বিষ্ণুর ত্রিপাদ—ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক; এবং সূর্য্য—বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু—সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।" ঋকের ব্যাখ্যায় এ ভাব যদিও তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার ফলে বিষ্ণুর স্বরূপ-বিষয়ে তাঁহার টিপ্পনীর মধ্যে শেষোক্ত একটী বাক্য যেন আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! গভীর আলোচনার ফলে, দেবতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে, দেবতার স্বরূপ ঐ ভাবেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' ও 'ত্রেধা বিচক্রমে' বাক্যদ্বয়ের যে মর্ম্মার্থ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে পুরাণের পোষক-বাক্য উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঋকের ব্যাখ্যার সময় যদিও সে বাক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; কিন্তু ভগবানের অপার মহিমার প্রভাবে সূক্তের উপসংহারে সে পুরাণ-প্রমাণ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল বিষ্ণুর পদ কাহাকে কহে, আর 'ত্রীণি' 'ত্রেধা' শব্দেই বা কি ভাব আনয়ন করে? সেই পুরাণ-প্রমাণে তাহা বোধগম্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে; যথা:—

"ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষাপ্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ॥ তৎসাষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্। ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্। বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ॥
মেঘেষু সঙ্গতা বৃষ্টির্বৃষ্টেঃশ্চাপোঽথপোষণম্। আপ্যায়নঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে॥
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ। বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ॥
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্। আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারণম্॥"
বিষ্ণুপুরাণম্। দ্বিতীয়াংশঃ, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ, ৯৩—১০২ শ্লোকাঃ।

অর্থাৎ,—'দেবযানের * ঊর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে দোষরূপপঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ায় কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ যেথানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়-বশীকরণাদিলব্ধ যোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। এই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর জগৎ যেখানে ওতঃপ্রোতঃ রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেক জ্ঞানবলে যাহা অপরিচ্ছন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ধ্রুব-নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টির দ্বারা লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং দেবপ্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ, সেই জলপান দ্বারা জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ, ধ্রুব-নক্ষত্র ও দীপ্তিমান্ ভাস্কর যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই—অমঙ্গলাত্মক সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ, বিষ্ণুর পরম পদ।' ('বঙ্গবাসীর' অনুবাদ)।

এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মানুষকে হৃদ্গম্য করাইবার জন্যই নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি এবং রূপকের মধ্যে ইহার বর্ণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, রূপক যখন ভাঙ্গিয়া যাইবে, জ্ঞান নেত্র যখন উন্মীলিত হইবে, তখনই সত্য স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬ ১৫; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১।২ ৫, ১৪।১।১) এবং আরণ্যকে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫.১) এই সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় রূপক ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। মূলতত্ত্ব এই যে, সদাকাল পরমেশ্বরের পরম পদ তোমার জন্য প্রসারিত হইয়া আছে; আকুল-প্রাণে একান্তচিত্তে সেই পদ ধারণ করিবার চেষ্টা কর; একদিন না একদিন সে পদে আশ্রয় মিলিবেই মিলিবে।

---

* বিভিন্নরূপ কর্ম্মের ফলে মানুষ বিভিন্নরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান সেই এক গতি-পথ-বিশেষ। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মল-স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধব্রহ্মচারিগণ বাস করেন। তাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য ধ্রুবাদি বিভিন্ন স্থান পরিকল্পিত হয়। বিষ্ণুর পরম পদ—সকল পদের শ্রেষ্ঠ পদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োবিংশসূক্তং।
পঞ্চমোঽনুবাকঃ। অষ্টমাদারভ্য দ্বাদশপর্য্যন্তং পঞ্চবর্গাঃ॥

ত্রয়োবিংশসূক্তং।

এ সূক্তটী বহুঋকপূর্ণ এবং বহুদেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত। সূক্তের ভাবপ্রবাহও সেইরূপ বহু পথ দিয়া বহুরূপে প্রবাহিত। সুতরাং অর্থও নানা দিক হইতে নানা জনে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সোমকে যাঁহারা মাদক-দ্রব্য বলিয়া মনে করিবেন, এ সূক্ত তাঁহাদের তদ্রূপ ভ্রান্ত কল্পনায় সহায়তা করিবে; সোমকে যাঁহারা সোমলতার রস বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা এই সূক্তে সোম-লতার উৎপত্তি-স্থান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন। আবার অন্য পক্ষে 'সোম' শব্দে যাঁহারা বিশুদ্ধ শুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবকে ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন, এ সূক্ত তাঁহাদের সে ধারণার পক্ষে সহায়তা করিবে। মন লইয়াই, চিত্তের শুদ্ধাশুদ্ধি ভাব লইয়াই, ঋঙ্মন্ত্রের অর্থাদির পরিকল্পনা আসিয়া থাকে।

যাঁহারা ঋকের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের বিষয়—আর্য্যের ও অনার্য্যের যুদ্ধের ব্যাপার বর্ণিত আছে মনে করিবেন, এই ঋক্‌কয়েকটীর মধ্যে তাঁহারা সেই সংগ্রামই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা বেদবাক্যকে পৌরুষের ও অনৃত বলিয়া ধারণা করিবেন, তাঁহারা তদ্রূপ সম্বন্ধই এই সকল ঋকের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন। আবার অন্য পক্ষে, যাঁহারা দেবাসুরের সেই সংগ্রামকে আপনার অন্তরের অভ্যন্তরস্থ সদসদ্‌বৃত্তিনিচয়ের চিরসংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা ঋকের মধ্যে সেই ভাবই নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন;— পৌরুষেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব তাঁহাদের দৃষ্টিতে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিজ্ঞানবিৎ প্রত্ন-তাত্ত্বিক দেখিবেন, -এই সূক্তের ঋক্‌সমূহের মধ্যে এক অনুপম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত আছে; তত্ত্বজ্ঞানী বুঝিবেন,—তত্ত্বজ্ঞানের অনাবিল প্রস্রবণ এই সূক্তের সকল ঋকের মধ্যেই প্রবাহিত রহিয়াছে।

ঋক্‌গুলির সম্বন্ধে আমরা যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, যথাস্থানে ব্যাখ্যার মুখে সে ভাব প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার বিপরীত যে ভাবনিবহ ঋকের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়া থাকে, সূচনায় তাহারই মাত্র একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম ঋক্‌টীতে তীব্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাদক-দ্রব্য পানের জন্য দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে, কল্পিত হয়; পরবর্ত্তী কয়েকটী ঋকে সেই ভাবেরই প্রবাহ চলিয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ অনুমান করেন। নবম ঋকে 'মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করুন',—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে;—পৃশ্নি নামে মরুদ্গণের মাতা কল্পিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ ঋকের "গুহাহিত" শব্দে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে সোমলতা উৎপন্ন হয়,—অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে। পঞ্চদশ ঋকে 'গরুর দ্বারা বৎসরে বৎসরে যবক্ষেত্র কর্ষণ করান হইতেছে',—এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। বিংশ ঋকে সেকালে 'জলচিকিৎসা'-প্রথা ছিল—কেহ বা লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলতঃ, নানা দিকের নানা অর্থ ঋকের ব্যাখ্যায় গৃহীত হইয়া আছে। অথচ, ঋকের অর্থ সেই একই রহিয়াছে। ব্রহ্ম যেমন এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক, সূক্তের ঋক্গুলিও সেইরূপ মুখ্যতঃ একার্থাত্মক হইয়াও বহু অর্থের দ্যোতনা করিতেছে। অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সকল অর্থ সকল ভাব আপনিই পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

—*—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

তীব্রা ইতি চতুর্ব্বিংশত্যৃচং ষষ্ঠং সূক্তং। অত্রেয়মনুক্রমণিকা তীব্রাশ্চতুর্ব্বিংশতির্ব্বায়-বৈ্যকৈন্দ্রবায়বৌ মৈত্রাবরুণমরুত্বতীয়বৈশ্বদেবপৌষ্ণাস্তৃচাঃ শেষা আপ্যোঽপ্স্বাধ্যর্দ্ধাগ্নেয্যাপ্-স্বন্তঃ পুরউষ্ণিক্ পরানুষ্টুপ্ ত্রিস্রশ্চান্ত্যা একাবিংশী প্রতিষ্ঠেতি। ঋষিশ্চান্বস্মাদিতি পরিভাষয়ানুবর্ত্ত-মানো মেধাতিথিঃ কাণ্ব ঋষিঃ। অপ্স্বন্তরিত্যেষা পুরউষ্ণিক্। প্রথমপাদশ্চ দ্বাদশাক্ষরেণাস্ত্যশ্চেৎ পুরউষ্ণিগিতি লক্ষণসদ্ভাবাৎ। অপ্সু মে সোম ইত্যেষানুষ্টুপ্। ইদমাপ ইত্যাদ্যাস্তি-স্রোঽনুষ্টুভঃ। শিষ্টা একোনবিংশতিসংখ্যাকা ঋচো গায়ত্র্যঃ। আদৌ গায়ত্রমিতি পরি-ভাষিতত্বাৎ। আদ্যা বায়ুর্দ্দেবতাকা ততো দ্বে ঋচাবিন্দ্রবায়ুদেবতাকে। তত একস্তৃচো মিত্রাবরুণদেবতাঃ। তত উত্তরতৃচস্য মরুদ্গণবিশিষ্টেন্দ্রো দেবতা। তত একস্তৃচো বৈশ্বদেবঃ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই ষষ্ঠ সূক্ত "তীব্রাঃ" ইত্যাদি চব্বিশটী ঋক্-বিশিষ্ট। এস্থলে ইহাই অনুক্রমণিকা। এই সূক্তের প্রথম ঋকের দেবতা—বায়ু, তৎপরবর্ত্তী দুইটী ঋকের দেবতা—ইন্দ্রবায়ু; তাহার পর একটী তৃচের (ঋক্ত্রয়ের) দেবতা—মিত্রাবরুণ; অনন্তর একটী তৃচের দেবতা—মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র; তৎপরে একটী তৃচের দেবতা—বৈশ্বদেব; তারপর দেবতা—পূষা; এবং অবশিষ্ট ঋক্গুলির দেবতা—অপ্। "পয়স্বানগ্নে" এই ঋগর্দ্ধের সহিত 'সংমায়' এই ঋক্টীর দেবতা—অগ্নি। "অন্বস্মাৎ" অর্থাৎ 'অন্য হইতে' এই অনুবর্ত্তন হেতু এই সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি। অনন্তর ইহার ছন্দোবিষয় কথিত হইয়াছে; যথা,—"অপ্স্বন্তঃ" এই ঋক্টীর ছন্দঃ—পুরউষ্ণিক্। পুরউষ্ণিক্ ছন্দের লক্ষণ এই;—যদি প্রথম পদে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নাম—পুর-উষ্ণিক্। "অপ্সু মে সোম" এই ঋক্টীর ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্; "ইদমাপঃ" ইত্যাদি তিনটী ঋক্ অনুষ্টুভ্ এবং অবশিষ্ট উনিশটী ঋকের ছন্দঃ—গায়ত্রী। কারণ, "আদৌ গায়ত্রং" এইরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তরভাবী পৌষ্ণঃ। শিষ্টা ঋচোঽগ্নিদেবতাকাঃ। পয়স্বানগ্ন ইত্যৰ্দ্ধৰ্চ্চযুক্তা সং মাগ্ন ইত্যেবা অগ্নিদেবতাকা। সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ। অভিপ্লবষড়হস্য দ্বিতীয়েঽহনি প্রউগশস্ত্রে বায়ব্যতৃচস্য তীব্রাঃ সোমাস ইত্যেষা তৃতীয়া। দ্বিতীয়স্য চতুর্ব্বিংশেনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। তীব্রাঃ সোমাস আগহীত্যেকা। আ০ ৭।৬। ইতি পৃষ্ঠ্যষড়হেঽপিদ্বিতীয়েঽহনি প্রউগ এষা॥ ২১॥

তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে ত্রয়োবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ।
গায়ত্র্যনুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃ। বায়ুরিন্দ্রবায়ূ মিত্রাবরুণৌ মরুদ্গণা ইন্দ্রো বিশ্বেদেবাঃ
পূষা আপশ্চ দেবতাঃ। সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

তীব্রাঃ সোমাস আগহ্যাশীর্ব্বন্তঃ সুতা ইমে।

বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তীব্রাঃ। সোমাসঃ। আ। গহি। আশীঃঽবন্ত। সুতাঃ। ইমে।

বায়ো ইতি। তান্। প্রঽস্থিতান্। পিব॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (হে বায়ুদেব, সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বেষাং হিতকারিন্ ইত্যর্থঃ) 'আ গহি' (আগচ্ছ— অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং কর্ম্মণি ইতি যাবৎ); 'ইমে' (অস্মাকং প্রদত্তাঃ) 'সোমাসঃ' (হবনীয়াঃ যজ্ঞীয়দ্রব্যাঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'তীব্রাঃ'

লৈঙ্গিক হইতে অবগত হওয়া উচিত। অভিপ্লবষড়হ যজ্ঞের দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রমন্ত্রে বায়ব্যতৃচের "তীব্রাঃ সোমাসঃ" এই ঋক্‌টী তৃতীয়া ঋক্। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের 'দ্বিতীয়স্য চতুর্ব্বিংশেন' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"তীব্রাঃ সোমাস আগহীত্যেকা" (আ০ ৭।৬) ইতি। পৃষ্ঠ্যষড়হযাগেও দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রে এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তে সেই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তৃপ্তিপ্রদাঃ, প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ) 'আশীর্ব্বন্তঃ' (মঙ্গলান্বিতাঃ, শুভদাঃ, অস্মৎপক্ষে মঙ্গলাস্পদা ভবন্তীতি শেষ) ; 'তান্' (সোমান, যজ্ঞভাগান্, অস্মাকং ভক্তিসুধামৃতান্) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! তব তৃপ্তিপ্রদাং বিশুদ্ধাং ভক্তিসুধাং তুভ্যং সমর্পয়ামি ; মম পূজাং গৃহাণ ; মঙ্গলং চ প্রযচ্ছ। (১ম—২৩সূ—১ঋ)॥

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব (সর্ব্বব্যাপী, সকলের হিতকারী)! আপনি এই যজ্ঞে আমাদিগের কর্ম্মে আগমন করুন ; আমাদিগের প্রদত্ত হবনীয় যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ সত্ত্বভাবনিবহ) সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ আপনার তৃপ্তিপ্রদ এবং আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। সেই হউক ; আর তাহা আপনি গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার তৃপ্তিপ্রদ বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা আপনাকে যেন সমর্পণ করি ; পূজা গ্রহণ করুন, এবং মঙ্গল প্রদান করুন।)॥ (১ম—২৩সূ—১ঋ)।

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো! ইমে সোমাস ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ সুতা অভিষুতাঃ। তে চ তীব্রাঃ। প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ। আশীর্ব্বন্তঃ আশির্যুক্তাঃ। অতস্ত্বমাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। প্রস্থিতানুত্তরবেদিং প্রত্যানীতান্ তান্ সোমান্ পিব॥

তীব্রাঃ। তিজ নিশানে। রক্ দীর্ঘত্বং। জস্য ব ইতি ঋজ্রেন্দ্রেত্যত্র মনোরমা। সোমাসঃ। অর্ত্তিস্তুত্যাদিনা মন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আজ্জসেরসুক্। গহি। মহদ্ভিরগ্ন আগহীত্যত্রোক্তং। আশীর্ব্বন্তঃ শীঞ্ পাকে। অপস্পৃধেথামিত্যাদিসূত্রে (পা০ ৬।১।৩৬)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপ এই সোমসমূহ অভিষবসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সোমসমুদয় তীব্র অর্থাৎ বিস্তর বলিয়া আপনার তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ এবং আশীর্যুক্ত। অতএব আপনি এই কর্ম্মে আগমন করুন (এবং) উত্তর-বেদীতে আনীত সেই সোমসমূহ পান করুন।

"তীব্রাঃ" এই পদটি নিশানার্থক 'তিজ' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয়ে ইকারের দীর্ঘ ও জ-এর স্থানে 'ব' করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সোমাসঃ' এই পদটী, "অর্ত্তিস্তু" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'মন্' প্রত্যয়ে "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে অসুক্ আগমে নিষ্পন্ন। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "গহি" এই পদটীর বিষয় "মহদ্ভিরিন্দ্র আগহি" এই স্থলে কথিত হইয়াছে। "আশীর্ব্বন্তঃ" এই পদটীর অন্তর্গত "আশীঃ" পদটীর "অপস্পৃধেথাং" (পা০ ৬।১।৩৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঙ্‌পূর্ব্বস্য ক্বিপি শিরাদেশো নিপাতিতঃ করণস্যাপি শ্রয়ণদ্রব্যস্য স্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষয়া কর্ত্তরি ক্বিপ্‌ ন বিরুধ্যতে। আশীরেষামস্তীত্যাশীর্ব্বন্তঃ। ছন্দসীর ইতি বত্বং। বায়ো। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। প্রস্থিতান্। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা ব্যত্যয়েনা-ব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম ২৩সূ ১ঋ)।

প্রথম (২২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের কি বিকৃত অর্থই প্রচলিত রহিয়াছে! তীব্র মাদকগুণ-বিশিষ্ট সোমরসকে দধি-মিশ্রিত করিয়া সুপেয় ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে; আর, সেই প্রলোভন দেখাইয়া, বায়ুদেবতাকে সোমপানের জন্য আহ্বান করা হইতেছে! * ঋকে 'তীব্রাঃ' পদ আছে; সেই জন্য তীব্র মাদকগুণ-বিশিষ্ট অর্থ করা হয়। ঋকে 'আশীর্ব্বন্তঃ' পদ আছে; সেইজন্য স্নিগ্ধভাব কল্পনা করিয়া 'দধিমিশ্রিত' অর্থ আমনন করা হইয়া থাকে। সায়ণ কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করেন নাই; কেবল পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ কল্পনাবলে এইরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন।

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আঙ্‌ পূর্ব্বক পাকার্থক 'শ্রীঞ্‌' (শ্রী) ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ে নিপাতনে 'শ্রী' ধাতুস্থানে 'শির্‌' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। করণ যে শ্রয়ণ-দ্রব্য, তাহার স্বীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষা আছে বলিয়া অবিরোধে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্‌ হইয়াছে। 'আশীঃ ইহাদের আছে' এই অর্থে 'মতুপ্‌' প্রত্যয় করিয়া "ছন্দসীরঃ" সূত্র দ্বারা ম-এর স্থানে 'ব' করিয়া প্রথমার বহুবচনে উক্ত "আশীর্ব্বন্তঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "বায়ো" পদটীর আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্তস্বর। "প্রস্থিতান্" পদটীতে প্রাদিসমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু তাহাকে বাধিয়া ব্যত্যয়ে অব্যয়-পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—২৩সূ—১ঋ)॥

---

* ঋক্‌টীর প্রচলিত একটী অনুবাদ,—(১) "হে বায়ু এই তীব্র ও সুপাকবিশিষ্ট সোমরস-সমূহ অভিষুত হইয়াছে, তুমি আইস; সেই সোমরস আনীত হইয়াছে, পান কর।" (২) "মদজনক এবং সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত আশীর্নামক পাকদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত সোমসকল প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব বায়ুদেব আপনি আগমন করুন এবং আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই সমুদায় পান করুন।" অপর একজন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তীব্রাঃ অতি-মদকরাঃ সোমাসঃ সোমরসাঃ আশীর্ব্বন্তঃ আশীরযুক্তাঃ দধ্যাদিমিশ্রণেন সুতাঃ প্রস্তুতীকৃতাঃ।" ইত্যাদি। সাধারণ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে গেলে, ঐরূপ বিভ্রমই আসে বটে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সোমাসঃ' পদে এখানে 'সোমরস' মাদক-দ্রব্যকে যে বুঝাইতেছে না, ভাষ্যেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"সোমাস ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ।" ভাবার্থ,—'ইন্দ্র-বায়ুদেবতার গ্রহণযোগ্য হবনীয় দ্রব্যাদি।' এখানে, 'সোম' শব্দের বহুবচনান্ত-প্রয়োগে উহা যে সোমরস নয়, তাহা বুঝা যায়। দেবগণ যাহা গ্রহণ করেন, সেই সকল সামগ্রীই এখানে 'সোমাসঃ' পদে ব্যক্ত করিতেছে। তার পর 'সুতাঃ'। সায়ণের অর্থ—'অভিষুতাঃ'; ভাবে বুঝা যায়,—'বিশুদ্ধীকৃতাঃ।' তাহা হইলেই বুঝা যায়,—হবনীয়-দ্রব্যের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ সত্ত্ব অংশ ঐ দুই পদে ('সোমাসঃ' ও 'সুতাঃ' পদদ্বয়ে) প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ,—'সোম' শব্দের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সেই অর্থই এখানে দৃঢ় হইয়া আসিতেছে।

তার পর—'তীব্রাঃ'। তাৎপর্য্যের আলোচনায় সায়ণই উহার অর্থ করিয়াছেন,—"প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ।" ভাবে বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয় অর্পণ করিতে সমর্থ হওয়ায় দেবতার তৃপ্তির যাহাতে সম্ভাবনা আছে, তাহাই 'তীব্রাঃ'। আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয়, আত্মনিবেদনে তখন সমর্থ হওয়া যায়। এখানকার 'তীব্রাঃ' পদে সেই তীব্র অনুরাগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—যে অনুরাগের ফলে ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়। ঋকের যে 'আশীর্ব্বন্তঃ' শব্দে 'দধিমিশ্রিত' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা যে বিভ্রমমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মঙ্গলার্থবাচক 'আশীস্' শব্দ হইতে যে পদ উৎপন্ন, তাহা মানবের মঙ্গলকামনামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সেই ভাব বুঝিয়াই আমরা ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

ফলতঃ, এ ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে বায়ুদেব! দেবগণের যাহা প্রীতিপ্রদ, যে পূজা তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করে, অন্তরের যে বিশুদ্ধা ভক্তিতে তাঁহারা আবদ্ধ হন, আমরা যেন তেমনই আহবনীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে পারি। হে দেব! আপনি আসুন, আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; আর তাহার ফলে আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হউক।' ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১ঋ)।

—·—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পূর্ব্বোক্ত এব শস্ত্র উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে ইন্দ্রবায়বতৃচস্য প্রথমাদ্বিতীয়ে। তথা চ দ্বিতীয়স্যেতি খণ্ডে সূত্রিতং। উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে। (আ০ ৭।৬)। ইতি।

তয়োঃ প্রথমাং সূক্তে দ্বিতীয়ামৃচমাহ।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে।

অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

উভা। দেবা। দিবিঽস্পৃশা। ইন্দ্রবায়ূ ইতি। হবামহে।

অস্য। সোমস্য। পীতয়ে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণার্থং) দিবিস্পৃশা (দ্যুলোকস্পর্শিনৌ সত্ত্বসম্বন্ধযুক্তৌ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রবায়ূ উভা দেবা' (ইন্দ্রবায়ূ দেবদ্বয়ৌ, বলৈশ্বর্য্যাধিপ-সর্ব্বব্যাপকৌ দেবৌ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অনুসরণায় সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ); তৌ দেবৌ অস্মাকং কর্ম্মসু মিলিতৌ ভবতাং—ইতি প্রার্থনা। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। (১ম-২৩সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত শস্ত্রমন্ত্রেই "উভা দেবা দিবিস্পৃশা" ইত্যাদি ঋকদ্বয় ঐন্দ্রবায়বতৃচের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'দ্বিতীয়স্য' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে" (আ০ ৭।৬) ইতি।

সেই ঋক্দ্বয়ের প্রথমা এবং এই সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ

সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণের জন্য, দ্যুলোকস্পর্শী সত্ত্বস্বরূপযুত ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে (বলৈশ্বর্য্যের অধিপতিকে ও সর্ব্বব্যাপী দেবতাকে) আমরা আহ্বান করিতেছি—অনুসরণ করিতে যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই; সেই দেবদ্বয় আমাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে মিলিত হউন—এই প্রার্থনা। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক।)॥ (১ম—৩সূ—২ঋ)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবিস্পৃশা দ্যুলোকবর্ত্তিনাবুভা দেবা দ্বৌ দেবাবিন্দ্রবায়ূ হবামহে আহ্বয়ামঃ। কিমর্থং। অস্য সোমস্য পীতয়ে। অসকৃদ্ব্যাখ্যাতং॥

উভা দেবা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। দিবিস্পৃশা। হৃদ্যুভ্যাং ঙেরুপসংখ্যানং। (পা০ ৬।৩।৯।১)। ইতি সপ্তম্যা অলুক। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রবায়ূ। ইন্দ্রশ্চবায়ুশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। (পা০ ৬।৩।২৬।১)। ইত্যানঙো নিষেধঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি প্রাপ্তস্যোভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বস্য নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। (পা০ ৬।২।১৪২)। ইতি নিষেধাৎ সমাসান্তোদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। হবামহে। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাচ্চেতি পরপূর্ব্বত্বং। শপ্। গুণাবাদেশৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ পদস্যাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তিঙ্ঙতিঙ ইত্যাষ্টমিকো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকে বর্ত্তমান ইন্দ্র এবং বায়ু এই দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি। কি নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি? এই সোম পান করিবার নিমিত্ত। "অস্য সোমস্য পীতয়ে" ইহা অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"উভা" ও "দেবা" এই পদদ্বয়ে "সুপাং সুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তি স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। "দিবিস্পৃশা" পদটীতে "হৃদ্যুভ্যাং ঙেরুপসংখ্যানং" (পা০ ৬।৩।৯।১) এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাই। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রবায়ূ" এই পদটী 'ইন্দ্র এবং বায়ু' এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস-নিষ্পন্ন। এস্থলে "উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ" (পা০ ৬।৩।২৬।১) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে অনঙাগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্র দ্বারা ইহার উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু "নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ" (পা০ ৬।২।১৪২) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ আছে বলিয়া সমাসান্ত উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হবামহে" এই পদটীর, স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ, "সম্প্রসারণাচ্চ" সূত্র দ্বারা পরপূর্ব্বত্ব, শপ্, গুণ এবং অবাদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু পদের আদিস্বর উদাত্ত হয়; কিন্তু "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঘাতঃ। অস্য উড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। পীতয়ে। পা পানে। স্থাগাপাপচঃ (পা০ ৩৩৷৯৫)। ইতি ভাবে ক্তিন্। ঘুমাস্থেতীত্বং। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২৮০) ঋকের বিশদার্থ।

'সোমস্য পীতয়ে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেই এ ঋকের অর্থ সহজবোধ্য হইবে। কর্ম্মযোগীর যজ্ঞপক্ষে যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ, ধ্যানযোগীর ধ্যানভূক্ত ভক্তিসুধামৃত,—সোম-শব্দে দ্যোতনা করে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, এ ঋকের কেন, আর কোনও ঋকেরই অর্থ-নিষ্কাশণে অন্তরায় আসিবে না। এখানে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে সেই প্রাণের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে।

'দিবিস্পৃশা' পদে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়ের স্বরূপ একটু প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা 'দিবিস্পৃশা' অর্থাৎ দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া আছেন। ইহার মর্ম্মে কি বুঝাইতেছে না যে, তাঁহারা সত্ত্বনিলয় স্বর্গে অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন? ঐ পদে দেবদ্বয়ের সত্ত্ব-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছে।

পক্ষান্তরে তাঁহারা দ্যুলোক ব্যাপিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বিদ্যমান আছেন—এ ভাবও গ্রহণ করা যায়। সে পক্ষে ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'হে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা! আপনারা উভয়েই দ্যুলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের যজ্ঞে কেন আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! আসুন—আপনারা এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। জ্ঞান দেন—দর্শন-শক্তি দেন—আমরা যেন আপনাদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।' (১ম—২৩সূ—২ঋ)।

আষ্টমিক নিঘাতস্বরই হইয়াছে। "অস্য" এই পদটীর "উড়িদং" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীতয়ে" এই পদটী পানার্থ পা ধাতুর উত্তর "স্থাগাপাপচঃ" (পাং ৩৷৩৷৯৫) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয় করিয়া "ঘুমাস্থা" এই সূত্র দ্বারা আকারের স্থানে ঈ-কারাদেশে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। ২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে।

সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রবায়ূ ইতি। মনঃজুবা। বিপ্রাঃ। হবন্তে। উতয়ে।

সহস্রঅক্ষা। ধিয়ঃ। পতী ইতি ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উতয়ে' (রক্ষণায়, আত্মনাং লোকানাংবা শ্রেয়োহলাভায়) 'বিপ্রা.' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'মনোজুবা' (মনঃ ইব গতিশালিনৌ, ত্বরয়া আগমনশীলৌ ইত্যর্থঃ, যদ্বা-ধ্যানধারণায়াঃ বিষয়ীভূতৌ) 'সহস্রাক্ষা' (অশেষপ্রজ্ঞাস্বরূপৌ) 'ধিয়স্পতী' (জ্ঞানদাতারৌ) 'ইন্দ্রবায়ূ' (ইন্দ্রবায়ু-দেবৌ, বলৈশ্বর্য্যাধিপসর্ব্বব্যাপকৌ দেবৌ) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি, অনুসরন্তি)। তয়োঃ দেবয়োঃ অনুসরণায় অস্মাকং প্রবৃত্তিঃ ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ ; (২ম - ২৩সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আপনাদিগের বা মনুষ্যগণের শ্রেয়োলাভের জন্য, জ্ঞানিগণ, মনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্বরায় আগমনশীল অথবা ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত, অশেষ-প্রজ্ঞাধার, জ্ঞানদাতা, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন। (ভাব এই যে,—সেই দেবদ্বয়কে অনুসরণে আমাদিগের প্রবৃত্তি হউক—এই আকাঙ্ক্ষা।) ॥ (১ম—২৩সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিপ্রা মেধাবিন ঋত্বিগ্ যজমানা উতয়ে রক্ষণার্থমিন্দ্রবায়ূ হবন্তে। আহ্বয়ন্তি। কীদৃশৌ। মনোজুবৌ। মন ইব বেগযুক্তৌ। সহস্রাক্ষা সহস্রনয়নযুক্তৌ। যদ্যপীন্দ্র এব সহস্রাক্ষস্তথাপি ছত্রিন্যায়েন বায়ুরপি তথোচ্যতে। ধিয়স্পতী। কর্ম্মণো বুদ্ধের্ব্বা পালকৌ।

মনোজুবা। জবতির্গতিকর্ম্মা। মনোবজ্জবত ইতি মনোজুবা মন ইব বেগযুক্তৌ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। বিপ্রাঃ। ঔণাদিকো রন। রন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। উতয়ে। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। সহস্রাক্ষা। সহস্রমক্ষীণি যয়োস্তৌ বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ। পা০ ৫।৪।১১৩ ইতি ষচ্ সমাসান্তঃ বহুব্রীহিস্বরে প্রাপ্তে সমাসান্ত প্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ধিয়ঃ। সাবেকাচ ইতি ঙস উদাত্তত্বং। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্জনীয়স্য সকারঃ। পতী। ডত্যন্ত আদ্যুদাত্তঃ ॥ ৩ ॥

• • •

তৃতীয় (২৩১) ঋকের বিশদার্থ।

—— §:•×•:§ ——

এ ঋকটির অভ্যন্তরে যে প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা এই ;—'হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! জ্ঞানিগণ আপনাদিগের স্বরূপ অবগত আছেন ; তাই তাঁহারা শ্রেয়োলাভের জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী ঋত্বিক্ এবং যজমানগণ, স্বীয় রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র এবং বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র এবং বায়ুদেব কিরূপ? মনের ন্যায় বেগবান, সহস্রচক্ষুযুক্ত এবং কর্ম্ম অথবা বুদ্ধির পালক। যদিও ইন্দ্র-দেবই সহস্রাক্ষ ; কিন্তু তথাপি, ছত্রিন্যায়হেতু, বায়ুও সহস্রাক্ষ বলিয়া পরিগণিত।

"মনোজুবা" এই পদটীতে 'জু' ধাতুর অর্থ গতি। অর্থাৎ মনের ন্যায় বেগশালী। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ; এবং "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। "বিপ্রাঃ" এই পদটী ঔণাদিক 'রন'-প্রত্যয়ান্ত। ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'উতয়ে" পদটীর 'ঊতিযূতি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্তিন' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত। 'সহস্র অক্ষি যে দেবদ্বয়ের' এই অর্থে "সহস্রাক্ষা" পদটী, "বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ" (পা০ ৫।৪।১২৩) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্তে 'ষচ্' (অ) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটীর বহুব্রীহিস্বরের প্রাপ্তিতে সমাসান্ত প্রত্যয়ের সতিশিষ্টত্বহেতু "চিতঃ" সূত্র দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধিয়ঃ" এই পদটীর "সাবেকাচঃ" সূত্র দ্বারা 'ঙস্' বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে স-কার হইয়াছে। "পতী" পদটী 'ডতি' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন আপনাদিগকে জ্ঞানিগণের ন্যায় সেইভাবে জানিতে পারি এবং সেই ভাবে আহ্বান করিতে সমর্থ হই। আপনারা যে 'মনোজুবা'—মনঃসম্বন্ধবিশিষ্ট, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত, আপনারা যে 'সহস্রাক্ষ'—অশেষ-দৃষ্টি বা অশেষ-প্রজ্ঞার আধার; আপনারা যে 'ধিয়স্পতী'—জ্ঞানের পতি; জ্ঞানদাতা! এ জ্ঞান যেন আমাদিগের হয়; আর, এই জ্ঞান লইয়া আমরা যেন আপনাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইতে সমর্থ হই। তারপর, 'মনোজুবা' পদে 'মনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট' ভাব গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে স্মরণমাত্রই তাঁহারা যে হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। দূরে থাকিলেও নিকটে আছেন, আবার নিকটে থাকিতেও দূরস্থিত বলিয়া প্রতীত হন;—এই দুই ভাব আমাদিগেরই দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে উপস্থিত হয়। নচেৎ, তাঁহারা যে 'মনোজুবা'—এ কথা যদি স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আর কিসের চিন্তা—কিসের ভাবনা? তোমার মনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তিনি, তোমার মানসপটে প্রতিফলিত হন তিনি—এ জ্ঞান যদি হয়, তখন কি আর অন্যত্র তাঁহাকে সন্ধান করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? আমরা তাই মনে করি, এ ঋকের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহারা 'মনোজুবা।'

তার পর, স্মরণ করিয়া দেখুন—তাঁহারা 'সহস্রাক্ষা' ও 'ধিয়স্পতী'। ঐ দুই শব্দের মর্মার্থ কি? ইহা বুঝিতে পারিলে, অন্যত্র তো আর অনুসন্ধানেরই প্রয়োজন হয় না! তোমার অন্তরেই তিনি অধিষ্ঠিত হন। তোমায় সদ্বুদ্ধিদানের নিমিত্ত তিনি যে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন, দেবদ্বয়ের বিশেষণ-ত্রিতয়ে এই সে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেও সংশয় দূরীভূত হয় না কি? কোথায় কোন্ দূরে অন্বেষণ করিতে যাইবে? কোথায় কাহার নিকট কোন্ জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করিবে? দেখ—হৃদয়েই তিনি বিদ্যমান। দেখ—তোমারই জন্য তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেখ—বুঝ—আর মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এ ঋকের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করি।৩ (১ম—২৩সূ—৩ঋ)।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

চতুর্বিংশকেহহনি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণশস্ত্রে মিত্রং বয়ং হবামহ ইতি তৃচঃ বলহস্তোত্রিয়ঃ। চতুর্বিংশ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। আ নো মিত্রাবরুণা মিত্রং বয়ং হবামহে। আ০ ৭।২। ইতি। অভিপ্লবষড়হেহপি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্যায়ং তৃচ আবাপার্থঃ। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীতি খণ্ডে সূত্রিতং পারশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে। আ০ ৭।৫। ইতি। মৈত্রাবরুণস্য মিত্রং বয়ং হবামহ ইত্যেষা প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যা। প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসীত্যুপক্রম্যেদং তে সোমাং মধু মিত্রং বয়ং হবামহ ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে।

জজ্ঞানা পূতদক্ষসা॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মিত্রং। বয়ং। হবামহে। বরুণং। সোমঽপীতয়ে।

জজ্ঞানা। পূতঽদক্ষসা॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্বিংশ দিনে প্রাতঃকালীন সবনে মিত্রাবরুণদেবতার শস্ত্রমন্ত্রে "মিত্রং বয়ং হবামহে" এই তৃচটী বলহস্তোত্রিয় নামে অভিহিত। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'চতুর্বিংশ' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"আনো মিত্রাবরুণা মিত্রং বয়ং হবামহে" (আ০ ৭।২) ইতি। অভিপ্লবষড়হযজ্ঞের প্রাতঃকালীন সবনে মৈত্রাবরুণের আবাপার্থ এই তৃচটী ব্যবহৃত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানি' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে" (আ০ ৭।৫) ইতি। মৈত্রাবরুণদেবের প্রাতঃকালীন সবনে "মিত্রং বয়ং হবামহে" এই ঋকটী প্রস্থিতযাজ্যা। 'প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' এইরূপ উপক্রম করিয়া, "ইদং তে সোমাং মধু মিত্রং বয়ং হবামহে" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। এই সূক্তে সেই চতুর্থী ঋকটী কথিত হইতেছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং মিত্রদেবং) 'বরুণং' (অভীষ্টবর্ষকং বরুণদেবং) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবগ্রহণায়, অস্মাকং যজ্ঞে কর্ম্মণি বা সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অনুসরেম ইত্যর্থঃ) ; তৌ দেবৌ অস্মাকং 'জজ্ঞানা' (স্বপ্রকাশৌ জ্ঞানপ্রদৌ) 'পূতদক্ষসা' (পবিত্রকারকৌ পুণ্যপ্রদৌ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকঃ চ। (১ম ২৩স্থ - ৪ঋ) ॥

*

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী আমরা মিত্রদেবকে ও বরুণদেবকে সত্ত্বভাব-গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের যজ্ঞে বা কর্ম্মে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি—যেন অনুসরণ করি; তাঁহারা আমাদিগের জ্ঞানপ্রদ পবিত্রকারক হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক।) ॥ (১ম—২৩সূ—৪ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমনুষ্ঠাতারঃ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং মিত্রং বরুণং চোভাবাহ্বয়ামঃ। কীদৃশাবুভৌ জজ্ঞানা। কর্ম্মপ্রদেশে প্রাদুর্ভবন্তৌ। পূতদক্ষসা। শুদ্ধবলৌ।

বরুণং। বৃঞ্ বরণে। কৃবৃতদারিভ্য উনন্। উ০ ৩।৫৩। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সোমপীতয়ে। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জজ্ঞানা। জনী প্রাদুর্ভাবে। ছন্দসি লিট্। পা০ ৩।২।১০৫। তস্য লিটঃ কানজ্বা। পা০ ৩।২।১০৬। ইতি কানজাদেশঃ। গমহনেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৯৮। উপধালোপঃ। তস্যাচঃ পরস্মিন্নিতি স্থানিবদ্ভাবাজ্জনশব্দস্য দ্বিবচনং। স্তোঃশ্চুনা শ্চুঃ। পা০ ৮।৪।৪০। ইতি নকারস্য ঞকারঃ। চিত ইত্যন্তো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা অনুষ্ঠাতৃগণ, সোমপানের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে আহ্বান করিতেছি। ইঁহারা উভয়ে কিরূপ ? কর্ম্মপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন ও শুদ্ধবলশালী।

"বরুণং" এই পদটি, বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর "কৃবৃতদারিভ্য উনন্" (উ০ ৩।৫৩) এই সূত্র দ্বারা 'উনন্' প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "সোমপীতয়ে" পদটীর দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "জজ্ঞানা" এই পদটিতে, প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' (জন্) ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লিট্" (পা০ ৩।২।১০৫) এই সূত্র দ্বারা লিট্, "লিটঃ কানজ্বা" (পা০ ৩।২।১০৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে স্থানে কানজ্ আদেশ, "গমহন" (পা০ ৬।৪।৯৮) এই সূত্র দ্বারা উপধাবর্ণের লোপ, "তস্যাচঃ পরস্মিন্" এই নিয়মে স্থানিবদ্ভাব-হেতু জন-শব্দের দ্বির্ব্বচন। "স্তোঃশ্চুনা শ্চুঃ" (পা০ ৮।৪।৪০) এই সূত্র দ্বারা ন কারের স্থানে ঞ-কার হইয়াছে। "চিতঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাত্তত্বং। পূর্ব্ববদাকারঃ। পূতদক্ষসা। পূঞ্ পবনে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। শ্র্যুকঃ কিতি। পা০ ৭।২।১১। ইতীট্ প্রতিষেধঃ। পূতং দক্ষো যয়োস্তৌ বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—২৩সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (২৩২) ঋকের বিশদার্থ।

—॰‡ : ‡॰—

এ ঋকের প্রার্থনাও পূর্ব্ববৎ। সেই সোমপানের (পূজাগ্রহণের, ভক্তিসুধাপানের, কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের) জন্যই মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে। তবে এখানে তাঁহাদিগের যে দুইটী বিশেষণ আছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'জজ্ঞানা'। জ্ঞানমূলক 'জ্ঞা' ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। আমরা মনে করি, উহার অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহা হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 'জজ্ঞান' অর্থাৎ জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি-স্থান। তাহা হইতে 'জ্ঞানপ্রদ' অর্থ আসে। 'পূতদক্ষসা'; 'পূত' অর্থাৎ পারদর্শী। তাহা হইতেই 'পবিত্রকারী' এই ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভগবদ্বিভূতি দেবগণ হইতেই, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হইতে হইতেই, জ্ঞানোদয় হয়; এবং তাহার ফলে পবিত্রতা লাভ করা যায়। দেবতারই জ্ঞানদাতা, তাঁহারই পাপীকে পবিত্রতাসম্পন্ন করিতে সমর্থ। জ্ঞানের জন্য এবং পাপনাশের ও পবিত্রতালাভের জন্য দেবদ্বারে শরণাপন্ন হও,—হৃদয়ে দেবতার বা দেবভাবের প্রতিষ্ঠা কর; তাহাতেই পরিত্রাণ লাভ করিবে। ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ। (১ম—২৩সূ—৪ঋ)।

ইহার অন্তস্বর উদাত্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় আকার হইয়াছে। "পূতদক্ষা" এই পদটির 'পূত' পদটি, পবনার্থক 'পূঞ্' ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয়ে "শ্র্যুকঃ কিতি" (পা০ ৭২১১) এই সূত্র দ্বারা ইট-নিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'পূত হইয়াছে দক্ষঃ (বল) যে দেবদ্বয়ের' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা" এই সূত্র দ্বারা উক্ত "পূতদক্ষসা" পদের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম-২৩সূ—৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী।

তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋতেন। যৌ। ঋতহবৃধৌ। ঋতস্য। জ্যোতিষঃ।

পতী ইতি। তা। মিত্রাবরুণা। হুবে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যৌ' (দেবৌ) 'ঋতেন' (সত্যেন সৎকর্ম্মণা বা) 'ঋতাবৃধৌ' (সত্যসংরক্ষকৌ সুফলপ্রদৌ বা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা) 'জ্যোতিষঃ' (প্রকাশরূপস্য আত্মজ্ঞানস্য) 'পতী' (সম্বর্দ্ধকৌ), 'তা' (তৌ) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রবরুণৌ দেবৌ) 'হুবে' (আহ্বয়ামি, অনুসরণং করবাণি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পাত্মকঃ চ ; ভাবঃ তি—মিত্রবরুণদেবৌ সত্যরক্ষকৌ আত্মজ্ঞানবর্দ্ধকৌ ; সত্যজ্ঞানলাভায় তাবহং অনুসরণং করবাণি ॥ (১ম--২৩স্য--৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতাদ্বয় সত্যের দ্বারা বা সৎকার্য্যের দ্বারা সত্য-সংরক্ষক বা সুফলপ্রদ, সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রকাশ-রূপ আত্মজ্ঞানের প্রতিপালক ও প্রবর্দ্ধক, সেই মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি—যেন অনুসরণ করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পাত্মক ; ভাব এই,—মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয় সত্য-সংরক্ষক ও আত্মজ্ঞান-বর্দ্ধক ; সত্যজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁহাদিগকে আমি যেন অনুসরণ করি।)॥ (১ম—২৩সূ—৫ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

যৌ মিত্রাবরুণাবৃতেন সত্যবচনেন যজমানানুগ্রহকারিণা ঋতাবৃধৌ। ঋতমবশ্যম্ভাবিত্বয়া সত্যং কর্ম্মফলং তস্য বর্দ্ধকৌ। ঋতস্য সত্যস্য প্রশস্তস্য জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য পতী পালকৌ। শ্রুত্যন্তরে মিত্রাবরুণয়োরদিতিপুত্রত্বেন শ্রুতত্বাদ্দ্বাদশাদিত্যেষন্তর্ভূতত্বেন জ্যোতিঃপালকত্বং যুক্তং। শ্রুত্যন্তরে চাষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেরিত্যুপক্রম্য মিত্রশ্চ বরুণশ্চেত্যাদিকমাম্নাতং। তা মিত্রাবরুণা। তদাবিধৌ মিত্রাবরুণৌ হুবে। আহ্বয়ামি॥

ঋতাবৃধৌ। বৃধু বৃদ্ধৌ। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জ্যোতিষঃ। দ্যুত দীপ্তৌ। দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ। উ০ ২।১০৬। ইতীসিনপ্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। মিত্রবরুণা। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যানঙ্‌। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ আকারঃ। হুবে। হ্বেঞ্‌ আত্মনেপদোত্তমপুরুষৈকবচনে সম্প্রসারণে পরপূর্ব্বত্বে চ কৃতে বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। টেরেত্বং। গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চ। পা০ ১।১।৫। ইতি প্রতিষেধঃ। উবঙাদেশঃ। তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টমো বর্গঃ॥ ১।২।৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মিত্র এবং বরুণদেব যজমানের অনুগ্রহকারী, সত্য বাক্য দ্বারা অবশ্যম্ভাবী সত্য যে কর্ম্মফল, তাহার বর্দ্ধক এবং সত্য প্রশস্ত যে জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ, তাহার পালক। শ্রুত্যন্তরে উক্ত আছে,—মিত্র এবং বরুণ দেব অদিতির পুত্ররূপে শ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভূত; অতএব 'জ্যোতিঃপালক' ইহা যুক্তিযুক্ত। অন্য শ্রুতিতে "অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। তথাবিধ মিত্র এবং বরুণ দেবকে আহ্বান করিতেছি।

"ঋতাবৃধৌ" পদটীতে বৃদ্ধ্যর্থক বৃধু ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্‌ চ" সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ে "অন্যেষামপি দৃশ্যতে' সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর। "জ্যোতিষঃ" এই পদটী দীপ্ত্যর্থক 'দ্যুত' ধাতুর উত্তর "দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ" (উ০ ২।১০৬) এই সূত্রে 'ইসিন্‌' (ইস্‌) প্রত্যয় ও 'দ' এর স্থানে 'জ' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত এবং "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে 'স'-কার হইয়াছে। "মিত্রবরুণা" পদে "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্র দ্বারা 'আনঙ্‌' আদেশ হইয়াছে এবং "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্র দ্বারাই উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সুপাং সুলুক্‌" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ ও আকার হইয়াছে। "হুবে" এই পদটী, 'হ্বেঞ্‌' ধাতুর উত্তর লটের আত্মনেপদে উত্তমপুরুষের একবচন করিয়া সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইলে, "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা শপের লোপ এবং টি-এর এত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে গুণের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু "ক্ঙিতি চ" (পা০ ১।১।৫) সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ থাকায় 'উবঙ্‌' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত-স্বর হইয়াছে॥ ৫॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।২।৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম (২৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

---§·§---

ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'মিত্র ও বরুণদেবদ্বয় সত্যের পালক, সৎ-কর্ম্মকারীর সংরক্ষক, তাঁহাদিগের অনুকম্পায় সত্য ও জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়; সত্যসংযুত কর্ম্মের এবং আত্মজ্ঞান-সঞ্চারের পক্ষে তাঁহারা সহায়তা করেন। আমি সেই দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ, সেই দেবদ্বয় আমাদিগকে সত্যপর ও সৎকর্ম্মশীল করুন—এই প্রার্থনা জানাইতেছি।' যে গুণে গুণান্বিত হইলে—যে ভাবে ভাবান্বিত হইলে, দেবতারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, আমরা যেন সেই গুণ সেই ভাব প্রাপ্ত হই,—ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার অভিপ্রায়। আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই; তাহা হইলে, দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইব, দেবতারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—ইহাই এই মন্ত্রের উদ্বোধন। (১ম—২০সূ—৫ঋ)।

---·---

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ।

করতাং নঃ সুরাধসঃ॥ ৬॥

·:·

পদ বিশ্লেষণং।

বরুণঃ। প্রঽঅবিতা। ভুবৎ। মিত্রঃ। বিশ্বাভিঃ। উতিঽভিঃ।

করতাং। নঃ। সুঽরাধসঃ॥ ৬॥

·:·

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রদেবঃ) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ, মঙ্গলসাধনৈঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রাবিতা' (রক্ষকঃ, পরিত্রাণকর্ত্তা) 'ভুবৎ' (ভবতু), তৌ দেবৌ 'নঃ' (অস্মান) 'সুরাধসঃ' (পরমধনযুক্তান, আত্মজ্ঞানসম্পন্নান) 'করতাং' (কুরুতাং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ, তয়োঃ রক্ষাপ্রভাবেণ বয়ং পরমধনং লভামহে—ইতোবং অনুগ্রহং কুরুতাং (ম—২৩সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব এবং মিত্রদেব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধন দ্বারা আমাদিগের রক্ষক (পরিত্রাণকর্ত্তা) হউন ; আর, তাঁহারা আমাদিগকে পরমধনযুক্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের রক্ষাপ্রভাবে আমরা যেন পরমধন প্রাপ্ত হই—এইরূপ অনুগ্রহ করুন।)॥ (১ম—২৩সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং বরুণো নোঽস্মাকং প্রাবিতা ভুবৎ। প্রকর্ষেণ রক্ষকো ভবতু। মিত্রশ্চ বিশ্বাভি-রূতিভিঃ সর্ব্বাভীরক্ষাভিঃ প্রাবিতা ভুবৎ। তাবুভাবপি নোঽস্মান সুরাধসঃ প্রভূতধন-যুক্তান্ করতাং। কুরুতাং।

অবিতা। তৃচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং প্রাদিসমাসে কৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ভুবৎ। ভূ সত্তায়াং। লেটস্তিপ্। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকার-লোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। গুণে প্রাপ্তে ভূসুবোস্তিঙি। পা০ ৭.৩.৮৮। ইতি প্রতিষেধঃ। উবঙাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বিশ্বাভিঃ। অশূপ্রুষীত্যাদিনা কান্তো বিশ্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। টাপ্ সুপোরনুদাত্তত্বাত্তদেব শিষ্যতে। ঊতিভিঃ। ঊতি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই বরুণদেব, আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষক হউন এবং মিত্রদেব রক্ষা-সমূহের দ্বারা আমাদিগের রক্ষক হউন। উক্ত উভয় দেবই আমাদিগকে প্রভূত ধনশালী করুন।

"অবিতা" এই পদটীতে তৃচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বর। 'প্র'-এর সহিত প্রাদিসমাস হইলে পর কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ভুবৎ" এই পদটী সত্তা-অর্থ-বিশিষ্ট 'ভূ' ধাতুর উত্তর লেটের তিপ্ করিয়া "লেটোঽডাটৌ" সূত্র দ্বারা অট্ আগম, "ইতশ্চ লোপঃ" সূত্রানুসারে ই-কার-লোপ, "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা শপের লোপ, "ভূসুবোস্তিঙি" সূত্র (পা০ ৭.৩.৮৮) দ্বারা প্রাপ্ত গুণের নিষেধ হইয়া, উবঙাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা এই "ভুবৎ" পদটীর নিঘাতস্বর হইয়াছে। "বিশ্বাভিঃ" এস্থলে 'বিশ্ব' শব্দটী "অশূপ্রুষি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'কন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন - ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'টাপ্' (আ) এবং সুপের অনুদাত্তস্বর বলিয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়াদিনা ক্তিন্নুদাত্তঃ। করতাং। কৃঞ্ করণে। ভৌবাদিকঃ। লোটস্তস্। তসস্তাং কর্ত্তরি শপ্। গুণোরপরত্বং। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সুরাধসঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। রাধ্নোত্যনেনেতি রাধো ধনং। শোভনং রাধো যেষাং তে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং প্রাপ্তং সোর্ম্মনসী অলোমোষসী। পা০ ৬২।১১৭ ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বেন বাধ্যতে ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (২৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে পরিত্রাণ-লাভের ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে প্রকাশ,—'এখানে অনার্য্য শত্রু হইতে আত্মরক্ষার এবং প্রভূত ধন-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইতেছে।' কিন্তু 'উতি' শব্দের যে রক্ষণার্থক ভাব এবং প্র-পূর্ব্বক 'অব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যে 'প্রাবিতা' (প্র-অবিতা) ঐ দুই পদের সংযোগে যে রক্ষার প্রার্থনা প্রকাশ পায়, তাহা সাধারণ রক্ষামূলক নহে,—অসাধারণ রক্ষা বা পরিত্রাণ অর্থই ঐ দুই পদে দ্যোতনা করে। তার পর, 'সুরাধসঃ' পদ; 'রাধ' শব্দে যে ধন বুঝায়, তাহার বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আভাস দিয়াছি। এখানে আবার তাহার সঙ্গে 'সু' বিশেষণ আছে। সুতরাং কি ধনের প্রার্থনা হইতেছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ এ ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে 'সুরাধসঃ' দান করুন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-রূপ অমূল্য ধন দান করুন;—যে ধনের সাহায্যে আমরা পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হই।' (১ম—১৭সূ—৬ঋ) ॥

"উতিভিঃ" পদটীতে "ঊতিযূত" এই সূত্র দ্বারা 'ক্তিন' প্রত্যয় উদাত্ত। "করতাং" এই পদটী, ভ্বাদিগণীয় করণার্থক 'কৃঞ' ধাতুর উত্তর লোটের 'তস্', তসের স্থানে 'তাং' আদেশ করিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে 'শপ্' প্রত্যয়, গুণ এবং পরে 'র' আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে শপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর ও তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "সুরাধসঃ" পদটীতে 'সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে ইহার দ্বারা' এই অর্থে 'রাধঃ' শব্দে ধনকে বুঝাইতেছে। অনন্তর 'শোভন হইয়াছে রাধঃ যাহাদের' এই অর্থে উক্ত "সুরাধসঃ" পদটীর বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরপদে অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, তাহার বাধক "সোর্ম্মনসি অলোমোষসী" (পা০ ৬২।১১৭) এই সূত্রের দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—২৩সূ—৬ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

মরুত্বন্তং হবামহ ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে।

সজূর্গণেন তৃম্পতু ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুত্বন্তং। হবামহে। ইন্দ্র। আ। সোমহপীতয়ে।

সহজূঃ। গণেন। তৃম্পতু ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভির্যুক্তং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ইন্দ্রদেবং) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বগ্রহণায়, অস্মাকং কর্ম্মসু সম্মিলনায়) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অনুসরেম ইত্যর্থঃ); 'গণেন' (স্বদলেন, সকলদেবভাবেন ইত্যর্থঃ) 'সজূঃ' (সহ) 'তৃম্পতু' (সঃ তৃপ্তো ভবতু, অস্মাসু বিরাজতু ইত্যর্থঃ)। অস্মাকং কর্ম্মণা প্রীতাঃ সন্তঃ বলৈশ্বর্য্যেণ সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ অস্মাসু ক্রিয়াশীলাঃ ভবন্তঃ—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৩সূ—৭ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণের (বিবেকরূপী দেবগণের) সহিত মিলিত বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে সম্মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছি—যেন অনুসরণ করি; সকল দেবভাবের সহিত তিনি তৃপ্ত হউন—আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে প্রীত হইয়া, বলৈশ্বর্য্যের সহিত সকল দেবভাব আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন।) ॥ (১ম—২৩সূ—৭ঋ) ॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুত্বন্তং মরুদ্ভির্যুক্তমিন্দ্রং সোমপীতয়ে সোমপানায় হবামহে। আহ্বয়ামঃ। স চেন্দ্রো গণেন মরুৎসমূহেন সজূঃ সহ তৃম্পতু। তৃপ্তো ভবতু॥

মরুত্বন্তং। মরুতোঽস্য সন্তীতি মরুত্বান্। ঝয়ঃ। পা০ ৮।২।১০। ইতি মতুপো বত্বং। তসৌ মত্বর্থে। পা০ ১।৪।১৯। ইতি ভসংজ্ঞায়াং পদসংজ্ঞায়া বাধিতত্বাজ্জশ্‌ত্বাভাবঃ। মতুপ্‌ সুপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। নন্বু হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্‌। পা০ ৬।১।১৭৬। ইতি মতুপ্‌ উদাত্তত্বেন ভবিতব্যং স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদিতি তকারস্যাবিদ্যমানবত্বেন হ্রস্বাৎ পরত্বাৎ। ন। হ্রস্বনুড্‌ভ্যামিত্যত্র নুড্‌গ্রহণসামর্থ্যাদবিদ্যমানপরিভাষা নাশ্রীয়ত ইতি বৃত্তাবুক্তং। অতো মরুচ্ছব্দস্য স্বর এব শিষ্যতে। সজূঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্‌। সমানা প্রীতির্যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। সমানস্য ছন্দসীতি সভাব। সসজুষো রুঃ। পা০ ৮।২।৬৬। ইতি রুত্বং। সর্ব্বোরুপধায়াঃ। পা০ ৮।২।৭৬। ইত্যুপধাদীর্ঘঃ। বহুব্রীহিস্বরে প্রাপ্তে ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দসি। পা০ ৬।২।১৯৯।। ইত্যুত্তর পদান্তোদাত্তত্বং। তৃম্পতু। তৃপ তৃম্প তৃপ্তৌ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। শে মুচাদীনামিতি নুমাগমঃ॥ ((১ম - ২৩সূ — ৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রদেবকে সোমপান নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্রদেব মরুদ্গণ সহ তৃপ্ত হউন।

"মরুত্বন্তং" এই পদটী, 'মরুদ্গণ ইঁহার আছে' এই অর্থে 'মরুৎ'-শব্দের উত্তর 'মতুপ্‌' প্রত্যয়ে "ঝয়ঃ" (পা০ ৮।২ ১০) সূত্রানুসারে 'মতুপ্‌-এর ম-এর স্থানে 'ব' করিয়া "তসৌ মত্বর্থে" (পা০ ১।৪।১৯) সূত্র দ্বারা ভ-সংজ্ঞা হইলে পদ-সংজ্ঞার বাধ হইয়াছে বলিয়া জশ্‌ত্বের অভাবে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মতুপ' ও 'সুপ'-এর পিত্ববশতঃ অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে,—"হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্‌" (৬।১।১৭৬) এই সূত্র দ্বারা মতুপের উদাত্তস্বর হইয়া উচিত ; কারণ,—স্বরবিধিতে ব্যঞ্জনবর্ণ অবিদ্যমানবৎ (থাকিয়া না থাকার মত) হয়। এই হেতু ত-কারের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইয়াছে বলিয়া উক্ত 'মতুপ্‌' হ্রস্বের পর হইয়াছে। ইহা হইতে পারে না ; যেহেতু, "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং" সূত্রের বৃত্তিতে কথিত হইয়াছে, নুট্‌ গ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ অবিদ্যমান পরিভাষা আশ্রিত হয় না ; অতএব 'মরুৎ'-শব্দের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "সজূঃ" পদটাতে, প্রীতি ও সেবনার্থক 'জুষী' ধাতুর উত্তর সম্পদাদিসূত্রে ক্বিপ্‌ করিয়া 'সমান হইয়াছে প্রীতি যাঁহার' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "সমানস্য ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে 'স', "সসজুষো রুঃ" (পা০ ৮ ৬।৬৬) এই সূত্র দ্বারা রুত্ব (বিসর্গ) এবং "সর্ব্বোরুপধায়াঃ" (পা০ ৮ ২।৭৬) সূত্রানুসারে উপধার ('জু'-এর) দীর্ঘ হইয়াছে। বহুব্রীহি স্বরের প্রাপ্তিতে "ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দসি" (পা০ ৬ ২ ১৯৯.) সূত্র দ্বারা ইহার পরপদে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "তৃম্পতু" এই পদটী, তৃপ্ত্যর্থক (তৃম্প) ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচন করিয়া "তুদাদিভ্যঃ শঃ" সূত্রানুসারে 'শ' প্রত্যয়ে ও "শে মুচাদীনাং" সূত্র দ্বারা নুমাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ (১ম—২৩সূ - ৭ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম (২৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের সাধারণ অর্থ এই যে, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-পানের জন্য সহচর-সহ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, আমরা যেন এমন যজ্ঞ এমন কর্ম্ম এমন পূজা করিতে পারি, যাহাতে আপনি এবং আপনার সম্বন্ধীয় দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন ; অর্থাৎ, আমাদের পূজা যেন সত্ত্বভাবান্বিত সৎসত্ত্বযুত হয়।' আর, 'আপনি মরুদ্গণসহ বা সদলে আসুন'—এই বাক্যে, 'সকল প্রকার দেবভাব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক'—এইরূপ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায়। (১ম—২৩সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ।
বিশ্বে মম শ্রুতা হবং ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঽজ্যেষ্ঠাঃ। মরুৎঽগণাঃ। দেবাসঃ। পূষঽরাতয়ঃ।
বিশ্বে। মম। শ্রুত। হবং ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ' (ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষাং তে, বলৈশ্বর্য্যপ্রধানাঃ ইত্যর্থঃ) 'মরুদ্গণাঃ' (মরুদ্দেবসমূহাঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'পূষরাতয়' (পূষা ইব রাতির্দ্দানং যেষাং তে, আদিত্যবৎ দাতারঃ, অবিচ্ছিন্নদানশীলাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ) যূয়ং 'মম' (মদীয়ং) 'হবং' (আহ্বানং) 'শ্রুতা' (শ্রুত, শৃণুত)। অপরিমেয়দাতারঃ সর্ব্বে দেবাঃ মম অভীষ্টং পূরয়ন্তু ময়ি অধিষ্ঠাতাঃ ভবতু চ—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—৮ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্র-প্রমুখ মরুদ্দেবগণ অর্থাৎ বলৈশ্বর্য্যপ্রধান বিবেকরূপী দেবগণ এবং সূর্য্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন দানশীল বিশ্বের দেবতাসকল (দেবভাব-সমূহ), আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অশেষ দানশীল সকল দেবগণ আমার অভীষ্ট পূরণ করুন—আমাতে অধিষ্ঠিত হউন।)॥ (ম—২ সু—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাস ইন্দ্রমরুদ্রূপা বিশ্বে সর্ব্বে যূয়ং মম হবমাহ্বানং শ্রুত। শৃণুত। কীদৃশাঃ। ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষু তে তথাবিধা মরুদ্গণাঃ মরুৎসমূহরূপাঃ। পূষরাতয়ঃ। পূষাখ্যো দেবো রাতির্দ্দাতা যেষামিন্দ্রমরুতাং তে পূষরাতয়ঃ॥

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। মরুদ্গণাঃ। বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং। পা০ ৮।১।৭৪। ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাদনিঘাতঃ। দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ পূর্ব্ববৎ। শ্রুত। শ্রু শ্রবণে। লোণ্মধ্যমবহুবচনং থ। তস্থস্থমিপাং। পা০ ৩।৪।১০১। ইতি তাদেশঃ। ব্যত্যয়েন শপ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োরিতি গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চেতি প্রতিষেধঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। হবং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্। সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং গুণাবাদেশৌ। অপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে॥ (১ম—২৩সূ ৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রমরুদ্রূপ সমগ্র দেবগণ! আপনারা, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা কিরূপ? 'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ' অর্থাৎ যে দেবগণের ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ (মুখ্য) তথাবিধ। মরুদ্গণের ন্যায় রূপধারী এবং "পূষরাতয়ঃ" অর্থাৎ পূষা নামক দেবতা, যে ইন্দ্রমরুদাদির দাতা।

"ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ" পদটীর আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদের আদিতে বলিয়া নিঘাত স্বর হয় নাই। "মরুদ্গণাঃ" পদটীতেও "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইয়াছে বলিয়া নিঘাত-স্বর হয় নাই। "দেবাসঃ" "পূষরাতয়ঃ" পদদ্বয় পূর্ব্ববৎ। "শ্রুত" এই পদটী, শ্রবণার্থক 'শ্রু' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'থ' করিয়া "তস্থস্থমিপাং" (পা০ ৩।৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা উক্ত 'থ'-এর স্থানে 'ত' আদেশ, ব্যত্যয়ে 'শপ্' প্রত্যয় এবং "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা গুণ হইতে পারিত; কিন্তু "ক্ঙিতি চ" এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ইহার দীর্ঘ হইয়াছে। "হবং" এই পদটী স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর "ভাবেঽনুপসর্গস্য" এই সূত্র দ্বারা 'অপ্' (অ) প্রত্যয় করিয়া সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব, গুণ ও অবাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম ২৩সূ—৮ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম (২৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— §:○×○:§ ——

এই ঋকের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ প্রহেলিকাময়। সুতরাং প্রচলিত অর্থ বড়ই সমস্যাপূর্ণ হইয়া আছে। প্রথম—'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ'। ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়—ইন্দ্র যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তদনুসারে মরুদ্গণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুরাণেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। এ দৃষ্টিতে উঁহারা সকলেই মনুষ্য ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। * কিন্তু এ দৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। দ্বিতীয়—"পূষরাতয়ঃ" পদ। সায়ণ উহার অর্থ লিখিয়াছেন,—"পূষাখ্যো দেবো রাতির্দ্দাতা যেষাং"; অর্থাৎ,—'পূষাখ্য দেব হইয়াছেন যাঁহাদের রাতি বা দাতা।' এখন, বিবেচনা করুন, ঐ পদকে যদি দেবগণের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, উহাতে কি অর্থ আসিতে পারে? অর্থ আসে না কি—'পূষাই দেবগণকে দান করিয়া থাকেন?' কিন্তু তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হই? যাহা হউক, আমরা মনে করি, "পূষরাতয়ঃ" পদের ব্যাস-বাক্য হওয়া উচিত—'পূষা ইব রাতির্দ্দানং যেষাং তে'। 'পূষার ন্যায় দানশীল'; অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে দানপরায়ণ। সূর্য্য যেমন উচ্চাবচ-ভেদশূন্য হইয়া সকলকেই আপনরশ্মিকণা দান করেন,—দেবগণও সেইরূপ অকুণ্ঠিতভাবে জীবমাত্রকে করুণা-বিতরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এ ঋকে সেই অকুণ্ঠিতদাতা বিশ্বের সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে দেবগণ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।' দেবতা আহ্বান শ্রবণ করিলে, প্রার্থনা দেবতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, সুফল আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দেবগণ যদি প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কি আর শ্রেয়োলাভে অন্তরায় থাকে? এখানকার প্রার্থনা—সেই উদ্দেশ্য-

---

* সায়ণ-ভাষ্যে সায়ণের অর্থ লক্ষ্য করুন। তাঁহার অনুসরণকারিগণের অর্থ,—(১) "হে দেব মরুদ্গণ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পূষা তোমাদের দাতা; আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর।" (২) "শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেব এবং ঐশ্বর্য্যদাতা পূষণদেবের সহিত হে মরুদ্গণ, আপনারা আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলক; দেবগণের বিশেষণও—পরমজ্ঞানাম্মেষকারী। দেবগণ আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদিগের প্রার্থনা তাঁহাদিগের শ্রবণযোগ্য হউক; এবম্প্রকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—আমাদিগের মধ্যে যেন দেবভাবের বিকাশ হয়, আমরা যেন সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া দেবসংসর্গ প্রাপ্ত হই। বলৈশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও সদ্গুণান্বিত হইয়া আমরা যেন ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ ক'রতে পারি। ইহাই এখানকার প্রার্থনার লক্ষ্য॥ (১ম—২৩সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্।)

হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা।

মা নো দুঃশংস ঈশত॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

হত। বৃত্রং। সুহদানবঃ। ইন্দ্রেণ। সহসা। যুজা।

মা। নঃ। দুঃহশংসঃ। ঈশত॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (শোভনদানশালিনঃ পরমধনদাতারঃ হে দেবাঃ) 'যুজা' (যোগেন) 'সহসা' (বলবতা) 'ইন্দ্রেণ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপেন ইন্দ্রদেবেন সহ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতা-রূপং শত্রুং) 'হত' (নাশয়ত); 'দুঃশংসঃ' (ভীতিপ্রদঃ স শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'মা ঈশত' (বলপ্রকাশসমর্থো মা ভূৎ)। সর্ব্বেভ্যো অনিষ্টকারকঃ অজ্ঞানতারূপঃ যঃ যঃ শত্রুঃ, অত্র তস্য সংহারকামনাং প্রকাশয়তে॥ (১ম—২৩সূ—৯ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানশীল পরমধনদাতা দেবগণ। যোগ্য বলবা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের সহিত আপনারা আমাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে নাশ করুন; সেই ভয়াবহ শত্রু যেন আমাদিগের প্রতি বলপ্রকাশে সমর্থ না হয়। (সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টসাধক অজ্ঞানতা-রূপ যে শত্রু, এখানে তাহার সংহার-কামনা প্রকাশ পাইতেছে)। (১ম - ২৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুদানবঃ শোভনদানযুক্তা মরুদ্গণাঃ সহসা বলবতা. যুজা যোগ্যেনেন্দ্রেণ সহ বৃত্রং শত্রুং হত। নাশয়ত। দুঃশংসো দুষ্টেন শংসনেন কীর্ত্তনেন যুক্তো বৃত্রো নোঽস্মান্ প্রতি মেশত। সমর্থো মা ভূৎ॥

হত। হন হিংসাগত্যোঃ। লোটস্থ। তস্য ত। অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। সুদানবঃ। ডুদাঞ্ দানে। দাভাভ্যাং নুঃ। উ০ ২.৩২। ইত্যৌণাদিকো নু-প্রত্যয়ঃ। প্রাদিসমাস আমন্ত্রিতত্বান্নিঘাতঃ। যুজা। যুজির্ যোগে। ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। সাবেকাচ ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্যোদাত্তত্বং। দুঃশংসঃ। ঈশদ্দুঃসুঘিতি খল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ঈশত। ঈশ ঐশ্বর্য্যে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানবিশিষ্ট মরুদ্গণ! আপনারা, বলবান এবং যোগ্য যে ইন্দ্রদেব, তাঁহার সহিত শত্রুকে নাশ করুন। দুষ্টবাক্যযুক্ত বৃত্র যেন আমাদের প্রতি দুষ্টবাক্যযুক্ত (দুষ্টব্যবহারে সমর্থ) না হয়।

"হত" এই পদটী, হিংসা ও গত্যর্থক 'হন' ধাতুর উত্তর, লোটের 'থ', এবং "তস্থস্থ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উক্ত 'থ' এর স্থানে 'ত' করিয়া এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ধাতুর উত্তর "দাভাভ্যাং নুঃ" (উ০ ২.৩২) সূত্রদ্বারা ঔণাদিক 'নু' প্রত্যয় করিয়া সম্বোধনে প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সু'-এর সাহিত প্রাদিসমাস ও আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর হইয়াছে। "যুজা" এই পদটী, যোগার্থক 'যুজির (যুজ্) ধাতুর উত্তর "ঋত্বিক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দুঃশংসঃ" পদটী, "ঈষদ্দুঃসুষু" সূত্রানুসারে 'খল' (অ) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে "লিতি" সূত্রদ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈশত" এই পদটীতে 'মাঙ্' শব্দের যোগ থাকায় 'লুঙ্' বিভক্তির প্রাপ্ত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঙি লুঙ্ প্রাপ্তে ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বাত্যয়েন লঙ্ তস্য বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ন মাঙ্যোগে ইত্যাডাগমাভাবঃ। তিঙঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ ॥ ৯ ॥

নবম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ ০ §:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে বৃত্রাসুর নামক অসুরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে। বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে,—নানা রূপকালঙ্কারের অবতারণা হইয়াছে। * সে সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সায়ণ এখানে 'বৃত্র' শব্দে অসুরের সম্বন্ধ রাখেন নাই; 'শত্রু' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃত্র নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করিলে, বেদবাক্যের নিত্যত্ব বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিত। 'বৃত্র' শব্দে সাধারণতঃ শত্রু অর্থই গ্রহণীয়। সে শত্রু—অজ্ঞানতা।

আমরা 'বৃত্র' শব্দের অর্থ শত্রুভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানে সেই বৃত্রের একটা বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে বৃত্র—'দুঃশংসঃ' ভাষ্যের অর্থ—তাহার নাম কীর্ত্তন করিলেও আতঙ্ক, চরম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মানুষ শত্রু হইতে আতঙ্ক আসে বটে; কিন্তু সে আতঙ্ক স্বপ্নদর্শনের আতঙ্কবৎ; সে আতঙ্ক—শিশুদিগের ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রেতাদির নামোল্লেখ-জনিত আতঙ্কের ন্যায় আতঙ্ক মাত্র। সেরূপ আতঙ্ক-নাশের প্রার্থনা মানুষ ক্বচিৎ ভগবানের কাছে করিয়া থাকে। মরুদ্গণ-সহ ইন্দ্রদেব, সকল বিভূতি লইয়া ভগবান, স্বয়ং আসিয়া

কিন্তু "ছন্দসি লুঙ্লঙলিটঃ" এই সূত্রদ্বারা বিকল্পে লঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। ইহার "বহুলং ছন্দসি" ০ তদ্দ্বারা শপের লোপ হয় নাই এবং "ন মাঙ্যোগে" এই সূত্রদ্বারা 'অট্' আগমের অভাব হইয়াছে। ইহাতে "তিঙঙতিঙঃ" সূত্রদ্বারা নিঘাত-স্বর হইয়াছে ॥ ৯ ॥

---

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—"হে শোভনদানশীল মরুদ্গণ, বলবান সখা ইন্দ্রদেবের সহিত মিলিত হইয়া আপনারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করুন। যাহার নামকীর্ত্তনে আমাদের মনে ভয়সঞ্চার হয়, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সেই নিন্দিত দুরাত্মা বৃত্রাসুর যেন আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারে।" এরূপ ব্যাখ্যায় দুর্দ্ধর্ষ মনুষ্য শত্রু ভিন্ন অন্য কোনও শত্রুর ভাবই মনে আসিতে পারে না। সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে অসুরের সম্বন্ধ আনিয়াই উপস্থিত করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে আতঙ্ক দূর করিবেন,—এরূপ আশা বা প্রার্থনা কদাচ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আমরা মনে করি,—এখানে 'বৃত্র' শব্দের লক্ষ্য—মানুষের রিপু-শত্রু। তাহাদের স্মরণে, নামোল্লেখে, গুণকীর্ত্তনে (সংশনে) নিশ্চয়ই আতঙ্কের কারণ আছে। এক একটী রিপুর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ; রিপু-শত্রুর গুণকীর্ত্তনে যে আতঙ্কের কারণ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাহা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তুমি কাম-রিপুর গুণকীর্ত্তন করিতেছ; পরস্ত্রীর প্রতি তোমার লক্ষ্য পড়িয়াছে; তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছ; পরস্বাপহরণের ভাব প্রকাশ করিয়াছ; বিপদের ত্রাসের বিভীষিকা তোমাকে গ্রাস করিতে আসিবে না কি? এইরূপ, প্রতি রিপু সম্বন্ধেই ভয়ের (আতঙ্কের) কারণ বিদ্যমান্ আছে। তাহাদের সংশন, কীর্ত্তন বা প্রকাশ যে দুঃখপ্রদ (দুঃ) হয়,—তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। যে শত্রুর ভয় সর্ব্বদা ও স্বতঃসিদ্ধ, বেদবাক্যে তৎপ্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। সেই শত্রুকে নাশ করার প্রার্থনাই ভগবানের নিকট মানুষ করিয়া থাকে। যাঁহারা বেদমন্ত্রের উচ্চারণে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারা 'বৃত্র' নামক তুচ্ছ অসুরের ভয়ে কদাচ ভীত হইবেন না। তাঁহাদের আতঙ্ক—অন্তরাস্থিত শত্রুর প্রতি। যে শত্রু যত নিকটে থাকে, তাহারই ভয় তত বেশী। জ্ঞাতিশত্রু ভয়াবহ। সহোদর যদি শত্রু হয়, সে শত্রুতা আরও ভীষণ। দূরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় অনেক আছে; কিন্তু অন্তরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন।

ঋকে দেবগণকে 'সুদানবঃ' বলা হইয়াছে। শব্দের অর্থ—'শোভনদান-শীল।' ভাবে উপলব্ধ হয়, সুদানব—সদ্বস্তুর দান-কর্ত্তা। সু-দান—শোভন-দান, সদ্বস্তু-দান—যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের নিকট একটা অসুর নাশের কামনা মানুষ কেন করিবে? যে দেবগণ অমর করিতে পারেন, যে দেবগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য-দানে সমর্থ আছেন, তাঁহাদের নিকট সাধক পার্থিব বস্তুর কামনা কেন করিবে? আমরা তাই মনে করি, এখানে অপার্থিব বস্তুর কামনা আছে। এখানকার শত্রু-হনন-কামনায়, হৃদয়ের অসদ্ভাব-দূরীকরণ—হৃদয়ে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা। বুঝিয়া দেখিলে, ঋকে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝা যায়। (১ম—২০সূ—৯ঋ)।

—— • ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্)।

বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে।

উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ॥ ১০॥

০ . ০

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্। দেবান্। হবামহে। মরুতঃ। সোমঽপীতয়ে।

উগ্রাঃ। হি। পৃশ্নিঽমাতরঃ॥ ১০॥

০ . ০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (মরুৎসংজ্ঞকান্, বিবেকরূপিণঃ, বিবেকাধিষ্ঠাতৃন উভার্থঃ) 'বিশ্বান' (সর্ব্বান) 'দেবান' (ভগবদ্বিভূতিনিবহান) 'সোমপীতয়ে' (পূজাগ্রহণায়, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ), তে দেবাঃ 'হি' (নিশ্চিতং)। 'পৃশ্নিমাতরঃ' (জ্ঞানোৎপাদকাঃ) 'উগ্রাঃ' (কঠোরভাবাপন্নাঃ, শিবস্বরূপা বা) অয়ং ভাবঃ—ভগবদ্বিভূতয়ঃ জ্ঞানকিরণপ্রকাশিকাঃ খলু; জ্ঞানলাভায় তা বিভূতীঃ বয়ং অনুসরেম। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

০ . ০

বঙ্গানুবাদ।

মরুৎসংজ্ঞক বিবেকরূপী অর্থাৎ বিবেকাধিষ্ঠাত্রী বিশ্বের সকল দেবগণকে (ভগবদ্বিভূতি-সমূহকে) পূজা গ্রহণের জন্য—ভক্তিসুধা-পানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই দেবগণ নিশ্চয়ই জ্ঞান-কিরণ-প্রকাশক, কঠোর-ভাবাপন্ন অথবা শিবস্বরূপ (মঙ্গলপ্রদ)। (ভাব এই যে,—ভগবদ্বিভূতিসমূহ জ্ঞানকিরণপ্রকাশক; জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সেই বিভূতিসমূহকে যেন অনুসরণ করি।)॥ (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

০ . ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং ।

মরুতো মরুৎসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ সর্বান্ দেবান্ সোমপীতয়ে হবামহে। সোমপানার্থমাহ্বয়ামঃ। তে মরুত উগ্রাঃ শত্রুভিরসহ্যবলাঃ। পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ। তচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধার্থঃ। সা চ প্রসিদ্ধিঃ পৃশ্নেঃ পুত্রা ইতি মন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যা।

পৃশ্নিমাতরঃ। পৃশ্নির্মাতা যেষাং তে। পৃশ্নিশব্দো ঘৃণিপৃশ্নিরিত্যাণাদাবাদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। উ০ ৪।৫৩। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—২৩সূ ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে নবমো বর্গঃ॥ ১অ—২অ—৯ব॥

• • •

দশম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

—×‡•‡×—

'মরুতঃ' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ'—ঋকের অন্তর্গত এই দুইটি পদের অর্থ উপলক্ষে ঋকটীর ভাব বিভিন্ন প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মরুতঃ' শব্দে 'মরুৎ-সংজ্ঞকান্' অর্থ সায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দের প্রতিবাক্য—'পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ' দেখিতে পাই। তাহাতে অর্থ হয়,—'মরুৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট দেব-সকলকে সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সেই মরুদ্গণ উগ্র এবং নানা-বর্ণযুক্ত ভূমির পুত্র।' সায়ণের এই ভাবই অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 'মরুতঃ' পদ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তবে 'পৃশ্নিমাতরঃ' সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ পদে বিবিধবর্ণ-মেঘরঞ্জিত অন্তরিক্ষ হইতে উদ্ভূত (বিবিধবর্ণমেঘরঞ্জিতান্তরিক্ষাদুদ্ভূতাঃ)—এই অর্থ পরবর্তী পণ্ডিতগণের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুৎসংজ্ঞক দেবসমূহকে সোমপানের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই মরুৎ-সমূহের বল, শত্রুগণ সহ্য করিতে পারে না তাঁহারা নানারূপ বর্ণবিশিষ্ট ভূমির পুত্র। "তৎ" শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধ—"পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ" এই মন্ত্রান্তর হইতে-অবগন্তব্য।

"পৃশ্নিমাতরঃ" পদটী, 'পৃশ্নি মাতা যাঁহাদিগের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পৃশ্নি' শব্দটী, "ঘৃণিপৃশ্নিঃ" এই উণাদির মধ্যে আদ্যুদাত্ত নিপাতনে সিদ্ধ (উ০ ৪।৫৩)। বহুব্রীহি সমাসে ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম–২৩সূ ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম বর্গ সমাপ্ত। (১অ ২অ ৯ব) ॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্)।

বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে।
উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১০ ॥

০ ০ ০

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্। দেবান্। হবামহে। মরুতঃ। সোমঽপীতয়ে।
উগ্রাঃ। হি। পৃশ্নিঽমাতরঃ ॥ ১০ ॥

০ ০ ০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (মরুৎসংজ্ঞকান্, বিবেকরূপিণঃ, বিবেকাধিষ্ঠাতৄন উভার্থঃ) 'বিশ্বান' (সর্ব্বান) 'দেবান' (ভগবদ্বিভূতিনিবহান) 'সোমপীতয়ে' (পূজাগ্রহণায়, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ), তে দেবাঃ 'হি' (নিশ্চিতং)। 'পৃশ্নিমাতরঃ' (জ্ঞানোৎপাদকাঃ) 'উগ্রাঃ' (কঠোরভাবাপন্নাঃ, শিবস্বরূপা বা) অয়ং ভাবঃ—ভগবদ্বিভূতয়ঃ জ্ঞানকিরণপ্রকাশিকাঃ খলু; জ্ঞানলাভায় তা বিভূতীঃ বয়ং অনুসরেম। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

মরুৎসংজ্ঞক বিবেকরূপী অর্থাৎ বিবেকাধিষ্ঠাত্রী বিশ্বের সকল দেবগণকে (ভগবদ্বিভূতি-সমূহকে) পূজা গ্রহণের জন্য—ভক্তিসুধা-পানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই দেবগণ নিশ্চয়ই জ্ঞান-কিরণ-প্রকাশক, কঠোর-ভাবাপন্ন অথবা শিবস্বরূপ (মঙ্গলপ্রদ)। (ভাব এই যে,—ভগবদ্বিভূতিসমূহ জ্ঞানকিরণপ্রকাশক; জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সেই বিভূতিসমূহকে যেন অনুসরণ করি।)॥ (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

০ ০ ০

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতো মরুৎসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবান্ সোমপীতয়ে হবামহে। সোমপানার্থমাহ্বয়ামঃ। তে মরুত উগ্রাঃ শত্রুভিরসহ্যবলাঃ। পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ। তিশব্দঃ প্রসিদ্ধার্থঃ। সা চ প্রসিদ্ধিঃ পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ ইতি মন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যা।

পৃশ্নিমাতরঃ। পৃশ্নির্মাতা যেষাং তে। পৃশ্নিশব্দো ঘৃণিপৃশ্নিরিত্যাদাবাদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। উ০ ৪।৫৩। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—২৩সূ ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে নবমো বর্গঃ॥ ১অ—২অ—৯ব।

দশম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

'মরুতঃ' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ'—ঋকের অন্তর্গত এই দুইটি পদের অর্থ উপলক্ষে ঋকটীর ভাব বিভিন্ন প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মরুতঃ' শব্দে 'মরুৎ-সংজ্ঞকান্' অর্থ সায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দের প্রতিবাক্য—'পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ' দেখিতে পাই। তাহাতে অর্থ হয়,—'মরুৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট দেব-সকলকে সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সেই মরুদ্গণ উগ্র এবং নানা-বর্ণযুক্ত ভূমির পুত্র।' সায়ণের এই ভাবই অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 'মরুতঃ' পদ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তবে 'পৃশ্নিমাতরঃ' সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ পদে 'বিবিধবর্ণ-মেঘরঞ্জিত অন্তরিক্ষ হইতে উদ্ভূত' (বিবিধবর্ণমেঘরঞ্জিতান্তরিক্ষাদুদ্ভূতাঃ)—এই অর্থ পরবর্তী পণ্ডিতগণের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুৎসংজ্ঞক দেবসমূহকে সোমপানের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই মরুৎ-সমূহের বল, শত্রুগণ সহ্য করিতে পারে না। তাঁহারা নানারূপ বর্ণবিশিষ্ট ভূমির পুত্র। 'তি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধ—"পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ" এই মন্ত্রান্তর হইতে অবগন্তব্য।

"পৃশ্নিমাতরঃ" পদটী, 'পৃশ্নি মাতা যাঁহাদিগের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পৃশ্নি' শব্দটী, "ঘৃণিপৃশ্নিঃ" এই উণাদির মধ্যে আদ্যুদাত্ত নিপাতনে সিদ্ধ (উ০ ৪।৫৩)। বহুব্রীহি সমাসে ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—২৩সূ ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম বর্গ সমাপ্ত। (১অ ২অ ৯ব)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকের অভিমত। * 'মরুৎ' শব্দে তাঁহারা সকলেই বিবিধ-প্রকারের বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। বায়ু—আকাশেই উৎপন্ন; সেই জন্যই মরুত্তাদির জননী 'পৃশ্নি' বা আকাশ—এইরূপ পরিকল্পিত হয়। 'পৃশ্নি' অর্থে 'আকাশ' না বলিয়া সায়ণ যে 'ভূমি' বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয়, ভূমি হইতে আমরা বায়ুর প্রভাব অনুভব করি বলিয়া।

আমরা কিন্তু 'মরুতঃ' ও 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদদ্বয়ের মধ্যে অন্যরূপ ভাব লক্ষ্য করিলাম। 'মরুতঃ' পদে 'মরুৎসংজ্ঞকান্' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া, ভাবে কিন্তু আমরা বিবেকাধিষ্ঠাতৄন্ প্রতিবাক্যই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি পরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-সামঞ্জস্যের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে এবং 'মরুতঃ' শব্দের সহযুক্ত 'বিশ্বান্ দেবান্' পদদ্বয়ের সার্থকতা অনুভব করিতে হইলে, 'মরুতঃ' পদে ঐ ভাবই আসে। পূর্ব্ব ঋকের সম্বোধন মরুদ্গণকে; সুতরাং এখানে তাঁহাদিগের নাম আদিতে উল্লেখ করিয়া বিবেকাধিষ্ঠাতা সকল দেবতাকে পূজা-গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে বুঝা যায়। 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদে 'পৃশ্নি যাঁহাদের মাতা হইয়াছেন'—এরূপ ভাবার্থ না লইয়া, 'পৃশ্নির যাঁহারা মাতা অর্থাৎ উৎপাদক' এরূপ অর্থ গ্রহণই বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অপিচ, 'পৃশ্নি যাঁহাদের মাতা হইয়াছেন,' —এরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াই যদি অর্থ করি, তাহাতেও আদ্যাশক্তির ভাব মনে আসে। যে ভগবানের বিভূতি বলিয়া মরুতাদি দেবগণকে অনুভব করিতেছি, সে ক্ষেত্রে সেই সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বমূলাধার ভগবানের প্রতিই 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদের লক্ষ্য পড়িতেছে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' যে আদিস্থান মূলক্ষেত্র লক্ষীভূত হয়, 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদ সেই লক্ষ্যই ব্যক্ত করিতেছে। 'পৃশ্নি' শব্দে 'রশ্মি, কিরণ, জ্ঞান' অর্থ আমনন করা যায়। তদনুসারে 'জ্ঞানের যাঁহারা উৎপাদক',—এইরূপ অর্থ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদে † গ্রহণ

---

* প্রাচীন 'নিঘণ্টু' অভিধানে 'পৃশ্নি' শব্দে 'আকাশ' অর্থ ব্যক্ত আছে। রোথ (Roth) সাহেব নানা-বর্ণবিশিষ্ট মেঘ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ল্যাংলো (Langlois) প্রভৃতির মতেও 'পৃশ্নি' শব্দের অর্থ 'মেঘ'। ম্যাক্সমূলারের মতও ঐ মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু বিচিত্রবর্ণ বলায় রশ্মির ভাব উপলব্ধ হয়।

† 'পৃশ্নি' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রই একই অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারি। সেই অর্থই সঙ্গত এবং সর্ব্বত্র সে অর্থ অব্যাহত থাকিতে পারে। ভগবান্ এবং ভগবদ্বিভূতি—এই বিষয় বোধগম্য হইলেই আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা বুঝা যাইবে। ব্যষ্টি বিভূতি-সমূহের সমষ্টিভাবই ভগবান্ পদ্মের দল লইয়া যেমন পদ্ম, সেইরূপ বিভূতি-সমূহই ভগবত্ত্ব। মরুতাদি সেই বিভূতি; অন্যান্য দেবগণও সেই ভগবদ্বিভূতি। মরুৎ সংজ্ঞক বিশ্বের সমস্ত দেবগণকে অর্থে, ভগবানকে—পরব্রহ্মকে—আবাহন-ভাবই সূচনা করে। সেই দেবগণ যে জ্ঞানদাতা, তাঁহারা যে উগ্র,—এক পক্ষে কঠোর-ভাবাপন্ন, অন্যপক্ষে শিবস্বরূপ, তাহা বুঝাইবার কোনও আবশ্যক করে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে অর্থ হয়, বঙ্গানুবাদে আমরা তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি।

ফলতঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'সকল ভগবদ্বিভূতিকে আমরা আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন—আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। সেই জ্ঞান-প্রকাশক দেবগণের অনুকম্পায় আমাদের মধ্যে দেবভাব বিকাশ পাউক। তাঁহারা উগ্র, কঠোর এবং শিবস্বরূপ। আমাদের অন্যায় দেখিলে তাঁহারা কঠোর হইয়া আমাদিগকে অন্যায় কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করুন এবং সর্ব্বথা আমাদের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত ব্রতী থাকুন।' (১ম—১৩সূ—৩ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

জয়তামিব তন্যতুর্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া।

যচ্ছুভং যাথনা নরঃ ॥ ১১ ॥

উপলব্ধ করিয়াছি। 'পৃশ্নি', 'পৃশ্নিমাতরঃ' 'পৃশ্নিমাতৃ' প্রভৃতি শব্দ ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত অংশে প্রত্যক্ষ করুন, প্রথম মণ্ডল, ৩৮সূ—৪ঋ, ৮৫সূ—৩ঋ, ১৬৮সূ—৯ঋ। দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৪সূ ২ঋ ও ১০ঋ; ২সূ—৪ঋ। চতুর্থ মণ্ডল, ৩সূ ১০ঋ, ৫সূ ৭ঋ ও ১০ঋ। পঞ্চম মণ্ডল, ৫৯সূ—৬ঋ, ৬০সূ—৫ঋ, ৫৭সূ ২-৩ঋ, ৬১সূ—৪ঋ, ৫৮সূ ৫ঋ, ৫২সূ—১৬ঋ। ষষ্ঠ মণ্ডল, ৬৬সূ—১ঋ। সপ্তম মণ্ডল, ৫৬সূ ৪ঋ। অষ্টম মণ্ডল, ৭সূ ৩ঋ, ১০ঋ, ১৭ঋ; ৯৪সূ—২ঋ। দশম মণ্ডল, ৭৮সূ ৬ঋ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং ।

জয়তাংঽইব । তন্যতুঃ । মরুতাং । এতি । ধৃষ্ণুঽয়া ।

যৎ । শুভং । যাথন নরঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নরঃ' (নেতারঃ মরুতঃ) 'যৎ' (যদা) 'শুভং' (মঙ্গলপ্রদং কর্ম্ম) 'যাথন' (প্রাপ্নুথ) বিবেকানুমোদিতে মঙ্গলপ্রদে কর্ম্মণি অনুষ্ঠিতে সতি ইত্যর্থঃ ; 'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং কৃপা-প্রাপ্তানাং ইতি যাবৎ) 'জয়তাং' (বিজয়যুক্তানাং, সৎকর্ম্মকারিণাং) 'তন্যতুঃ' (শব্দঃ, আনন্দ-ধ্বনিং ইত্যর্থঃ) 'ইব' (নিশ্চিতং) 'ধৃষ্ণুয়া' (ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন দিঙ্মণ্ডলান বিঘোষয়ন) 'এতি' (গচ্ছতি, সর্ব্বেষাং লোকানাং শ্রুতিগোচরঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ – সৎকর্ম্মণা যদা দেবাঃ পূজাং গৃহ্ণন্তি, তদা প্রার্থিনাং ইষ্টসিদ্ধির্ভবতি ; তদৈব সাধকানাং আনন্দধ্বনিভিঃ দিঙ্মণ্ডলং পরিপূর্ণং ভবতি। (১ম - ২৩সূ ১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ ।

নেতৃস্থানীয় মরুদ্দেবগণ যখন মঙ্গলপ্রদ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিবেকানুমোদিত মঙ্গলপ্রদ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে মরুদ্দেবগণের কৃপা-প্রাপ্ত জয়যুক্তগণের (সৎকর্ম্মকারিগণের) আনন্দধ্বনি নিশ্চয়ই দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া গমন করে অর্থাৎ সকল লোকের শ্রুতিগোচর হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা যখন দেবগণ পূজা-গ্রহণ করেন, তখন প্রার্থিগণের ইষ্টসিদ্ধি হয় ; তখনই সাধকগণের আনন্দধ্বনিসমূহের দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়।) ॥ (১ম—২৩সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

মরুতাং দেবানাং তন্যতুঃ শব্দো ধৃষ্ণুয়া ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন্নেতি। গচ্ছতি। কেষামিব। জয়তাং বিজয়যুক্তানাং শূরাণাং ভটানামিব। হে নরো নেতারো মরুতো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

মরুৎ-নামক দেবগণের শব্দ ধৃষ্টভাবযুক্ত হইয়া প্রসারিত হইতেছে। দেবগণ কাহার ন্যায়, তাহা কথিত হইতেছে। লব্ধবিজয় বিক্রান্ত সৈনিক-সকলের (ন্যায়) তুল্য। (অর্থাৎ যেমন সৈনিকগণ যুদ্ধজয় করিয়া আস্ফালন করিতে থাকে, সেইরূপ দেবগণের শব্দ)। কোন সময়ে দেবগণের উক্তরূপ শব্দ হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ;—হে নায়কস্থানীয় মরুদ্দেবগণ !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুয়ং যদ্ যদা শুভং শোভনং দেবযজনং যাথন। প্রাপ্নুথ। তদা ত্বদীয়ঃ শব্দো গচ্ছতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ তন্যতুঃ। তনু বিস্তারে। ঋতন্যং জীত্যাদিনা। উ০ ৪২। যতুচ্ প্রত্যয়ঃ। ধৃষ্ণুয়া। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা০ ৩।২।১৪০। সুপাং সুলুগিতি সোর্যাচাদেশঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। যাথন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি থনাদেশঃ। যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম ২৩সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (২৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—মরুদ্দেবগণ যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যাদি-পানে বিভোর হন, তখন তাঁহাদের আনন্দ-কলরবে গগন মুখরিত হইয়া উঠে বলা বাহুল্য, এই ভাবের অর্থে মরুদ্গণ বলিতে আর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রতি দৃষ্টি আসে না।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, ঋকের প্রকৃত অর্থও ঐরূপ নহে। আমাদিগের মনে হয়, দেবগণ যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন যাজ্ঞিকের পূজা গ্রহণ করেন,—সাধকের কর্ম্মের সহিত যখন দেবগণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; তখন যজ্ঞকারী সাধকের আনন্দের অবধি থাকে না। তখন যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন সে আনন্দকল্লোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়,—এ ঋকে তাহাই বলা হইয়াছে। ফলতঃ, দেবতারা যে সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, মন্ত্রের ভাব তাহা নহে; মন্ত্রের ভাব এই যে, দেবতা যখন পূজা গ্রহণ করেন, পূজাকারীর তখন আনন্দের অবধি থাকে না। (১ম—২৩সূ—১১ঋ)।

আপনারা যখন শোভন যজ্ঞস্থানকে প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন), তখন আপনাদের যুদ্ধবিজয়ের ন্যায় উক্তরূপ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

"তন্যতুঃ"—এই পদ তনু ধাতুর উত্তর "ঋতন্যং জি" (উ০ ৪।২) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে 'যতুচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "ধৃষ্ণুয়া" এই পদটী প্রগল্ভার্থ ধৃষ ধাতুর পর 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' (পা০ ৩২১৪৫) সূত্র অনুসারে ক্নু প্রত্যয়, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা সু-স্থানে যাচ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যাচ্ এই প্রত্যয়ে চকার ইৎ যাওয়ায় "ধৃষ্ণুয়া" এই পদের অন্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যাথন" এই পদটী, যা ধাতুর উত্তর 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'থন' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে যচ্ছব্দ-যোগ হেতু নিঘাত হইল না। (১ম-২৩সূ-১১ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক)।

হুস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্য্যতো জাতা অবন্তু নঃ।

মরুতো মৃড়য়ন্তু নঃ॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হুস্কারাৎ। বিঽদ্যুতঃ। পরি। অতঃ। জাতাঃ। অবন্তু। নঃ।

মরুতঃ। মৃড়য়ন্তু নঃ॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'হুস্কারাৎ' (দীপ্তিকরাৎ) 'বিদ্যুতঃ' (বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ) 'অতঃ' (পরিদৃশ্যমানান্তরিক্ষাৎ) 'পরি' (অতীতপ্রদেশাৎ অব্যক্তাচিন্ত্যাদ্ভগবৎসন্নিহিতাৎ ইতি যাবৎ) 'জাতাঃ' (উদ্ভূতাঃ, প্রেরিতাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু), 'নঃ' (অস্মান) 'মৃড়য়ন্তু' (সুখয়ন্তু চ)। অব্যক্তাচিন্ত্যাজ্জ্যোতিঃপ্রদেশাদাগত্য ভগবদ্বিভূতয়ঃ অস্মাকং পরিরক্ষণং সুখবর্দ্ধনং চ কুর্ব্বন্তু—ইতি ভাবঃ॥ (১ম ২৩সূ - ১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তকর বিদ্যুৎপ্রভ অন্তরিক্ষের অতীত প্রদেশ হইতে (অব্যক্ত অচিন্ত্য ভগবৎ-সন্নিধান হইতে) প্রেরিত মরুদ্দেবগণ (বিবেকরূপী দেবগণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সুখশান্তি প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—অব্যক্ত অচিন্ত্য জ্যোতিঃ প্রদেশ হইতে আগত্য ভগবদ্বিভূতিসমূহ আমাদিগের পরিরক্ষণ ও সুখবর্দ্ধন করুন।)। (১ম—২৩সূ—১২ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হস্কারাদ্দীপ্তিকরাদ্বিদ্যুতো বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ। অতোঽন্তরিক্ষাৎ পরি জাতাঃ সর্ব্বত উৎপন্না মরুতো নোঽস্মানবন্তু। রক্ষন্তু। যথা বিধা মরুতো নোঽস্মান্ মৃড়য়ন্তু। সুখয়ন্তু।

হস্কারাৎ। হসে হসনে। অত্র তু প্রকাশমাত্রে বর্ত্ততে। অস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। অস্মিন্ উপপদে ডুকৃঞ্ করণ ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণ্যণ্। পা০ ৩।২।১। ইত্যণ্ প্রত্যয়ঃ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিকারকেত্যাদিনা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অতঃ কৃকমীত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৪৬। বিসর্জনীয়স্য সত্বং॥ (১ম—২৩সূ—১২ঋ)॥

দ্বাদশ (২৪০) ঋকের বিশদার্থ।

মরুদ্দেবগণ ভগবানের অংশ-স্থানীয়। তাঁহা হইতেই মরুদ্দেবগণ-রূপ বিভূতি-সমূহ সঞ্জাত হইয়াছে। এই ঋকে সেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু যাঁহার বিভূতি তাঁহারা, যাঁহা হইতে উৎপত্তি তাঁহাদের, তিনি যে কিংস্বরূপ, এ ঋকে সে সন্ধান যেন একটু প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যোতির অন্তরে যে জ্যোতিঃ আছে, তাহারও অতীত যে প্রদেশ, সেই কল্পনার অনুভাবনার বিষয়ীভূত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম যে অবস্থা, পরাৎপর পরমপুরুষ সেই জ্যোতির্ম্ময় অবস্থায় বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহা হইতে তাঁহারই বিভূতিরূপ জ্যোতিঃকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। এখানে সেই ভাব ব্যক্ত দেখি। মানবের মঙ্গলসাধন জন্য পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ নানা রূপগুণবিশেষণে প্রকাশমান্ আছেন। ভগবদ্বিভূতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিকর এবং বিশেষরূপে প্রকাশমান এরূপ আকাশের সকল স্থান হইতে উৎপন্ন মরুদ্গণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সুখী করুন।

"হস্কার" এই পদে হস্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদি লক্ষণ (অর্থাৎ সম্পদ্ আদি অর্থে) ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হস্ এইরূপ হইল। পরে উহার উত্তর কৃ ধাতুর স্থানে কর্ম্মবাচ্যে (পাঃ ৩।২।১) অণ্ প্রত্যয় করিয়া "হস্কার" এই পদ সিদ্ধ হইল। উক্ত স্থলে 'হস্ ধাতুর হাস্য অর্থ না হইয়া কেবল তাহার ধর্ম্ম-প্রকাশরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। হস্কার এই স্থলে 'তৎপুরুষে-তুল্যার্থা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের (অর্থাৎ হস্ পদের) প্রকৃতিগত-স্বরের প্রাপ্তি-সম্ভব থাকিলেও (এস্থলে) 'গতিকারক' ইত্যাদি বিশেষ নিয়ম বশতঃ কৃদন্ত এমন উত্তর-পদের প্রকৃতিগত স্বর হইবে। অতএব 'কৃকমি' ইত্যাদি (পা০ ৮।৩।৪৬) নিয়মানুসারে বিসর্গ স্থানে 'স হইয়াছে॥ (১ম—২৩সূ—১২ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিচয়ে সেই রূপগুণবিশেষণের বিকাশ দেখি। সকল রূপগুণ, সকল বিশেষণ লইয়া, তিনি রূপগুণবিশেষণের অতীত হইয়া আছেন। এখানে, এ ঋকে, তাঁহার সেই লোকাতীত অবস্থার বিষয় বলা হইয়াছে। আর, তাঁহা হইতে তাঁহার অংশীভূত মরুতাদির বিষয় অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের বিষয় বলা হইতেছে। ভগবদ্বিভূতিস্থানীয় সেই মরুদ্দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সুখসাধন করুন,—ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১২ঋ)।

—— • ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

আ পূষন্ চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ।
আজা নষ্টং যথা পশুং॥ ১৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। পূষন্। চিত্রঽবর্হিষং। আঘৃণে। ধরুণং। দিবঃ।
আ। অজ। নষ্টং। যথা। পশুং॥ ১৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণে' (দীপ্তিযুক্ত) 'অজ' (সর্ব্বত্র গমনশীল) 'পূষন্' (জ্ঞানোন্মেষক দেব) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'ধরুণং' (ধারকং, প্রাপকং) 'চিত্রবর্হিষং' (বিচিত্রফলপ্রদযজ্ঞাদিকর্ম্ম) 'আ' (আহর, অস্মাকং প্রাপয় ইতি যাবৎ) সৎকর্ম্মণি অস্মাকং প্রবৃত্তিং উন্মেষয় ইত্যর্থঃ; অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবে) 'পশুং' (অস্মাকং পশুবৃত্তিং) 'নষ্টং' (নাশপ্রাপ্তাং) ভবতি, তৎ কুরু। অয়ং ভাবঃ—যেন কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং পরাগতিং লভামহে, অস্মাকং পশুবৃত্তিনিচয়ঃ বিনাশপ্রাপ্তঃ ভবতি, হে দেব, তৎ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম ২৩সূ—১৩ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ সর্ব্বত্রগমনশীল হে জ্ঞানোন্মেষক দেব! সর্ব্বতোভাবে স্বর্গের প্রাপক বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদিকর্ম্ম আমাদিগকে পাওয়াইয়া দেন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মে আমাদিগের প্রবৃত্তিকে উন্মেষিত করুন; আর, যাহাতে সর্ব্বতো-ভাবে আমাদিগের পশুবৃত্তি নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা করুন। (ভাব এই যে,—যে কর্ম্মপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি, আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিচয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, হে দেব, তাহাই করুন—এই প্রার্থনা।)। (১ম—২৩সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্ চিত্রবর্হিষং বিচিত্রৈর্দর্ভৈর্যুক্তং ধরুণং যাগস্য ধারকং সোমং দিব আ দ্যুলোকাদা-হরেতি শেষঃ। পূষা বিশেষ্যতে আঘৃণে। আগতদীপ্তিযুক্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। হে অজ গমনশীল। যথা লোকে নষ্টং পশুং মহারণ্যাদাবস্থিতা কশ্চিদাহরতি তদ্বৎ।

আঘৃণে। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোরিত্যস্মাদ্ঘৃণিপৃশ্নিরিতি নিপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ণত্বং। প্রাদিসমাসঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ধরুণং ধৃঞ্ ধারণে। অস্মাৎ শ্যন্তাদ্ভ্যাতোরর্জের্ণিলুক্ চ। উ০ ৩।৫৮। ইতি চকারাদ্ধৃধাতোরপ্যুনন্প্রত্যয়ঃ। বহুত্ত্যয়েন নিৎস্বরাভাবে প্রত্যয়স্বরঃ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। অজা। অজ গতিক্ষেপণযোঃ। (১ম-২৩সূ ১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন-দেব! বিচিত্রবর্ণ কুশসমূহের সহিত যুক্ত এবং যাগের ধারণকারী যে সোম, স্বর্গ হইতে তাহা আনয়ন করুন। এখানে 'আহর' এই ক্রিয়াপদটী উহ্য রহিয়াছে। বিশেষণের দ্বারা পূষা-দেবের গুণ প্রকাশ করিতেছেন। হে প্রভাশালিন্! (অর্থাৎ আপনার দীপ্তি সর্ব্বত্র ব্যপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিষয়টী স্পষ্ট করিতেছেন। হে গমনশীল! যেমন জগতে কোনও লোক কোনও পশু হারাইলে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া মহারণ্য হইতে আনয়ন করে, সেইমত আপনি স্বর্গ হইতে আমাদের যাগোপকারক সোম আনয়ন করুন।

"আঘৃণে" এই পদটী ক্ষরণ ও দীপ্তি অর্থবাচক ঘৃ ধাতুর পর 'ঘৃণিপৃশ্নিঃ' এই সূত্রানুসারে নিপাতনে নি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং 'ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং' এই নিয়মহেতু মূর্দ্ধণ্য (ণ) হইল। অনন্তর আ এই উপসর্গের সহিত প্রাদিসমাস হইয়াছে। আমন্ত্রিত পদ (সম্বোধন পদ) বলিয়া উক্ত পদে উদাত্তস্বর। ধারণার্থ ধৃ ধাতুর উত্তর 'শ্যন্তাদ্ভ্যাতোর-র্জের্ণিলুক্ চ (উ০ ৩।৫৮) এই সূত্রে চ-কার থাকায় ধৃ ধাতুর উত্তরেও উনন্ প্রত্যয় হয়; এই নিয়ম বশতঃ উনন্ প্রত্যয় করিয়া বিপর্য্যয়সহকারে ণ ইৎ, স্বরের অভাব হইলে প্রত্যয়ের স্বর থাকিল। উক্তরূপে 'ধরুণং' পদটি সাধিত হইয়াছে। 'দিবঃ' এই পদের 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী উদাত্ত হইয়াছে। গতি এবং ক্ষেপণার্থক অজ ধাতু হইতে "অজা" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে অজ ধাতুর অর্থ—গমন। ১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ (২৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। 'পশু হারাইয়া গেলে লোকে যেমন অনেক সন্ধান করিয়া সেই পশুকে মহারণ্য হইতে খুঁজিয়া আনে, হে দেব, আপনি সেই ভাবে কুশ-সংযুক্ত যজ্ঞধারক সোমকে অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করুন।' প্রধানতঃ এইরূপ অর্থই প্রচলিত আছে। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পূষা—জ্ঞানোন্মেষক দেব। 'নষ্টং' শব্দের প্রতিবাক্য 'পলায়িতং' গ্রহণ না করিয়া, 'বিনাশপ্রাপ্তং'—যাহা প্রকৃত অর্থ, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। 'যথা' পদ এখানে উপমান-বাচক বলিয়া মনে করিতে পারি না। ঐ 'যথা' শব্দে 'যেন-প্রকারেণ' অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। 'পশুং' শব্দে এখানে 'পশুবৃত্তিকে' বুঝাইতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, সুধিগণ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। (১ম—২৩সূ—১৩ঋ)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূঢ়ং গুহা হিতং।
অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষং ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পূষা। রাজানং। আঘৃণিঃ। অপঽগূঢ়ং। গুহা। হিতং।
অবিন্দৎ। চিত্রঽবর্হিষং ॥ ১৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণিঃ' (দীপ্তিযুক্তঃ) 'পূষা' (জ্ঞানোন্মেষকঃ দেবঃ) 'অপগূঢ়ং' (অত্যন্তগূঢ়ং) 'গুহাহিতং' (গুহাসদৃশে দুর্গমে দ্যুলোকে স্থিতং ; অনুভূতিসাপেক্ষং নচ প্রকাশযোগ্যং) 'রাজানং' (জ্ঞানস্বরূপং দীপ্তিমন্তং) 'চিত্রবর্হিষং' (বিচিত্রফলপ্রদযজ্ঞাদিকর্ম্মতত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অবিন্দৎ' (জানাতি, জ্ঞাপয়তি ইত্যর্থঃ)। পূষাদেবানুকম্পয়া লোকাঃ অতিগূঢ়ং কর্ম্মতত্ত্বং জানন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (১ম ২৩সূ ১৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ জ্ঞানোন্মেষক পূষা দেব অতি-গূঢ় গুহাসদৃশ দুর্গম দ্যুলোকে স্থিত অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কিন্তু প্রকাশযোগ্য নহে জ্ঞানস্বরূপ দীপ্তিমন্ত বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদি কর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন—জানাইয়া দেন। (ভাব এই যে,—সেই পূষাদেবতার অনুগ্রহে মনুষ্যগণ অতিনিগূঢ় কর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত হয়েন।)। (১ম—২৩সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

আঘৃণিঃ পূষা রাজানং সোমমবিন্দৎ। অলভত। কীদৃশং। অপগূঢ়ং। অত্যন্তগূঢ়ং। তত্র হেতুঃ। গুহাহিতং। গুহাসদৃশে দুর্গমে দ্যুলোকে স্থিতং। তথা চিত্রবর্হিষং।

অপগূঢ়ং। গুহূ সম্বরণে। নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্তঃ। হো ঢ় ইতি ঢত্বং। ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ। পা০ ৮।২।৪০। ইতি ধকারঃ। ষ্টুত্বঢলোপদীর্ঘাঃ। সমাসে গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। গুহা। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। হিতং। নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিঃ ॥ ১৪ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র দৃষ্টিমান্ পূষা-দেব, সোম লাভ করিয়াছিলেন। কিরূপ সোম? অতিশয় গুপ্ত। কি জন্য গুপ্ত তাহা কথিত হইতেছে;—"গুহাহিতং" অর্থাৎ গুহার সদৃশ দুর্গম যে দ্যুলোক, সেই স্থানে অবস্থিত (অতএব অত্যন্ত গোপনে স্থিত), এবং "চিত্রবর্হিষং" অর্থাৎ বিচিত্র-কুশযুক্ত।

"অপগূঢ়ং" এই পদটি, অপ-পূর্ব্বক সম্বরণার্থবিশিষ্ট 'গুহূং' (গূহ) ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্য 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "হো ঢ়ঃ" সূত্র দ্বারা হ এর স্থানে ঢ, "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ," (পা০ ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা 'ত' এর স্থানে ধ ; অনন্তর ষ্টুত্ব, ঢ এর লোপ ও দীর্ঘ হইয়াছে। 'অপ' পদের সহিত প্রাদিসমাসে "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা গতির ('অপ' পদের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "গুহা" এই পদটীর "সুপাং সুলুক্" সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "হিতং" এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থবিশিষ্ট 'ডুধাঞ্' (ধা) ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সূত্র দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ধা' ধাতুর স্থানে 'হি' আদেশ হইয়াছে। (১ম—২৩সূ ১৪ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ (২৪২) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'গুহাহিতং' পদটী উপলক্ষ করিয়া ঋকের এক বিচিত্র অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, সায়ণের কল্পনায়ও যে অর্থ আসে নাই, অধুনা সেই অর্থই নানা রংরঞ্জিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। 'গুহাহিতং' শব্দের অর্থ—সায়ণ লিখিয়াছেন—'গুহা-সদৃশ দুর্গম দ্যুলোকে স্থিত'; কিন্তু পরবর্ত্তী কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উহা হইতে 'পর্ব্বত গুহাস্থিত' অর্থ আমদানী করিয়াছেন। সেই সূত্রে সোমলতা যে পর্ব্বতের গুহায় উৎপন্ন হয় এবং সেই সোমলতার প্রসঙ্গ যে এই ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে; তাঁহারা ততদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। * সোমলতার নাম-গন্ধ নাই; অথচ, সোমলতার কল্পনা—ইহার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুষা-দেবতা পরমদীপ্তিশালী জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার অনুকম্পায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য অতি-গূঢ় কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে। যজ্ঞাদি যে কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে, সে কর্ম্মের স্বরূপ পুষা-দেবতাই পরিজ্ঞাত আছেন। সেই দেবতা আমাদিগকে সেই তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন,—আমরা পরম-তত্ত্ব অবগত হই। † ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১৪ঋ)।

---

* একটী বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'যেহেতু আপনি (পুষণদেব) পার্ব্বতীয় প্রদেশে উৎপন্ন, এবং অতিগুপ্তস্থানে নিহিত বিচিত্রকুশবিশিষ্ট সোমলতাকে বিশেষরূপে জানেন।' টীকায় আরও লিখিত আছে, 'সোমলতা যে ভারতবর্ষের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে না জন্মিয়া উত্তরাঞ্চলে পার্ব্বতীয় প্রদেশে উৎপন্ন হইত, তাহা এই ঋকের 'গুহাহিত' শব্দে বোধ হইতেছে।' এ টীকার টিপ্পনী বাহুল্য মাত্র।

† ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত ঋক্ পুষাদেবতার অর্চ্চনামূলক। পুষা শব্দের অর্থে কেহ কেহ সূর্য্য-দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্যোদয়ের কোন্ সময়কে পুষা কহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, পোষণার্থক 'পোষ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। জ্ঞানের যিনি পোষণ করেন, তিনিই পুষা-দেবতা। আমরা তাই প্রতিবাক্যে 'জ্ঞানোন্মেষকঃ দেবঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। নিরুক্তাদিতেও সেই প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ।

গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উতো ইতি। সঃ। মহ্যং। ইন্দুভিঃ। ষট্। যুক্তান্। অনুসেসিধৎ।

গোভিঃ। যবং। ন। চর্কৃষৎ ॥ ১৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোভিঃ' (জ্ঞানালোকৈঃ) 'যবং' (মিশ্রণং, সংযোগঃ—হৃদি ইতি যাবৎ) 'ন' (যথা) 'চর্কৃষৎ' (আত্মোৎকর্ষং সাধয়তি ইত্যর্থঃ) 'উতো' (তথা) 'সঃ' (পুষাদেবঃ) 'ইন্দুভিঃ' (সোমৈঃ, ভক্তিসুধাভিঃ) 'যুক্তান' (বিশিষ্টান) 'ষট্' (ইজ্যাধ্যয়নদানাদীন্ ষট্সৎকর্ম্মনিবহান্) 'মহ্যং' (প্রার্থনাকারিণে মে) 'অনু' (সমীপে) 'সেষিধৎ' (প্রেরিতবান্, প্রেরয়তি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানভক্তিকর্ম্মণাঃ অচ্ছেদ্যঃ সম্বন্ধঃ; জ্ঞানোদয়াৎ আত্মোৎকর্ষসাধনেন কর্ম্মনিবহাঃ ভগবৎ-সংশ্রবযুতাঃ ভবন্তি। (১ম—২৩সূ—১৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে জ্ঞানালোকসমূহের সংযোগ যেমন আত্মোৎকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ সেই পুষাদেব ভক্তিসুধাসমূহের দ্বারা যুক্ত (যজন-যাজন-অধ্যয়ন-দানাদি ষট্কর্ম্মকে প্রার্থনাকারী আমাদিগের সমীপে প্রেরণ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মসমূহের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; জ্ঞানোদয়-হেতু আত্মোৎকর্ষসাধনের দ্বারা কর্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুত হয়।) ॥ ১৫ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতো। অপি চ সঃ পূষা মহ্যং যজমানায়েন্দুভির্যাগহেতুভিঃ সোমৈর্যুক্তান্ ষড়্ বসন্তাদীন্-ঋতূননুসেষিধৎ। অনুক্রমেণ পুনঃ পুনর্নয়ন্ বর্ত্তত ইতি শেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোভির্বলীবর্দ্দৈর্যবং ন চর্কৃষৎ। নশব্দ উপমার্থঃ। যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতিসম্বৎসরং পুনঃপুনঃ কৃষন্তি তদ্বৎ॥

মহ্যং ঙয়ি চ। পা০ ৬.১.২১২। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ইন্দুভিঃ। উন্দী ক্লেদনে। উন্দেরিচ্চাদেঃ। উ০ ১।১২। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। উকারস্যেকারাদেশশ্চ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যু-দাত্তত্বং। যুক্তান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অনুসেষিধৎ। ষিধু গত্যাং। ধাতোরেকাচঃ। পা০ ৩।১।২২। ইতি যঙ্। যঙোঽচি চ। পা০ ২.৪।৭৪। ইতি তস্য লুক্। প্রত্যয়লক্ষণেন সন্ যঙোঃ। পা০ ৬।১ ৯। ইতি দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষঃ। গুণো যঙ্লুকোঃ। পা০ ৭।৪।৮২। ইত্যভ্যাসস্য গুণঃ। ইণ্কোঃ। পা০ ৮.৩.৫৭। ইতি ষত্বং। সনাদ্যন্তা ধাতুসংজ্ঞায়াং লটঃ শতৃ। কর্ত্তরি শপ্। অদাদিবচ্চেতি বচনাত্তস্য লুক্। নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১.৭৮।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আরও সেই সোমবিশিষ্ট পূষাদেব, যজমান আমাকে, যাগের হেতুভূত যে সোম, সেই সোমবিশিষ্ট বসন্তাদি ছয় ঋতুতে ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করিতে করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—মন্ত্রস্থ 'ন' শব্দটী উপমার্থ। অর্থাৎ, যবকে উদ্দেশ করিয়া (কৃষকগণ) যেমন বলীবর্দ্দ-সমূহ দ্বারা প্রতি বৎসর ভূমিকে পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ।

"মহ্যং"। এই পদটীর "ঙয়িচ" (পা০ ৬।১।২১২) এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইন্দুভিঃ" এই পদটি, ক্লেদনার্থক 'উন্দী' (ঔন্দ্) ধাতুর উত্তর "উন্দেরিচ্চাদেঃ" (উ০ ১।২২) এই সূত্র দ্বারা উ প্রত্যয় ও উ-কারের স্থানে ই-কারাদেশ করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-বশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যুক্তান্"। এস্থলে "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" এই সূত্রানুসারে ন-কারের স্থানে সংহিতাতে রুত্ব (বিসর্গ) হইয়াছে এবং "আতোঽটি নিত্যং" এই সূত্র দ্বারা আকার সানুনাসিক হইয়াছে। "অনুসেষিধৎ"। এই পদটি, গত্যর্থক 'ষিধ্' ধাতুর উত্তর "ধাতোরেকাচঃ" সূত্র দ্বারা যঙ্ প্রত্যয় করিয়া, "যঙোঽচ্চি" (পা০ ২।৪।৭০) এই সূত্র দ্বারা সেই যঙের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে যঙ্লোপ হইলেও তাহার প্রত্যয়-লক্ষণহেতু "সন্যঙোঃ" (পা০ ৬।১।৯) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর দ্বিত্ব, হলাদিশেষ, "গুণো যঙ্লুকোঃ" (পা০ ৭।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের গুণ, "ইণ্কোঃ" (পা০ ৮ ৩ ৫৭) এই সূত্র দ্বারা স-এর ষত্ব, সনাদি বলিয়া ধাতু-সংজ্ঞাহেতু লটের 'শতৃ' (অৎ) প্রত্যয়, কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয়, 'অদাদিবচ্চ' এইরূপ বচন-প্রযুক্ত সেই শপের লোপ এবং "নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ" (পা০ ৭.১.৭৮) এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' এর ('ন' এর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি স্বস্প্রতিষেধঃ। প্রত্যয়স্বরে প্রাপ্তেঽভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। গোভিঃ। সাবেকাচ ইতি ভিস উদাত্তত্বে প্রাপ্তে ন গোশ্বন্নিতি প্রতিষেধঃ। চর্কৃষৎ। কৃষ বিলেখনে। যঙ্লুকি দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষোরত্বচর্ত্বানি। রুগ্রিকৌ চ লুকি। পা০ ৭।৪।৯১। ইত্যভ্যাসস্য রুগাগমঃ। অস্মাদ্‌যঙ্লুগন্তাল্লেটস্তিপ্। ইতশ্চ লোপঃ। লেটোঽড়াটাবিত্যড়াগমঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। লঘূপধগুণে প্রাপ্তে নাভ্যস্তস্যাচি পিতি। পা০ ৭।৩।৮৭। ইতি নিষেধঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—২৩সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দশমো বর্গঃ। ১অ·২অ—১০ব॥

পঞ্চদশ (২৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম, তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তি যে সৎকর্ম্মের দিকে প্রধাবিত হয়; যতই জ্ঞানালোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই যে মানুষ ভক্তিসহকারে সৎকর্ম্মনিবহে প্রবৃত্ত হইবে;—এ মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'মানুষ, তুমি জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; যতই তুমি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবে, ততই তোমার কর্ম্ম-নিবহ ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত হইতে থাকিবে।' ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মই নিষ্কাম-কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়; আর, সেই কর্ম্মের ফলেই মানুষ নিঃশ্রেয়স মুক্তি লাভ করে। কিন্তু

নিষেধ হইয়াছে। এই পদটীতে প্রত্যয়-স্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহা না হইয়া "অভ্যস্তানামাদিঃ" সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গোভিঃ"। এই পদটীতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা ভিসের উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু "নগোশ্বন্" এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "চর্কৃষৎ"। এই পদটী, বিলেখনার্থক 'কৃষ্' ধাতুর 'যঙ্' লোপে দ্বিত্ব, হলাদিশেষ, রত্ব ও চর্ত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "রুগ্রিকৌ চ লুকি" (পা০ ৭।৪।৯১) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ববর্ণের 'রুক্' আগম করিয়া 'চর্কৃষ' সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর এই যঙ্লুগন্ত ধাতুর উত্তর লেটের তিপ্, তিপের ই-কারের লোপ, "লেটোঽড়াটৌ" এই সূত্র দ্বারা অট্ আগম এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। ইহার লঘু উপধ-স্বরের গুণের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু "নাভ্যস্তস্যাচি পিতি" (পা০ ৭।৩।৮৭) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা নিঘাত স্বর হইয়াছে। ১৫।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত। ১অ—২অ—১০ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ-সম্বন্ধযুত নিষ্কাম কর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তি তো সহসা আসে না। সেই জন্যই জ্ঞানসংযোগ প্রয়োজন। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম বিষয়ে ধারণা জন্মিবে, তেমনি কর্ম্ম-পদ্ধতি ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইয়া আসিবে। এখানে বলা হইতেছে, জ্ঞান-স্বরূপ পূষাদেবের অনুগ্রহ লাভ করিলে যেমন যেমন জ্ঞানোন্মেষ হইবে, তেমনি তেমনি আবশ্যক-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের—ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ-বর্ণের—যে অধঃপতন ঘটিয়াছে; আমরা যে এখন আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ভুলিয়া কর্ম্মান্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছি;—এ মন্ত্র যেন তৎপক্ষে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। ষট্‌কর্ম্ম—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের নিত্য-অনুষ্ঠেয়। সে কর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। যথা,—"ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি যাজনাধ্যাপনে তথা। প্রতিগ্রহশ্চ তৈর্যুক্তঃ ষট্‌কর্ম্মা বিপ্র উচ্যতে॥" যজ্ঞাদি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন বিপ্র-নামেই অভিহিত হওয়া যায় না। আমরা এখন আপনাদিগকে উচ্চবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেই; কিন্তু ঐ ষট্‌কর্ম্মের কোনও কর্ম্মেই আমাদিগের অনুরক্তি নাই। তাহার প্রধান কারণ—জ্ঞানাভাব। শাস্ত্রই জ্ঞানের মূল। এখন শাস্ত্র-চর্চ্চা ও শাস্ত্র-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে; সুতরাং আমাদের আবশ্যকানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেও আমরা বিরত হইয়াছি। এ ঋক্ আমাদিগকে শাস্ত্র-জ্ঞান লাভে তথা কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। * প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'হে দেব!

---

* এই যে উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্রটী, ইহার যে কিরূপ কদর্থ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। এক হিসাবে সায়ণের ভাষ্যই সে কদর্থ-কল্পনার ভিত্তিস্থানীয়। এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, "পূষণদেব আমাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞনিষ্পাদক সোমযুক্ত বসন্তাদি ছয় ঋতুকে ক্রমে ক্রমে বারংবার আনয়ন করেন, যদ্রূপ কৃষকেরা গরু দ্বারা যব-ক্ষেত্র বৎসরে বৎসরে বারম্বার কর্ষণ করে।" আর একটী অনুবাদ,—"এবং সেই পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় (ঋতুর) ক্রমান্বয়ে বার বার আনিয়াছিলেন, (কৃষক) যেরূপ গরু দ্বারা বার বার যব চাষ করে" বলা বাহুল্য, এইরূপ অর্থ হওয়ার মূল—সায়ণভাষ্যের অন্তর্গত "যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতিসম্বৎসরং পুনঃ পুনঃ কৃষতি তদ্বৎ।"

ঋকে 'ষট্' শব্দ আছে। তাহা হইতে বসন্তাদি ষড়ঋতুর কল্পনা করা হইয়াছে। যাঁহারা এই 'ষট্' শব্দে ষড়ঋতু অর্থ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আবার আর্য্যগণের আদি-বাস-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন,—'উত্তর-মেরুতে আর্য্যগণ বাস করিতেন; সেখানে বসন্তাদি ঋতু বিদ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে সেই জ্ঞান দেন,—যেন আমরা আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই,—যেন আমাদের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত-হৃদয়, ভক্তি-প্লুত হইয়া, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়।' (১ম—২৩সূ—১৫ঋ)।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অপোনপ্ত্রীয় একধনাস্বপানীতাস্ব স্বয়মনুগচ্ছন্নম্বয় ইতি দ্বে অনুব্রূয়াৎ। তৃতীয়য়াপো দেবীরিত্যনয়ৈকধনাসু হবির্দ্ধানং প্রবিষ্টাসু স্বয়মনুপ্রবিশেৎ। তথৈব সূত্রিতঃ। অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিতি তিস্র উত্তমযানুপ্রপদ্যেতেতি। অস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তে ষোড়শীমৃচমাহ।

• • •

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অপোনপ্তৃসম্বন্ধীয় একধনাসমূহ উপানীত হইলে, কর্ত্তা স্বয়ং পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে "অম্বয়ঃ" এই ঋক্‌দ্বয়, অনুবাক্যাস্বরূপে পাঠ করিবেন। এবং "আপো দেবীঃ" এই তৃতীয়া ঋক্ দ্বারা একধনাসমূহ হবির্ধানপ্রবিষ্ট হইলে, স্বয়ং পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিতি তিস্র উত্তমযানুপ্রপদ্যেত' ইতি। সেই তৃচের প্রথমা এবং এই সূক্তের ষোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কেবল ঋকের মধ্যে শীতের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন।' এই বলিয়া, বেদের যে যে স্থলে শৈত্যজ্ঞাপক শব্দ আছে, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এই অর্থ—ষড়-ঋতুর প্রসঙ্গ—অবতারণার সময় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই! আমরা বলি,—এই 'ষট্' শব্দে যদি ষড়ঋতু অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আর্য্যগণের আদি-বাস ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হয় না। কারণ, ষড়ঋতু একমাত্র ভারতবর্ষেই অব্যাহত আছে।

আমরা বলি, 'ষড়্‌যুক্তান' শব্দে এখানে 'ষট্‌কর্ম্মযুক্তান' অর্থ—অধিকতর সঙ্গত হয়। যে যুক্তির সাহায্যে ষড়-ঋতুকে টানিয়া আনা হয়, সেই যুক্তির বলেই আমরা বলিতেছি,—'ষট্' শব্দে ষট্‌কর্ম্ম বুঝায়। 'গোভিঃ' শব্দে আমরা প্রথম হইতে কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই 'গরু' অর্থ, দুই এক স্থলে 'কিরণ' অর্থও, গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর কেহই অর্থ-সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। শেষ রহিল—'যবং চর্কৃষৎ'। কর্ষণ মূলক 'চর্কৃষৎ' শব্দ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে 'যবং' দেখিয়া, অধিকন্তু 'গোভিঃ' পদ বিদ্যমান থাকায়, গরুর, যবের ও কৃষকের সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় কি? কাজেই উপমায় দাঁড়াইয়াছে,—'কৃষকেরা যেমন বারংবার যব চাষ করে।' আমরা মনে করি, 'কর্ষণ'-মূলক 'কৃষ' ধাতু সর্ব্বত্রই আত্মোৎকর্ষসাধনভাব প্রকাশ করিতেছে। 'মিশ্রিত-করণ' অর্থ-মূলক 'যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'যবং' শব্দে এখানে মিশ্রণের ভাব ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই প্রকাশ করিতে পারে না। যাঁহারা আর্য্যগণকে যবের চাষক্ষেত্র-সমন্বিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং।

পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অম্বয়ঃ। যন্তি। অধ্বঽভিঃ। জাময়ঃ। অধ্বরিঽয়তাং।

পৃঞ্চতীঃ। মধুনা। পয়ঃ ॥ ১৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরীয়তাং' (দেবযজনকর্ত্তুমিচ্ছতাং অস্মাকং) 'জাময়ঃ' (হিতকারিণ্যঃ) 'অম্বয়ঃ' (মাতৃস্থানীয়া আপঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুনা' (মাধুর্য্যরসেন) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং, অমৃতং, প্রাণশক্তিং) 'পৃঞ্চতীঃ' (যোজয়ন্ত্যঃ, সঞ্চারয়ন্ত্যঃ) 'অধ্বভিঃ' (দেবযজনমার্গৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যান্তি' (গচ্ছন্তি, ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি)। অয়ং ভাবঃ—অপ্ দেবতা (সত্ত্বভাবঃ ইত্যর্থঃ) হি অস্মাকং প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী মাতৃস্থানীয়ায়াস্তস্যা অনুগ্রহেণ অস্মাকং পূজা ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদিগের হিতকারী মাতৃস্থানীয় অপ্‌সমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) মাধুর্য্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করিতে

দেশ-সমূহের অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ 'যবং' শব্দ, তাঁহাদের যুক্তির পক্ষে সহায়তা করিবে বটে; কিন্তু তত্ত্বদর্শী জন ধাত্বর্থের অনুসরণে 'মিশ্রণ' অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। সায়ণ যে এতদর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; তিনি যজ্ঞাদির পক্ষে মন্ত্রের উচ্চারণের উপযোগিতার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং দেশ-প্রচলিত শব্দার্থেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, একটু অভিনিবেশ-সহকারে মন্ত্রার্থ অবগত হওয়ার পক্ষে প্রবত্নপর হইলে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, সে অর্থের সঙ্গতি অনুভূত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে, দেবযজন-পথ সমূহের দ্বারা (সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা) ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—অপ্‌দেবতা (সত্ত্বভাব) আমাদিগের প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী মাতৃস্থানীয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের পূজা ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হয়।)। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধ্বরীয়তামধ্বরমাত্মন ইচ্ছতামস্মাকমম্বয়ো মাতৃস্থানীয়া আপঃ। তথা চ কৌশীতকি-ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয় ইতি। তা আপোঽধ্বভির্দেব-যজনমার্গৈর্যান্তি। গচ্ছন্তি। কীদৃশ্য আপঃ। জাময়ঃ। হিতকারিণ্যো বন্ধবঃ। তথা মধুনা মাধুর্য্যরসেন যুক্তং পয়ঃ পৃঞ্চতীঃ। গত্যাদিষু যোজয়ন্তঃ।

অম্বয়ঃ। রবি লবি অবি শব্দে। এতস্মাদচ ইঃ। উ° ৪।১৪০। ইতি প্রকরণে বাহুলকাদিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অধ্বাভিঃ। অদের্দ্ধ চ। উ° ৪।১১৭। ইতি ক্বনিপ্‌। পিত্ত্বাৎ প্রত্যয়স্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। জাময়ঃ। জমু অদনে। বাহুলকাদিঃ অধ্বরীয়তাং। অধ্বরশব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচ্‌। ক্যচি চেতীত্বং অপুত্রাদীনামিতি বক্তব্য-মিতি বচনান্ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বনিষেধাভাবঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি কব্যধ্বর-পৃতনস্য। পা° ৭।৪।৩৯। ইত্যকারলোপোঽপি ন ভবতি। ক্যচ্‌প্রত্যয়ান্তধাতোর্লটঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অধ্বরেচ্ছু আমাদিগের জলসমূহ মাতৃস্থানীয়। জল যে মাতৃস্থানীয়, ইহা কৌশিতকী-ব্রাহ্মণে প্রসন্নরূপে পঠিত হইয়াছে,—"অম্বয়ো যন্ত্যধ্বাভিরত্যাপো বা অম্বয়ঃ" ইতি। সেই জলসমূহ, দেবযজনমার্গে গমন করিয়া থাকে। জলসমূহ কীদৃশ? "জাময়ঃ" অর্থাৎ হিতকারী বন্ধু; এবং মাধুর্য্যরসযুক্ত জলকে গমনাদি বিষয়ে যোজনকারী।

"অম্বয়ঃ" এই পদটী, শব্দার্থক অবি (অব্‌) ধাতুর উত্তর "অ চ ইঃ" (উ° ৪।১৪০) এই সূত্র দ্বারা 'ই' প্রত্যয়ে নুমাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। "অধ্বাভিঃ" এই পদটি, "অদের্দ্ধ চ" (উ° ৪।১১৭) এই সূত্র দ্বারা 'অদ' ধাতুর উত্তর ক্বনিপ্‌ প্রত্যয়ে 'দ' এর স্থানে 'ধ' করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু প্রত্যয়স্বর অনুদাত্ত ও ধাতুর ধাতুস্বরই হইয়াছে। "জাময়ঃ" এই পদটি, অদনার্থক 'জমু' (জম্‌) ধাতুর উত্তর বহুল প্রযুক্ত 'ই' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অধ্বরীয়তাং" এই পদটি অধ্বর' শব্দের উত্তর "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌" এই সূত্র দ্বারা 'ক্যচ' (য) প্রত্যয়, "ক্যচচ" সূত্রদ্বারা ঈত্ব 'অপুত্রাদীনামিতি বক্তব্যং" এই বচন প্রযুক্ত "ন ছন্দস্য পুত্রস্য" এই সূত্রদ্বারা ঈত্ব নিষেধের অভাব এবং 'সকল বিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়' এই হেতু "কব্যধ্বরপৃতনস্য" (পা° ৭.৪.৩৯) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হয় নাই। অনন্তর ক্যচ্‌-প্রত্যয়ান্ত 'অধ্বরীয়' এই ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতৃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ তয়োঃ কাচা সহৈকাদেশঃ। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বে সতি শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। পৃঞ্চতীঃ। পৃচী সম্পর্কে। লটঃ শতৃ। রুধাদিভ্যঃ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপঃ। অনুস্বারপরসবর্ণৌ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। শতুরনুম ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং ॥ ১৬ ॥

ষোড়শ (২৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী ঋকে অপ্-দেবতার (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার) উপাসনা আছে। এ ঋকে বলা হইতেছে, যাঁহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জল দেবতা তাঁহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং পরম হিতকারিণী। জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া সন্তানকে জীবন-পথে পরিচালিত করেন, মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা সেইরূপ অমৃত-বৎ প্রাণশক্তিদানে সৎকর্ম্মকর্ত্তাকে ভগবৎসমীপে সংবাহিত করিয়া লইয়া যান। এখানের প্রার্থনা-ভাব এই যে, সেই মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা আমাদিগকে জীবনী-শক্তি দানে ভগবৎ-সমীপে লইয়া চলুন। দেবতার অনুকম্পা না হইলে, মানুষের সামর্থ্যই নাই যে, ভগবৎসান্নিধানে পৌঁছিতে পারে। এখানে কর্ম্মকারী তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়াছেন। *

উক্ত "অধ্বরীয়তাং" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শতৃ' প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু ইহাদের কাচের সহিত একাদেশস্বর। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত-স্বরের প্রাপ্তিতে "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠীর উদাত্তস্বর হইয়াছে। সম্পর্কার্থক 'পৃচী' (পৃচ্) ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া "রুধাদিভ্যঃ শ্নম্" সূত্রানুসারে শ্নম্, "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্র দ্বারা শ্নসের অকারের লোপ, ন এর স্থানে অনুস্বার পরসবর্ণ (ঞ) "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' এবং "বা ছন্দসি" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘত্ব করিয়া "পৃঞ্চতীঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা ঙীপের উদাত্ত স্বর হইয়াছে। (১ম—২০সূ ১৬ঋ)।

* এই ঋকের এই মন্ত্রকে রূপান্তরিত করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ 'যজ্ঞক্ষেত্র দিয়া নদী বহিয়া যায়' এইরূপ ভাব আনয়ন করিয়াছেন। একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদিগের মাতৃস্থানীয় (জল) যজ্ঞপথ দিয়া যাইতেছে; সেই জল আমাদিগের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করিতেছে।" এবম্প্রকার ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ঋকের অন্তর্গত 'অম্বয়ঃ' 'মধুনা' ও 'পয়ঃ'—এই তিনটী শব্দ উপমায় বহুভাব প্রকাশ করিতেছে। জলের স্নেহভাব, দেবতার মাতৃত্বের সূচনা করিয়াছে। 'পয়ঃ' শব্দে দুগ্ধ ও অমৃত—দুই ভাবই আনয়ন করিতেছে। জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করেন, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরূপ জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করেন।

অপ্-দেবতা বলিতে আমরা স্নিগ্ধ স্নেহস্বরূপ সত্ত্বভাবকে নির্দ্দেশ করি। আমাদিগের ব্যাখ্যা সেই দৃষ্টিতেই সম্পন্ন হইয়াছে। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

— * —

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশ সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

অমূর্যা উপ সূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ।

তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অমূঃ। যাঃ। উপ। সূর্য্যে। যাভিঃ। বা। সূর্য্যঃ। সহ।

তাঃ। নঃ। হিন্বন্তু। অধ্বরং ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যাঃ' (পূর্ব্বোক্তাঃ) 'অমূঃ' (এতা আপঃ, সত্ত্বভাবনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানস্বরূপে ভগবতি সূর্য্যদেবে) 'উপ' (সামীপ্যসম্বন্ধযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'যাভিঃ' (পূর্ব্বোক্তাভিঃ অদ্ভিঃ) 'সহ' (অভিন্নভাবেন বর্ত্ততে), 'তাঃ' (অপ্‌দেবতাঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'অধ্বরং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'হিন্বন্তু' (প্রণীয়ন্তু, সাধয়ন্তু)। এষা ঋক্ অপ্‌দেবতয়া সহ জ্ঞানস্বরূপস্য সূর্য্যদেবস্য সর্ব্বথা অভিন্নত্বং সূচয়তি; সা দেবতা অস্মাকং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম ২৩সূ—১৭ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত এই যে অপ্-সমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেবে সামীপ্য-সম্বন্ধ যুক্ত, অথবা জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবই উঁহাদিগের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত; সেই আপ্-দেবতাগণ (সত্ত্বভাবসমূহ) আমাদিগের যাগাদি-সৎকর্ম্মকে সুসিদ্ধ করুন। (এই ঋকটী অপ্‌দেবতার সহিত জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার অভিন্নত্ব সূচনা করিতেছে; সেই দেবতা আমাদিগের কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন—এই প্রার্থনা।)। (১ম—২৩সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা অমূরাপঃ সূর্য্যে উপ সমীপেনাবস্থিতাঃ। আপঃ সূর্য্যে সমাহিতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যা। অথবা সূর্য্যো যাভিরদ্ভিঃ সহ বর্ত্ততে। পূর্ব্বত্রাপাং প্রাধান্যমুত্তরত্র সূর্য্যস্যেতি বিশেষঃ। তাস্তাদৃশ্য আপো নোঽস্মদীয়মধ্বরং যাগং হিন্বন্তু। প্রীণয়ন্তু। প্রক্রিয়া স্পষ্টা। যাভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বে ন গোশ্বন্‌সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ॥ (১ম - ২৩সূ - ১৭ঋ)॥

সপ্তদশ (২৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ভগবানের সহিত দেবতার—ব্যষ্টি-গত দেববিভূতির সহিত সমষ্টিগত দেবতার সম্বন্ধ-সূত্রের আভাস পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এক দেবতার সহিত অন্য দেবতার সম্বন্ধের বিষয়ও এ ঋকে সূচিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে।

সূর্য্যদেব বলিতে জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানাধার ভগবানকে বুঝাইতে পারে। আবার, ভগবদ্বিভূতি জ্ঞানমাত্রকে লক্ষ্য হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে এই জল-সমূহ সূর্য্যদেবের সমীপে অবস্থিত। অন্য শ্রুতিবাক্যেও কথিত হইয়াছে,—"আপঃ সূর্য্যে সমাহিতাঃ" ইতি। অথবা, যে জল-সমূহের সহিত সূর্য্যদেব অবস্থিত। এস্থলে পূর্ব্ববাক্যে জল-সমূহের এবং পরবাক্যে সূর্য্যদেবের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই বিশেষ। তাদৃশ জল-সমূহ, আমাদিগের যজ্ঞকে প্রীত করুন।

এই ঋঙ্‌মন্ত্রান্তর্গত পদ-সমূহের স্বরাদিসাধন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট; বিশেষ এই যে "যাভিঃ" পদটীর বিভক্তিস্বর, "সাবেকাচঃ" সূত্রানুসারে উদাত্ত হয়, কিন্তু "নগোশ্বন্‌সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। (১ম —২৩সূ—১৭ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও বলিতে পারি। ভগবদ্ভাবে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিলে, ভগবানের সহিত অপ্‌দেবতার কি সম্বন্ধ, সেই দেবতা কি ভাবে ভগবৎ-সমীপে অবস্থিত আছেন, তাহা বুঝা যায়। আবার উভয়কে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া মনে করিলে, দুইয়ের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, তাহাও প্রতীত হয়। ফলতঃ, ভগবান হইতে ভগবদ্বিভূতি যে পৃথক নহে, অপিচ দেববিভূতিগণের পরস্পরের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—এ ঋকের তাহাই মুখ্য লক্ষ্য।

ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে অপ্‌দেবতা, জ্ঞানের সহিত আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আপনি আমাদিগের যজ্ঞাদি-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া দেন। স্নেহ-কারুণ্যাদি স্নিগ্ধভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।' (১ম—২৩সূ—১৭ঋ)।

—— ০ ——

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্)।

অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ১৮ ॥

• ৮ •

পদ-বিশ্লেষণং।

অপঃ। দেবীঃ। উপ। হ্বয়ে। যত্র। গাবঃ। পিবন্তি। নঃ।

সিন্ধুঽভ্যঃ। কর্ত্বং। হবিঃ ॥ ১৮ ॥

• ৮ •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপঃ' (সম্বন্ধরূপাঃ) 'দেবীঃ' (দেবতাঃ) 'উপ' (সমীপে) 'হ্বয়ে' (আহ্বয়ামি); 'যত্র' (যাসু অপ্‌সু) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি—অমৃতমিতি শেষঃ), যদ্বা 'যত্র' (অপ্‌সু সমীপবর্ত্তিষু) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'নঃ' (অস্মান্) 'পিবন্তি',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

('অধিকুর্ব্বন্তি'); 'সিন্ধুভ্যঃ' (অপ্তো-দেবতাভ্যঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং, অর্চ্চনং, অনুসরণং ইত্যর্থঃ) 'কর্ত্ব' (কর্ত্তব্যং)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন অপ্‌দেবতায়াঃ স্বরূপং বয়ং জানীমঃ; তত্রৈব অমৃতং প্রাপ্নুয়ামঃ; অতঃ তাসাং অনুসরণং কর্ত্তব্যং। (১ম ২৩সূ—১৮ঋ)।

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে সমীপে আহ্বান করিতেছি; যে অপ্‌দেবতার অভ্যন্তরে আমাদিগের জ্ঞানসমূহ, অমৃত পান করিয়া থাকে; অথবা, যে দেবতা সমীপবর্ত্তিনী হইলে জ্ঞান-সমূহ আমাদিগকে অধিকার করে; সেই অপ্-দেবতার উদ্দেশে অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসাহায্যে অপ্-দেবতার স্বরূপ আমরা জ্ঞাত হই; সেখানেই অমৃত প্রাপ্ত হই; অতএব তাঁহার অনুসরণ কর্ত্তব্য।)॥ (১ম-২৩সূ—১৮ঋ)।

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্য।

নোঽস্মদীয়া গাবো যত্র যাসু অপ্সু পিবন্তি। পানং কুর্ব্বন্তি। তা অপো দেবীরুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। সিন্ধুভ্যঃ স্যন্দনশীলাভ্যোঽদ্ভ্যোদেবতাভ্যো হবিঃ কর্ত্ব। অস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং॥

অপঃ। উড়িদমিত্যাদিনা শস উদাত্তত্বং। পিবন্তি। পাঘ্রেত্যাদিনা পিবাদেশঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতৈর্যদ্যদীত্যাদিনা নিঘাতাভাবঃ। কর্ত্বং। ডুকৃঞ্ করণে। কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ। পা০ ৩।৪।১৪। ইতি কর্ম্মণি ত্বন্ প্রত্যয়ঃ। গুণঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের গাভীগণ, যে জল-সমূহ পান করিয়া থাকে, সেই জলদেবী-সমূহকে আমি আহ্বান করিতেছি। ক্ষরণশীল জল-দেবতা-সমূহের নিমিত্ত 'হবিঃ' আমাদের করা উচিত।

"অপঃ" এই পদটীতে "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'শস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "পিবন্তি" এই পদটীতে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'পা' ধাতুর স্থানে 'পিব' আদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু ধাতুস্বরবশতঃ আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিষেধ থাকায় "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হয় নাই। "কর্ত্বং" এই পদটী, করণার্থবিশিষ্ট 'ডুকৃঞ্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ" (পা০ ৩.৪.১৪) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে 'ত্বন্' প্রত্যয়ে গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিৎস্বর হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)॥

০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ (২৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

—০:‡ : ‡:০—

এই ঋকের অন্তর্গত "যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ" বাক্যের অর্থ লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। প্রধানতঃ সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'আমাদিগের গরু-সকল যে জল পান করে।' তদনুসারে ঋকের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'আমাদের গাভীরা যে জল পান করে,—সেই জলদেবীকে আমরা আহ্বান করি। প্রবহমানা নদীকে আমাদের হবির্দান করা কর্ত্তব্য'।

গরুতে জল পান করে অতএব তিনি দেবী এবং আরাধ্যা,—এরূপ অর্থ কল্পনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অল্প-মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ ঋকে পূর্ব্বোক্তভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত আছে। ঋগ্বেদের যে যে স্থলে 'গো' শব্দের ব্যবহার আছে, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, 'গো' শব্দে 'গরু' না বুঝাইয়া, কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এখানে, এ ঋকে, 'গাবঃ' শব্দে জ্ঞান-সমূহকেই বুঝাইতেছে। বিষয় বিশেষের জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান বলা যায় না। নানা বিষয়ের নানারূপ জ্ঞান সঞ্জাত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে 'গাবঃ' পদ সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের বিবিধ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে অমৃত পান করিতে সমর্থ হই, এখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে। জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইলে আমাদের অমৃত-পান সম্ভবপর হয়। পক্ষান্তরে, জলদেবতার স্বরূপ অবগত হইলে, জ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। দুইরূপ অর্থেই একই ভাব অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ, গরুর জলপানের কোনই সম্বন্ধ নাই; জ্ঞান সাহায্যে দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। এইরূপ অর্থে 'অপ্'-দেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটী ঋকের মধ্যেই যে অভিন্ন ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা প্রতীত হইবে। (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)।

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। একোনবিংশী ঋক্)।

অপ্স্ব১ন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।

দেবা ভবত বাজিনঃ॥ ১৯॥ *

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ্ ঽসু। অন্তঃ। অমৃতং। অপ্ ঽসু। ভেষজং। অপাং।

উত। প্রঽশস্তয়ে। দেবাঃ। ভবত। বাজিনঃ॥ ১৯॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্সু' (অপ্‌দেবতাসু সত্ত্বেষু ইত্যর্থঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'অমৃতং' (সুধা) অস্তি ইতি শেষঃ; 'অপ্সু' (অপ্‌দেবতাসু সত্ত্বেষু ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ঔষধং) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ, অতএব) 'অপাং' (অপ্‌দেবতানাং) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশংসার্থং, অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (অস্মাকং অন্তরস্থাঃ হে দেবভাবাঃ) 'বাজিনঃ' (ত্বরাযুক্তাঃ) 'ভবত' (স্থঃ)। অপ্‌দেবতা (সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) হি ব্যাধিনাশিকা অমরত্বপ্রদাঃ; অতঃ, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! ত্বরয়া তাসাং অনুসরণপরায়ণীঃ ভবত যূয়মিতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

---

* এই ঋকের অন্তর্গত "অপ্স্ব১ন্তরমৃতমপ্সু" বাক্যের মধ্যে অনুদাত্ত স্বরযুক্ত একটী '১' সংখ্যা রহিয়াছে। ঐরূপ কোথাও '২' এবং কোথাও '৩' প্রভৃতি সংখ্যাও দৃষ্ট হইবে। এ সকল সংখ্যার সমাবেশ উচ্চারণ-সূচক। '১'—হ্রস্বের চিহ্ন, '২'—দীর্ঘের চিহ্ন, এবং '৩'—প্লুতের চিহ্ন। ব্যঞ্জন-বর্ণ অর্দ্ধ-মাত্রায় উচ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দবিশেষের উচ্চারণ-স্থলে ঐরূপ সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। যথা,—"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং॥" এরূপ উচ্চারণ-চিহ্ন ব্যবহার-বিষয়ে নানারূপ বিধি আছে। এ বিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। আরম্ভে 'ওঁ' থাকিলে, তাহার উচ্চারণ প্লুত হয়। অর্থাৎ তিন মাত্রা (বার) 'ওঁ' উচ্চারণ করিলে প্লুতের উচ্চারণ সমাপ্ত হয়। যেমন, "ওঁ৩অগ্নিমীলে পুরোহিতং" উচ্চারণ-কালে 'ওঁ – ওঁ – ওঁ' ইত্যাদিরূপ উচ্চারণের প্রয়োজন হয়। যজ্ঞকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, 'যে' পদটী প্লুতরূপে এবং তদ্রূপে প্রযুক্ত অন্ত্য-পদের 'ওঁ' প্লুত হয়। এইরূপ প্লুতাদি উচ্চারণের বহু নিয়ম আছে। যেখানে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে, তাহা দেখিয়া পাঠকগণ উচ্চারণ স্থির করিয়া লইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

অপ্-দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) সুধা রহিয়াছে; অপ্-দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) ভেষজ বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব, অপ্-দেবতাগণের অনুসরণের নিমিত্ত, হে আমাদিগের অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ, তোমরা ত্বরান্বিত হও। (ভাব এই যে,—অপ্-দেবতা (সত্ত্বভাব) ব্যাধিনাশক ও অমরত্বপ্রদ; অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা ত্বরায় তাঁহার অনুসারী হও।)॥ (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্সু জলেষ্বন্তর্মধ্যেঽমৃতং পীযূষং বর্ত্ততে। তস্তাব্বিকারত্বাৎ। অমৃতং বা আপ ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। তথৈবাপ্সু ভেষজমৌষধং বর্ত্ততে। ক্ষুদ্রোগনিবর্ত্তকস্যান্নস্যাপ্‌কার্য্যত্বাৎ। উত অপি চ তাদৃশীনামপাং দেবতানাং প্রশস্তয়ে প্রশংসার্থং হে দেবা ঋত্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ। এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ব্রাহ্মণা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাজিনো বেগবন্তো ভবত। শীঘ্রং স্তুতিং কুরুতেত্যর্থঃ॥ অপ্সু। উড়িদমিত্যাদিনা সপ্তম্যা উদাত্তত্বং। সংহিতায়ামুদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। অমৃতং। নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ। পা০ ৬।২।১১৬। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। প্রশস্তয়ে। তাদৌ চ নিতি। পা০ ৬।২।৫০। ইতি গতেঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

জলের মধ্যে অমৃত অর্থাৎ স্বর্গীয় সুধা বর্ত্তমান আছে। যেহেতু, ঐ সুধা জলেরই বিকারমাত্র। উক্ত বিষয় অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, 'অমৃতং বা আপঃ' ইতি অর্থাৎ জলই অমৃত। (এই শ্রুতিতে বৈ এই নিশ্চয়ার্থ অব্যয় শব্দ দ্বারা যেই জল সেই অমৃত এইরূপ অভেদ অর্থ বুঝাইতেছে।) ঐরূপে জলেতে ঔষধও বর্ত্তমান আছে। কারণ, ক্ষুধারূপ রোগ-নিবারক যে অন্ন, তাহা জলের কার্য্য (অর্থাৎ জল হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়)। অতএব, সেই প্রকার গুণ-সম্পন্ন অপ্ (জল) দেবতাগণের প্রশংসার জন্য, হে দেবস্বরূপ ঋত্বিক্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ! 'এখানে যে দেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ যে দেবতা, তাহার প্রমাণ অন্য শ্রুতিতে বলিতেছেন যে 'এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ব্রাহ্মণাঃ' অর্থাৎ যাহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারাই প্রত্যক্ষদেবতা।' (আপনারা) সত্বর হউন। অর্থাৎ শীঘ্রই (তাঁহাদের) স্তব করুন। 'অপ্সু' এই পদে 'উড়িদং' (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে সপ্তমী উদাত্তস্বর হইয়াছে। আর 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতঃ (পা০ ৮।২।৪) এই নিয়মানুসারে সংহিতাতে স্বরিত নামক স্বর হইয়াছে। 'অমৃতং' এই পদে নঞ্‌ তৎপুরুষ হওয়ায় 'নঞোজরমরমিত্রমৃতাঃ' (পা০ ৬।২।১১৬) এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের (অর্থাৎ মৃত পদের) আদি-স্বর উদাত্ত। 'প্রশস্তয়ে' এই পদে 'তাদৌ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিস্বরত্বং। ভবত। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবং ইতি পূর্ব্বস্য আমন্ত্রিতস্য অবিদ্যমানবত্বেন পাদাদিত্বাৎ ন নিঘাতঃ॥ (১ম - ২৩সূ—১৯ঋ)॥

• • •

ঊনবিংশ (২৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে সাধারণ-দৃষ্টিতে জলের এবং পক্ষান্তরে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। জল যে অমৃত-স্বরূপ, ব্যাধিনাশক, জল-চিকিৎসার (Hydropathy) প্রবর্ত্তনার মূল যে এই ঋক্, এক দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আবার জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়া যে পরম-জ্ঞান লাভ হয়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এখানে দুই দিকে দুই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। যাঁহারা যে স্তরের উপাসক, তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিবেন। একপক্ষে, জলকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়িবে; অন্যপক্ষে, যাঁহারা সাধনায় একটু উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জলের মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

আমরা অপ্ শব্দে সত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সত্ত্ব ভাবের মধ্য দিয়া যে অমৃত লাভ হয়, সে দৃষ্টিতে সেই নিত্য সত্য প্রতিভাত দেখি।

এই ঋকের অন্তর্গত 'দেবাঃ' শব্দে কেহ কেহ ঋত্বিকগণের সম্বোধন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। পুরোহিত যেন ঋত্বিক্‌গণকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেবগণ (দেবাঃ)! তোমরা শীঘ্র পূজার জন্য প্রস্তুত হও।' কিন্তু আমরা তদ্রূপ আহ্বান সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অন্তরস্থ দেবভাব-সমূহকে সাধক এখানে 'দেবাঃ' বলিয়া সম্বোধন

চ নিতি' (পা০ ৬।২।৫০) এই নিয়মে গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ভবত' এই পদের পূর্ব্বে আমন্ত্রিত 'দেবাঃ' এই পদ থাকায়, 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' (পা০ ৮।১।৭২) এই নিয়মহেতু উহা অবিদ্যমানের ন্যায় হইয়াছে। অতএব ঐ 'ভবত' পদ, পাদের আদিস্থিত হওয়ায় নিঘাত-স্বর হইল না॥ (১ম - ২৩সূ — ১৯ঋ)॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। তিনি যখন দেবতত্ত্ব—জলদেবতার মাহাত্ম্য—অবগত হইতে পারিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার অন্তরস্থিত দেবভাব-সমূহকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছেন। দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, দেবতা-বিষয়ে সত্যজ্ঞান সঞ্জাত হইলেই, দেবারাধনায় মানুষের প্রবৃত্তি আসে। (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

—•—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

কারীর্য্যামুত্তমস্যাজ্যভাগস্যাপ্সু ম ইত্যোষানুবাক্যা। বর্ষকামেষ্টিরিতি খণ্ডেঽপ্স্বগ্নে সধিষ্টব দপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ। আ০ ২।১৩। ইতি সূত্রিতং। বিংশীমৃচমাহ।

• • •

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। বিংশী ঋক্।)

অপ্সূ মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥ ২০॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ্ৎসু। মে। সোমঃ। অব্রবীৎ। অন্তঃ। বিশ্বানি। ভেষজা।
অগ্নিং। চ। বিশ্বৎশম্ভুবং। আপঃ। চ। বিশ্বৎভেষজীঃ॥ ২০॥

• • •

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

কারীরী—কাম্যযাগবিশেষ। তাহাতে শ্রেষ্ঠ আজ্য ভাগ সম্বন্ধে 'অপ্সু মে' এই মন্ত্র, অনুবাক রূপে পঠিত হয়; (অতএব) বর্ষকামেষ্টি খণ্ডে (অর্থাৎ যে প্রকরণে বৃষ্টি-কামনায় যাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে) "অপ্স্বগ্নে সধিষ্ট বাপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ"। (আ০ ২।১৩) এইরূপ সূত্রিত করা হইয়াছে।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্সু' (অপ্‌দেবতাসু, সত্ত্বেষু) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'ভেষজা' (ভেষজানি, ঔষধানি) 'চ' (তথা তাসু) 'বিশ্বশম্ভুবং' (সর্ব্বস্য সুখকরং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং জ্ঞানস্বরূপং) বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ ; 'সোমঃ' (অস্মাকং অন্তর্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ, ভক্তিভাবঃ, পরং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'মে' (মহ্যং) 'অব্রবীৎ' (কথিতবান্) ; 'চ' (অতএব) 'আপঃ' (অপ্‌দেবতাঃ) 'বিশ্বভেষজীঃ' (সর্ব্বভেষজ-বিশিষ্টাঃ, সকলমঙ্গলালয়াঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। অন্তরস্থাঃ সদ্‌বৃত্তিনিচয়াঃ অপ্‌দেবতায়াঃ স্বরূপং জানন্তি, তত্রৈবসুখারোগ্যাদিসম্পদঃ বিদ্যন্তে—ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—২০ঋ)।

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

অপ্‌দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) সর্ব্বপ্রকার ভেষজ আছে; এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বসুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান আছেন; সোম (আমাদিগের অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব, পরাজ্ঞান) আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন, অতএব, অপ্‌দেবতাগণ সকল মঙ্গলের আলয় হয়েন। (ভাব এই যে,—অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তিনিচয় অপ্‌-দেবতার স্বরূপ জানেন; তাহাতেই সুখারোগ্যাদি সম্পৎসমূহ বিদ্যমান্ আছে।) ॥ ২০ ॥

° ° °

সায়ণ ভাষ্যং।

অপ্সু জলেষ্বন্তর্মধ্যে বিশ্বানি ভেষজা সর্ব্বাণ্যৌষধানি সন্তীতি মে মহ্যং মন্ত্রদর্শিনে ঋময়ে সোমো দেবোঽব্রবীৎ। তথা বিশ্বশম্ভুবং সর্ব্বস্য জগতঃ সুখকরমেতন্নামকং চাগ্নিং চাপ্সু বর্ত্তমানং সোমোঽব্রবীৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ। অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংস ইত্যনুবাকে সোঽপঃ প্রাবিশদিত্যগ্নেরপ্সু প্রবেশমামনন্তি। লতাগুল্মবৃক্ষমূলাদীনামৌষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলবর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং। বিশ্বভেষজীঃ। বিশ্বানি ভেষজানি যাসু তথাবিধা অপোঽপ্যব্রবীৎ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

জলের মধ্যে সকল ঔষধ বর্ত্তমান আছে, ইহা মন্ত্রদর্শনকারী মুনি যে আমি, আমাকে সোম-দেব বলিয়াছেন; এবং সমস্ত জগতের সুখ-সম্পাদক যে অগ্নি, তিনিও জলে বর্ত্তমান আছেন, ইহাও সোমদেব (আমাকে) বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগণ 'অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসঃ' এই অনুবাকে 'সোঽপঃ প্রাবিশৎ' অর্থাৎ তিনি (অগ্নি) জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন;—এই বলিয়া জলমধ্যে অগ্নিদেবের প্রবেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, মূল প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য-সকল, বৃষ্টি জন্য (অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে); অতএব ঔষধ সকল যে জলে থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ। 'বিশ্ব' অর্থাৎ সমস্ত ভেষজ বর্ত্তমান আছে যাহাতে (যে জলে) তাহা, এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস করিয়া "বিশ্বভেষজীঃ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, অপ্‌ অর্থাৎ জল 'বিশ্বভেষজীঃ' (অর্থাৎ সমস্ত ঔষধদ্রব্যের আধার)। ইহাও সোমদেব বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেষজা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। বিশ্বশম্ভুবং। ভবতেরন্তর্ভাবিতণার্থং ক্বিপ্। ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা। বিশ্বে সর্ব্বেঽপি ব্যাপারাঃ সুখকরা যস্ত। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।২।১।১০৬। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। আপঃ। কর্ম্মণি শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। অপ্তৃন্নিত্যাদিনোপধাদীর্ঘঃ। বিশ্বভেষজীঃ। বিশ্বশম্ভুরিতিবৎ। ২০॥

ইতি প্রথমস্থ দ্বিতীয় একাদশো বর্গঃ॥

বিংশ (২৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সাধারণ জলের বিশ্লেষণ মূলক উক্তি এ ঋকে দৃষ্ট হয়। জল ভেষজাদি গুণসম্পন্ন জল সর্ব্বব্যাধিবিনাশক ইত্যাদি উক্তিতে, বর্ত্তমান কালের জল-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিহিত আছে, বুঝিতে পারা যায়। * জলের মধ্যেও যে অগ্নি বিদ্যমান,—এ ঋকে সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হইবেন; আবার অন্যপক্ষে, সকল মঙ্গলনিলয় জ্ঞানের

'ভেষজা' এই পদে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। বিশ্বশম্ভুবং' এই পদে অন্তর্ভাবিতণার্থ ভূ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। (যে কোনও ধাতুর উত্তর ণি, নিচ্ বা ঞি করিলে যেরূপ অর্থ হয়, যদি ঐ সকল প্রত্যয় না করিয়া সেইরূপ অর্থ বুঝান হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ধাতুকে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বলা হইয়া থাকে)। পরে ব্যতিক্রম দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা সমগ্র ব্যাপার সুখজনক হইয়াছে যাহারা এই বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'বহুব্রীহৌ' বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৬ ২।১০৬) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদরূপ বিশ্ব-পদে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'আপঃ' এই পদে শস বিভক্তি প্রাপ্ত হইলেও ব্যতিক্রম হেতু জস্ বিভক্তি হইয়াছে এবং 'অপ্তৃণ' এই সূত্র দ্বারা উপধার দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিশ্বভেষজীঃ' এই পদ 'বিশ্বশম্ভুঃ' এই পদের ন্যায় সিদ্ধ হইবে। ২০।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

* একজন বেদব্যাখ্যাকারী এই ঋকে যে জল-চিকিৎসার হাইড্রোপ্যাথির (Hydropathy) বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অধুনাতন চিকিৎসা পঞ্চবিধ এলোপ্যাথি (সমে বিষম-চিকিৎসা), হোমিওপ্যাথি (সমে সমচিকিৎসা), হাইড্রোপ্যাথি (জলচিকিৎসা) হাইজিনজন (পথ্যমাত্র দ্বারা চিকিৎসা) এবং সাইকোপ্যাথি (ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিয়া চিকিৎসা) আর্য্যজাতি এই সকল প্রকার চিকিৎসাই জানিতেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সর্ব্বব্যাধি-শান্তিকারক ভেষজের সন্ধান—জলদেবতার অর্চনায় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও জানিতে পারিবেন।

এ ঋকে আর একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'সোমঃ' শব্দ। বেদের সোম যে সোমলতা নহে,—এ ঋকে তাহা সপ্রমাণ হয়। "সোমঃ অব্রবীৎ" অর্থাৎ 'সোম বলিয়াছিল',—ইহাতেই সোমের লতা-ভাব দূর হইতেছে। সোমলতা, সোমলতার রস, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ চীৎকার করেন, যাঁহাদের গবেষণা-প্রভাবে পুঁতিকা পর্য্যন্ত ঐ সোম-পর্য্যায়ে গণ্য হয়, তাঁহারা এইবার বুঝুন—সোম কি। 'সোম বলিয়াছিল' বলিতে, পুঁই গাছ বলিয়াছিল—বলিবে কি? এখানেই বুঝা যায়,—'সোম' শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সোম শব্দে আমরা যে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' ভক্তিভাব রূপ অর্থ আমনন করিয়া আসিয়াছি, এখানে সে অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাকে বলিয়াছিল,' 'আমার সদ্বৃত্তি সমূহের সাহায্যে আমি জানিয়াছিলাম', 'আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল'; "সোমঃ অব্রবীৎ" বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়,—দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থিত আছেন। এখানে এ ঋকে, সেই বিষয়ই ব্যক্ত রহিয়াছে।

জলদেবতা যে সর্ব্বপ্রকার ভেষজগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আধি-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ দূরীভূত হয়, আবার তাঁহারই মধ্যে যে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন,—অন্তর ভক্তিযুত হইলে, হৃদয় সদ্ভাবপূর্ণ হইলে, আপনা-আপনিই মানুষ তাহা জানিতে পারে;—সোমরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবই সে তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে। যাঁহারা সে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, জলদেবতা তাঁহাদেরই নিকট 'বিশ্বভেষজীঃ' অর্থাৎ সকলমঙ্গলাময়।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'সোমস্বরূপ আমার অন্তর্নিহিত হে সদ্বৃত্তি-সদ্ভাব আমাকে জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন সে তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যেন সর্ব্ববিধ ব্যাধিশূন্য হই এবং সর্ব্ব জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইয়া পরমমঙ্গল লাভ করি।' (১ম—২৩সূ—২০ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশ সূক্তং। একবিংশী ঋক্)।

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেꣳ মম।

জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ২১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আপঃ। পৃণীত। ভেষজং। বরূথং। তন্বে। মম।

জ্যোক্। চ। সূর্য্যং। দৃশে ॥ ২১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রি দেবতে!) ত্বং 'মম' (প্রার্থনাকারিণো মে) 'তন্বে' (শরীরনিমিত্তং) 'বরূথং' (রোগনাশকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'পৃণীত' (পূরয়ত, অর্পয়িত); 'চ' (অপিচ, এবং সতী নীরোগা বয়ং) 'জ্যোক্' (চিরায়) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, তেজোময়ং জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং সমর্থা ভবাম ইতি শেষঃ)। হে জলাভিমানিদেব! যেন কর্ম্মণা বয়ং নীরোগাঃ সন্তশ্চিরং সৎস্বরূপং জ্ঞানং বিন্দামস্তদেব বিধেহি। (১ম-২৩সূ-২১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। তাহাতে আমরা নীরোগ হইয়া চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে (সর্ব্বতঃ) দর্শন করিতে সমর্থ হই॥ (১ম—২৩সূ—২১ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আপো মম তন্বে শরীরার্থং বরূথং রোগনিবারকং ভেষজমৌষধং পৃণীত। পূরয়ত। কিঞ্চ জ্যোক্ চিরং সূর্য্যং দৃশে দ্রষ্টুং নীরোগা বয়ং শক্নুয়ামেতি শেষঃ॥

পৃণীত। পৄ পালনপূরণয়োঃ। লোণ্মধ্যমবহুবচনং। থস্য তস্থস্থমিপামিতি তাদেশঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বঃ। ঈ হল্যঘোরিতীত্বং। ঋবর্ণাচ্চেতি ণত্বং। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি তিঙঃ স্বরঃ শিষ্যতে। আপ ইত্যস্য আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবত্বে পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বরূথং। বৃঞ্ বরণে। জৄবৃঞ্ভ্যামূথন। উ০ ২৬। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তন্বে। ঙিতি হ্রস্বশ্চ। পা০ ১৪৬। ইতি নদীসংজ্ঞা পাক্ষিকী ইতি আডাগমাভাবঃ। উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে বাভাষেন উদাত্তস্বরিতয়োরিতি স্বরিতত্বং। দৃশে। দৃশে বিখ্যে চ। পা০ ৩.৪.১১। ইতি তুমর্থে নিপাত্যতে॥ ২১॥

০.০

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জল সমূহ! আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত (অর্থাৎ শরীর নিমিত্ত) রোগনাশক ঔষধকে পূরণ (অর্থাৎ বর্দ্ধন) করুন; এবং আমরা যেন চিরকাল নীরোগ হইয়া সূর্য্যদেবকে দেখিতে সমর্থ হই।

"পৃণীতঃ"। এই পদটী পালন ও পূরণার্থবিশিষ্ট 'পৄ' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যমপুরুষের বহুবচন। "তস্থস্থমিপাং" এই সূত্র দ্বারা তাহার স্থানে 'ত' আদেশ এবং "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" এই সূত্র দ্বারা 'শ্না' (না) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" এই সূত্র দ্বারা ধাতুর ঋ-কারের হ্রস্ব, "ঈহল্যঘোঃ এই সূত্র দ্বারা শ্না এর আকারের স্থানে ঈ-কার এবং "ঋবর্ণাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা 'ন' এর ণত্ব হইয়াছে। "সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ" এই নিয়মানুসারে শিষ্টস্বর বলবান বলিয়া তঙের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর হইয়াছে)। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্রানুসারে, "আপঃ" এই সম্বোধনান্ত পদটী পাদের আদিতে আছে বলিয়া, ইহার নিঘাতস্বর হইল না। "বরূথং" এই পদটী বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর "জৄবৃঞ্ভ্যামূথন" (উ০ ২।২৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে 'ঊথন' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "তন্বে" এই পদটী, শরীরবাচক 'তনু' শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তির একবচনে "ঙিতি হ্রস্বশ্চ" (পা০ ১৪।৬) এই সূত্র দ্বারা এক পক্ষে নদী সংজ্ঞা হওয়ায় আট্ (আ) আগমের অভাব হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, "উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে "উদাত্তস্বরিতয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা স্বরিত-স্বরই হইয়াছে। "দৃশে" এই পদের চতুর্থী বিভক্তি, 'দৃশে বিখ্যে চ' (পা০ ৩।৪।১২) এই সূত্রের দ্বারা 'তুন' প্রত্যয়ের অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। (অর্থাৎ, এই 'দৃশে' পদে চতুর্থী বিভক্তি 'তুন' প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত।)। ২১॥

০.০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবিংশ (২৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও সুবোধ্য। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এখানকার প্রার্থনা তাই—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আপনি রোগ-নিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আমি যেন তদ্দ্বারা সুস্থ ও নিরোগ থাকিয়া একান্তচিত্তে আপনার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই।' অর্থাৎ, যে কর্ম্ম-প্রভাবে নীরোগ ও সুস্থদেহ হইয়া সৎস্বরূপ জ্ঞান-লাভে অধিকারী হই, হে দেবতা আপনি আমার পক্ষে তাহাই বিহিত করুন। এ ঋকের অন্তর্গত "সূর্য্যং" শব্দে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই বাক্যের অর্থ—'জ্ঞান-রূপে তিনি যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন।' এ ঋকের অন্তর্গত 'বরূথং' পদে এক নূতন ভাব পরিগ্রহ করা যায়। শত্রু হইতে দূরে গুপ্ত-স্থানে অবস্থিত-রূপ নিরাপদ অবস্থা 'বরূথং' শব্দের দ্যোতক হয়। তদ্দ্বারা শারীরিক ব্যাধি ভিন্ন অন্য শত্রু (রিপু প্রভৃতি) হইতেও আত্মরক্ষা-মূলক প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায় (১ম—২৩সূ—২১ঋ)।

—•—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পশৌ মার্জ্জন ইদমাপঃ প্রবহতেত্যেষা বিনিযুক্তা হুতায়াং বপায়ামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদমাপঃ প্রবহত। আ০ ৩।৫। ইতি। এষৈবাবভৃথেষ্টৌ স্নানে বিনিযুক্তা। পত্নী সংযাজেষ্বেচোক্ত খণ্ডে ইদমাপঃ প্রবহত সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত্বিতি। আ০ ৬।১৩। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে দ্বাবিংশী মৃচমাহ।

• • •

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পশু-মার্জ্জন-বিষয়ে "ইদমাপঃ প্রবহত" এই ঋক্‌টীর বিনিয়োগ হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "হুতায়াং বপায়াং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদমাপঃ প্রবহত" (আ০ ৩।৫।) ইতি। 'অবভৃথ' নামক ইষ্টিতে স্নান বিষয়ে এই ঋকটীই অনুবাক্যরূপে পঠিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আশ্বলায় শ্রৌতসূত্রে "পত্নীসংযাজেষু চ" এই খণ্ডে "ইদমাপঃ প্রবহত সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু" (আ০ ৬।১৩) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। (এক্ষণে) সূক্তের সেই দ্বাবিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্।)

ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং॥ ২২॥

পদ বিশ্লেষণং ঃ

ইদং। আপঃ। প্র। বহত। যৎ। কিং। চ। দুঃইইতং। ময়ি।
যৎ। বা। অহং। অভিদুদ্রোহ। যৎ। বা। শেপে উত। অনৃত॥১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ময়ি' (প্রার্থনাকারিণি) 'যৎকিঞ্চ' (সর্ব্বমেব ইতি ভাবঃ) 'দুরিতং' (পাপং সঞ্জাতমিতি শেষঃ) 'বা' (অথবা) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'যৎ' 'অভিদুদ্রোহ' (বুদ্ধিপূর্ব্বকং যৎ দ্রোহং কৃতবানাস্মি, যদধর্ম্মাচরণং অকরবমিত্যর্থঃ), 'যৎ বা' (অথবা) 'শেপে' (সাধুজনান প্রতি যৎ কুবাক্যপ্রয়োগং কৃতবান) 'উত' (অপিচ) অনৃতং (সত্যরহিতং বাক্যং যদুক্তবানস্মি), তৎ 'ইদং' (সর্ব্বং পাপং) 'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রি দেবতে) 'প্রবহত' (প্রবাহেণ অন্যত্র নয়ত, তৎসর্ব্বং পাপং প্রক্ষালয়ত)। আত্মপরাপনাশপ্রার্থনা-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (হে জলাধিষ্ঠাতৃদেব!) সর্ব্ববিধং পাপং প্রক্ষাল্য মাং পবিত্রং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—২২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী আমাতে যে কিছু পাপ সঞ্জাত হইয়াছে; অথবা, প্রার্থনাকারী আমি, জ্ঞানতঃ যে কোনও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিম্বা আমি সাধুজনের প্রতি যে কোনও কুবাক্য প্রয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি; এবং যাহা কিছু মিথ্যা (অযথা) ব্যবহার করিয়াছি; হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার সেই (এই বিভিন্ন প্রকারের) পাপ-সমূহকে আপনি প্রক্ষালিত করুন। (১ম—২৩সূ—২২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ময়ি যজমানে যৎকিঞ্চ দুরিতমজ্ঞানান্নিষ্পন্নং। বা। অথবাহং যজমানোঽভিদুদ্রোহ। সর্ব্বতো বুদ্ধিপূর্ব্বকং দ্রোহং কৃতবানস্মি। বা। অথবা শেপে। সাধুজনং শপ্তবানস্মীতি যদস্তি। উত। অপি চানৃতমুক্তবানিতি যদস্তি। তাদদং সর্ব্বমপরাধজাতং প্রবহত। মত্তোঽপনীয় প্রবাহেণান্যতো নয়ত।

ময়ি। মপর্য্যন্তস্য ত্বমাবেকবচনে ইতি মাদেশে কৃতোঽতো গুণ ইতি পররূপে চ সতি যোঽচীতি দকারস্য যকারাদেশঃ। একাদেশস্বরেণ মকারাৎ পরস্যাকারস্যোদাত্তত্বং। দুদ্রোহ। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। ণলি গুণে দ্বির্ব্বচনহলাদিশেষাঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ। শেপে। শপ আক্রোশে। লিটি বাত্যয়েন তঙ্। উত্তমৈক-বচনমিট্। টেরেত্বং। অত একহল্মধ্যে। পা০ ৬।৪।১২০। ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্ববৎ নিঘাতাভাবঃ। ২২।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জলসমূহ! যজমানরূপ আমাতে যাহা কিছু পাপ অজ্ঞানতাবশতঃ সঞ্জাত হইয়াছে; অথবা যজমান্ আমি, সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক যে দ্রোহ করিয়াছি; কিম্বা সাধুদিগের প্রতি যে আক্রোশ করিয়াছি; এবং যাহা মিথ্যা বলিয়াছি; সেই অপরাধ সমূহকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রবাহের দ্বারা অন্যত্র লইয়া যান।

"ময়ি" এই পদটী 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির একবচনে "ত্বমাবেকবচনে" এই সূত্র দ্বারা ম-পর্য্যন্তের (অস্মদ্এর অম্ পর্য্যন্তের) স্থানে ম আদেশ করিয়া "অতোগুণে" এই সূত্র দ্বারা পররূপ হইলে, "যোঽচি" সূত্র দ্বারা অস্মদএর শেষ দএর স্থানে য আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার একাদেশ স্বর হেতু ম-কারের পরবর্ত্তী অ-কার উদাত্ত হইয়াছে। 'দুদ্রোহ' এই পদটি জিঘাংসার্থক 'দ্রুহ' ধাতুর উত্তর ণল্ প্রত্যয়ে গুণ করিয়া দ্বিত্ব হ্রস্ব ও হলাদিশেষে সিদ্ধ হইয়াছে। "লিতি" সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। 'শেপে' এই পদটী আক্রোশার্থক 'শপ্' ধাতুর উত্তর লটের ব্যত্যয়ে উত্তম পুরুষের একবচনে ইট প্রত্যয় করিয়া টিএর এত্ব এবং অতএকহল্মধ্যে" (পা০ ৬।৪।১২) ধাতুর এত্ব ও দ্বিত্বের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ যদ্বৃত্তযোগবশতঃ এস্থলেও নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। ২২।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাবিংশ (২৫০) ঋকের বিশদার্থ।

—— (*) ——

এই ঋঙ্মন্ত্রটী জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত অপরাধনাশের প্রার্থনা-মূলক। আমি যত কিছু পাপ-কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সকলপ্রকার পাপ আপনি দূর করুন; আমি যত কিছু অপকর্ম্ম করিয়াছি, আমার সকল অপকর্ম্ম মার্জ্জনা করুন। আমি অনেক সময় সাধুদিগের প্রতি কত কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; হে দেব! আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অনেক সময় অনেক অসত্য বাক্য বলিয়াছি; হে দেব! আমার সে পাপ আপনার কৃপায় বিধৌত হউক। ফলতঃ যত প্রকারে যত প্রকার পাপ সঞ্জাত হইতে পারে, আপনি জলদেবতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া সকল প্রকার পাপ প্রক্ষালন করিয়া দিউন। ইহাই এ ঋকের প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—২২ঋ)।

—— * ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পশাবাহবনীয়োপস্থান আপো অদ্যান্বচারিষমিত্যেষা মনোতায়ৈ সম্প্রেষিত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। এত্যোপতিষ্ঠস্ব আপো অদ্যান্বচারিষং। আ০ ৩৬। ইতি।

তামেতাং সূক্তে ত্রয়োবিংশীমৃচমাহ।

* * *

ত্রয়োবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ত্রয়োবিংশী ঋক্)।

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।

পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ২৩ ॥

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পশুযাগে আহবনীয় ও উপস্থান বিষয় "আপো অদ্যান্বচারিষং" এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে মনোতায়ে সম্প্রেষিতঃ এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"এত্যোপতিষ্ঠস্ব আপো অদ্যান্বচারিষং" (আ০ ৩।৩) ইতি। (এস্থলে) সূক্তের সেই ত্রয়োবিংশ ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

আপঃ। অদ্য। অনু। অচারিষং। রসেন। সং। অগস্মহি।

পয়স্বান্। অগ্নে। আ। গহি। তং। মা। সং। সৃজ। বর্চ্চসা ॥ ২৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পয়স্বান্' (অমৃতবিশিষ্ট, জলদেবতয়া সহ অভিন্ন) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব), 'অদ্য' (অস্মিন দিনে) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) 'অন্বচারিষং' (অনুপ্রবিষ্টোঽস্মি, জলদেবেন সহ তব অচ্ছেদ্যসম্বন্ধং জ্ঞাত ইত্যর্থঃ), 'রসেন' (তত্ত্বজ্ঞানরূপেণ) 'সমগস্মহি' (সঙ্গতাঃ স্মঃ, সম্যক্ মিলিতা বয়মিত্যর্থঃ), 'আগহি' (হে দেব! অভিন্নভাবেন অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ); 'তং' (তথাবিধং জলদেবতয়া সহ তব অভিন্নত্বজ্ঞানসম্পন্ন।) 'মা' (মাং, প্রার্থনাকারিণং) 'বর্চ্চসা' (তেজসা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন সহ) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, জ্ঞানবন্তং কুর্ব্বিতি ভাবঃ)। এষ ঋক্মন্ত্রঃ অগ্নিদেবেন সহ জলদেবতায়া অভিন্নত্বং সূচয়তি। (১ম—২৩সূ—২৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলদেবতার সহিত অভিন্ন (অমৃত-যুক্ত) হে অগ্নিদেব! অদ্য জলদেবতার সহিত আপনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়াছি; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞানরূপ রসের আস্বাদ পাইয়াছি; হে দেব! আপনি (জলদেবতার সহিত অভিন্নভাবে) আগমন করুন; এবং এবম্ভূত প্রার্থনাকারী আমাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করুন। এই ঋক্ মন্ত্রটী অগ্নিদেবের সহিত জলদেবতার অভিন্নত্ব সূচনা করিতেছে। (১ম—২৩সূ—২৩ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অদ্যাস্মিন্ দিনেঽবভৃথার্থমাপোঽন্বচারিষং। জলান্যনুপ্রবিষ্টোঽস্মি। প্রবিশ্য চ রসেন জলসারেণ সমগস্মহি। সঙ্গতাঃ স্ম। হে অগ্নে পয়স্বান্ জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তস্ত্বমাগহি। অস্মিন কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। তং মা তাদৃশং স্নাতং মাং বর্চ্চসা তেজসা সংসৃজ। সংযোজয়।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অদ্য অর্থাৎ এই দিনে অবভৃথের (যজ্ঞান্ত শেষ স্নান) নিমিত্ত জলসমূহে আমি অনুপ্রবিষ্ট হইতেছি। প্রবেশ করিয়া রস অর্থাৎ জলের সার বস্তুর সহিত আমরা সম্মিলিত হইতেছি। হে অগ্নিদেব! আপনি জলে অবস্থিত; অতএব, এই (আমাদিগের অনুষ্ঠিত) কর্ম্মে জলযুক্ত হইয়া আগমন করুন। তাদৃশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নাত যে আমি, সেই আমাকে (স্বীয়) তেজের দ্বারা (এই কর্ম্মে) সংযোজিত করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপঃ। কর্ম্মণি শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। অচারিষং। চর গত্যর্থঃ। লুঙি চ্লেঃ সিচ্ আর্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ। পা০ ৭।২।৩৫। ইতীট্। নেটি। পা০ ৭।২।৪। ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধে প্রাপ্তে তদপবাদত্বাদতো ল্রান্তস্য। পা০ ৭।২।২। ইত্যুপধায়া বৃদ্ধিঃ। অগস্মহি। সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাং। পা০ ১৩।২৯। ইত্যাত্মনেপদং। চ্লেঃ সিচ্। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুগভাবশ্ছন্দসঃ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাদিতীট্প্রতিষেধঃ। বা গমঃ। পা০ ১২।১৩। ইতি সিচঃ কিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। গহি। লোটি গমেঃ সিপো হিঃ। অপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অতো হেরিতি লুক্ ভবতি। অসিদ্ধবদত্রাভাদিতি মলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ। ২৩॥

* * *

ত্রয়োবিংশ (২৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এ ঋকের ভাব-পরিগ্রহ একটু আয়াস-সাপেক্ষ। 'অপ্' দেবতাই এ ঋকের লক্ষ্য বটে; কিন্তু সম্বোধন অগ্নিকে করা হইয়াছে। তাহাতে অগ্নিদেবের সহিত অপ্ দেবের একাত্মত্ব সূচিত হয় "পয়স্বান্" শব্দ অগ্নি-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—ভাষ্যকারগণ সকলেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া

"আপঃ" এই পদটীতে, কর্ম্মকারকে 'শস' প্রত্যয়ের প্রাপ্তিতে পরিবর্ত্তে 'জস' বিভক্তি হইয়াছে। "অচারিষং" এই পদটী, গত্যর্থক 'চর ধাতুর উত্তর লুঙের চ্লি এর স্থানে 'সিচ্' করিয়া "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ" (পা০ ৭ ২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা ইট্ (ই) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "নেটি" (পা০ ৭ ২ ৪) এই সূত্র দ্বারা বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহার নিষেধ হেতু "অতো ল্রান্তস্য" (পা০ ৭।২।২) এই সূত্র দ্বারা উপধা-স্বরের (চ-রের অ-কারের) বৃদ্ধি হইয়াছে। "অগস্মহি" এই পদটীতে, "সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাং" (পা০ ১৩২০) এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইয়া চ্লি-এর স্থানে সিচ, "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ছান্দস-প্রযুক্ত চ্লি-লোপের অভাব হইয়াছে। এস্থলে "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" এই সূত্র দ্বারা ইট্ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং "বা গমঃ" (পা০ ১ ২।১৩) এই সূত্র দ্বারা সিচ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিক বর্ণের লোপ হইয়াছে। "গহি" এই পদটী, গত্যর্থক 'গম্' ধাতুর উত্তর লোট বিভক্তির সিপের স্থানে 'হি' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'হি' এর পিত্ত্ব না হইয়া ঙিত্ত্ব হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্রে দ্বারা অনুনাসিকের (ম-এর) লোপ হইয়াছে এবং "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই নিয়মে ম-লোপ অসিদ্ধবৎ হওয়ায়, "অতো হেঃ" এই সূত্র দ্বারা হি এর লোপ হয় নাই। ২৩।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে উহাকে 'অগ্নে' পদেরই বিশেষণ কল্পনা করা হইল। অথবা,—'হে অগ্নে! ত্বং পয়স্বান্';—ইত্যাদিরূপ অন্বয় করিলেও চলিত। তাহাতেও মূলে একই অর্থ দাঁড়ায়। 'পয়স্বান্' অগ্নিদেব হইলেই জলদেবতার সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব বুঝা যায়। তার পর, ঋকের বিবেচ্য—'অপ্সু' শব্দ। 'অন্বচারিষং' শব্দে 'অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি' ভাব আসে। 'অপ্সু অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি'—ইহাতে কি বুঝায়? জলদেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটী ঋকের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি,—জলের মধ্যে অগ্নি আছেন, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এখানে যেন বলা হইতেছে,—'আমি আজ শুভক্ষণে এই ঋঙ্মন্ত্র কয়েকটী উচ্চারণ করিয়াছি; যাহার ফলে তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব আজ আমার উপলব্ধ হইয়াছে—তোমার মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি; তুমি অগ্নিদেব যে জলদেবতার সহিত অভিন্ন, আজ তাহা বুঝিয়াছি; বুঝিয়া, অভিন্ন-ভাবে তোমাদিগের করুণা প্রার্থনা করিতেছি।' কেহ কেহ 'অন্বচারিষং' পদে 'স্নান করিয়াছি',—এই অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এখানে জলদেবতার সহিত অগ্নিদেবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জাত হইয়াছে,—এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়।

"রসেন সমগস্মহি" বাক্যে জলের সহিত মিলিত হওয়ার ভাব আসে না। এখানে 'রসেন' শব্দে 'তত্ত্বজ্ঞানরূপ রসের' এবং 'সমগস্মহি' শব্দে 'সম্যক্ রূপে মিলিত হওয়া' অর্থই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ,—'তোমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, পরম তত্ত্বজ্ঞানলাভরূপ আনন্দ-রসে হৃদয় অভিষিক্ত হয়',—এইরূপ ভাবই আমনন করা যাইতে পারে। 'আগহি' ক্রিয়াপদে 'তুমি অভিন্নভাবে এস, আমাদের সম্বন্ধে অভিন্ন-ভাব সঞ্জাত হউক,'—এইরূপ অর্থই মনে আসে। ঋকের 'ত্বং' শব্দে সেই অভিন্ন জ্ঞানসম্পন্নতার বিষয়ই সূচনা করিতেছে। "বর্চ্চসা সংসৃজ" বাক্যে 'আমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যোজনা করুন অর্থাৎ আমি যেন শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে জ্ঞানী হই', এই ভাব প্রকাশ পায়।

এ ঋকের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, সে সকল অর্থের বিষয় এবং আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম; তাহার বিষয় তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুধিগণ কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা স্থির করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইবেন। পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। * (১ম—২৩সূ—২৩ঋ.)।

—— * ——

চতুর্ব্বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। চতুর্ব্বিংশী ঋক্)।

সং মাগ্নে বর্চ্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা।

বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎসহ ঋষিভিঃ ॥ ২৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। মা। অগ্নে। বর্চ্চসা। সৃজ। সং। প্রঽজয়া। সং। আয়ুষা।

বিদ্যুঃ। মে। অস্য। দেবাঃ। ইন্দ্রঃ। বিদ্যাৎ। সহ। ঋষিঽভিঃ ২৪।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'মা' (মাং) 'বর্চ্চসা' (তেজসা, জ্ঞানেন) 'প্রজয়া' (সন্তত্যা, লোকানুরাগেণ) 'আয়ুষা' (আয়ুর্ব্বর্দ্ধনেন, সৎকর্ম্মপরত্বেন) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, বর্চ্চঃপ্রজায়ুংষি বর্দ্ধয়, অথবা, জ্ঞানেন, লোকানুরাগেণ, সৎকর্ম্মণা সহ আয়ুর্বৃদ্ধিং কুরু ইতি ভাবঃ); 'অস্য মে' (প্রার্থনাকারিণঃ অনুষ্ঠানমিতি যাবৎ) 'দেবাঃ' (দেবানিবহাঃ). 'বিদ্যুঃ' (জানীয়ুঃ), 'ঋষিভিঃ সহ' (অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃভিঃ সহ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, পরমেশ্বরঃ) 'বিদ্যাৎ' (জানীয়াৎ)। অহং এবম্ভূতঃ সৎকর্ম্মকর্ত্তা স্যাং যৎ কর্ম্ম পরমেশ্বরসামীপ্যং লভতে। (১ম—২৩সূ—২৪ঋ)।

* * *

---

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—(১) "অদ্য আমি যজ্ঞান্তে স্নান করিতে জলে অবগাহন করিয়াছিলাম এবং জলের যে সার তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে জলমধ্যস্থিত তেজঃ-পদার্থ তুমি আমাকে তেজস্বী কর; কারণ আমি স্নান করিয়াছি।" (২) "অদ্য (স্নান-হেতু) জলে প্রবেশ করিতেছি, জলরসে সঙ্গত হইয়াছি; হে জলস্থিত অগ্নি! আইস, আমাকে তেজঃপূর্ণ কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমার তেজঃ (জ্ঞান), সন্ততি এবং আয়ুঃ আপনি বর্দ্ধিত করুন। আয়ুঃ, সন্ততি ও তেজঃসম্পন্ন আমার কর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহ যেন দেবগণের প্রীতিসাধন করে, এবং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণের সহিত সেই পরমেশ্বর ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হয় (ম—২০সূ—১৫৭)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে বর্চ্চঃ প্রজায়ুর্ভির্ম্মাং সংযোজয়। দেবাঃ সোমপাভারোহস্য মে যজমানস্য বিদ্যুঃ। অনুষ্ঠানং জানীয়ুঃ। কিঞ্চ। ইন্দ্রশ্চ ঋষিগণৈঃ সহ মমানুষ্ঠানং বিদ্যাৎ। জানীয়াৎ।

বিদ জ্ঞানে। লিঙি ঝের্জ্জুস্। পা০ ৩।৪।১০৮। যাসুট্। লিঙঃ সলোপঃ। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ। উস্যপদান্তাৎ। পা০ ৬।১।৯৬। ইতি পররূপত্বং। যাসুটঃ উদাত্তত্বেনৈকাদেশ উকারোহপ্যুদাত্তঃ। অস্য। ইদমোহন্বাদেশ ইত্যশনুদাত্তঃ। বিভক্তিরপি সুপ্ত্বেনানুদাত্তা। সহ ঋষিভিরিত্যত্র ঋত্যকঃ। পা০ ৬।১।১২৮। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। ২৪।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাদশো বর্গঃ। ১২।

ঋক্সংহিতায়াং প্রথমমণ্ডলে পঞ্চমোহনুবাকঃ সমাপ্তঃ। ৫।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি, আমাকে তেজঃ, প্রজা ও আয়ুর সহিত সংযোজিত করুন। সোমপানকারী দেবগণ, যেন যজমান্ আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন। আরও, ইন্দ্রদেবও যেন ঋষিদিগের সহিত আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন।

"বিদ্যুঃ" এই পদটী, জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তির 'ঝি'এর স্থানে "লিঙিঝের্জ্জুস্" সূত্রানুসারে 'যাসুট্' আদেশে "লিঙঃ সলোপঃ" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র দ্বারা স-কারের লোপ এবং "উস্যপদান্তাৎ" (পা০ ৬।১।৯৬) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যাসুট্' প্রত্যয় উদাত্ত বলিয়া, তাহার একাদেশে উ-কারটী ও উদাত্ত হইয়াছে। অস্য এই পদটীর "ইদমোহন্বাদেশে" এই নিয়মে 'অশন' (অ-কার) উদাত্ত এবং সুপ্ বলিয়া বিভক্তিস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "সহ ঋষিভিঃ" এস্থলে সমাসাদি না হইয়া "ঋত্যক" (পা০ ৬।১।১২৮) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে। ২৪।

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১২।

ঋকসংহিতাতে প্রথম মণ্ডলে পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত। ৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্ব্বিংশ (২৫২) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়,—এ ঋকের প্রার্থনায় শক্তি, সন্তান-সন্ততি এবং আয়ুর্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; আর প্রকাশ পাইয়াছে,—আমার আড়ম্বর-পূর্ণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যেন দেবগণের জানিত হয় এবং ঋষিগণ ও ইন্দ্রদেব যেন তাহা জানিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সাধারণ স্তরের প্রার্থীর পক্ষে ঐরূপ প্রার্থনাই সম্ভবপর হয়। মানুষ-ভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা ঐরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চ-স্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনাই আবার আর এক উদার উচ্চভাব প্রকাশ করে। তখন 'বর্চ্চনা' শব্দে 'সাধারণ তেজঃ বা শক্তি' অর্থ সূচনা করে না; তখন ঐ শব্দের অর্থ হয়,—'জ্ঞানরূপ শক্তি বা তেজঃ।' 'প্রজয়া' পদের অর্থ তখন আর কেবল আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; তখন ঐ পদে প্রজা-মাত্রকেই, মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দর্শনের ভাব আমনন করে। 'আয়ুষা' শব্দে তখন আর বৃথা আয়ুর্ব্বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না; ঐ শব্দে তখন সৎকর্ম্মশীল আয়ুর আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'অস্য মে' শব্দদ্বয়ে তখন আর প্রার্থনাকারীর অন্তরূপ অনুষ্ঠানের ভাব ব্যক্ত হয় না। তখন 'অস্য' শব্দে পূর্ব্বকথিতরূপ সমষ্টিভূত জ্ঞান, লোকানুরাগ ও সৎকর্ম্মশীল আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়। 'দেবাঃ বিদুঃ' বাক্যে 'দেবগণ জানুন' অথবা 'দেবভাবনিবহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হউক',—এই ভাব আসিতে পারে। "ঋষিভিঃ সহ ইন্দ্রঃ বিদ্যাৎ" বাক্যে এই বুঝায় যে,—'আমার জ্ঞান, আমার লোকানুরাগ, আমার সৎকর্ম্মনিবহ, আমার ত্যাগশীলতা প্রভৃতি এমন হউক যাহার প্রতি ঋষিগণের ও ইন্দ্রদেবের শুভ-দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যিনি যে গুণে গুণান্বিত, যিনি যে ভাবে ভাবান্বিত, তাঁহার দৃষ্টি—তাঁহার অনুরাগ, সেই গুণের—সেই ভাবের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, এখানকার ভাব এই যে,—'আমি যেন অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষিগণের ন্যায় ত্যাগশীল ও সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; সেই ঋষিগণের দৃষ্টি যেন আমার প্রতি নিপতিত হয়,—তাঁহারা যেন আমার কর্ম্ম, আমার ত্যাগশীলতা দর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমুগ্ধ হন। আমার কর্ম্ম যেন ইন্দ্রাদি দেবগণের পরিজ্ঞাত হয়; অর্থাৎ আমার কর্ম্ম দেবোদ্দেশ্যে বিহিত হওয়ায় তৎপ্রতি যেন দেবতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ, আমি যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্ম ভগবানের প্রিয় অর্থাৎ ভগবৎ-সংশ্রবযুক্ত হয়।' মানুষ প্রথমে শক্তিসামর্থ্য চায়, আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা করে এবং সন্তান-সন্ততির জন্য লালায়িত হয়। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে, আয়ুঃ শক্তি ও সন্তান-সন্ততি চাহিতে চাহিতে, ভগবদনুকম্পা প্রাপ্ত হয়। এখানে সে ভাবও ব্যক্ত আছে; আবার যাঁহারা আয়ুঃ শক্তি ও সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি প্রার্থনার অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এই প্রার্থনাতেই তাঁহাদের প্রার্থনা অন্যরূপ ভাব ব্যক্ত করে। তাঁহারা ঐহিকের কোনও সুখ-সম্পদের কামনা না করিয়া, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়াই, ভগবানের সামীপ্য-সাযুজ্য লাভের উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এক পক্ষ ভাবিতে পারেন,—ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আমায় শক্তি-সামর্থ্য দেও, আমায় সন্তান-সন্ততি দেও, সুখভোগের জন্য আমায় দীর্ঘায়ু দেও।' অপর পক্ষ আবার ভাবিতে পারেন,—এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আমায় সত্য জ্ঞান দেও; হে দেব! আমার অন্তরে লোকানুরাগ বর্দ্ধিত কর; আর হে দেব! আমায় ঋষিগণের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল আয়ুঃ প্রদান কর।' সাধারণ অসাধারণ দুই শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই দুই ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া এ ঋক প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—২৩সূ—২৪ঋ)॥

—*—

চতুর্ব্বিংশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠেঽনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র কস্য নূনমিতি পঞ্চদশর্চ্চং প্রথমং সূক্তং। অজীগর্ত্তপুত্রস্য শুনঃশেপস্যার্ষ্যং। ত্রৈষ্টুভং। অভি ত্বা দেবেতি তৃচো গায়ত্রঃ। আস্তায়া

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকে সপ্ত (সাতটী) সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সূক্ত 'কস্যনূনম্' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্-বিশিষ্ট। তাহার ঋষি অজীগর্ত্ত মুনির পুত্র শুনঃশেপ নামক মুনি। ত্রিষ্টুভ ছন্দঃ। 'অভিত্বা দেব' ইত্যাদি তিনটী ঋকের ছন্দঃ গায়ত্রী। প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিরুক্তত্বাৎ প্রজাপতির্দেবতা। অগ্নের্বয়মিত্যস্যাগ্নিঃ। অভি ত্বা দেবেত্যস্য তৃচস্য সবিতা। ভগভক্তস্যেত্যেষা ভগদেবতাকা বা। শেষা বারুণ্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। কস্য পঞ্চোনাজিগর্তিঃ শুনঃশেপঃ স কৃত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেবরাতো বারুণং তু ত্রৈষ্টুভমাদ্যৌ কার্য্যাগ্নেয্যৌ সাবিত্রস্তৃচো গায়ত্রোঽন্ত্যস্তু ভাগী বেতি।

রাজসূয়েঽভিষেচনীয়েঽহনি মরুত্বতীয়ে পরিসমাপ্তে সপ্তৈতদাদিকং সূক্তসপ্তকমভিষিক্তস্য পুত্রাদিভিঃ পরিবৃতস্য রাজ্ঞঃ পুরস্তাদ্ধোত্রাখ্যাতব্যং। তথা চ সূত্রেঽভিহিতং। সংস্থিতে মরুত্বতীয়ে দক্ষিণত আহবনীয়স্য হিরণ্যকশিপাবাসীনোঽভিষিক্তায় পুত্রাপত্যপরিবৃতায় রাজ্ঞে শৌনঃশেপমাচক্ষীত। আ০ ৯।৩। ইতি। ব্রাহ্মণং চ ভবতি। তদেতৎপর ঋকশতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানং তদ্ধোতা রাজ্ঞেঽভিষিক্তায়াচষ্টে হিরণ্যকশিপাবাসীনঃ প্রতিগৃণাতীতি।

তাস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

* *

ঋকের নিরুক্তত্ব না হওয়ায় (কোনও দেবতার উল্লেখ না থাকায়) ঋকের দেবতা—প্রজাপতি। 'অগ্নের্বয়ং' এই মন্ত্রের দেবতা—অগ্নি "অভিত্বা দেব" প্রভৃতি তৃচের (তিনটী ঋকের) দেবতা সূর্য্য, এবং ভগভক্তস্য' এই ঋকের দেবতা 'ভগ'। অন্যান্য অবশিষ্ট ঋক্-সকলের দেবতা—বরুণ। উক্ত বিষয়ে এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে,—'অন্ত পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রকারান্তর না বলা হয়), 'কস্যনূনং' ইত্যাদি পঞ্চ অপেক্ষায় অল্প-সংখ্যক ঋকের ঋষি অজিগর্ত্ত মুনির পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। তিনি (সেই শুনঃশেপ মুনি) বিশ্বামিত্রমুনির কৃত্রিমপুত্র দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ।* বরুণ দেবতা, ত্রিষ্টুভ ছন্দঃ। প্রথম ঋক্দ্বয়ের দেবতা যথাক্রমে প্রজাপতি ও অগ্নি। (পরে) সাবিত্র তৃচ অর্থাৎ তৃচের সবিতা (সূর্য্য) দেবতা; তাহার গায়ত্রী ছন্দঃ। উক্ত তৃচের শেষ ঋকের দেবতা ভগ। তাহা 'ভাগী' নামে খ্যাত)।

রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক-যোগ্য দিবসে মরুত্বতীয় কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্যে মরুত্বান্ (ইন্দ্র) দেবতা—সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, অভিষিক্ত এবং পুত্রাদি আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত মহারাজের সম্মুখে, হোতা এই সাতটী সূক্ত বলিবেন। এতদ্বিষয়ে আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—'মরুত্বতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে (হোতা) আবহনীয় অগ্নির দক্ষিণে হিরণ্যকশিপুতে (অর্থাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত আসন-বিশেষে) উপবিষ্ট হইয়া অভিষিক্ত এবং সন্তান সন্ততি-পরিবৃত রাজাকে শৌনশেপ (অর্থাৎ শুনঃশেপ মুনি-কথিত সূক্ত) বলিবেন।' (আ০ ৯।৩)। ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশেও কথিত আছে,—"তদেতৎপর ঋকশতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানং তদ্ধোতা রাজ্ঞেঽভিষিক্তায়াচষ্টে হিরণ্যকশিপুপাবাসীনঃ প্রতিগৃহ্নাতি" ইতি। অর্থাৎ, এই সূক্ত ঋক্-সম্বন্ধে শত শত প্রশংসাবাদযুক্ত এবং শুনঃশেপমুনি কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। হোতা হিরণ্যকশিপুতে আসীন হইয়া তাহা অভিষিক্ত রাজাকে বলিবেন এবং পরে রাজপ্রদত্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিবেন। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ বলিতেছেন।

---

* 'শুনঃশেপ' ঋষির নাম কোনও কোনও স্থলে 'শুনশেফ' রূপে পঠিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।
চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ত্রয়োদশশ্চতুর্দ্দশঃ পঞ্চদশশ্চ বর্গাঃ॥

* * *

চতুর্ব্বিংশ-সূক্তং।

এই চতুর্ব্বিংশ-সূক্তের সহিত একটী বিচিত্র উপাখ্যানের সংশ্রব সূচনা করা হয়। এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম—শুনঃশেপ। অজিগর্ত্তের পুত্র বলিয়া তিনি পরিচিত। শুনঃশেপ ও অজিগর্ত্ত সম্বন্ধে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে, রামায়ণে এবং বিভিন্ন পুরাণে এক উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে,—রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র-কামনায় বরুণ দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় বাক্ত ছিল,—যদি তাঁহার পুত্র-সন্তান লাভ হয়, সে পুত্রকে তিনি বরুণ-দেবের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। পরিশেষে বরুণদেবের অনুগ্রহে তিনি এক পুত্র-সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রের নাম—রোহিত। পুত্র রোহিত কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য আত্মদানে সম্মত হন না; পরন্তু পিতার অজ্ঞাতে স্থানান্তরে পলাইয়া যান। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণ-দেবের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য শুনঃশেপ নামক একটী ঋষি-বালককে ক্রয় করেন এবং সেই ঋষিবালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বরুণ-দেবের উদ্দেশে বলি-প্রদানে উদ্যত হন। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া, শুনঃশেপ পরিত্রাণ-লাভের আশায় দেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। শুনঃশেপ যথাক্রমে প্রজাপতির, অগ্নিদেবের, সবিতাদেবতার, বরুণের, বিশ্বদেবগণের, ইন্দ্রের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এবং ঊষা-দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়। তিনি বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনার সময় যে মন্ত্রে যাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রগুলি এই সূক্তে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী সূক্তে নিবদ্ধ আছে,—ইহাই সাধারণতঃ কথিত হয়।

উপাখ্যানের ব্যক্তিগণের এবং ঘটনাবলীর সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের (উক্ত ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় শেষকাণ্ডসমূহের) মতে, পুত্রের নাম—রোহিত, এবং পিতার নাম—রাজা হরিশ্চন্দ্র। তাঁহার পুরোহিত ছিলেন—বিশ্বামিত্র। তদনুসারে ঋষির নাম—অজিগর্ত্ত; ঋষিপুত্র—শুনঃশেপ! ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রকাশ,—রোহিত বনে গমন করিয়া ঋষিপুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া আনেন। রোহিতের পরিবর্ত্তে শুনঃশেপকে বলিগ্রহণ করিতে বরুণদেব সম্মত হইয়াছিলেন। রামায়ণের (বালকাণ্ড, ৬২—৬৩ অঃ) মতে ঘটনার কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাহাতে রাজার নাম—অম্বরীষ; শুনঃশেপের পিতার নাম—ঋচিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে—এক এক দেবতার উপাসনা-কালে সেই সেই দেবতা অন্যান্য দেবতার উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন। রামায়ণের মতে, বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট কয়েকটী মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া শুনঃশেপ সেই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মুক্তি-লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং সংহিতাদিতে অল্পাধিক রূপান্তরে উপাখ্যানটী স্থান পাইয়াছে।

সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সহিতই এই সূক্তের সম্বন্ধ-সূচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝা যায়, এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী পাশচ্ছেদন-মূলক—বন্ধন-মোচনমূলক। এই সংসার-রূপ যূপকাষ্ঠে বিষম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ যখন পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে থাকে, সেই সময় এই মন্ত্রের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। শুনঃশেপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-মাত্র। অথবা, তিনি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; তাহাই প্রচারিত আছে। মন্ত্রের সহিত তাঁহার এইটুকু মাত্র সম্বন্ধ ভিন্ন, কোনও ঘটনা-বিশেষ উপলক্ষে এই মন্ত্র রচিত হয় নাই। যে কোনও রূপের বন্ধন হউক না কেন; আবহমান-কাল এই মন্ত্র উচ্চারণে সাধক সে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন; ইহাই এ সূক্তের উপযোগিতা। ঋষি শুনঃশেপ এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ উচ্চারণ করিয়া কোনও সুফল লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণেতিহাসের অঙ্কে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া, মন্ত্র যে তদুপলক্ষে রচিত ও প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে পারি না। অপিচ, শুনঃশেপের কাহিনীর মধ্যেও রূপক-অলঙ্কার বিদ্যমান আছে, মনে করিতে পারি। ফলতঃ, এ সূক্তকে সাধারণ-ভাবে বন্ধনমোচন-প্রার্থনা মূলক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই সূক্ত-উপলক্ষে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অনেকে ঋগ্বেদের সময়ে ভারতবর্ষে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া ঘোষণা করেন। * কিন্তু যে যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা ভারতীয় আর্য্য-সমাজের মধ্যে নরবলি-প্রথা অব্যাহত দেখিতে পান; সেই যুক্তির অনুসরণ করিলে প্রাচীন ভারত যে সমুন্নত ও সম্পূর্ণরূপ সুসভ্য ছিল, তাহা তাঁহাদিগের স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য হয়। সূক্তের কোনও মন্ত্রে নরবলির প্রসঙ্গ নাই; অথচ, একমাত্র শুনঃশেপের নাম ও পুরাণে তাঁহার উপাখ্যান দেখিয়াই সূক্তটীকে নরবলির প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যত্র যে সকল সূক্তে বা যে সকল ঋকে চরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমূহ বিবৃত আছে, অথবা গভীর দার্শনিক বিষয়-সমূহ আলোচিত রহিয়াছে, অথবা পরমশ্রেয়স্কর আধ্যাত্মিক নিগূঢ়-তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই; সেগুলিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। অসভ্য-সমাজের নীচ আদর্শগুলির সময় বেদ-বাক্যের সত্যতা আছে; আর সুসভ্য-সমাজের অতি-স্পৃহনীয় আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে;—ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় নহে কি?

এই সূক্তের মধ্যে বহু সমস্যার বিষয় আছে। সাধারণ-দৃষ্টিতে এই সূক্তের এক একটী মন্ত্রের অভ্যন্তরে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ ভাব পরিদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সূক্তের সর্ব্বত্রই পরম তত্ত্ব—বন্ধন-মোচনের প্রকৃষ্টতর পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূক্তের এক একটী মন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হউন; পরম-তত্ত্ব আপনিই অধিগত হইবে;—বন্ধন-মোচনের পথ পুরভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

* Vide Dr. Rajendra Lal Mitra's *Indo Aryans:—Human Sacrifice.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ। ত্রিষ্টুপ্‌গায়ত্র্যশ্চ ছন্দঃ। প্রজাপতিরগ্নিঃসবিতাবরুণশ্চ দেবতাঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে

চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ

পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

কস্য। নূনং। কতমস্য। অমৃতানাং। মনামহে। চারু। দেবস্য।

নাম। কঃ। নঃ। মহ্যৈ। অদিতয়ে। পুনঃ। দাৎ।

পিতরং। চ। দৃশেয়ং। মাতরং। চ। ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃতানাং' (দেবানাং, মরণরহিতানাং) 'কস্য' (কিংবিধস্য) 'কতমস্য' (শ্রেষ্ঠস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'চারু' (অসাধারণং, যথার্থং) 'নাম' (স্বরূপং) 'মনামহে' (হৃদি ধারয়াম, মনসি অনুধ্যায়েম); 'কঃ' (দেবঃ) 'ন' (অস্মান্) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'মহ্যৈ' (মহতে, মহিমান্বিতায়) 'অদিতয়ে' (সীমারহিতায়, অনন্তায়) 'দাৎ' (আশ্রয়ং দদ্যাৎ),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চ' (তথা) 'পিতরং মাতরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশেয়ং' (পশ্যেয়ং)। এষা ঋক্ আত্মসম্বোধনমূলিকা ইষ্টদেবোদ্দেশ্যে প্রার্থনাসূচিকা বা। যস্মাৎ আগচ্ছাম, যত্র বা গমিষ্যাম] কেনোপায়েন তৎস্থানং প্রাপ্স্যামঃ। যো হি স্রষ্টাঃ, যো হি পালকঃ, যো হি আশ্রয়দাতা, কথং বা তং জানামি! ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

০ . ০

বঙ্গানুবাদ।

অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতার যথার্থ-স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ (অনুধ্যান) করিব? কোন্ দেবতা আমাদিগকে পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন; এবং (কোন্ দেবতার অনুগ্রহে) পিতৃমাতৃ-স্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিব (প্রাপ্ত হইব) ? (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

০ . *

সায়ণ ভাষ্যং।

কস্যেত্যনয়র্চা শুনঃশেপো যূপে বদ্ধঃ কান্দিশীকঃ কং দেবমুপধাবামীতি বিচিকিৎসতি। তথা চাম্নায়তে। হন্তাহং দেবতা উপধাবামীতি। স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসারেতি বয়ং শুনঃশেপনামকা অমৃতানাং দেবতানাং মধ্যে কতমস্য কিংজাতীয়স্য কস্য দেবস্য চারু শোভনং নাম মনামহে। উচ্চারয়ামঃ। কো দেবো মাং মুমূর্ষুং পুনরপি মহ্যৈ মহত্যৈ অদিতয়ে পৃথিব্যৈ দাৎ। দদ্যাৎ। তেন দানেনাহমমৃতঃ সন পিতরং মাতরং চ দৃশেয়ং। পশ্যেয়ং। কো হ বৈ নাম প্রজাপতিরিতি শ্রুতেঃ কস্যেতি শব্দসামান্যাদনয়া প্রজাপতিরেবোপসৃত ইতি গম্যতে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'কস্য নূনং' এই ঋকের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ শুনঃশেপ মুনি 'কোন্ দিকে যাই, কোন্ দেবতাকে আশ্রয় করি'—এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন। তাহা শ্রুতিতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ;—'আমাকে হনন করিবে। দেবতার শরণাপন্ন হই'; এবং সেই শুনঃশেপ মুনি দেবতাগণের মধ্যে প্রথমে প্রজাপতির নিকট গিয়াছিলেন (এস্থলে উপসনার এই ক্রিয়ার অর্থ মানস-গমন বুঝিতে হইবে।)' শুনঃশেপ মুনি আমি, দেবতাগণের মধ্যে কি জাতীয় কোন্ দেবের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিব? কোন্ দেব মরণাপন্ন এমন আমাকে মহতী (বিশাল) পৃথিবীর নিকট দান করিবে অর্থাৎ আমাকে মরণ হইতে রক্ষা করিয়া এই বিশাল ভূমিমণ্ডলে স্থান দিবেন। আর সেই দান নিমিত্ত আমি মরণরহিত হইয়া পিতা ও মাতাকে পুনরায় দেখিব? 'কো হ বৈ নাম প্রজাপতিঃ' এই শ্রুতি হেতু এবং 'কস্য' এইরূপ সামান্য শব্দ থাকায় এই ঋকের দ্বারায় প্রজাপতি-দেবের সমীপে গিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অর্থাৎ, 'ক' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। এ মন্ত্রে কোনও বিশেষ দেবতার উল্লেখ নাই, কেবল "কস্য" এই শব্দ আছে। অতএব শুনঃশেপ যে প্রজাপতি-দেবের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র হইতে তাহা প্রতীত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতমস্য। কিংশব্দাদ্বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা০ ৫।৩।৯৩। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অমৃতানাং। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে নঞোজরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মনামহে। মন জ্ঞানে। ব্যত্যয়েন শপ্। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। মহে। উদাত্তয়নো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দাৎ। গতিস্থা। পা০ ২।৪।৭৭। ইতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়াগমাভাবঃ। দৃশেয়ং। দৃশির্ প্রেক্ষণে। আশীর্লিঙি মিপোঽম্। দৃশেরগ্বক্তব্যঃ। পা০ ৩।১।৮৬।৩। ইত্যঙ্প্রত্যয়ঃ। অতো যেয়ঃ। আদ্গুণঃ। যাসুটঃ স্বরেণৈকার উদাত্তঃ। মাতরং চেত্যত্র চ শব্দাদ্দৃশেয়মিত্যনুষজ্যতে। অতস্তদপেক্ষয়ৈষা তিঙ্বিভক্তিঃ প্রথমেতি চবাযোগে প্রথমেতি ন নিহন্যতে ॥ ১ ॥

প্রথম (২৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে এ ঋকে দুই দিক হইতে দুই প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে উপাখ্যান প্রসঙ্গে (শুনঃশেপ নামক ঋষিপুত্রকে বলিপ্রদান উপলক্ষে) এই ঋকের অবতারণার বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন; সেরূপ ক্ষেত্রে এ ঋঙ্মন্ত্রের উচ্চারণ একরূপ অর্থ

'কতমস্য' এই পদ 'কিং শব্দাদ্বা বহূনাং জাতি পরিপ্রশ্নে ডতমচ্' (পা০ ৫।৩।৯৩) এই সূত্রানুসারে কিং শব্দের উত্তর 'ডতমচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'চিত' এই নিয়মে অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অমৃতানাং' এই পদে, 'নঞ্সুভ্যাম্' এই নিয়মানুসারে, উত্তর-পদের অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, 'নঞোজরমরমিত্রমৃতাঃ' এই বিশেষ নিয়মহেতু উত্তর-পদের আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'মনামহে' এই পদ 'মন জ্ঞানে' এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; নিয়ম-ব্যতিক্রম-হেতু শপ্ হইয়াছে। উক্ত পদে পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হইল না। 'মহে' এই পদে 'উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'দাৎ' এই পদে, 'গতিস্থা' (পাঃ ২।৪।৭৭) এই নিয়মবশতঃ, সিচের লুক্ (লোপ) হইয়াছে এবং 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু 'অড়াগম' হইল না। 'দৃশেয়ম্' এই পদ দর্শনার্থ দৃশ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ অর্থে মিপ্ বিভক্তির স্থানে অম্, পরে "দৃশেরগ্বক্তব্যঃ' (পা০ ৩।১।৮৬) এই নিয়মানুসারে অঙ্-প্রত্যয়, অকারের পর 'যা' স্থানে ঈয়, অকারের উত্তর গুণ (ঈকারের গুণ-এ-কার) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে যাসুটের স্বরের দ্বারা এ-কার উদাত্ত-স্বর হইয়াছে। 'মাতরং চ' এই স্থলে চ-কার থাকায় 'দৃশেয়ম্' এই ক্রিয়া-পদের অনুষঙ্গ হইতেছে; সুতরাং উক্ত ক্রিয়াপদের অপেক্ষায় প্রথমা তিঙ্বিভক্তি হইল। অতএব 'চ বা যোগে প্রথমা' এই নিয়ম ব্যর্থ হইল না ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিতে পারে। আবার যেখানে কোনও বিষয়-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ নাই, পরন্তু যেখানে সার্ব্বজনীনভাবে সকল অবস্থায় এ ঋক্ প্রযুজ্য বলিয়া বুঝিতে পারি, সেখানে এ ঋকের অর্থ আর এক প্রকার প্রকাশ পায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সত্যই কোনও মানুষ যেন বধ্যভূমে নীত হইয়া, জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এই ঋক্ উচ্চারণ করিতেছে। তাহাকে যেন মুহূর্ত্ত পরেই ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে যেন আর আপনার স্নেহময় জনকজননীকে দেখিতে পাইবে না! তাই যেন সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছে, অথবা মনে মনে প্রশ্ন করিতেছে,—কোন্ দেবতার অনুগ্রহ পাইলে, কোন্ দেবতার শরণাপন্ন হইলে, সে আবার পৃথিবীর সুখসম্পৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে,—সে আবার আপনার পিতামাতার ক্রোড়ে স্থানলাভ করিবে! এ ঋকে এরূপ ভাব সহসাই আসিতে পারে। কোনও কালে কোনও ঋষিকুমার এই মন্ত্র-উচ্চারণে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, বিপন্ন সঙ্কটাপন্ন জন এখনও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিপদে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে;—বোধ হয়, মন্ত্র-সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই, এই মন্ত্রের প্রতি মানব-সমাজের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্যই, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্রের সহিত ঋষিকুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইতে পারে, এ মন্ত্রের সহিত কখনই কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা কাল-বিশেষের সম্বন্ধ নাই। আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বিদ্যমান,—তিন কালেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল মানুষই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হইবেন ও হইতে পারেন। সংসার-কারাগারে আসিয়া মানুষ নিয়ত মায়ামোহরূপ দৃঢ়-বন্ধনে দিন দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আহার্য্য-সামগ্রীর প্রলোভনে পড়িয়া মৃগ জালের দিকে অগ্রসর হয়, এবং পরিশেষে জালে আবদ্ধ হইয়া বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। ইহ-সংসারে মনুষ্যেরও সেই অবস্থা। সাংসারিক মায়ামোহে প্রলুব্ধ হইয়া সে যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, কি অবস্থায় কি বিপাকে বিষম বন্ধনে সে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু যতই সে সংসারের মোহে লিপ্ত হইয়া পড়ে, ততই তাহার বন্ধন দৃঢ় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃঢ়তর হইয়া আসে; ততই সে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে থাকে; ততই তাহার মনে পড়ে,—'কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কে আমার পিতামাতা, কে আমার বন্ধু-বান্ধব! কিরূপে সেখানে আবার যাইব, কিরূপে তাঁহাদিগকে আবার পাইব, কি সূত্রে তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইবে!' আমরা মনে করি, এ ঋক্ সেই আত্মগ্লানি-সূচক অনুভাবনার সময় উচ্চার্য্য। 'কস্ত্বং বা কুতো আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত!'—এ ঋক্ সেই অনুভাবনারই দ্যোতনা মাত্র।

বিপদ-পারাবারে নিপতিত হইয়া বিপন্ন জন নানা প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান করে। তখন সে যদি সম্মুখে তৃণখণ্ডকে ভাসিয়া যাইতে দেখে, তাহাকেই আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এইরূপে, আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তর অনুসন্ধান করিতে করিতে, যদি তাহার জীবনী-শক্তি লোপ না পায়, যদি তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, সে আপনার উদ্ধারের উপায় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার কর্ম্মরূপ জীবনী-শক্তি নাই, অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় নাই, প্রকৃত অবলম্বন তাহার সন্ধানে আসে না। এখানে এ ঋক্ মানুষকে ভীষণ সংসার-পারাবার-উত্তরণের সন্ধান প্রদান করিতেছে। যাঁহাদের শুভকর্ম্মরূপ অদৃষ্ট সঞ্চিত আছে, তাঁহারা এই ঋকের মধ্য দিয়াই পতিত-পাবন পরমপিতার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দেবদ্বারে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে করিতে দেবতা আপনিই আসিয়া পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিবেন। এ ঋক্ মানুষকে সেই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—'তুমি শরণাপন্ন হও,—যে কোনও দেবতার শরণ লও; তিনিই তোমার মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন। পক্ষান্তরে, হৃদয়ে দেব-ভাব সঞ্চয় কর। অল্পে অল্পে সে ভাব সঞ্চিত হইতে হইতেই তোমার মুক্তির পথ আপনিই প্রশস্ত হইয়া আসিবে।' লক্ষ্য—'আস্তিক হও; দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াও; দেবতার দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।'

কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইতে হইবে? কোথায় আমাদের পিতামাতা? এই পৃথিবীই কি আমাদের উৎপত্তি-স্থান! এই পৃথিবী হইতেই কি আমরা আসিয়াছি? এই পৃথিবীতে এই কষ্টের মধ্যেই কি আমাদের জীবন শেষ হইবে? পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তার ফলে, মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে,—'এ পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী তো সে পৃথিবী নয়,—যেখান হইতে আমরা আসিয়াছি!' তখন বুঝিতে পারি,—'এই পিতামাতা তো আমাদের প্রকৃত পিতামাতা নহেন!' জ্ঞান হয়,—'এ যে নশ্বর! এক-বার হারাইলে এ পৃথিবীর পিতামাতাকে তো আর পাওয়া যায় না!' সেখান হইতে আসিয়াছি, সে যে পৃথিবী নয়—সে যে অদিতি!—সে যে অনন্ত! ঋকে পৃথিবীর কথা নাই; ঋকে আছে,—অদিতি! * পৃথিবীর পিতামাতা চিরজীবী নহেন! যখন তখন যে কোনও প্রার্থী এ পিতা-মাতাকে পাইবার আশা করিতে পারে কি? এখানে পিতামাতা বলিতে তাই মনে হয়,—সেই পুরুষপুরাণ পরমপিতাই এখানকার লক্ষ্য স্থল। যে কেহ যখন তখন এ ঋকের প্রার্থনায় 'অদিতিতে'—অনন্তে মিশিবার কামনা করিতে পারে; আবার যখন তখন যে কেহ এ ঋকের প্রার্থনায় অবিনশ্বর সর্ব্বব্যাপী পরমপিতার সান্নিধ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারে। এই সত্য—এইরূপ মিলনের আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অবিসম্বাদিভাবে পরিস্ফুট। অনন্তেই মিশিতে হইবে, অনন্ত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি, অনন্তই পিতামাতা। সেই তত্ত্বই এ ঋক্ ব্যক্ত করিতেছে। "যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বে, যে পিতামাতার বা জন্মভূমির সন্ধান পাই, এ ঋকের লক্ষ্য—সেই পিতামাতা বা সেই জন্মস্থান ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। পরন্তু, এ ঋক্ এক ঋষিকুমার শুনঃশেপ কর্তৃক আবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কেন-না, এ ঋকের বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদ এবং 'বয়ং মনামহে' বাক্য ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মূলীভূত বলিয়াও মনে করা যায় না। এ ঋক্ মুক্তিপ্রয়াসী সকল কালের সকল লোকের অনুস্মরণীয়। এ ঋক্ সকলেরই সংসার বন্ধন-মোচনের শরণিস্থানীয়। (১ম—২৪সূ—১ঋ)॥

---

* 'অদিতি' শব্দের অর্থ—অসীম অনন্ত। 'দিত' শব্দে সীমা, 'অ-দিত'—'যাহার সীমা নাই' অর্থাৎ সীমারহিত। আমরা এই 'অসীম অনন্ত' অর্থই সর্ব্বত্র সঙ্গত বলিয়া মনে করি। আনন্দের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মনেও 'অদিতি' শব্দে এই ভাবই উদয় হইয়াছিল। "Aditi means *infinitude* from *dita*, bound, and *a*, not, that is, not bound, not limited, absolute Infinite."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ

পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নেঃ। বয়ং। প্রথমস্য। অমৃতানাং। মনামহে। চারু। দেবস্য। নাম।

সঃ। নঃ। মহ্যৈ। অদিতয়ে। পুনঃ। দাৎ।

পিতরং। চ। দৃশেয়ং। মাতরং। চ। ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃতানাং' (অবিনশ্বরানাং দেবানাং) 'অগ্নে' (অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্টস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'চারু' (অনন্যসাধারণং, মনোজ্ঞং) 'নাম' (স্বরূপং) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মনামহে' (মনসি অনুধ্যায়েম); 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মহ্যৈ' (মহতে, মহিমান্বিতায়) 'অদিতয়ে' (অনন্তায়) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'দাৎ' (আশ্রয়ং দদ্যাৎ), 'চ' (তথা) 'পিতরং মাতরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশেয়ং' (পশ্যেয়ং)। এষা ঋক্ উত্তরাত্মিকাঃ। বিবেকরূপেণ পরমাত্মা এব উত্তরং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ। (১ম - ২৪স্থ—২ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের অনন্যসাধারণ স্বরূপ (এস) আমরা অনুধ্যান করি। সেই অগ্নিদেবই আমাদিগকে মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন; (তাঁহারই অনুগ্রহে) আমরা সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব। (১ম—২৪সূ—২ঋ)।

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্থং প্রথমমৃর্চ্চা বিচিকিৎসাং কৃত্বা প্রজাপতেঃ সকাশাত্তং দেবমগ্নিং নিশ্চিত্যানয়া তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং প্রজাপতিরুবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং নেদিষ্ঠস্তমেবোপধাবেতি। সোঽগ্নিমুপসসারাগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চ্চেতি। পূর্ব্ববদ্যোজনা। দাদ্দদাতু দৃশেয়ং পশ্যমীত্যেবমাশীঃ পরত্বেন পদদ্বয়ং যোজ্যং॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋক্ যেন প্রশ্ন-মূলক, এ ঋক্ যেন উত্তরসূচক। এক দিকের অর্থে মনে হয়, মুমূর্ষু ঋষিকুমার যেন পরিত্রাতার সন্ধান লইবার জন্য কাহারও নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর তিনি যেন তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—'তুমি বিপন্মুক্তির জন্য অগ্নিদেবতার শরণাপন্ন হও।' দেবগণকে মনুষ্যের ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে গেলে, এই ভাবই মনে আসে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মুনি এইরূপে প্রথম ঋকের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিয়া প্রজাপতি দেবের নিকট হইতে সেই অগ্নিদেবকে নিশ্চিত করতঃ, এই (বক্ষ্যমাণ) ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, 'প্রজাপতি সেই শুনঃশেপ মুনিকে বলিয়াছিলেন,—অগ্নিদেবই দেবতাগণের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী; তাঁহার নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হও)।' তিনি 'অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং' এই ঋক্ দ্বারা মনে মনে অগ্নিদেবের সমীপে গিয়াছিলেন; অর্থাৎ, তাঁহাকে উক্ত ঋক্ পাঠ করিয়া স্মরণ করিয়াছিলেন। এই ঋকের সঙ্গতি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে। কিন্তু 'দাৎ' ও 'দৃশেয়ং' এই পদদ্বয় যথাক্রমে 'দদাতু' ও 'পশ্যামি' এই প্রকার আশিষ্ অর্থে প্রয়োগ করিতে হইবে॥ ২॥

° ° °

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু নিগূঢ় দেবতত্ত্ব যখন অধিগত হইবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে,—ঋকের কি উপদেশ! ঋক্ বলিতেছে,—'তোমার মনে যে দেবতার নামই উদয় হউক, তুমি তাঁহাকেই আহ্বান কর; ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে দেখিতে সান্তেই অনন্তের সমাবেশ দেখিতে পাইবে।'

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নিদেবতার উপাসনা-মূলক। তার পর বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা-মূলক সূক্ত-সমূহ পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে প্রথমেই অগ্নিদেবতার উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে। তার পর অন্যান্য দেবতার উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পর পর তিনটী সূক্তে এক সূত্রে যেন উপাসনার পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। তাহাতে মনে হয়,—অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে, সর্ব্বদেবভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইতে হইতে, পরিশেষে পরাৎপর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভরূপ মুক্তি অধিগত হয়।

এখানে এ ঋকে সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের উপাসনার উপদেশ আছে। তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারই সাহায্যে সেই পরমাপদ পরমেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হওয়া যাইবে, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—১৭সূ—২ঋ)॥

—— * ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রথমে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্র অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রস্তৃচঃ শুক্রস্থানীয়ঃ। অথ ছন্দোমা ইতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা। আ০ ৮।৯। ইতি সূত্রিতং। অভি ত্বেত্যোষাগ্নিমন্থনেঽপি বিনিযুক্তা। প্রাতর্বৈশ্বদেব্যামিতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম 'ছন্দোম' এই খণ্ডে বৈশ্বদেব শস্ত্রে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' এই সাবিত্র তৃচটী শুক্র-স্থানীয় (অর্থাৎ উক্ত তৃচ শুক্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে 'ছন্দোমা' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা' (আ০ ৮।৯) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। 'অভি ত্বা' ইত্যাদি ঋক্‌টী অগ্নিমন্থনেও বিনিযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ অগ্নিমন্থনে উক্ত ঋকের বিনিয়োগ হইয়া থাকে)। (কারণ) আশ্বলায়ন-সূত্রে 'প্রাতর্বৈশ্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের অনন্যসাধারণ স্বরূপ (এস) আমরা অনুধ্যান করি। সেই অগ্নিদেবই আমাদিগকে মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন; (তাঁহারই অনুগ্রহে) আমরা সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব। (১ম—২৪সূ—২ঋ)।

॰ ॰ ॰

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্থং প্রথমযুর্চ্চা বিচিকিৎসাং কৃত্বা প্রজাপতেঃ সকাশাত্তং দেবমগ্নিং নিশ্চিত্যানয়া তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং প্রজাপতিরুবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং নেদিষ্টস্তমেবোপধাবেতি। সোহগ্নিমুপসসারাগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চ্চেতি। পূর্ব্ববদ্যোজনা। দাদ্দদাতু দৃশেয়ং পশ্যানীত্যেবমাশীঃ পরত্বেন পদদ্বয়ং যোজ্যং ॥ ২।

* * *

দ্বিতীয় (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋক্ যেন প্রশ্ন-মূলক, এ ঋক্ যেন উত্তরসূচক। এক দিকের অর্থে মনে হয়, মুমুর্ষু ঋষিকুমার যেন পরিত্রাতার সন্ধান লইবার জন্য কাহারও নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর তিনি যেন তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—'তুমি বিপন্মুক্তির জন্য অগ্নিদেবতার শরণাপন্ন হও।' দেবগণকে মনুষ্যের ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে গেলে, এই ভাবই মনে আসে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মুনি এইরূপে প্রথম ঋকের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিয়া প্রজাপতি দেবের নিকট হইতে সেই অগ্নিদেবকে নিশ্চিত করতঃ, এই (বক্ষ্যমাণ) ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, 'প্রজাপতি সেই শুনঃশেপ মুনিকে বলিয়াছিলেন,—অগ্নিদেবই দেবতাগণের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী; তাঁহার নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হও)।' তিনি 'অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং' এই ঋক্ দ্বারা মনে মনে অগ্নিদেবের সমীপে গিয়াছিলেন; অর্থাৎ, তাঁহাকে উক্ত ঋক্ পাঠ করিয়া স্মরণ করিয়াছিলেন। এই ঋকের সঙ্গতি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে। কিন্তু 'দাৎ' ও 'দৃশেয়ং' এই পদদ্বয় যথাক্রমে 'দদাতু' ও 'পশ্যানি' এই প্রকার আশিষ্ অর্থে প্রয়োগ করিতে হইবে। ২॥

॰ ॰ ॰

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু নিগূঢ় দেবতত্ত্ব যখন অধিগত হইবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে,—ঋকের কি উপদেশ। ঋক্ বলিতেছে,—'তোমার মনে যে দেবতার নামই উদয় হউক, তুমি তাঁহাকেই আহ্বান কর; ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে দেখিতে সান্তেই অনন্তের সমাবেশ দেখিতে পাইবে।'

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নিদেবতার উপাসনা-মূলক। তার পর বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা-মূলক সূক্ত-সমূহ পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে প্রথমেই অগ্নিদেবতার উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে। তার পর অন্যান্য দেবতার উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পর পর তিনটী সূক্তে এক সূত্রে যেন উপাসনার পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। তাহাতে মনে হয়,—অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে, সর্ব্বদেবভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইতে হইতে, পরিশেষে পরাৎপর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভরূপ মুক্তি অধিগত হয়।

এখানে এ ঋকে সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের উপাসনার উপদেশ আছে। তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারই সাহায্যে সেই পরমাগত পরমেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হওয়া যাইবে, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—২সূ—২ঋ)॥

—— * ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রথমে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্র অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রস্তৃচঃ সূক্তস্থানীয়ঃ। অথ ছন্দোমা ইতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা। আ০ ৮।৯। ইতি সূত্রিতং। অভি ত্বেত্যেষাগ্নিমন্থনেঽপি বিনিযুক্তা। প্রাতর্বৈশ্বদেব্যামিতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম 'ছন্দোম' এই খণ্ডে বৈশ্বদেব শস্ত্রে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' এই সাবিত্র তৃচটী সূক্ত-স্থানীয় (অর্থাৎ উক্ত তৃচ সূক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে 'ছন্দোমা' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা' (আ০ ৮।৯) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। 'অভি ত্বা' ইত্যাদি ঋক্‌টী অগ্নিমন্থনেও বিনিযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ অগ্নিমন্থনে উক্ত ঋকের বিনিয়োগ হইয়া থাকে)। (কারণ) আশ্বলায়ন-সূত্রে 'প্রাতর্বৈশ্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।১৬। ইতি সূত্রিতং। শ্রূয়তে চ। অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রীমন্বাহেতি। তথা প্রবর্গেঽপ্যেষা বিনিযুক্তা। অথোত্তরমিতি খণ্ডেঽভি ত্বা দেব সবিতঃ সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ। আ০ ৪।৭। ইতি সূত্রিতং। তথা গ্রাবস্তোত্রেঽপি গ্রাবস্তুদিতি খণ্ডে মধ্যমস্বরেণেদং সবনমভি ত্বা দেব সবিতঃ। আ০ ৫।১২। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে তৃতীয়ামৃচমাহ।

• • •

তৃতীয়া ঋক্।

(প্র০সং মণ্ডলং। চতুর্বিংশ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাং।
সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ত্বা। দেব। সবিতঃ। ঈশানং। বার্য্যাণাং।
সদা। অবন্। ভাগং। ঈমহে। ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সদাবন্' (সর্ব্বদা রক্ষণশীলঃ) 'সবিতঃ দেব' (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকো দেব) 'বার্য্যাণাং' (বরণীয়ানাং, স্পৃহনীয়ানাং, অভীষ্টানামিতি যাবৎ) 'ঈশানং' (প্রদাতারং, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনং) 'ত্বা'

দেব্যাঃ' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ' এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। এবং "অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রীম অম্বাহ" এইরূপ শ্রুতিও আছে। উক্ত ঋক্ 'প্রবর্গে' বিনিযুক্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন সূত্রে 'অথোত্তরম' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিত সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ' (আ০ ৪।৭) এরূপ সূত্রিত হইয়াছে; এবং গ্রাবস্তোত্রে 'গ্রাবস্তুৎ' এই খণ্ডে 'মধ্যম স্বরেণেদং সবনমভিত্বা দেব সবিতঃ' (আং ৫।১২) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সূক্তে সেই প্রসিদ্ধ এই তৃতীয়া ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ত্বাং) 'অভি' (প্রতি) 'ভাগং' (ভজনীয়ং, কাম্যং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে)। প্রার্থনাকারী সবিতৃদেবসকাশং মুক্তিলাভপ্রার্থনাং করোতীতি ভাবঃ। (১ম ২৪সূ - ৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদারক্ষণশীল সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক হে সবিতৃদেব, আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বাভীষ্টপূরণকারী; আপনার নিকট আমরা আমাদের কাম্য (মুক্তি) প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,— প্রার্থনাকারী সবিতাদেবের নিকট মুক্তিলাভ প্রার্থনা করিতেছে।) (১ম—২৪সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অথাগ্নিনা প্রেরিতঃ সন সবিতারমভিত্বেত্যানেন তৃচেন প্রার্থয়তে। তথৈব শ্রূয়তে। তমগ্নিরুবাচ। সবিতা বৈ প্রসবানামীশে তমেবোপধাবেতি। স সবিতারমুপসসারাভি ত্বা দেব সবিতরিত্যেতেন তৃচেনেতি। হে সবিতঃ সদাবন্ সদা সর্ব্বদা রক্ষক হে সবিতর্দ্দেব বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং ত্বাং প্রতি ভাগং ভজনীয়ং ধনমভি সর্ব্বত ঈমহে যাচামহে॥ ঈশানং। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। লটঃ শানচ্। তাস্যনুদাত্তেদিতি লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। বার্য্যাণাং। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। ইড়বন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং। অবন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। ভাগং। কর্ষাত্বত ইতি ঘঞোঽন্ত উদাত্তঃ। ৩॥

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর শুনঃশেপ অগ্নি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া 'অভি ত্বা' ইত্যাদি তৃচের দ্বারা সবিতৃদেবকে প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রুতিতে ঐরূপই কথিত আছে যে,—"অগ্নিদেব তাহাকে (শুনঃশেপকে) একমাত্র দেবসবিতা সকল প্রসবের অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলের প্রভু (অর্থাৎ তিনিই সমস্ত অভীষ্ট-ফলপ্রদানে সমর্থ) অতএব তাঁহারই নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহারই শরণাপন্ন হও)"— এইরূপ বলিয়াছিলেন। অতঃপর সেই শুনঃশেপ মুনি 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' এই তৃচ মন্ত্রের দ্বারা সবিতৃদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। হে সর্ব্বদা-রক্ষা-কর্ত্তা সূর্য্যদেব! প্রার্থনীয় যাবতীয় শ্রেষ্ঠধনের অধিপতি এরূপ আপনার নিকটে ভজনীয় (অর্থাৎ ভজনার যোগ্য মনোরম) প্রার্থনা করিতেছি।

'ঈশানং' এই পদে ঐশ্বর্য্য-বোধক ঈশ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শানচ্ প্রত্যয়, এবং 'তাস্যনুদাত্তেৎ' (পাঃ ৬।১।১৮৬) এই সূত্রানুসারে ল ও সর্ব্বধাতুক সম্বন্ধে অনুদাত্তত্ব হওয়ায় ধাতুর স্বর হইয়াছে। 'বার্য্যাণাং' এই পদ সম্ভোগবোধক বৃঙ্ ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' (পাঃ ৩।১।১২৪) এই সূত্রানুসারে ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ইড়বন্দ' ইত্যাদি নিয়ম হেতু আদি উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অবন' এই পদে আমন্ত্রিতের নিঘাত হইয়াছে। 'ভাগং' এই পদে 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়মানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয়ের অন্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে॥ ৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় (২৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেরও দুই দিক হইতে দুই রূপ অর্থ নিষ্কাশিত হয়। এক পক্ষ বলেন,—'বার্য্যাণাং' শব্দে 'অভিলাষানুরূপ ধন' বুঝায়। তদনুসারে অর্থাদির প্রার্থনা জানান হইয়াছিল, এইরূপ ভাব আসে। বলা বাহুল্য, যাঁহারা এইরূপ 'ধন' অর্থ আনয়ন করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাতেই আবার শুনঃশেপের প্রাণপ্রাপ্তির প্রার্থনা-প্রসঙ্গ আছে। যার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সে কি কখনও অর্থ-সম্পদের জন্য লালায়িত হয়! কখনই না। অতএব, এখানে তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নের প্রসঙ্গ কোনও প্রকারেই আসিতে পারে না। অপিচ, এ প্রার্থনাকে একমাত্র শুনঃশেপের প্রার্থনা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কারণ, এ ঋকেরও কর্ত্তা এবং ক্রিয়াপদ বহুবচনান্ত। সুতরাং আমরা যে কেহ যেন ভগবানের নিকট পরমধন প্রার্থনা করিতে পারি, এ মন্ত্র সেই ভাবেই বিহিত আছে। সবিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপও প্রার্থনা জানাইতে পারেন,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে পরম ধন (মোক্ষধন) প্রদান করুন'; আবার আমরা পাপীতাপী সকলেই এ ঋকের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া সবিতৃদেবকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারি,—'হে সকল সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা! আমাদিগকে বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে আপনি মুক্তিদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল বন্ধনের মূলীভূত; আপনি জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব! অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় হৃদয়ে আপনি জ্ঞানালোক-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন! তাহাতে, আপনার করুণায়, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক।'

'শুনঃশেপ' শব্দের অর্থ—'ঋষিকুমার শুনঃশেপ' না হইয়া 'যদি পাপী তাপী মর্ত্ত্য মনুষ্য-মাত্রই' হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অর্থসঙ্গতি আসে। 'শুনঃ' ও 'শেপ' শব্দদ্বয়ের যোগে 'শুনঃশেপ' পদ নিষ্পন্ন। গত্যর্থক 'শুন' এবং স্থিত্যর্থক 'শী' এই দুই ধাতু উক্ত পদের উৎপত্তির মূল। সে হিসাবে যাহার গতি ও স্থিতি আছে, তাহাকেই শুনঃশেপ অর্থাৎ মর্ত্ত্য-মাত্রকেই শুনঃশেপ বলা যাইতে পারে। ঋকে যেখানে 'শুনঃশেপ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্র ঐ ভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। (১ম—২৪সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ।

অদ্বেষো হস্তয়োর্দ্দধে ॥ ৪ ॥

* . *

পদ বিশ্লেষণং।

যঃ চিৎ। হি। তে। ইত্থা। ভগঃ। শশমানঃ। পুরা। নিদঃ।

অদ্বেষঃ। হস্তয়োঃ। দধে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যঃ' (পূর্ব্বকথিতঃ) 'ভগঃ' (ভজনীয়ো ধনবিশেষঃ, পরমার্থরূপো ধনঃ) 'তে' (তব) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) 'দধে' (ধৃতোঽভূৎ), তদ্ভগঃ 'হি' (নিশ্চিতং) 'চিৎ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'শশমানঃ' (স্তূয়মানঃ, প্রশংসনীয়ঃ) 'অদ্বেষঃ' (দ্বেষরহিতঃ, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ঃ) 'পুরা' (পূর্ব্বাপরং, চিরকালং) 'নিদঃ' (অনিন্দিতঃ)। তৃতীয়র্চ্চোক্তং পরমার্থস্বরূপং যদ্ধনং, হে দেব! মহ্যং তং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—২৪সূ - ৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বঋকোক্ত যে স্পৃহনীয় পরমার্থরূপ ধন আপনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সে ধন শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় এবং অনিন্দিত। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন)। (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় (২৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেরও দুই দিক হইতে দুই রূপ অর্থ নিষ্কাশিত হয়। এক পক্ষ বলেন,—'বার্য্যাণাং' শব্দে 'অভিলাষানুরূপ ধন' বুঝায়। তদনুসারে অর্থাদির প্রার্থনা জানান হইয়াছিল, এইরূপ ভাব আসে। বলা বাহুল্য, যাঁহারা এইরূপ 'ধন' অর্থ আমনন করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাতেই আবার শুনঃশেপের প্রাণপ্রাপ্তির প্রার্থনা-প্রসঙ্গ আছে। যার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সে কি কখনও অর্থ-সম্পদের জন্য লালায়িত হয়! কখনই না। অতএব, এখানে তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নের প্রসঙ্গ কোনও প্রকারেই আসিতে পারে না। অপিচ, এ প্রার্থনাকে একমাত্র শুনঃশেপের প্রার্থনা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কারণ, এ ঋকেরও কর্ত্তা এবং ক্রিয়াপদ বহুবচনান্ত। সুতরাং আমরা যে কেহ যেন ভগবানের নিকট পরমধন প্রার্থনা করিতে পারি, এ মন্ত্র সেই ভাবেই বিহিত আছে। সবিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপও প্রার্থনা জানাইতে পারেন,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে পরম ধন (মোক্ষধন) প্রদান করুন'; আবার আমরা পাপীতাপী সকলেই এ ঋকের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া সবিতৃদেবকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারি,—'হে সকল সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা! আমাদিগকে বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে আপনি মুক্তিদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল বন্ধনের মূলীভূত; আপনি জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব! অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় হৃদয়ে আপনি জ্ঞানালোক-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। তাহাতে, আপনার করুণায়, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক।'

'শুনঃশেপ' শব্দের অর্থ—'ঋষিকুমার শুনঃশেপ' না হইয়া 'যদি পাপী তাপী মর্ত্ত্য মনুষ্য-মাত্রই' হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অর্থসঙ্গতি আসে। 'শুনঃ' ও 'শেপ' শব্দদ্বয়ের যোগে 'শুনঃশেপ' পদ নিষ্পন্ন। গত্যর্থক 'শুন' এবং স্থিত্যর্থক 'শী' এই দুই ধাতু উক্ত পদের উৎপত্তির মূল। সে হিসাবে যাহার গতি ও স্থিতি আছে, তাহাকেই শুনঃশেপ অর্থাৎ মর্ত্ত্য-মাত্রকেই শুনঃশেপ বলা যাইতে পারে। ঋকে যেখানে 'শুনঃশেপ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্র ঐ ভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। (১ম—২৪সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ।

অদ্বেষো হস্তয়োর্দ্দধে ॥ ৪ ॥

* . *

পদ বিশ্লেষণং।

যঃ চিৎ। হি। তে। ইত্থা। ভগঃ। শশমানঃ। পুরা। নিদঃ।

অদ্বেষঃ। হস্তয়োঃ। দধে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যঃ' (পূর্ব্বকথিতঃ) 'ভগঃ' (ভজনীয়ো ধনবিশেষঃ, পরমার্থরূপো ধনঃ) 'তে' (তব) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) 'দধে' (ধৃতোঽভূৎ), তস্তগঃ 'হি' (নিশ্চিতং) 'চিৎ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'শশমানঃ' (স্তূয়মানঃ, প্রশংসনীয়ঃ) 'অদ্বেষঃ' (দ্বেষরহিতঃ, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ঃ) 'পুরা' (পূর্ব্বাপরং, চিরকালং) 'নিদঃ' (অনিন্দিতঃ)। তৃতীয়র্চ্চোক্তং পরমার্থস্বরূপং যদ্ধনং, হে দেব! মহ্যং তং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—২৪সূ - ৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বঋকোক্ত যে স্পৃহনীয় পরমার্থরূপ ধন আপনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সে ধন শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় এবং অনিন্দিত। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন)। (১ম—২৪সু—৪ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সবিতর্যো ভগো ভজনীয়ো ধনবিশেষস্তে তব হস্তয়োর্দধে। ধৃতোঽভূত্তং ধনবিশেষমীমহ ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। চিচ্ছব্দঃ পূজার্থে হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। ধনস্য পূজ্যত্বং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধং। তামেব পূজ্যত্বপ্রসিদ্ধিং বিশদয়তি। ইত্থা শশমানঃ। অনেন প্রকারেণ শশ্যমানঃ। স্তূয়মানঃ। ধনস্তুতিপ্রকারং চ সর্ব্বে জানন্তি। নন্বু স্বকীয়ে ধনে বৈরিভিরপহৃতে সতি বৈরিগৃহীতং ধনং সর্ব্বো লোকো নিন্দতি দ্বেষ্টি চ। অতো ধনস্তুতির্ন নিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ। নিদঃ পুরা অদ্বেষঃ। নিন্দায়াঃ পূর্ব্বং স্বকীয়ত্বেন ব্যবস্থিতে সতি তদানীং দ্বেষরহিতঃ। তস্মাৎ স্বকীয়ত্বাভিপ্রায়েণ স্তূয়মানত্বমুক্তমিত্যর্থঃ।

ইত্থা। প্রকারবচন ইদমস্থমুঃ পা০ ৫।৩।২৪ সুপাং সুলুগিতি ব্যত্যয়েন বিভক্তে-র্ডাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। শশমানঃ। শশ প্লুতগতৌ। ইহ তু স্তুত্যর্থঃ। তাচ্ছীল্যবয়োবচনেতি। পা০ ৩।২।১২৯। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। কর্ত্তরি শপ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। নিদঃ নিদি কুৎসায়াং। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সবিতৃদেব! (সূর্য্য) যে ভজনার যোগ্য অর্থাৎ উত্তম ধনবিশেষ আপনার হস্তে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা (আমি) প্রার্থনা করিতেছি। এস্থলে 'ঈমহে' এই পূর্ব্ব ক্রিয়ার অন্বয় হইতেছে। এই ঋকে 'চিৎ' এই শব্দের অর্থ পূজা ও 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। ঐশ্বর্য্য যে পূজ্য (প্রশংসার যোগ্য). ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সেই পূজ্যত্বের প্রসিদ্ধি কিরূপ, তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন,—উক্ত ঐশ্বর্য্য-বিশেষ এই প্রকারে স্তূয়মান, (সর্ব্বজন-প্রশংসিত) ঐশ্বর্য্যের স্তুতি-প্রকার সকলেই জানে। এই বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে যে, আপন ধনসম্পত্তি শত্রু কর্তৃক অপহৃত হইলে, ঐ শত্রু-হস্তগত ধনকে সকল লোকেই নিন্দা এবং দ্বেষ করিয়া থাকে, সুতরাং ধন-প্রশংসা নিয়ত হইতে পারে না। এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। প্রথমে দ্বেষ-শূন্য অর্থাৎ নিন্দার পূর্ব্বে আপনার বলিয়া ব্যবস্থিত হইলে, তৎকালে ঐ ধন দ্বেষশূন্য হইয়া থাকে। অতএব, স্বকীয়ত্ব অভিপ্রায়ে উক্ত ঐশ্বর্য্যের স্তূয়মানত্ব কথিত হইয়াছে।

'ইত্থা' এই পদে "প্রকারবচন ইদমস্থমুঃ' (পা০ ৫।৩।২৪) এই সূত্রানুসারে 'ইদম্' শব্দের উত্তর থমু প্রত্যয়, 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা ব্যতিক্রমে বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ এবং টি লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের সহিত আকার উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'শশমানঃ' এই পদ প্লুতগমনবাচক 'শশ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এস্থলে উহা স্তুতিবাচক। উক্ত শশ ধাতুর 'উত্তর তাচ্ছীল্য বয়োবচন' (পা০৩।২।১২৯) এই সূত্রানুসারে তাচ্ছীল্য অর্থে চানশ্ প্রত্যয় ও কর্তৃবাচ্যে শপ্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'চিতঃ' এই নিয়ম হেতু অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'নিদঃ' এই পদ কুৎসা (নিন্দা)-বোধক 'নিন্দ' ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণে ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত। উক্ত পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মবশতঃ পঞ্চমী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অদ্বেষঃ' এই পদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। অদ্বেষঃ। ন বিদ্যতে দ্বেষোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দধে। কর্ম্মণি লিট্‌। তস্যার্দ্ধধাতুকত্বেনাভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তো ন ভবতি। প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। যদ্‌বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম - ২৪সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (২৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বে ঋকে যে ধনপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে, এ ঋকে সেই ধনের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। বলা হইতেছে,—সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সে ধন 'চিৎ', অর্থাৎ পূজার উপযোগী। সে ধন—'শশমান', অর্থাৎ স্তবের উপযোগী। আর সে ধন—"অদ্বেষ"; অর্থাৎ, দ্বেষরহিত। আর সে ধন—'পুরা নিদঃ' অর্থাৎ চিরকাল অনিন্দিত। সর্ব্বকালে সকলের পক্ষেই সে ধন পরম মঙ্গলপ্রদ। সে ধন, শত্রু অপহরণ করিতে পারে না; সে ধনের কেহ নিন্দা করিতে পারে না। সে ধন চিরসুখ চির-আনন্দ প্রদান করে। ফলতঃ, পরমধন মোক্ষধনের প্রার্থনাই যে ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্‌।)

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা

মূর্দ্ধানং রায় আরভে॥ ৫॥

'যাহার দ্বেষ নাই' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞ্‌ সুভ্যাং' এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে 'দধে' এই পদে কর্ম্মবাচ্যে লিট্‌ বিভক্তি। উক্ত পদের অর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা০ ৬।১।১৮৯) এই নিয়মানুসারে আদি উদাত্তস্বর হইল না; কিন্তু প্রত্যয় স্বরই থাকিল; এবং যদ্‌বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাত-স্বর হইল না॥ ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ভগঽভক্তস্য। তে। বয়ং। উৎ। অশেম। তব। অবসা।

মূর্দ্ধানং। রায়ঃ। আঽরভে॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (ত্বদীয়াঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ জনাঃ) 'ভগভক্তস্য' (ভগবতঃ সম্বন্ধযুতস্য, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য ইত্যর্থঃ) 'তব অবসা' (ভবতঃ রক্ষণেন, অনুগ্রহেণ) 'রায়ঃ' (পরমধনস্য) 'মূর্দ্ধানং' (উৎকর্ষং) 'আরভে' (আরব্ধুং, শীঘ্রং লব্ধুং) 'উদশেম' (উৎকর্ষেণ ব্যাপ্নুমঃ, প্রকৃষ্টরূপেণ সমর্থাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! তব প্রদত্তং ধনং প্রাপ্তা যয়া তদ্ধনস্য উৎকর্ষসাধনায় সমর্থেঃ ভবেম তৎ কুরু। (১ম-২৪সূ-৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার প্রার্থনাকারী আমরা, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার অনুগ্রহে পরমধনের উৎকর্ষকে শীঘ্র লাভ করিতে প্রকৃষ্টরূপে যেন সমর্থ হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার প্রদত্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া যদ্দ্বারা সেই ধনের উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হই, তাহা করুন।)॥ (১ম—২৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সবিতঃ তে ত্বদীয়া বয়ং শুনঃশেপনামানঃ ভগভক্তস্য ধনেন সংযুক্তস্য তবাবসা রক্ষণেনোদশেম। উৎকর্ষেণ ব্যাপ্নুমঃ। কিং কর্তুং। রায়ো ধনস্য মূর্দ্ধানমুৎকর্ষমারভে। প্রারব্ধুং। ধনিকত্বপ্রসিদ্ধ্যা ব্যাপ্তা ভূয়াস্মেত্যর্থঃ॥

ভগশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অশেম।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সবিতৃদেব! আপনার সম্বন্ধীয় শুনঃশেপ নামক আমরা, ধনবান্ আপনার রক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত হইব। কি করিতে ব্যাপ্ত হইব? - ধনের উৎকর্ষকে আরম্ভ করিবার নিমিত্ত; অর্থাৎ, ধনিকত্ব প্রসিদ্ধিতে ব্যাপ্ত হইব (আপনার ভক্তস্বরূপ আমাদিগকে আপনি রক্ষা করিলে, জনসমাজে আমরা ধনী বলিয়া খ্যাতিযুক্ত হইব)।

বৃষাদি বলিয়া "ভগ" শব্দটী আদ্যুদাত্ত। (কিন্তু) "ভগভক্তস্য" এই স্থলে "তৃতীয়া কর্ম্মণি" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে (উক্ত 'ভগ' পদে) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অশেম" এই পদটী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশূ ব্যাপ্তৌ। লিঙ্। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। শপ্। রায়ঃ। উড়িদমিতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। আরভে। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি তুমর্থে কেন্ প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশো বর্গঃ॥ ১অ—২অ—১৩ব॥

পঞ্চম (২৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেও সেই ধনেরই বিষয় কথিত হইয়াছে। যাহারা পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'আমায় ধন দেও; আমি সে ধন যেন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই; অর্থাৎ, কৃপণ হইয়া সে ধন যেন কেবল বাড়াইয়াই যাইতে পারি।' সাধারণ-দৃষ্টিতে ঋকের এ একরূপ অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। সে ধন যে কি, তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব 'রায়ঃ' শব্দেই উপলব্ধ হয়। আরাধনার (উপাসনার) দ্বারা প্রাপ্ত যে পরমধন, এখানে সেই ধনের বিষয়ই বলা হইয়াছে। 'সে ধনের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যাপ্ত থাকি, অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা-উপাসনার ফলে পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া, তাঁহার অনুস্মরণে ন্যস্তচিত্ত হই'—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-হেতু এ ঋকেরও সম্বোধন—সবিতৃ দেব। যিনি সবিতা, তিনি জ্ঞানদাতা। তাঁহার নিকট যে ধনের প্রার্থনা করা হইবে, সে ধন জ্ঞান-ধন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ভগবানের অর্চ্চনা-উপাসনার ফলে, যোগিধ্যেয় পরমপদার্থের আরাধনার ফলে, যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনই সুবর্ণ-রজতাদি পার্থিব ধন নহে। 'রায়ঃ' শব্দে তদ্রূপ ধন মনে করা বিভ্রম মাত্র। (১ম—২৪সূ—৫ঋ)।

ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশূ' (অশ্) ধাতুর লিঙ্ বিভক্তির পরিবর্ত্তে পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের বহুবচন করিয়া শপাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রায়ঃ" এই পদটীর ষষ্ঠী বিভক্তি "উড়িদং" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "আরভে" এই পদটী, আঙ্ পূর্ব্বক 'রভ্' ধাতুর উত্তর "কৃতার্থে তবৈকেন্" এই সূত্র দ্বারা "তুম্" প্রত্যয়ের অর্থে 'কেন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কেন্' প্রত্যয়ের নিৎহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১অ—২অ—১৩ব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্বিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং
বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে
বাতস্য প্র মিনন্তভ্বং॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। তে। ক্ষত্রং। ন। সহঃ। ন। মন্যুং। বয়ঃ। চন।
অমী ইতি। পতয়ন্তঃ। আপুঃ। নঃ। ইমাঃ। আপঃ।
অনিঽমিষং। চরন্তীঃ। ন। যে। বাতস্য।
প্রঽমিনন্তি। অভ্বং॥ ৬॥

ৼ ৼ ৼ

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'পতয়ন্তঃ' (পতনোন্মুখাঃ, জন্মজরাদিধর্ম্মবিশিষ্টাঃ) 'বয়শ্চন' (বয়োধর্ম্মশীলাঃ, মর্ত্ত্যাঃ) 'তে' (তব) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'হিঃ' (নিশ্চিতং) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্তবন্তঃ, তৎসদৃশং শরীরবলং কস্যাপি নাস্তীত্যর্থঃ); 'সহঃ' (তৎসদৃশং তেজঃ, পরাক্রমং) 'ন' (কুত্রাপি ন পরিদৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'মন্যুং' (তব কোপং) 'ন' (কোঽপি ন সোঢ়ুং শক্তঃ); 'ইমাঃ' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'অনিমিষং' (নিরন্তরং) 'চরন্তীঃ' (প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্যঃ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে ক্রিয়াশীলাঃ ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (নদ্যঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ন' (ত্বৎসদৃশীং শক্তিং ন ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ; 'বাতস্য' (বায়োঃ) 'যে' (গতিবিশেষাঃ, প্রচণ্ডাঃ গতয়ঃ ইত্যর্থঃ) তেঽপি 'অভ্বং' (ত্বদীয়ং বেগং) 'ন প্রমিনন্তি' (ন হিংসন্তি, অতিক্রমং কর্ত্তুং ন শক্তাঃ ইত্যর্থঃ) । দেবশক্তিঃ অতুলনীয়া—ইতি ভাবঃ । (১ম - ২৪সূ - ৬ঋ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব ! এই পরিদৃশ্যমান জন্মজরাদিধর্ম্মবিশিষ্ট মর্ত্ত্যগণ আপনার শক্তি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত নহে, অর্থাৎ কাহারও আপনার ন্যায় শারীরিক বল নাই ; আপনার ন্যায় তেজ (পরাক্রম) কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না ; অথবা আপনার ক্রোধকে কেহ সহ্য করিতে সমর্থ নহে ; এই পরিদৃশ্যমান নিরন্তর প্রবাহরূপে গতিশীলা নদী (অথবা, সংসারে ক্রিয়াশীল সদ্বৃত্তিসমূহ) আপনার ন্যায় শক্তিধারণ করে না ; বায়ুর যে গতিবিশেষ (প্রচণ্ডগতি), তাহারাও আপনার বেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ভাব এই যে,—দেবশক্তি অতুলনীয়।)॥ (১ম—২৪সূ—৬ঋ ।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সবিত্রা প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিসূক্তশেষেণোত্তরেণ চ সূক্তেন বরুণং তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং সবিতোবাচ। বরুণায় বৈ রাজ্ঞে নিযুক্তোঽসি তমেবোপধাবেতি স বরুণং রাজানমুপসসারাত উত্তরাভিরেকত্রিংশতেতি। হে বরুণ পতয়ন্তঃ প্রৌঢ়ে বিয়ত্যুৎপতন্তোঽমী দৃশ্যমানা বয়শ্চন শ্যেনাদয়ঃ পক্ষিণোঽপি তে ক্ষত্রং ত্বদীয়ং শরীরবলং ন হ্যাপুঃ। নৈব প্রাপ্তাঃ। ত্বৎসদৃশং শরীরবলং পক্ষিণামপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা সহস্ত্বদীয়ং পরাক্রমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর সবিতৃদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত (প্রযুক্ত) শুনঃশেপ নামক ঋষি, এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ এবং পরবর্ত্তী সূক্তের মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বরুণদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুতি আছে ; যথা,—"সেই শুনঃশেপ ঋষিকে সবিতা বলিয়াছিলেন; আপনি দেবরাজ বরুণের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, অতএব বরুণদেবেরই সমীপে গমন করুন। শুনঃশেপ ঋষি, সবিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পরবর্ত্তী একত্রিংশৎ ঋক্ দ্বারা স্তব করিতে করিতে দেবরাজ বরুণদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন।" হে বরুণদেব ! অতি-বৃহৎ আকাশে উড্ডীন হইতেছে এই যে পরিদৃশ্যমান শ্যেন আদি পক্ষিগণ, ইহারাও আপনার শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ আপনার বলের ন্যায় পক্ষিগণের শারীরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং

বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।

নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে

বাতস্য প্র মিনন্তভ্বং ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। তে। ক্ষত্রং। ন। সহঃ। ন। মন্যুং। বয়ঃ। চন।

অমী ইতি। পতয়ন্তঃ। আপুঃ। নঃ। ইমাঃ। আপঃ।

অনিমিষং। চরন্তীঃ। ন। যে। বাতস্য।

প্রহমিনন্তি। অভ্বং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'পতয়ন্তঃ' (পতনোন্মুখাঃ, জন্মজরাদিধর্ম্মবিশিষ্টাঃ) 'বয়শ্চন' (বয়োধর্ম্মশীলাঃ, মর্ত্ত্যাঃ) 'তে' (তব) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'হিঃ' (নিশ্চিতং) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্তবন্তঃ, তৎসদৃশং শরীরবলং কস্যাপি নাস্তীত্যর্থঃ); 'সহঃ' (তৎসদৃশং তেজঃ, পরাক্রমং) 'ন' (কুত্রাপি ন পরিদৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'মন্যুং' (তব কোপং) 'ন' (কোঽপি ন সোঢুং শক্তঃ); 'ইমাঃ' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'অনিমিষং' (নিরন্তরং) 'চরন্তীঃ' (প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্যঃ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে ক্রিয়াশীলাঃ ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (নদ্যঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ন' (ত্বৎসদৃশাং শক্তিং ন ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বাতস্ত' (বায়োঃ) 'যে' (গতিবিশেষাঃ, প্রচণ্ডাঃ গতয়ঃ ইত্যর্থঃ) তেঽপি 'অভ্বং' (ত্বদীয়ং বেগং) 'ন প্রমিনন্তি' (ন হিংসন্তি, অতিক্রমং কর্ত্তুং ন শক্তাঃ ইত্যর্থঃ)। দেবশক্তিঃ অতুলনীয়া—ইতি ভাবঃ। (১ম-২৪সূ-৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান জন্মজরাদিধর্ম্মবিশিষ্ট মর্ত্ত্যগণ আপনার শক্তি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত নহে, অর্থাৎ কাহারও আপনার ন্যায় শারীরিক বল নাই; আপনার ন্যায় তেজ (পরাক্রম) কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না; অথবা আপনার ক্রোধকে কেহ সহ্য করিতে সমর্থ নহে; এই পরিদৃশ্যমান্ নিরন্তর প্রবাহরূপে গতিশীলা নদী (অথবা, সংসারে ক্রিয়াশীল সদ্বৃত্তিসমূহ) আপনার ন্যায় শক্তিধারণ করে না; বায়ুর যে গতিবিশেষ (প্রচণ্ডগতি), তাহারাও আপনার বেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ভাব এই যে,—দেবশক্তি অতুলনীয়।)॥ (১ম—২৪সূ—৬ঋ।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সবিত্রা প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিসূক্তশেষেণোত্তরেণ চ সূক্তেন বরুণং তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং সবিতোবাচ। বরুণায় বৈ রাজ্ঞে নিযুক্তোঽসি তমেবোপধাবেতি স বরুণং রাজানমুপসসারাত উত্তরাভিরেকত্রিংশতেতি। হে বরুণ পতয়ন্তঃ প্রৌঢ়ে বিয়ত্যুৎপতন্তোঽমী দৃশ্যমানা বয়শ্চন শ্যেনাদয়ঃ পক্ষিণোঽপি তে ক্ষত্রং ত্বদীয়ং শরীরবলং ন হ্যাপুঃ। নৈব প্রাপ্তাঃ। ত্বৎসদৃশং শরীরবলং পক্ষিণামপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা সহস্ত্বদীয়ং পরাক্রমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর সবিতৃদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত (প্রযুক্ত) শুনঃশেপ নামক ঋষি, এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ এবং পরবর্ত্তী সূক্তের মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বরুণদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা,—"সেই শুনঃশেপ ঋষিকে সবিতা বলিয়াছিলেন; আপনি দেবরাজ বরুণের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, অতএব বরুণদেবেরই সমীপে গমন করুন। শুনঃশেপ ঋষি, সবিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পরবর্ত্তী একত্রিংশৎ ঋক্ দ্বারা স্তব করিতে করিতে দেবরাজ বরুণদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন।" হে বরুণদেব! অতি-বৃহৎ আকাশে উড্ডীন হইতেছে এই যে পরিদৃশ্যমান শ্যেন আদি পক্ষিগণ, ইহারাও আপনার শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ আপনার বলের ন্যায় পক্ষিগণের শারীরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তব সামর্থ্যমপি ন প্রাপুঃ। তথা মন্যুং ত্বদীয়ং কোপমপি ন প্রাপুঃ। ত্বয়ি ক্রুদ্ধে সতি সোঢুমশক্তা ইত্যর্থঃ। অনিমিষং সর্ব্বদা চরন্তীঃ প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্য আপস্ত্বদীয়ং বলং ন প্রাপুঃ। বাতস্য বায়োর্যে গতিবিশেষাস্ত্বদীয়মভ্বং বেগং ন প্রমিনন্তি। ন হিংসন্তি। অতিক্রমং কর্ত্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ। তেঽপি ন প্রাপুরিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥

পতয়ন্তঃ। পত গতৌ। চুরাদিরদন্তঃ। লটঃ শতৃ। শপ্। গুণায়াদেশৌ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকাহুদাত্তত্বে নিচঃ স্বরঃ। আপুঃ। আপ্‌ল্ ব্যাপ্তৌ। লিটুসি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অত আদেঃ। পা০ ৭।৪।৭০। হিত্যাত্বং। অত্র ন সহো ন মন্যুমিত্যাদিভিরাপুরিত্যস্য সম্বন্ধাত্তদপেক্ষয়া প্রাথম্যাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে। চরন্তীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। প্রমিনন্তি। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০ ৬।৪।১১২। ইত্যাকারলোপঃ। মীনাতের্নিগমে। পা০ ৭।৩।৮১। ইতি হ্রস্বত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। তিঙিচোদাত্তবতি। পা০ ৮।১।৭১। ইতি গতিরনুদাত্তঃ। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ৬ ॥

০ ০ ০

বল নাই। সেইরূপ আপনার ক্রোধকেও প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ পক্ষিগণ আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা বিচরণশীল অর্থাৎ প্রবাহরূপে গমনশীল জলসমূহ আপনার বলকে প্রাপ্ত হয় না। বায়ুর যে গতিবিশেষ, তাহারাও আপনার বেগকে হিংসা করে না, অর্থাৎ আপনার পরাক্রম অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। 'ইহারা সকলেই আপনার তুল্য শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং আপনার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ নহে'—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

"পতয়ন্তঃ" এই পদটী গত্যর্থক 'পত্' ধাতুর উত্তর চুরাদি হেতু 'নিঙ্' করিয়া, লটের স্থানে শতৃ (অৎ) প্রত্যয়, 'শপ্' প্রত্যয়, গুণ ও 'অয়্' আদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে সার্ব্বধাতুক ল-কারহেতু অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু 'অৎ' এই উপদেশ থাকায় ণিচের স্বরই বর্ত্তমান হইয়াছে। "আপুঃ" এই পদটি, ব্যাপ্ত্যর্থক আপ্‌লৃ (আপ্) ধাতুর উত্তর লিটের 'উস্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিত্ব, হলাদিশেষ এবং "আপুঃ" এই ক্রিয়াপদের "ন সহোন-মন্যুং" এই পদের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং তদপেক্ষাও এই ক্রিয়াপদ প্রথম বলিয়া, "চাদিলোপেবিভাষা" এই সূত্রে দ্বারা তিঙ বিভক্তির নিঘাত স্বর হয় নাই। "চরন্তীঃ" এই পদটীর জস্ বিভক্তিতে, "বা ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ছন্দোবিষয়ে পূর্ব্ব সবর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে। "প্রমিনন্তি" এই পদটী প্র-পূর্ব্বক হিংসার্থবিশিষ্ট 'মীঞ্' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ক্র্যাদিভ্যঃ স্না" সূত্র দ্বারা 'শ্না' (না) প্রত্যয়, "শ্নাভ্যস্তয়োরাত" (পা০ ৬।৪।১১২) এই সূত্র দ্বারা 'শ্না' এর আকারলোপ, এবং "মীনাতের্নিগমে" (পা০ ৭।৩।৮) এই সূত্র দ্বারা ঈ-কারের হ্রস্ব হইয়াছে। এই পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে এবং "তিঙি চোদাত্তবতি" (পা০ ৮।১।৭১) সূত্র দ্বারা ইহার গতির (প্র-এর) অনুদাত্তস্বর হইয়াছে; যদ্‌বৃত্তযোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই ॥ ৬ ॥

০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:প্র:—

প্রচলিত ভাষ্য-সমূহের মত এই যে, এ ঋক্ বরুণদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ সূচিত হয়। সায়ণের ভাষ্য প্রভৃতিতে সে ভাব ব্যক্ত আছে, দেখিতে পাইবেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋকে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে ;—তিনি বরুণদেব নামেই অভিহিত হউন, আর যে নামেই অভিহিত হউন। তদনুসারে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! মর্ত্ত্য কোনও জীবই আপনার সমকক্ষ নয়। কিবা শারীরিক বলে, কিবা পরাক্রমে, কিবা ক্রোধ-সহনে (আপনার অব্যাহত গতি-প্রবাহে বাধা প্রদানে) সংসারে কেহই সমর্থ নহে। কেবল মর্ত্ত্য জীবের কথাই বা বলি কেন?—প্রকৃতির অঙ্গীভূত সেই যে প্রচণ্ড নদীপ্রবাহ, অথবা ভীষণ মূর্ত্তি সেই যে বাত্যাবর্ত্ত—আপনার প্রভাবের নিকট তাহারা কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না।'

প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের পরিগৃহীত উক্তরূপ অর্থের কি বিভিন্নতা, ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বোধগম্য হইবে। ঋকের একটী প্রধান শব্দ—'বয়শ্চন'। এই শব্দে সকলেই 'পক্ষী' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গত্যর্থক 'বি' বা 'অজ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় 'পক্ষী' অর্থ কল্পনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু 'বয়শ্চন' শব্দে কেন শ্যেন প্রভৃতি 'পক্ষী' অর্থ কল্পনা করিব? আমরা মনে করি, ঐ শব্দে 'বয়োধর্ম্মশীল, জন্মজরামরণরূপ গতিশীল, মর্ত্ত্য জীব-মাত্রকেই' বুঝাইতেছে। এইরূপ 'পতয়ন্তঃ' শব্দে 'পতনোন্মুখঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বয়োধর্ম্মশীল মর্ত্ত্য জীব স্বভাবতঃই পতনের পথে অগ্রসর হয়। এখানে 'পতয়ন্তঃ' ও 'বয়শ্চন' শব্দদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ভাবাপন্নঃ (পতয়ন্তঃ বয়শ্চন) কোনও জীবই আপনার ন্যায় বল প্রাপ্ত হয় না, আপনার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না,—ইহাই ঋকের একাংশের মর্ম্মার্থ। তাহারা আপনার তেজঃ সহিতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা আপনার কোপ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না'; অর্থাৎ, জগতে এমন কেহই নাই যে, ভগবানের সমকক্ষতা-লাভে বা তাঁহার কার্য্যে বাধা-প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। এখানে এই ভাবই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষী জাতির সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে উপহাসাস্পদ করা হইয়াছে মাত্র।

নদীপ্রবাহ সাধারণতঃ ভীষণ বেগসম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। বাত্যাবর্ত্তের ভীষণতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এখানে বলা হইয়াছে,—'ভগবানের শক্তির নিকট ব্যষ্টিভাবে সে সকলই তুচ্ছ। কিবা নদীর বেগ, কিবা বাত্যার প্রকোপ, কেহই ভগবানের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। ব্যষ্টি কখনও কি সমষ্টির সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হয়? কণা কি কখনও অনন্তের সহিত তুলিত হইতে পারে? বিন্দু কি কখনও মহাসাগরের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়? এখানে, এ ঋকে, ভগবানের সেই অসীম অনন্ত মহিমার বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'অসীম অনন্ত-শক্তিশালী তেমন যে তুমি, আমার প্রতি একবার করুণ-নেত্রে চাহিয়া দেখ। আমি যে বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! সে বন্ধন যতই দৃঢ় হউক না কেন; আপনার দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাহা আপনিই টুটিয়া যাইবে।' প্রার্থনা—'আপনি একবার করুণ-নেত্রে এ অকিঞ্চনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।' (১ম—২৪সূ—৬ঋ)। *

---

* এ ঋকের দুই প্রকার প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) 'হে বরুণদেব আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী সকল আপনার সদৃশ বল প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। সর্ব্বদা প্রবাহিত এই জল-সমূহ আপনার ন্যায় বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বায়ুর গতি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাও আপনার বল প্রাপ্ত হয় না।' (২) "হে বরুণ এই উড্ডীয়মান পক্ষীগণ তোমার ন্যায় বল তোমার ন্যায় পরাক্রম তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অনিমিষবিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারও এই মর্ম্মেরই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"For thy power, thy strength, thy anger even these birds fly up, do not reach."

সর্ব্বত্র সায়ণের অনুসরণ হেতুই 'বয়শ্চন' পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্বিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং
স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে
অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অবুধ্নে। রাজা। বরুণঃ। বনস্য। ঊর্ধ্বং। স্তূপং। দদতে। পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ। স্থুঃ। উপরি। বুধ্নঃ। এষাং। অস্মে ইতি। অন্তঃ।
নিহিতাঃ। কেতবঃ। স্যুরিতি। স্যুঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূতদক্ষঃ' (পবিত্রবলশালী) 'রাজা' (রাজমানঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টসাধকঃ বরুণদেবঃ) 'অবুধ্নে' (মূলরহিতে প্রদেশে, অনন্তে অন্তরীক্ষে) 'বনস্য' (সংসাররূপস্য অরণ্যস্য) 'ঊর্দ্ধং' (উচ্চং, প্রকৃষ্টং) 'স্তূপং' (সত্ত্বং, কারণং ইত্যর্থঃ) 'দদতে' (ধারয়তি); অতঃ 'কেতবঃ' (জ্ঞানানি, জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'নীচীনাঃ' (অধোমুখাঃ, অকিঞ্চনানাং হৃদয়েঽপি সঞ্চরণশীলাঃ) 'স্থুঃ' (সন্তুঃ, তিষ্ঠন্তি); 'এষাং' (জ্ঞানরশ্মীনাং) 'উপরি' (উপরিভাগে) 'বুধ্নঃ' (মূলপ্রদেশঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) অস্তি ইতি শেষঃ; তত্র জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ দৃষ্টির্মূলদেশে ধাবতি ইতি ভাবঃ; 'কেতবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'অস্মে' (অস্মাকং) 'অন্তর্নিহিতাঃ' (অন্তরে প্রতিষ্ঠিতাঃ) 'স্যুঃ' (ভবেয়ুঃ, ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ করুণাধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত; সা করুণা অস্মাকং হৃদয়ে প্রবাহিতা ভূত্বা অস্মভ্যং মূলজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র-শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, অভীষ্টপ্রদ বরুণদেব, মূলরহিত প্রদেশে অনন্তে অন্তরীক্ষে সংসার-রূপ অরণ্যের মূল কারণকে ধারণ করিয়া আছেন; তাহাতে জ্ঞানরশ্মিসমূহ অধোমুখ অর্থাৎ অতি অকিঞ্চনের হৃদয়েও সঞ্চারিত হইতেছে; সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহের উপরিভাগে মূল-প্রদেশে (ভগবান্) অবস্থিত; অর্থাৎ, সেই জ্ঞান আছে বলিয়াই দৃষ্টি সময় সময় মূলদেশে ধাবিত হয়; জ্ঞানরশ্মি সমূহ আমাদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত; সেই করুণা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে মূলজ্ঞান প্রদান করুন এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—২৪সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূতদক্ষঃ শুদ্ধবলো বরুণো রাজাবুধ্নে মূলরহিতেঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ বনস্য বননীয়স্য তেজসঃ স্তূপং সঙ্ঘমূর্দ্ধ্বমুপরিদেশে দদতে। ধারয়তি। নীচীনাঃ স্থুঃ। উর্দ্ধদেশে বর্ত্তমানস্য বরুণস্য রশ্ময় ইত্যধ্যাহার্য্যং। তে হ্যধোমুখাস্তিষ্ঠন্তি এষাং রশ্মীনাং বুধ্নো মূলমুপরি হি তিষ্ঠতীতি শেষঃ। তথা সতি কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ প্রাণা অস্মেঽস্মাস্বন্তর্নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ স্যুঃ। মরণং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥

অবুধ্নে ন বিদ্যতে বুধ্নো মূলমস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্তূপং। স্ত্যৈ শব্দসংঘাতয়োঃ। স্ত্যঃ সম্প্রসারণমুচ্চ চেতি পপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন যকারস্য সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্ব উকারাদেশশ্চ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। দদতে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রবলশালী বরুণদেব, মূল (আদি) রহিত অন্তরিক্ষে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ তেজঃসমূহকে উপরিদেশে (অর্থাৎ সকলের উপর) ধারণ করিতেছেন। উর্দ্ধদেশে বর্ত্তমান বরুণদেবের রশ্মিসমূহ (ইহা অধ্যাহার করিতে হইবে) অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই রশ্মিসমূহের মূল (অর্থাৎ আদি) উপরিদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদিগের প্রাণসমূহ, আমাদিগের অন্তরে স্থাপিত হইয়াছে (অর্থাৎ আমাদিগের মরণ হইবে না)।

'নাই 'বুধ্ন' অর্থাৎ, মূল ইহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন বলিয়া, "অবুধ্নে" এই পদটীর "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্তূপং" এই পদটী, শব্দ এবং সঙ্ঘাতার্থ বিশিষ্ট 'স্ত্যৈ' ধাতুর উত্তর "স্ত্যঃ সংপ্রসারণ মুচ্চ" এই সূত্র দ্বারা 'প' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উক্ত সূত্রানুসারে 'প' প্রত্যয়ের সন্নিয়োগ বশতঃ ধাতুস্থ 'য'কারের সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৌবাদিকঃ। নীচীনাঃ। নিপূর্ব্বাদঞ্চতের্ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। ন্যচ্ শব্দাৎ স্বার্থে বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা০ ৫।৪।৮। ইতি খঃ। আয়নিত্যাদিনা তস্যেনাদেশঃ। আয়নাদিষূপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থমিতি বচনাদীকার উদাত্তঃ। অচ ইত্যকার লোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। স্থুঃ। গাতিস্থেত্যাদিনা। পা০ ২।৪।৭৭। সিচো লুক্। আতঃ। পা০ ৩।৪।১১০। ইতি ঝের্জুসাদেশঃ। উস্যপদান্তাৎ। পা০ ৬।১।৯৬। ইতি পররূপত্বং। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেঽপীত্যড়াগমাভাবঃ। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। স্যুঃ। অস্তের্লিঙ্ শ্নসোরল্লোপঃ। (১ম—২৪সূ ৭ঋ)।

• • •

সপ্তম (২৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

—‡ ÷ ‡—

এই ঋকের পদবিন্যাস বিষম প্রহেলিকা-মূলক। অর্থোদ্ধারে তাই বিষম মতান্তর দেখিতে পাই। সুতরাং, এই ঋকের যে অর্থ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার কারণ প্রথমে বিবৃত করা যাইতেছে।

ঋকে 'রাজা বরুণ' পদ আছে। আমরা মনে করি, তদ্দ্বারা পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। বরুণের পূর্ব্বে 'রাজা' শব্দই শ্রেষ্ঠত্বের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'অবুধ্ন' পদে 'মূলরহিত প্রদেশ' অর্থ

উকারাদেশ হইয়াছে। নিৎপ্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দদতে" এই পদটী, জুহোত্যাদিগণীয় 'দদ' ধাতুর উত্তর লটের আত্মনেপদের প্রথম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নীচীনাঃ" এই পদটীতে 'নি' পূর্ব্বক 'অনচ্' ধাতুর উত্তর "ঋত্বিক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিয়া "অনিদিতাং" এই সূত্র দ্বারা ন-এর লোপে 'ন্যচ্' এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'ন্যচ্' এর পর "স্বার্থে-বিভাষাঞ্চেরদিক্‌স্ত্রিয়াং" (পা০ ৫।৪।৮) এই সূত্র দ্বারা 'খ' প্রত্যয় ও "আয়ন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সেই 'খ' প্রত্যয়ের স্থানে ইন্ আদেশ করিয়া উক্ত "নীচীনাঃ" পদটী সম্পন্ন হইয়াছে। 'আয়নাদিষু উপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থং' এই নিয়মে ইহার ঈ কার উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "অচঃ" এই সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ করিয়া "চৌ" এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। "স্থুঃ" এই পদটীতে "গাতিস্থা" (পা০ ২।৪।৭৭) এই সূত্র দ্বারা সিচের লোপ, "আতঃ" (পা০ ৩।৪।১১০) এই সূত্র দ্বারা ঝিএর স্থানে 'জুস' আদেশ, "উস্যপদান্তাৎ" (পা০ ৬।১।৯৬) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব এবং "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেঽপি" এই সূত্র দ্বারা অট্ (পদের আদিতে অ) আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে "অস্মে" এই পদটীতে "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির স্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। "স্যুঃ" এই পদটী, 'অস্' ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তিতে "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্র দ্বারা ধাতুর আদিস্থ অ-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচিত হয়। তাহা হইতে 'অনন্ত অন্তরিক্ষ' ভাব আমনন করিতে পারি। ভগবানের আদি—ভগবানের উৎপত্তি, কে জানে? কাজেই তিনি অনাদি —তিনি মূলরহিত, সুতরাং অনন্ত। এখানে 'অবুধ্ন' পদ তাঁহার সেই অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। 'বনস্য স্তূপং' শব্দদ্বয়ে 'বননীয় বা সুন্দর গতিবিশিষ্ট তেজোরাশি' না বলিয়া আমরা 'সর্ব্বব্যাপক তেজোসঙ্ঘ' অর্থ গ্রহণ করি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'বনস্য' শব্দের প্রতিবাক্য 'ব্যাপকস্য' পদই সঙ্গত হয়। 'কেতবঃ' শব্দে 'জ্ঞানরূপ রশ্মি' এবং 'নীচীনাং' পদে 'অকিঞ্চন-গণের হৃদয়ে সঞ্চরণশীল' অর্থই সঙ্গত। রশ্মি বা জ্যোতির মূল যে উপরি-ভাগে ('উপরি বুধ্নঃ')—এতৎপ্রসঙ্গে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমে মনে হয়, হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, জ্ঞানমূলাধার যে ভগবান্, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই ভাবই সেখানে ব্যক্ত আছে। অথবা, এখানে আর এক ভাব মনে আসে। মনে আসে—মূল যে সহস্রারের পদ্ম, এখানকার লক্ষ্য তাহারই প্রতি। যখন মূলাধারে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তখন মূলস্বরূপ তাঁহাতেই সে জ্ঞান ন্যস্ত হইয়া থাকে।

'উপরি বুধ্নঃ' বাক্যের লক্ষ্য যে সেই মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই ঋকেরই অনুরূপ উক্তি সেখানে দেখিতে পাই। গীতার শ্লোকে আছে,—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত থাকবে কিনা, তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়তা হেতু সংসারকে অশ্বত্থ-বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সংসারের মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উহার মূলাধার সেই পরমব্রহ্ম। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে যেরূপ শাখা-সমূহ উদ্গত হয়, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম হইতেই এই সংসার উৎপন্ন। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই তাঁহার শাখা-সমূহকে, জীবগণকে, অধোমুখ বলা হইয়াছে। বেদরূপ-জ্ঞান সে বৃক্ষের পত্র; আর সেই মূলাধারকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ।' পক্ষান্তরে আবার গীতার ঐ শ্লোকের অর্থ হয়,—সহস্রার পর্য্যন্ত যাহার মূল, আজ্ঞাচক্র হইতেই যাহার আরম্ভ, তাহাকেই ঊর্দ্ধ কহে। আজ্ঞাচক্রের নিম্নভাগ 'অধঃ' নামে অভিহিত হয়। তাহার ঊর্দ্ধে সহস্রার—ব্রহ্মের স্থান। জীবপ্রবাহ-রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচ্ছিন্ন বলিয়াই তিনি অব্যয়। জ্ঞানী যিনি, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। যে পরাৎপর পরম পুরুষ হইতে সংসার-রূপ বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তাঁহাকে ঊর্দ্ধমূলরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বৃক্ষ যেখান হইতে রস আকর্ষণ করে, তাহাই বৃক্ষের মূল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। সংসার-রূপ বৃক্ষ সেই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এবং তাঁহা হইতে রস প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত-ভাব ধারণ করে বলিয়া, তাঁহাকেই সংসারের মূল বলা হয়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি, ফলপুষ্প-সমন্বিত হইয়া, স্ব স্ব কার্য্যবত্তার পরিচয় দেয়। সে হিসাবে, সাধারণ বৃক্ষের মূল নিম্নে ও কার্য্য ঊর্দ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে যে সংসার রূপ পাদপ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র নিম্নদেশে—এই সংসারে; আর, তাহার উৎপত্তিস্থান ঊর্দ্ধে—সেই জ্ঞানময়ের সান্নিধ্যে। তাই সাধারণ বৃক্ষের তুলনায় এই সংসার-বৃক্ষকে ঊর্দ্ধমুখ অধোশাখ বলা হয়।

এ বিষয়ে শ্রুতি-বাক্য (কঠোপনিষৎ ২.৩) আছে,—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥" অর্থাৎ,—'এই অশ্বত্থরূপ (অনিত্য) সংসার-বৃক্ষের মূল, ঊর্দ্ধদেশে। তাহার শাখা-সমূহ অধোমুখ ও সনাতন। যিনি সেই মূলাধার, তিনি শুভ্র (উজ্জ্বল) ব্রহ্ম এবং অমৃতস্বরূপ।' তবেই বুঝা যায়,—'উপরি বুধ্নঃ' বাক্যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পুরাণের ব্যাখ্যাও অতি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পুরাণে আছে, (গীতার ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন),—

> "অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
> মহাভূত বিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসু পুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥
> আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষ সনাতনঃ। এতদ্‌ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মা চরতি সাক্ষিবৎ॥
> এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসীনাঃ। ততশ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

অব্যক্ত মূলাশক্তি হইতে, তাঁহারই অনুগ্রহে, এই সংসার-রূপ বৃক্ষ উৎপন্ন। জ্ঞান—এ বৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ; অর্থাৎ,—বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমুদ্গত হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানময় হইতে এই সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তি-পরিণাম সাধিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি সেই বৃক্ষের কোটর-স্বরূপ। আকাশাদি তাহার শাখা, বিষয়াদি তাহার পত্রস্থানীয়। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচিত হয়। তাহা হইতে 'অনন্ত অন্তরিক্ষ' ভাব আমনন করিতে পারি। ভগবানের আদি—ভগবানের উৎপত্তি, কে জানে? কাজেই তিনি অনাদি —তিনি মূলরহিত, সুতরাং অনন্ত। এখানে 'অবুধ্নে' পদ তাঁহার সেই অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। 'বনস্য স্তূপং' শব্দদ্বয়ে 'বননীয় বা সুন্দর গতিবিশিষ্ট তেজোরাশি' না বলিয়া আমরা 'সর্ব্বব্যাপক তেজোসঙ্ঘ' অর্থ গ্রহণ করি ধাত্বর্থের অনুসরণে 'বনস্য' শব্দের প্রতিবাক্য 'ব্যাপকস্য' পদই সঙ্গত হয়। 'কেতবঃ' শব্দে 'জ্ঞানরূপ রশ্মি' এবং 'নীচীনাঃ' পদে 'অকিঞ্চন-গণের হৃদয়ে সঞ্চরণশীল' অর্থই সঙ্গত। রশ্মি বা জ্যোতির মূল যে উপরি-ভাগে ('উপরি বুধ্নঃ')—এতৎপ্রসঙ্গে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমে মনে হয়, হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, জ্ঞানমূলাধার যে ভগবান্, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই ভাবই সেখানে ব্যক্ত আছে। অথবা, এখানে আর এক ভাব মনে আসে। মনে আসে—মূল যে সহস্রারের পদ্ম, এখানকার লক্ষ্য তাহারই প্রতি। যখন মূলাধারে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তখন মূলস্বরূপ তাঁহাতেই সে জ্ঞান ন্যস্ত হইয়া থাকে।

'উপরি বুধ্নঃ' বাক্যের লক্ষ্য যে সেই মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই ঋকেরই অনুরূপ উক্তি সেখানে দেখিতে পাই। গীতার শ্লোকে আছে,—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত থাকবে কিনা, তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়তা হেতু সংসারকে অশ্বত্থ-বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সংসারের মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উহার মূলাধার সেই পরমব্রহ্ম। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে যেরূপ শাখা-সমূহ উদ্গত হয়, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম হইতেই এই সংসার উৎপন্ন। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই তাঁহার শাখা-সমূহকে, জীবগণকে, অধোমুখ বলা হইয়াছে। বেদরূপ-জ্ঞান সে বৃক্ষের পত্র; আর সেই মূলাধারকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ' পক্ষান্তরে আবার গীতার ঐ শ্লোকের অর্থ হয়,—সহস্রার পর্য্যন্ত যাহার মূল, আজ্ঞাচক্র হইতেই যাহার আরম্ভ, তাহাকেই ঊর্দ্ধ কহে। আজ্ঞাচক্রের নিম্নভাগ 'অধঃ' নামে অভিহিত হয়। তাহার ঊর্দ্ধ সহস্রার—ব্রহ্মের স্থান। জীবপ্রবাহ-রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচ্ছিন্ন বলিয়াই তিনি অব্যয়। জ্ঞানী যিনি, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। যে পরাৎপর পরম পুরুষ হইতে সংসার-রূপ বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তাঁহাকে ঊর্দ্ধমূলরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বৃক্ষ যেখান হইতে রস আকর্ষণ করে, তাহাই বৃক্ষের মূল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। সংসার-রূপ বৃক্ষ সেই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এবং তাঁহা হইতে রস প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত-ভাব ধারণ করে বলিয়া, তাঁহাকেই সংসারের মূল বলা হয়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি, ফলপুষ্প সমন্বিত হইয়া, স্ব স্ব কার্য্যবত্তার পরিচয় দেয়। সে হিসাবে, সাধারণ বৃক্ষের মূল নিম্নে ও কার্য্য ঊর্দ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে যে সংসার রূপ পাদপ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র নিম্নদেশে—এই সংসারে; আর, তাহার উৎপত্তিস্থান ঊর্দ্ধে—সেই জ্ঞানময়ের সান্নিধ্যে। তাই সাধারণ বৃক্ষের তুলনায় এই সংসার-বৃক্ষকে ঊর্দ্ধমুখ অধোশাখ বলা হয়।

এ বিষয়ে শ্রুতি-বাক্য (কঠোপনিষৎ ২।৩) আছে,—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥" অর্থাৎ,—এই অশ্বত্থরূপ (অনিত্য) সংসার-বৃক্ষের মূল, ঊর্দ্ধদেশে। তাহার শাখা-সমূহ অধোমুখ ও সনাতন। যিনি সেই মূলাধার, তিনি শুভ্র (উজ্জ্বল) ব্রহ্ম এবং অমৃতস্বরূপ।' তবেই বুঝা যায়,—'উপরি বুধ্নঃ' বাক্যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পুরাণের ব্যাখ্যাও অতি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পুরাণে আছে, (গীতার ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন),—

"অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূত বিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসু পুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষ সনাতনঃ। এতদ্ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মা চরতি সাক্ষিবৎ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

অব্যক্ত মূলাশক্তি হইতে, তাঁহারই অনুগ্রহে, এই সংসার-রূপ বৃক্ষ উৎপন্ন। জ্ঞান—এ বৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ; অর্থাৎ,—বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমুদ্গত হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানময় হইতে এই সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তি-পরিণাম সাধিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি সেই বৃক্ষের কোটর-স্বরূপ। আকাশাদি তাহার শাখা, বিষয়াদি তাহার পত্রস্থানীয়। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পুষ্প, সুখদুঃখরূপ তাহার ফলোদয়; অর্থাৎ, সেই বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে সুখদুঃখরূপ ফল সঞ্জাত হয়। এই সনাতন ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল। এই ব্রহ্মরূপ অরণ্যে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত আছেন। জীব যে সংসারে জন্মজরামরণগতির মধ্যে পুনঃপুনঃ যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ —তাহাদের কামনা-বাসনা। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই গুণত্রয়ের মধ্য দিয়াই সেই কামনা বা বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে; আর, তদ্দ্বারাই এই সংসার-রূপ বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হয়। কামনা-বাসনার যতই পরিবর্দ্ধন ঘটিবে, বন্ধনও ততই দৃঢ় হইয়া আসিবে। সত্য-জ্ঞানই কামনা-বাসনাকে উন্মূলন করে। সংসার-রূপ অরণ্যও তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানরূপ পরম অসির সাহায্যে অজ্ঞানরূপ সেই অরণ্যকে ছেদন করিলে পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

আমরা মনে করি, এ ঋকেরও সেই প্রার্থনা। প্রার্থনা এই যে,—'আমাদের অন্তরে, হে দেব! সেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত কর, যে জ্ঞানের সাহায্যে মূলরহিত তুমি, তোমার মূল সন্ধান করিয়া পাই;—অনাদি অনন্ত তুমি, তোমার আদি নির্ণয় (নির্দ্ধারণ) করিতে সমর্থ হই।' * ভাবার্থ,—'হে দেব! তোমার প্রকৃত স্বরূপ যেন জানিতে পারি; জ্ঞানরূপ অসিতে যেন আমরা আমাদের অজ্ঞানতারূপ অরণ্যকে ছিন্ন করিতে সমর্থ হই।' (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

---

* মূলরহিতের মূল, অনাদির আদি,—ইত্যাদি রূপ প্রসঙ্গ সত্যই প্রহেলিকা-মূলক। প্রচলিত বঙ্গানুবাদ-সমূহেও সেই প্রহেলিকাই প্রবল হইয়া আছে। এই ঋকের প্রচলিত দুইটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

(১) "যে বরুণদেব পবিত্রবলসম্পন্ন, তিনি মূলরহিত অন্তরিক্ষ-প্রদেশে সূর্য্যরূপ তেজোরাশিকে ধারণ করেন। ইহার কিরণ-সকল অধোমুখে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহাদিগের মূল উপরে স্থিতি করিতেছে। ইহাদিগের দ্বারা আমাদিগের অন্তর আলোকিত হউক, যেন আমরা প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি।"

(২) "বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ, মূলরহিত অন্তরিক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল ঊর্দ্ধে; (তদ্দ্বারা) যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ।

অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা

হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উরুং। হি। রাজা। বরুণঃ। চকার। সূর্য্যায়। পন্থাং। অনুঽএতবৈ।

উং ইতি। অপদে। পাদা। প্রতিঽধাতবে। অকঃ। উত।

অপঽবক্তা। হৃদয়ঽবিধঃ। চিৎ ॥ ৮ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রাজা' (রাজমানঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (বরপ্রদঃ, অভীষ্টসাধকঃ বরুণদেবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অন্বেতবৈ উ' (অনুক্রমেণ উদয়াস্তময়ৌ গন্তুমেব) 'সূর্য্যায় পন্থাং' (সূর্য্যস্য পন্থানং, মার্গং) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং) 'চকার' (কৃতবান্); স দেবঃ এব সূর্য্যস্য প্রতিষ্ঠাতা—ইতি ভাবঃ; স দেবঃ 'অপদে' (পাদরহিতে, উপায়হীনে, বিপন্নজনে) 'পাদা' (পাদৌ, উপায়ৌ) 'প্রতিধাতবে' (প্রক্ষেপ্তুং, বিধাতুং) 'অকঃ' (মার্গং—প্রদর্শয়তু ইতি যাবৎ); 'উত' (অপিচ) স দেবঃ 'হৃদয়াবিধঃ' (হৃদয়মর্ম্মভেদনঃ শত্রোঃ) 'চিৎ' (অপি) 'অপবক্তা' (নিরাকর্ত্তা, সংহর্ত্তা—ভবতু ইতি যাবৎ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ যঃ দেবঃ সূর্য্যস্যাপি গন্তব্যপথং নির্দ্ধারিতবান্, স উপায়হীনস্য বিপন্নস্য অস্মাকং মুক্তিপথং প্রদর্শয়তু। (১ম—২৪সূ—৮ঋ)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্টসাধক বরুণদেব, যথাক্রমে সূর্য্যের উদয়াস্তের পথ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; (ভাব এই যে,—সেই দেবতাই সূর্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠাতা।) সেই দেবতা পদহীন (উপায়হীন) বিপন্নজনে পদদ্বয় বিধান করিয়া পথ প্রদর্শন করুন; আর সেই দেবতা হৃদয়মর্ম্মভেদী শত্রুরও সংহারকারী হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে দেবতা সূর্য্যেরও গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তিনি উপায়হীন বিপন্ন আমাদিগের মুক্তিপথ প্রদর্শন করুন।)॥ (১ম—২৭সু—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

বরুণো রাজা সূর্য্যায় সূর্য্যস্য পন্থাং মার্গমুরুং বিস্তীর্ণং চকার। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নমার্গস্য বিস্তারঃ প্রসিদ্ধঃ। কিমর্থমেবং কৃতবানিতি তদুচ্যতে। অম্বেতবা উ। অনুক্রমেণোদয়াস্তময়ৌ গন্তুমেব। তথাপদে। পাদরহিতেঽন্তরিক্ষে পাদা প্রতিধাতবে। পাদৌ প্রক্ষেপ্তুং। অকঃ মার্গং কৃতবান। পূর্ব্বত্র রথস্য মার্গঃ অত্র পাদয়োরিতি বিশেষঃ। যদ্বা। অপদে যূপে বদ্ধেন ময়া গন্তুমশক্যে ভূপ্রদেশে পাদৌ প্রক্ষেপ্তুমুপায়ং বন্ধবিমোচনরূপং করোত্বিত্যর্থঃ। উত অপি চ হৃদয়াবিধশ্চিদস্মদীয়বেধকস্য শত্রোরপ্যপবক্তাপবাদিতা নিরাকর্ত্তা ভবতু॥

চকার। লিট্‌স্বরেণাকার উদাত্তঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। পন্থাং পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ। পা০ ৭।১।৮৫। ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি ব্যত্যয়েনাত্বং। পথিশব্দঃ পতস্থ চ। উ০ ৪।১২। ইতি প্রত্যয়ান্তত্বেনান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে। পা০ ৬।১।১৯৯।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবরাজ বরুণদেব, সূর্য্যদেবের পথকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রস্থ 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। এস্থলে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নরূপ সূর্য্যপথের বিস্তারই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কি নিমিত্ত এইরূপ মার্গ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে,—"অম্বেতবা উ"; অর্থাৎ, সূর্য্যদেবের ক্রমান্বয়ে উদয় ও অস্ত গমন করিবার নিমিত্ত, এবং পাদহীন অন্তরিক্ষ-প্রদেশে পাদদ্বয় ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত মার্গ (পন্থা) করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পদের রথের মার্গ, এস্থলে পাদদ্বয়ের মার্গ করিয়াছিলেন ইহাই বিশেষ। অথবা, হে বরুণদেব। পদহীন অর্থাৎ যূপে আবদ্ধ বলিয়া গমন করিতে অসমর্থ যে আমি, সেই আমাকে ভূ-প্রদেশে পাদদ্বয় প্রক্ষেপ করিবার জন্য, এই যূপ বন্ধনের মোচনরূপ উপায় করুন; এবং আমাদিগের বেধক স্বরূপ যে শত্রু, তাহাকে দূরীকৃত করুন।

"চকার" এই পদটীতে লিট্ বিভক্তির স্বরহেতু অকারটী উদাত্ত হইয়াছে এবং "হিচ" এই সূত্র দ্বারা নিঘাত স্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। "পন্থাং" এস্থলে, "পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ" (পা০ ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনেও পরিবর্ত্তে আকার হইয়াছে। এই 'পথি' শব্দটী, 'পৎ' ধাতুর উত্তর "পতস্থচ" (উ০ ৪।১২) এই সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয় করিয়া ত-কারের স্থানে থ-কার আদেশে নিষ্পন্ন। ইহাতে উক্ত 'পথি' শব্দের অন্তোদাত্ত-স্বর হয়; কিন্তু "পথিমথো সর্ব্বনামস্থানে" (পা০ ৬.১.১৯৯) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অন্বেতবৈ। অনুপূর্ব্বাদেতেস্তুমর্থে সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ। তবৈ চান্তশ্চ যুগপৎ। পা০ ৬।২।৫১। ইত্যাদ্যন্তয়োরুদাত্তত্বং। পাদা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। প্রতিধাতবে। দধাতেস্তুমর্থ ইতি সূত্রেণৈব তবেন্ প্রত্যয়ঃ। তাদৌ চ নিতি। পা০ ৬।২।৫০। ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অকঃ। করোতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লোডর্থে লঙ্। তস্য তিপ্। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। গুণো রপরত্বং। হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ। পা০ ৬।১।৬৮। ইতি তিপো লোপঃ। অড়াগমঃ। হৃদয়াবিধঃ। হৃঞ্ হরণে। বৃহ্রোঃ ষুক্হুকৌ চ। উ০ ৪।১০৩। ইতি কয়ন্। বাধ ভাড়নে। ক্বিপ্। নহিবৃতীত্যাদিনা। পা০ ৬।৩।১১৬। পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—২৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (২৬০) ঋকের বিশদার্থ।

—‡ ÷ ‡—

এ ঋকেও 'রাজা বরুণঃ' পদদ্বয়ে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি সূর্য্যের গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার নির্দ্দেশে ঐ জগৎলোচন সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, 'রাজা বরুণঃ' নামে পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করে না কি?

হইয়াছে। "অন্বেতবৈ" এই পদটি, অনু পূর্ব্বক 'ইন্' ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেসেন" এই সূত্র দ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তবৈচান্তশ্চ যুগপৎ" (পা০ ৬।২।৫১) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর ও অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পাদা" এস্থলে "সুপাং সুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হইয়াছে। "প্রতিধাতবে" এই পদটী, 'প্রতি' পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেসেন্" এই সূত্র দ্বারা 'তবেন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তাদৌ চ নিতি" এই সূত্র দ্বারা গতির ('প্রতি' এই পদের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অকঃ" এই পদটী, 'কৃঞ্' ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" এই সূত্র দ্বারা ছন্দো-বিষয়ে লোটের অর্থে লঙ্ বিভক্তির 'তিপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি এর লোপ, অনন্তর গুণ, রপরত্ব, "হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ" (পা০ ৬।১।৬৮) এই সূত্র দ্বারা তিপের লোপ এবং পদের আদিতে অট্ (অ) আগম হইয়াছে। "হৃদয়াবিধঃ" এই পদটীতে, হরণার্থবিশিষ্ট 'হৃঞ্' (হৃ) ধাতুর উত্তর "বৃহ্রোঃ ষুক্হুকৌচ" (উ০ ৪।১০৩) এই ঔনাদিক সূত্র দ্বারা 'কয়ন্' প্রত্যয় করিয়া 'হৃদয়' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে এবং 'ব্যধ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে 'বিধঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উভয় পদে সমাস করিয়া "নহিবৃতি" (পা০ ৬.৩।১১৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদের (অর্থাৎ 'হৃদয়' পদের) দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর। ৮॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ঋকে তাঁহাকে 'রাজা বরুণঃ' বলিয়া সম্বোধন করার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বরুণদেব নামে প্রধানতঃ বৃষ্টির অধিপতিকে বুঝাইয়া থাকে। বর্ষণই তাঁহার বরুণত্বের দ্যোতক। সংসার যখন খরকরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তিনি তখন বারিরূপে বিগলিত হইয়া সংসারকে শান্তি-শীতলতা প্রদান করেন। অভীষ্টবর্ষণে—শান্তিশীতলতা-প্রদানেই তাঁহার বরুণ নামের সার্থকতা। এ সূক্তে বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, দারুণ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া পাপতাপতপ্ত জন ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। তিনি যেমন বর্ষণের দ্বারা সংসারের শান্তিদান করেন; সেইরূপ প্রার্থনাপূরণ করিয়া, মুক্তির পথ প্রদর্শন করুন। ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

পরমেশ্বরই বা কি, আর দেবগণই বা কি? পরমেশ্বরের বিভূতিই বা কি, আর দেবতার মধ্যেই বা সে বিভূতি কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে?—সেই তত্ত্ব বোধগম্য হইলেই বরুণদেবকে জলাধিপতিরূপেও দেখিতে পারি, আবার বরুণদেবকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বররূপেও পরিকল্পনা করিতে পারি। ভগবদ্বিভূতি যখন সমষ্টিভূত, তখন তাহাতে আমাদের মনে এক ভাবের অধ্যাস হইয়া থাকে, আবার সে বিভূতি যখন ব্যষ্টিভাবে বিকাশ পায়, তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে অন্য ভাবের উদয় হইতে পারে। কার্য্য দেখিয়াই কারণ অনুমান করা হয়। বরুণদেব যখন একমাত্র বারিবর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারাই পরিচিত হন, তখন তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতির আরোপ করি; কিন্তু যখন তাঁহাতে সূর্য্যোপস্থাপন প্রভৃতি স্রষ্টার কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন তিনি পরমেশ্বরের মধ্যেই গণ্য হন। সলিলরাশি যখন নদীপ্রবাহে প্রবাহিত হয়, তখনই সে 'নদীর জল' সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু সেই জল আবার যখন মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন সে মহাসমুদ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আর তাহার পৃথক সত্তা নাই,—তখন আর তাহার পার্থক্য অনুভবেরও উপায় থাকে না। এখানে, এ ঋকে, বরুণদেব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

অপদে তিনি পদ দান করেন; চলচ্ছক্তি-বিরহিত জনে তিনি চলচ্ছক্তিদানে পরিচালিত করিয়া থাকেন; শত্রু-সংহারে তিনি নিঃশঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন; পরিশেষে তিনি বন্ধন-মোচনে মুক্তির পথে অগ্রগন্ন করিয়া দেন। তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ত আছে কি? তাই ঋকে তাঁহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে—'রাজা বরুণঃ'। রাজা যেমন বন্ধনেরও কর্ত্তা, আবার মুক্তিদানেরও কর্ত্তা; রাজা যেমন প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে বন্ধমোক্ষ প্রদান করেন; এখানে বরুণদেবের 'রাজা' বিশেষণ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—২৪সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা
সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতঞ্চিদেনঃ
প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

শতং। তে। রাজন্। ভিষজঃ। সহস্রং। উর্ব্বী। গভীরা। সুঽমতিঃ।
তে। অস্তু। বাধস্ব। দূরে। নিঃঽঋতিং। পরাচৈঃ।
কৃতং। চিৎ। এনঃ। প্র। মুমুগ্ধি। অস্মৎ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব) 'তে' (তব) 'শতং সহস্রং' (অশেষাণি) 'ভিষজঃ' (ঔষধানি) সন্তি ইতি শেষঃ; (হে দেব! ত্বং হি অশেষপ্রকারেণ বন্ধনমোচনক্ষমঃ—ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'সুমতিঃ' (অস্মদনুগ্রহবুদ্ধিঃ, অস্মং প্রতি করুণা...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বিস্তীর্ণাঃ, প্রভূতাঃ) 'গভীরা' (স্থিরা) 'অস্তু' (ভবতু) ; 'নির্ঋতিং' (অস্মাকং অনিষ্টকারিণীং পাপবুদ্ধিং) 'পরাচৈঃ' (অস্মত্ত পরাঙ্মুখীং কৃত্বা) 'দূরে বাধস্ব' (অস্মৎ অন্তরে ব্যবধানে স্থাপয়, দূরীকুরু) ; 'চিৎ' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতমপি) 'এনঃ' (পাপম) 'প্রমুমুগ্ধি' (অস্মত্তঃ প্রকর্ষেণ মুক্তং কুরু, বিদূরয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মান পাপাৎ পরিত্রাহি মোক্ষঞ্চ দেহি। (১ম - ২৪সূ—৯ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব ! আপনার অশেষ প্রকার ঔষধ আছে ; (ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনিই অশেষ প্রকারে বন্ধনমোচনক্ষম।) আমাদিগের প্রতি আপনার করুণা-প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভূতও অচঞ্চল হউক ; আমাদিগের অনিস্টকারী পাপ-বুদ্ধিকে আমাদিগের নিকট হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরীকৃত করুন ; আমাদিগের কৃত পাপকে আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণরূপ দূর করুন। (প্রার্থনার ভাবঃ—হে দেব ! আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন।) (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রাজন্ বরুণ তে তব শতং ভিষজো বন্ধনিবারকাণি শতসংখ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা বা সন্তি। তে তব সুমতিরস্মদনুগ্রহবুদ্ধিরুর্ব্বী বিস্তীর্ণা গভীরা গাম্ভীর্য্যোপেতা স্থিরাস্ত। নির্ঋতিমস্মদনিষ্টকারিণীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং পরাচৈঃ পরাঙ্মুখাং কৃত্বা দূরেঽস্মত্তো ব্যবহিতে দেশে স্থাপয়িত্বা তাং বাধস্ব। কৃতং চিদস্মাভিরনুষ্ঠিতমপোনঃ পাপমস্মত্ত প্রমুমুগ্ধ। প্রকর্ষেণ মুক্তং নঃ কুরু॥

সুমতিঃ। তাদৌ চেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে মন্ক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়সকারস্য যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদং। পা০ ৮।৩।১০৩। ইতি ষত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেবরাজ বরুণ ! আপনার শতপ্রকার বন্ধনিবারক ঔষধ আছে। আপনার সুমতি অর্থাৎ আমাদিগকে অনুগ্রহ করা রূপ বুদ্ধি বিস্তীর্ণ গাম্ভীর্য্যযুক্ত অর্থাৎ স্থির হউক। আমাদিগের অনিষ্টকারিণী যে পাপদেবতা, তাহাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরদেশে (আমি যে দেশে থাকিব না, সেই দেশে) স্থাপন করুন এবং সে যাহাতে আমার নিকট পুনরায় না আসিতে পারে, এইরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করুন। আমরা যে পাপের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাকে উত্তমরূপে বিনষ্ট করুন।

"সুমতিঃ" এই পদটীতে "তাদৌচ" এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "মন্ক্তিন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে বিসর্গজাত স-কারের "যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ পাদং" (পা০ ৮।৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধস্ব। বাধৃ বিলোড়নে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। নির্ঋতিং। তাদেৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। মুমুগ্ধি। মুচ্লৃ মোক্ষণে। বহুলং ছন্দসীতি শ্লুঃ। হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ। পা০ ৬।৪।১০১। তস্যাপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ চোঃ কুঃ। পা০ ৮।২৩০। ইতি কুত্বং॥ (১ম—২৪সূ—৯ঋ)॥

নবম (২৬১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টীও বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা-মূলক। জরাব্যাধি আসিয়া যখন দেহকে আক্রমণ করে, তখন ক্রমশঃ দেহের গতি বদ্ধ হইতে থাকে। ঔষধ-প্রয়োগে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। সেই আক্রমণ-প্রতিরোধই এক পক্ষে বন্ধন-নিবারণ—বন্ধনমোচন। পক্ষান্তরে, মায়ামোহরূপ সংসারের যে বন্ধনে মানুষ অহর্নিশি বিজড়িত হইতেছে, সে বন্ধন মোচনের অসংখ্য প্রকার ঔষধও, হে ভগবন্, তোমারই নিকট আছে,—প্রার্থনায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যানের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, সাধারণভাবে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মোচনের ঔষধ অর্থ আমনন করিলে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে।

হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে 'নির্ঋতিকে' * (পাপকে) বিতাড়িত করুন

"বাধস্ব" এই পদটী, বিলোড়নার্থক বাধৃ (বাধ্) ধাতুর উত্তর লোটের আত্মনেপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে 'শপ্' আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর হেতু ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নির্ঋতিং"—এস্থলে "তাদৌচ" এই পদটী, মোক্ষণার্থক 'মুচ্লৃ' (মুচ্) ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শ্লু, "হুঝল্ভ্যো হের্ধি" (পা০ ৬৪১০১) এই সূত্র দ্বারা হি এর স্থানে ধি আদেশ এবং তাহা পিত্ত্ব নহে বলিয়া ঙিত্ত্ব হেতু গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "চোঃ কুঃ" (পা০ ৮।২।৩০) এই সূত্র দ্বারা চ এর স্থানে ক হইয়াছে। ৯।

---

* ঋকের 'নির্ঋতিং' শব্দের অর্থ সায়ণ 'পাপদেবতা' লিখিয়া গিয়াছেন। 'ঋত' শব্দে 'সত্য' বুঝায়। যাহা সত্য নয়, তাহাই 'নির্ঋতিং' অর্থাৎ অসত্য। অসত্যই পাপ। সেই জন্যই 'নির্ঋতি' শব্দে 'পাপ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সত্য-পথ হইতে দূরে যাওয়ার নামই নির্ঋতি। ম্যাক্সমূলারও এই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"*Nirriti* was conceived, it would seem, as going away from the path of right, the German *Vergehen*. *Nirriti* was personified as a power of evil or destruction."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বিস্তীর্ণাঃ, প্রভূতাঃ) 'গভীরা' (স্থিরা) 'অস্তু' (ভবতু) ; 'নির্ঋতিং' (অস্মাকং অনিষ্টকারিণীং পাপবুদ্ধিং) 'পরাচৈঃ' (অস্মত্ত পরাঙ্মুখীং কৃত্বা) 'দূরে বাধস্ব' (অস্মৎ অন্তরে ব্যবধানে স্থাপয়, দূরীকুরু) ; 'চিৎ' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতমাপ) 'এনঃ' (পাপম) 'প্রমুমুগ্ধি' (অস্মত্তঃ প্রকর্ষেণ মুক্তং কুরু, বিদূরয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মান পাপাৎ পরিত্রাহি মোক্ষঞ্চ দেহি। (১ম - ২৪সূ—৯ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব ! আপনার অশেষ প্রকার ঔষধ আছে ; (ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনিই অশেষ প্রকারে বন্ধনমোচনক্ষম।) আমাদিগের প্রতি আপনার করুণা-প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভূতও অচঞ্চল হউক ; আমাদিগের অনিষ্টকারী পাপ-বুদ্ধিকে আমাদিগের নিকট হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরীকৃত করুন ; আমাদিগের কৃত পাপকে আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণরূপ দূর করুন। (প্রার্থনার ভাবঃ—হে দেব ! আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন।) (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রাজন্ বরুণ তে তব শতংভিষজো বন্ধনিবারকাণি শতসংখ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা বা সন্তি। তে তব সুমতিরস্মদনুগ্রহবুদ্ধিরুর্ব্বী বিস্তীর্ণা গভীরা গাম্ভীর্য্যোপেতা স্থিরাস্তু। নির্ঋতিমস্মদনিষ্টকারিণীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং পরাচৈঃ পরাঙ্মুখাং কৃত্বা দূরেঽস্মত্তো ব্যবহিতে দেশে স্থাপয়িত্বা তাং বাধস্ব। কৃতং চিদস্মাভিরনুষ্ঠিতমপ্যেনঃ পাপমস্মত্ত প্রমুমুগ্ধি। প্রকর্ষেণ মুক্তং নষ্টং কুরু ॥

সুমতিঃ। তাদৌ চেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে মন্ক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়সকারস্য যুস্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদং। পা০ ৮।৩।১০৩। ইতি ষত্বং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেবরাজ বরুণ ! আপনার শতপ্রকার বন্ধনিবারক ঔষধ আছে। আপনার সুমতি অর্থাৎ আমাদিগকে অনুগ্রহ করা রূপ বুদ্ধি বিস্তীর্ণ গাম্ভীর্য্যযুক্ত অর্থাৎ স্থির হউক। আমাদিগের অনিষ্টকারিণী যে পাপদেবতা, তাহাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরদেশে (আমি যে দেশে থাকিব না, সেই দেশে) স্থাপন করুন এবং সে যাহাতে আমার নিকট পুনরায় না আসিতে পারে, এইরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করুন। আমরা যে পাপের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাকে উত্তমরূপে বিনষ্ট করুন।

"সুমতিঃ" এই পদটীতে "তাদৌচ" এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "মন্ক্তিন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে বিসর্গজাত স-কারের "যুস্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ পাদং" (পা০ ৮।৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধস্ব। বাধৃ বিলোড়নে। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। নির্ঋতিং। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। মুমুগ্ধি। মুচ্‌ৢ মোক্ষণে। বহুলং ছন্দসীতি শ্লুঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ। পা০ ৬।৪।১০১। তস্যাপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ চোঃ কুঃ। পা০ ৮.২৩০। ইতি কুত্বং। (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

• • •

নবম (২৬১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টীও বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা-মূলক। জরাব্যাধি আসিয়া যখন দেহকে আক্রমণ করে, তখন ক্রমশঃ দেহের গতি বন্ধ হইতে থাকে। ঔষধ-প্রয়োগে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। সেই আক্রমণ-প্রতিরোধই এক পক্ষে বন্ধন-নিবারণ—বন্ধনমোচন। পক্ষান্তরে, মায়ামোহরূপ সংসারের যে বন্ধনে মানুষ অহর্নিশি বিজড়িত হইতেছে, সে বন্ধন মোচনের অসংখ্য প্রকার ঔষধও, হে ভগবন্, তোমারই নিকট আছে,—প্রার্থনায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যানের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, সাধারণভাবে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মোচনের ঔষধ অর্থ অনুধ্যান করিলে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে।

হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে 'নির্ঋতিকে' * (পাপকে) বিতাড়িত করুন

"বাধস্ব" এই পদটী, বিলোড়নার্থক বাধৃ (বাধ্) ধাতুর উত্তর লোটের আত্মনেপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে 'শপ্' আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর হেতু ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নির্ঋতিং"—এস্থলে "তাদৌচ" এই পদটী, মোক্ষণার্থক 'মুচ্‌ৢ' (মুচ্) ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শ্লু, "হুঝল্‌ভ্যো হের্ধি" (পা০ ৬ ৪ ১০১) এই সূত্র দ্বারা হি এর স্থানে ধি আদেশ এবং তাহা পিত্ব নহে বলিয়া ঙিত্ব হেতু গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "চোঃ কুঃ" (পা০ ৮।২।৩০) এই সূত্র দ্বারা চ এর স্থানে ক হইয়াছে। ৯।

---

* ঋকের 'নির্ঋতিং' শব্দের অর্থ সায়ণ 'পাপদেবতা' লিখিয়া গিয়াছেন। 'ঋত' শব্দে 'সত্য' বুঝায়। যাহা সত্য নয়, তাহাই 'নির্ঋতিং' অর্থাৎ অসত্য। অসত্যই পাপ। সেই জন্যই 'নির্ঋতি' শব্দে 'পাপ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সত্য-পথ হইতে দূরে যাওয়ায় নামই নির্ঋতি। ম্যাক্সমূলারও এই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"*Nirriti* was conceived, it would seem, as going away from the path of right, the German *Vergchen*, *Nirriti* was personified as a power of evil or destruction."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পাপ হইতে মুক্ত করুন,—এই প্রার্থনা ও মর্ম্মার্থ। (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। দশমী ঋক্।)

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং

দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।

অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা

নক্তমেতি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অমী ইতি। যে। ঋক্ষাঃ। নিঽহিতাসঃ। উচ্চা। নক্তং। দদৃশ্রে।

কুহ। চিৎ। দিবা। ঈয়ুঃ। অদব্ধানি। বরুণস্য। ব্রতানি।

বিঽচাকশৎ। চন্দ্রমাঃ। নক্তং। এতি ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণস্য' (অভীষ্টসাধকস্য বরুণদেবস্য) 'কর্ম্মাণি' (প্রভাবানি) 'অদব্ধানি' (কেনাপ্য-হিংসিতানি, সর্ব্বত্র অপ্রতিহতানি); 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'যে ঋক্ষাঃ' (যে অসংখ্যা নক্ষত্রনিবহাঃ) 'উচ্চা' (উচ্চৈঃ, দ্যুপ্রদেশে) 'নিহিতাসঃ' (প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তি) 'নক্তং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(রাত্রৌ) 'দদৃশ্রে' (সর্ব্বৈরপি পরিদৃশ্যন্তে), 'দিবা' (অহানি) 'কুহঃ' (কুত্র) 'চিৎ' (অপি) 'ঈয়ুঃ' (গচ্ছেয়ুঃ, অন্তরিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'নক্তং' (রাত্রৌ এব) 'চন্দ্রমা' (চন্দ্রঃ) 'বিচাকশৎ' (বিশেষেণ দীপ্যমানঃ) 'এতি' (গচ্ছতি); দিবসে স কুত্র অপসৃতঃ ভবতি—ইতি শেষঃ ভগবতঃ বরুণদেবস্য নিদেশেনৈবচন্দ্রনক্ষত্রাদয়ঃ রাত্রৌ দ্যুঃপ্রদেশে দীপ্যমানাং ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—২৩সূ ১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসাধক বরুণদেবের প্রভাব সর্ব্বত্র অপ্রতিহত; পরিদৃশ্যমান এই যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাত্রিতে সকলের পরিদৃষ্ট হন, দিবাভাগে তাঁহারা কোথায় অন্তরিত হয়েন; নিশাকালেই চন্দ্রদেব বিশেষ প্রকারে দীপ্যমান হন; দিবসে তিনি কোথায় অপসারিত হয়েন? (ভাব এই যে,—ভগবান্ বরুণদেবের নিদেশেই চন্দ্রনক্ষত্রাদি রাত্রিতে দ্যুলোকে দীপ্যমান হয়েন।)॥ (১ম—২৪সূ—১০ঋ)।

* ০ *

সায়ণভাষ্যং।

অমী রাত্রাবস্মাভির্দৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্ত ঋষীনাচক্ষত ইতি। যদ্বা। ঋক্ষাঃ সর্ব্বেঽপি নক্ষত্রাবিশেষাঃ। ঋক্ষাস্তৃভিরিতি নক্ষত্রাণাং। নি০ ৩।২০। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈরুপরিদ্যু-প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি তে ঋক্ষা নক্তং রাত্রৌ দদৃশ্রে। সর্ব্বৈরপি দৃশ্যন্তে। দিবাহানি কুহ চিদীয়ুঃ কাপি গচ্ছেয়ুঃ ন দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। বরুণস্য রাজ্ঞো ব্রতানি কর্ম্মাণি নক্ষত্রদর্শনাদিরূপাণি অদব্ধানি। কেনাপি অহিংসিতানি। কিঞ্চ বরুণস্যাজ্ঞয়ৈব চন্দ্রমা নক্তং রাত্রৌ বিচাকশৎ। বিশেষেণ দীপ্যমানঃ। এতি। গচ্ছতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই যে সপ্ত ঋষিগণকে আমরা রাত্রিকালে দেখিতে পাই, এ বিষয়ে বাজসনেয়িগণ এইরূপ পাঠ বলিয়া থাকেন,—"ঋক্ষ শব্দে পুরাকালে সপ্ত ঋষি অভিহিত হইয়াছেন।" অথবা, সমস্ত নক্ষত্রবিশেষকে ঋক্ষ কহে। যাস্ক-নিরুক্তে কথিত হইয়াছে,—"ঋক্ষাস্তৃভিরিতি নক্ষত্রাণাং" (নি০ ৩।২০)। এই ঋক্ষগণ যে উচ্চ অন্তরিক্ষপ্রদেশে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছেন, ইঁহারা রাত্রিকালে দৃষ্ট হয়েন, দিবাতে কোথায় গমন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ ইঁহাদিগকে দিবাতে কেহই দেখিতে পায় না)। দেবরাজ বরুণের নক্ষত্র দর্শনাদিরূপ কর্ম্ম সমূহ, কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; এবং বরুণদেবের আজ্ঞাতেই চন্দ্রদেব রাত্রিকালে বিশেষরূপে দীপ্যমান হইয়া গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহিতাসঃ। অজ্জসেরসুক্। থাথাদিস্বরেণোত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে গতিরনন্তর উতি গতেঃ প্রকৃতি স্বরত্বং। দদৃশ্রে। দৃশেলিট ইরয়ো রে। পা০ ৬।৪।৭৬। ইতি রে আদেশঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। কুহ। বা হ চচ্ছন্দসি। পা০ ৫।৩।১৩। ইতি কিংশব্দাদুত্তরস্য ত্রলো হাদেশঃ। কু তিহোঃ পা০ ৭।২।১০৪। ইতি কিং শব্দস্য কু আদেশঃ। স্থানিবদ্ভাবাল্লিংস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। বিচাকশৎ। কশের্দীপ্ত্যর্থোদ্যঙ্‌লুগন্তাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সমাসে কৃৎস্বরঃ। যদ্বা। কাশতের্ব্বা ব্যত্যয়েনোপধাহ্রস্বত্বং। চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রে মো ডিৎ। উ০ ৪।২২৭। ইত্যসিপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—২৪সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুর্দ্দশো বর্গঃ সমাপ্তঃ। ১অ-২অ-১৪ব।

দশম (২৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এ সূক্তেও ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দিবাভাগে আলোকদানের জন্য তিনি যেমন সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (৮ম ঋক দ্রষ্টব্য); নৈশশোভাবিস্তারের জন্য তিনি তেমনি দ্যুলোক

"নিহিতাসঃ" এই পদটী "অজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে 'জস্' প্রত্যয়ে অসুক্ (অস্) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। থাথাদিস্বর বলিয়া ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে "গতিরনন্তরঃ" সূত্র দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "দদৃশ্রে" এই পদটী 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে "ইরয়োরে" (পা০ ৬।৪।৭৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে 'রে' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং যদ্বৃত্তযোগবশতঃ নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে। "কুহ" এই পদটী, "বা হ চচ্ছন্দসি" (পা০ ৫।৩।১৩) এই সূত্র দ্বারা 'কিম্' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিজাত 'এল্' প্রত্যয়ের স্থানে 'হ' আদেশ এবং "কু তিহোঃ" (পা০ ৭।২।১০৪) এই সূত্র দ্বারা 'কিম্' শব্দের স্থানে 'কু' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বিচাকশৎ" এই পদটী বি পূর্ব্বক দীপ্তি-অর্থবিশিষ্ট 'কশ্' ধাতুর উত্তর যঙ্‌লুক করিয়া 'বিচাকশ্' যঙ্‌লুগন্ত ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার "অভ্যস্তানামাদিঃ" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বি এর সহিত সমাস হইয়া কৃৎস্বরই (শতৃ প্রত্যয়ের স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। অথবা 'কাশ্' ধাতুর উত্তর প্রণালীতে বিকল্পে উপধা-স্বরের হ্রস্ব করিয়াও উক্ত "বিচাকশৎ" পদ সিদ্ধ হইবে। "চন্দ্রমাঃ" এই পদটী 'চন্দ্র' শব্দের উত্তর "চন্দ্রে মো ডিৎ" (উ০ ৪।২২৭) সূত্র দ্বারা 'অসি' (অস্) প্রত্যয় করিয়া মকার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরবর্ত্তী শব্দে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু দাসীভারাদির মধ্যে উক্ত "চন্দ্রমাঃ" শব্দটী থাকায়, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ১০।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত। ১৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদেশে নক্ষত্রপুঞ্জকে * এবং চন্দ্রদেবকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সকলেই ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে পরিচালিত হইতেছে। ভগবানের কর্ম্মপ্রভাব কোথায় প্রতিহত? ভূলোকে দ্যুলোকে সপ্তলোকে সর্ব্বত্র তাঁহারই অনুশাসন কার্য্য করিতেছে। তেমন যে শক্তিশালী অপ্রতিহতপ্রভাব বরুণদেব, তিনি আমাকে রক্ষা করুন—আমার বন্ধন মোচন করুন,—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৪সূ—১০ঋ)।

—— ০ ——

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

একাদশীনস্য বারুণস্য পশোর্ব্বপাপুরোডাশয়োস্তত্ত্বা যামীতি দ্বে ঋচৌ যাজ্যে। সূত্রিতঞ্চ। তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি দ্বে অন্তভ্রাজ্যাং। আ০ ৩।৭। ইতি। বরুণপ্রঘাসেষু

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেবতাসম্বন্ধীয় 'একাদশিন' নামক পশুর বপা এবং পুরোডাশের "তত্ত্বা যামি" এই ঋকদ্বয়, যাজ্যা-মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি দ্বে অন্তভ্রাজ্যাং" (আ০ ৩।৭) ইতি। 'বরুণ-

---

* ঋকের 'ঋক্ষাঃ' পদ আছে। 'ঋক্ষ শব্দে সাধারণতঃ নক্ষত্রসমূহকেই বুঝাইয়া থাকে। ভাষ্যকারগণ 'ঋক্ষা' শব্দে 'সপ্ত ঋষয়ঃ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জকে লাটিন ভাষায় 'উর্ষা মেজর' (Ursa Major) এবং 'উর্ষা মাইনর' (Ursa Minor) নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীকভাষায় উহার নাম—'আর্কটস' (Arktus)। ইংরাজী ভাষায় উহার নাম—'গ্রেট বেয়ার' (Great Bear)। এই সপ্তর্ষির কল্পনা লইয়া আর্য্য-গণের আদিবাস বিষয়ে অনেক গবেষণা চলিয়া থাকে। যাঁহারা মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্য-গণের ভারতাগমন-যুক্তির পোষকতা করেন, তাঁহারা বলেন,—'ভারতবর্ষের উত্তর হইতে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইত। আর্য্যজাতির শাখা, গ্রীকগণ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন তাঁহাদের উচ্চারণে নাম 'আর্কটস' রূপ পরিগ্রহ করে। সেই হইতে ক্রমক্রমে 'আর্কটিক' (Arctic) অর্থাৎ উত্তরমেরুর কল্পনা করা হয়।' Vide, Max Muller's Science of Language. কিন্তু যাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস প্রসঙ্গের পোষকতা করেন, তাঁহাদের মত এই যে, ঋকে উদয়ের এবং অস্তের কথা কিছুই নাই; সকল সময়েই বৃত্তাকারে সপ্তর্ষি নক্ষত্র অবস্থিত আছে। Vide B. G. Tilak, The Arctic Home in the Vedas. কিন্তু সাধারণভাবে নক্ষত্র অর্থ গ্রহণ করিলে কোনরূপ বিতর্কই আসিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

বারুণস্য হবিষো যাজ্যা তত্ত্বা যামীত্যেষা পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যামিত্যত্র সূত্রিতং। ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ। আ০ ২।১৭। ইতি। তামেতাং সূক্তে একাদশীমৃচমাহ॥

° ° °

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে

যজমানো হবির্ভিঃ।

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন

আয়ুঃ প্র মোষীঃ॥ ১১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। আ। শাস্তে। যজমানঃ। হবিঃহভিঃ। অহেলমানঃ। বরুণ। ইহ। বোধি। উরুহশংস। মা। নঃ। আয়ুঃ। প্র। মোষীঃ॥ ১১॥

° ° °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উরুশংস' (সর্ব্বজনস্তুত্য) 'বরুণ' (হে অভীষ্ট সাধক বরুণদেব, 'হবির্ভিঃ' (হবির্দ্দানৈঃ, ভক্তিযুতাস্তবৈঃ সহ) 'ব্রহ্মণা' (বেদমন্ত্রেণ) 'বন্দমানঃ' (স্তুবন্) 'ত্বা' (ত্বাং, তব সকাশং) 'তৎ' (মুক্তিং, বন্ধনমোচনং) 'যামি' (যাচে, প্রার্থয়ামি) অহমিতি শেষঃ; 'তদা' (অতঃ)

'প্রবাস' মন্ত্রসমূহে বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবির্মন্ত্রের "তত্ত্বা যামি" এই ঋকৃটী যাজ্যারূপে পঠিত হয়। "পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাং" এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ" (আ০ ২।১৭)। এই সূক্তে সেই একাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি) 'অহেলমানঃ' (অনাদরমকুর্ব্বন) 'বোধি' (বুধ্যস্ব, কৃপাপূর্ব্বকং অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু ইত্যর্থঃ); 'যজমানঃ' (প্রার্থনাকারী যাচকঃ) 'শাস্তে' (আশস্তে, প্রার্থয়তে); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'মা প্রমোষী' (প্রমুষিতং মা কুরু, পাপ-কর্ম্মণি লিপ্তং তথা খর্ব্বং মা কুরু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—পূজাপরায়ণা বয়ং ভক্তিযুতান্তরৈঃ তব সকাশং মুক্তিং যাচামহে; অস্মাকং জীবনং পাপকর্ম্মপরিচ্ছিন্নং কুরু; তস্মাদেব বন্ধন-মোচনং ভবিষ্যতি মুক্তিং চ লভেম। (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজনস্তবনীয়, অভীষ্টসাধক হে বরুণদেব! ভক্তিযুত অন্তরের সহিত বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়া আপনার নিকট বন্ধনমোচন প্রার্থনা করিতেছি; অতঃপর আমাদিগের কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করিতেছে; আমাদিগের জীবনকে প্রমুষিত অর্থাৎ পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত ও খর্ব্ব করিবেন না। (ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ আমরা ভক্তিযুত অন্তরে আপনার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি; আমাদিগের জীবনকে পাপকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করুন; তাহাতেই বন্ধনমোচন হইবে এবং মুক্তি প্রাপ্ত হইব।)॥ (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মুমূর্ষুরহং ত্বাং প্রতি তদায়ুর্য্যামি। যাচে। কীদৃশঃ। ব্রহ্মণা প্রৌঢ়েন স্তোত্রেণ বন্দমানঃ। স্তুবন্। সর্ব্বত্র যজমানোঽপি হবির্ভিস্তদায়ুরাশস্তে। প্রার্থয়তে। ত্বং চেহ কর্ম্মণ্যহেলমানোঽনাদরমকুর্ব্বন্ বোধি। অস্মদপেক্ষিতং বুধ্যস্ব। হে উরুশংস। বহুভিঃ স্তুত্য নোঽস্মদীয়মায়ুর্ম্মা প্রমোষীঃ। প্রমুষিতং মা কুরু॥

সপ্তদশসঙ্খ্যাকেষু যাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে যামীতি পঠিতং। চাশব্দলোপশ্ছান্দসঃ অহেলমানঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমি মৃত্যুদশাপন্ন হইয়া আপনার নিকটে সেই প্রসিদ্ধ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতেছি। আর আমি কিরূপ?—না, প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা বন্দনায় নিযুক্ত। সর্ব্বত্র যজমানও হবনীয় দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক সেই আয়ুঃ প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং আপনিও এই কার্য্যে অনাদর না করিয়া আমাদিগের বাঞ্ছিত অবগত হউন। হে বহুজন প্রশংসনীয় (বরুণ) আপনি আমাদের আয়ুঃ অপহরণ করিবেন না।

সপ্তদশসংখ্যাকে 'যাচ্ঞা' কর্ম্ম স্বীমহে যামি, এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'যামি' এই পদের ছন্দ হেতু 'চা' শব্দের লোপ হইয়াছে (অর্থাৎ 'যাচামি' 'চ' এই আংশিক শব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেড় অনাদরে। অত্রুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপশ্চ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ততো নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বোধি। বুধ অবগমনে। লোটঃ সের্হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। বা ছন্দসি। পা০ ৩।৪।৮৮। ইত্যপিত্ত্বাভাবেন ঙিত্ত্বাভাবাল্লঘূপধাগুণঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিরিতি হের্ধিরাদেশঃ। ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। মোষীঃ। মুষ স্তেয়ে। লোড়র্থে ছান্দসো লুঙ। বদব্রজেতি প্রাপ্তায়া বৃদ্ধের্নেটি। পা০ ৭।২।৪ ইতি প্রতিষেধে সতি লঘূপধাগুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ ॥ ১১ ॥

একাদশ (২৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকারগণের মতে এ ঋকে আয়ুর প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে বন্ধন-মোচনের—মুক্তির প্রার্থনাই রহিয়াছে। যাঁহারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ভগবানকে আহ্বান করিতে পারেন, যাঁহারা হৃদয়ের ভক্তিরূপ আহবনীয় ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের আয়ু কখনও খর্ব্ব হয় না। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান কখনও অনাদর প্রকাশ করেন না। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব, আমরা বেদমন্ত্রোচ্চারণে ভক্তিপ্লুত-অন্তরে আপনার স্তব করিতেছি। ভরসা, —আমাদের কর্ম্ম আপনার নিকট উপেক্ষিত হইবে না; ভরসা,—আপনি আমাদের জীবন-মুকুল প্রস্ফুটিত হইতে দিবেন না।' (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

লোপ করায় 'যামি' এইরূপ পদ অবশিষ্ট রহিয়াছে)। 'অহেলমানঃ' এই পদটী 'অনাদর'-বোধক 'হেড়্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এবং উক্ত পদে অকারের উপদেশ-হেতু ল ও সর্ব্বধাতুসম্বন্ধে অনুদাত্তত্ব এবং শপের 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্তত্ব হইলে ধাতুর স্বর অবশিষ্ট থাকিল। নঞ্ সমাস হইলে অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বোধি' এই পদটী, অবগতি অর্থে 'বুধ' ধাতুর উত্তর লোটের সি বিভক্তির স্থানে হি আদেশ, 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু বিকরণের লুক্, 'বা ছন্দসি' (পা০ ৩।৪।৮৮) এই সূত্রানুসারে অপিৎ সংজ্ঞা না হওয়ায় ঙিৎ সংজ্ঞার অভাবহেতু লঘু উপধার গুণ, 'হু ঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' এই সূত্র দ্বারা হি-বিভক্তির স্থানে 'ধি' আদেশ এবং বৈদিক-প্রয়োগহেতু অন্তবর্ণ 'ধ' কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মোষীঃ' এই পদটী স্তেয় (চুরি করা) অর্থ-বোধক মুষ ধাতুর উত্তর বৈদিক নিয়ম হেতু লোট্ অর্থে লুঙ্ বিভক্তি, 'বদব্রজ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত বৃদ্ধির 'নেটি' (পা০ ৭।২।৪) এই নিয়মহেতু প্রতিষেধ হইলে লঘু-উপধার গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, এবং উক্ত পদে 'বহুলং' ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্ (অ) আগম হইল না। (১ম ২৪সূ—১১ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্বিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো

হৃদ আ বি চষ্টে।

শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা

বরুণো মুমোক্তু॥ ১২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। ইৎ। নক্তং। তৎ। দিবা। মহ্যং। আহুঃ। তৎ। অয়ং।

কেতঃ। হৃদঃ। আ। বি। চষ্টে। শুনঃশেপঃ। যং। অহ্বৎ।

গৃভীতঃ। সঃ। অস্মান্। রাজা। বরুণঃ। মুমোক্তু॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (ভগবৎ স্তোত্রং) 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'দিবা' (দিবসে, সর্ব্বকালঃ ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (এব, কর্ত্তব্যং ইতি যাবৎ), 'তৎ' (তাদৃবরং, তদুপদেশং) 'মহ্যং' (মে) 'আহুঃ' (কথয়ন্তি, প্রাজ্ঞা ইতি শেষঃ); 'হৃদঃ' (অস্মাকং মনসঃ, বিবেকবুদ্ধিঃ) 'অয়ং' (এষঃ) 'কেতঃ' (প্রজ্ঞাবিশেষঃ, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আবিচষ্টে' (বিশেষেণ প্রকাশয়তি) ; 'গৃভীতঃ' (গৃহীতঃ সংসার-বন্ধনাবদ্ধঃ, মায়ামোহগ্রস্তঃ) শুনঃশেপঃ' (পাপাত্মা) 'যং' অভীষ্টপূরকং দেবং) 'অহ্বৎ' (প্রার্থয়তি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ), 'সঃ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ বরুণদেবঃ) 'রাজা' (অস্মাকং অধিপতিঃ সন্) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মুমোক্তু' (বন্ধনমুক্তান্ করোতু, পাপবন্ধনান্মোচয়তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—পাপিত্রাতা স ভগবান্ অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রায়েৎ। (১ম -২৪সূ -১২ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের উপাসনা রাত্রিকালে দিবাভাগে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য;—এ বিষয় জ্ঞানিগণ বলিয়া গিয়াছেন; আমাদের অন্তরাত্মা (বিবেকবুদ্ধি) এই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) বিশেষরূপে প্রকাশ করেন; মায়ামোহগ্রস্ত পাপাত্মা, যে ভগবানকে প্রার্থনা করে—প্রাপ্ত হয়; সেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরক বরুণদেব প্রার্থনাকারী আমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাপিত্রাতা সেই ভগবান্ আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।)। (১ম—২৪সূ—১২ঋ)।

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

তদিত্তদেব বরুণবিষয়ং স্তোত্রং নক্তং রাত্রৌ মহ্যং শুনঃশেপায়াহুঃ। কর্ত্তব্যত্বেনাভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। তথা দিবাপি তদেবাহুঃ। হৃদো মদীয়মনসো নিষ্পন্নোঽয়ং কেতঃ প্রজ্ঞাবিশেষোঽপি তদেব কর্ত্তব্যত্বেনাবিচষ্টে। সর্ব্বতো বিশেষেণ প্রকাশয়তি। গৃভীতো। গৃহীতো যূপে বদ্ধঃ শুনঃশেপ এতন্নামকো জনো যং বরুণমহ্বৎ আহূতবান্। স বরুণো রাজাস্মান্ শুনঃশেপান্ মুমোক্তু বন্ধান্মুক্তান্ করোতু॥

মহ্যং। ঙয়ি চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আহুঃ। ব্রুবঃ পঞ্চানাং। পা০ ৩।৪।৮৪। ইতি ব্রূঞো লটি ঝেরুসাদেশঃ। ধাতোরাহাদেশশ্চ। হৃদঃ। পদ্দন্নিত্যাদিনা্ পা০ ৬।১।৬৩। হৃদয়-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ শুনঃশেপ যে আমি, আমাকে সেই বরুণদেবের স্তোত্র রাত্রিকালে (উচ্চারণ করা) কর্ত্তব্য এইরূপ বলিয়াছেন, এবং উহা দিবসে কর্ত্তব্য ইহাও বলিয়াছেন। (অর্থাৎ, বিচক্ষণ মুনিগণ আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, বরুণদেববিষয়ক স্তোত্র রাত্রি বা দিবায় সকল সময়েই করা উচিত।) আমার হৃদয়ে জাত প্রজ্ঞাবিশেষও 'তাহাই কর্ত্তব্য'—এইরূপ বলিতেছে। (অর্থাৎ আমার মনে ঐরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে)। শুনঃশেপ নামক কোনও লোক যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া যে বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব শুনঃশেপ-নামধারী এরূপ আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।

'মহ্যং' এই পদের 'ঙয়ি চ' এই নিয়ম হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'আহুঃ' এই পদটী 'ব্রুবঃ পঞ্চানাং' (পা০ ৩।৪।৮৪) এই সূত্র দ্বারা ব্রূ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি, পরে 'ঝেরুস' আদেশ এবং ব্রূ ধাতুর স্থানে আহ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'হৃদঃ' এই পদটীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দস্য হৃদাদেশঃ। উড়িদপ্রদাদীতি পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। শুনঃশেপঃ। শুন ইব শেপো যস্যেতি সমাসে শুনঃ শেপ-পুচ্ছ-লাঙ্গুলেষু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্যঃ। পা০ ৬।৩।২২৫। ইত্যলুক্। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে উভে বনস্পত্যাদিষু। পা০ ৬।২।১৪০। ইতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎপ্রকৃতিস্বরত্বং। অহ্বৎ। হ্বেঞো লুঙি লিপিসিচিহ্বশ্চ। পা০ ৩।১।৫৩। ইতি চেলঙাদেশঃ। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। অড়াগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। গৃভীতঃ। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। সো অস্মান্ প্রকৃত্যান্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাবঃ। মুমোক্তু। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ॥ ১২॥

দ্বাদশ (২৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের ঘোর সংশয়-মূলক শব্দ—শুনঃশেপ। শুনঃশেপকে অজিগর্ত্তের পুত্র ঋষিকুমার শুনঃশেপ বলিয়া মনে করিলে, এ ঋকের অর্থের গতি একপথ পরিগ্রহ করে। আবার ধাত্বর্থের অনুসরণে ভাবার্থের অনুধ্যানে এ ঋকের অর্থ আর এক ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রথম পক্ষে অর্থ হয়,—ঋষিকুমার শুনঃশেপ যূপে আবদ্ধ হইয়া, যে বরুণদেবকে উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই বরুণদেবের আমরা উপাসনা করিতেছি; তিনি আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।' কিন্তু পক্ষান্তরে ঋকের যে সার্ব্ব-

---

'পদ্দৎ' (পা০ ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে হৃদয় শব্দ স্থানে 'হৃদ্' আদেশ এবং 'উড়িদং' এই নিয়ম হেতু পঞ্চমী বিভক্তি উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'শুনঃশেপ এই পদটীতে কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গুল হইয়াছে যাহার' (শুন ইব শেফো যস্য) এইরূপ সমাস হইলে 'শুনঃশেপ' পুচ্ছ লাঙ্গুলেষু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্যঃ' (পা০ ৬।৩।২১৫) এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ (লোপ) হইল না; এবং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলেও 'উভে বনস্পত্যাদিষু' (পা০ ৬ ২·১৪০) এই নিয়ম হেতু এককালে পূর্ব্ব এবং উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অহ্বৎ' এই পদটী হ্বে ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তি, পরে 'লিপি সিচিহ্বশ্চ' (পা০ ৩।১।৫৩) এই নিয়মানুসারে 'চ্লির' স্থানে অঙ্ আদেশ ও 'আতো লোপ ইটি চ' (পা০ ৬।৪ ৬৬) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উক্ত পদে অট্ (অ) আগম, উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাত হইল না। 'গৃভীত' এই পদে 'হৃগ্রহোর্ভ' ইতি নিয়মহেতু গ্রহ ধাতুর 'হ' স্থানে ভ হইয়াছে। 'সো অস্মান্' এই স্থলে 'প্রকৃত্যান্তঃ পাদম্' এই নিয়মানুসারে প্রকৃতিভাব থাকিল অর্থাৎ 'অস্মান' এই পদের অকারের লোপ হইল না। 'মুমোক্তু' এই পদের 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের স্থানে শ্লু হইয়াছে। (১ম—২৪সূ—১২ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনীন অর্থের অধ্যাহার হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, প্রার্থী বলিতেছেন,—'পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা হে দেব! পাপী তাপী যে মন্ত্রে যে ভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া পরিত্রাণ পায়; আমরা অশেষ পাপী, সেই মন্ত্রে সেই ভাবে, আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগকে সংসার-কারাগারের এই দারুণ বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-দান করুন।'

ঋক্কের শেষাংশের মর্ম্মার্থ ঐরূপই বটে। প্রথমাংশ প্রার্থনার কালাকাল-বিষয়ক বিতণ্ডা নিরসন করিতেছে ভগবানের উপাসনার কি আর কালাকাল আছে? যাঁহারা বলেন,—দিন-বিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়; যাঁহারা বলেন,—কালবিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়; উঁহারা যে বিভ্রমগ্রস্ত,—এ ঋক্ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—'সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বময়ের উপাসনায় আবার দিন অদিন কি আছে? দিন-রাত্রি সর্ব্বক্ষণই তাঁহার উপাসনার কাল। তাঁহার উদ্দেশে বিহিত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা; সে কার্য্য মানুষ সর্ব্বক্ষণই করিতে পারে। তুমি কালাকাল অনুসন্ধান করিও না। ভগবান সর্ব্বকাল তোমার মস্তকের উপর বিদ্যমান আছেন,—এই স্মরণ করিয়া, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্য করিয়া যাও; তোমার উপাসনা কখনই নিষ্ফল হইবে না। তাহাতে, তোমার এই যে বিষম বন্ধন, তখন তিনি আপনিই আসিয়া সে বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন।' (১ম—২০সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো

বি মুমোক্তু পাশান্॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

শুনঃশেপঃ। হি। অহ্বৎ। গৃভীতঃ। ত্রিষু। আদিত্যং। দ্রুপদেষু।
বদ্ধঃ। অব। এনং। রাজা। বরুণঃ। সসৃজ্যাৎ। বিদ্বান্।
অদব্ধঃ। বি। মুমোক্তু। পাশান্॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিষু' (ত্রিবিধদুঃখাত্মকেষু) 'দ্রুপদেষু' (সংসাররূপযূপকাষ্ঠেষু) 'গৃভীতঃ' (গৃহীতঃ, কর্ম্মণা নিগৃহীতঃ) 'বদ্ধঃ' (আবদ্ধঃ চ) 'শুনঃশেপঃ' (নিকৃষ্টঃ পাপাত্মা) 'এনং' (বন্ধনং) 'অবসৃজ্যাৎ' (বিমোচনাৎ) 'আদিত্যং' (ভগবদ্বিভূতিং, ত্রাণকারকং দেবং) 'অহ্বৎ' (আহুতবান্); 'হি' (তস্মাৎ) 'অদব্ধঃ' (অপ্রতিহতপ্রভাবঃ) 'বিদ্বান্' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'রাজা' (পরমৈশ্বর্য্যশালী) 'বরুণঃ' (ভগবন্ বরুণদেবঃ) 'পাশান্' (বন্ধনানি) 'বিমুমোক্তু' (বিশেষেণ মুক্তিদানং করোতু ইত্যর্থঃ)। বিষমসংসারবন্ধনাবদ্ধঃ পাপাত্মা অপি দেবারাধনা-প্রভাবেন মুক্তিলাভং করোতীতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিবিধদুঃখাত্মক সংসাররূপ যূপকাষ্ঠে (কর্ম্ম দ্বারা) গৃহীত ও আবদ্ধ নিকৃষ্ট পাপাত্মা, বন্ধন-মোচনের জন্য (সেই) ত্রাণকারী দেবতার (যদি) শরণাপন্ন হয়; তাহাতে, সেই অপ্রতিহত-প্রভাব পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বরুণদেব তাহার বন্ধন-মোচন করেন। (ভাবার্থ—বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ পাপাত্মাও দেবারাধনা-প্রভাবে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।)॥ (১ম—২৪সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

গৃভীতো বন্ধনায় গৃহীতস্ত্রিসন্ধ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যূপস্য পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বদ্ধঃ শুনঃশেপ আদিত্যমদিতেঃ পুত্রং যং বরুণমহ্বৎ। আহূতবান্। হি যস্মাদেবং তস্মাৎ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বন্ধনের নিমিত্ত ধৃত শুনঃশেপ মুনি তিনটি যূপকাষ্ঠের প্রদেশবিশেষে বদ্ধ হইয়া যে অদিতিপুত্র বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব এই শুনঃশেপকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স বরুণো রাজৈনং শুনঃশেপমবসৃজ্যাৎ। অপসৃষ্টং বন্ধনাদ্বিমুক্তং করোতু। বিমোকপ্রকার এব স্পষ্টীক্রিয়তে বিদ্বান্। বিমোকপ্রকারাভিজ্ঞঃ। অদব্ধঃ। কেনাপ্যহিংসিতো বরুণঃ পাশান্ বন্ধনরজ্জুবিশেষান্ বিমুমোক্তু। বিচ্ছিদ্যৈনং মুক্তং করোতু॥

ত্রিষু। ষট্ত্রিচতুর্ভ্যো হলাদিঃ। পা০ ৬।১।১৭৯। ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সংহিতায়ামুদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পর আকারঃ স্বর্যতে। অবসৃজ্যাৎ। সৃজ বিসর্গে। প্রার্থনায়াং লিঙ্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। বিদ্বান্। বিদজ্ঞানে। বিদেঃ শতুর্বসুঃ। পা০ ৭।১।৩৬। উগিদচামিতি নুম্। হল্ঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদ এতি নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অদব্ধঃ। দম্ভু দম্ভে। নিষ্ঠায়ামনিদিতামিতিনলোপে ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ। পা০ ৮।২।৪০। ইতি ধত্বং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৩॥

০ ০ ০

ত্রয়োদশ (২৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে ঋক্‌টির বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'তিন-পদবিশিষ্ট যূপকাষ্ঠে (হাড়কাঠে) লইয়া গিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপকে বলিদানার্থ বদ্ধ করা

বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। বিমুক্তি-প্রকারকে স্পষ্ট করিতেছেন,—বিমুক্তিবিষয়ে অভিজ্ঞ ও কোনও প্রাণী কর্ত্তৃক হিংসিত নহে (অর্থাৎ কেহ যাহার হিংসা করিতে পারে না) এইরূপ বরুণদেব পাশনামক বন্ধন-রজ্জুসকল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করুন।

'ত্রিষু' এই পদে 'ষট্ত্রি-চতুর্ভ্যো হলাদিঃ' (পা০ ৬।১।১৭৯) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে, এবং 'সংহিতায়ামুদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ' এই নিয়মানুসারে পর আকার স্বর হইয়াছে। 'অবসৃজ্যাৎ' এই পদটীতে সৃজ ধাতুর উত্তর প্রার্থনা অর্থে লিঙ্ বিভক্তি। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু-বিকরণের স্থানে 'শ্লু' হইয়াছে। 'বিদ্বান্' এই পদটী জ্ঞানার্থ বিদ ধাতুর উত্তর 'বিদেঃ শতুর্বসুঃ' (পা০ ৭।১।৩৬) এই সূত্র দ্বারা 'শতৃ' স্থানে 'বসু' আদেশ, 'উগিদচাং' এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' এবং 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' (পা০ ৬।১।৬৮) এই সূত্র দ্বারা সংযোগের অন্তলোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ পদ সংহিতাতে পঠিত হওয়ায় উক্তপদে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদ' (পা০ ৮।৩।৯) এই নিয়মানুসারে নকার স্থানে 'রু' (অনুনাসিক) হইয়াছে, এবং 'আতোঽটি নিত্যম্' (পা০ ৮।৩।৩) এই নিয়ম হেতু 'বিদ্বান্' এই পদের আকার অনুনাসিকযুক্ত হইয়াছে। 'অদব্ধঃ' এই পদটী দম্ভার্থ দম্ভ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়, 'অনিদিতাম্' (পা০ ৬।৪।২৪) এই সূত্র দ্বারা নকারলোপ এবং 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (পা০ ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা নিষ্ঠার স্থানে 'ধ' করিয়া সিদ্ধ, এবং অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১৩॥

০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। তাহাতে, আদিত্যপুত্র বরুণদেব তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন জানিয়া, তিনি সেই অশেষ-ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ রাজা বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন।' এক দৃষ্টিতে ঋক্ হইতে ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইতে যে না পারে, তাহা নহে। সেরূপ অর্থ, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির পক্ষে বিঘ্ন-বিধায়ক ; পরন্তু বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। অথচ, ঋক্‌টীর মধ্যে অতি উদার সর্ব্বকালের উপযোগী ভাব নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

ঋকের একটি প্রধান বাক্য—'ত্রিষু দ্রুপদেষু বদ্ধঃ'। এই বাক্যের অর্থে, সায়ণ লিখিয়াছেন,—'ত্রিসংখ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যূপস্য পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বদ্ধঃ।' ইহা হইতেই সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ 'তিন পদ কাষ্ঠে বদ্ধ' রূপ অর্থ আমনন করিয়াছেন। তিন খণ্ড কাষ্ঠে যে যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত হয়, অথবা যূপকাষ্ঠের যে তিনটী পদ থাকে, ঐ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্যে এইরূপ অর্থ আমনন করা হয়। কিন্তু তাহা নিতান্তই কষ্টকল্পনামূলক। 'দ্রুপদ' শব্দের 'কাষ্ঠ' অর্থ পরিগ্রহণও বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। যাহা হউক, সায়ণ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্যের যে 'তিনটী কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা প্রকারান্তরে তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু সে তিনটী কাষ্ঠই বা কি, আর সেই যূপই বা কি ? আমরা মনে করি, 'ত্রিষু' শব্দে 'ত্রিবিধদুঃখাত্মক' অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখই যূপকাষ্ঠের উপাদানস্থানীয়। 'যূপকাষ্ঠ' বলিতে এখানে সংসাররূপ যূপকাষ্ঠকে লক্ষ্য করিতেছে। সংসাররূপ যূপকাষ্ঠের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ যে ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হয়, এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে। এ যূপকাষ্ঠ তিন খানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ নয় ;—এ যূপকাষ্ঠ সংসার-রূপ ত্রিবিধ-দুঃখাত্মক ;—এ যূপকাষ্ঠ ত্রিতাপমূলক।

অতঃপর ঋকের আর কয়েকটী বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন তাহাতেও ঐ ভাবই অধ্যাহৃত হইবে। ঋকের দুইটী শব্দ—'গৃভীতঃ' ও 'বদ্ধঃ।' ঐ শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে 'গৃহীতঃ' ও 'আবদ্ধঃ' অর্থই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কিসের দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ ? আমরা মনে করি, 'কর্ম্মের দ্বারা—কর্ম্মরূপ রজ্জু দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ'। এখানে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঋকের আর একটী শব্দ—'শুনঃশেপঃ।' ঐ শব্দের অর্থ যে পাপাত্ম, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'শুনঃশেপঃ' শব্দে অতি নিকৃষ্ট পাপীকে বুঝাইতে পারে। শব্দার্থের অনুসরণে ঐ শব্দে 'কুক্কুরের লাঙ্গুল' বুঝায়। হেয় যে কুক্কুর, তাহার যে নিকৃষ্ট অংশ লাঙ্গুল, তাহাতে অতি নীচ পাপী—এই ভাবই আসিতে পারে। অতঃপর 'আদিত্যং' পদ। 'অদিতি' শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে, পূর্ব্বেই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি। 'আদিত্য' শব্দে সেই 'অদিতি' (অনন্ত) হইতে উৎপন্ন অর্থই আসে। সে আদিত্য—ভগবদ্বিভূতি—দেবভাব। এখানে 'আদিত্যং' পদে ত্রাণকারী দেবতা বুঝাইতেছে, 'অবস্থজ্যাৎ' পদে 'বন্ধন-মোচনের জন্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই সকল শব্দের বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে অর্থ দাঁড়ায়, বঙ্গানুবাদে তাহা লক্ষ্য করুন। পরবর্ত্তী ঋকের সহিত এ ঋক্ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এ ঋক মহিমা-জ্ঞাপক; পরবর্ত্তী ঋক্ প্রার্থনামূলক। দুই ঋকের একত্রে ভাবার্থ হয় এই যে,—'সেই যে জগৎপাতা পাপিত্রাতা ভগবান, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, অতিনীচ পাপীও উদ্ধার-প্রাপ্ত হয়; আমরা তাঁহারই করুণাকণা ভিক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগের বন্ধনমোচন করুন।' (১ম—২৮সু—১৪ঋ)।

—o—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অবভৃথেহব তে হেল ইতি দ্বে ঋচৌ বারুণস্য হবিষো যাজ্যানুবাক্যে। পত্নীসংযাজৈ-শ্চরিত্বে'ত খণ্ডে সূত্রিতং। অব তে হেলো বরুণ নমোভিরিতি দ্বে। আ॰ ৬।১৩। ইতি। তয়োরাদ্যাং সূক্তে চতুর্দ্দশীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অবভৃত অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান-কালে 'অবতে হেলঃ' ইত্যাদি দুইটী ঋক্ বরুণদেব-সম্বন্ধী হবির যাজ্য ও অনুবাক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। আশ্বালায়ন সূত্রে 'পত্নীসংযাজৈ-শ্চরিত্বা' এই খণ্ডে 'অবতে হেলো বরুণ নমোভিরিতি দ্বে' এইরূপ সূত্র কৃত হইয়াছে। সূক্তে সেই ঋক্দ্বয়ের মধ্যে চতুর্দ্দশ ঋক্টী কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব

যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।

ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি

শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অব। তে। হেলঃ। বরুণ। নমঃহভিঃ। অব। যজ্ঞেভিঃ। ঈমহে।

হবিঃহভিঃ। ক্ষয়ন্। অস্মভ্যং। অসুর। প্রচেত ইতি। প্রহচেতঃ।

রাজন্। এনাংসি। শিশ্রথঃ। কৃতানি। ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (বরুণদেব, যদ্বা—সর্ব্বাভীষ্টপূরক হে ভগবন!) 'তে' (তব) 'হেলঃ' (ক্রোধং) 'নমোভিঃ' (নমস্কারৈঃ) 'যজ্ঞেভিঃ' (যজ্ঞৈঃ, সৎকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানেন) 'হবির্ভিঃ' (আহবনীয়দ্রব্যৈঃ, পূজাদিকর্ম্মণা, ভক্ত্যা সদ্ভাবেন চ ইত্যর্থঃ) 'অবেমহে' (অপনয়নামঃ, অপনোদনার্থং প্রার্থয়ামঃ); অব (অপিচ) 'অসুর' (অনিষ্টক্ষেপণশীল. অনিষ্টনিবারক) 'প্রচেতঃ' (পরমপ্রজ্ঞাযুক্ত) 'রাজন্' (দীপ্যমান বরুণদেব, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং, অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'ক্ষয়ন্' (অস্মিন কর্ম্মণি নিবসন্) 'কৃতানি' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতানি) 'এনাংসি' (পাপানি) 'শিশ্রথঃ' (শিথিলীকুরু, মোচয় ইতি ভাবঃ)। হে দেব! অস্মাকং পাপকর্ম্ম দৃষ্ট্বা ক্রোধপরায়ণো মা ভব। অস্মাকং পূজাং গৃহাণ। অস্মদ্‌যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ কলুষনাশং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনাঃ। (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূরক হে ভগবন্! আপনাকে প্রণতি জানাইয়া এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অথবা ভক্তির এবং সদ্ভাবের দ্বারা, আপনার রোষাপনয়নের প্রার্থনা করিতেছি। অনিষ্টদূরকারী পরমপ্রজ্ঞা-যুক্ত দীপ্যমান্ হে বরুণদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী হে ভগবন্! আমাদের মঙ্গলার্থ আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মমধ্যে অধিষ্ঠিত-পূর্ব্বক আপনি আমাদিগের কৃত পাপ-সমূহ মোচন করুন। (ভাবার্থ—হে ভগবন্, আমাদিগের পাপ-কর্ম্ম দৃষ্টে ক্রোধপরায়ণ হইবেন না। আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের কলুষ নাশ করুন)। (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ তে তব হেলঃ ক্রোধং নমোভির্নমস্কারৈরবেমহে। অবনয়ামঃ। তথা যজ্ঞৈঃ সাঙ্গানুষ্ঠানেন পূজ্যৈর্হবির্ভিরবেমহে। বরুণং পরিতোষ্য ক্রোধমপনয়ামঃ। হে অসুর। অনিষ্টক্ষেপণশীল। প্রচেতঃ। প্রকর্ষেণ প্রজ্ঞাযুক্ত। রাজন্। দীপ্যমান বরুণ। অস্মভ্য-মস্মদর্থং ক্ষয়ন্নস্মিন্ কর্ম্মণি নিবসন্ কৃতান্যস্মাভিরনুষ্ঠিতান্যেনাংসি পাপানি শিশ্রথঃ। শ্রথিতানি শিথিলানি কুরু॥

হেলঃ। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্ঞেভিঃ। বহুলং ছন্দসীত্যৈসভাবঃ। ঈমহে। ঈঙ্ গতৌ। বিকরণস্য লুক্। ক্ষয়ন্। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। লটঃ শতৃ। ব্যত্যয়েন শপ্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমরা নমস্কারের দ্বারা এবং যাবতীয় অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান হেতু পূজনীয় এরূপ হবির্দ্রব্যের দ্বারা সন্তোষোৎপাদন পূর্ব্বক আপনার ক্রোধ অপনীত করিতেছি অতএব হে অনিষ্টনাশকারী বিশুদ্ধবুদ্ধিশালী প্রকাশমান বরুণদেব! আপনি আমাদের জন্য এই যজ্ঞ-কার্য্যের নিকটে বাস করতঃ (সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া) আমাদিগের কৃত সমস্ত পাপরাশিকে শিথিল (অর্থাৎ নষ্ট) করুন।

'হেলঃ' এই পদেতে 'অসুন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু 'ভিস্' বিভক্তির স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না! 'ঈমহে' এই পদটী গমনার্থক ঈ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির 'মহে' করিয়া বিকরণের লুক্ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্ষয়ন্' এই পদটী নিবাস ও গমনার্থ-বোধক ক্ষি ধাতুর লোটের স্থানে শতৃ প্রত্যয়, ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদ আমন্ত্রিত হওয়ায় আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অসুর' এই পদটী 'অসেরুরন্' (উ০ ১।৪২) এই উনাদি সূত্রানুসারে অস্ ধাতুর উত্তর 'উরন্' প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমন্ত্রিতস্যাদ্যাদাত্তত্বং। অসুর। অসেঙ্কুরন্। উ° ১।৪২। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। শিশ্রথঃ। শ্রথ দৌর্ব্বল্যে। চুরাদিরদন্তঃ। ছান্দসে লুঙি নিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ। পা° ৩।১৪৮। ইতি চ্লেশ্চঙ্। দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অগ্লোপত্বাং। পা° ৭।৪।২। সন্বদ্ভাবাভাবেহপি। পা° ৭।৪।৯৩। বহুলং ছন্দসি। পা° ৭।৪।৯৮। ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। পূর্ব্ববদডভাবঃ॥ ১৪॥

• ॰ •

চতুর্দ্দশ (২৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

'কত অপরাধ করিয়াছি! কতরূপ পাপানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত আছি! কত প্রকারেই আপনার ক্রোধের কারণ হইয়াছি! এখন একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। তাই প্রণত হইতেছি। অপরাধে ক্ষমাভিক্ষা চাহিতেছি। আপনার প্রীতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। ক্রোধ অপনয়নের জন্য চেষ্টা পাইতেছি! হে দেব! আর বিরূপ থাকিবেন না! আমি অনেক পাপ করিয়াছি; আমার সেই কৃত-পাপসমূহ হইতে আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন।' প্রধানতঃ এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'আপনি অতি-নীচ পাপীরও পরিত্রাণের উপায় বিহিত করেন। এখানকার ভাব এই যে, আমি সেই পাপী; আমাকে পরিত্রাণ করুন।'

ঋকে বরুণদেবের একটী বিশেষণ আছে,—'অসুর'। ঐ শব্দে এখন 'দেবদ্বেষী' অর্থ প্রচলিত। কিন্তু ঋগ্বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, 'অসুর' শব্দে দেবতাকেও বুঝাইত। সায়ণ সেই বুঝিয়াই ঐ শব্দে 'অনিষ্টক্ষেপণশীল' অর্থ আমনন করিয়াছেন। এইরূপ 'দেব' শব্দও অনেক স্থলে 'অসুর' ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। একই শব্দ যে প্রয়োগ-বিশেষে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে, 'দেব'

উক্ত পদে আমন্ত্রিতের নিঘাত হইয়াছে। 'শিশ্রথঃ' এই পদটীতে অকারান্ত চুরাদিগণীয় দৌর্ব্বল্য বোধক শ্রথ ধাতুর উত্তর বৈদিক লুঙ্ বিভক্তি করিয়া 'নিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ' (পা° ৩।১৪৮) এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি' র স্থানে অঙ্, পরে দ্বিরুক্তি ও হলাদি অবশিষ্ট থাকিলে, অকার লোপ হেতু সন্বদ্ভাব না হইলেও 'বহুলং ছন্দসি' (পা° ৭।৪।৯৮) এই সূত্র দ্বারা অভ্যাসের (ধাতুর দ্বিরুক্ত ভাগের) স্থানে ইকার হইয়াছে; সেই জন্য এখানে পূর্ব্বের ন্যায় অট্ (অ) আগম হইল না॥ ১৪॥

• ॰ •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও 'অসুর' শব্দের প্রয়োগে বেদে তাহা সপ্রমাণ হয়। শব্দ—অনুভাবনা-মূলক। ভাবের সহিতই শব্দের সম্বন্ধ। এই জন্য উক্ত আছে,—কেহ বিষ্ণু, কেহ বিষ্টু, কেহ বা বিষ্ণবে, কেহ বা বিষ্টবে ইত্যাদি রূপ ভ্রমাত্মক উচ্চারণ করিয়াও ভগবানকে প্রাপ্ত হন। মন লইয়াই কার্য্য। শব্দ লইয়া কার্য্য নহে। চিত্ত যদি শুদ্ধ থাকে, মন যদি কলঙ্কশূন্য হয়, শব্দে কিছু আসে যায় না। দেবাসুর শব্দের পরস্পর-বিপরীত অর্থ সেই ভাব দ্যোতনা করে। * (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)।

---

* ঋগ্বেদে অসুর শব্দ অন্যূন সত্তর বার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অষ্টকে সাত বার, দ্বিতীয় অষ্টকে দশ বার, তৃতীয় অষ্টকে সাত বার, চতুর্থ অষ্টকে দ্বাদশ বার, পঞ্চম অষ্টকে আট বার, ষষ্ঠ অষ্টকে আট বার, সপ্তম অষ্টকে ছয় বার এবং অষ্টম অষ্টকে অষ্টাদশ বার 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন্ অষ্টকে কি সম্বন্ধে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী বিশদ তালিকা, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত হইল; যথা,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১। প্রথম অষ্টকে,—			
১ম	২৪শ	১৪শ	বরুণ
„	৩৫শ	৭ম	সূর্য্যরশ্মি
„	৩৫শ	১০ম	সবিতা
„	৫৪শ	৩য়	ইন্দ্র
„	৬৪শ	২য়	মরুদ্গণ
„	১০৮ম	৬ষ্ঠ	ঋত্বিকগণ
„	১১০ম	৩য়	ত্বষ্টা
২। দ্বিতীয় অষ্টকে,—			
১ম	১২২ম	১ম	রুদ্র
„	১২৬ম	২য়	ভাবযব্য রাজা
„	১৩১ম	১ম	স্বর্গলোক
„	১৫১ম	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ
„	১৭৪ম	১ম	ইন্দ্র
২য়	১ম	৬ষ্ঠ	রুদ্র
„	২৭শ	১০ম	বরুণ
„	২৮শ	৭ম	বরুণ
„	৩০শ	৪র্থ	বৃকদ্বরঃ অসুর
৩য়	৩য়	৪র্থ	অগ্নি
৩। তৃতীয় অষ্টকে,—			
৩য়	২৯শ	১৪শ	অরণি
„	৩৮শ	৪র্থ	ইন্দ্র
„	৫৩শ	৭ম	রুদ্র
৩য়	৫৫শ	১ম-১০ম	অসুরত্ব=ক্ষমতা
„	৫৬শ	৮ম	সম্বৎসর
৪র্থ	২য়	২৫ম	অগ্নি
„	৫৩শ	১ম	সবিতা
৪। চতুর্থ অষ্টকে,—			
৫ম	১২শ	১ম	সবিতা
„	১৫শ	১ম	অগ্নি
„	২৭শ	১ম	ত্র্যরুণ, অগ্নি, রাজপুত্র
„	৪১শ	৩য়	রুদ্র, সূর্য্য, বায়ু
„	৪২শ	১ম	বায়ু
„	৪২শ	১১শ	রুদ্র
„	৪৯শ	২য়	সবিতা
„	৫১শ	১১শ	পূষা
„	৬৩শ	৩য়	মিত্র ও বরুণ
„	৬৩শ	৭ম	মিত্র ও বরুণ
„	৮৩শ	৬ষ্ঠ	পর্য্যন্য
„	১২শ	৪র্থ	অসুরত্ব=ইন্দ্র
৫। পঞ্চম অষ্টকে,—			
৭ম	২য়	৩য়	অগ্নি
„	৬ষ্ঠ	১ম	বৈশ্বানর
„	১৩শ	১ম	অসুরঘ্ন=ইন্দ্র
„	৩০শ	৩য়	অগ্নি
„	৯৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো

অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫ ॥

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক্	সম্বন্ধে প্রযুক্ত	মণ্ডল	সূক্ত	ঋক্	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১ম	৫৬শ	২৪শ	বীর	৮।	অষ্টম অষ্টকে,—		
„	৬৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ	১০ম	৫৩শ	৪র্থ	বলবান শক্র
„	৯৯ম	৫ম	বর্চী	„	৫৫শ	৪র্থ	অসুরত্ব=ক্ষমতা
৬।	ষষ্ঠ অষ্টকে,—			„	৫৬শ	৬ষ্ঠ	সূর্য্য
৮ম	১৯শ	২৩শ	সূর্য্য	„	৭৪শ	২য়	প্রবল
„	২০শ	১৭শ	মেঘ বা বল	„	৮২শ	৫ম	দেবগণ
„	২৫শ	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ	„	৯২শ	৬ষ্ঠ	মেঘ
„	২৭শ	২০শ	দেবগণ	„	৯৩শ	১৪শ	রামরাজা
„	৪২শ	১ম	বরুণ	„	৯৬শ	১১শ	ইন্দ্র
„	৯০শ	৬ষ্ঠ	ইন্দ্র	„	৯৯শ	২য়	অসুরত্ব=বল
„	৯৬শ	৯ম	বলবান্ শক্র	„	৯৯শ	১২শ	ইন্দ্র
„	৯৭শ	১ম	ঐ	„	১২৪ম	৩য়	দেবগণ
৭।	সপ্তম অষ্টকে,—			„	১২৪ম	৫ম	ঐ
৯ম	৭৩শ	৭৪শ	১ম, ৭ম সোম	„	১৩২ম	৪র্থ	মিত্র
„	৯৯শ	১ম	ঐ	„	১৩৮ম	৩য়	দেবশক্র
„	১০শ	২য়	স্বর্গধারী দেব	„	১৫১ম	৩য়	ঐ
„	১১শ	৬ষ্ঠ	পুরোহিত	„	১৫৭ম	৪র্থ	ঐ
„	৩১শ	৬ষ্ঠ	যজ্ঞ	„	১০৭ম	২য়	ঐ
				„	১৭৭	১ম	ঐ

'অসুর' শব্দে যে দেবতাকে বুঝায় আর দেবশক্রকে বুঝায়, ইহা দ্বারা তাহা বোধগম্য হইবে। এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণঃ।

উৎ। উৎ-তমম্। বরুণ। পাশম্। অস্মৎ। অব। অধমম্। বি।

মধ্যমম্। শ্রথয়। অথ। বয়ম্। আদিত্য। ব্রতে। তব।

অনাগসঃ। অদিতয়ে। স্যাম॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্য' (দ্যোতমান্) 'বরুণ' (হে বরুণদেব, যদ্বা—অভীষ্টপূরক হে ভগবন্!) 'উত্তমং' 'মধ্যমং' 'অধমং' (আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং ত্রিবিধং) 'পাশং' (বন্ধনং) 'অস্মাৎ' 'উৎ শ্রথায়' (অস্মৎ উৎকৃষ্য শিথিলং কুরু ইত্যর্থঃ); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'অনাগসঃ' (অপরাধরহিতাঃ, নিষ্পাপাঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'তব' (ত্বদীয়ে) 'ব্রতে' (কর্ম্মণি, আরাধনায় ইতি যাবৎ) 'অদিতয়ে' (খণ্ডনরাহিত্যায়, অবিচ্ছেদেন সাধনায়, উন্নতয়ে ইতি শেষঃ) 'স্যাম' (ভবেম, শ্রেষ্ঠস্থানং লভেমহি ইতি ভাবঃ)। হে পরমেশ্বর! সর্ব্বপ্রকারং পাপং অস্মৎ বিমোচয়। অস্মান নিষ্পাপান্ কৃত্বা পরাগতিং প্রযচ্ছত ইতি ভাবঃ। (১ম - ২৪সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে বরুণদেব অর্থাৎ অভীষ্টপূরণকারী হে ভগবন্! উত্তম মধ্যম অধম (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ আমাদিগের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল করিয়া দেন। প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্ম্মে আপনার সেবায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হই। (ভাবার্থ—হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। নিষ্পাপ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।)॥ (১ম—২৪সূ—১৫ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ উত্তমমুৎকৃষ্টং শিরসি বদ্ধং পাশমস্মদস্মত্ত উচ্ছ্রথায়। উৎকৃষ্য শিথিলং কুরু। অধমং নিকৃষ্টং পাদে০বস্থতং পাশমবশ্রথায়। অবজ্ঞায়াধস্তাদবকৃষ্য বা শিথিলীকুরু। মধ্যমং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আপনি উত্তম অর্থাৎ আমাদের মস্তকে আবদ্ধ পাশকে উর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক শিথিল করুন; এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাদস্থিত পাশকে তুচ্ছজ্ঞানে অথবা নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া, শিথিল করুন। আর মধ্যম অর্থাৎ নাভিদেশ পর্য্যন্ত স্থিত যে পাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাভিপ্রদেশগতং পাশং বিশ্রথায়। বিযুজ্য শিথিলীকুরু। অথানন্তরং হে আদিত্য অদিতেঃ পুত্র বরুণ বয়ং শুনঃশেপাস্তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্ম্মণ্যদিতয়ে খণ্ডনরাহিত্যায়ানাগসোঽপরাধরহিতাঃ। স্যাম। ভবেম॥

উত্তমং। তমপঃ। পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বেনাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্ত উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্রেত্যুঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং। অধমং। অবদ্যাবমাধমার্ব্বরেফাঃ কুৎসিতে। উ০ ৫।৫৪। ইত্যবতেরমচ্। বস্য ধঃ। শ্রথায়। শ্রথ দৌর্ব্বল্যে। সংহিতায়াং ছোন্দসো দীর্ঘঃ। তব যুষ্মদস্মদোর্ঙসীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অনাগসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নঞ্সুভ্যামিতি তু ব্যত্যয়েন প্রবর্ত্ততে। যদ্বা। আগস্‌শব্দাদস্মায়ামেধেতি। পা০ ৫।২।১২১। মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তস্য বিন্মতোর্লুগিতি লুক্। নঞ্সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চদশো বর্গঃ।

পঞ্চদশ (২৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ত্রিবিধ বন্ধন শিথিল করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা আছে। সে বন্ধনকে, এ ঋকে উত্তম মধ্যম এবং অধম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ শিশুকুমার শুনঃশেপের কটিদেশ,

---

তাহাকে বিছিন্ন করিয়া শিথিল করুন। অনন্তর (অর্থাৎ এইরূপে আমাদিগের পাশ বিমোচন হইলে) হে অদিতিপুত্র বরুণ! শুনঃশেপ নামক আমরা আপনার কার্য্য বিষয়ে খণ্ডনরহিতত্বের (অর্থাৎ অবিচ্ছেদের) জন্য অপরাধশূন্য হইব। (এস্থলে ভাবার্থ এই যে, আপনি আমাদিগকে পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিলে, আমরা অতঃপর অবিচ্ছেদে আপনার কার্য্যে ব্রতী থাকিব।)

'উত্তমং' এই পদটীতে 'তমপ্' প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তত্বহেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর এইরূপ সম্ভাবনায়, 'উত্তম শশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র' এইরূপ উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, অন্তবর্ণে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অধমং' এই পদটী অব ধাতুর উত্তর 'অবদ্যাবমাধমার্ব্বরেফাঃ কুৎসিতে।' (উ০ ৫।৫৪) এই সূত্রানুসারে অমচ প্রত্যয়, এবং ব-কারের স্থানে 'ধ' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রথায়' এই পদ দৌর্ব্বল্য-বোধক শ্রথ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে, এবং সংহিতাতে ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইল। 'তব' এই পদটীতে 'যুষ্মদস্মদোর্ঙসি' এই নিয়মহেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অনাগসঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস করিবার পর পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে; কিন্তু 'নঞ্সুভ্যাং' এই নিয়ম ব্যতিক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে। অথবা আগস্ শব্দের উত্তর 'অস্মায়ামেধা' (পা০ ৫।২।১২১) এই সূত্র দ্বারা মত্বর্থে 'বিনি' প্রত্যয়, ও 'বিন্মতোর্লুক্' এই সূত্র দ্বারা সেই 'বিনি' প্রত্যয়ের লুক্, পরে নঞ্ সমাস করিয়া অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১৫॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলদেশ এবং পাদদেশ বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করিলাম না। ত্রিতাপের, ত্রিবিধ দুঃখের, তারতম্যের বিষয়ই উত্তম মধ্যম অধম শব্দ প্রকাশ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ—উত্তম, মধ্যম ও অধম দুঃখ নামে কল্পনা করা যায়।

'আমার সেই ত্রিবিধ দুঃখ—সর্ব্বপ্রকার দুঃখ—আপনি দূর করুন। আমি যেন অবিচ্ছেদে আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিতে পারি। আমি যেন নিষ্পাপ দেহ হইয়া উন্নত স্থান প্রাপ্ত হই। জগদীশ! আমার প্রতি করুণা-পরায়ণ হইয়া আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৪সূ—১৫ঋ)।

—— • ——

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

যচ্চিদ্দিত্যেকবিংশত্যৃচং দ্বিতীয়ং সূক্তং তথা চানুক্রান্তং। যচ্চিৎসৈকেতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়া শুনঃশেপ এব ঋষিঃ। আদৌ গায়ত্রমিতি পরিভাষিতত্বাদ্গায়ত্রী ছন্দঃ। বারুণং ত্বিতি পূর্ব্বোক্তত্বাত্তু ত্বাদিপরিভাষয়া বরুণো দেবতা। বিনিয়োগ উক্তঃ শৌনঃশেপাখ্যানে। বিশেষবিনিয়োগস্তু। অভিপ্লবষড়হ ইদং সূক্তং হোত্রকশস্ত্রে স্তোমনিমিত্তমাবাপার্থং। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানামিতি খণ্ডে তথৈব সূত্রিতং। যচ্চিদ্ধিতে তে বিশ ইতি বারুণমেতস্তু তৃচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ। আ° ৭।৫। ইতি। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

• • •

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় সূক্তটী 'যচ্চিৎ' ইত্যাদি একবিংশতি ঋক্-বিশিষ্ট। কারণ, 'যচ্চিৎ সৈকা' এইরূপ অনুক্রম করা হইয়াছে। 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' এই প্রকার পরিভাষা হেতু এই সূক্তের শুনঃশেপ ঋষি। 'আদৌ গায়ত্রম্' এই পরিভাষা হেতু গায়ত্রী ছন্দঃ। 'বারুণং তু' এইরূপ পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায় তুত্বাদি পরিভাষা-হেতু বরুণ দেবতা এবং পূর্ব্বে শুনঃশেপের উপাখ্যানে বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিনিয়োগ এই যে, এই সূক্ত অভিপ্লবষড়হ-প্রকরণে হোত্রক-শস্ত্রে স্তোম এবং অবাপের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু আশ্বলায়ন সূত্রে 'অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানাম্' এই খণ্ডে উক্ত অনুরূপ সূত্র কৃত হইয়াছে যে 'যচ্চিদ্ধি তে তে বিশ ইতি বারুণমেতস্তু তৃচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ।' (আ° ৭।৫)। সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চবিংশসূক্তং।

ষোড়শাদ্ উনবিংশান্তো বর্গঃ।

পঞ্চবিংশসূক্তং।

এই পঞ্চবিংশসূক্তে ভগবান বরুণদেবেরই উপাসনা আছে। রাজসূয়-যজ্ঞে এ মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এ সূক্তের মন্ত্র-সকলেরও শুনঃশেপ-পক্ষে একরূপ ব্যাখ্যা এবং সাধারণভাবে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় ঋষিকুমার শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যান-মূলক।

এই সূক্তের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মানুষ কিরূপভাবে ভগবানের কার্য্যে উপেক্ষা প্রকাশ করে এবং শেষে কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে বিপন্ন অবস্থায় কিরূপভাবে পুনরায় ভগবানের দ্বারে করুণাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়,—এ সূক্তে তাহাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু এ সূক্তে দেখিতে পাইবেন,—দূর অতীত-কালে, কিবা ব্যোমপথে কিবা জলপথে, দেবগণের (আর্য্যগণের) গতাবিধি ছিল। জ্যোতির্ব্বিদগণ বুঝিতে পারিবেন,—এ সূক্তে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক পরম তত্ত্বকথা বিবৃত আছে। সমদর্শী দেখিবেন,—এ সূক্ত সকল কালে সকল লোকের সর্ব্ববিপদনাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ। যাঁহারা বেদমন্ত্র-সমূহে মনুষ্যের প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, পুরাকালে বরুণদেব যেন একজন সম্রাট বা রাজা ছিলেন; পরবর্ত্তিকালে ইন্দ্রদেব কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। ইরাণের সহিত প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিবেন, ইরাণের অহুর-মজ্দ্ই বেদের বরুণদেব। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন মতের আভাস সূক্তের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

কিন্তু সূক্তের মূল লক্ষ্য সেই একই আছে। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে কি প্রকারে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহারই আকুল প্রার্থনা লইয়া এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রকটিত রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমমণ্ডলস্য। দ্বিতীয়োঽনুবাকে পঞ্চবিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ। বরুণদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। আভিপ্লবষড়হে হোত্রকশস্ত্রে রাজসূয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণব্রতং।
মিনীমসি দ্যবিদ্যবি॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

যৎ। চিৎ। হি। তে। বিশঃ। যথা। প্র। দেব। বরুণ। ব্রতং।
মিনীমসি। দ্যবিদ্যবি॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান) 'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'যথা' (লোকে, জগতি) 'বিশঃ' (প্রজাঃ, অজ্ঞজনাঃ) 'যচ্চিদ্ধি' (যদেব) 'তে' (তব) 'ব্রতং' (কর্ম্ম, ভগবৎকর্ম্ম) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'প্রমিনীমসি' (প্রমাদেন কুর্ব্বন্তি)। মোহঘোরগ্রস্তা বয়ং প্রমাদেন প্রতিদিনং বহুপাপকর্ম্মাণি কুর্য্মহে। তানি সর্ব্বানি পাপানি প্রক্ষালয়ঃ ত্বমিতি শেষঃ। (১ম—২৫সূ—১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান বরুণদেব! জগতের অজ্ঞজন আপনার ব্রতানুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত প্রমাদ করিয়া আসিতেছে। (মূঢ় আমাদের কার্য্য—ব্রত-পালন—প্রতিদিনই প্রমাদপূর্ণ হইতেছে; আমাদিগের সেই সকল পাপ বিমুক্ত করুন।)॥ (১ম—২৫সূ—১ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ যথা লোকে বিশঃ প্রজাঃ কদাচিৎ প্রমাদং কুর্ব্বন্তি তথা বয়মপি তে তব সম্বন্ধি যচ্চিদ্ধি যদেব কিঞ্চিদ্‌ব্রতং কর্ম্ম দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং প্রমিনীমসি। প্রমাদেন হিংসিতবন্তঃ। তদপি ব্রতং প্রমাদপরিহারেণ সাঙ্গং কুর্ব্বিতি শেষঃ।

যথা। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বেপ্রাপ্তে যথেতি পাদান্তে। ফি০ ৪।১৫। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। মিনীমসি। মীঞ্‌. হিংসায়াং। ইদন্তো মসিঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। মীনাতের্নিগমে। পা০ ৭।৩।৮১। ইতি হ্রস্বত্বং। ঈ হল্যঘোরিতীকারঃ।. সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি বচনাত্তিঙ এব স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্‌বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ॥ ১॥

প্রথম (২৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষের যখন আত্মকৃত পাপকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য পড়ে; মানুষ যখন দেখিতে পায়, সংসারে অজ্ঞ অধার্ম্মিক জন যে কর্ম্ম করিয়া বিপন্ন হইতেছে, সেই কর্ম্মেই সে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তখন তাহার হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয়। এ ঋকে সেই অনুতাপ দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থী কহিতেছেন,—জনসাধারণ অজ্ঞজন যেমন অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। আপনি পাপিত্রাতা; আপনি আমায় রক্ষা করুন।

এ ঋকের সহিত পরবর্ত্তী ঋকের সম্বন্ধ আছে। এ ঋক্ আত্মগ্লানি-মূলক, পরবর্ত্তী ঋক্ মুক্তির প্রার্থনা-সূচক। (১ম—২৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! যেমন জগতে প্রজাবর্গ কোন না-কোনও সময়ে কার্য্যে প্রমাদ করিয়া থাকে (অর্থাৎ অসতর্ক হইয়া থাকে), সেইরূপ আমরাও প্রমাদ-হেতু প্রতিদিন আপনার সম্বন্ধীয় যে কোনও ব্রত-কর্ম্মের প্রমাদ হিংসা করিয়াছি; অর্থাৎ, অনবধানতা-দোষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই ব্রত-কর্ম্মকে অঙ্গযুক্ত করুন (সম্পূর্ণ অঙ্গের ফল প্রদান করুন)।

'যথা' এই পদে লিৎ-স্বর-হেতু আদিবর্ণের উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে 'যথেতি পাদান্তে' (ফি০ ৪।১৫) এই ফিট্ সূত্রানুসারে সকল পদের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'মিনীমসি' এই পদটী হিংসার্থ-বোধক. মীঞ্‌ ধাতুর উত্তর ইকারান্ত 'মসি' প্রত্যয় হইয়াছে। অতঃপর ক্র্যাদিগণীয় হওয়ায় 'শ্না' প্রত্যয়, পরে 'মীনাতোর্নিগমে' (পা০ ৭।৩।৮১) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্ব, এবং 'ঈ হল্যঘোঃ' এই সূত্র দ্বারা ঈকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'সতিসিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বাক্যহেতু তিঙ্ বিভক্তির স্বর অবশিষ্ট থাকিল। আর যদ্‌বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত স্বর হইল না॥ ১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ।

মা হৃণানস্য মন্যবে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। বধায়। হত্নবে। জিহীলানস্য। রীরধঃ।

মা। হৃণানস্য। মন্যবে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'জিহীলানস্য' (অনাদরাৎ কুপিতস্য, ভগবৎকর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখত্বাৎ ক্রুদ্ধস্য) তব 'হত্নবে' (ঘাতকেন) 'বধায়' (হননায়, বিনাশায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা রীরধঃ' (বিষয়-সংসর্গযুতান্ মা কুরু); 'হৃণানস্য' (অস্মাকং পাপকর্ম্মণা অসৎকার্য্যেণ ক্রুদ্ধস্য) তব 'মন্যবে' (ক্রোধায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা' (মা রীরধঃ, মা জহি)। অস্মাকং কর্ম্মজনিতাপরাধত্বাৎ অস্মৎ প্রতি ক্রোধপরায়ণো মা ভব, অস্মান্ বিষয়াসক্তান্ মা কুরু। বিষয়া হি সর্ব্বানিষ্ট-মূলাঃ। অস্মান্ বিষয়াৎ দূরে রক্ষ ইতি ভাবঃ॥ (১ম—২৫সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! ভগবৎকর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাতকের দ্বারা বিনাশ-নিমিত্ত আমাদিগকে আর বিষয় সংসর্গে আবদ্ধ করিবেন না। আমাদিগের কৃত পাপ-কার্য্যের জন্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে হনন করিবেন না। (ভাবার্থ—আমাদিগের কর্ম্মজনিত অপরাধ জন্য আমাদিগের প্রতি ক্রোধপরায়ণ হইবেন না; অপিচ আমাদিগকে বিষয়াসক্ত করিবেন না। বিষয়ই সকল অনিষ্টের মূল; সুতরাং বিষয় হইতে আমাদিগকে দূরে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—২৫সূ—২ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ জিহীলানস্যানাদরং কৃতবতো হত্নবে হন্তুঃ পাপহননশীলস্য তব সম্বন্ধিনে বধায় কর্তৃকায় বধায় নোঽস্মান্ মা রীরধঃ। সংসিদ্ধান্বিষয়ভূতান্ মা কুরু। হৃণানস্য হৃণীয়মানস্য ক্রুদ্ধস্য তব মন্যবে ক্রোধায় মা অস্মান্ রীরধঃ॥

বধায়। হনশ্চ বধ ইত্যবন্তোবধশব্দঃ। উঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তঃ। হত্নবে। হন্ হিংসাগত্যোঃ। কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ। উ০ ৩।৩০। ইতি ক্নু প্রত্যয়ঃ। ধাতোর্নকারস্য তকারঃ। জিহীলানস্য হেড়ৃ অনাদরে। অস্মাল্লিটঃ। কানচ্। দ্বির্ভাবহলাদিশেষহ্রস্বচুত্বডাশ্ যানি। একারস্য ঈকারাদেশশ্ছান্দসঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। রীরধঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। চঙি ণিলোপ উপধাহ্রস্বত্বং। দ্বির্বচনহলাদিশেষ। হ্রস্বত্বসন্বদ্ভাবেত্বাভ্যাসদীর্ঘাঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যডভাবঃ। হৃণানস্য। হৃণীঙ্ লজ্জায়াং। অস্মাচ্ছানচি পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপসিদ্ধিঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (২৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বোক্ত ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'আমরা প্রতিদিনই কত অকর্ম্ম করিয়া আসিতেছি।' এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দেব! সেই সকল অপকর্ম্মের জন্য আর

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে বরুণদেব! অনাদর-করণ জন্য ক্রুদ্ধ ও নিখিলপাপনাশী এরূপ আপনি, আমাদিগকে আপনা কর্ত্তৃক বধের নিমিত্ত করিবেন না (অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে আপনার বধ্য করিবেন না)। ক্রুদ্ধ যে আপনি, আপনার ক্রোধের নিমিত্ত আমাদিগকে বধ করিবেন না।

'বধায়' এই পদটি 'হনশ্চ বধঃ' এই সূত্রানুসারে অবন্ত বধ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; এবং উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, ঐ পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হত্নবে' এই পদটী হিংসা ও গমনার্থক হন্ ধাতুর উত্তর 'কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ' (উ০ ৩,৩০) এই সূত্রানুসারে ক্নু প্রত্যয়, পরে ধাতুর ন-কারের স্থানে ত-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জিহীলানস্য' এই পদটী অনাদরার্থ হেড়্ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে কানচ্ প্রত্যয়, দ্বিত্ব, হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট থাকিলে পরে হ্রস্ব, (অর্থাৎ এ-কারের স্থানে ই-কার), চবর্গত্ব (হ স্থানে জ) এবং ডাশ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে বেদপ্রয়োগহেতু একারের স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। আর 'চিতঃ' এই নিয়মহেতু অন্তবর্ণের স্বর উদাত্ত। 'রীরধঃ' এই পদ, সংসিদ্ধিবোধক রাধ ধাতুর উত্তর চঙ্ পরে ণিলোপ, উপধার হ্রস্ব, দ্বিত্ব, হলন্তের আদিবর্ণের স্থিতি, পরে ধাতুর হ্রস্ব, সন্বদ্ভাব, ই-কার এবং অভ্যাসের (দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের) দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ন মাঙ্ যোগে' এই নিয়মানুসারে অট্ (অ) আগম হইল না। 'হৃণানস্য' এই পদটী লজ্জার্থক হৃণ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় ইচ্ছানুসারে সিদ্ধ হইয়াছে। ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না। দেখিবেন,—যেন আমরা বিষয় বিষে জর্জ্জরীভূত না হই। আমাদের অপকর্ম্মের জন্য আপনি কোপাবিষ্ট হইলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না। আপনি করুণা-পুরঃসর বিষয়-সংসর্গ হইতে আমাদিগকে নির্লিপ্ত করুন; আমরা যেন সুমতি লাভ করিয়া সুপথে পরিচালিত হই।' (১ম—২৫সূ—২ঋ)।

— * —

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং।

গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। মৃলীকায়। তে। মনঃ। রথীঃ। অশ্বং। ন। সংদিতং।

গীঃভিঃ। বরুণ। সীমহি ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'রথীঃ' (রথস্বামী, শকটবান) 'ন' (যথা) 'অশ্বং' (ঘোটকং) 'সন্দিতং' (শৃঙ্খলবদ্ধং, রশ্মিযুতং কৃত্বা পরিচালয়তীতি ভাবঃ), বয়ং তথা 'তে' (তব) 'মৃলীকায়' (প্রীতিসাধনায়) 'মনঃ' (অস্মাকং চঞ্চলচিত্তং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, তব পূজাভিঃ ইত্যর্থঃ) 'বি সীমহি' (বিশেষেণ বধ্নীমঃ)। উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব বন্ধনের রশ্মিযুক্তেন যথা সংযতো ভ হে দেব, মম চঞ্চলচিত্তং তব পূজায়াং তথা বিনিযোজয়ামি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! রথী যেমন আপনার অশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সংযত রাখে, আমরা তেমনি আমাদের চঞ্চল-চিত্তকে আপনার পূজায় বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছি। (ভাবার্থ—উশৃঙ্খল অশ্ব যেমন রশ্মি-বন্ধনের দ্বারা সংযত হয়, হে ভগবন! সেইরূপে আমার চঞ্চল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

চিত্তকে আপনার পূজায় বিনিযুক্ত করিতেছি। আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন)। (১ম—২৫সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মৃলীকায় অস্মৎসুখায় তে তব মনো গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বিসীমহি। বিশেষেণ বধ্নীমঃ। প্রসাদয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রথীঃ রথস্বামী সন্দিতং সম্যক্ খণ্ডিতং দূরগমনেন শ্রান্তমশ্বং ন। অশ্বমিব। যথা স্বামী শ্রান্তমশ্বং ঘাসপ্রদানাদিনা প্রসাদয়তি তদ্বৎ। রথীঃ। মত্বর্থীয়ঃ ঈকারঃ। সান্দিতং। দো অবখণ্ডনে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। দ্যতিস্যতি মাস্থামিতি কিতি। পা০ ৭।৪।৪০। ইতীকারান্তাদেশঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি ভিস উদাত্তত্বং। সীমহি ষিবু তন্তুসন্তানে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্ বলি লোপঃ। পা০ ৬।০৬৬। যথা বিধ্রু বর্দ্ধন ইত্যাদ্যাদ্বিকরণস্য লুক্। দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। ৩।

তৃতীয় (২৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই হাস্যোদ্দীপক। সে অর্থে, বরুণদেবকে ঘোটকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে অর্থ—'পরিশ্রান্ত ঘোটককে ঘাস প্রভৃতি প্রদান করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত করা হয়, তেমনি, হে বরুণদেব, আমাদের সম্বন্ধে তোমাকে প্রসন্ন করিবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমাদিগের সুখের জন্য স্তুতি-বাক্যের দ্বারা আপনার মনকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিব অর্থাৎ প্রসন্ন করিব। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন রথস্বামী দূর পথ-গমন জন্য পরিশ্রান্ত অশ্বকে ঘাসমুষ্টি প্রদানাদি দ্বারা শান্ত বা সন্তুষ্ট করে, সেইরূপ আমরাও আপনার মনকে সন্তুষ্ট করিব।

'রথীঃ' এই পদে মত্বর্থে ঈকার হইয়াছে। 'সন্দিতং' এই পদটী খণ্ডন করা অর্থে 'দো' ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা ক্ত প্রত্যয়, 'দ্যতিস্যতিমাস্থামিতি কিতি' (পা০ ৭।৪।৪০) এই সূত্র দ্বারা ইকারান্ত আদেশ, পরে 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়ম হেতু গতির (সম এই উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গীর্ভিঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে 'ভিস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'সীমহি' এই পদটীতে তন্তুসন্তানার্থ ষিব ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রম হেতু আত্মনেপদ, 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম-হেতু বিকরণের লুক্ এবং বৈদিক প্রয়োগ বশতঃ দীর্ঘ করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি।' কিন্তু ঋকের অর্থ যে সম্পূর্ণ অন্যরূপ, উহার মধ্যে যে আর এক সদ্ভাব প্রকাশ পাইতেছে, অল্প অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

আমরা দেখিতেছি, ঋকের উপমাটী অতি স্বভাব-সঙ্গত। দুর্দ্দমনীয় উদ্‌ভ্রান্ত অশ্বের সহিত এখানে মনের তুলনা করা হইয়াছে। অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল ; মনও সেইরূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল। অশ্বকে সংযত করিয়া, যথাপথে পরিচালিত করিতে হইলে—যথাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, শৃঙ্খলের দ্বারা, রজ্জুর দ্বারা রশ্মির দ্বারা, তাহাকে বন্ধন করার আবশ্যক হয়। মন সম্বন্ধেও সেই ভাব। ভগবানের অর্চ্চনারূপ, ভগবানের সেবারূপ, ভগবৎকর্ম্মরূপ বন্ধনের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এখানে উপমায় সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে আত্মাপরাধজনিত আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের কর্ম্মে অবহেলা করিয়া যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনার ভাব আসিয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব! দুর্দ্দম ঘোটককে রথী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করে, আমিও সেইরূপ বহু আয়াসের পর অমার অন্তরকে আপনার প্রতি অনুরাগ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি ; গত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

ঋকের অন্তর্গত 'মৃলীকায়' এবং 'সান্দিতং' শব্দদ্বয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য থাকিলেই অর্থ-নিষ্কাশনে বিপরীত ভাব আনয়ন করিত না। 'মৃলীকায়' শব্দের অর্থ, সায়ণ লিখিয়াছেন,—'অস্মৎ সুখায়।' আমরা বলি,—'তে মৃলীকায়', অর্থাৎ—'হে দেব, তোমার প্রীতিসাধনের জন্য' ; এইরূপ অন্বয় ও অর্থ হওয়াই সঙ্গত। 'সন্দিতং' শব্দে 'শ্রান্ত' এইরূপ অর্থ ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ শব্দের প্রচলিত অর্থ—শৃঙ্খলিত ও বন্ধনগ্রস্ত। সে অর্থ গ্রহণ করিলে আর 'ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ানর' উপমা দেবতার পক্ষে প্রযুক্ত হয় না। সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন,—কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়। (১ম—২৫সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্যইষ্টয়ে।

বয়ো ন বসতীরুপ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। হি। মে। বিऽমন্যবঃ। পতন্তি। বস্যঃऽইষ্টয়ে।

বয়ঃ। ন। বসতীঃ। উপ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বয়ঃ' (পক্ষিণঃ) 'ন' (যথা) 'বসতিঃ' (নিবাসস্থানানি, স্বকুলায়ান ইত্যর্থঃ) 'উপ' (সামীপ্যেন) 'পতন্তি' (ধাবন্তি সন্ধ্যাসমাগমে ইতি যাবৎ)। 'হি' (তথা, নিশ্চিতং) 'মে' (মম) 'বিমন্যবঃ' (সুবুদ্ধয়ঃ) 'বস্যঃ' (উত্তমস্য ধনস্য বা জীবনস্য) 'ইষ্টয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'পরা' (শ্রেষ্ঠস্য সামীপ্যং অনুসন্ধয়ন্তি ইতি শেষঃ)। পক্ষিণো যথা সন্ধ্যাসমাগমে কুলায়াভিমুখং প্রধাবন্তি, মদীয়া উন্মার্গগামিনো বুদ্ধয়ঃ তথা অস্মিন্ জীবনসন্ধ্যাসমাগমে ভগবৎপাদানুসারিণো ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পক্ষিগণ যেমন (সন্ধ্যাসমাগমে) কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ আমার সদ্বুদ্ধিনিচয় (জীবনের এই সায়াহ্নকালে) সেই পরমধন-লাভের জন্য সেই পরাৎপরের সামীপ্য অনুসন্ধান করিতেছে। (ভাবার্থ—সন্ধ্যাসমাগমে পক্ষিগণ যেমন কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হয়; সেইরূপ আমার জীবনসন্ধ্যাসমাগমে আমার উন্মার্গগামী বুদ্ধি নিচয় ভগবৎপদানুসারী হউক।)। (১ম—২৫সূ—৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মে মম শুনঃশেপস্য বিমন্যবঃ ক্রোধরহিতা বুদ্ধয়ো বস্যইষ্টয়ে বসীয়সোঽতিশয়েন বসুমতো জীবনস্য প্রাপ্তয়ে পরাপতন্তি। পরাঙ্মুখাঃ পুনরাবৃত্তিরহিতাঃ প্রসরন্তি। হি শব্দোঽস্মিন্নর্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধমাহ। পরাপতনে দৃষ্টান্তঃ। বয়ো ন। পক্ষিণো যথা বসতীঃ নিবাসস্থানান্যুপসামীপ্যেন প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ॥

পতন্তি। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বস্যইষ্টয়ে। বসুমচ্ছব্দাদ্বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুকি টিলোপ ঈয়সুনো যকারলোপশ্ছন্দসঃ। বসতীঃ। শতুরনুম ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং॥ ৪॥

চতুর্থ (২৭১) ঋকের বিশদার্থ।

হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পূর্ব্বকৃত অপকর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি আসে। এ ঋকে সেই আত্মগ্লানির ভাব ব্যক্ত করিতেছে। পক্ষিগণ সারাদিন দূর-দূরান্তরে পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা আপন আপন কুলায়ানুসন্ধানে ব্যাকুল-প্রাণে প্রধাবিত হয়। তখন তাহারা যেন বুঝিতে পারে, তাহাদের শান্তির স্থান তাহাদের কুলায় ব্যতীত অন্য আর কোথাও নাই। সারাদিন বিপথে কাটাইয়া, তাই তাহারা সন্ধ্যার সময় আপন বাসায় ফিরিয়া যায়। এখানে প্রার্থনাকারীর সেই

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! শুনঃশেপ যে আমি, আমার ক্রোধশূন্য বুদ্ধি-সকল, অতিশয় সম্পত্তিযুক্ত এরূপ জীবনের প্রাপ্তির আশায় পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি রহিত হইয়া (পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য না করিয়া) অগ্রসর হইতেছে। এস্থলে হি শব্দটী উক্ত অর্থ বিষয়ে সর্ব্বজনের যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। পরাপতন বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে যে, যেমন পক্ষিগণ আপন আপন বাসস্থানকে অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (অর্থাৎ পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানকে লক্ষ্য করিয়া যেমন দূরস্থ হইলেও নিকট মনে করতঃ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ)।

'পতন্তি' এই পদটীতে পাদাদিত্বহেতু নিঘাত হইল না। 'বস্য ইষ্টয়ে' এই পদ, 'বসুমৎ' শব্দের পরে 'বিন্মতোর্লুক্' এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের লুক্, টির লোপ এবং বৈদিক-হেতু 'ঈয়সুন্' প্রত্যয়ের য-কার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বসতীঃ' এই পদে 'শতুরনুমঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে। (১ম ২৫সূ ৪ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা উপস্থিত। তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনের প্রাহ্ন ও মধ্যাহ্ন দুই কালই তিনি উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিপথে কাটাইয়া আসিয়াছেন। এখন জীবনের সন্ধ্যা সমাগম বুঝিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে। তিনি এখন তাই ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি সারাজীবন অপকর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি! এতদিন আমার জ্ঞান হয় নাই—'আমি কি করিতেছিলাম! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, সারাজীবন আপনার পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কি অপকর্ম্মই করিয়া আসিয়াছি! এখন আবার আমার সুপথে ফিরিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমায় অনুগ্রহ করুন—করুণাপরবশ হইয়া আশ্রয় দান করুন।' (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে।

মৃলীকায়োরুচক্ষসং ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

কদা। ক্ষত্রঽশ্রিয়ং। নরং। আ। বরুণং। করামহে।

মৃলীকায়। উরুঽচক্ষসং ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃলীকায়' (অস্মৎ সুখায়, পরিত্রাণায় ইত্যর্থঃ) 'ক্ষত্রশ্রিয়ং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'উরুচক্ষসং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'নরং' (বিশ্বস্য নেতারং) 'বরুণং' (ভগবন্তং বরুণদেবং) 'কদা' (কস্মিনকালে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আ করামহে' (পুনরাহ্বয়ামহে)? জীবনসীমান্তে উপনীতোঽহং। অদ্যাপি যদি চেৎ ভগবৎশরণং ন অবাচিন্তাম'হ, তর্হি কিমুপায়ো বিদ্যতে। (১ম—২৫সূ-৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বপালক ভগবান বরুণদেবকে (এখন না ডাকিলে) আর কোন্ কালে আহ্বান করিব? (ভাবার্থ—জীবনসীমান্তে উপনীত আমি। এখনও যদি ভগবৎশরণ প্রার্থনা না করি, তাহা হইলে আমার কি উপায় হইবে? দিন যে ফুরাইয়া আসিল!)। (১ম—২৫সূ—৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মৃলীকায়াস্মৎসুখায় কদা কস্মিন্‌কালে আকরামহে। অস্মিন্‌কর্ম্মণ্যাগতং করবাম। কীদৃশং। ক্ষত্রশ্রিয়ং বলসেবিনং নরং নেতারং। উরুচক্ষসং। বহূনাং দ্রষ্টারং॥

ক্ষত্রশ্রিয়ং। ক্ষত্রাণি শ্রয়তীতি ক্ষত্রশ্রীঃ। ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নরং। ঋদোরবিভাবস্ত আদ্যুদাত্তঃ। করামহে। করোতের্ব্যত্যয়েন শপ্। উরুচক্ষসং। চক্ষের্বহুলং শিচ্চ। উ০ ৪।২৩২। ইত্যসুন্। শিত্ত্বাৎখ্যাঞাদেশাভাবঃ। ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১৬॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদের সুখের নিমিত্ত কোন্ সময়ে বরুণদেবকে এই কর্ম্মে উপস্থিত করিতে পারিব? কয়েকটি বিশেষণের দ্বারা বরুণদেবের গুণ প্রকাশ করা হইতেছে। তিনি কিরূপ? না-বল-সেবাকারী (অর্থাৎ বলবান্), নায়ক (অর্থাৎ লোকগণের সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক) এবং বহু-বিষয়ের পরিদর্শক।

'ক্ষত্রশ্রিয়ং' এই পদ, 'ক্ষত্রাণি শ্রয়তি,' (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে যে আশ্রয় করিয়া থাকে) এইরূপ বাক্যে ক্ষত্রশ্রী, 'ক্বিপ্ বচি' (পা০ ৩।২।১৭৮) ইত্যাদি পাণিনি সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে কৃৎ সম্বন্ধীয় উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'নরং' এই পদটীতে 'ঋদোরপ্' এই নিয়মানুসারে অবন্তপদ আদিস্বর উদাত্ত। 'করামহে' এই পদটী কৃ ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ। 'উরুচক্ষসং' এই পদটী, 'চক্ষের্বহুলং শিচ্চ' (উ০ ৪।২৩২) এই উনাদি সূত্র দ্বারা অসুন প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে শিত্বং হওয়ায় খ্যাঞ্ আদেশ হইল না॥ ৫॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত।

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম (২৭২) ঋকের বিশদার্থ।

জীবন-সন্ধ্যা সমাগত। দিন ফুরাইয়া আসিল! আর কবে তোমায় ডাকিব? তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার অন্তর-বাহির সকলই তুমি অবগত আছ! তোমার অজ্ঞাত তো কিছুই নাই! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। অসম্ভব সম্ভব, তুমি সকলই করিতে পার। আমার জীবনে যাহা অসম্ভব ছিল, আমার কার্য্যে যাহা অসম্ভব আছে,—সে সকলই তুমি সম্ভব করিয়া দেও! তুমি বিশ্বের নেতৃস্থানীয়। আমি বিপথে গিয়াছিলাম, এখনও তুমি আমায় সুপথে চালাইয়া লও। আর তো সময় পাইব না! বুঝিয়াছি, আর তো দিন বাকি নাই। দৃষ্টি পড়িয়াছে; তাই এখন তোমায় ডাকিতেছি,—'হে দয়াময়! আমার জীবনগতি ফিরাইয়া দেও। শেষ মুহূর্ত্তেও যেন তোমার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হই। (১ম—২৫সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

তদিৎসমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ।
ধৃতব্রতায় দাশুষে ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। ইৎ। সমানং। আশাতে ইতি। বেনন্তা। ন। প্র। যুচ্ছতঃ।
ধৃতঽব্রতায়। দাশুষে। ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতায়' (অনুষ্ঠিতকর্ম্মণে, ভগবৎমার্গানুসারিণে ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, ভগবদুৎসৃষ্টপ্রাণায় সাধকায় ইতি যাবৎ) 'বেনন্তা' (বেনান্তৌ প্রার্থনাকারিণো মঙ্গলকামনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানৌ তৌ দেবৌ মিত্রাবরুণৌ ইতি শেষঃ) 'সমানং' (অতিসামান্যং) 'তৎ' (অস্মাভির্দত্তং হবিরিতি যাবৎ) 'ইৎ' (নিশ্চয়ং) 'আশাতে' (অশ্নুবতে, প্রাপ্নুতে), ন প্রযুচ্ছতঃ (কদাচিদপি প্রত্যাখ্যানং ন কুরুতঃ)। স ভগবান্ মিত্রাবরুণরূপেণ অস্মাকং ভক্তিসহযুতাং পূজাং গৃহ্ণাতি ন চ কদাচিদপি প্রত্যাখ্যায়তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎমার্গানুসারী ছদ্মৎস্পৃষ্টপ্রাণ সাধকের সদামঙ্গল-প্রয়াসী ভগবান্ (মিত্রাবরুণদেব) অতি সামান্য পূজাও গ্রহণ করিয়া থাকেন,—কদাচ প্রত্যাখ্যান করেন না। (ভাবার্থ—মিত্রাবরুণরূপে ভগবান আমাদের ভক্তিসহযুত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কখনও তাহা প্রত্যাখ্যান করেন না।)। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধৃতব্রতায়ানুষ্ঠিতকর্ম্মণে দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় বেনন্তৌ কাময়মানৌ মিত্রাবরুণা-বিতি শেষঃ। তাবুভৌ সমানং সাধারণং তদিদমস্মাভির্দ্দত্তং তদেব হবিরাশাতে। অশ্নুবাতে। ন যযুচ্ছতঃ। কদাচিদপি প্রমাদং ন কুরুতঃ।

আশাতে। অশ্নোতের্লিটি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অত আদেঃ। পা০ ৭।৪।৭০। ইত্যাত্বং। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদদশ্নোতেশ্চ। পা০ ৭।৪।৭২। ইতি নুডভাবঃ। বেনন্তা। বেনতিঃ কান্তকর্ম্মা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। প্রযুচ্ছতঃ। যুচ্ছ প্রমোদে। দাশুষে। দাশৃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনুষ্ঠিতকর্ম্মা (অর্থাৎ=যে কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতেছে ও হবনীয় দ্রব্য দান করিয়াছে, এইরূপ যজমানের উদ্দেশে শুভকামনাকারী মিত্র এবং বরুণদেব, তাঁহারা উভয়ে, সমানভাগে বিভক্ত আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই হবি ভক্ষণ করুন এবং কখনও তাহাতে প্রমাদযুক্ত না হউন; অর্থাৎ সাবধান থাকুন।

'আশাতে' এই পদটী অশ্ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তি, পরে দ্বিত্ব হলন্তের আদিভাগ স্থিতি, 'অত আদেঃ' (পা০ ৭।৪।৭০) এই সূত্র দ্বারা আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন-হেতু ও 'অদশ্নোতেশ্চ' (পা০ ৭।৪।৭২) এই নিয়ম-হেতু নুট্ হইল না। 'বেনন্তা' এই পদটী কান্তিকর্ম্মক বেন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং ঐ পদে 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়ম হেতু আকার হইয়াছে। 'প্রযুচ্ছতঃ' এই পদটী প্রমাদার্থক যুচ্ছ ধাতু নিষ্পন্ন। 'দাশুষে' এই পদটী দানার্থ দাশ্ ধাতুর উত্তর 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' এই সূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাম ইত্যাখ্যাখান্ সাহ্বানিতি কসুপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—২৫সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (২৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; আর ডাকিবার সময় কৈ?' সেই আত্মোদ্বোধনমূলক প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই ঋক্ বলিতেছে,—'কেন সংশয়ান্বিত হও? এখনও যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্তচিত্ত হও, এখনও তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে পার। তদুৎসৃষ্টপ্রাণ জনের তিনি নিয়ত-মঙ্গলকামী। তোমার পূজার উপহার সামান্য বলিয়া তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া, যথাযোগ্য তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না আশঙ্কা করিয়া, হতাশ হইবার কারণ কিছুই নাই। কেন-না, তিনি ভক্তের অতি সামান্য পূজায়ই পরিতৃপ্ত হন,—কোনও পূজাই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না।'

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার পূজায় কালাকাল নাই; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার করুণার নির্ঝর মানুষের তাপতপ্ত প্রাণে শান্তি-শীতলতা প্রদান জন্য নিয়ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। এ ঋক্ তাহারই পোষকতা করিয়া কহিতেছে,—'তোমার পূজার উপচার অতি সামান্য হইলেও, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও, তুমি হতাশ হইও না। যখনই হউক, যে অবস্থাতেই হউক, ভগবানের শরণাপন্ন হও; তিনি অবশ্যই তোমার গতি-মুক্তির উপায়-বিধান করিবেন।

এ ঋকের 'বেনন্তাঃ', 'আশাতে' ও 'প্রযুচ্ছতঃ' পদত্রয় উপলক্ষে, ঋকের অর্থোদ্ধার পক্ষে, একটু কষ্টকল্পনায় পড়িতে হয়। সূক্তটী বরুণদেবতার উপাসনা-মূলক; এই একটী ঋক্ ভিন্ন সূক্তের প্রায় সকল ঋকই একই বরুণ-দেবতার সম্বোধন-সূচক। কিন্তু এ ঋকে কর্ত্তা ও ক্রিয়া—উভয় পদই দ্বিবচনাত্মক। এই জন্যই ভাষ্যকারগণ এ ঋকে মিত্র ও বরুণ

দ্বারা কসু-প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। পরে 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই সূত্র হেতু সম্প্রসারণ এবং 'শাসি বসি ঘসীনাঞ্চ' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে॥ (১ম ২৫সূ ৬ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও স্থূলতঃ সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। তবে আমাদের মনে হয়, ইহার মধ্যে একটু গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। 'বেনাস্তা' (বেনান্তৌঃ) পদ ভগবানের দ্বিবিধ-বিভূতি-প্রকাশক। এক বিভূতির ভাবে, তাঁহাকে অভীষ্ট-বর্ষণকারী বরুণদেব বলিয়া মনে করিতে পারি; অন্য বিভূতির (মিত্রের) ভাবে তাঁহাকে মিত্ররূপে—সর্ব্বজন-সুহৃদ্ভাবে প্রকাশমান দেখি। এখানে তাঁহার সেই দুই ভাবের সমন্বয় সাধনোদ্দেশেই দ্বিবচনান্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি এক, অথচ মিত্রভাবে তিনি প্রকাশমান্; তিনি এক, অথচ বরুণরূপেও তিনি স্বপ্রকাশ আছেন। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

বেদ। যঃ। বীনাং। পদং। অন্তরিক্ষেণ। পততাং।

বেদ। নাবঃ। সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবো বরুণঃ) 'অন্তরীক্ষেণ' (আকাশমার্গেণ) 'পততাং' (বিচরতাং) 'বীনাং' (পক্ষিণাং) 'পদং' (বিচরণমার্গং) 'বেদ' (জানাতি), স 'সমুদ্রীয়ঃ' (সমুদ্রে গচ্ছন্তঃ) 'নাবঃ' (নৌকায়াঃ) 'আ' 'পদং' (সম্যগ্‌রূপেণ বিজানাতি)। দুস্তরঃ হি আকাশমার্গং সমুদ্রপথশ্চ। তচ্চিন্তাং মা কুরু। স দেবঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বপথাভিজ্ঞঃ। তৎকৃপয়া সর্ব্বত্রৈব বয়ং পরিত্রাণং লভামহে ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ ৭ঋ)।

•.•

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

যে বরুণদেব আকাশে পক্ষিগণের বিচরণ-মার্গ অবগত আছেন, তিনি সমুদ্রেরও নৌ-পথ পরিজ্ঞাত আছেন। (ভাবার্থ—ভগবান সর্ব্বপথাভিজ্ঞ সর্ব্বত্র বিচরণকারী। দুস্তর কোনও পথই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। তাঁহার কৃপায় আমরা সকল স্থলেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।)। (১ম—২৫সূ—৭ঋ)॥

• •
•

সায়ণ-ভাষ্যং।

অন্তরিক্ষেণ পততামাকাশমার্গেণ গচ্ছতাং বীনাং পক্ষিণাং পদং যো বরুণো বেদ। তথা সমুদ্রিয়ঃ সমুদ্রেঽবস্থিতো বরুণো নাবো জলে গচ্ছন্ত্যাঃ পদং বেদ। জানাতি। সোঽস্মান্ বন্ধনান্ মোচয়ত্বিতি শেষঃ॥

বেদ। বিদজ্ঞানে। বিদো লটো বা। পা০ ৩।৪।৮৩। ইতি তিপো নল্। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ বীনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। পততাং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। নাবঃ। সাবেকা চ ইতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং সমুদ্রিয়ঃ। তবার্থে সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ। পা০ ৪।৪।১১৮। ইতি ঘপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—২৫সূ–৭ঋ)॥

• •

সপ্তম (২৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡ : ‡:•—

পরপারে গমন করিতে হইবে। এক দিকে বিস্তৃত অনন্ত-পারাবার; অন্য দিকে অসীম অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ। কেমনে যাইব—কিরূপে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব? মুমুক্ষু সকলেরই চিত্তে এই চিন্তা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে বরুণদেব! আকাশমার্গে গমন-তৎপর পক্ষিগণের পদ জানেন এবং যে বরুণদেব সমুদ্রে থাকিয়া জলে গমন করিতেছে, এরূপ নৌকার পদ অবগত আছেন; সেই বরুণ আমাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করুন।

'বেদ' এই পদটী জ্ঞানার্থক বিদ ধাতুর 'বিদো লটো বা' (পা০ ৩।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা তিপের স্থানে 'নল্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে লিৎস্বরহেতু আদিবর্ণের-স্বর উদাত্ত, আর 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মহেতু সংহিতায় ('বেদ' এই পদের আকারের) দীর্ঘ হইয়াছে। 'বীনাং' এই পদে 'নামন্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে নাম্ এই অংশের স্বর উদাত্ত। 'পততাং' এই পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর, এবং শতৃ প্রত্যয়ের লসার্ব্বধাতুসম্বন্ধীয় স্বরহেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। 'নাবঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির স্বর উদাত্ত। 'সমুদ্রিয়ঃ' এই পদটী ভবার্থে 'সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ' (পা০ ৪।৪।১১৮), এই সূত্র দ্বারা সমুদ্র শব্দের উত্তর উৎপত্তি অর্থে ঘ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদা-জাগরূক হয়। এই তো পরিদৃশ্যমান্ সংসার! এখানে তো কোনই সুখ—কোনই শান্তি নাই! ইহার অতীত সে কোন্ স্থান,—যেখানে আমার জন্য সুখ-শান্তি অপেক্ষা করিতেছে? সে কোন্ দেশ—সে কোন্ অপরিজ্ঞাত স্থান!

এক দিকে দেখি—অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ; অন্য দিকে দেখি—বিশাল মহাসমুদ্র! আমার যাইবার পথ কৈ? ঋক্ বলিতেছে,—'কেন বৃথা ভয় পাও? তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি এ পথও জানেন, তিনি সে পথও জানেন; দুই পথই তিনি অবগত আছেন। যদি আকাশের দিকে সে অজ্ঞাত প্রদেশ হয়, তিনি সেদিকেই তোমায় লইয়া যাইবেন; আবার যদি সেই অনন্ত মহাসমুদ্রের মধ্যেই সে দেশ থাকে, তিনি সেখানেও তোমাকে লইয়া যাইবেন। দুস্তর পথের বিভীষিকায় কেন শিহরিত হও? শরণ লও—তাঁহার, যিনি সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ।' * (ম—২৫সূ—৭ঋ)।

— * —

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

বেদ। মাসঃ। ধৃতঽব্রতঃ। দ্বাদশ। প্রজাঽবতঃ।
বেদ। যঃ। উপঽজায়তে॥ ৮॥

* প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই ঋকের অভ্যন্তরে দুইটী সামগ্রী পাইতে পারেন। এ ঋমন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে,—'অন্তরিক্ষ-পথে আর্য্যদেবগণের গতিবিধি ছিল; আর সমুদ্র-পথের বিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল।' আধুনিক সভ্যজগতের অর্ণবযান এবং ব্যোমযান দুইয়েরই আভাষ এই ঋকে পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতঃ' (বিশ্বধারকো বিশ্বশাসকো বা) 'প্রজাবতঃ' (তদুৎপদ্যমানঃ, প্রজাবিশিষ্টঃ) স দেবঃ 'দ্বাদশ মাসঃ' (চৈত্রাদীন ফাল্গুনান্তান্ দ্বাদশমাসান) 'বেদ' (জানাতি); 'যঃ' (মাস) 'উপজায়তে' (স্বয়মেব উৎপদ্যতে, মলমাস ইতি যাবৎ) 'আ' (সম্যক্প্রকারেণ) 'বেদ' (স জানাতি ইতি শেষঃ)। ভগবতঃ বরুণদেবস্য অনুশাসনেন কালাকালৌ প্রচরতঃ। স হি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো বিশ্বপালকশ্চ। (১ম ২৫সূ-৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপালক বিশ্বধারক প্রকৃতিপুঞ্জবিশিষ্ট সেই বরুণদেব, দ্বাদশ মাসের বিষয় অবগত আছেন; আবার যে মাস আপনি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে মলমাস অনুকল্পিত হয়), তাহাও তিনি অবগত আছেন। (কাল ও অকাল, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই; সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন। তিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ এবং বিশ্বের পালক।)। (১ম—২৫সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধৃতব্রতঃ স্বীকৃতকর্ম্মবিশেষো যথোক্তমহিমোপেতো বরুণঃ প্রজাবতস্তদা তদোৎপদ্যমান-প্রজাযুক্তান্ দ্বাদশমাসশ্চৈত্রাদীন ফাল্গুনান্তান্ বেদ। জানাতি। যস্ত্রয়োদশোঽধিকমাস উপজায়তে সম্বৎসরসমীপে স্বয়মেবোৎপদ্যতে তমপি বেদ। বাক্যশেষঃ পূর্ব্ববৎ॥

মাসঃ। পদ্দদিত্যাদিনা। পা০ ৬।১।৬৩। মাসশব্দস্য মাস্ভাদেশঃ। উড়িদমিত্যাদিনা শস উদাত্তত্বং দ্বাদশ। দ্বৌ চ দশ চেতি দ্বন্দ্বঃ। দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়াং। পা০ ৬।৩।৪৭। ইত্যাত্বং। সংখ্যা। পা০ ৬।২।৩৫। ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রজাবতঃ। প্রজা এষাং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্বীকৃত কর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ যিনি ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি (অর্থাৎ উক্তানুরূপ মহিমবিশিষ্ট এরূপ যে বরুণদেব) তৎকালে জায়মান প্রজাবর্গযুক্ত চৈত্র আদি ফাল্গুন পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসকে জানেন (অর্থাৎ সেই সেই প্রজাগণের সহিত সেই সেই মাসের বিষয় অবগত আছেন); এবং সম্বৎসরের মধ্যে যে ত্রয়োদশ অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের অধিক একটী মাস স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহাকেও জানেন (অর্থাৎ মলমাসের বিষয়ও অবগত আছেন)। এস্থলে বাক্যের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় (অর্থাৎ সেই বরুণদেব আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন)।

'মাসঃ' এই পদটী 'পদ্দৎ' (পা০ ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে মাস শব্দের স্থানে মাস্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদে 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মহেতু শস্ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্বাদশং' এই পদ, 'দ্বৌ চ দশ চ' এইরূপ দ্বি ও দশ শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস; 'দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়াং' (পা০ ৬।৩।৪৭) এই সূত্র দ্বারা দ্বি এই শব্দের ই-কারের স্থানে আকার, এবং 'সংখ্যা' (পা০ ৬।২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তীতি তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা০ ৫।২।৯৪। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উপজায়তে। জনেঃ কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। কর্ম্মবত্তাবাদাত্মনেপদং যক্। পা০ ৩।১।৮৭। জনাদীনামুপদেশ এবাত্বং বক্তব্যং। পা০ ৬।১।১৯৫। ইতি বচনাদচঃ কর্ত্তৃযকি। পা০ ৬।১।১৯৫। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। তিঙি চোদাত্তবতি। পা০ ৮।১।৭১। ইত্যুপসর্গস্য নিঘাতঃ। ন চ তিঙুঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্বৃত্তাৎ নিত্যমিতি প্রতিষেধাৎ॥ (১ম—২৫সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (২৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

অনেক সময় দেবকার্য্যে কালাকালের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। আবার, কাল ফুরাইয়া আসিল বলিয়াও অনেকে ভীত ও হতাশ হন। এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'সেই কাল ও অকাল সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন। কালাকালের ভাবনায় হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই। অকালে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার পক্ষেও কোনও বাধা নাই। আবার আয়ুঃ-কাল যাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে ডাকিয়া আর কি ফল হইবে, এই হতাশে যে জন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—এ ঋক্ তাহাদিগের সম্বন্ধে উদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। * (১ম—২৫সূ—৮ঋ)।

'প্রজাবতঃ' এই পদ, 'প্রজা এষাং সন্তি' এই বাক্যে প্রজা শব্দের উত্তর 'তদস্যাস্ত্যস্মিন' (পা০ ৫।২।৯৪) এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয় এবং 'মাদুপধায়াঃ' এই সূত্রহেতু মতুপের ম স্থানে 'ব' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপজায়তে' এই পদটী, জন ধাতুর উত্তর কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে লট্ কর্ম্মবাচ্যের সদৃশ হওয়ায় আত্মনেপদ ও যক্, এবং 'জনাদীনামুপদেশ এবাত্বং বক্তব্যং' (পা০ ৬।১।১৯৫।১) এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং 'অচঃ কর্ত্তৃযকি' এই নিয়মানুসারে আদিবর্ণের স্বর উদাত্ত ও 'তিঙি চোদাত্তবতি' (পা০ ৮।১।৭১) এই নিয়ম-হেতু উপসর্গের নিঘাত হইল। কিন্তু 'যদ্বৃত্তান্নিত্যম্' ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় 'তিঙুঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত হইবে না॥ (১ম—২৫সূ—৮ঋ)॥

---

* এ ঋক্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। বৎসর-গণনায় মলমাসের হিসাব যে অতিদূর অতীতকালে আর্য্যহিন্দুগণের অবিদিত ছিল না,—ইহাতে তাহাই জানা যাইতেছে। যে মাসে দুইটী অমাবস্যা-তিথির সমাবেশ হয়, অথবা যে চান্দ্রমাস রবিসংক্রান্তি-পরিশূন্য, তাহাকে মলমাস বলে; যথা,—"অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতং। মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্ক্কটে॥" এই মলমাস-তত্ত্বের বিষয় অনবগত থাকায় এক সময়ে ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় বিশেষ বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। তিথির ক্ষয়-নিমিত্ত এই মলমাসের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্।)

বেদ বাতস্য বর্ত্তনিমুরোঋর্ষ্বস্য বৃহতঃ।

বেদা যে অধ্যাসতে॥ ৯॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

বেদ। বাতস্য। বর্ত্তনিং। উরোঃ। ঋষ্বস্য। বৃহতঃ।

বেদ। যে। অধিঽআসতে। ৯।

. . .

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স দেব 'উরোঃ' (বিস্তীর্ণস্য, অনন্তস্য) 'ঋষ্বস্য' (দর্শনীয়স্য, প্রত্যক্ষমানস্য) 'বৃহতো' (গুণৈরধিকস্য, প্রাণস্বরূপস্য) 'বাতস্য' (বায়োঃ, বায়ুদেবস্য) 'বর্ত্তনিং' (মার্গং, তত্ত্বমিতি শেষঃ) 'বেদ' (জানাতি); 'যে' (দেবাঃ) 'অধ্যাসতে' (উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি) 'বেদ' (জানাতি)। জীবস্য প্রাণস্বরূপং বায়ুরেব তদ্দেবান্তর্ভূতমিতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৯ঋ)

. . .

বঙ্গানুবাদ।

ঐ যে বিস্তীর্ণ অনন্ত প্রত্যক্ষমান্ প্রাণস্বরূপ বায়ু, তাহারও তত্ত্ব (পথ) তিনি অবগত আছেন। তাহারও অতীত যে দেবগণ, তত্ত্বিষয়ও তিনি পরিজ্ঞাত। সর্ব্বময়রূপে তিনি সকলেরই অন্তর্ভূত হইয়া আছেন। তিনিই প্রাণ; তিনিই প্রাণাতীত)। (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

. . *

সায়ণ ভাষ্যং।

উরোর্ব্বিস্তীর্ণস্য ঋষ্বস্য দর্শনীয়স্য বৃহতো গুণৈরধিকস্য বাতস্য বায়োর্ব্বর্ত্তনিং মার্গং বেদ। বরুণো জানাতি। যে দেবা অধ্যাসতে। উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি বেদ। জানাতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব, বিস্তীর্ণ, দর্শনীয় এবং অধিক গুণের দ্বারা এরূপ বৃহৎ বায়ুর পথকে জানেন, এবং উপরে যে সমস্ত দেবগণ বর্ত্তমান আছেন, তাহাদিগকেও জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাতস্য অসিহসীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ান্তো বাতশব্দো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বর্ত্তনিং। বর্ত্ততেঽনেনেতি বর্ত্তনিঃ স্তোত্রং। পা০ ৮।১।১৬০। ইতি স্তোত্রবাচকস্য বর্ত্তনিশব্দস্যান্তোদাত্তত্বসিদ্ধার্থমুঞ্ছাদিষু পাঠাত্তস্য প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽন্তোদাত্তত্বং। বৃহতঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি ঙস উদাত্তত্বং। অধ্যাসতে। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরঃ। ৯॥

* *

নবম (২৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ :——

এ ঋকের সাধারণ অর্থ এই যে,—সেই বরুণদেবতা, বায়ুর যে পরিদৃশ্যমান বৃহৎ গতিপথ, তাহা অবগত আছেন; অর্থাৎ, কোন্ পথে কি ভাবে বায়ু পরিচালিত হইতেছে ও অবস্থিত আছে, সে তত্ত্ব তাঁহার আয়ত্তীভূত। আরও, বায়ুর অতীত দেবগণের বিষয়ও তিনি অপরিজ্ঞাত নহেন। স্থূলভাবে ইহাও বুঝা যায়,—বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তাঁহার সকলই সুবিদিত ছিল। সে হিসাবে তাঁহার উপরের দেব বলিতে, সেই সকল শক্তিকে বুঝায়—যদ্দ্বারা বায়ুর গতিরোধ করিতে পারা যায় এবং বায়ুর গতিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়া যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করা যায়। এ পক্ষে আর্য্যগণ যে বায়ুতত্ত্ব অবগত ছিলেন, ইহাই উপলব্ধ হয়।

অন্যপক্ষে আর এক অর্থ হয় এই যে,—'বায়ুরূপে তিনি প্রাণস্বরূপ। প্রাণবায়ুরূপে জীবের দেহে তিনিই ক্রিয়া করিতেছেন। দেহের মধ্যে যে বায়ু প্রবাহমান, তাহার ক্রিয়াশক্তিমূলে তিনিই বিদ্যমান; আবার প্রাণবায়ুর অতীত জ্ঞানাদিরূপ যে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, তন্মধ্যেও তাঁহারই ক্রিয়া প্রকট রহিয়াছে। ভগবদ্রূপে যখন তিনি বিকাশ পান, তখন তাঁহার মধ্যে সকল বিভূতিই ক্রিয়া করে।' (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

'বাতস্য' এই পদে, 'অসিহসি' এই সূত্র দ্বারা, তন্ প্রত্যয় করিয়া বাত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে তন্ প্রত্যয়ে ন ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বর্ত্তনিং' এই পদ 'বর্ত্ততেঽনেন' এই বাক্যে বৃত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'বর্ত্তনিঃ স্তোত্রম্' (পা০ ৮।১।১৬০) এই নিয়ম দ্বারা স্তোত্রবাচক বর্ত্তনি শব্দের 'অন্তোদাত্তত্ব' প্রতিপাদন নিমিত্ত, উঞ্ছাদি মধ্যে পাঠ করায়, তাহার প্রত্যয়স্বরের দ্বারা মধ্যোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও অন্তস্বর উদাত্ত হইল। 'বৃহতঃ' এই পদে 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানে' এই নিয়ম হেতু ঙস বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অধ্যাসতে' এই পদে লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত হইলে পরে ধাতুস্বর হইয়াছে। ৯॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্।)

নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা।

সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। সসাদ। ধৃতঽব্রতঃ। বরুণঃ। পস্ত্যাসু। আ।

সাংঽরাজ্যায়। সুঽক্রতুঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতঃ' (বিশ্বধারকো বিশ্বপালকো বা) 'সুক্রতুঃ' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্নঃ) 'বরুণঃ' (ভগবান বরুণদেবঃ) 'পস্ত্যাসু' (প্রজাসু) 'সাম্রাজ্যায়' (শাসনপালনসংরক্ষণায়) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নিষীদতি' (স্বস্থানে তিষ্ঠতি)। স দেবঃ স্বরূপেণ অবস্থিতঃ বিশ্বং পরিচালয়তি পালয়তি চ ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ-১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বধারক বিশ্বপালক ভগবান বরুণদেব, প্রকৃতি-বর্গের শাসন-পালন-সংরক্ষণ জন্য, সর্ব্বতঃ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। (১ম—২৫সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধৃতব্রতঃ পূর্ব্বোক্তো বরুণঃ পস্ত্যাসু দৈবীষু প্রজাস্বানিষসাদ। আগত্য নিষণ্ণবান্। কিমর্থং। প্রজানাং সাম্রাজ্যসিদ্ধ্যর্থং সুক্রতুঃ শোভনকর্ম্মা॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ধৃতব্রত (অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষে নিযুক্ত) বরুণদেব আসিয়া দৈবী (দেবতাসম্বন্ধীয়) প্রজাগণের মধ্যে বসিয়াছিলেন। কি জন্য? না, প্রজাবর্গের সাম্রাজ্য সিদ্ধির নিমিত্ত, মঙ্গলকর্ম্ম-তৎপর হইয়া বসিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষসাদ। সদেরপ্রতেরিতি ষত্বং। সাম্রাজ্যায়। সম্রাজো ভাবঃ সাম্রাজ্যং। গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্য ইতি ষ্যঞ্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুক্রতুঃ। ক্রত্বাদয়শ্চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১০। ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তদশো বর্গঃ॥

* * *

দশম (২৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এ ঋক সরল ও সুবোধ্য। ভগবান স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তিনিই বিশ্বের ধারক। তিনিই বিশ্বের পালক। তিনিই বিশ্বের নিয়ামক। তাঁহারই অনুশাসন সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিতেছে। ঋকের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—২৫সূ—১০ঋ)।

— * —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি।
কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥ ১১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। বিশ্বানি। অদ্ভুতা। চিকিত্বান্। অভি পশ্যতি।
কৃতানি যা। চ। কর্ত্বা॥ ১১॥

'নিষসাদ' এই পদে 'সদেরপ্রতেঃ' এই সূত্র হেতু ষত্ব হইয়াছে। 'সাম্রাজ্যায়' এই পদটী 'সম্রাজো ভাব' এই অর্থে সম্রাজ্ শব্দের উত্তর 'গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্যঃ' এই সূত্র দ্বারা ষ্যঞ্ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'ঞ্নিত্যাদিনিত্যম' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'সুক্রতুঃ' এই পদটীতে 'ক্রত্বাদয়শ্চ' এই নিয়মহেতু উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১০।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অতঃ' (স্বস্থানাৎ) 'চিকিত্বান' (সর্ব্বজ্ঞঃ স ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'অদ্ভুতা' (আশ্চর্য্যাণি) 'যা' (যানি) 'কৃতানি' (চকারাণি) যানি 'চ' 'কর্ত্বা' (কর্ত্তব্যানি) তানি সর্ব্বাণি 'অভিপশ্যতি' (সর্ব্বতঃ অবলোকয়তি)। মনুষ্যা যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি যানি চ করিষ্যন্তি, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান তানি সর্ব্বাণি বিজানাতীতি ভাবঃ। (১ম-২৫স-১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্ববাসী জীবগণ যে সকল অদ্ভুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বা যে সকল কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান, আপন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই, তৎসমুদায় দেখিতে পান। (১ম—২৫সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অতোঽস্মাদ্বরুণাদ্বিশ্বান্যদ্ভুতা সর্ব্বাণ্যাশ্চর্য্যাণি চিকিত্বান প্রজ্ঞাবানভিপশ্যতি। সর্ব্বতোঽবলোকয়তি। যা কৃতানি। যান্যাশ্চর্য্যাণি পূর্ব্বং বরুণেন সম্পাদিতানি। চকারাদন্যানি যান্যাশ্চর্য্যাণি কর্ত্বা ইতঃ পরং কর্ত্তব্যানি তানি সর্ব্বাণ্যভিপশ্যতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

অদ্ভুতা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন নপুংসকস্য ঝলচঃ। পা০ ৭।১।৭২। ইতি নুম। নলোপঃ। চিকিত্বান। কিত জ্ঞানে। লিটঃ ক্বসুঃ। অভ্যাসহলাদিশেষচুত্বানি। বস্বেকাজাদ্‌ঘসামিতি নিয়মাদিড়ভাবঃ। রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ সংহিতায়াং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান লোক এই (দৃশ্যমান) বরুণদেব হইতে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক পদার্থ সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া থাকেন। সে সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বরুণদেব পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়াছেন। মন্ত্রে চ-কার থাকায় অন্য যাবতীয় আশ্চর্য্যের প্রাপ্তি হইতেছে। অতঃপর বরুণদেব যে সকল আশ্চর্য্য করিবেন, সেই সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বুদ্ধিমান লোক দেখিয়া থাকেন।

'অদ্ভুতা' এই পদে 'শেশ্ছন্দসিবহুলং' এই সূত্র দ্বারা শি'র লোপ। 'প্রত্যয়লক্ষণেন নপুংসকস্য ঝলচঃ' (পা ৭।১।৭২) এই পাণিনি সূত্র দ্বারা নুম প্রত্যয়ের ন-কারের লোপ। 'চিকিত্বান্' এই পদটী জ্ঞানার্থ 'কিৎ' ধাতুর উত্তর 'লিট্' বিভক্তির স্থানে 'ক্বসু' প্রত্যয়, দ্বিত্ব, পরে 'হল' এর 'কি' এই আদি ভাগ অবশিষ্ট থাকিল, এবং ঐ ভাগের 'ক' স্থানে, 'চ' হইল। অনন্তর 'বস্বেকাজাদ্‌ঘসাম' এই নিয়মানুসারে ইট্ হইল না। সংহিতায় রুত্ব ও অনুনাসিক বর্ণ উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে ঐ পদ নিষ্পন্ন হইল। 'পশ্যতি' এই পদটি 'পাঘ্র' ইত্যাদি সূত্রানুসারে দৃশ্ ধাতুর স্থানে 'পশ্য' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'কর্ত্ব'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যতি। পাঘ্রেত্যাদিনা দৃশেঃ পশ্যাদেশঃ। কর্ত্তা। কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ। পা০ ৩৪।১৪। ইতি করোতেস্ত্বন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ব্ববচ্ছের্লোপঃ ॥ ১১ ॥

* * *

একাদশ (২৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

তুমি যে কর্ম্মই অনুষ্ঠান কর, আর যে কর্ম্মের বিষয়ই অনুধ্যান কর, প্রকাশ্যেই তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, আর গোপনেই তোমার কর্ম্ম তুমি সম্পাদন করিতে প্রযত্নপর হও, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান সকলই জানিতে পারেন। তিনি তাঁহার স্বস্থানে বসিয়াই সকল দেখিতে পান। গোপনে কুকার্য্য করিয়া যে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে; লোকে কেউ দেখিতে পাইল না, সুতরাং তুমি যে পরিত্রাণ পাইয়া গেলে; তাহা কদাচ মনে করিও না। তোমার পাপ-পুণ্য সকল কার্য্যই ভগবান প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল—পুরস্কার ও দণ্ড—তোমার জন্য পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছে। এ ঋক্ তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছে; কহিতেছে,—'ভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রহিয়াছে; তোমার সকল কর্ম্মই তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সাবধান! কদাচ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।' (১ম—২৫সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ।

প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

* * *

পদটী কৃ ধাতুর উত্তর কৃত্যার্থে 'তবৈ:কেন্কেন্যত্বন.' (পা০ ৩।৪।১৪) এই নিয়মানুসারে 'ত্বন' প্রত্যয়ে এবং 'শেশ্ছন্দসি' এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে 'শি'র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'ত্বন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদি-বর্ণের উদাত্তস্বর হইয়াছে। ১১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। বিশ্বাহা। সুঽক্রতুঃ আদিত্যঃ। সুঽপথা। করৎ।

প্র। নঃ। আয়ুংষি। তারিষৎ। ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতুঃ' (পরমপ্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'স আদিত্যঃ' (স ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'বিশ্বাহা' (বিশ্বেষু অহঃসু, সর্ব্বকালেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'সুপথা' (সুপথান, সন্মার্গবর্ত্তিনঃ) 'করৎ' (করোতু), 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ূংষি চ' (আয়ুঃকালানি চ) 'প্র তারিষৎ' (প্রতারয়তু, প্রবর্দ্ধয়তু)। সর্ব্বজ্ঞঃ স ভগবান্ সর্ব্বকালেষু অস্মাকং সৎকর্ম্মানুরাগং আয়ুশ্চ সর্ব্বথা প্রবর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ-১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বরুণদেব সদাকাল আমাদিগকে সৎপথানুবর্ত্তী করুন এবং আমাদিগের (সৎকর্ম্মশীল) আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করুন। (ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল আয়ু লাভ করি,—জীবন যেন সৎকার্য্যেই অতিবাহিত হয়)। (১ম—২৫সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুক্রতুঃ শোভনপ্রজ্ঞঃ স আদিত্যো বরুণো বিশ্বাহা সর্ব্বেষ্বহঃসু নোঽস্মান্ সুপথা শোভনমার্গেণ সহিতান্ করৎ। করোতু। কিঞ্চ নোঽস্মাকমায়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু॥

সুপথা। স্বতী পূজায়ামিতি সমাসে ন পূজনাৎ। পা০ ৫।৪।৬৯। ইতি সমাসান্তপ্রতিষেধঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পদাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তর পদাদ্যুদাত্তত্বং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলবুদ্ধি সেই বরুণদেব সকল দিনে আমাদিগকে সৎপথের সহিত মিলিত করুন, (অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে প্রতিদিন সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন); এবং আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করুন (দীর্ঘজীবন দান করুন)।

'সুপথা' এই পদটি 'সুপথিন্' শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন। ঐ পদে 'স্বতী পূজায়াম্' এই নিয়মানুসারে পূজার্থ 'সু' ও 'পথিন্' শব্দের সমাস হইলে 'ন পূজনাৎ' (পা০ ৫।৪।৬৯) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত (অ-প্রত্যয়) হইল না। অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বর প্রাপ্ত হইলে, 'পদাদিশ্ছন্দসিবহুলম্' এই নিয়মবশতঃ উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্বা তৃতীয়ায়া আলাদেশঃ। পা০ ৭।১।৩৯। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং লিৎস্বরেণ বাধ্যতে ক্রত্বাদয়শ্চেত্তন্ন ভবতি অবহুব্রীহিত্বাৎ। বহুব্রীহৌ হি তদ্বিধীয়তে। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি। পা০ ৬।২।১১৯। ইত্যেতদপি ন ভবতি। পথিন শব্দস্যান্তোদাত্তত্বাৎ। করৎ। করোতে- র্লোটি ব্যত্যয়েন শপ্। শপো লুকি লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। যদ্বা ছান্দসে লুঙি কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ। পা০ ৩।১।৫৯। ইতি চ্লেরঙ্। ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। পা০ ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। প্র ণঃ। উপ- সর্গাদ্বহুলং। পা০ ৮।৪।২৮।১। ইতি নসো ণত্বং। তারিষৎ। তারয়তের্লেট্যড়াগমঃ। বহুলং লোটীতি সিপ্। আদেশ প্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং॥ ১২॥

* * *

দ্বাদশ (২৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বের কয়েকটী ঋক্ ভগবানের মহিমা-জ্ঞাপক। এ ঋক্ প্রার্থনা- মূলক। লোকের পাপপুণ্য সকল কর্ম্মই ভগবান দেখিতে পান, তাঁহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির নিকট কিছুই গোপন থাকিবার নহে,—মনে যখন এই ভাবের উদয় হয়,—মানুষ যখন এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; তখনই তাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত দেখিতেছি। ভগবানের মহিমার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সারভূত প্রার্থনার বিষয় কি

হইয়াছে। অথবা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'আল্' আদেশ (পা০ ৭।১।৩৯)। যদি ক্রতু প্রভৃতি শব্দ থাকে, তাহা হইলে 'লিৎ' স্বরের দ্বারা অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর বাধিত হয়। (এই স্থলে) তাহা হইবে না; কারণ, বহুব্রীহি সমাস হয় নাই। বহুব্রীহি সমাসেই অব্যয়পূর্ব্ব- পদের প্রকৃতিস্বর বিহিত হইয়া থাকে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা০ ৬।২।১১৯) এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্তও হইবে না; কারণ, পথিন শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'করৎ' এই পদটী, কৃ ধাতুর উত্তর লোট পরে বিপর্য্যয়ের 'শপ্' প্রত্যয়, 'শপ্' এর লুক, অনন্তর 'লেটোঽডাটৌ' এই নিয়মে লোটের স্থানে 'অট্' আগম এবং 'ইতশ্চ- লোপঃ' এই সূত্র দ্বারা ই-কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, বৈদিক 'লুঙ্', পরে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ' (পা০ ৩।১।৫৯) এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি'র স্থানে 'অঙ' প্রত্যয়, 'ঋ দৃশোঽঙিগুণঃ' (পা০ ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু 'বহুলংছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অট্' (অ) আগম হইল না। 'প্রণঃ' এই স্থলে 'উপসর্গাদ্বহুলং' (পা০ ৮।৪।২৮।১) এই নিয়মানুসারে 'নস্'এর ন কার 'ণ' হইয়াছে। 'তারিষৎ' এই পদটী তারি ধাতুর উত্তর লোট পরে অট্ আগম এবং 'বহুলং লোটি' এই নিয়মানুসারে 'সিপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' এই সূত্র দ্বারা উহার ষত্ব হইয়াছে। ১২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে—তাহা বুঝিয়া, সাধক এখন কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সকলই জানিতেছেন; আপনার অনুকম্পা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই; তাই করযোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনি আমায় সৎপথানুবর্ত্তী করুন। আমার চিত্ত চঞ্চল; সে সদাই বিপথে প্রধাবিত হয়। তাহাকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালন-পক্ষে আপনিই একমাত্র সহায়; আপনিই তাহার উপায় বিধান করুন। আমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেন। আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন সৎকর্ম্মে জীবনকে ন্যস্ত করিতে পারি। সৎকর্ম্মশীল আয়ুই এখন আমার প্রার্থনীয়। কেন না, তাহাই আমার শ্রেয়ঃসাধক।' (১ম—২৫সূ—১২ঋ)॥

—— * ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং।
পরি স্পশো নি ষেদিরে॥ ১৩॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

বিভ্রৎ। দ্রাপিং। হিরণ্যয়ং। বরুণঃ। বস্ত। নিঃঽনিজং।
পরি। স্পশঃ। নি। সেদিরে॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (স ভগবান্) 'হিরণ্যয়ং' (কনককিরণযুতং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'নির্ণিজং' (কলঙ্করহিতং) 'দ্রাপিং' (আকাশবৎ অনন্তরূপং) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন্) 'বস্ত' (বিশ্বং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে), 'স্পশঃ' (রশ্ময়ঃ, তস্য জ্যোতির্নিবহাঃ) 'পরিনিষেদিরে' (সর্ব্বতো ব্যাপ্তবন্তঃ)। নিষ্কলঙ্কো জ্যোতির্ম্ময়ঃ স ভগবান্ অনন্তরূপেণ সর্ব্বত্র স্বকিরণং বিকিরয়তি—ইতি ভাবঃ। (১ম-২৫সূ-১৩ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ বরুণদেব, জ্যোতির্ম্ময় কলঙ্ক-পরিশূন্য অনন্তরূপ গ্রহণপূর্ব্বক, বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার রশ্মিরাজি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। (ভাব এই যে,—নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ অনন্তরূপের দ্বারা সর্ব্বত্র স্বীয় কিরণ বিকিরণ করিতেছেন।)। (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিরণ্যয়ং সুবর্ণময়ং দ্রাপিং কবচং বিভ্রদ্ধারয়ন বরুণোনির্ণিজং পুষ্টং স্বশরীরং বস্ত। আচ্ছাদয়তি। স্পশো হিরণ্যস্পর্শিনো রশ্ময়ঃ পরিনিবেদিরে। সর্ব্বতো নিষণ্ণাঃ।

বিভ্রৎ। বিভর্ত্তেঃ শতরি নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১।৭৮। ইতি নুমভাবঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দ্রাপিং। দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। দ্রাপয়তীঘৃনকুৎসিতাং গতিং প্রাপয়তীতি দ্রাপিঃ কবচং। অর্ত্তিহ্রীত্যাদিনা। পা০ ৭।৩।৩৬। পুগাগমঃ। ঔণাদিক ই-প্রত্যয়ে ণি লোপঃ। হিরণ্যয়ং। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যানি ছন্দসীতি হিরণ্যশব্দাদ্বিকারার্থে বিহিতস্য ময়টো মশব্দলোপো নিপাতিতঃ। বস্ত। বস আচ্ছাদনে। লঙ্ ্যাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। পূর্ব্ববদডভাবঃ। নির্ণিজং। নিজির্ শৌচপোষণয়োঃ। স্পশঃ। স্পশ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব সুবর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করতঃ স্বীয় পরিপুষ্ট (স্থূল) শরীরকে আবৃত করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই স্বর্ণময় বর্ম্মের কিরণ-সমূহ সর্ব্বদিকে রহিয়াছে।

'বিভ্রৎ' এই পদে 'ভৃ' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' পরে 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা০ ৭।১।৭৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ হইল না; এবং 'অভ্যস্তানামাদি' এই নিয়মানুসারে আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্রাপিং' এই পদটী কুৎসা-(নিন্দা) ও গত্যর্থ দ্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দ্রাপয়তি' অর্থাৎ কুৎসিত গতি (দশা) পাওয়ায় যে, দ্রাপি শব্দে তাহাকেই বুঝাইতেছে। 'দ্রাপি' শব্দের অর্থ কবচ (বর্ম্ম)। 'অর্ত্তি-হ্রী' (পা০ ৭.৩।৩৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দ্রা ধাতুর উত্তর 'পুক্' আগম, এবং ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয়, পরে 'নি'র লোপ হইয়াছে। 'হিরণ্যয়ং' এই পদটী 'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বী হিরণ্যয়ানি ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা হিরণ্য শব্দের উত্তর 'বিকার' অর্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয়ের নিপাতনে 'ম'-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বস্ত' এই পদটী আচ্ছাদনার্থ 'বস' ধাতুর উত্তর 'লঙ্' পরে অদাদিগণীয় হওয়ায় শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অট্-(অ) আগম হইল না। 'নির্ণিজং' এই পদটী শৌচ ও পোষণার্থ 'নিজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্পশঃ' এই পদ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধনস্পর্শনয়োঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। নিষেদিরে। ষদ্‌৯বিসরণগত্যবসাদনেষু। অস্মৎ-গত্যর্থাৎকর্ম্মণি লিট্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। সদেরপ্রতেরিতি ষত্বং॥ ১৩॥

* * *

ত্রয়োদশ (২৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের কয়েকটী শব্দের ভাব-পরিগ্রহ উপলক্ষে ঋকটীর নানারূপ অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে। 'দ্রাপিং' শব্দে সাধারণতঃ 'কবচ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে বুঝা যায়, বরুণদেব যেন সুবর্ণের কবচ ধারণ করিয়া আছেন। 'স্পশঃ' শব্দে কেহ কেহ ভৃত্য অর্থ গ্রহণ করেন। 'পরি নিষেদিরে' পদে 'চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়া আছে'—এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হয়। এই সকল ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসরণে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'নিষ্কলঙ্ক (খাদরহিত) সোণার পদক গলায় দোলাইয়া বরুণদেব বসিয়া আছেন; আর তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিয়াছে!'

কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধের বিষয় বিচার করিলে এবং ঐ শব্দ-কয়েকটীর মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, কখনই ঐরূপ অর্থ আমনন করা যাইতে পারে না। পরন্তু, শব্দ-কয়েকটীর ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা এই ঋক্‌মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হইতে পারে। 'দ্রাপি' শব্দের ব্যুৎপত্তির (সায়ণ ভাষ্য দেখুন) প্রতি লক্ষ্য করিলে, উহার কবচ অর্থ অতি কষ্ট-কল্পনামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু, 'দ্রাপ' শব্দের আকাশ অর্থ সকল অভিধানেই পাওয়া যায়। তদনুসারে ঐ শব্দে 'আকাশবৎ অনন্তরূপ' অর্থই সুসঙ্গত হয়। ধাত্বর্থ হইতেই 'নির্ণিজং' শব্দের 'কলঙ্ক পরিশূন্য নিষ্কলঙ্ক' ভাব আসিতে পারে। 'স্পশঃ' শব্দের সায়ণই 'রশ্ময়ঃ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'রশ্মি' বলিতে তাঁহার সত্ত্বভাবই বুঝাইয়া থাকে। তিনি সদ্‌ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। ফলতঃ,

---

বাধন ও স্পর্শার্থ 'স্পশ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'নিষেদিরে' এই পদটী (সদ্ ধাতুর অর্থ বিসরণ, গমন ও অবসাদ) গমনার্থ 'সদ্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'লিট্', পরে মূল ধাতুর অকারের স্থানে একার ও দ্বিরুক্ত ভাগের লোপ, এবং 'সদেরপ্রতেঃ' এই সূত্রানুসারে সকারের ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতে যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, ঐ সকল শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে তাহার অন্যথা কল্পনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে বিভ্রমই আনয়ন করে। (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

———:০:———

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং।

ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। যং। দিপ্সন্তি। দিপ্সবঃ। ন। দ্রুহ্বাণঃ। জনানাং।

ন। দেবং। অভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিপ্সবঃ' (হিংসকাঃ) 'যং' (বরুণং) 'ন দিপ্সন্তি' (ন হিংসন্তি, যং প্রাপ্য হিংস্রভাবং পরিত্যজন্তি ইতি ভাবঃ), 'জনানাং' (লোকানাং) 'দ্রুহ্বাণঃ' (দ্রোগ্ধারঃ, শোষকাঃ) 'ন' (যং ন দ্রুহ্যন্তি, যস্য সান্নিধ্যাৎ শোষণস্বভাবং পরিত্যজন্তীতি ভাবঃ), 'অভিমাতয়ঃ' (পাপ্মানঃ) 'দেবং' (তং ভগবন্তং বরুণদেবং) 'ন' (ন স্পৃশন্তি)। সর্ব্বেঽপি অসদ্ভাবা ভগবৎসম্বন্ধেন বিনাশপ্রাপ্তা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকগণ (সংসারের হিংস্রভাবসমূহ) যে দেবতাকে হিংসা করিতে পারে না (যাঁহার সমীপস্থ হইলে হিংসা লোপ প্রাপ্ত হয়), মনুষ্যদিগের শোষণকারী (শত্রুগণ) যাঁহাকে শোষণ করিতে পারে না (যাঁহার সমীপস্থ হইলে আপনার পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়), পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দেবতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। (ভাব এই যে,—সমস্ত অসদ্ভাব ভগবৎসম্বন্ধের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।) (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

দিপ্সবো হিংসিতুমিচ্ছন্তো বৈরিণো যং বরুণং ন দিপ্সন্তি। ভীতাঃ সন্তো হিংসিতু-মিচ্ছাং পরিত্যজন্তি। জনানাং প্রাণিনাং দ্রুহ্বাণো দ্রোগ্ধারোঽপি যং বরুণং প্রতি ন দ্রুহ্যন্তি। অভিমাতয়ঃ পাপ্মানঃ। পাপ্মা বা অভিমাতিরিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। দেবং তৎ বরুণং স্পৃশন্তি॥

দিপ্সন্তি। দম্ভু দম্ভে। অস্মৎসনি সনীবন্তর্ধেত্যাদিনা। পা০ ৭।২।৪৯। ইডভাবঃ। হলন্তাচ্চ। পা০ ১।২।১০। ইত্যত্র হলগ্রহণস্য জাতিবাচিত্বাৎ সনঃ কিত্বাদ্দম্ভ ইচ্চ। পা০ ৭।৪।৫৬। ইতি দকারাৎ পরস্যাকারস্যেকারঃ। অনিদিতামিতি ন লোপঃ। ভষ্ভাবাভাব শ্ছান্দসঃ। পা০ ৮।২।৩৭। অত্র লোপোঽভ্যাসস্য। পা০ ৭।৪।৫৮। ইত্যভ্যাসলোপঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ। সনো নিত্ত্বান্নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্-বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। দিপ্সবঃ। সনন্তাদ্দম্ভেঃ সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা০ ৩।২।১৬৮। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দ্রুহ্বাণঃ। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি ক্বনিপ্। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥১৪॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপরায়ণ শত্রুগণ ভীত হইয়া যে বরুণদেবের প্রতি হিংসাবাসনা পরিত্যাগ করে, এবং প্রাণদ্রোহিরাও (জীবঘাতকেরাও) যে বরুণদেবের প্রতি হননাভিপ্রায় প্রকাশ করে না। অভিমাতি শব্দের অর্থ পাপ; কারণ, 'পাপ্মা বা অভিমাতিঃ' এইরূপ অপর শ্রুতি আছে। পাপ-সমূহ সেই বরুণদেবকে স্পর্শ করে না।

"দিপ্সন্তি" এই পদ,—দম্ভার্থ 'দম্ভ' ধাতুর উত্তর সন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সনীবন্তর্ধ' ইত্যাদি (পা০ ৭।২।৪৯) এই সূত্রানুসারে ইট্ (ইম্) হইল না; এবং 'হলন্তাচ্চ' (পা০ ১।২।১০) এই সূত্রে 'হল' এর জাতিবাচকত্ব-হেতু সন্ প্রত্যয়ের কিত্ত্বাব হইল। এই জন্য 'দম্ভ ইচ্চ' (পা০ ৭।৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে দ-কারের পরস্থিত অ-কারের স্থানে ই-কার এবং 'অনিদিতাং' এই সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপ হইয়াছে। আর ঐ পদে বৈদিক প্রয়োগ-হেতু, 'একাচোবশঃ' (পা০ ৮।২।৩৭) ইত্যাদি সূত্র-প্রাপ্ত, ভষ্ভাব (দ-কারের স্থানে ধ-কার) হইল না; এবং 'লোপোঽভ্যাসস্য' (পা০ ৭।৪।৫৮) এই সূত্র দ্বারা দ্বিরুক্ত ভাগের লোপ, শপের প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর এবং ল ও সার্বধাতু সম্বন্ধীয় স্বর দ্বারা তিঙ্প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত আর সন্ প্রত্যয়ের ন-কার ইৎ যাওয়ায় নিৎস্বরের দ্বারা আদি-বর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্‌বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইল না। দিপ্সবঃ এই পদ—সন্তে দন্ভ ধাতুর উত্তর 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' (পা০ ৩।২।১৬৮) এই সূত্রানুসারে 'উ'-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। উক্তপদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'দ্রুহ্বাণঃ' জিঘাংসাবাচক দ্রুহ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই সূত্রানুসারে ক্বনিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে পর, ধাতুস্বর দ্বারা আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। ১৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ (২৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—বরুণ-দেবতার এতই প্রভাব যে, শত্রুগণ তাঁহার শক্তির নিকট ঘেঁসিতেও পারে না, পাপ (অসুরগণ) তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। প্রচলিত অর্থ যাহাই থাকুক, এ ঋকের ভাব বড়ই উচ্চ। ভগবানের একটু নিকটস্থ হইতে পারিলে, হিংসার ভাব দূরে যাইবে, রক্তশোষক রিপুগণ নিঃশেষ হইবে, পাপ-প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে। হিংসক তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না, শোষণকারীগণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রতিহত হয়, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে,—এ সকল বাক্যের ভাবার্থ কি? ভাবার্থ কি এই নহে,—ভগবৎ-সামীপ্য লাভে সমর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শত্রুর উপদ্রব দূরীভূত হয়। পরন্তু সৎসহযুক্ত হওয়ায়, অসদ্‌ভাব পর্য্যন্ত সদ্‌ভাবে পরিণত হইয়া যায়। শত্রুভাবেই হউক, আর মিত্রভাবেই হউক, ভগবৎ-সম্বন্ধ-মাত্রেই হিংস্রক হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে, রক্তশোষক সদ্‌বৃত্তির পোষক হইয়া দাঁড়ায়, পাপের পরিণতি পুণ্য-সংশ্রবে পুণ্যময় হইয়া আসে। 'হে মানব! তোমরা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে চেষ্টান্বিত হও,—কোনও শত্রুর বিভীষিকা তোমাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনে সমর্থ হইবে না।' শত্রুও মিত্র হইয়া আসিবে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চদশী ঋক।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশ সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।

উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা।

অস্মাকমুদরেষ্বা ॥ ১৫ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণ।

উত। যঃ। মানুষেষু। আ। যশঃ। চক্রে। অসামি। আ।

অস্মাকং। উদরেষু। আ। ১৫।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'যঃ' (ভগবান) 'মানুষেষু' (সর্ব্বজনহিতসাধনেষু) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'যশঃ' (শ্রেয়ঃ) 'আ চক্রে' (সর্ব্বতোভাবেন কৃতবান্), স ভগবান 'অস্মাকং' (প্রার্থিনঃ) 'উদরেষু' (দেহধারণাদিষু উপায়েষু) 'আ' (যথাপ্রয়োজনং কৃতবানিতি শেষঃ)। সর্ব্বজনশ্রেয়োসাধনেষু ভগবতো মহিমা সর্ব্বথা প্রকটিতা ইতি ভাবঃ। (১ম ২৫সূ—১৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ সর্ব্বজনের হিতসাধনোদ্দেশে (সংসারে) সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়োবিধান করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবান্ আমাদিগের দেহধারণ প্রভৃতি উপায়-বিধান দ্বারা (সর্ব্বদা) আমাদের যথা-প্রয়োজন ইষ্টসাধন করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বজন শ্রেয়োসাধনে ভগবানের মহিমা সর্ব্বথা প্রকটিত।)। (১ম—২৫সূ—১৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ যো বরুণো মানুষেষু যশোঽন্নমাচক্রে। সর্ব্বতঃ কৃতবান্। স বরুণঃ কুর্ব্বন্নপ্য। সর্ব্বত অসামি। সম্পূর্ণং চক্রে ন তু ন্যূনং কৃতবান। বিশেষতোঽস্মাকমুদরেষা সর্ব্বতশ্চক্রে ॥

মানুষেষু। মনোর্জ্জাতাবঞাতৌ ষুক্ চ। পা০ ৪।১।১৬১। ইত্যঞ্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্রে। প্রত্যয়স্বরঃ। অসামি। অব্যয়ে নঞ্কুনিপাতানামিতি

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ, যে বরুণদেব নরলোকের নিমিত্ত, স্থলে অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) করিয়াছেন; সেই বরুণদেব অন্নসমুদয়কে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কোনও অংশে অল্প করেন নাই। বিশেষতঃ, আমাদিগের উদরের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত অন্ন (দান) করিয়াছেন।

'মানুষেষু' এই পদটি 'মনোর্জাতাবঞাতৌ ষুক্ চ' (পা০ ৪।১।১৬১) এই সূত্রদ্বারা মনু শব্দের উত্তর অঞ্ এবং ষুক্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং ঐ পদে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই নিয়মানুসারে আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চক্রে' এই পদে প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। 'অসামি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তব্যং। পা০ ৬।২।২।১। ইত্যব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যশঃ। অশের্যুট্ চেত্যসুন্। উদরেষু। উদিদৃণাতেরজলৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উ০ ৫।১৯। ইত্যল্। লিৎস্বরঃ। গতিকারকোপপদাদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টাদশো বর্গঃ ॥

* * *

পঞ্চদশ (২৮২) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা মূঢ়, আমরা শক্তিহীন, তাই তাঁহার করুণার কথা বিস্মৃত হই। সর্ব্বতোভাবে তিনি জীবের হিত-সাধনের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। কিসে জীবের শ্রেয়ঃ হয়, তৎপক্ষে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে এই যে দুর্লভ মনুষ্য-জীবন প্রদান করিয়াছেন, সে তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। কিন্তু ঘোর ভ্রান্ত অন্ধ আমরা! আমরা পথ দেখিয়াও দেখিতে পাই না,—তাঁহার করুণার বিষয় জানিয়াও জানিতে পারি না! এ ঋক্ তাঁহার সেই মহিমার বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এ ঋকেরও দুইটী শব্দের অর্থ উপলক্ষে ঋকের অতি-উচ্চ ভাবকে একটু খর্ব্ব করা হয়। ঋকে আছে—'যশঃ'; ভাষ্যকারগণ তাহার অর্থ করিয়াছেন—'অন্নং'। কিন্তু ঐ শব্দের অতি সঙ্গত ও সমীচীন প্রতি-বাক্য, আমরা মনে করি, 'শ্রেয়ঃ' এইরূপ 'উদরেষু' পদেও, আমরা মনে করি, 'উদরে' অর্থ নহে; ঐ শব্দের অতি ব্যাপক ও সঙ্গত অর্থ—দেহধারণাদির উপায়ে। আমরা যে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি, কি উৎকর্ষ কি সাধনার ফলে, সে দেহের সার্থকতা সাধিত হইবে, তিনিই

এই পদটীতে 'অব্যয়ে নঞ্‌কুনিপাতানামিতি বক্তব্যং' (পা০ ৬।২।২।১) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'যশঃ' এই পদ 'অশের্যু ট্' এই সূত্র দ্বারা অশ্ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় ও যুট্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'উদরেষু' এই পদ 'উদিদৃণাতের জলৌ পূর্ব্বপদান্তলোপশ্চ' (উ০ ৫।১৯) এই সূত্র দ্বারা (উৎ পূর্ব্বক দৃ ধাতুর উত্তর) অল্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে লিৎ স্বর, এবং 'গতিকারকোপপদাৎ' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ১৫ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উপায় প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না—ইহাই আমাদের বিভ্রম। আমরা যদি তাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ্য করি, আপনার ইষ্টপথ চিনিয়া লইতে সমর্থ হই, আমাদের শ্রেয়ঃ অবশ্যম্ভাবী হয়। এ ঋক্ আমাদিগকে সেই আভাস প্রদান করিতেছে। (১ম—২৫সূ—১৫ঋ)।

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু।
ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ।

পরা। মে। যন্তি। ধীতয়ঃ। গাবঃ। ন। গব্যূতীঃ।
অনু। ইচ্ছন্তী। উরুঽচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (রশ্ময়ঃ) 'ন' (যথা) 'গব্যূতীঃ' (পৃথ্বীব্যাপকা ভবন্তীতি শেষঃ) তদ্বৎ 'উরুচক্ষসং' (সর্ব্বদ্রষ্টারং) 'ইচ্ছন্তীঃ' (কাঙ্ক্ষন্তীঃ, ভগবৎসম্মিলনং ঈপ্সন্তি) 'মে' (মম) 'ধীতয়ঃ' (বুদ্ধয়ঃ) 'পরা' (নিবৃত্তিরহিতাঃ, অবিচ্ছেদেন ইতি যাবৎ) 'অনু যন্তি' (অনুগচ্ছন্তি)। রশ্ময়ো যথা, স্বতঃসঞ্চালিতা ভবন্তি, মম বৃত্তিনিবহাঃ তথৈব ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারিণো ভবন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রশ্মিকণা-সমূহ যেমন স্বতঃ-সঞ্চারিত হইয়া পৃথিবীব্যাপ্ত হয়, আমার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ অবিচ্ছেদে সেইরূপ সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবানের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে (করুক)। (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

* *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

উরুচক্ষসং বহুভির্দ্রষ্টব্যং বরুণমিচ্ছন্তীর্মে ধীতয়ঃ শুনঃশেপস্য বুদ্ধয়ঃ পরা যন্তি। পরাঙ্মুখা নিবৃত্তিরহিতা গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবো গব্যূতীরনু গোষ্ঠান্যনুলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ॥

গব্যূতীঃ। গাবোঽত্র যূয়ন্ত ইত্যধিকরণে ক্তিন্। গোর্যূতৌ ছন্দসি। পা০ ৬।১।৭৯।২। ইত্যবাদেশঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা যূতির্ব্বনং। গবাং যবনমত্রেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইচ্ছন্তী। ইষু ইচ্ছায়াং। লটঃ শতৃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। ইষুগমিযমাঞ্ছ ইতি ছত্বং। অতুপদেশাল্লসর্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে॥ ১৬॥

* * *

ষোড়শ (২৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকৃটি অতি উচ্চ সদ্ভাবপূর্ণ। কিন্তু এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'গরু সকল যেমন গোয়ালের দিকে ছুটিয়া যায়, শুনঃশেপের বুদ্ধি সেইরূপভাবে বহুদ্রষ্টা বরুণদেবকে (পাইবার) ইচ্ছা করিতেছে'। এ মতে, 'গাবঃ' পদে গাভীগণ এবং 'গব্যূতীঃ' শব্দে 'গোষ্ঠ' (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু ঐ দুই শব্দের ঐ দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। 'গাবঃ' শব্দে আমরা এখানে 'রশ্মি'

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বহুজন-দর্শনীয় বরুণদেবের দর্শনাভিলাষিণী আমার (শুনঃশেপের) সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিবৃত্তি-শূন্য হইয়া তদুদ্দেশে গমন করিতেছে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই; যথা,—যেরূপ গাভীসকল গোষ্ঠকে (স্বীয় বাসস্থানকে) লক্ষ্য করিয়া অবিরত গমন করে, সেইরূপ।

'গব্যূতীঃ' এই পদ, গো শব্দ-পূর্ব্বক যু ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে; যথা,—'গো-সমূহকে এই স্থলে মিলিত করা হয়' এইরূপ বাক্যে অধিকরণ-বাচ্যে যু ধাতুর উত্তর ক্তিন প্রত্যয় 'গোর্যূতৌ ছন্দসি' (পা০৬।১।৭৯।২) এই সূত্র দ্বারা (গো শব্দের ও-কারের স্থানে) 'অব্' আদেশ, এবং দাসী ভারাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা, 'যূতি' শব্দের অর্থ যবন (মিলন), গো সকলের মিলন হয় এখানে' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের পর পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ইচ্ছন্তী' এই পদ, ইচ্ছার্থ 'ইষ্' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ, পরে তুদাদিগণীয় হওয়ায় 'শ' প্রত্যয় এবং 'ইষু গমি যমাং ছঃ' এই সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে 'ছ' করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে অকারের উপদেশ করায় ল-সার্ব্বধাতুক স্বর অনুদাত্ত হইলে বিকরণস্বর অবশিষ্ট রহিল। ১৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কিরণ) অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'গব্যূতীঃ' শব্দে গোষ্ঠ (গোয়াল অর্থ প্রচলিত কোনও গ্রন্থে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, ঐ শব্দের উৎপত্তি-মূল 'গো' (পৃথিবী) + 'ব' (ব্যাপ্তি) + ক্তি (ভাবে) অনুসন্ধান করিলে ঐ শব্দে 'পৃথিবী ব্যাপকতা' ভাবই মনে আসে। তাহাতে ঋকের ভাব ও অর্থ অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়।

রশ্মি (জ্যোতিঃ) আপনিই স্বতঃ বিস্তৃত হয়। চিত্তবৃত্তিসমূহ (বুদ্ধি) সেইরূপ ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে আপনিই বিস্তৃত হউক, ইহাই ভাবার্থ। 'গাবঃ' (রশ্ময়ঃ) পদ বহুবচনান্ত প্রযুক্ত হওয়ার এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়। সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ সৎস্বরূপ; সৎ-ই সতের সহিত মিলিত হয়। সংসারের অসংখ্য সৎকর্ম্ম সৎস্বরূপ সেই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত রহিয়াছে। রশ্মিরাজি যেমন আপনা-আপনি ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হয়, সৎকর্ম্ম-সমূহও সেইরূপ আপনা-আপনি সেই সৎস্বরূপে বিস্তৃত হইয়া আছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ (বুদ্ধি-সমূহ) সেই সকল সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া অবিচ্ছেদে সেই সৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রচেষ্ট হউক, সৎকার্য্য-সম্পাদনে আকাঙ্ক্ষা করুক,—ইহাই এখানকার অভিপ্রায়।

ঋকে ক্রিয়াপদ আছে—বর্ত্তমান-কালের (লটের); তাহাতে ভাবার্থ হয় এই যে,—'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ অবিচ্ছেদে তাঁহাতে ব্যাপ্ত হইবার কামনা করিতেছে'; অর্থাৎ,—প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনোবৃত্তি-দিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণী করিয়া যেন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন—এই ভাব বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী ঋকে সে ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। অপিচ, ঋক্‌টীকে যদি প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও কোনও ত্রুটি আসে না। 'লট' (বর্ত্তমানকাল) স্থলে 'লোট' (অনুজ্ঞা) সূচক প্রতিবাক্য ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলেই সে অর্থ বিশদীকৃত হয়! যাহা হউক, এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে—'সদ্‌বৃত্তি-সংযুক্ত হইয়া আমি যেন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারি, আমার যেন সেই আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়। হে ভগবন্! আমায় তুমি সেই বুদ্ধি সেই শক্তি প্রদান কর,—আমি যেন জগৎকোলে রশ্মিকণার ন্যায় তোমার কোলে সদ্‌ভাবে বিরাজ করিতে পারি।' (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

—✻—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশ-সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং।

হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। নু। বোচাবহৈ। পুনঃ। যতঃ। মেঃ। মধু।

আহভৃতং। হোতাঽইব। ক্ষদসে। প্রিয়ং। ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনায়াঃ) 'মে' (মম) 'মধু' (মধুরং হবিঃ, ভক্তিসুধাং) 'প্রিয়ং' (তবপ্রীত্যর্থং) 'আভৃতং' (সম্পাদিতং, সঞ্চিতং); হে দেব! ত্বং তৎ 'ক্ষদসে' (অশ্নাসি, গ্রহণং করোষি); 'পুনঃ' (অপিচ) 'নু' (অধুনা), 'হোতেব' (হোতৃবৎ, সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সাধক ইব) 'সং বোচাবহৈ' (সম্যক্‌পূজাং করবাবহৈ, আবাং সস্ত্রীকং ইতি যাবৎ; যদ্বা, পূজাং করবৈ অহমিতি শেষঃ, যদ্বা আবাং প্রিয়সম্ভাষণং করবাব ইতি ভাবঃ)। হে দেবঃ কৃপয়া মম পূজাং গৃহাণ; যস্মাৎ অহমপি সদৈব তব পূজাপরায়ণোঽস্মি; যদ্বা, আবাং পরস্পরং প্রিয়সম্ভাষণসমর্থৌ ভবাব, তৎ কুরু ইতি ভাবঃ। (১ম-২৫সূ-১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-প্রীতিসাধনকামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আমার ভক্তিসুধা তাঁহার প্রীতির জন্য সঞ্চিত হইয়াছে। হে দেব! আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আর, এখন হইতে আমি (অথবা সস্ত্রীক আমরা) যেন সদা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ সাধকের ন্যায় আপনার অর্চ্চনায় ব্রতী থাকি; অথবা, আমরা—আপনি ও আমি—উভয়ে, হোতার ন্যায় পরস্পর যেন প্রিয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই। (১ম—২৫সূ—১৭ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

যতো যস্মাৎ কারণাৎ মে মজ্জীবনার্থং মধুরং হবিরাভৃতং। অগ্নঃ সখাধ্যে কর্ম্মণি সম্পাদিতং অতঃ কারণাদ্ধোতেব হোমকর্ত্তেব ত্বমপি প্রিয়ং হবিঃ ক্ষদসে। অগ্নাসি। পুনর্হবিঃ-স্বীকারাদূর্দ্ধং তৃপ্তস্ত্বং জীবন্নহং চ নু অবশ্যং সংবোচাবহৈ। সংভূয় প্রিয়বার্ত্তাং করবাবহৈ॥ বোচাবহৈ। লোডর্থেছান্দসে লুঙি ব্রুবো বচিঃ। অস্যতিবক্তীতি চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উমিত্যুমাগমে গুণঃ। ব্যত্যয়েন টেরেত্বং। যদ্বা লোট এব লুঙাদেশঃ। স্থানিবদ্ভাবাদৈত্বং। আভৃতং। হৃগ্রহোর্ভঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৭॥

• • •

সপ্তদশ (২৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের পদবিন্যাস একটু জটিলতাপূর্ণ। সেই জন্য এ ঋকের অর্থ বিভিন্নরূপে নিষ্কাষণ করা হয়। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ভাবার্থ হয় এই যে,—বধ্যভূমিতে নীত যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ শুনঃশেপ যেন বলিতেছেন,—'আমার জীবন-রক্ষার্থ আমি মধুর হবিঃ সম্পাদন করিতেছি; হোমকর্ত্তার ন্যায় আপনিও সেই প্রিয় হবিঃ ভক্ষণ করুন. হবিগ্রহণে আপনি পরিতৃপ্ত হইলে আমরা উভয়ে (আপনি ও আমি) প্রিয় সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইব.' 'বোচাবহৈ' ক্রিয়াপদ উত্তম-পুরুষের দ্বিবচনান্ত মনে করিয়া এবং তৎসহ 'সং' শব্দের যোগে, 'আমরা উভয়ে প্রিয়সম্ভাষণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে কারণে আমার জীবনধারণার্থ মধুর হবি 'অগ্নয়ন' নামক কর্ম্মে সম্পাদন করিয়াছ; সেই কারণে হোমকর্ত্তার ন্যায় তুমিও প্রীতিকর হবি ভোজন করিয়া থাক। হবিঃ-গ্রহণের পরে লব্ধতৃপ্তি তুমি এবং জীবিত আমি, উভয়ে মিলিয়া অবশ্যই প্রিয় সম্ভাষণ করিব।

'বোচাবহৈ' এই পদটী ব্রূ ধাতুর উত্তর লোটের অর্থে বৈদিক লুঙ্. পরে ব্রূ ধাতুর স্থানে 'বচ' আদেশ; 'অস্যতি বক্তি' এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি' র স্থানে অঙ, 'বচ উম্' এই সূত্র দ্বারা 'উম্' আগম হইলে উকারের গুণ, এবং বিপর্য্যয়ে টির স্থানে ঐকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা লোটের স্থানেই লুঙের আদেশ, এবং স্থানিভাব (অর্থাৎ লুঙের লোট্ সাদৃশ্য) হেতু ঐ-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আভৃতম্' এই পদে 'হৃ গ্রহোর্ভঃ' এই নিয়মানুসারে হৃ ধাতুর 'হ' স্থানে 'ভ'; এবং 'গতিরনন্তরঃ' এই সূত্র দ্বারা গতির ('আ' এই উপসর্গের) প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে॥ ১৭॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি'—এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়। 'যতঃ' পদের প্রয়োগে, 'আমার (শুনঃশেপের) জীবনরক্ষার্থ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। *

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। 'যতঃ' পদ পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। পূর্ব্ব ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে,—প্রার্থীর অন্তর-বৃত্তিসমূহ ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এখানে 'যতঃ' পদ সেই অবস্থারই দ্যোতনা করিতেছে। মর্ম্ম এই যে,—'ভগবানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ জন্য ইচ্ছুক সেই যে আমি' ইত্যাদি। 'বোচাবহৈ' ক্রিয়াপদ ছান্দস-প্রয়োগ। বচ-ব্যত্যয়ে (একবচনের স্থলে দ্বিবচন) ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, 'আপনার প্রার্থনায় অর্চ্চনায় আমি ব্রতী হই—এই ভাব আসে। আবার দ্বিবচনের ক্রিয়া স্বীকার করিলে, দুই জন কর্ত্তার অধ্যাহার আবশ্যক হয়। তাহাতে যজ্ঞকার্য্যে সস্ত্রীক প্রার্থনার বিষয় মনে হইতে পারে। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'—এই শাস্ত্র-বাক্য হিন্দুর চিরমান্য। যজ্ঞ-কার্য্যে পতিপত্নী উভয়ে ব্রতী থাকিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে, মনে করিতে পারি। তার পর, পরস্পর (আপনার ও আমার) প্রিয়সম্ভাষণ আরম্ভ হয়—এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে। যখন সকল মনোবৃত্তি ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণী হয়, যখন সদ্ভাবরাজি পরিস্ফুট হইয়া সেই শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে মিলিত হইতে পারে, তখন সাধকে ও সাধ্যে, আরাধকে ও আরাধ্যে, সকল ব্যবধান বিদূরিত হয়;—তখন পরস্পরের সাযুজ্য সম্মিলনে প্রিয়সম্ভাষণ প্রকট হইয়া পড়ে। সে ভাবও এখানে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। 'হোতেব' পদের সার্থকতা তৎপক্ষে বেশ উপলব্ধ হয়। যজ্ঞ-কার্য্যের সময় হোতৃগণ পরস্পর সমপদবীস্থ হইয়া যেরূপ সম্ভাষণাদিতে সমর্থ হন, তোমার সহিত সেইরূপ সম্ভাষণের সামর্থ্য আসুক,—ঐ পদে ইহাও বুঝাইতে পারে।

---

* সায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার দুই প্রকার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) "যেহেতু আমার নিষ্পাদিত মধুর সোমরস আপনি আনন্দ-পূর্ব্বক পান করেন, অতএব এক্ষণে আমরা উভয়ে পুনর্ব্বার আলাপ করিব অর্থাৎ যজ্ঞে পুনর্ব্বার আপনার স্তব করিব।" (২) "হে বরুণ! যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হইয়াছে, হোতার ন্যায় তুমি সেই প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর; পরে আমরা উভয়ে আলাপ করিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎরূপের সহিত মিলনের কামনাই এ ঋকে সর্ব্বথা প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—২৫সূ—১৭ঋ)।

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি।

এতা জুষত মে গিরঃ॥ ১৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দর্শং। নু। বিশ্বঽদর্শতং। দর্শং। রথং। অধি। ক্ষমি।

এতাঃ। জুষত। মে। গিরঃ॥ ১৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বদর্শতং' (সর্ব্বদর্শিনং তং ভগবন্তং) 'নু' (খলু, নিশ্চিতং) 'দর্শং' (দর্শিতবান্ অহমিতি শেষঃ); 'ক্ষমি' (ক্ষমায়াং ভূমৌ) 'রথং' (তদীয়যানং গতিমিতি যাবৎ) 'অধিদর্শং' (সম্যক্ দৃষ্টবানস্মি); 'এতা' (উচ্চার্য্যমানাঃ) 'মে' (মম) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'জুষত' (সেবিতবান ভগবান্ ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মান্বিতঃ সাধকঃ ভগবদ্দর্শনং লভতে। স হি ভগবতঃ গতিবিধিঃ পশ্যতি। তস্য সাধকস্য স্তোত্রানি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। (১ম-২৫সূ-১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; পৃথিবীতে তাঁহার গতিবিধি সম্যক্‌রূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমার উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে (তিনি আমার স্তোত্রসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন)। (১ম—২৫সূ—১৮ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বদর্শতং সর্ব্বৈর্দর্শনীয়মস্মদনুগ্রহার্থমত্রাবির্ভূতং বরুণং দর্শং নু। অহং দৃষ্টবান্ খলু। ক্ষমি ক্ষমায়াং ভূমৌ রথং বরুণসম্বন্ধিনমধিদর্শং। আধিক্যেন দৃষ্টবানস্মি। এতা উচ্যমানা মে গিরো মদীয়াঃ স্তুতীর্জ্জুষত। বরুণঃ সেবিতবান্॥

দর্শং। দৃশেরিরিতো বা। পা০ ৩।১।৫৭। ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। পা০ ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। বিশ্বদর্শতং। দৃশের্ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা। উ০ ৩।১০৯। অতচ্‌-প্রত্যয়ান্তো দর্শতশব্দঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎপূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা বিশ্বং দর্শনীয়মস্যেতি বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।২।১০৬। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ক্ষমি। আতো ধাতোঃ। পা০ ৬।৪।১৪০। ইত্যত্রাত ইতি যোগবিভাগাদাকারলোপঃ॥ ১৮॥

* *

অষ্টাদশ (২৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিলে, সাধকের যে দৃষ্টি লাভ হয়, এ ঋক্ তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছে। কর্ম্ম সৎসহযুত হইলে, ভগবানকে পাইবার পথে একটু অগ্রসর হইতে পারিলে, ভগবান তখন সাধকের প্রত্যক্ষ হন। সে অবস্থায়, সাধক ভগবানকে নিশ্চয়ই দেখিতে পান; সে অবস্থায়, ভগবানের গতিবিধি সমস্তই তাঁহার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজন-দর্শনীয় এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-নিমিত্ত (আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে) এই কর্ম্মস্থলে আবির্ভূত বরুণদেবকে আমি দেখিয়াছি; (এবং) এই ভূমিতে (পৃথিবীতে) বরুণদেবের রথকে প্রকাশ্যভাবে দেখিয়াছি। আর আমি যে সমস্ত স্তুতি করিতেছি, সেই বরুণদেব আমার সেই সমস্ত স্তুতি সেবা (অনুভব) করিয়াছেন।

'দর্শং' এই পদটি 'দৃশেরিরিতো বা' (পা০ ৩।১।৫৭) এই সূত্রানুসারে 'চ্লির স্থানে 'অঙ্' আদেশ এবং 'ঋদৃশোঽঙি' (পা০ ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বিশ্বদর্শতং' এই পদে 'দৃশ' ধাতুর উত্তর 'ভৃমৃদৃশি' (উ০ ৩।১০৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'অতচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দর্শত' শব্দ নিষ্পন্ন। আর, মরুদ্বৃধাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'বিশ্ব (সমস্ত) দর্শনীয় (হয়) ইহার' এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্' (পা০ ৬।২।১০৬) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ক্ষমি' এই পদ (ক্ষমা শব্দের উত্তর সপ্তমীর এক-বচনে ঙি) পরে 'আতো ধাতোঃ' (পা০ ৬।৪।১৪০) এই সূত্রে 'আতঃ' এই প্রকার যোগ-বিভাগ করা হেতু আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষীভূত হয়; সেই অবস্থাতেই তাঁহার স্তোত্র-সমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ ঋক্, সেই অবস্থায় মানুষকে পৌঁছাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ঋক্ যেন বলিতেছে,—'মানুষ! একটু অগ্রসর হও, তাহা হইলে, তুমি নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে দেখিতে পাইবে; তাহা হইলে, তাঁহার গতিপথ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে; তাহা হইলে, তোমার স্তুতিমন্ত্র তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারিবে।' প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের অর্থ এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় সেই শক্তি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আমি যেন তোমার গতিপথ দেখিতে পাই, আমার স্তোত্রাদি যেন তোমার সেবায় তোমার কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইতে পারে।' (১ম—২১সূ—১৮ঋ)।

—•—

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

বরুণপ্রঘাসেষ্বিমং মে বরুণেতি বারুণস্য হবিষোঽনুবাক্যা। পঞ্চম্যাঃ পৌর্ণমাস্যামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ। আ০ ২।১৭। ইতি। তামেতাং সূক্তে একোনবিংশীমৃচমাহ॥

•.•

উনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। উনবিংশী ঋক্।)

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়।
ত্বামবস্যুরা চকে॥ ১৯॥

•*•

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বরুণ প্রঘাস' নামক চাতুর্ম্মাস্য-যাগে 'ইমং মে বরুণ' এই মন্ত্র, বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবিঃ-দ্রব্যের অনুবাক্। 'পঞ্চম্যাঃ পৌর্ণমাস্যাম' এই খণ্ডে 'ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ' (আ০ ২।১৭)—এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। সূক্তে সেই এই একোনবিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমং। মে। বরুণ। শ্রুধি। হবং। অদ্য। চ। মৃড়য়।

ত্বাং। অবস্যুঃ। আ। চকে ॥ ১৯ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'মে' (মম) 'ইমং' (উচ্চার্য্যমানং) 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং) 'শ্রুধি' (শৃণু), 'মৃড়য় চ' (সুখয় চ, সুখসাধনঞ্চ কুরু); 'অবস্যুঃ' (পরিত্রাণকামঃ অহং) 'ত্বাং' (ত্বামুদ্দিশ্য) 'চকে' (স্তৌমি, প্রার্থয়ামি)। হে দেব! পরিত্রাণকামনয়া অহং ত্বাং প্রার্থয়ামি; শৃণু তৎপ্রার্থনাং, সুখঞ্চ বিধায় ইতি ভাবঃ ॥ (১ম - ২৫সূ - ১৯ঋ) ॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখসাধন করুন। পরিত্রাণকামী আমি আপনার উদ্দেশে এই স্তব (প্রার্থনা) করিতেছি। (১ম—২৫সূ—১৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মে মদীয়মিমং হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। কিঞ্চ। অদ্যাস্মিন্ দিনে মৃড়য়। অস্মান্ সুখয়। অবস্যুঃ রক্ষণেচ্ছুরহং ত্বাং বরুণমাভিমুখ্যেনচকে। শব্দয়ামি। স্তৌমীত্যর্থঃ। শ্রুধি। শ্রু শ্রবণে। লোটো হিঃ। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অবস্যুঃ। অবস্-শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীতুপ্রত্যয়ঃ। আচকে। কৈ গৈ শব্দে। অস্মাল্লিট্যা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আপনি আমার এই আহ্বান শুনুন; এবং অদ্য আমাকে সুখী করুন। আত্মরক্ষাভিলাষী আমি আপনাকে সম্মুখে ডাকিতেছি; অর্থাৎ, আপনার স্তব করিতেছি।

'শ্রুধি' শ্রবণার্থ শ্রু ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', 'শ্রু শৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'হি'এর স্থানে 'ধি' আদেশ, 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের লুক্ এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতায় 'ধি'র ই-কারের দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'অবস্যুঃ'—এই পদ অবস্ শব্দের উত্তর 'সুপ্', আত্ম-সম্বন্ধার্থে ক্যচ্ প্রত্যয়, এবং 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আচকে' এই পদটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেচঃ। পা০ ৬।১।৪৫। ইত্যাত্বং। দ্বির্ভাবচুত্বে। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ১৯॥

* * *

উনবিংশ (২৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সাদাসিদা প্রার্থনামূলক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে; তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হন, তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। এখানে স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে সেই প্রার্থনার বিষয়ই খ্যাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমি আত্মরক্ষার জন্য—আমি নিজের পরিত্রাণ-লাভের জন্য—আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমায় রক্ষা করুন;—আমার সুখসাধন-পক্ষে সহায় হউন।'

ঋকের 'অবস্যুঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'রক্ষণেচ্ছুঃ' এবং 'মৃড়য়' (মৃলয়) শব্দের প্রতিবাক্যে 'প্রাপ্নো ভব'—এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য যে পরিত্রাণ-কামনা, সুখসাধনেচ্ছা, মোক্ষ-লাভ-সঙ্কল্প,—পূর্ব্বাপর আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হয়। আমরা সেই লক্ষ্যের অনুসারেই এই প্রার্থনার অর্থ গ্রহণ করিলাম। (১ম—২৫সূ—১৯ঋ)।

—*—

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। বিংশী ঋক্।)

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গমশ্চ রাজসি।

স যামনি প্রতি শ্রুধি॥ ২০॥

* * *

শব্দার্থ 'কৈ' ধাতুর উত্তর লিট্, পরে 'আদেচঃ' (পা০ ৬।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা (ঐ-কার স্থানে) আকার, দ্বিত্ব, 'ক'-স্থানে চকার, 'আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্র দ্বারা 'চকা' এই ভাগের আকার-লোপ, এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই নিয়মে নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ১৯।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণ।

ত্বং। বিশ্বস্য। মেধির। দিবঃ। চ। গমঃ। চ। রাজসি।

সঃ। যামনি। প্রতি। শ্রুধি ॥ ২০ ॥

•

সর্ব্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মেধির' (মেধাবিন্, জ্ঞানস্বরূপ হে দেব) 'ত্বং' (জ্ঞানাত্মকং) 'দিবশ্চ' (দ্যুলোকস্যাপি) 'গমশ্চ' (ভূলোকস্যাপি) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য জগতঃ মধ্যে) 'রাজসি' (বিদ্যমান অসি), 'স' (সর্ব্বব্যাপী ত্বং) 'যামনি' (অস্মদীয়ে মঙ্গলপ্রাপণে) 'প্রতি শ্রুধি' (প্রতিশ্রবণং কুরু, প্রত্যুত্তরং দেহি, অস্মাকং প্রতি প্রসন্নো ভব ইতি ভাবঃ)। হে দেব! ত্বং হি জ্ঞানরূপেণ দ্যুলোকং ভূলোকঞ্চ সর্ব্বং বিশ্বং ব্যাপ্য চিরবিদ্যমান অসি, অস্মাকং প্রার্থনাং শ্রুত্বা মঙ্গলসাধনং কুরু। (১ম—২৫সূ—২০ঋ)।

•

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ! কিবা দ্যুলোকে, কিবা ভূলোকে—সর্ব্বলোকে, জ্ঞানাত্মক হইয়া, আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই যে সর্ব্বাত্মক আপনি, আমাদিগের মঙ্গল-সাধনের জন্য, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন (কৃপা করুন)। (১ম—২৫সূ—২০ঋ)।

•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মেধির মেধাবিন্ বরুণঃ ত্বং দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গমশ্চ ভূলোকস্যাপি। এবমাত্মকস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতো মধ্যে রাজসি। দীপ্যসে। স তাদৃশস্ত্বং যামনি ক্ষেমপ্রাপণেঽস্মদীয়ে প্রতিশ্রুধি। প্রতিশ্রবণমাজ্ঞাপনং কুরু। রক্ষ্যামীতি প্রত্যুত্তরং দেহীত্যর্থঃ।

দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। গমঃ। গমেত্যেতদ্ভূনামসু পঠিতং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মেধাবিন্ বরুণদেব! তুমি স্বর্গ ভূলোক (মর্ত্ত্য) এবং তদ্দীয় পাতাললোক, এই সমস্ত জগতের মধ্যে বিরাজ করিতেছ। তথাবিধ তুমি আমাদিগের মঙ্গলপ্রাপ্তি বিষয়ে বিজ্ঞাপন কর; অর্থাৎ, 'তোমাদিগকে রক্ষা করিব'—এইরূপ প্রত্যুত্তর দান কর।

'দিবঃ' এই পদে 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'গমঃ'—'গম' শব্দ ভূ-নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। 'গমঃ' এই পদ, 'আতো ধাতোঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[আতো ধাতোরিত্যত্রাত] ইতি যোগবিভাগাদাতো লোপ ইতি প্রতিষেধেঽপি ব্যত্যয়েনাকার লোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যামনি। যা প্রাপণে। আতো মনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চেতি মনিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুধি। উক্তং॥২০॥

* * *

বিংশ (২৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

সেই জ্ঞানময় ভগবান্ দ্যুলোকেও আছেন, ভূলোকেও আছেন; তিনি জ্ঞানরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞানদানে—আমাদের শ্রেয়ঃ সাধনে, তিনি সদা ব্রতী রহিয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানাত্মক হইয়া আপনি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। মূঢ় আমি; আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না—দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। প্রার্থনা,—আমার মধ্যে আপনার বিকাশ হউক,—আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, প্রসন্ন হউন।' স্থূলতঃ ঋকের ইহাই মর্ম্ম। (১ম-২৫সূ—২০ঋ)।

—*—

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।

অবাধমানি জীবসে॥ ২১॥

* * *

এই সূত্রে 'আতঃ' এইরূপ যোগবিভাগ হেতু, 'আতোলোপঃ' এই সূত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইলেও, বিপর্য্যয়ক্রমে আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত পদে উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বর দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যামনি' এই পদটী প্রাপণার্থ যা' ধাতুর উত্তর 'আতোমনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ঐ পদে 'মনিন্' এর ন-কার ইৎ যাওয়ায়, আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শ্রুধি'—এই পদ পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে॥ ২০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উৎ২তমং। মুমুগ্ধি। নঃ। বি। পাশং। মধ্যমং।

চৃত। অব। অধমানি। জীবসে। ২১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মাকং) 'উত্তমং' (আধ্যাত্মিকদুঃখরূপং, জন্মগতং) 'পাশং' (বন্ধনং) 'উৎ' (উৎকৃষ্য) 'মুমুগ্ধি' (মোচয়), 'মধ্যমং' (আধিদৈবিকদুঃখরূপং, জরা-মূলকং) পাশং 'বিচৃত' (বিচ্ছিন্নং কুরু) 'জীবসে' (জীবিতুং, জীবনরক্ষার্থং) 'অধমানি' (আধিভৌতিকদুঃখাদিরূপান, মরণত্রাসকারিণঃ) পাশান্ 'অবচৃত' (অবকৃষ্য নাশয়)। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকদুঃখরূপঃ ত্রিবিধপাশঃ অথবা জন্মজরামরণমূলকো ত্রিবিধ-পাশঃ মনুষ্যান্ সদাবধ্নাতি। হে দেব! ত্বং তং ছিন্ধি। (১ম ২৫সূ ২১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদের আধ্যাত্মিক-দুঃখরূপ (অথবা জন্মগত) দুঃখ-পাশ আপনি মোচন করুন; আধিদৈবিকদুঃখরূপ (অথবা জরামূলক) বন্ধন বিচ্ছিন্ন করুন; এবং আমাদের জীবনরক্ষার জন্য আধিভৌতিক-দুঃখরূপ (অথবা মরণত্রাসকারী) পাশকে আপনি নাশ করুন, (আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ঘটুক) (১ম—২৫সূ—২১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মাকমুত্তমং শিরোগতং পাশমুন্মুমুগ্ধি। উৎকৃষ্য মোচয়। মধ্যমমুদরগতং পাশং বিচৃত। বিযুজ্য নাশয়। জীবসে জীবিতুমধমানি মদীয়ান্ পাদগতান্ পাশান্ বিচৃত। অবকৃষ্য নাশয়॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! তুমি আমাদিগের (আমার) শিরঃস্থিত পাশকে উর্দ্ধে আকর্ষণপূর্ব্বক মোচন কর। উদরস্থিত পাশবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আমার জীবন নির্ব্বাহ জন্য আমার পাদস্থিত পাশবন্ধনকে অধোভাগে আকর্ষণপূর্ব্বক নষ্ট করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তমং। উঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং। মুমুগ্ধি। মুচ্‌লৃ মোক্ষণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ। পা০ ৬ ৪ ১০১। ইতি হের্দ্ধিরাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। চৃত। চৃতী হিংসাগ্রন্থনয়োঃ। লোটো হিঃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ অতো হেরিতি হের্লুক্। জীবসে। জীব প্রাণধারণে। তুমর্থে সেহসেনিত্যসে-প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরং॥ ২১।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একোনবিংশো বর্গঃ। ১৯॥

একবিংশ (২৮৮) ঋকের বশদার্থ।

এ ঋকে উত্তম বন্ধন, মধ্যম বন্ধন ও অধম বন্ধন,—এই ত্রিবিধ বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা আছে। তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ স্থির করিয়াছেন যে,—অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপকে বলিপ্রদানের জন্য বন্ধন করা হয়। তাহার দেহের উত্তম-প্রদেশ মস্তকে, মধ্যম-প্রদেশ কটিদেশে এবং অধম-প্রদেশ পদদ্বয়ে বন্ধন-রজ্জু ছিল। সেই তিন প্রদেশের বন্ধন মোচনের জন্য সে প্রার্থনা করে। ঋকে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা কিন্তু ঋকের সে অর্থ স্বীকার করি না। আমাদের মত এই যে,—এ ঋক্ সকল কালে সকল অবস্থায় পরিত্রাণকামী সকল মানুষের প্রার্থনা-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ বন্ধন অথবা জন্ম-জরা-মরণ-রূপ বন্ধন—ঋকের এরূপ গূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া বুঝা যায়। মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা—দুঃখনিবৃত্তি—অবিচ্ছিন্ন সুখরূপ মোক্ষ-মুক্তি-প্রাপ্তি। মস্তকের রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন হইলে অথবা কোমরের দড়ি

'উত্তমং' এই পদ উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মুমুগ্ধি' এই পদ, মোক্ষার্থ মুচ ধাতুর উত্তর 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে বিকরণের স্থানে শ্লু, দ্বিত্ব, 'হল্' এর আদিভাগস্থিতি, 'হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' (পা০ ৬ ৪ ১০১) এই সূত্র দ্বারা 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ, এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'চৃত' এই পদ, হিংসার্থ চৃত ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', পরে তুদাদিগণীয় হওয়ায় 'শ' প্রত্যয় এবং 'অতো হেঃ' এই সূত্রানুসারে 'হি' বিভক্তির লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জীবসে' প্রাণধারণার্থ জীব্ ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেহসেন' এই সূত্র দ্বারা অসে প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে॥ ২১॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলিতে পারিলে অথবা পদদ্বয় বন্ধন-মুক্ত হইলেই যে মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তি বা পরম-সুখপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে। তুচ্ছ সেই রজ্জুর পাশ ছিন্ন করার জন্য যে নিত্যসত্য ঋগ্মন্ত্রের অবতারণা, তাহা কদাচ মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, এখানে এ ঋকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিবিধ দুঃখের নাশই নিঃশ্রেয়স মুক্তি অথবা, জন্ম-জরা-মরণ-গতি-রোধের নামই মুক্তি। আধ্যাত্মিক দুঃখই উত্তম বা দুঃখ-পক্ষে চরম-দুঃখ বলিয়াই মনে করা যায়। আধিদৈবিক দুঃখ সে হিসাবে মধ্যম এবং আধিভৌতিক দুঃখ অধম নামে অভিহিত হইতে পারে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ বন্ধনকে যে যথাক্রমে অধম মধ্যম উত্তম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হয়। আধি-ভৌতিক দুঃখ দূর করা যে প্রকার আয়াস সাপেক্ষ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দূর করার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর ও অধিকতম আয়াস আবশ্যক করে। তাই অধম মধ্যম উত্তম পর্য্যায়ে উহাদিগকে ন্যস্ত করা হইয়াছে। জন্ম-জরা-মরণ-পক্ষেও এইরূপ ভাব মনে আসিতে পারে। জন্মই উত্তম বন্ধন; কেন-না, জন্ম না হইলে তো আর জরা-মরণের কবলগত হইতে হয় না? জরা যে মধ্যম বন্ধন এবং মরণ যে অধম বন্ধন, এই দৃষ্টিতে তাহাও প্রতীত হয়। মানুষ বরং জরা সহিতে পারে; কিন্তু মরণের চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য। কত মমতা—কত বন্ধন আসিয়া তখন তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়। জন্মে যে বন্ধন হয়, সে বন্ধন বরং কর্ম্ম দ্বারা ছিন্ন করা যায়; সে হিসাবেও সে বন্ধনকে উত্তম বন্ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু মরণের যে বন্ধন—যে কামনা যে আকাঙ্ক্ষা মরণ-সহচর হইয়া বিদ্যমান—তাহা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন,—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম-সাপেক্ষ; সুতরাং অধম পদবাচ্য। এইরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের দিক দিয়া এবং জন্ম জরা-মরণ-রূপ ত্রিবিধ বন্ধনের দিক দিয়া, এ ঋকের অর্থ-সঙ্গতি হইয়া থাকে; এবং সেই অর্থই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তাহা হইলে, ঋকের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্! পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতির ফলে, জন্ম-জরা-মরণের মধ্যে পড়িয়া, ত্রিতাপে প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। একবার করুণনেত্রে চাহিয়া দেখুন। এ অধম অভাজনকে পরিত্রাণ করুন। বন্ধন অষ্টেপৃষ্টে চারিদিকে। পাপের পাশ মস্তক বেড়িয়া আছে,—কুচিন্তায় অসন্তোষে মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে বন্ধন ছেদন করুন; আমার মস্তিষ্ক হইতে কলুষচিন্তা বিদূরিত হউক। আমার মধ্যদেহও বন্ধনদশা-প্রাপ্ত; আমার মধ্য দেহ—হস্তাদি-কটিদেশ, কি অপকর্ম্মই না করিতেছে! আপনি আমার সে বন্ধন মোচন করুন; আমি যেন আর পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই। আমার দেহের অধমাংশ (পাদাদি) নিয়ত অসৎপথে প্রধাবিত থাকিয়া, নিত্যই পাপকর্ম্ম-রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। আপনি তাহাদের সে সকল বন্ধন নাশ করুন। পদদ্বয় যেন আর পাপ-পথে অগ্রসর হইয়া পাপসংলিপ্ত না হয়। সর্ব্বপ্রকারে আমি যেন বন্ধন-মুক্ত হইতে পারি,—আমার চিন্তা যেন বন্ধনহেতুভূত পাপকর্ম্মে লিপ্ত না হয়,—আমার দেহ যেন বন্ধনমূল পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়,—আমার পদদ্বয় যেন বন্ধন-কারণ পাপ-পথে অগ্রসর হইতে না পারে। আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারি। এ পক্ষেও আবার ত্রিবিধ বন্ধনের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। মানসিক বন্ধনকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিতে পারি। মনই তো সর্ব্ববিধ বন্ধনের সর্ব্বপ্রধান মূল। কায় ও বাক্য এই ভাবে অধম ও অধ্যম বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সূত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণত্রয়কেও উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, গুণই বন্ধন; গুণাতীত না হইতে পারিলে বন্ধন-বিমুক্তি ঘটে না। তাই গীতায় মুখ্যমন্ত্রে শ্রীভগবান কহিয়াছেন,—"ত্রৈগুণ্যা বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ফলতঃ, 'হে ভগবন্! আপনি আমায় কামনাশূন্য সত্ত্বভাবাপন্ন সদ্গুণান্বিত করুন।' ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম। * (১ম—২৫সূ—২১ঋ)।

---

* চতুর্ব্বিংশ সূক্তের শেষ ঋকটীও এই ঋকের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। পদাবস্থান বিভিন্ন হইলেও মর্ম্মার্থ উভয়েরই অভিন্ন। সেখানেও ত্রিবিধ পাশমোচনের প্রার্থনা। এখানেও ত্রিবিধ পাশ-মোচনের প্রার্থনা। ভাষ্যকারগণ সে ঋকের অর্থেও মস্তকের বন্ধন, কটিদেশের বন্ধন এবং পদদ্বয়ের বন্ধন মোচন-রূপ প্রার্থনা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋকের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সমান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যেন রজ্জু দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষড়্বিংশ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

বসিষ্বেতি দশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং। অত্রানুক্রমাস্তে। বসিষ্ব দশাগ্নেয়ং ত্বিতি। শুনঃশেপ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। ইদমুত্তরং চ সূক্তমাগ্নেয়ং। প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্যেতদাদিসূক্তদ্বয়মনুবক্তব্যং। তথা চ সূত্রিতং। বাসষ্বা হীতি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেদিতি॥ অস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

ষড়্বিংশ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় সূক্ত 'বশিষ্ব' ইত্যাদি দশটি ঋক্ বিশিষ্ট। এই সূক্ত বিষয়ে ক্রম বলা যাইতেছে। 'বসিষ্ব' প্রভৃতি দশটি ঋক্ অগ্নিদেব-সম্বন্ধিনী উক্ত ঋক্-সমূহের দেবতা অগ্নি। শুনঃশেপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ। এই সূক্ত এবং ইহার পরস্থিত সূক্ত অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়। প্রাতঃকালীন অনুবাকে অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয় যজ্ঞে এবং গায়ত্রী-ছন্দে এতদাদি (তৃতীয় সূক্তাদি) সূক্তদ্বয় পরে কথিত হইবে। উক্ত প্রকারেই সূত্র করা হইয়াছে; যথা—'বশিষ্বাহী'তি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেৎ' ইতি। এই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

কাহারও মস্তক, পদ ও কটিদেশ বন্ধন করা আছে; আর সেই বন্ধন মোচনের জন্য প্রার্থনা চলিয়াছে। চতুর্ব্বিংশ সূক্তের প্রোক্ত ঋকের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। সে অনুবাদ; যথা,—

"O Varuna, lift thy highest rope, draw off the lowest, remove the middle; then, O Aditya, let us be in thy service free of guilt before Aditi."

ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিও অনুধাবন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা, "হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, আর মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।" তবে একজন ব্যাখ্যাকার একটু ভাবের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার অনুবাদ,—"হে বরুণদেব! আমাদিগের সর্ব্ববিধ অর্থাৎ উত্তম (অত্যন্ত ঘোর), মধ্যম (তদপেক্ষা ন্যূন) এবং অধম (সামান্য) পাপ মোচন করুন। অনন্তর হে জগদীশ্বর বরুণদেব, আমরা যেন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হইয়া আপনার শাসনে অবস্থানপূর্ব্বক উন্নতি-লাভ করিতে পারি।" এই পঞ্চবিংশ সূক্তের আলোচ্য ঋক্ সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি,—"হে বরুণদেব আমাদিগের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাদিগকে ঊর্দ্ধতম, মধ্যম এবং অধম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ-পাশ মোচন করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষড়্বিংশসূক্তং।
বিংশ একবিংশশ্চ বর্গঃ।

ষড়্বিংশসূক্তং।

এ সূক্তের ঋক্‌গুলিও বন্ধনদশা-প্রাপ্ত ঋষিকুমার শুনঃশেপের উচ্চারিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করিয়া মুক্তির জন্ম প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,- ইহাই কিম্বদন্তী। আমরা কিন্তু সাধারণভাবে সকলের পক্ষে সকল সময়েই ঋক্‌গুলি প্রয়োগের সার্থকতা অনুভব করি। সেই এক বধ্যভূমে নীত শুনঃশেপ বলিয়া নহে,—সংসার-বধ্যভূমে বিষম বন্ধনদশাগ্রস্ত সকল মানুষের মুক্তিলাভ-পক্ষেই এ প্রার্থনার সাফল্য দৃষ্ট হয়।

অতঃপর সূক্তান্তর্গত ঋক্‌গুলির বিশেষত্ব-বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।- দুই একটী মন্ত্রে, প্রথম দৃষ্টিতে, দেবতা-বিশেষকে যেন মানুষোচিত আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইবে। চতুর্থ ঋকে "সীদন্তু মনুষো যথা" বাক্যে "তোমরা মানুষের ন্যায় আসিয়া উপবেশন কর"—এইরূপ অর্থ সাধারণ-দৃষ্টিতে অধ্যাহৃত হয়। তাহার পোষকতা-কল্পে ব্যাখ্যা-কারগণ পুরাণের ও কাব্যের উপাখ্যান-সমূহের অবতারণা করেন। এইরূপ, পঞ্চম ঋকে, "পূর্ব্ব্যো হোতারস্ত" পদদ্বয়ে, 'অগ্নিদেব যেন পূর্ব্বে কোনও যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন', এই ভাব আমনন করা হয়। তাহাতেও মানুষরূপে দেবতার কল্পনা দেখা যায়। ব্যাখ্যা-কারগণ বলেন,—'এখানে আর্য্যগণের পূর্ব্বনিবাস-স্থানের প্রসঙ্গ আছে। সেখানে তিনি হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি। আরও, অগ্নিপূজার যে কোনও দূর লক্ষ ছিল না, পরন্তু নানারূপে উৎপন্ন অগ্নিমাত্রই যে লোকের উপাস্য ছিল, অগ্নির জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় ভীত আদিম অসভ্য জাতিরা যে অগ্নির পূজায় ব্রতী হইত, দশম ঋকের "সংসো যহো" প্রভৃতি বাক্যে তাহাই অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

স্বচ্ছ সুবিমল বেদ-রূপ দর্পণে আত্ম-প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়। যিনি যে ভাবের ভাবুক, যিনি যে স্তরের সাধক, তিনি বেদ-মধ্যে সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। এ সকল তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। কোন্ ঋকের কি নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহা আমরা যথাস্থানেই ব্যক্ত করিব। তবে বিপরীত-প্রকৃতির মানুষের মনে কত বিপরীত-ভাবই আসিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করাইবার জন্য সূক্তের এই সূচনা প্রকটন করা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠোঽনুবাকে ষড়্‌বিংশসূক্তং। ঋষি অজীগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।
অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীছন্দঃ। আগ্নেয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে।
সেমং নো অধ্বরং যজ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বসিষ্ব। হি। মিয়েধ্য। বস্ত্রাণি। ঊর্জাং। পতে॥
সঃ। ইমং। নঃ। অধ্বরং। যজ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিয়েধ্য' (হে যজনযোগ্য, অর্চ্চনার্হ) 'ঊর্জ্জাং পতে' (বলপ্রাণপ্রদাতা জ্ঞানদেব) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদকানি, অস্মাকং অজ্ঞানরূপাবরণানি) 'বসিষ্ব' (আচ্ছাদয় আবৃতং কুরু, অপসারয় ইতি যাবৎ); 'হি' (তেন অজ্ঞানাপসরণেন) 'সঃ' (অজ্ঞানাপসারকঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'ইমং' (আরব্ধমানং) 'অধ্বরং' (যাগাদি সৎকর্ম্ম) 'যজ' (সম্পাদয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — হে জ্ঞানদেব! স্বরূপজ্ঞানলাভায় যা বাধা অস্তি তৎসর্ব্বং বিদূরয়, পরং তু অস্মদ্দর্শনযোগ্যঃ প্রজ্বলিততেজঃসম্পন্নঃ তথা সৎকর্ম্মসম্পাদকঃ ভব। (১ম ২৬সূ ১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে সদা-অর্চ্চনার্হ বলপ্রাণপ্রদাতা জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের অজ্ঞান রূপ আবরণ অপসৃত করুন; সেই অজ্ঞানাপসারণ দ্বারা, অজ্ঞানাপসারক আপনি, আমাদিগের যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্পাদন করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! স্বরূপজ্ঞানলাভ নিমিত্ত যে বাধা আছে, সে সকল দূর করুন; পরন্তু আমাদিগের দর্শনযোগ্য প্রজ্বলিত তেজঃসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মসম্পাদক হউন।) *

---

* ওল্ডেনবর্গ (H. Oldenberg) এই ঋকের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ;— "Clothe thyself with thy clothing of light), O sacrificial (god), lord of all vigour, and then perform the worship for us." আলোক দ্বারা অন্ধকারকে অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতাকে আবৃত করার ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ ভাষ্যং।

বরুণেনাগ্নিস্তুতৌ প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদা'দহস্ক্তদ্বয়েনাগ্নিমস্তৌৎ। তথা চাম্নায়তে। তং বরুণ উবাচাগ্নিৰ্বৈ দেবানাং মুখং সুহৃদয়তমঃ। তং নু স্তুহ্য ত্বোৎস্রক্ষ্যামীতি সোঽগ্নিং তুষ্টাবাত উত্তরাভির্দ্বাবিংশত্যোতি।

হে নিয়েধ্য মেধস্য যজ্ঞস্য যোগ্য। উৰ্জ্জাং পতে। অন্নানাং পালকাগ্নি বস্ত্রাণাচ্ছাদকানি তেজাংসি বাসয। আচ্ছাদয়। প্রজ্বলতস্তেজসা ভবেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ প্রজ্বলতস্তস্মাৎ স তাদৃশস্ত্বং নোঽস্মদীয়মমধ্বরং যজ। নিষ্পাদয়।

বসিষ্ব। বসবাচ্ছাদনে। লোটি থাসঃ সে। পা০ ৩ ৪ ৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩৪ ৯১। ছন্দস্যুভয়থে। পা০ ৩৪ ১১৭। আৰ্দ্ধধাতুকত্বাদার্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদে'রতীডাগমঃ। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। মিয়েধ্য মকারৈকারয়োর্ম্মধ্য ইয়াগমশ্ছান্দসঃ। উৰ্জ্জাং পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। সেমং। সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণমিতি সোর্লোপঃ। ১।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মুনি বরুণ কর্ত্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি-বিষয়ে প্রণোদিত (উপদিষ্ট) হইয়া 'এতৎ' প্রভৃতি দুইটী সূক্ত দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছেন ; শ্রুতিতেও তদ্বিষয় উক্ত আছে, 'তং বরুণ উবাচ' ইত্যাদি। ঐ শ্রুতির অর্থ,—অগ্নি, দেবগণের মুখ-স্বরূপ, এবং অতিশয় (সর্ব্বাপেক্ষা) সহৃদয় (মহাত্মা)। অতএব তুমি তাঁহার স্তব কর। অতএব সেই শুনঃশেপ (আমি অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে) আত্মোৎসর্গ করিব' এই বলিয়া দ্বাবিংশতি ঋকের দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন।

হে পবিত্র যজ্ঞের উপযুক্ত যাবতীয় অন্নের রক্ষক অগ্নিদেব! আপনি আচ্ছাদক তেজঃসমূহ অঙ্গে ধারণ করুন ; অর্থাৎ সতেজে প্রজ্বলিত হউন। যেহেতু আপনি প্রজ্বলিত হয়েন, সেই হেতু প্রজ্বলিত আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

'বসিষ্ব' এই পদটি আচ্ছাদনার্থ বস ধাতুর উত্তর লোট্, 'থাসঃ সে' (পা০ ৩ ৪ ৮০) এই সূত্র দ্বারা 'থাস্' এর স্থানে 'সে', এবং 'সবাভ্যাং বামৌ' (পা০ ৩ ৪।৯১) এই সূত্র দ্বারা ব ও অম ; অনন্তর 'ছন্দস্যুভয়থা' (পা০ ৩ ৪ ১১৭) এই নিয়মানুসারে 'আৰ্দ্ধধাতুক' সংজ্ঞা হওয়ায় 'আৰ্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ' (পা০ ৭২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম, ল সার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তস্বর হইলে ধাতুস্বর, এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মিয়েধ্য' এই পদে 'মেধ্য' শব্দের ম-কার ও এ-কার — এই বর্ণদ্বয়ের মধ্যে বেদ-প্রয়োগ হেতু 'ইয়' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "উৰ্জ্জাম্পতে' এই পদে, 'সুবামন্ত্রিতে' (পা০ ২।১ ২ এই নিয়মানুসারে পরাঙ্গতুল্য হওয়ায় ষষ্ঠী বহুবচনান্তের সহিত মিলিত সমুদায় আমন্ত্রিত পদের আষ্টমিক নিঘাত হইয়াছে। 'সেমং' এই স্থলে সোঽচিলোপেচেৎ পাদপূরণম্' (পা০ ৬। ১৩৪) এই নিয়মানুসারে 'সু' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। ২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম (২৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:§০§:——

এ ঋকের একটী সমস্যাপূর্ণ বাক্য—'বস্ত্রাণি বসিষ্ব।' তাহার অর্থ এই যে,—'আবরণকে আবৃত কর।' আবরণকে আবৃত করার তাৎপর্য্য, আবরণকে অপসৃত করা যদি বলি—'অন্ধকারকে আবৃত কর'; তাহাতে 'অন্ধকারের উপর অন্ধকার ঘনীভূত করা' অর্থ আসে না। একটী কালীর দাগকে আবৃত করিতে হইলে যেমন তাহার বিপরীত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, এখানেও সেই ভাব বুঝা যাইতেছে। কলঙ্কের দ্বারা কলঙ্ক ঢাকা যায় না। অসত্যের দ্বারা অসত্য ঢাকা যায় না। তাহাতে কলঙ্ক ও অসত্য অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে মাত্র। সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে, এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি আমার দৃষ্টির বাধা অপসারণ করুন। আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। কেন-না, আপনি প্রত্যক্ষীভূত প্রকট হইলেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। আমার দৃষ্টির অন্তরায়ভূত বাধাকে আপনি বাধা প্রদান করুন। সে যেন সম্মুখে আসিয়া আর আমার দৃষ্টির গতি রোধ না করে। অর্থাৎ, আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। আপনি যে অর্চ্চনীয়, আপনি যে বলপ্রাণদাতা, আপনি যে পরিত্রাতা,—তাহা যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারি।' (১ম—২৬সূ—১ঋ)।

—— ০ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ।

অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। নঃ। হোতা বরেণ্যঃ। সদা। যবিষ্ঠ। মন্মভিঃ।

অগ্নে। দিবিত্মতা। বচঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সদা 'যবিষ্ঠ' (চিরনবীন) অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বরেণ্যঃ' (পূজার্হঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'মন্মভিঃ' (হৃদগতস্তুতিভিঃ, ভক্তিসহযুতৈঃ) 'দিবিত্মতা' (দীপ্তিমতা, দিব্যেন) 'বচঃ' (বচসা, মন্ত্রেন স্তূয়মানঃ সন্তুষ্টঃ সন) 'হোতা' (হোমসম্পাদনকারী, দেবভাবানাং আহ্বাতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা 'নি' (নিষীদ, অস্মাকং কর্ম্ম সম্পাদয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — হে দেব! অস্মাকং হৃদিনির্গতৈঃ দিব্যমন্ত্রৈঃ সন্তুষ্টঃ সন অস্মান্ পালয় (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীন হে জ্ঞানদেব! বরেণ্য আপনি, আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তি-সহযুত দিব্যস্তুতিমন্ত্রে স্তূয়মান্ সন্তুষ্ট হইয়া, হোতৃ রূপে অর্থাৎ দেবভাব-সমূহের আহ্বাতা হইয়া আমাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের হৃদিনির্গত দিব্যমন্ত্র-সমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পালন করুন)। (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সদা যবিষ্ঠ সর্ব্বদা যুবতম হে অগ্নে বরেণ্যো বরণীয়স্ত্বং নোঽস্মাকং হোতা হোম-নিষ্পাদকো ভূত্বা দিবিত্মতা দীপ্তিমতা বচো বচসা স্তূয়মানঃ সন্ নিষীদেতি শেষঃ। কীদৃশস্ত্বং। মন্ম জ্ঞাপকৈস্তেজোভির্যুক্ত ইতি শেষঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে চিরযৌবনযুক্ত অগ্নিদেব! বরণীয় (মাননীয়) আপনি আমাদিগের হোমনিষ্পাদক এবং দীপ্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা স্তূয়মান (অভিনন্দিত) হইয়া বসুন। এই স্থলে 'নিষীদ' ক্রিয়া উহ্য আছে। আপনি কিরূপ?—না, জ্ঞাপক (প্রকাশক) তেজোরাশিবিশিষ্ট। এই স্থলে 'যুক্তঃ' এই পদ উহ্য আছে।

---

* এই ঋকের ইংরাজী অনুবাদ (ওল্ডেনবর্গের) এইরূপ দৃষ্ট হয়;—"Sit down, most youthful God, as our desirable Hotri, through our prayerful) thoughts, O Agni, with thy word that goes to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যবিষ্ঠ। যুবশব্দাদিষ্ঠনি স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদিপরস্য লোপঃ। পূর্ব্বস্যোকারস্য গুণশ্চ। অবাদেশঃ আমন্ত্রিতনিঘাতঃ মন্মভিঃ মনজ্ঞানে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দিবিত্মতা। দিবু ক্রীড়াদৌ। ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশ ইতীক্‌প্রত্যয় তেন ধাতুবাচিনা দিবিশব্দেন চ ধাত্বর্থো দীপ্তির্লক্ষ্যতে। যদ্বা ঔণাদিকো ভাবে কি প্রত্যয়ঃ। দিবি শব্দাৎ মতুপি তকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা। বহুলকাদ্ধাত্বর্থে ভাব ইতক্। মতুপি তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বাজ্জশ্ত্বাভাবঃ। বচঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ৈকবচনস্য লুক্ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (২৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে অগ্নিদেবকে 'সদাযুবতম' বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ অগ্নি সম্বন্ধেও এ বিশেষণ যেমন প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার অগ্নির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যে জ্ঞান-স্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধেও এ বিশেষণ সমভাবেই প্রযুজ্য হয়। সত্যই তিনি চির-নবীন, সত্যই তিনি সদাযুবতম। এইরূপ যুবতম যিনি, তিনিই হোম-সম্পাদনের উপযুক্ত। ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, বিরক্তি নাই;—পাপী-

---

'যবিষ্ঠ' এই পদ 'যুবন্' শব্দের উত্তর ইষ্ঠন প্রত্যয়, পরে 'স্থূলদূর' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যণাদির পরভাগের লোপ, পূর্ব্বস্থিত উ-কারের গুণ ও-কার, অনন্তর ঐ ওকারের স্থানে 'অব' আদেশ, এবং আমন্ত্রিতপদের নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মন্মভিঃ'—এই পদ জ্ঞানার্থ মন ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ পদের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত 'দিবিত্মতা' এই পদ, ক্রীড়াদিবাচক দিব্ ধাতুর উত্তর ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে (পা০ ৩৩।১০৮ বা০ ২) এই নিয়ম দ্বারা ইক্ প্রত্যয়, তৎপরে সেই ধাতুবাচক দিবি শব্দের দ্বারা দীপ্তিরূপ ধাতুর অর্থ লক্ষিত হইতেছে। অথবা ঔণাদিক কি প্রত্যয় করিয়া দিবি শব্দ হয়। সেই দিবি শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়, এবং বেদ প্রয়োগবশতঃ 'মতুপ্' পরে ত-কারের আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা বাহুলক দিব্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ইতক্ প্রত্যয় করিয়া 'দিবিত' শব্দ হয়; উক্ত শব্দের উত্তর 'মতুপ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; আর ঐ পদে 'তসৌমত্বর্থে' (পা০ ১।৪।১৯) এই নিয়মানুসারে 'ভ'-সংজ্ঞা হওয়ায় 'জশ্' ভাব হইল না। 'বচঃ' পদে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের লোপ হইয়াছে ॥ ২ ॥

---

heaven." ঋকের 'মন্মভিঃ' পদে "with thy wise thoughts"—এইরূপ অর্থ তিনি আমনন করেন। "দিবিত্মতা বচঃ' বাক্যে "with thy word" অর্থ তাঁহার মতে স্থির হয়। আমাদের অর্থ যথাস্থানেই প্রকাশ করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাপীর উদ্ধার-পক্ষে তেমন সহায়ই তো প্রয়োজন। এ জীবন-যজ্ঞে তাঁহাকে ভিন্ন অন্য আর কাহাকে হোতৃপদে বরণ করিবে?

কিন্তু তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিতে হইলে বরণ-কার্য্যে তোমার কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন? 'মন্মভিঃ' আর 'দিবিত্মতা বচঃ'—সেই সামগ্রীর সন্ধান দিতেছে। ঋক্ বলিতেছে—'মন্মভিঃ' হৃদ্‌গত ভক্তি-দ্বারা, আর 'দিবিত্মতা বচঃ' অর্থাৎ দৈবী মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। চাই—হৃদয়। চাই—মন্ত্র। তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইলেই জীবন-যজ্ঞ সার্থক হইবে। (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে।

সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। হি। স্ম। সূনবে। পিতা। আপিঃ। যজতি। আপয়ে।

সখা। সখ্যে। বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতা' (পালনকর্ত্তা) যথা 'সূনবে' (পুত্রায়), 'আপিঃ' (বন্ধুঃ) যথা 'আপয়ে' (বন্ধবে), 'সখা' (প্রিয়ঃ) যথা 'সখ্যে' (প্রিয়ায়) 'আ যজতি স্ম' (সম্যক্ পোষয়তি স্ম তদ্বৎ) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ত্বং) হে দেব! অস্মান্ রক্ষ ইতি শেষঃ। বন্ধুঃ সখা পিতা ইব, হে দেব, অস্মাকং মঙ্গলং বিধেহি - ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—৩ঋ)।

* . *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে, সখা যেমন সখাকে সম্যক্-রূপে রক্ষা করেন, হে বরেণ্য দেব, আপনি আমাদিগকে সেই ভাবে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—বন্ধু সখা ও পিতা যেমন, হে দেব, সেই-রূপভাবে আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।)॥ (১ম—২৬সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বরেণ্যো বরণীয়ঃ পিতাপি পিতৃস্থানীয়স্ত্বং সূনবে পুত্রস্থানীয়ায় মহ্যমভীষ্টং দেহীতি শেষঃ। হি স্মেতি নিপাতদ্বয়ং সর্ব্বথেত্যমুমর্থমাচষ্টে। অভীষ্টদানে দৃষ্টান্তদ্বয়মুচ্যতে। যথাপির্ব্বন্ধুবাপয়ে বন্ধবে আযজতি হি স্ম। সর্ব্বথা দদাতীতি শেষঃ। সখা প্রিয়ঃ সখ্যে প্রিয়ায়াভীষ্টং সর্ব্বথা দদাতি তথা ত্বমপি দেহি।

স্মা সূনবে নিপাতস্য চেতি দীর্ঘ যজতীত্যত্র সখা সখ্যে ইত্যত্রাপ্যনুষঙ্গাত্তদপেক্ষয়েয়ং প্রথমেতি চাদিলোপে বিভাষেতি ন নিহন্যতে। যদ্বা হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সখ্যে। সমানে-খ্যশ্চোদাত্ত ইতি সখিশব্দ ইন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। সুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে স এব শিষ্যতে। ৩॥

তৃতীয় (২৯০) ঋকের বিশদার্থ।

—০ঃ‡ঃ‡ঃ০—

পূর্ব্ব ঋকে 'হোতা' পদ আছে। তাহাতে অগ্নিদেবকে হোতৃপদ-গ্রহণের জন্য প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ ঋকের 'যজতি' ক্রিয়াপদে সেই সম্বন্ধই লক্ষ্য পাইতেছে। তাহাতে ঋকের অর্থ হয়,—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আপনি বরণীয় ও পিতৃস্থানীয় আপনি পুত্রস্থানীয় আমাকে অভীষ্ট দান করুন। এই স্থলে 'অভীষ্টং দেহি'—এই অংশ উহ্য রহিয়াছে। 'হি ও স্ম' এই নিপাতদ্বয় 'সর্ব্বথা' এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অভীষ্ট-দান বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে; যথা,—যেরূপ বন্ধুকে সর্ব্বপ্রকারে অভীষ্ট দান করে, এবং প্রিয়জন প্রিয়জনকে সর্ব্বপ্রকারে অভীষ্ট দান করে। এই উভয় স্থলে 'দদাতি' এই ক্রিয়াপদ উহ্য। সেইরূপ আপনিও অভীষ্ট দান করুন।

'স্মা সূনবে' এই পদে 'নিপাতস্য চ' এই নিয়ম দ্বারা 'স্ম' এর অকারের দীর্ঘ হইয়াছে। 'যজতি' এই পদের সখা সখ্যে' এই স্থলেও অনুষঙ্গ (সম্বন্ধ) হেতু, এবং ঐ সম্বন্ধাপেক্ষায় এই প্রথমা বিভক্তি হইতেছে। এইজন্য উক্ত পদে 'চাদিলোপে বিভাষা' (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'সখ্যে' এই পদ 'সমানেখ্যশ্চোদাত্ত' এই নিয়মানুসারে ইন-প্রত্যয়ান্ত সখি-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; এবং ঐ পদে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে, আর সুপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে, সেই আদি উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট থাকিল॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পিতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহবান্ হন, বন্ধু যেমন বন্ধুর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হন, প্রিয় যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রেমবান হন, হে দেব, আপনি সেইরূপ স্নেহানুরাগ প্রেমের সহিত আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

'স্ম' যোগে (আষক্তি স্ম) ক্রিয়া পদ অতীতকালের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে বলা যায়,—অতি দূর অতীত কাল হইতে পিতা, বন্ধু বা সখা যেমন পুত্র বন্ধু ও সখার প্রতি স্নেহ-ব্যবহার বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, আপনি সেইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। পিতৃভাবেই হউক, সখাভাবেই হউক, আর বন্ধুভাবেই হউক, হে দেব! আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন। ফলতঃ, ভগবানের করুণা-প্রার্থনাই এ ঋকের মুখ্য লক্ষ্য। (১ম—২৬সূ—৩ঋ)

— § —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।

সীদন্তু মনুষো যথা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। বর্হিঃ। রিশাদসঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্যমা।

সীদন্তু। মনুষঃ। যথা ॥ ৪ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'রিশাদসঃ' (শত্রুনাশকত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বর্হিঃ' (যজ্ঞং, কর্মানুষ্ঠানং প্রতি ইত্যর্থঃ।) 'আ' (আগচ্ছ), 'মনুষঃ যথা' (মনুষ্য ইব প্রত্যক্ষঃ ভব); ত্বয়া সহ 'বরুণঃ (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্যমা' (গতি-কারকঃ অর্যমাদেবঃ) 'সীদন্তু' (আগচ্ছন্তু, প্রত্যক্ষীভূতাঃ ভবন্তু)। সর্বে দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু—ইতি ভাব। (১ম -২৬সূ - ৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! শত্রুসংহারকারী আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন করুন,—মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হউন; আপনার সহিত অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব এবং গতিকারক অর্য্যমা দেবও আগমন করুন। (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—২৬সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং ॥

হে অগ্নে বরুণাদয়ো দেবাস্তব বন্ধবস্ত্বয়া প্রেরিতা রিশাদসো হিংসকানদন্তো নোঽস্মদীয়ং বর্হির্যজ্ঞমাসীদন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা মনুষঃ প্রজাপতের্যজ্ঞমাসীদন্তি তদ্বৎ॥

বর্হী রিশাদসঃ বিসর্জ্জনীয়স্য রুত্বে কৃতে রোরি। পা০ ৮।৩।১৪। ইতি রেফলোপঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ। পা ৬।৩।১১১। ইতীকারস্য দীর্ঘত্বং। রিশাদসঃ। রিশ হিংসায়াং। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ শত্রবঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। তানদন্তীতি রিশাদসঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সীদন্তু। ষদ্‌৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু। পাঘ্রেত্যাদিনা সীদাদেশঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। মনুষঃ। মন জ্ঞানে। মন্যতে জানাতীতি মনুঃ প্রজাপতিঃ। জনের-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনার বন্ধু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হিংসকগণকে ভক্ষণ (নাশ) করিতে করিতে আমাদিগের (আমার যজ্ঞের) নিকটে আসুন; (যজ্ঞে উপস্থিত হউন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেরূপ মনুষ্যগণ প্রজাপতির (সম্রাটের) যজ্ঞ-সন্নিধানে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ।

'বর্হী রিশাদসঃ' এই স্থলে বিসর্গের স্থানে 'রু' করা হইলে 'রোরি' (পা০ ৮।৩।১৪) এই সূত্র দ্বারা রেফের লোপ; এবং 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' (পা০ ৬।৩।১১১) এই সূত্র দ্বারা ই-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। 'রিশাদসঃ' এই পদটী, 'হিংসা করে যাহারা' এইরূপ অর্থে হিংসার্থ রিশ ধাতুর উত্তর 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া 'রিশ' শব্দ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ শত্রু। অতঃপর 'রিশ (শত্রু) সকলকে ভক্ষণ করে যাহারা' এই অর্থে রিশ শব্দ পূর্ব্বক অদ্‌ ধাতুর উত্তর 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌' এই সূত্র দ্বারা অসুন্‌ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ঐ পদে কৃদন্তের উত্তর পদ-প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। 'সীদন্তু' এই পদটী সদ্‌ ধাতুর স্থানে 'পা ঘ্রা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সীদ' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সদ্‌ ধাতুর অর্থ—বিসরণ, গমন ও অবসাদন। উক্ত পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর, আর লসার্ব্বধাতুক স্বরের দ্বারা 'শতৃ'-প্রত্যয়ের ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'মনুষঃ' এই পদটী (যিনি সর্ব্ব বিষয় জানেন, তিনি মনু; মনু শব্দের অর্থ প্রজাপতি) জ্ঞানার্থ মন্‌ ধাতুর উত্তর 'জনেরুসিনিচ্চ' (উ০ ২।১।১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিনিচ্চ। উ০২।১১।১১৩। ইতামুবৃত্তৌ বহুলমন্যত্রাপীত্যৌণাদিক উসিপ্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যথা। যথেতিপাদান্তে। ফি০ ৪।১৫। ইতি সর্বানুদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (২৯১) ঋকের বিশদার্থ।

——:§০§:——

এ ঋকের কয়েকটী পদ বিতর্কমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'মনুষো যথা' বাক্যের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'যেমন প্রজাপতির যজ্ঞে'। তাহার মর্ম্ম এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, প্রজাপতি মনুর যজ্ঞে বরুণাদি দেবগণ যেমন অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইভাবে আপনারা আসিয়া এই যজ্ঞে আসন গ্রহণ করুন। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার বলেন,—'মনুষো যথা' বাক্যে 'মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া' এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। এইরূপ, 'রিশাদস' পদের অর্থে, কেহ লিখিয়া গিয়াছেন—'হিংসক শত্রুদের নাশকারী', কেহ লিখিয়াছেন—'ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গরীয়ান' ইত্যাদি। তার পর ঐ 'রিশাদশঃ' শব্দ যে কাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ কোন্ পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও নানা সংশয় আছে। *

এখন, আমরা ঋক্‌টির যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার আলোচনা করা যাইতেছে। 'মনুষো যথা' পদদ্বয়ে 'মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হউন' অর্থই সঙ্গত ও অধিক ভাব-প্রকাশক হয়। আমরা

---

১১৩) এই সূত্র হইতে 'উসি'র অনুবৃত্তি হইলে 'বহুলমন্যত্রাপি' এই উণাদি সূত্র দ্বারা ঔণাদিক উসি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে ন ইৎ যাওয়ায় আদি স্বর উদাত্ত 'যথা' এই পদে 'যথেতি পাদান্তে' (ফি০ ৪।১৫) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা সর্ব্বস্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। ৪ ॥

---

* ঋকের একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে বিতর্কের বিষয় বোধগম্য হইবে। যথা,—ওল্ডেনবর্গের ইংরাজী অনুবাদ;—"May Varuna, Mitra, Aryaman, triumphant with riches, sit down on our sacrificial grass as they did on Manu's." রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ; "শত্রুঘাতক মিত্র, বরুণ এবং অর্য্যমন্ দেব আমাদিগের যজ্ঞে আগমন পূর্ব্বক কুশাসনের উপর, মানুষের ন্যায় প্রত্যক্ষ, উপবেশন করুন।" সূক্তটির সকল মন্ত্রই অগ্নিদেবের সম্বোধনমূলক। সায়ণ তাই অগ্নিদেবকে উপলক্ষ করিয়াই বরুণাদি দেবত্রয়কে প্রবোধনের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ, আমাদের মানুষী চর্ম্মচক্ষু অশরীরী সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাকে দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। ভক্ত তাই, অরূপে রূপের আরোপ করিয়া, অগুণে গুণের দ্যোতনা দ্বারা, আপনার দেবতাকে আকাঙ্ক্ষানুরূপ রূপগুণে বিভূষিত করিয়া লন। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সাধক ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না। আপনি একবার দয়া করিয়া রূপ-গুণে বিভূষিত হইয়া আমায় দেখা দেন। আপনাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার চক্ষুর সার্থকতা হউক,—আমার জীবন ভরিয়া যাউক। আপনি বরুণরূপে আসুন, আপনি মিত্ররূপে আসুন, আপনি অর্য্যমন্ (দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য) রূপে আসুন। ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপনাকে দেখিতে পাইলে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান সঞ্জাত হইবে,—আপনার অভিন্নত্ব বুঝিতে পারিব। শত্রুনাশ-কার্য্য তখনই সমাধা হইবে,—আপনাদের যজ্ঞে আগমন তখনই সার্থক হইল মনে করিব।' রূপগুণের আরোপ করিয়া, মনুষ্য-রূপে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। এ মন্ত্রে সেই আভাসই প্রচ্ছন্ন আছে। (১ম—২৬সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

পূর্ব্ব্য হোতারস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ

ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পূর্ব্ব্য। হোতঃ। অস্য। নঃ। মন্দস্ব। সখ্যস্য। চ।

ইমাঃ। উঃ ইতি। সু। শ্রুধি। গিরঃ॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূর্ব্ব্য' (অনাদে) 'হোতঃ' (হোমসম্পাদক, সর্ব্বকর্ম্মসুসম্পাদক হে দেব!) 'নঃ' (অস্মদীয়স্য) 'অস্য' (প্রবর্ত্তমানস্য নিত্যানুষ্ঠীয়মানস্য বা কর্ম্মস্য) 'সখ্যস্য' (সখিত্বস্য, সম্বন্ধরক্ষার্থং ইতি যাবৎ) 'মন্দস্ব' (অস্মাকং পূজায়াং ত্বং প্রহৃষ্টো ভব); 'উ চ' (অপিচ) 'ইমাঃ' (অস্মাভিঃ উচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'সু শ্রুধি' (সম্যক্ শৃণু)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ তব সখিত্বং চিরমিলনং বা অস্তু, তথা অস্মাকং কর্ম্ম সুষ্ঠু ভবতু। (১ম ২৬সূ ৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অনাদি, সর্ব্বকর্ম্ম-সুসম্পাদক দেব! আমাদিগের এই নিত্যকৃত কর্ম্মের সহিত আপনার সখিত্ব-সম্বন্ধ রক্ষার জন্য আমাদিগের পূজায় আপনি প্রহৃষ্ট হউন; আর, আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্রমন্ত্র আপনি সম্যক্-রূপে শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার সখিত্ব বা চিরমিলন হউক এবং আমাদিগের কর্ম্ম সুষ্ঠু হউক।)॥ (১ম—২৬সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূর্ব্ব্য অস্মদাদেঃ পূর্ব্বমুৎপন্ন হোতর্হোমনিষ্পাদকাগ্নে নোঽস্মদীয়স্যাস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য সখ্যস্য চাস্মদনুগ্রহস্য চ সিদ্ধ্যর্থং মন্দস্ব ত্বং হৃষ্টো ভব। ইমা অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা গির উ ষু স্তোত্ররূপা বাচোঽপি শ্রুধি শৃণু॥

পূর্ব্ব্য। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। হোতরিত্যস্য নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্য বিদ্যমানত্বাদাষ্টমিকো নিঘাতঃ। অস্য। ঊড়িদমিতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। মন্দস্ব। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অস্মৎ প্রভৃতির (আমাদিগের ও অন্যান্য যাবতীয় প্রাণিগনের) পূর্ব্ব-জাত, হোম-নিষ্পাদক হে অগ্নিদেব! আমাদিগের (আমার) এই প্রবর্ত্তমান যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনি সন্তুষ্ট হউন। আর আমরা যে স্তুতি করিতেছি, সেই স্তোত্ররূপ বাক্য শ্রবণ করুন।

'পূর্ব্ব' এই পদে আমন্ত্রিতের আদ্য-স্বর উদাত্ত। "হোতঃ" এই পদের 'নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে' এই নিয়মে সিদ্ধ হইয়াছে। 'অস্য' এই পদে ঊড়িদম্ এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "মন্দস্ব" এই পদ "মদি" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্তুতি, মোদ (হর্ষ), মদ (গর্ব্ব), স্বপ্ন (নিদ্রা), কান্তি (কামনা) এবং গমন এই সকল অর্থে মদি (মন্দ) ধাতু প্রযুক্ত হয়। উক্ত পদে শপের "প" ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর; এবং লসার্ব্বধাতুক স্বর দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। সখ্যস্ত। সখ্যুঃ কর্ম্ম সখ্যং। সখ্যুর্য্যঃ। পা- ৫।১।১২৬। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। যস্যেতি লোপে প্রত্যয়স্বরঃ। উ ষু। সুঞঃ। পা০ ৮।৩।১০৭। ইতি ষত্বং। শ্রুধি। শ্রু শ্রবণে। শ্রু শৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। ৫।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে বিংশো বর্গঃ।

পঞ্চম (২৯২) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতার সহিত কর্ম্মের সখ্য কি প্রকারে স্থাপিত হয়? কর্ম্ম দেব-সম্বন্ধযুত ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত হইলেই কর্ম্মের সহিত ভগবানের (দেবতার) সখিত্ব হয়। 'আপনি আমাদের পূজায় পরিতুষ্ট হউন; আমাদের কর্ম্ম আপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হউক। অর্থাৎ,—'হে ভগবন্! আমাদের কর্ম্ম সকল এমন সৎ হউক,—যেন সৎস্বরূপ আপনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে' ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব্যা' পদটীর ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই 'প্রার্থনাকারীর (শুনঃশেপের) পূর্ব্বে জাত' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সকল কালে সকলেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। তাহাতে কোন্ পূর্ব্বে, তাহা স্থির হয় না; 'পূর্ব্বের পূর্ব্বে' এইরূপ সন্ধান করিতে করিতে, অনন্ত পূর্ব্ব অনাদি অর্থই সঙ্গত হইয়া আসে। 'সখ্যস্য' পদে 'সখিভাব রক্ষার জন্য' অর্থই সঙ্গত হয়। (১ম—২৬সূ—৫ঋ)।

তিঙের ধাতুস্বর হইয়াছে। আর, 'অপাদাদৌ' এই পর্য্যুদাস হেতু আষ্টমিক নিঘাত হয় নাই। "সখ্যস্য" এই পদে "সখার কর্ম্ম" এই অর্থে সখ্য হয়। সখি শব্দের উত্তর "সখ্যুর্য্যঃ" (পা০৫।১।১২৬) এই সূত্র দ্বারা য-প্রত্যয়। 'যস্য' এই সূত্র দ্বারা ই-কারের লোপ হইলে প্রত্যয় স্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে. "উ ষু" এই স্থলে 'সুঞঃ' (পা০ ৮।৩।১০৭) এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। "শ্রুধি" এই পদ শ্রবণার্থ শ্রু ধাতুর উত্তর (লোট্ 'হি') "শ্রুশৃণুপৄ-কৃ-বৃভ্যশ্ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ, এবং "বহুলং ছন্দসি" এই নিয়মহেতু শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৫।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ২০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে।

ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। শশ্বতা। তনা। দেবঃহদেবং। যজামহে।

ত্বে ইতি। ইৎ। হূয়তে। হবিঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'যচ্চিদ্ধি' (যদ্যপি) বয়ং 'শশ্বতা' (শাশ্বতেন, নিত্যেন. সদাপ্রদত্তেন) 'তনা' (বিস্তৃতেন হবিষা, প্রকৃষ্টেন পূজোপচারেণ) 'দেবং দেবং' (বিভিন্ন দেবং) 'যজামহে' (পূজয়ামহে), তথাপি তৎ 'হবিঃ' (সর্ব্বং আহবনীয়ং সর্ব্বা পূজা ইত্যর্থঃ) 'ত্বে ইৎ' (ত্বয়ি এব) 'হূয়তে' (পূজয়তে, বর্ত্ত.ত ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানং হি সর্ব্বদেবময়ং; সর্ব্বদেবানাং পূজয়া সহ জ্ঞানং সম্বন্ধংতং—ইতি ভাবঃ (১ম—২৬সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যদিও আমরা সদাকাল অশেষ পূজোপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি; তথাপি সকল পূজা আপনাতেই বর্ত্তিতেছে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সর্ব্বদেবময়; সকল দেবতার পূজার সঙ্গেই জ্ঞান সম্বন্ধযুক্ত।)॥ (১ম—২৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে যচ্চিদ্ধি যদ্যপি শশ্বতা শাশ্বতেন নিত্যেন তনা বিস্তৃতেন হবিষা দেবং দেবমন্যং অন্যং বরুণেন্দ্রাদিরূপং নানাবিধং দেবতাবিশেষং যজামহে। তথাপি তদ্ধবিঃ সর্ব্বং ত্বে ইত্বয্যেব হূয়তে। অতো দেবান্তরবিষয়ো যাগোঽপি ত্বদীয়ৈব সেবেত্যর্থঃ॥

তনা। তনু বিস্তারে। ক্বিপ্ চেতি ক্বপ্। যদ্বা পচাদ্যচ্। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া আকারঃ। দেবং দেবং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতমিত্যুত্তরস্যাম্রেড়িত সংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যজামহে। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি-নিঘাতপ্রতিষেধঃ। ত্বে। যুষ্মচ্ছব্দাৎসপ্তম্যেকবচনস্য সুপাং সুলুগিতি শে আদেশঃ। ত্বমাবেকবচনে ইতি মপর্যান্তং তস্য ত্বাদেশঃ। শেষলোপেঽতো গুণ ইতি পররূপত্বং শে ইতি প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং প্লুত প্রগৃহ্যা অচি। পা০ ৬।১।১২৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। হূয়তে। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োঃ পা০ ৭।৪।২৫। ইতি দীর্ঘঃ। ৬।

ষষ্ঠ (২৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে সাধকের ভেদ-ভাব বিদূরিত হইয়াছে এখানে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক। অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্মই

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যদিও নিত্য এবং বিস্তৃত (প্রচুর) হবির্দ্রব্য দ্বারা অন্যান্য বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতিরূপ নানা প্রকার দেবতা-বিশেষের যাগ (পূজা) করিয়া থাকি; তথাপি সেই হবির্দ্রব্য তোমাতেই হুত (অর্পিত) হইয়া থাকে; অর্থাৎ, অন্যান্য দেব-বিষয়ক যাগও তোমারই সেবা (আরাধনা) স্বরূপ হয়।

'তনা" এই পদ, বিস্তারার্থ "তন" ধাতু উত্তর 'ক্বিপ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়, অথবা, পচাদি হেতু অচ্ (অ) প্রত্যয়, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'দেবং দেবং' এই স্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব, এবং "তস্য পরমাম্রেড়িতম্" (পা০ ৮।১।২) এই সূত্র দ্বারা আম্রেড়িত সংজ্ঞা হইলে, "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্র দ্বারা সমুদায় পদের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যজামহে" এই পদে "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" (পা০ ৮।১।৩০) এই সূত্র দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'ত্বে" এই পদটী "যুষ্মৎ" শব্দের উত্তর সপ্তমীর একবচনের স্থানে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা 'শে" আদেশ, 'ত্বমাবেক বচনে' এই সূত্র দ্বারা 'যুষ্ম' এই ম-পর্যান্ত অংশের স্থানে "ত্ব" আদেশ, 'শেষে লোপঃ' (৭।২।৯০) এই সূত্র দ্বারা শেষ অংশের লোপ, অনন্তর "অতোগুণে" (পা০ ৬।১।৯৭) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব (পররূপ একাদেশ, পূর্ব্ববর্ণের সহিত পরবর্ণের যোগ) এবং "শে" (পা০ ১।১।১৩) এই সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা হইলে, 'প্লুত প্রগৃহ্যা অচি' (পা০ ৬।১।১২৫) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'হূয়তে" এই পদে অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োঃ (পা০ ৭।৪।২৫) এই সূত্র দ্বারা হু ধাতুর উকারের দীর্ঘ হইয়াছে॥ ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে নানা দেবরূপে আপন বিভূতি বিস্তার করিয়া আছেন, এখানে সাধকের তাহা বোধগম্য হইয়াছে। আলোক-স্তম্ভ যেমন কেন্দ্রস্থান হইতে চারিদিকে রশ্মিরূপে বিস্তৃত হয়; এবং সেই অসংখ্য অনন্ত রশ্মিমালার অনুসরণে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে যেমন সেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হওয়া যায়; এখানেও সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। যে দেবতার বা ভগবানের যে বিভূতির মধ্য দিয়াই পূজা-উপচার প্রেরিত হউক না কেন, সকলই সেই অভিন্ন একে গিয়া মিলিত হইবে, সেই কথাই এখানে ব্যক্ত আছে।

একেশ্বরবাদিগণ যে বহুদেবোপাসকগণের প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, এই সাকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাঁহাদের সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইতে পারিবে। হিন্দু যে অসংখ্য অগণ্য দেবদেবীর পূজা করেন, তাহার মূল লক্ষ্য এইখানে প্রকটিত রহিয়াছে। বিশ্বনাথ বিশ্ব-ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বের যে অঙ্গেরই সেবা করিবে, তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা-পূজা সম্পন্ন হইবে। এ ঋক্ সেই তত্ত্বই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। ॥ (১ম—২৬সূ—৮ঋ) ॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ।
প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

প্রিয়ঃ। নঃ। অস্তু। বিশ্‌পতিঃ। হোতা। মন্দ্রঃ। বরেণ্যঃ।
প্রিয়াঃ। সুঽঅগ্নয়ঃ। বয়ং। ৭।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব ! ত্বং 'বিশ্পতিঃ' (জগৎপালকঃ) 'হোতা' (যজ্ঞসম্পাদকঃ ,সৎকর্ম্মকারকঃ), 'নঃ' (অস্মাকং) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রেমাস্পদঃ) 'মন্দ্রঃ' (আনন্দবর্দ্ধকঃ) 'অস্তু' (ভবতু) ; 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্বগ্নয়ঃ' (অগ্নিসহযুতাঃ, সদ্জ্ঞানসমন্বিতাঃ সন্তঃ) 'প্রিয়াঃ' (তবানুগ্রহযুতাঃ) ভূয়াস্ম ইতি শেষঃ. প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যেন বয়ং অস্মাকং কর্ম্মণা তব প্রেমাধিকারিণঃ ভবেম, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু। (১ম - ২৬সূ ৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব ! আপনি জগৎপালক, যজ্ঞসম্পাদক (সৎকর্ম্মকারক), আপনি আমাদিগের বরণীয় প্রিয় এবং আনন্দবর্দ্ধক হউন ; প্রার্থনা-কারী আমরা যেন সু-অগ্নি-সহযুত (সদ্‌গুণান্বিত) হইয়া আপনার প্রিয় (অনুগৃহীত) হইতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যেন আমরা আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আপনার প্রেমাধিকারী হই, হে দেব, সেই অনুগ্রহ করুন।) ॥ (১ম—২৬সূ—৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বিশ্‌পতির্বিশাং প্রজানাং পালকো হোতা হোমনিষ্পাদকো মন্দ্রো হৃষ্টো বরেণ্যো বরণীয়োঽগ্নির্নোঽস্মাকং প্রিয়োঽস্তু। বয়মপি স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তস্তব প্রিয়া ভূয়াস্মেতি শেষঃ ॥

বিশ্‌পতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। বরেণ্যঃ। বৃঞ্। এণ্যঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। স্বগ্নয়ঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং ॥ ৭ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রজাপালক, হোমনিষ্পাদক, হৃষ্ট (সন্তুষ্ট) এবং বরণীয় (মাননীয় এবম্ভূত) অগ্নিদেব, আমাদিগের (আমার) প্রিয় (প্রীতিজনক) হউক্ ; এবং আমরাও (আমিও) মঙ্গলকর অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় (প্রীতি-সম্পাদক) হইব। এই স্থলে 'ভূয়াস্ম' এই ক্রিয়া-পদ উহ্য।

'বিশ্‌পতিঃ' এই পদে 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে পর "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই নিয়ম-হেতু উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বরেণ্যঃ' এই পদ 'বৃঞ্' বৃ ধাতুর উত্তর উণাদি এণ্য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ ; এবং উক্ত পদ বৃষাদিতে পঠিত হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'স্বগ্নয়ঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে "নঞ্‌সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম (২৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

আমার হৃদয়ের প্রেম-ভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে আমি যেন সমর্থ হই ;—তিনি যেন আমার বরণীয় ও প্রিয় হন। তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সদ্‌জ্ঞানলাভ করিয়া, আমিও তাঁহার প্রিয় হইতে পারিব। হে ভগবন্! তুমি আমাদের প্রিয় হও, আমরা তোমার প্রিয় হই, আমাদের ও তোমার মধ্যে যেন অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাদাসিধা এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। * (১ম—২৬সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

স্বগ্নয়ো হি বার্য্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ।
স্বগ্নয়ো মনামহে ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽঅগ্নয়ঃ। হি। বার্য্যং। দেবাসঃ। দধিরে। চ নঃ।
সুঽঅগ্নয়ঃ। মনামহে ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স্বগ্নয়ঃ (সদ্‌জ্ঞানরূপাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ) নঃ' (অস্মদীয়ং) 'বার্য্যং' (বরণীয়ং ধনং সদ্‌জ্ঞানরূপং শ্রেষ্ঠধনং) 'দধিরে' (ধৃতবন্তঃ) ; 'হি' (তস্মাৎ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ)

* ইংরাজী অনুবাদে ঋক্‌টীর অর্থ কিরূপ বিকৃত হইয়া আছে, লক্ষ্য করুন ;—"May he be dear to us, the lord of the clan the joy-giving, elect Hotri ; may we be dear (to him), possessed of good Agni (i.e., of good fire), গৃহে অগ্নি-রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রিয় হইব,—এই কি মর্ম্মার্থ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'স্বগ্নয়ঃ' (সদ্‌জ্ঞানযুক্তাঃ সন্তঃ) জ্ঞান দেবান 'মনামহে' (হৃদি ধারয়ামহে যদ্বা হৃদি ধারয়েম)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানেন সহ জ্ঞান-স্বরূপস্য দেবস্য সম্বন্ধ বিদ্যতে ; হে মম মনঃ ত্বং জ্ঞানাধিকারী ভব। (১ম—২৬সূ ৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ আমাদিগের জন্য সদ্‌জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ-ধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই ধন প্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাকারী আমরা, সদ্‌জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া, সেই দেবগণকে অনুধ্যান করিতেছি—যেন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত জ্ঞানস্বরূপ দেবতার সম্বন্ধ আছে ; হে আমার মন, তুমি জ্ঞানাধিকারী হও।)॥ (১ম—২৬সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তা দেবাসো দীপ্যমানা ঋত্বিজো নোঽস্মদীয়ং বার্যং বরণীয়ং হবির্দধিরে। ধৃতবন্তঃ। তস্মাদ্বয়ং স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তো মনামহে। ত্বাং যাচামহে॥ বার্যং। বৃঞ্‌ বরণে। বৃঙ্‌ সংভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ ঈডবন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং। দধিরে। ইরেচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ মনামহে। মন জ্ঞানে। ব্যত্যয়েন শপ্‌। ৮॥

অষ্টম (২৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণ-ভাষ্যানুসারে এ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'শোভন অগ্নিবিশিষ্ট ঋত্বিকগণ আমাদের বরণীয় হবিঃ ধারণ করিয়া আছেন। অতএব, আমরা শোভন অগ্নিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।' কেহ আবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলকর অগ্নিযুক্ত দীপ্তিশালী ঋত্বিকগণ যেহেতু আমাদিগের বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) হবির্দ্রব্য ধারণ করিয়াছেন ; সেই হেতু, আমরা শুভকর অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

'বার্য্যম্' এই পদ বরণার্থ বৃ(ঞ) কিংবা সম্ভোগার্থ (বৃঙ্‌) ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্র দ্বারা ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। উক্ত পদে 'ঈড্‌বন্দ' (পা০ ৬।১।২১৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধিরে' এই পদে ইরেচ্‌ প্রত্যয়ের 'চ' ইৎ যাওয়ায় অন্তস্বর উদাত্ত, এবং 'হিচ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। 'মনামহে' এই পদ জ্ঞানার্থ মন্ ধাতুর উত্তর (লট্‌ মহে) ব্যতিক্রমে শপ্‌ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋকের অর্থ করিয়া গিয়াছেন;—'যেহেতু অগ্নিদেব সুপ্রসন্ন হইলে সর্ব্ব-দেবতা সন্তুষ্ট হন, অতএব আমরা অগ্নিদেবকে সুপ্রসন্ন করিয়া অপর দেবগণকে উপাসনা করিতেছি।' এইরূপ, নানা ভাবের নানা অর্থ প্রচলিত আছে।

আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহার বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'স্বগ্নয়ঃ'—'সু-অগ্নি' হইতে ব্যুৎপন্ন হয়। 'সু-অগ্নি' কাহাকে বুঝায়? সদ্‌জ্ঞানরূপ অগ্নিই 'সু-অগ্নি' বলিয়া মনে করি? 'দেবাসঃ' পদ, 'দেবাঃ' পদের পরিবর্ত্তে বেদে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ—'দীপ্যমানা ঋত্বিজঃ' হওয়া বড়ই কষ্টকল্পনা-মূলক। পরন্তু 'দেবগণ' অর্থই সুসঙ্গত। দেবগণ কেমন? না—তাঁহারা 'স্বগ্নয়ঃ' অর্থাৎ সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ (সূক্ষ্ম শুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত); যাহা যদ্‌ভাবাপন্ন, তাহার সহিত মিলনের আশা করিলে, তদ্‌ভাবাপন্ন হওয়াই আবশ্যক। বহু ক্ষেত্রে বহু প্রকারে এ তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'মানুষ! তোমরা যদি জ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও, যদি জ্ঞানধন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কর; জ্ঞানের অধিকারী হইবার চেষ্টা পাও। হৃদয়কে সদ্‌জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত কর; জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ তোমাদের অধিগত হইবেন।' ঋক্‌টী একাধারে প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধন-সূচক,—ইহাই মনে করা যাইতে পারে॥ (১ম—২৬সূ—৮ঋ)॥

—•—

নবমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। নবমী ঋক্‌।)

অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং।

মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ॥ ৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

অথ নঃ। উভয়েষাং। অমৃত। মর্ত্যানাং।

মিথঃ। সন্তু। প্রঽশস্তয়ঃ। ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথ' (সদ্‌জ্ঞানলাভানন্তরং) 'অমৃত-মর্ত্ত্যানাং' (অমৃতানাং অমরদেবানাং মর্ত্ত্যানাং মরণধর্ম্মিণো মনুষ্যাণাং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়েষাং' (দেবমনুষ্যয়োর্ম্মধ্যে ইতি যাবৎ) 'মিথঃ' (পরস্পরং) 'প্রশস্তয়ঃ' (প্রকৃষ্টাঃ সম্বন্ধাঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সন্তু' (ভবন্তু)। হে জ্ঞানদেব! যৎ ত্বয়া সং অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়িতুং সমর্থোঽস্মি, তৎ কুর্ব্বিতি প্রার্থনা ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (সদ্‌জ্ঞানলাভানন্তর) অমরদেবগণের এবং মরণধর্ম্মী এই মনুষ্যগণের—আমাদের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। (হে জ্ঞানদেব! সদ্‌জ্ঞানলাভপূর্ব্বক আমরা যেন দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হই, তাহাই করুন—এই (প্রার্থনা।)॥ (১ম—২৬সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে অমৃত মরণরহিতাগ্নে। অথ কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং মর্ত্তানাং মনুষ্যাণাং নোঽস্মাকং অস্মৎস্বামিনস্তব চোভয়েষাং মিথঃ পরস্পরং প্রশস্তয়ঃ প্রশংসারূপা বাচঃ সন্তু। সম্যগনুষ্ঠিতমিতি যজমানবিষয়া প্রশংসা। সম্যগনুগৃহীতমিত্যগ্নিবিষয়া॥

অথ। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অমৃত। অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাৎ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরণরহিত অগ্নিদেব! কর্ম্মানুষ্ঠানের অনন্তর মনুষ্য (মরণশীল) আমরা ও আমাদের প্রভু তুমি, এইরূপ আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রশংসারূপ বাক্য (আলাপ) হউক। যথাবিধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এই প্রকার যজমান-বিষয়িণী প্রশংসা, আর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, এইরূপ অগ্নি বিষয়ে প্রশংসা।

'অথ' এই স্থলে 'নিপাতস্য চ' এই সূত্রানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'অমৃত' এই পদে 'অপাদাদৌ' এইরূপ পর্য্যুদাস হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মর্ত্ত্যানাং' প্রাণত্যাগার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

র্ত্তিকমাদ্যুদাত্তত্বং। মর্ত্ত্যানাং। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। অসিহসীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ান্তো মর্ত্তশব্দঃ। তস্মাদ্ভবে ছন্দসি। পা০ ৪।৪।১১০। ইতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সন্তু। শ্নসোরল্লোপঃ। প্রশস্তয়ঃ। নাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ৯।

নবম (২৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

ঐ ঋকের পদবিন্যাস জটিল ও বিভিন্ন বিপরীত অর্থ-সূচক। সাধারণতঃ ঐ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের পর আমরা (মর্ত্ত্যগণ) ও তোমরা (অমর দেবগণ) পরস্পর যেন পরস্পরের প্রশংসা-সূচক বাক্য উচ্চারণ করি'' *

ঋকের অন্তর্গত 'অমৃত' পদটী সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের সিদ্ধান্ত। আমরা কিন্তু 'অমৃতমর্ত্ত্যানাং' পদটীকে দ্বন্দ্বসমাসান্ত পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। 'উভয়েষাং' পদ, সেরূপ নির্দ্দেশের এক প্রধান কারণ। যদি 'অমৃত' পদকে সম্বোধন-পদ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে অন্বয়মুখে 'মর্ত্ত্যানাং উভয়েষাং' বাক্যের অর্থ হয়,—'হে অমৃত! মর্ত্ত্য আমাদের উভয়ের পরস্পরের' ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে ভাব-সঙ্গত থাকে কি? পূর্ব্বাপর ঋকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'আমরা তোমার প্রশংসা করিব, তোমরাও আমাদের

মৃ(ঙ্)ধাতুর উত্তর 'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তন্' করিয়া 'মর্ত্ত' শব্দ হয়। সেই 'মর্ত্ত'-শব্দের উত্তর 'ভবে ছন্দসি' (পা০ ৪।৪।১১০) এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'মর্ত্ত্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'যতোঽনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সন্তু' এই পদে 'শ্নসোরল্লোপঃ' (পা০ ৬.৪.১১১) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে। 'প্রশস্তয়ঃ' এই পদে 'নাদৌ চ' এই সূত্র দ্বারা গতির (উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৯॥

---

* এই ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ঋকে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বোধগম্য হইবে;—(১) "হে অমর অগ্নিদেব আপনার এবং আমাদিগের অনুষ্ঠান সম্যক্ বলিয়া স্বীকার করুন এবং আমরা আপনার অনুগ্রহ সম্যক্ বলিয়া গ্রহণ করি।" (২) "হে অগ্নি! তুমি অমর, আমরা মর্ত্ত মনুষ্য, আইস আমাদিগের পরস্পর প্রশংসা করি।" (৩) "And may there be among us mutual praises of both the mortals, O immortal one (and the immortals)."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসা করিবে',—আরাধ্য আরাধকে কি এরূপ সত্তাসূত্রে থাকা সম্ভাপর? বিশেষতঃ, পূর্ব্ব ঋকে যে ভাবের দ্যোতনা আছে, জ্ঞানময় দেবতার সামীপ্য-লাভে জ্ঞানলাভে প্রবুদ্ধ হওয়ার যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে এ ঋকের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের সার্থকতা আমাদের পরিগৃহীত অর্থেই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। সদ্‌জ্ঞানলাভ দেবসান্নিধ্যপ্রাপ্তির হেতুভূত। সদ্‌জ্ঞান-লাভ করিতে পারিলে, দেবসাযুজ্য অব্যাহত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। পূর্ব্ব ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম ছিল,—'হে ভগবন্! সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ আপনি; আমি যেন সদ্‌জ্ঞানযুক্ত হইয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি।' এ ঋকে সেই প্রার্থনাই বিশদীকৃত; এখানে বলা হইতেছে, এখানকার ভাব এই যে,—'মরণরহিত অমর দেবতার সহিত মরণধর্ম্মী মানুষের সম্বন্ধ বড় কঠিন। হে ভগবন্! আমি যেন সদ্‌জ্ঞান লাভ করি। আর, সেই সদ্‌জ্ঞান-লাভের ফলে, অমর আপনার সহিত এই মর-আমার যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।' সাযুজ্যাদি মুক্তির যে অবস্থা, এখানে তাহারই স্তরগত পন্থার ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃষ্ট সদ্‌জ্ঞান-লাভের পরই অমরের সহিত মরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই এ ঋকের ভাবার্থ॥ (১ম—২৬সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। দশমী ঋক্)।

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ।

চনো ধাঃ সহসো যহো॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বেভিঃ। অগ্নে। অগ্নিঽভিঃ। ইমং। যজ্ঞং। ইদং। বচঃ।

চনঃ। ধাঃ। সহসঃ। যহো। ইতি॥ ১০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ' (সর্ব্বস্য বলস্য) 'যহো' (আশ্রয়) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'অগ্নিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, প্রকাশরূপৈঃ ইতি যাবৎ) 'ইমং' (প্রবর্ত্তমানং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'বচঃ' (স্তোত্রং চ) 'ধাঃ' (অধাঃ, ধারয়, গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ– সর্ব্বেষাং শক্তীনাং আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব, অস্মাকং কর্ম্ম বচঃ চ যেন ত্বৎসম্বন্ধযুতো ভবতু, তৎ কুরু। (১ম—২৬সূ - ১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সকল শক্তির আশ্রয়-স্থান হে জ্ঞানদেব! সর্ব্বপ্রকার প্রকাশরূপের দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদিকর্ম্ম ও স্তোত্র গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল শক্তির আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের কর্ম্ম এবং বাক্য যেন আপনার সহিত সম্বন্ধযুত হয়, তাহা করিয়া দেন।)॥ (১ম—২৬সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সহসো বলস্য যহো পুত্র হে দেবতারূপাগ্নে বিশ্বেভির্বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈরাহবনীয়াদিভির্যুক্ত-স্ত্বমিমমস্মদীয়ং যজ্ঞমাদমস্মদীয়ং বচঃ স্তোত্রং চ সেবমানশ্চনোঽন্নং ধাঃ। অস্মভ্যং ধেহি।

বিশ্বেভিঃ বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। চনঃ। চায়ৃ পূজানিশামনয়োঃ। চায়েরন্নে হ্রস্বশ্চেত্যসুন্। তৎসন্নিয়োগেন নুডাগমশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ধাঃ। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। সহসো যহো ইতি সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়ো নিহন্যতে। ১০।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একবিংশো বর্গঃ। ২১।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বলপুত্র অগ্নিদেব! আপনি আহবনীয় প্রভৃতি সমস্ত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের এই যজ্ঞ এবং এই স্তোত্র ভজনা করিয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

'বিশ্বেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র হেতু ভিসের স্থানে ঐস্ আদেশ হয় নাই। 'চনঃ' এই পদ চায় ধাতুর উত্তর 'চায়েরন্নে হ্রস্বশ্চ' এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয়, ও তৎ-সন্নিয়োগ-হেতু নুট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধাঃ'—এই পদ, ('ধা' ধাতুর উত্তর) লুঙ্ পরে 'গতিস্থা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সিচ্' প্রত্যয়ের লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; ঐ পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্ আগম হয় নাই। 'সহসো যহো' এই স্থলে 'সুবামন্ত্রিতে' এই সূত্র দ্বারা পরাঙ্গতুল্য হওয়ায় 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্র দ্বারা 'ষষ্ঠ্যন্তপদ ও আমন্ত্রিত পদ' এই উভয়াত্মক সমুদায় পদের নিঘাত হইয়াছে। ১০।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম (২৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে যে গবেষণা চলিয়াছে, প্রথমে তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন—'সহসঃ যহো' পদদ্বয়ের অর্থ—'বলের পুত্র'। তদনুসারে অধ্যাহার করা হয়,—বলের (শক্তির) দ্বারা ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে; বলা হইতেছে,—'হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি অন্যান্য অগ্নিসকলের (গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি) সহিত আমাদের এই যজ্ঞ ও স্তোত্র ধারণ করুন।' *

এক প্রকার অগ্নি, অন্যান্য অগ্নির সহিত আসিবেন—ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়া পাওয়া যায় না। অগ্নির বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন অগ্নির বিষয় ধারণা করা যায় বটে; কিন্তু এক অগ্নির মধ্যে সেই সকল অগ্নির অধিষ্ঠান কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? অতএব, আমরা মনে করি, এখানে ঐ পরিদৃশ্যমান্ অগ্নির বিষয় বলা হয় নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদদ্বয়ে ঐ জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিও লক্ষ্য নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদদ্বয়ে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ অগ্নি—জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি—এই ভাবই প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যমান্ অগ্নির মধ্যেই তোমার বিশ্বব্যাপী জ্ঞানময় মূর্ত্তি যেন প্রকাশ পায়—দেখিতে পাই; আর, আমার কর্ম্ম ও বাক্য যেন সেই জ্ঞানের সহিত, তোমারই সহিত, সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি॥ (১ম—২৬সূ—১০ঋ)॥

---

* পরিদৃশ্যমান অগ্নির অতীত অগ্নিকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঋকের ইংরাজী অনুবাদে (ওল্ডেনবর্গ ও ম্যাক্সমূলারের অনুবাদে) তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সে অনুবাদ, - "With all Agnis (i.e., with all thy fires), O Agni, accept this sacrifice and this prayer, O young (son) of strength." এই ইংরেজী অনুবাদে লুডউইগ, বোল্‌নার ও কুন প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিতগণের অনুসরণ আছে বলিয়া প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— * ——

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তবিংশং সূক্তং।

দ্বাবিংশাদ্ চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ।

সপ্তবিংশং সূক্তং।

——:§০§:——

এই সূক্তের ঋক্‌গুলিও ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। পরন্তু বেদ-বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস করিবার উপযোগী কতকগুলি পদ এবং বাক্য, এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌-সমূহের ভিতর হইতেও বাহির করা হইয়া থাকে। মানুষের চিন্তার গতি যেমন যেমন পথে প্রধাবিত, ঋঙ্মন্ত্রে সেই অর্থই প্রকাশ পায়।

এ সূক্তের বিদ্যমান বাক্য—'শবসা সূনু' (২য় ঋক্); উহার অর্থ করা হয়—'বলের পুত্র'। পূর্ব্ব সূক্তের (১০ ঋক্) 'সহসো যহো', আর এই সূক্তের 'শবসা সূনু'—সে হিসাবে একই অর্থজ্ঞাপক। এইরূপ 'পারত্যং নব্যাংসং' (এই সূক্তের ৪ ঋক্) বাক্য দেখিয়া, ঋষি নূতন স্তোত্র রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন—এবম্বিধ অর্থ আমনন করা হয়। বলা বাহুল্য, বেদবাক্যের পৌরুষত্ব-খ্যাপন-পক্ষে ঐরূপ প্রচেষ্টাই চলিয়া আসিতেছে। তার পর, 'সিন্ধুকর্ম্মা উপাকে' বাক্যে সোমরস-প্রস্তুতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। ফলতঃ, দেবতারা যে মানুষ বা মানুষ হইতে উৎপন্ন, স্তোত্র যে মানুষের রচিত বা গ্রথিত এবং সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যই যে দেবতার পূজার প্রকৃষ্ট সামগ্রী, এক দৃষ্টিতে, এই সপ্তবিংশ সূক্ত দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

হায় বেদ!—লোক-বিশেষের হস্তে পড়িয়া তোমার এমনই দুর্দ্দশা উপস্থিত! যাহা হউক, জ্ঞানতঃ আমরা যাহা বুঝিতেছি, যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ সত্য-স্বরূপ; তিনিই সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তবিংশ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অশ্বং ন ত্বেতি ত্রয়োদশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। পূর্ব্ববদৃষ্যাদয়ঃ। ত্রয়োদশ্যা নমো-মহদ্ভ্য ইত্যস্যাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিশ্বেদেবা দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। অশ্ব· সপ্তোনা গায়ত্রেংন্ত্যা দৈবী ত্রিষ্টুবিতি। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুত্তমাবর্জ্জিতস্য সূক্তস্য বিনিয়োগ উক্তঃ।

তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

* • *

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠোঽনুবাকে সপ্তবিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।

অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। আগ্নেয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশ সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

সম্রাজন্তমধ্বরাণাং॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বং। ন। ত্বা। বারঽবন্তং। বন্দধ্যৈ। অগ্নিং। নমঃঽভিঃ।

সংঽরাজন্তং। অধ্বরাণাং॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অশ্বং' (ব্যাপকং, রশ্মিং) 'ন' (ইব) 'বারবন্তং' (বাধানিবারকং, স্বপ্রকাশকং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং, সৎকর্ম্মণাং) 'সম্রাজন্তং' (স্বামিনং, নিষ্পাদকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'নমোভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবামি,

---

সপ্তবিংশ-সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্থ সূক্ত 'অশ্বং ন ত্বা' ইত্যাদি ত্রয়োদশ-সংখ্যক ঋক্ বিশিষ্ট। ঋষ্যাদি (ঋষি, ছন্দ ও দেবতা) পূর্ব্ব সূক্তের তুল্য। 'নমো মহদ্ভ্যঃ' ইত্যাদিরূপ ত্রয়োদশী ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুভ, এবং বিশ্বদেব (সমস্ত দেবগণ) দেবতা উক্ত প্রকারই অনুক্রান্ত (অনুক্রমণিকায় উল্লিখিত) হইয়াছে। 'অশ্বং সপ্তোনা গায়ত্রেংন্ত্যা দৈবী ত্রিষ্টুব্' ইতি। প্রাতরনুবাক ও আশ্বিন শস্ত্র বিষয়ে উত্তমা ঋক্ বর্জ্জিত সূক্তের বিনিয়োগ (সম্বন্ধ) উক্ত হইয়াছে। সেই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসরণং করবাণি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভাবঃ চিঃ—রশ্মিবৎ স্বপ্রকাশং সর্ব্বসৎকর্ম্মসম্পাদকং জ্ঞানদেবং বয়ং অনুসরেম। (১ম—২৭সূ—১ঋক্)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ), সর্ব্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্ম্মের) সম্পাদক (প্রভু) সেই জ্ঞানদেবকে আমি (যেন) বন্দনায় প্রবৃত্ত হই,—আমি যেন অনুসরণ করি। (মন্ত্রটী আত্মদ্বোধক। ভাব এই যে,—রশ্মিবৎ স্বপ্রকাশ সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদক জ্ঞানদেব যেন অনুসরণ করি।)॥ (১ম—২৭সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং সম্রাজন্তং সম্রাট্স্বরূপং স্বামিনমগ্নিং ত্বাং নমোভিঃ স্তুতিভির্ব্বন্দধ্যৈ বন্দিতুং প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। বারবন্তং বালযুক্তমশ্বং ন। অশ্বমিব। অশ্বো যথা বালৈর্ব্বাধকান্ মশকমক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্বিরোধিন পরিহরসীত্যর্থঃ॥

বারবন্তং। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ঘঞো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তো বারশব্দঃ। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বং ব্যত্যয়েন ন প্রবর্ত্ততে। যদ্বা বারয়তি দংশকানিতি বারঃ। পচাদ্যচ্। কপিলাদিত্বাল্লত্ববিকল্পঃ। বৃষাদিঃ। বন্দধ্যৈ। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। তুমর্থে সেসেনিত্যধ্যৈপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সম্রাজন্তং শপঃ পিত্বাদনু-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(হে অগ্নিদেব) যাবতীয় যজ্ঞের সম্রাট্-স্বরূপ ও প্রভু এইরূপে আপনাকে স্তুতি-বাক্য দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই স্থলে 'প্রবৃত্তা' ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত, এই; আপনি কিরূপ,—না, কেশযুক্ত অশ্বের তুল্য, অর্থাৎ অশ্ব যেরূপ নিজ পুচ্ছ কেশ-সমূহ দ্বারা বিরক্তিকর মশক-মক্ষিকা প্রভৃতিকে নিবারণ করে, সেইরূপ আপনিও স্বকীয় জ্বালা-সমূহ দ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে নিবারণ করিয়া থাকেন।

'বারবন্তং' এই পদে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ঘঞের 'ঞ' ইৎ হওয়ায় 'বার' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়ম হেতু ব্যতিক্রমে অন্তস্বর উদাত্ত হয় নাই। অথবা 'দংশকগণকে নিবারণ করে' এই অর্থে চুরাদিগণীয় 'বৃ' ধাতুর উত্তর পচাদি হেতু অচ্ (অন) প্রত্যয় করিয়া বার শব্দ হয়; এবং বার শব্দ কপিলাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, বিকল্পে 'ল' হয় নাই। 'বন্দধ্যৈ' এই পদ অভিবাদনার্থ বদি ধাতুর স্থানে 'ইদিতো নুম ধাতোঃ' এই সূত্র দ্বারা নুম্ আগম করিলে 'বন্দ' হয়। অতঃপর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা 'অধ্যৈ' প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব। অধ্বরাণাং। নঞ্‌ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (২৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের বড় সমস্যামূলক পদ বাক্য—'অশ্বং ন বারবন্তং'। ভাষ্যকারগণ উহার অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'অশ্বের ন্যায় পুচ্ছযুক্ত।' তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া ভাব আনা হইয়াছে,—"অশ্ব যেমন পুচ্ছ-সঞ্চালনে দংশ-মশকাদিকে দূরীভূত করে, অগ্নিদেব সেইরূপ আমাদের জ্বালাযন্ত্রণা (শত্রুদিগকে) দূর করেন।" 'ঘোটক যেমন পুচ্ছযুক্ত'* —এবংবিধ উপমার কোনও সার্থকতাই আমরা দেখিতে পাই না। অগ্নির শিখার সহিত ঘোটকের পুচ্ছের সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? দংশ-মশকাদির বিষয় মনে করা—বড় দূর কল্পনার কথা। সুতরাং তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না।

আমরা মনে করি, এখানে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির উপমা বিদ্যমান রহিয়াছে, জ্ঞান-রূপ রশ্মি স্বতঃবিস্ফারিত হয়, অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বাধা তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। এখানে ঐ উপমায়, যে অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইতেছে। সাধারণ অগ্নি বা জ্যোতিঃ স্বতঃবিচ্ছুরণশীল হইলেও, তাহার গতিপথে বাধা থাকিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানাগ্নির নিকট অজ্ঞানরূপ বাধা আপনিই দূরীভূত হয়। এখানে উপাস্য অগ্নির সেই অলৌকিক তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অগ্নির মধ্য দিয়া আমি যেন সেই জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হই,—ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ॥ (১ম—২৭সূ—১ঋ)॥

করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'সম্রাজন্তং' এই পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে, এবং লসার্ব্বধাতুক স্বরের দ্বারা 'শতৃ' প্রত্যয়ের ধাতুস্বর; আর সমাস হইলে পর কৃদন্তের উত্তর পদস্বর দ্বারা সেই ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'অধ্বরাণাং' এই পদে 'নঞ্‌ সুভ্যা' এই সূত্র দ্বারা উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১ ॥

* ম্যাক্সমূলারের বেদে, গুল্ডেনবর্গের অনুবাদে, ইংরাজীতে ঋকটী কি অবয়ব ধারণ করিয়া আছে, তাহাও দেখুন,—"With reverence I shall worship thee who art long-tailed like a horse, Agni, the king of worship."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ।

মীঢ্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ॥ ২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ। নঃ। সূনুঃ। শবসা। পৃথু২প্রগামা। সু২শেবঃ।

মীঢ্বান্। অস্মাকং। বভূয়াৎ। ২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শবসা' (শবস্ত, বলস্ত, শক্ত্যাঃ) 'সূনুঃ' (পুত্রঃ, আশ্রয়ঃ) 'পৃথুপ্রগামা' (সর্ব্বত্রগমনশীলঃ, সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ) 'স ঘ' (স এব জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুশেবঃ' (সুসুখঃ, পরমসুখসাধকঃ) ভবতু, 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং) 'মীঢ্বান্' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টসিদ্ধিদঃ) 'বভূয়াৎ' (ভবতু)। সর্ব্বশক্তিনাং আশ্রয়ভূতঃ জ্ঞানস্বরূপঃ স অগ্নিদেব অস্মাকং সুখবর্দ্ধনং অভীষ্টপূরণং চ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম - ২৭সূ - ২ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ

সকল শক্তির আশ্রয়, সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরমসুখসাধক হউন, এবং প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট তিনি সর্ব্বথা পূরণ করুন। (১ম—২৭সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ঘ স এবাগ্নির্নোঽস্মাকং সুশেবঃ সুসুখো ভবত্বিতি শেষঃ। কীদৃশঃ। শবসা বলস্ত সূনুঃ পুত্রঃ। পৃথুপ্রগামা। পৃথুপ্রগমনঃ। কিঞ্চ। অস্মাকং মীঢ্বান্ কামানাং বর্ষিতা বভূয়াৎ। ভবতু॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নিই আমাদিগের সম্বন্ধে শুভ সুখদাতা হউক। এই স্থলে 'ভবতু' ক্রিয়াপদ উহ্য। অগ্নি কিরূপ,---না, বলের পুত্র এবং স্থূলভাবে প্রস্থানকারী (অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টির প্রত্যক্ষীভূত)। পুনশ্চ, (সেই অগ্নিদেব) আমাদের প্রতি অভিলাষ-বর্ষণকারী হউন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘা নঃ। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা০ ৬।৩।১৩৩। ইতি দীর্ঘঃ। শবসা। সুপাং সুলো ভবন্তীতি ঙসষ্টাদেশঃ। পৃথুপ্রগামা। প্রকর্ষেণ গমনং প্রগামঃ। হলশ্চেতি ঘঞ্। পৃথুঃ প্রগামা যস্যাসৌ পৃথুপ্রগামা। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণ আকারঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুশেবঃ। ইন্‌শীঙ্‌ভ্যাং বন্। উ ১।১৫১। ইতি শেবশব্দো বন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। ততো বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্ত আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মীঢ্বান্। মিহ সেচনে ইত্যস্মাৎ ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চেতি নিপাতিতঃ। বভূয়াৎ। ভবতেশ্ছান্দসস্য লিটস্তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি লিঙাদেশঃ। যাসুটস্থানিবদ্ভাবাদার্দ্ধধাতুকত্বাচ্ছবভাবঃ। দ্বির্ব্বচনে ভবতেরঃ। পা০ ৭।৪।৭৩ ইত্যত্বং। তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্বা। এতস্মাদেব লিঙি ছান্দসঃ শ্লুঃ। ভবতের ইতি লিটি বিহিতমভ্যাসস্য সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্ত ইত্যত্বং ॥ ২ ॥

* . *

দ্বিতীয় (২৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে সাধারণ-দৃষ্টিতে 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ বল-উৎপন্ন (ঘর্ষণোৎপন্ন) অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়।

'ঘা নঃ' এই স্থলে 'ঋচি তুনু ঘ মক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম্' (পা০ ৬।৩।১৩৩) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। 'শবসা' এই পদে 'সুপাং সুলো ভবন্তি' এই সূত্র দ্বারা ঙসের স্থানে টা আদেশ হইয়াছে। 'পৃথুপ্রগামা' এই পদের সাধনক্রম এই,—'প্রকৃষ্টরূপে গমন' প্রগাম শব্দের অর্থ। প্র পূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'ঘঞ্' করিয়া প্রগাম শব্দ সিদ্ধ হয়। পরে 'পৃথু প্রগাম যাহার সে' 'পৃথুপ্রগামা' এইরূপ সমাস হইলে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব সবর্ণ স্থানে আকার, এবং বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সুশেবঃ' এই পদটিতে শী ধাতুর উত্তর 'ইন্ শীঙ্‌ভ্যাং বন্' (উ০ ১।১৫১) এই সূত্র দ্বারা বন্ প্রত্যয় করিয়া 'শেব' শব্দ হয়; আর ঐ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। অনন্তর বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞ্‌সুভ্যাম্' সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তবর্ণে উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মীঢ্বান' এই পদ সেচনার্থ মিহ ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' প্রত্যয় করিয়া 'দাশ্বান সাহ্বান মীঢ্বাংশ্চ' এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'বভূয়াৎ' এই পদ ভূ-ধাতুর উত্তর বৈদিক লিটের স্থানে 'তিঙ্‌ঙতিঙো ভবন্তি' এই সূত্রে 'লিঙ' আদেশ, এবং যাসুটের স্থানিবৎ হওয়ায় 'আর্দ্ধধাতুক' সংজ্ঞা-হেতু শপের অভাব, দ্বির্বচনে ভবতেরঃ' (পা০ ৭।৪।৭৩) এই সূত্র দ্বারা অকার, 'তিঙ্‌ঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা ভূ ধাতুর উত্তর লিঙ্, পরে বৈদিক নিয়মে 'শ্লু' এবং 'ভবতেরঃ' এই সূত্র দ্বারা লিট্‌বিভক্তিতে বিহিত যে অকার, তাহা এই স্থলে 'অভ্যাসস্য সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে' এই নিয়ম করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে সেই অর্থই প্রকট হইয়া আছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, সেই অর্থই প্রতিভাত হইবে,—ঋঙ্মন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'শক্তির আশ্রয়-স্থান' অর্থই গ্রহণ করি 'বীজ-মূল বৃক্ষ, কি বৃক্ষ-মূল বীজ,—ইহা যেরূপ নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন; শক্তি হইতে অগ্নি, কি অগ্নি হইতে শক্তি, তাহাও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, আধার-আধেয়-ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—এই তত্ত্বই, তত্ত্ব-পক্ষে অভিন্নত্ব-ভাবই, উপলব্ধ হয়। শক্তিরূপে যিনি অগ্নির উৎপাদক হন, অগ্নিরূপে তিনিই আবার শক্তিকে উৎপাদন করেন; উৎপাদক ও উৎপন্ন এ পক্ষে অভিন্ন সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যেমন, জল ও বুদ্বুদ—নামভেদ প্রকারভেদ মাত্র; পরন্তু বস্তুপক্ষে উভয়ই অভিন্ন। এখানে 'শবসা সূনুঃ' এবং 'পৃথুপ্রগামা' সেই অগ্নিকেই বুঝাইতেছে,—যিনি শক্তি হইতে উৎপন্ন, অথচ শক্তিরই হেতুভূত এবং বিশ্বব্যাপক। ফলতঃ যিনি স্রষ্টা অথচ সৃষ্টি, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; এখানে বিশেষণে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিরূপে, তেজোরূপে, জ্যোতীরূপে তিনি যে বিশ্বব্যাপ্ত,—'পৃথুপ্রগামা' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি যে সাকার ও নিরাকার,—'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করি। সৃষ্টিকর্ত্তা পিতারূপে তিনি অব্যক্ত, নিরাকার সৃষ্ট পুত্ররূপে তিনি ব্যক্ত (সাকার), উৎপত্তিমূল-রূপে অদৃষ্ট, উৎপন্ন-রূপে পরিদৃশ্যমান;—এ ভাবও এখানে মনে আসিতে পারে। সেই যে অগ্নিদেবতা, সেই যে ভগবান্ অগ্নিদেব, তিনি আমাদিগের সুখবৃদ্ধি করুন এবং অভীষ্টপূরণ করুন ইহাই সাধকের প্রার্থনা! (১ম—২৭সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ।

পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। দূরাৎ। চ। আসাৎ। চ নি মর্ত্যাৎ।

অঘহয়োঃ। পাহি। সদং। ইৎ। বিশ্বঽআয়ুঃ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বপ্রাণস্বরূপঃ, জগতো রক্ষকঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দূরাৎ চ' (অন্তরাৎ চ, দূরেঽপি) 'আসাৎ চ' (আসন্নদেশে নিকটেঽপি) 'নি' নিতারাং অধিতিষ্ঠতি); হে দেব! 'মর্ত্যাৎ' (মর্ত্যসম্বন্ধযুক্তাৎ, মানবজন্মহেতুভূতাৎ) 'অঘায়োঃ' (পাপাৎ) 'সদমিৎ' (সর্ব্বদৈব) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব)। স ভগবান যদ্যপি বিশ্বপ্রাণঃ, তথাপি অস্মাকং সাধনাবলাৎ কর্ম্মানুসারেণ নিকটেঽপি দূরেঽপি চ বিদ্যতে। হে ভগবন্! পাপাৎ ত্রায়স্ব, হৃদি আগচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবং। (১ম-২৭সূ-৩খ)

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ু) সেই ভগবান্ অগ্নিদেব আমাদিগের দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন (কর্ম্মানুসারে আমরা তাঁহাকে নিকটেও দেখিতে পারি, আবার দূরেও দেখিতে পারি); হে ভগবন্! মানব-জন্ম-সহজাত পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (১ম—২৭সূ—৬খ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বিশ্বায়ুর্ব্যাপ্তগমনঃ স ত্বং দূরাচ্চ দূরেঽপি। আসাচ্চাসন্নদেশেঽপি। অঘায়োরঘং পাপমনিষ্টং কর্ত্তুমিচ্ছতো মর্ত্যান্মনুষ্যাদ্বৈরিণো নোঽস্মান্ সদমিৎ সর্ব্বদৈব নিপাহি। নিতরাং পালয়।

অঘায়োঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অশ্বাঘস্যাদিত্যাত্বং। পাহি। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! ব্যাপ্তগমন (সর্ব্বত্রগামী) এইরূপ আপনি দূরে ও নিকটে পাপ অর্থাৎ অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক শত্রুস্থানীয় মনুষ্য হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করুন।

'অঘায়োঃ' এই পদ (অঘ-শব্দের উত্তর) 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্র দ্বারা ক্যচ্ প্রত্যয়, এবং 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই সূত্রে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'পাহি' এই পদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বায়ুঃ। ইণ্ গত্যাবিত্যস্মাস্তাবে এতেৰ্ণিচ্চ। উ° ২।১১৪। ইত্যুসিঃ। বিশ্বময়নং গমনং যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদাস্তোদাত্তত্বং। ৩॥

* * *

তৃতীয় (৩০০) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষের কর্ম্মানুসারে, মানুষের ধ্যান-ধারণা-অনুভাবনা-ক্রমে, ভগবান তাহাদিগের নিকটে ও দূরে অবস্থিত করেন। তিনি বিশ্বায়ু বিশ্বপ্রাণরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও, মানুষ সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায় না; কখনও দেখে—তিনি কতই দূরে আছেন; কখনও দেখে—তিনি নিকটে আসিতেছেন। এ ঋকে মানুষের সেই বিভ্রমের বিষয় বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে,—'মানুষ, যদি তুমি সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন এই মানব-জন্মের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুত পাপ-সমূহকে বিদূরিত করেন।' পাপ বিদূরিত হইলেই, অজ্ঞান অন্ধকার অপসারিত হইলেই, পুণ্যস্বরূপ তাঁহার—জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার—অধিষ্ঠান হইবে। তাই ঐ প্রার্থনা,—'হে দেব! আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।'

'মর্ত্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে, ভাষ্যকারগণ মর্ত্ত্যলোকদের (মনুষ্যরূপ শত্রুদের) হিংসা (বৈরিভাব)-রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এ ঋকে আর্য্য-অনার্য্যের বিরোধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। হিংস্র অসুরগণের শত্রুতা হইতে রক্ষা করুন,—সে হিসাবে ঋকের ইহাই প্রার্থনা হয়। আমরা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিগ্রহ করি। 'অঘ'-শব্দে পাপকে বুঝায়। অদৃষ্টবশতঃ মনুষ্য-জন্ম হয়।

পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'বিশ্বায়ুঃ'—গমনার্থ 'ই(ন্)' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে (স্বার্থে) 'এতেনিচ্চ' (উ॰২। ১১) এই সূত্র দ্বারা 'উসি' প্রত্যয় করতঃ 'আয়ুস্' শব্দ হয়। অনন্তর বিশ্ব (সর্ব্বত্র) 'আয়ুস্' (গমন হয়) যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'বিশ্বায়ুঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ পদে 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্' (পা॰ ৬।২।১০৬) এই সূত্রে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৩।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্য-জন্ম কর্ম্মফল-ভোগের হেতুভূত। 'জন্মাৎ' পদের প্রকৃত অর্থ, আমরা তাই মনে করি,—জন্ম-সহ সঞ্জাত। মনুষ্য-জন্মে মানুষ যেমন কর্ম্মফল-ভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নূতন নূতন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। একটী অসত্যকে চাপা দিবার জন্য মানুষ নূতন নূতন অসত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে। একটা পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে আশঙ্কায়, পাপী নূতন পাপে প্রবৃত্ত হয়। চোর চুরি করিয়া পাপ করে; শেষে সে পাপ ঢাকিবার জন্য, যে তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছে, তাহার হত্যা-কার্য্যে সাহস করে। এইরূপে পাপের উপর পাপের পশরা সজ্জিত হইতে থাকে। জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ-মাত্রেরই এই অবস্থা। এখানকার 'সর্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে সেই অবস্থা দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনায় জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! যে পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; সেই পাপের ফলভোগই অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে পাপের উপর আর যেন নূতন পাপে প্রবৃত্ত না হই। দয়াময়! দয়া কর,—মনুষ্য-জন্ম-সহকৃত পাপসমূহ হইতে উদ্ধার কর।' (১ম—২৭সূ—৩ঋ)।

—— * ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং।

অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমং। উং ইতি। সু। ত্বং। অস্মাকং। সনিং। গায়ত্রং। নব্যাংসং।

অগ্নে। দেবেষু। প্র। বোচঃ ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব!) 'ত্বং অস্মাকং' (ত্বং অস্মৎ প্রার্থনাকারিণঃ) 'সনিং' (আহবনীয়ং, হবিঃ) 'নব্যাংসং' (চিরনূতনং) 'গায়ত্রং' (স্তোত্রং চ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষু) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ, অস্মাকং সুমঙ্গলার্থং) 'প্র বোচঃ' (প্রব্রূহি, প্রাপয় ইতি যাবৎ)। অস্মদভীষ্টপূরণার্থং অস্মাকং পূজাং সর্ব্বান্ দেবান্ প্রাপয় ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ ৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা এবং) (আমাদের উচ্চারিত এই) চিরনূতন গায়ত্রী স্তোত্র, আমাদের সুমঙ্গল-বিধানার্থ, সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। (১ম—২৭সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বমস্মাকমস্মৎ সম্বন্ধিনমিমমু সু পুরোদেশেঽনুষ্ঠীয়মানমপি সনিং হবির্দ্দানং নব্যাংসং নবতরং গায়ত্রং স্তুতিরূপং বচোঽপি দেবেষু দেবানামাগ্রে প্রবোচঃ। প্রব্রূহি।

উ সু নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। সুঞঃ ইতি ষত্বং। নব্যাংসং। নব-শব্দাদীয়সুনীকারলোপশ্ছান্দসঃ। ঈয়সুনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বোচঃ। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্ ইতি লোডর্থে প্রার্থনায়াং লুঙ্ অস্যতিবক্তীতি চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উম্। ৪।

* * *

চতুর্থ (৩০১) ঋকের বিশদার্থ।

— * —

এ ঋকের 'নব্যাংসং' এবং 'প্র বোচ' পদ দুইটী উপলক্ষে নানা মতান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। 'নব্যাংসং' শব্দে 'নবরচিতং' অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদবিদ্বেষিগণ কহেন,—'এই দেখুন, বেদ যে অপৌরুষেয় নহে, বেদের

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি অস্মৎসম্বন্ধীয় এই সম্মুখে অনুষ্ঠীয়মান হবির্দ্দানসংস্কার এবং অতীব অভিনব স্তুতিরূপ বাক্য এই উভয়ের কথা দেবগণের নিকট জ্ঞাপন করুন।

'উ সু' এই স্থলে 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ, এবং 'সুঞঃ' এই সূত্রে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'নব্যাংসং' এই পদ নব শব্দের উত্তর 'ঈয়সুন্' এবং ঐ প্রত্যয়ের বৈদিক প্রয়োগহেতু ঈকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; আর ঐ পদে 'ঈয়সুন্' এর 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। 'বোচঃ' এই ক্রিয়া পদ, (ব্রূ বা বচ ধাতুর) 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' (পা০ ৩।৪।৬) এই সূত্র দ্বারা প্রার্থনারূপ লোট্ অর্থে 'লুঙ্', অনন্তর 'অস্যতি বক্তি' ইত্যাদি সূত্রে 'চ্লি'র স্থানে 'অঙ্' আদেশ এবং বচ্ স্থানে উম্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রগুলি যে সেদিন নূতন রচিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার প্রমাণ দেখুন'। কিন্তু তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না যে,—গায়ত্রীমন্ত্র চিরনূতন, আর সেই ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। 'প্র বোচ' পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'মানুষ-রূপ দেবতা অগ্নি, অন্যান্য মানুষরূপ দেবতাকে যেন এই মন্ত্র-রচনার ও হবির্দ্দানের কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন; সেই ভাব এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।' পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, মন্ত্র তাঁহার চক্ষে সেই ভাবেই প্রকটিত করিবে। এখানেও তাই। নিত্য সনাতন এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনিই একমাত্র অগ্নিরূপে জ্যোতী-রূপে পরিদৃশ্যমান্; অন্য দেবগণ দৃষ্টির অতীত। তাই আপনারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আমার পূজা-অর্চ্চনা আপনিই সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকম্পার অধিকারী করুন।' (১ম—২৭সূ—৪ঋ)।

—— * ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু।
শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। ভজ। পরমেষু। আ। বাজেষু। মধ্যমেষু।
শিক্ষ। বস্বঃ। অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'নঃ' (অস্মান্) 'পরমেষু' (উৎকৃষ্টেষু পরমার্থসম্বন্ধিষু) 'বাজেষু' (মোক্ষরূপ-ধনেষু) 'আ' (সম্যক্) 'ভজ' (প্রাপয়); 'মধ্যমেষু' (স্বর্গাদিলাভরূপেষু বাজেষু প্রাপয় ইতি শেষঃ); 'অন্তমস্য' (অন্তিকস্য, ইহসংসারসম্বন্ধিনঃ) 'বস্বঃ' (ধনানি, সৎকর্ম্মসহযুতানি, জ্ঞানস্বরূপাণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'শিক্ষ' (দেহি)। অস্মান্ সৎকর্ম্মসহযুতান্ কুরু, অস্মাকং স্বর্গাদিসুখকামনায়া যজ্ঞপ্রবৃত্তিঞ্চ দেহি, অন্তিমেঽপি মোক্ষং প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম - ২৭সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পরমার্থ-সম্বন্ধীয় (উৎকৃষ্ট) মোক্ষরূপ ধন সম্যক্রূপে আমাকে প্রদান করুন; স্বর্গাদিলাভ কামনামূলক যজ্ঞরূপ মধ্যম ধন আপনি আমায় প্রদান করুন; ইহসংসার-সম্বন্ধী সৎকর্ম্মসহযুত জ্ঞানরূপ ধন সর্ব্বতোভাবে আপনি আমায় শিক্ষা দেন। (১ম—২৭সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে পরমেষূৎকৃষ্টেষু দ্যুলোকবর্ত্তিষু বাজেষন্নেষু নোঽস্মানাভজ। সর্ব্বতঃ প্রাপয়। মধ্যমেষন্তরিক্ষলোকবর্ত্তিষু বাজেষ্বাভজ। অন্তমস্যান্তিকতমস্য ভূলোকস্য সম্বন্ধীনি বস্বো বসূনি শিক্ষা। দেহি।

শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। শপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বরঃ দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অন্তমস্য। অন্তিকতমস্য তমেতাদেশ্চেতি তিকশব্দলোপঃ। ৫।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গঃ। ২২।

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট অন্ন এবং আকাশলোকস্থিত অন্ন পাওয়ান (অর্থাৎ আমরা যেরূপে উক্ত দ্বিবিধ অন্ন লাভ করিতে পারি, তদুপায় বিধান করুন; অথবা উক্ত দ্বিবিধ অন্ন আমাদিগকে দান করুন)। আর অতি নিকটস্থিত এই যে ভূলোক (পৃথিবী), এতৎসম্বন্ধীয় ধনরত্ন-সমূহ (আমাদিগকে) দান করুন।

'শিক্ষ' এই পদ 'বিদ্যাগ্রহণার্থ শিক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঐ পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় ধাতুস্বর এবং 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'অন্তমস্য' এই পদ অন্তিকতম শব্দের 'তমেতাদেশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'তিক' ভাগের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম (৩০২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মানুষের ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকটিত দেখি। মানুষ ইহসংসারে সুখ-সম্পদ কামনা করে। সৎকর্ম্মসহযুত জ্ঞানরূপ ধন সে সুখের শ্রেষ্ঠ-সুখ। স্বর্গাদি কামনায় প্রধানতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গসুখ মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সে সুখলাভকে মধ্যম সুখলাভ বলা যাইতে পারে। সেই সুখ-লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, স্বর্গসুখ প্রাপ্তি-পক্ষে চেষ্টা করিতে করিতে, মোক্ষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। মোক্ষই উৎকৃষ্ট। তাই 'পরমেষু বাজেযু' বলা হইয়াছে। ইহলোকের কর্ম্ম একান্ত শিক্ষণীয়; তাই 'অন্তমস্য বস্বঃ' প্রসঙ্গে 'শিক্ষ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিতেছি। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমরা যেন ইহসংসারে থাকিয়া সৎকর্ম্ম সম্পাদনে অভ্যস্ত হই,—আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মের পন্থা-প্রদর্শনে শিক্ষা দান করুন। সৎকার্য্যেই জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানই সংসারের পরম ধন। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—আমরা যেন কামনা-পরবশ হইয়াও যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। থাকুক কামনা, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—কামনা যদি সৎসম্বন্ধ প্রযুক্ত হয়। স্বর্গলাভ-কামনা করিয়াই আমরা যেন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। হে ভগবন্! সে মতিও আমাদিগকে দেও। চরম প্রার্থনা,—এই সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া, নানারূপ আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া, আমাদিগকে সেই পরম-সুখ মুক্তি প্রদান করুন। সংসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা পাইতে পাইতে, স্বর্গাদি মূলক যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ-ধন লাভ হউক।' মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৭সূ—৫ঋ)।

---

* এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্ব্বোধ্য। প্রার্থনাকারী কি ধন চাহিতেছেন, তাহাতে তাহা বোধগম্য হয় না। তিনটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) "পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর।" (২) "হে অগ্নিদেব আপনি আমাদিগকে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট ধন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত মধ্যম ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্ম্মা উপাক আ।
সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বিঽভক্তা। অসি। চিত্রভানো ইতি চিত্রঽভানো। সিন্ধোঃ। ঊর্ম্মৌ। উপাকে। আ। সদ্যঃ। দাশুষে। ক্ষরসি ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্ররশ্মিযুত হে দেব) 'ঊর্ম্মৌ' (ঊর্ম্মিঃ, তরঙ্গঃ) 'উপাকে' (সমীপে, অভ্যন্তরে) 'সিন্ধোঃ' (সিন্ধুঃ, অর্ণবঃ) 'আ' (ইব) ত্বং 'বিভক্তা' (বিভিন্নভূতে অবস্থিতা) 'অসি' (ভবসি); 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, প্রার্থনাকারিণে) 'সদ্যঃ' (অবিলম্বেন) 'ক্ষরসি' (করুণাবর্ষণং করোষি)। ত্বং হি অর্ণবঃ জীবো হি তরঙ্গঃ; অহং করুণাং যাচে; মৎপ্রতি সদয়ো ভব; ত্বরয়া কৃপাং কুরু। ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্র-রশ্মিযুত হে দেব, তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ণবের বিস্তার, বিভিন্ন দেহে আপনি সেইরূপ বিস্তৃত বিভক্ত হইয়া আছেন। এই প্রার্থনাকারীর প্রতি অবিলম্বে করুণার ধারা বর্ষণ করুন। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

* * *

এবং ভূলোকস্থিত অধম ধন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করুন।" (৩) ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"Let us partake of all booty that is highest and that is middle (i, e. that dwells in the highest and in the middle world); help us to the wealth that is nearest." এ সকল অর্থে, স্বরূপপক্ষে কোন্ ধন লক্ষীভূত, তাহা বুঝা যায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে চিত্রভানো বিচিত্ররশ্মিযুক্তাগ্নে বিভক্তা। বিশিষ্টস্য ধনস্য প্রাপয়িতাসি। তত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে। আকার উপমার্থঃ। যথা সিন্ধোর্নদ্যা উপাকে সমীপ উর্ম্মাবূর্ম্মিতরঙ্গোপলক্ষিতং কুল্যাদিরূপং প্রবাহং বিভজন্তি তদ্বৎ। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় সদ্যস্তদানীমেব ক্ষরসি। কর্ম্মফলভূতাং বৃষ্টিং করোষি॥

সিন্ধোঃ। স্যন্দূ প্রস্রবণে। স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ। উ০ ১১১। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। উর্ম্মিঃ। অর্ত্তেরূচ্চ। উ০ ৪৪৫। ইতি মিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দাশুষে। ধৃতব্রতায় দাশুষ ইত্যত্রোক্তং॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৩০৩) ঋকের বিশদার্থ।

---*---

সিন্ধুতে ও উর্ম্মিতে যে সম্বন্ধ, জগদীশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে জীবসঙ্ঘ তরঙ্গ-মাত্র। ঋকের প্রথমাংশে সেই তত্ত্ব পরিব্যক্ত দেখি। এ অংশ ভগবানের মহিমা-পরিজ্ঞাপক। ঋকের শেষাংশ ভগবানের করুণা-কণা-প্রার্থনামূলক। তবে এ ঋকের উপমান-উপমেয় পদাবলি কিছু জটিলভাবাপন্ন সুতরাং ঋক্‌টির অর্থ বিষয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। 'আ' অব্যয় পদ উপমা-অর্থ-জ্ঞাপক। 'ঊর্ম্মৌ' ও 'সিন্ধোঃ' পদদ্বয়ে বিভক্তি ব্যত্যয় মান্য করিতে হয়। 'বিভক্তা অসি' পদদ্বয়ে যাঁহার প্রতি লক্ষ্য আছে, তাঁহাকে সিন্ধু-স্থানীয় মনে না করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না। অতএব, 'তরঙ্গের অভ্যন্তরে যেমন সিন্ধুর

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিচিত্রকিরণযুক্ত অগ্নিদেব! আপনি বিশিষ্ট ধনের প্রাপয়িতা (আপনিই বিশিষ্ট ধন দান করিয়া থাকেন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলা যাইতেছে,-আকারের অর্থ উপমা। যেরূপ লোক-সকল নদীর সমীপে উর্ম্মি-তরঙ্গযুক্ত কুল্যা (ক্ষুদ্র নদী খাল) প্রভৃতিরূপ প্রবাহকে বিভক্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ; আপনি হবির্দাতা যজমানকে তৎকালেই (হবির্দানের সমসময়েই) কর্ম্মফলস্বরূপ বৃষ্টি দান করেন।

'সিন্ধোঃ' এই পদ প্রস্রবণার্থ স্যন্দ ধাতুর উত্তর 'স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ' (উ০ ১।১১) এই সূত্রে ঔণাদিক উ-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে "নিৎ" এই সূত্রের অনুবৃত্তি হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'উর্ম্মিঃ' এই পদে 'অর্ত্তেরূচ্চ' (উ০ ৪৪৫) এই সূত্রে (ঋ ধাতুর উত্তর) মি প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর করিয়া সিদ্ধ। 'দাশুষে' এই পদের সাধন প্রণালী 'ধৃতব্রতায় দাশুষে' এই স্থলে কথিত হইয়াছে। ৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাব বা বিস্তার',—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সায়ণ যে ভাবে উপমার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে উপমান উপমেয় অনুসন্ধানে স্বতঃই বিভ্রম আনয়ন করে। ঊর্ম্মির সমীপে সিন্ধু, কি সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মি? কোন্ উপমা সঙ্গত? অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এ ক্ষেত্রে নানারূপ কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। * আমাদের ব্যাখ্যা সাদাসিদা-ভাবেই সম্পন্ন হইল। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ।
স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। অগ্নে। পৃৎ২সু। মর্ত্ত্যং। অবাঃ। বাজেষু। যং। জুনাঃ। সঃ। যন্তা। শশ্বতীঃ। ইষঃ। ৭।

* * *

* সায়ণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে ও ভাষ্যানুবাদে দেখুন। তাঁহার ভাষ্যাবলম্বনে যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত, তাহাতে ঋকের অর্থ হইয়াছে,—"হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি! সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মির ন্যায় তুমি ধনের বিভাগকর্ত্তা; হব্যদাতাকে তুমি সত্বকর্ম্মফল বর্ষণ কর।" একজন অনুবাদক এখানেও আবার সোমরসের সম্বন্ধ লক্ষ্য করেন। তাঁহার অনুবাদ,—"হে বিচিত্র-প্রভাবিশিষ্ট অগ্নিদেব, বিন্দু বিন্দু করিয়া সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত সোমরস প্রবাহের সমীপে (অর্থাৎ প্রভূত সোমরস পান দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া) আপনি যজমানকে ধন প্রদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" ইংরাজীতে অনুবাদ আর এক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। যথা,—O God, with bright splendour, thou art the distirbutor. Thou instantly flowest for the liberal giver in the wave of the river, near at hand."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, সংসাররূপসমরক্ষেত্রেষু) 'যং' (পুরুষং) ত্বং 'অবাঃ' (অবসি, রক্ষসি), 'যং' (পুরুষং) 'বাজেষু' (সমরাঙ্গনেষু, পাপসহযুদ্ধে) 'জুনাঃ' (প্রেরয়সি, নিযুক্ত করোষি), 'সঃ' (পুরুষঃ) 'শশ্বতীঃ' (নিত্যানি) 'ইষঃ' (ধনানি, মোক্ষ ইতি যাবৎ) 'আ যন্তা' (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)। ভগবৎপ্রেরণয়া যো জনঃ সংসারসমরাঙ্গনে পাপসহ সংগ্রামপ্রবৃত্তো ভবতি, ভগবৎকৃপয়া স হি পরাগতি লভতঃ। (১ম—২৭সূ - ৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষকে আপনি রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান; সে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে নিত্যধন (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—২৭সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে পৃৎসু সংগ্রামেষু যং মর্ত্যং যজমানমবাঃ। আবসি। রক্ষসি। যং পুরুষং বাজেষু সংগ্রামেষু জুনাঃ। প্রেরয়সি। স নরো যজমানঃ শশ্বতীরিষো নিত্যান্যন্নানি যন্তা। নিয়ন্তুং সমর্থো ভবতি ॥

পৃৎসু। পদাদিষু মাংসপৃৎস্নূনামুপসংখ্যানং। পা০ ৬।১।৬৩।১। ইতি পৃতনাশব্দস্য পৃদাদেশঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবাঃ। আবঃ। অকারাকারয়োর্ব্বিপর্য্যয়ঃ। যদ্বা লোটাডাগমঃ। ইতশ্চেতি সিপ ইকারস্য লোপঃ। জুনাঃ। জু ইতি গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ। লঙঃ সিপ্‌ ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডাগমাভাবঃ। যদ্বৃত্ত-যোগাদনিঘাতঃ। যন্তা। তৃনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শশ্বতীঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্‌ ॥ ৭ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি সংগ্রামে যে যজমানকে রক্ষা করেন, এবং যাহাকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন; সেই যজমান ও সেই মনুষ্য অবিনাশী অন্নসমূহকে নিয়মিত (রক্ষা) করিতে সমর্থ হয়।

'পৃৎসু' এই পদটী 'পদাদিষু মাংসপৃৎস্নূনামুপসংখ্যানম্' (পা০ ৬।১।৬৩।১) এই সূত্রে পৃতনা শব্দের স্থানে পৃৎ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ পদে 'সাবেকাচঃ', এই নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অবাঃ' এই পদ 'আবঃ' এই পদের অকার ও আকারের বিপর্য্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, (অব ধাতুর উত্তর) লোট্ পরে অট্ (অ) আগম, এবং 'ইতশ্চ' এই সূত্রানুসারে সিপের ইকার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জুনাঃ' এই পদ সৌত্র (সূত্রোল্লিখিত) গমনার্থ 'জু' ধাতুর উত্তর লঙ্‌-সিপ্‌, পরে ক্র্যাদিগণীয় হওয়ায় শ্না প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্-(অম্, অ) আগম এবং যৎ শব্দ যোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'যন্তা' এই পদটীতে তৃন্ প্রত্যয়ের "ন" ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শশ্বতীঃ' এই পদে "উগিতশ্চ" এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ্‌' হইয়াছে। ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম (৩০৪) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানের অনুকম্পাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। তাঁহার প্রেরণাই পাপ-সহ সংগ্রামে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সংসার—বিষম সংগ্রামের ক্ষেত্র। কত দিকে কত প্রকার শত্রু যে কত প্রকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামে মানুষকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পশু-শত্রু আছে, মানুষ-শত্রু আছে, কীটপতঙ্গ-সরীসৃপাদি শত্রু আছে; দৃশ্য-শত্রু, অদৃশ্য-শত্রু, অন্তঃ-শত্রু, বহিঃ-শত্রু,—শত্রুর কি সংখ্যা করা যায়? সেই অসংখ্য অগণ্য শত্রুর সহিত সংগ্রামে, কি সাধ্য—মানুষ জয়লাভ করিবে। সে সমরাঙ্গণে, পদে পদেই তাহার পরাজয়ের ও বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভগবান্ যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহার রক্ষার আর কি উপায় আছে? তার পর, পাপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! সে প্রবৃত্তি কি মানুষে সহসা আসে? ভগবান যদি সে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন, মানুষ কখনও পাপ-প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। অতএব, কিবা আত্মরক্ষা বিষয়ে, কিবা পাপসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বিষয়ে, উভয়ত্র ভগবানের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। তিনি অনুগ্রহ না করিলে কোনদিকেই মানুষের নিষ্কৃতি নাই। এ ঋকের প্রার্থনার তাই মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! এই বিষম সংসার-সমরাঙ্গনে আপনি আমায় রক্ষা করুন; আর পাপের সহিত সংগ্রামে আপনি আমায় প্রবৃত্তি দান করুন। আমি যেন আপনার রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, আপনার নির্দ্দেশক্রমে পাপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।' (১ম—২৭সূ—৭ঋ)।

—·—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

নকিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা কয়স্য চিৎ।

বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

নকিঃ। অস্য। সহন্ত্য। পরিঃএতা। কয়স্য। চিৎ।

বাজঃ। অস্তি। শ্রবায্যঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহন্ত্য' (শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব) 'অস্য' (ভক্তস্য, ভগবদ্ভক্তস্য) 'কয়স্য চিৎ' (কস্য অপি) 'পর্য্যেতা' (শত্রুঃ) 'নকিঃ' (কোঽপি ন অস্তি); কিঞ্চ অস্য ভগবদ্ভক্তস্য 'শ্রবায্যঃ' (শ্রবণীয়ঃ, বিখ্যাতঃ, প্রকৃষ্টঃ) 'বাজঃ' (শক্তিঃ, মোক্ষরূপধনং) 'অস্তি' (বিদ্যতে)। ভগবদ্‌পরায়ণস্য জনস্য কোঽপি শত্রুঃ নাস্তি। স হি স্বশক্তিপ্রভাবেন পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (১ম-২৭সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব! আপনার ভক্ত (ভগবদ্ভক্ত) জনের কাহারও কোনও শত্রু নাই (থাকিতে পারে না)। প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁহাদেরই থাকে (তাঁহারাই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন)। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সহন্ত্য শত্রূণামভিভবনশীলাগ্নে। অস্য ত্বদ্ভক্তস্য যজমানস্য কয়স্য চিৎ কস্যাপি পর্য্যেতা নকিঃ। আক্রমিতা নাস্তি কিঞ্চাস্য যজমানস্য শ্রবায্য শ্রবণীয়ো বাজোঽস্তি। বলবিশেষোঽস্তি।

কয়স্য। যকারোপজনশ্ছন্দসঃ। শ্রবায্যঃ। শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ। উ০ ৩।৯৫। ইত্যায্যপ্রত্যয়ঃ ॥ ৮ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুপরাভবকারিন্ অগ্নিদেব! তোমার ভক্ত অনির্দ্দিষ্টনামা এই যজমানের আক্রমণকারী নাই। আর এই যজমানের শ্রবণযোগ্য বিশেষ বল আছে (অর্থাৎ এই যজমানের যে বিশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা শ্রবণযোগ্য)।

"কয়স্য" এই পদে বেদ-প্রয়োগাধীন যকারাগম হইয়াছে। 'শ্রবায্যঃ' এই পদটী (শ্রু-ধাতুর উত্তর) 'শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ' (উ০ ৩।৯৫) এই সূত্রানুসারে আয্য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম (৩০৫) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ভাব এ ঋকে যেন অধিকতর পরিস্ফুট ; পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, ভগবানই মানুষকে পাপ-দমনে প্রবৃত্তি দেন। এখানে তাহারই মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান্ শত্রু-অভিভবকারী সত্য ; কিন্তু কাহাদের শত্রুকে তিনি অভিভূত বিমর্দ্দিত করেন? এখানে, তাঁহার ভক্তের প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ; ভগবান্ তাঁহাদিগকেই রক্ষা করেন, ভগবান তাঁহাদিগেরই শত্রুনাশে সহায় হন ; সংসারে তাঁহাদের শত্রু কেহ থাকিতেই পারে না ; কোনরূপ শত্রু অর্থাৎ অসুখের অশান্তির কারণ না থাকায়, তাঁহারা প্রকৃষ্ট সুখে, পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মানুষ! তোমরা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও। তাঁহাতে নির্ভর কর। কোনই বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমরা পরমসুখ প্রাপ্ত হইবে। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্)।

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্ব্বদ্ভিরস্তু তরুতা।

বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। বাজং। বিশ্বচর্ষণিঃ। অর্ব্বৎভিঃ। অস্তু। তরুতা।

বিপ্রেভিঃ। অস্তু। সনিতা। ৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' (সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়কঃ) 'সঃ' (ভগবান অগ্নিদেব) 'অর্ব্বদ্ভিঃ' (পাপকর্ম্মভিঃ, নীচৈঃ সহ সম্বন্ধযুতং ইতি যাবৎ) 'বাজং' (ধনং পাপলব্ধং কর্ম্মফলাৎ) 'তরুতা' (তারয়িতা) 'অস্তু' (ভবতু); 'বিপ্রভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ, জ্ঞানসাহায্যৈঃ) 'সনিতা' (ফলস্য দাতা, অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। স ভগবান সর্ব্বান মনুষ্যান পাপাৎ ত্রায়তি; জ্ঞানদানেন চ সর্ব্বেষু সুফলপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম ২৭সূ ৯ঋ)।

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ অগ্নিদেব, আমাদের পাপকর্ম্মসঞ্জাত কর্ম্মফল সমূহের ত্রাণকর্ত্তা হয়েন; জ্ঞানিগণের সাহায্যে (জ্ঞান-সাহায্যে) তিনি আমাদিগের পক্ষে সুফলদাতা হন। (১ম—২৭সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বচর্ষণিঃ সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈরুপেতঃ সোঽগ্নিরর্ব্বদ্ভিরশ্বৈর্ব্বাজং সংগ্রামং তরুতা তারয়িতাস্তু। বিপ্রেভির্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতস্তুষ্টোঽগ্নিঃ সনিতা ফলস্য দাতাস্তু॥

বিশ্বচর্ষণিঃ। বিশ্বে চর্ষণয়ো যস্য। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অর্ব্বদ্ভিঃ। ঋ গতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। ভিত্ত্বর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ। পা০ ৬।৪।১২৭। ইতি নকারস্য তৃ ইত্যয়মাদেশঃ। তরুতা। তৃ প্লবনতরণয়োঃ। অস্মাদ্-গ্রসিতস্কভিতেত্যাদৌ তৃনন্তো নিপাতিতঃ। নিপাতনাদেবেকারস্যোত্বং॥ ৯॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বমনুষ্যসমন্বিত সেই অগ্নিদেব অশ্ব-সমূহ দ্বারা সংগ্রামে তারণকর্ত্তা (রক্ষাকর্ত্তা) হউক; এবং সেই অগ্নি মেধাবীঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ফলদায়ক হউক।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' এই পদে "বিশ্ব (সমস্ত) চর্ষণি (লোক) যাহার" এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্" এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' এই পদ—গমনার্থ ঋ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই সূত্রে বনিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'অর্ব্বন' শব্দ হইল; অনন্তর উক্ত শব্দের ভিস্ পরে 'অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ (পা০ ৬।৪।১২৭) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে 'তৃ' এইরূপ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'তরুতা' এই পদটি প্লবন বা তরণার্থ তৃ ধাতুর উত্তর 'তৃণ', পরে 'গ্রসিতস্কভিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ এবং ঐ পদে নিপাতনহেতু ই-কারের স্থানে উকার হইয়াছে। ৯॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম (৩০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'অর্ব্বদ্ভিঃ' এবং 'বাজং' পদদ্বয় উপলক্ষে নানা অর্থান্তর ঘটে। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অর্ব্বন্-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনের বৈদিক পদ। 'অর্ব্বন্' শব্দের এক অর্থ—অশ্ব। 'বাজং' পদের এক অর্থ—সংগ্রাম। তদনুসারে ঋকের অর্থ করা হয়,—সংগ্রামে অশ্বের বা অশ্ব-সৈন্যের দ্বারা তিনি (অগ্নিদেব) পরিত্রাণ করেন। সে মতে, 'বিশ্বচর্ষণি' পদে 'বিশ্ববাসীর পূজার্হ' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ তিনটী শব্দেরই অন্যরূপ অর্থ (অবশ্য কোষগ্রন্থাদিসম্মত অর্থই) গ্রহণ করিলাম। আমরা বলি, 'বিশ্বচর্ষণি' পদের অর্থ—সর্ব্বজনের উৎকর্ষ-বিধায়ক; চর্ষণি' শব্দ উৎকর্ষ-সাধনভাবমূলক। সকলেরই যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সকলেই যাহাতে শ্রেয়োলাভ করেন, দয়াল ভগবানের ইহাই অভিপ্রেত। তাই তাঁহার বিশেষণ—'বিশ্বর্ষণি'। তার পর 'অর্ব্বদ্ভিঃ' পদে কি বুঝায়, অনুধাবন করুন। 'অর্ব্বন্' শব্দের এক অর্থ—'নীচ', 'অপকৃষ্ট'। এখানে সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত হয়। 'বাজং' শব্দে 'ধনই' (কর্ম্মফলরূপ) বলা যাইতে পারে। অপকর্ম্ম-দ্বারা যে কর্ম্ম-ফলরূপ ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরিণাম-দুঃখপ্রদ যে পাপ সঞ্চয় হয়, 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সেই যে পাপকর্ম্ম-জনিত দুঃখরূপ ফল, ভগবান তাহা বারণ করেন, সে কষ্ট হইতে তিনি পরিত্রাণ করেন,—ঋকের প্রথমাংশের ইহাই লক্ষ্য। শেষাংশের মর্ম্ম—জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয়ঃ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সে পক্ষেও তিনিই সহায়তা করেন। ফলতঃ, পাপকর্ম্মের নিবারণ পক্ষে এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ে ভগবান্ সর্ব্বথা প্রযত্নপর রহিয়াছেন; মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তবে মানুষ, তুমি যদি তাঁহার অনুশাসন মান্য না কর, তাঁহার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি উদাসীন হয়, তোমায় পরিতপ্ত হইতে হইবে,—তাহা আর বিচিত্র কি? (১ম—২৭সূ—৯ঋ)। *

* ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় ঋকটির যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"সর্ব্ব-মনুষ্যপূজিত সেই অগ্নি অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধে পার করাইয়া দিন; মেধাবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অপ্তোর্যামে হোতুরতিরিক্তোক্‌থে জরাবোধ তদ্বিবিড়্‌ঢীতি স্তোত্রিয়স্তৃচঃ। যজ্ঞ পশবো নোপধরেরন্নিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতিরিক্তোক্‌থানি জরাবোধ তদ্বিবিড়্‌ঢি। আ০ ৯।১১। ইতি। তামেতাং সূক্তে দশমীমৃচমাহ ॥

* * *

দশমী ঋক্‌।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। সপ্তবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্‌।)

জরাবোধ তদ্বিবিড়্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।

স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

জর-বোধ। তৎ। বিবিড়্‌ঢি। বিশেঽবিশে। যজ্ঞিয়ায়।

স্তোমং। রুদ্রায়। দৃশীকং। ১০।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অপ্ত-সম্বন্ধীয় প্রহরে হোতার অতিরিক্ত উক্‌থ বিষয়ে 'জরাবোধ' 'তদ্বিবিড়্‌ঢি' ইহা স্তোত্রিয় তৃচ। আশ্বলায়ন গৃহ্যের 'যজ্ঞ পশবো নোপধরেরন্‌' এই খণ্ডে 'অতিরিক্তোক্‌থানি জরাবোধ তদ্বিবিড়্‌ঢি' (আ০৯।১১) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সূক্তে সেই এই দশমী ঋক কথিত হইয়াছে।

ঋত্বিক্‌গণের (কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন।" এ অনুবাদ সায়ণের অনুগত বটে; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ বিচিত্র। যথা, "May he (the man), known among all tribes, win the race with his horses; may he with the help of his priests become a gainer." অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (জনানাং পাপত্রাণকারণাৎ) 'জরাবোধ' (স্তুত্যা উদবুদ্ধমান, সাধনপ্রভাবেন জাগরণশীল, পরিদৃশ্যমান যা হে দেব) 'বিশে বিশে' (সর্ব্বলোকে) 'বিবিড্ঢি' (প্রবিশ, অধিষ্ঠিতো ভবসি); 'যজ্ঞিয়ায়' (যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং) 'রুদ্রায়' (মহতে তুভ্যং প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'দৃশীকং' (দর্শনীয়ং, সমীচীনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ। জনহিতসাধক হে দেব! ত্বং হি জনহিতসাধনায় সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্তোঽসি; অস্মৎ প্রদত্তং পূজাং গৃহাণ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধনপ্রভাবে উদবুদ্ধমান্ হে দেব, পাপ হইতে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। (১ম—২৭সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে জরাবোধ জরয়া স্তুত্যা বোধমানাগ্নে বিশে বিশে তত্তদ্‌যজমানরূপপ্রজানুগ্রহার্থং যজ্ঞিয়ায় যজ্ঞসম্বন্ধ্যনুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং তদেব যজনং বিবিড্ঢি। প্রবিশ। যজমানোঽপি রুদ্রায় ক্রূরায়াগ্নয়ে তুভ্যং দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ। অত্র যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। জরা স্তুতির্জ্জরতেঃ স্তুতিকর্ম্মণস্তাং বোধ হয়া বোধয়িতরিতি বা তদ্বিবিড্ঢি তৎকুরু মনুষ্যস্য যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং। নি০ ১০।৮ ইতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্তুতিনিবোধমান অগ্নিদেব! (হে অগ্নি! আপনাকে স্তুতি দ্বারা জানাইতেছি), আপনি সেই সেই যজমানরূপ প্রজার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই (যজমান-সম্বন্ধী) যাগ-স্থানে প্রবেশ করুন; এবং যজমানও ক্রূররূপী (অতিতেজস্বী, প্রখর) এইরূপ আপনার দর্শনীয় (অতি সুন্দর উপযুক্ত) স্তোত্র করিতেছে। এই স্থলে 'করোতি' ক্রিয়াপদ উহ্য। 'যাস্ক' মুনি এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—জরা শব্দের অর্থ স্তুতি; কারণ জৄ ধাতু স্তুতিকর্ম্মবাচক। তাহাকে (স্তুতিকে) জানেন যিনি তৎসম্বোধনে (জরাবোধ) অথবা স্তুতি দ্বারা বোধনশীল হে অগ্নিদেব! তাহা করুন (অর্থাৎ আমরা যাহা প্রার্থনা করি) মনুষ্যের (যজমানের) যজ্ঞানুষ্ঠান-সিদ্ধির নিমিত্ত যে স্তোত্র করিতেছি, তাহা আপনি রুদ্রদেবকে দেখাইবেন। (নিরুক্ত ১০।৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরাবোধ। জৄষ্ বয়োহানৌ। অত্র তু স্তুত্যর্থঃ। ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা০ ৩।৩।১০৪। ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। জরয়া স্তুত্যা বোধো যস্যাসৌ জরাবোধঃ। যদ্বা জরয়া বোধ্যত ইতি জরাবোধঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বিবিড্ঢি। বিশ প্রবেশনে। লোটো হি। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। হুঝল্ভ্যো হের্ধিরিতি হের্ধিরাদেশঃ। সত্বষ্টুত্বে। যদ্বা বিষ্লৃ ব্যাপ্তাবিত্যস্মাল্লোণ্মধ্যমৈকবচনেঽভ্যাসস্য গুণাভাবঃ। বিশে বিশে। সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। অনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। যজ্ঞিয়ায়। যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘঃ। দৃশীকং। অনিদৃশিভ্যাং চ। উ০ ৪।১৭। ইতি কীকন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ ॥ ২৩ ॥

* * *

দশম (৩০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের একটী জটিল শব্দ—'জরাবোধ'। সায়ণের অর্থে ঐ শব্দ স্তুতির দ্বারা উদ্বুদ্ধমান্ অগ্নিকে বুঝাইতেছে। একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে 'যাজ্ঞিক বিপ্র' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তদনুসারে, স্তুতিকারক যাঁহার

বয়ঃক্ষয়-বোধক জৄ ধাতু; কিন্তু এই স্থলে স্তুতিবোধক হইয়াছে। উক্ত ধাতুর উত্তর 'ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্' (পা০ ৩।৩।১০৪) এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয়; অনন্তর টাপ্ (আপ্, আ) করিয়া 'জরা' শব্দ হইল। পরে 'জরা (স্তুতি) দ্বারা বোধ (জ্ঞান হয়) যাহার সে' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া; অথবা 'জরা (স্তুতি) কর্ত্তৃক বোধিত হন যিনি' এইরূপ অর্থে, কর্ম্মবাচ্যে বুধ ধাতুর (উত্তর) ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'জরাবোধ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে আমন্ত্রিতের (সম্বোধনের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিবিড্ঢি' এই পদটী প্রবেশার্থ 'বিশ্' ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা শপের স্থানে শ্লু' দ্বিত্ব, হলের আদিভাগস্থিতি, অনন্তর 'হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ' এই সূত্র দ্বারা 'হি'র স্থানে ধি আদেশ, ষত্ব এবং ষকারের স্থানে ড ও (তবর্গ) ধ স্থানে ঢ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; অথবা ব্যাপ্তিবোধক 'বিষ্' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনে (হিঃ) সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে দ্বিরুক্তভাগের গুণ হয় নাই। 'বিশে বিশে' এই স্থলে 'সাবেকাচঃ' এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তির স্বর উদাত্ত, এবং 'অনুদাত্তঞ্চ' এই সূত্র দ্বার আম্রেড়িত-সংজ্ঞায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'যজ্ঞিয়ায়' এই পদ (যজ্ঞ শব্দের উত্তর) 'যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ' (পা০ ৫।১।৭১) এই সূত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'দৃশীকম্' এই পদ 'অনিদৃশিভ্যাঞ্চ' (উ০ ৪।১৭) এই সূত্র দ্বারা (দৃশ ধাতুর উত্তর) 'কীকন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ঐ পদে প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত ॥ ১০ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতিতে ভগবান্ জাগরিত (উদ্‌বুদ্ধ) হন, ঐ শব্দ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তি-বিশেষের বা দেবতা-বিশেষের নাম-মাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।* বলা বাহুল্য, আমরা এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। আমরা মনে করি, স্তুতির দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, যিনি উদ্বুদ্ধ হ , সাধকের দর্শনীয় হন, মনশ্চক্ষের গোচরীভূত হন, সেই ভগবানই ঐ শব্দের লক্ষ্যস্থল। 'তৎ' পদ পূর্ব্ব-ঋকের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়াছে। মনুষ্যগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য যাঁহার করুণার হস্ত সদা প্রসারিত রহিয়াছে, সর্ব্ব-লোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 'বিশে বিশে বিবিড্‌ঢি' বাক্যে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে আমাদের অন্বয়ানুসারে ঋকের প্রথমাংশের (তৎ জরাবোধ বিশে বিশে বিবিড্‌ঢি) মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'জীবের পরিত্রাণকামনাহেতু সাধনার উপলব্ধীভূত হে দেব, আপনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।' অতঃপর ঋকের শেষাংশের মর্ম্ম,—'সেই যে আপনি, আমাদের কর্ম্মমাত্রে সিদ্ধি-প্রদানের জন্য আমাদের স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন।' 'দৃশীকং' পদ দর্শনীয় সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে স্তোত্র একটু যেন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। স্তোত্র যেন আপনার দর্শনীয় হয়, স্তোত্র যেন সমীচীন অন্যায় না হয়। যে-সে লোক, যে-সে অবস্থায় অপকর্ম্মকারী জন, যাহা-তাহা প্রার্থনা করিলেই যে, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তাহা নহে। সৎপথানুবর্ত্তী জন যদি ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করে, তবেই শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন। এখানে প্রার্থনায় সেই আভাষই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২৭সূ—১৭ঋ)।

---

* ওল্ডেনবর্গ 'জরাবোধ' শব্দ বিষয়ে লিখিয়াছেন "I think that Ludwig is right in taking Garabodha for a proper name......'Vice Vice' may possibly depend on Yagniyaya so that we should have to translate "Administer this task : a beautiful song of praise to Rudra who is worshipful for every hovse." রমানাথ সরস্বতীর অর্থ,—"জরয়া স্তুত্যা লক্ষিঃ বোধান্ জরাবোধ বিপ্র ইতি।"

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ।

ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। মহান্। অনিঽমানঃ। ধূমঽকেতুঃ। পুরুঽচন্দ্রঃ।

ধিয়ে। বাজায়। হিন্বতু ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অনিমানঃ' (পরিমাণরহিত, অতুলনীয়ঃ) 'ধূমকেতুঃ' (ধূমাৎ প্রকাশমানঃ, অন্ধকারমধ্যগতালোকরশ্মিপ্রভঃ) 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' (পূর্ণদীপ্যমানঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'ধীয়ে' (জ্ঞানায়) 'বাজায়' (পরমার্থরূপধনায় চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'হিন্বতু' (বর্দ্ধয়তু)। হে দেব। অস্মাকং জ্ঞানং পরমার্থলাভঞ্চ বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ ১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহান্, অতুলনীয়, অন্ধকারমধ্যগত, আলোকরশ্মিপ্রভ, পূর্ণদীপ্যমান্ সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে এবং পরমার্থরূপ ধনে (জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান করিয়া) (আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করুন) (১ম—২৭সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽগ্নির্নোঽস্মান্ ধিয়ে কর্ম্মণে বাজায়ান্নায় চ হিন্বতু। প্রীণয়তু। কীদৃশঃ। মহান্। গুণাধিকঃ। অনিমানঃ। নিমানবর্জ্জিতঃ। অপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। ধূমকেতুঃ। ধূমেন জ্ঞাপ্যমানঃ। পুরুশ্চন্দ্রঃ। বহুদীপ্তিঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নিদেব আমাদিগকে কর্ম্মের ও অন্নের নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত করুন। অগ্নি কিরূপ? মহা—অধিকগুণযুক্ত, নিমানবর্জ্জিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, ধূম দ্বারা জ্ঞাপ্যমান (যাঁহারা সত্তা ধূম হইতে জানা যায়) এবং বহু প্রভাশালী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঁ অনীত্যত্র সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। অনিমানঃ। ন নিমতে নিমানোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ধূমকেতুঃ। ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্‌। উ০ ১।১৪৩ চায়ঃ কিঃ। উ০ ১।৭৩। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পুরুশ্চন্দ্রঃ। চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ অস্মাৎ স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা কর্ত্তরি রক্‌। পুরুশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি সমাসান্তোদাত্তত্বং। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে পা০ ৬।১।১৫১। ইতি সুট্‌। তস্য শ্চুত্বেন শকারঃ। ধিয়ে। সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। জিন্বতু। জিবি প্রীণনার্থঃ। ইদিতো নুং ধাতোরিতি নুং ॥ ১১ ॥

* * *

একাদশ (৩০৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এ ঋকে দেবতার বিশেষণ এবং প্রার্থনীয় সামগ্রী লক্ষ্য করিবার আছে। দেবতাকে 'ধূমকেতু' বলা হইয়াছে। ঐ পদের মর্ম্মার্থ এই যে, ধূমের মধ্যে যেমন অগ্নির বিকাশ সম্ভবপর, তদ্রূপ পাপান্ধকারের মধ্যেও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপী! তুমি কেন হতাশে অবসন্ন হইতেছ? তোমার দেবতা—ধূমকেতু; তাঁহার শরণাপন্ন

'মহাঁ অনি' এই স্থলে সংহিতায় ন-কারের স্থানে 'রু' এবং অনুনাসিক বর্ণ হইয়াছে। 'অনিমানঃ' এই পদটীতে 'ইহার নিমান (ইয়ত্তা) নাই'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে, 'নঞ্‌সুভ্যাম্‌' এই সূত্রে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধূমকেতুঃ' এই পদটীতে (ধূ ধাতুর উত্তর) 'ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্‌' (উ০ ১।১৪৩) এই সূত্র দ্বারা 'মক্‌' করিয়া ধূম শব্দ সিদ্ধ। অনন্তর 'চায়ঃ কিঃ' (উ০ ১।৭৩) এই সূত্র দ্বারা চায় ধাতুর স্থানে 'কি' আদেশ করিয়া 'কেতু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরে ধূম ইহার কেতু (জ্ঞাপক) হয়' - এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'ধূমকেতুঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ পদে বহুব্রীহি সমাসান্তে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' এই পদটীর সাধন-ক্রম এই - চদি (চন্দ) ধাতুর উত্তর 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে 'রক্‌' প্রত্যয় করিয়া 'চন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ। চদি ধাতুর অর্থ - আহ্লাদন ও দীপ্তি। অতঃপর 'পুরুশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি' এইরূপ সমাসান্ত 'পুরুশ্চন্দ্র' পদের স্বর উদাত্ত এবং 'হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তর পদে মন্ত্রে (পা০ ৬।১।১৫১) এই সূত্রানুসারে সুট্‌ আর সেই 'সুটের' চ বর্গের সহিত যোগহেতু স-কারের স্থানে শ-কার হইয়াছে। 'ধিয়ে' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জিন্বতু' এই পদটী প্রীণন (প্রীতিজনন) অর্থে জিবি ধাতুর উত্তর 'ইদিতোনুম্‌ ধাতোঃ' এই সূত্র দ্বারা 'নুম্‌' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হও ; ধূমের মধ্যগত অগ্নির ন্যায় তিনি তোমার পাপরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন ;—তোমার পাপের আঁধার দূরে যাইবে, পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। গ্রহ-পক্ষেও ধূমকেতুর উপমা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে। ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ভীত ও ত্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্যোতিষতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা উহার উদয়-বিষয়ে আতঙ্কিত নহেন। সেইরূপ, পাপী যাহারা—দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট দেবতা ধূমকেতুবৎ ভীতিপ্রদ ; বিজ্ঞজন, তাঁহার উদয়-কারণ, অনুসন্ধানে অবগত বলিয়াই আনন্দ-প্রাপ্ত। পূর্ণ-দীপ্তিমান্ সেই দেবতার নিকট জ্ঞান ও পরমার্থরূপ ধন প্রার্থনাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য। প্রার্থনা,—'হে দেব! এই অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ে, ধূম মধ্যগত অগ্নির ন্যায়, আপনি সমুদিত হউন ; আর, আমায় জ্ঞান ও আপনার সান্নিধ্যলাভরূপ মোক্ষধন প্রদান করুন'। (১ম—২৭সূ—১১ঋ)।

—— * ——

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

স রেবাঁ ইব বিশ্‌পতির্দৈব্য কেতুঃ শৃণোতু নঃ।

উক্‌থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। রেবান্‌ইব। বিশ্‌পতিঃ। দৈব্যঃ। কেতুঃ। শৃণোতু। নঃ।

উক্‌থৈঃ। অগ্নিঃ। বৃহৎ‌ভানুঃ ॥ ১২ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্‌পতিঃ' (বিশ্বপালকঃ) 'দৈব্যঃ কেতুঃ' (দেবানাং দূতস্বরূপঃ) 'বৃহদ্ভানুঃ' (পরমদীপ্তিমান্) 'সঃ' (পূর্ব্বকথিতপ্রভাবসম্পন্নঃ) 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'উক্‌থৈঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ অস্মাকমুচ্চারিতৈঃ প্রার্থনায়া সন্তুষ্টঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'রেবান্ ইব' (দাতৃন্ ইব, ধনিন ইব) 'নঃ' (অস্মান্) 'শৃণোতু' (শ্রুত্বা অনুগ্রহং করোতু)। দাতা যথা প্রার্থনাকারিণঃ প্রার্থনাং শ্রুত্বা দয়ার্দ্রো ভবতি, হে দেব, ত্বদ্বং মৎপ্রতি, সদয়ো ভব। (১ম—২৭সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপাতা, দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান্ সেই অগ্নিদেব, আমাদিগের উচ্চারিত উক্‌থ-স্তুতিমন্ত্রে (সন্তুষ্ট হইয়া), দাতাদিগের ন্যায়, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (১ম—২৭সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

সোঽগ্নিরুক্‌থৈঃ স্তোত্রৈর্যুক্তান্ নোঽস্মান্ শৃণোতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রেবানিব। যথা লোকে ধনবান্ রাজা বন্দিনাং স্তোত্রং শৃণোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ। বিশ্‌পতিঃ। প্রজাপালকঃ। দৈব্যঃ। দেবানাং সম্বন্ধী। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কেতুঃ। দূতত্বজ্ঞাপকঃ। অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীদিতি শ্রুতেঃ। বৃহদ্ভানুঃ। প্রৌঢ়রশ্মিঃ। স রেবান্। এতত্তদোঃ। পা০ ৬।১।১৩২। ইতি সোর্লোপঃ। রয়ের্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। আদ্‌গুণঃ। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। আরেশব্দাচ্চ মতুপ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নিদেব স্তোত্রযুক্ত আমাদিগকে শ্রবণ করুন (অর্থাৎ স্তুতিনিরত যে আমরা, আমাদিগের বাক্য-স্তুতি শ্রবণ করুন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত, যেরূপ জগতে ধনী বা রাজা বন্দিগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করেন, তদ্রূপ অগ্নি আমাদিগের স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করুন। অগ্নি কিরূপ? প্রজাপালক এবং দেবতা-সম্বন্ধী (কারণ, শ্রুত্যন্তরে অপর শ্রুতিতে 'অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা' এইরূপ কথিত হইয়াছে। দূতের ন্যায় জ্ঞাপক; কারণ, 'অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীৎ' এইরূপ শ্রুতি আছে) এবং প্রবৃদ্ধকিরণশালী।

'স রেবান্' এই স্থলে 'এতত্তদোঃ' (পা০ ৬।১।১৩২) এই সূত্রে 'সু' বিভক্তির লোপ, 'রয়ের্মতৌ বহুলম্' এই সূত্রে সম্প্রসারণ (ই), পরপূর্ব্বভাব, 'আদ্‌গুণঃ' (পা০ ৬।১।৮৩) এই সূত্র দ্বারা গুণ, 'ছন্দসীরঃ' এই নিয়মে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম-স্থানে 'ব' এবং 'রৈশব্দাচ্চ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাত্তত্বং বক্তব্যং। পাং ৬।১।১৭৬।১। ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। বিশপ্তিঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। বৃহদ্ভানুঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ২॥

* * *

দ্বাদশ (৩০৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রধান বিতর্কমূলক পদ—'রেবান্ ইব'। উহার অর্থ—'বড়লোকের ন্যায়'—সাধারণভাবে এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—রাজার বা বড়লোকের নিকট বন্দিগণ স্তব-স্তুতি করিয়া যেমন কিছু ধন প্রাপ্ত হয়, এখানেও সেইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। তবে যাঁহারা ঋষিকুমার শুনঃশেপকে এই মন্ত্রের উচ্চারণ-কারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুনঃশেপ অর্থের ভিখারী হইতে পারেন না;—যাঁহার প্রাণ লইয়া টানা-টানি, যিনি বধ্য-ভূমে বলিদানার্থ নীত, অর্থ-প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন? অতএব, স্তুতিবাদকগণের উপমা এখানে আসিতেই পারে না। আমরা 'রেবান্ ইব' পদ-দ্বয়ের অর্থে 'দাতৃন্ ইব'—প্রকৃত দাতার ন্যায়—অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। তাহাতে ঋকের ভাব হয় এই,—'হে ভগবন্! প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াছে; আপনি দাতার শিরোমণি; প্রকৃত দাতার ন্যায় আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রকৃত দাতা যেমন প্রার্থীর প্রার্থনা কখনই অপূর্ণ রাখেন না, হে বিশ্বপাতা পরম জ্যোতিষ্মান্ দেবতা, আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাপরায়ণ হউন।' দাতার স্বরূপ কি, তাঁহার বিশেষণ কি, তিনি কোন্ ধনের অধিকারী, তদ্বিষয় উপলব্ধি করুন; তার পর, তাঁহার নিকট মানুষ কোন্ ধনের প্রার্থী হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। তাহা হইলেই ঋকের মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। (১ম—২৭সূ—১২ঋ)।

(পাং ৬।১।১৭৬।১) এই বক্তব্য (বার্ত্তিক) সূত্রে মতুপের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিশপ্তিঃ' এই পদে 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃহদ্ভানুঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে পর পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম - ২৭সূ - ১২ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ স্রুগাদাপনাৎপূর্ব্বভাবিনি জপে নমো মহদ্ভ্য ইত্যেষা ব্রাহ্মৌদনে প্রাশিষ্যমাণ ইতি খণ্ডে সূর্য্যো নো দিবস্পাতু নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ। আ০ ১৪। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং ত্রয়োদশীমৃচমাহ।

• • •

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম

মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ॥ ১৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নমঃ। মহৎভ্যঃ। নমঃ। অর্ভকেভ্যঃ। নমঃ। যুবৎভ্যঃ। নমঃ।

আশিনেভ্যঃ। যজাম। দেবান্। যদি। শক্নবাম।

মা। জ্যায়সঃ। শংসং। আ। বৃক্ষি। দেবাঃ॥ ১৩॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দর্শপূর্ণমাসযাগে স্রুক্ (যজ্ঞিয়পাত্রবিশেষের) আদাপনের (শোধনের) পূর্ব্বে যে জপ হয়, সেই জপে 'নমো মহদ্ভ্যঃ' ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারিত হয়। (কারণ) 'ব্রাহ্মৌদনে প্রাশিষ্যমাণে' এই খণ্ডে 'সূর্য্যো নো দিবস্পাতু নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ' (আ০ ১৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই এই ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* ° °

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মহদ্ভ্যঃ' (প্রসিদ্ধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি) 'অর্ভকেভ্যঃ' (অপ্রসিদ্ধেভ্যঃ, ক্ষুদ্রেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি). 'যুবভ্যঃ' (তরুণেভ্যঃ, নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্নেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি). 'আশিনেভ্যঃ' (বৃদ্ধেভ্যঃ, লুপ্তগৌরবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি); 'যদি শক্নবাম' (যদি সমর্থো ভবাম, যাবৎ অশক্ত ন ভূয়াম) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টান্) 'যজাম' (যজামহে, ভজামহে); 'দেবাঃ' (হে দেবনিবহা) 'জ্যায়সঃ' (জ্যেষ্ঠস্য, মদধিকগুণসম্পন্নস্য, পূজার্হস্য দেবস্য) 'শংসং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মা বৃক্ষি' (অহং বিচ্ছিন্নং মা কার্য্যং)। হে ভগবন! সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূজায়াং মমানুরাগং অবিচলং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম - ২৭সূ - ১৩ঋ)।

*

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; অপ্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; লুপ্তগৌরব দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যতক্ষণ আমাদের সামর্থ্য থাকিবে (যতক্ষণ আমরা অসামর্থ না হইব), সকল দেবতারই পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। হে দেবগণ! আমাদের অর্চ্চনীয় (আপনারা) যে সকল দেবতা আছেন, কোনও দেবতার অর্চ্চনায় আমি যেন কদাচ বিরত না হই। (১ম—২৭সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিনা প্রেরিতঃ শুনঃশেপো বিশ্বান্ দেবাননয়া তুষ্টাব। তথা চাম্নায়তে। তমগ্নিরুবাচ বিশ্বান্ দেবান্ স্তুহ্য স্তোৎস্রক্ষ্যামীতি স বিশ্বান্দেবাংস্তুষ্টাব নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্য ইত্যেতয়র্চেতি।

শুনঃশেপ মুনি অগ্নি কর্ত্তৃক প্রেরিত (উপদিষ্ট) হইয়া এই ত্রয়োদশী ঋক্ দ্বারা বিশ্ব (সমস্ত) দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারই শ্রুতিতে আছে; যথা,—'তমগ্নিরুবাচ বিশ্বান্ দেবান্ স্তুহি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—অগ্নিদেব সেই শুনঃশেপকে বলিলেন, 'হে শুনঃশেপ মুনে! তুমি সমস্ত দেবগণের স্তব কর। অতঃপর 'আমি দেবগণের উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিব' এই কথা বলিয়া সেই শুনঃশেপ মুনি 'নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ এই ঋকের দ্বারা সমস্ত দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহান্তো গুণৈরধিকাঃ। অর্ভকা গুণৈর্ন্যূনাঃ। যুবানস্তরুণাঃ। আশিনা বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ। যথোক্তচতুর্ব্বিধদেহযুক্তেভ্যো দেবেভ্যো নমোঽস্তু। যদি শক্নবাম। কথঞ্চিদ্ধনাদিসম্পত্ত্যা শক্তাশ্চেত্তদানীং দেবান্ যজামহে। দেবা জ্যায়সো জ্যেষ্ঠস্য দেবতাবিশেষস্য আ সর্ব্বতঃ প্রসৃতং শংসং স্তোত্রং মা বৃক্ষি। অহং বিচ্ছিন্নং মা কার্ষ্যং।

আশিনেভ্যঃ অশূ ব্যাপ্তৌ। বহুলমন্যত্রাপীতৌণাদিক ইনচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। যজাম। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। শক্নবাম। শকৢ শক্তৌ আডুত্তমস্য পিচ্চেতি তিঙঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে সতি বিকরণস্বরঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। জ্যায়সঃ। প্রশস্যশব্দাদীয়সুনি জ্য চ। পা০ ৫।৩।৬১। ইতি জ্যাদেশঃ। জ্যাদাদীয়সঃ। পা০৬।৪।১৬০। ইতীয়সুন ঈকারস্যাত্বং। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শংসং। হলশ্চেতি ঘঞ্। বৃক্ষি। ওব্রশ্চূ ছেদনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদোত্তমপুরুষৈকবচনমিট্ চ্লেঃ সিচ্। স্বরতিসূতীত্যাদিনা ইডভাবঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিত্যুপধাসকারলোপঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। ষঢোঃ কঃ সীতি কত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। ন মাঙ্যোগ ইত্যডভাবঃ॥ ১৩॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ॥ ২৪॥

অধিকগুণসম্পন্ন অল্পগুণসম্পন্ন শিশু, যুবা এবং পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ, এই চতুর্ব্বিধ দেহযুক্ত দেবগণকে নমস্কার করি। আর যদি আমি কোনও প্রকারে ধনাদি-সম্পত্তি দ্বারা সমর্থ হই, তাহা হইলে যাগানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা করিব। আমি দেবজ্যেষ্ঠ কোনও দেবতাবিশেষের সর্ব্বত্রব্যাপ্ত স্তোত্রকে বিচ্ছিন্ন করিব না (অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিব)।

'আশিনেভ্যঃ' এই পদটী ব্যাপ্তি-বোধক 'অশ' ধাতুর উত্তর 'বহুলমন্যত্রাপি' এই উণাদি সূত্র দ্বারা ইনচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ; এবং ঐ পদে 'চিতঃ' এই সূত্র দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যজাম' এই পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর, এবং তিঙের লসার্ব্বধাতুক স্বর দ্বারা ধাতুস্বর হইয়াছে। 'শক্নবাম' এই পদ শক্তি (সামর্থ্য) বোধক 'শক্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে 'আডুত্তমস্য পিচ্চ' এই সূত্র দ্বারা তিঙের 'পিৎ', তুল্যতাহেতু অনুদাত্ত স্বর হইলে বিকরণস্বর, এবং 'নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত' এই সূত্রানুসারে নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। 'জ্যায়সঃ' এই পদটী প্রশস্য শব্দের উত্তর ঈয়সুন্ প্রত্যয়, পরে 'জ্যচ' (পা০ ৫।৩।৬১) এই সূত্রে 'জ্য' আদেশ, এবং 'জ্যাদাদীয়সঃ' (পা০ ৬।৪।১৬০) এই সূত্র দ্বারা 'ঈয়সুন্'এর ঈকারের স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শংসং' এই পদটী 'শন্স' ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা ঘঞ্ করিয়া নিষ্পন্ন। 'বৃক্ষি' এই পদ,— ছেদনার্থ 'ব্রশ্চ' ধাতুর উত্তর ব্যত্যয়-প্রযুক্ত লুঙের আত্মনেপদের উত্তমপুরুষ একবচন, ইট্ বিভক্তি 'চ্লি'র স্থানে সিচ প্রত্যয়. 'স্বরতি সূতি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইট্ (ইম্) প্রত্যয়, অভাব (নিষেধ) 'স্কোঃ সংযোগাদ্যো' এই সূত্রানুসারে উপধা সকারের লোপ, ব্রশ্চাদিহেতু ষত্ব, 'ষঢো(ক)সি' এই সূত্র দ্বারা ষ-কারের স্থানে 'ক' এবং 'আদেশ প্রত্যয়য়ো' এই সূত্রে ষত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ন মাঙ্যোগে' এই সূত্র হেতু অট (অ) আগম হয় নাই॥ ১৩।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ২৪।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ (৩১০) ঋকের বিশদার্থ।

হে সর্ব্বেশ্বর! সর্ব্বময়! তুমি তো সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান্! কোন্ দেবতায় তুমি নাই? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি! তবে কেন বিভ্রম আসে? তবে কেন ভেদ-ভাবে দেখি? তবে কেন দেবতায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নীচ-মহৎ গুণের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করি? 'অমুক দেবতা বড়', 'অমুক দেবতা ছোট', 'অমুক দেবতায় গুণের আধিক্য আছে,' 'অমুক দেবতায় গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি', 'অমুক দেবতা বৃদ্ধ মাহাত্ম্যশূন্য হইয়াছেন', 'অমুক দেবতা নবীন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন',—এ সকল চিন্তা কেন মনে আসে? এ সকল অতি নীচ-কল্পনা-মূলক। যাঁহার সামান্যমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যিনি সাধনার একটু উচ্চস্তরে পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই দেবতার মধ্যে ইতর-বিশেষ ক্ষুদ্র-মহৎ দেখিতে পান না; তাঁহার দৃষ্টিতে দেবতা সকলই সমান,—সকলই অভিন্ন। তাই তিনি কোনও দেবতাকে ছোট ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না, অথবা কোনও দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা তুলনায় 'বড়' ভাবিয়া তাঁহার পূজার জন্য অধিকতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হন না। দেবতার সম্বন্ধে কোনরূপ তর-তমভাব সাধকের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। সকল দেবতার চরণেই তিনি সমান ভক্তিভরে প্রণত হন,—সকল দেবভাবকেই তিনি ধ্যান ধারণার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন।

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ যেন ঐ ভাবের ব্যত্যয় না হয়। জ্ঞান থাকিতে, সংজ্ঞা থাকিতে, আমরা যেন কোনও দেবতাকে ভেদভাবে দর্শন না করি! ধনী তুমি; দেবারাধনায় ধনের সদ্ব্যবহার করিতে চাও? সকল দেবতার প্রতি সমান দৃষ্টিতে পূজায় প্রবৃত্ত হও। তুমি শাক্ত—শক্তির উপাসক। তোমার প্রতিবাসী শৈব—শিবের উপাসক। তাই, তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি দ্বন্দ্বই না চলিয়াছে! কিন্তু শিব-শক্তি কি ভিন্ন? ভ্রান্ত! কেন তোমার এ বিভ্রম আসে? বৈষ্ণবের উপাস্য-দেবতা বিষ্ণুর প্রতিই বা কেন, হে শাক্ত, তোমার বিরাগ-ভাব দেখি? আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবই বা কেন, তোমার ইষ্টদেবতা কালীতারা-মহাবিদ্যার নাম-শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুল প্রদান করেন? হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান-পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-বিতণ্ডার তো অবধিই নাই। পরন্তু এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রাদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও কত দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই। খৃষ্টানের রোমান-কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে, মুসলমান-দিগের সিয়া ও স্থন্নি সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে, কতকাল ধরিয়া কি শোণিত-স্রাবী দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অঙ্কে তাহা ভীষণ রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে—প্রত্যক্ষ করুন। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আজিও হিন্দু-সমাজকে কলঙ্ক-কলুষিত করিয়া রাখে নাই কি? হিন্দুর সহিত বৌদ্ধ-দিগের, আবার বৌদ্ধগণের সহিত জৈনদিগের কি ভীষণ দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল। ভ্রান্ত ভেদ বুদ্ধই সকল বিতণ্ডার মূলীভূত নহে কি? মন্ত্র বলিতেছে,—ভগবন্ কহিতেছেন,—'ভেদ বুদ্ধি পরিহার কর। যতক্ষণ জীবন আছে, যতক্ষণ সামর্থ্য পাও, সকল দেবতাকে—সকল দেবভাবকে—ভগবানের সর্ব্বপ্রকার বিভূতিকে—অভিন্নভাবে দর্শন কর,—এক ভাবিয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত হও।'

মন্ত্রের শেষ উপদেশ,—তুমি সকল দেবতাকে সমান ভক্তিসহকারে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাও,—'হে দেবগণ! আমার মতিগতি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেও। আমি যেন সকল দেবতাকে অভিন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হই। আমার হৃদয়ে যেন সংসারের সকল দেবতার প্রতি সর্ব্বথা সমান অনুরাগ সঞ্জাত হয়। কোনও দেবতার পূজা-অর্চ্চনায় যেন আমার বিরক্তি না ঘটে,—বিরতি না আসে। কোনও দেবতার সহিত যেন আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়,—সকল দেবতার সর্ব্বরূপ দেবভাবে আমার অন্তর যেন সদা পরিপূর্ণ থাকে। সর্ব্বদেবতায় সমদর্শন, সকল প্রকার দেবভাবের বিকাশ যেন আমাতে প্রাপ্ত হয়,—হে দেবগণ, তাহাই বিহিত করুন।' বলা বাহুল্য, এই ভাবই সাধনার প্রকৃষ্ট ভাব,—এই অবস্থাই সাধকের পরম শ্রেয়ঃ অবস্থা। বিভিন্ন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইতে, উচ্চাবচ স্তরগত দেবতার আরাধনায় ন্যস্তচিত্ত হইতে হইতে, তর-তম প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া দেবগণের সন্ধান লইতে লইতে মানুষ শেষে এই অবস্থায়ই উপনীত হয়। অগ্রসর হইতে হইতে, ক্রমেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। শেষে তাঁহার আত্মোদ্বোধ হয়; শেষে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবদ্বারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানান,—

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ।"

ঋষিকুমার শুনঃশেপের যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই সূক্তের এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ত-সমূহের ঋক্‌গুলির প্রবর্ত্তনার বিষয় ভাষ্যকারগণ খ্যাপন করিয়া আসিতেছেন; সে দিক্ দিয়া দেখিলেও এই ঋকের একটী বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি হয়। বন্ধন মোচনের জন্য, শুনঃশেপ, একে একে বহু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে, পরিশেষে যখন স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হইল, তখন তাঁহার ভেদভাব দূরে গেল। প্রথমে তিনি দেবতাবিশেষকে প্রধান ও অপ্রধান ভাবিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; এখন তিনি সকলকেই এক বুঝিয়া প্রণতি জানাইলেন। এই ভাবই বন্ধন-মোচনের মূলীভূত। শুনঃশেপ কেন, সংসারে সকল সাধকেরই এই অবস্থা। বন্ধন-মোচন এইরূপেই সাধিত হয়। সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে এই শিক্ষাই সার শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে ও আসিবে। বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে নিত্যসত্য, বেদ যে আত্মজ্ঞান-সাধক,—এ ঋক্ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। ঋকের তাই মুখ্য প্রার্থনা —'হে দেবগণ! যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ আমার শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ যেন আমি সকল দেবতার প্রতিই সমভাবে অনুরক্ত হই। আমি দীনাতিদীন শক্তি হীন; সকলেই আমার অপেক্ষা গরিষ্ঠ; আমি যেন সকলকেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত থাকি,—তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।' দেবতার সকল সদ্ভাব যেন মানুষে সঞ্জাত হয়,—ঋকের ইহাই মর্ম্ম। * (১ম—২৭সূ—১৩ঋ)।

* ঋকের শেষাংশের অর্থ একটু জটিল। তাই ব্যাখ্যাকারগণের কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেন বৃদ্ধদেবের স্তুতি ছাড়িয়া না দিই।" কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেন কোনও জ্যেষ্ঠদেবের স্তোত্র অবহেলা না করি।" মুইর (Muir) সাহেবের অনুবাদ,—"May I not, O gods neglect the praise of the greatest." লেঙ্গেন-বর্গের অনুবাদ,—"May I not, O God, fall as a victim to the curse of my better" সুধিগণ আমাদের অনুবাদ মিলাইয়া যুক্তিযুক্ত নির্দ্ধারণ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। অষ্টাবিংশসূক্তং।

পঞ্চবিংশঃ ষড়্‌বিংশশ্চ বর্গঃ।

* *

অষ্টাবিংশসূক্তং।

এই সূক্তটী সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণ। পূর্ব্বের সাতাইশটি সূক্তে যে সকল সমস্যার নিরসন করা হইয়াছে, এখানে সেই সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে সন্দিহান জন, বিশেষতঃ বেদ মধ্যে যাঁহারা অসভ্য আদিম জাতির মদ্যাদিদানে দেবতার তুষ্টি-সম্পাদনের বিষয় ঘোষণা করিয়া থাকেন তাঁহারা, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি দেখিয়া, ভাসাভাসা ভাষ্য দেখিয়া, নিশ্চয়ই লাফাইয়া উঠিবেন।

সোম নামক লতা ছিল। উদূখলে সেই লতা রাখিয়া মুসলের আঘাতে পিষিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত। মন্থন দণ্ড দ্বারা রমণীরা তাহা মন্থন করিত। পরিশেষে ছাকনী দ্বারা সে রস ছাঁকিয়া লওয়া হইত। তীব্র মাদকগুণবিশিষ্ট সে রস ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি আদরের সহিত পান করিতেন। এ সূক্তের এক একটী ঋকের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। গো-চর্ম্মের উপর ঐ রস রক্ষিত হইত, এবং তাহাতে কোনও দোষ আসিত না, এরূপ সিদ্ধান্তও অনেকে করিয়া থাকেন। তার পর ঋষিকুমার শুনঃশেপের এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধও সূক্তের মধ্যে প্রকট রহিয়াছে,—ভাষ্যাভাষে তাহাও ব্যক্ত হয়।

কোন ঋক্ হইতে কি ভাবে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ করা হয়, এখানে তাহার একটু আভাষ দিতেছি। সূক্তের প্রথম ছয়টি ঋকে 'উলূখল' শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ এক শব্দ হইতে উদূখল ও মুসল দ্বারা সোমলতা পেষণরূপ কর্ম্মকে টানিয়া আনা হইয়া থাকে। 'যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং' পদাদি দেখিয়া, যজমানের পত্নীকে সোমরস মন্থনে ব্রতী করা হয়। শেষ ঋকের 'গোরধি ত্বচি' পদদ্বয়ে গো-চর্ম্মের উপর স্থাপনের প্রসঙ্গ আসে। তার পর কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক সারও নানা বিষয়ের নানা কল্পনা অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন-দৃষ্টিতে সূক্তের ঋক্‌গুলি লক্ষ্য করিলাম। 'সোম' শব্দ হইতে 'সোমলতার রস' অর্থ আমনন করিয়া শেষে পুঁই পাতার রসকে পর্য্যন্ত যাঁহারা তৎশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে হৃদয়ের বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'গ্রাবা'ই বা কি, 'উলূখল'ই বা কি, আর 'সোম মন্থনই' বা কি, যথাস্থানে ব্যাখ্যা-মূলে তাহা লক্ষ্য করুন। তার পর আপন অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আপন অন্তরই তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে।

অষ্টাবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

যত্র গ্রাবেতি পঞ্চমং সূক্তং নবর্চং। আদিতঃ ষড়নুষ্টুভঃ। আযজী ইত্যাদ্যাস্তিস্রো গায়ত্র্যঃ। আদিতশ্চতসৃণামিন্দ্রো দেবতা। ততো দ্বে উলূখলদৈবতো। তদনন্তরভাবিন্যা-বুলূখলমুষলদেবতাকে। অন্ত্যায়া উচ্ছিষ্টমিত্যস্যা হরিশ্চন্দ্রাধিষবণচর্ম্মসোমানামন্যতমো দেবতা। তথা চ বৃহদ্দেবতায়ামুক্তং। চর্ম্মাধিষবণীয়ং বা সোমং বান্ত্যা প্রশংসতীতি। তদুক্ত-মনুক্রমণ্যাং। যত্র গ্রাবা নব ষড়নুষ্টুবাদি যচ্চিদ্ধোলূখল্যৌ পরে মৌষল্যৌ চ প্রজাপতে-হরিশ্চন্দ্রস্যান্ত্যা চর্ম্মপ্রশংসা বেতি। আদ্যাশ্চতস্রোঽগ্নিষ্টোমে বিনিযুক্তাঃ। পঞ্চম্যা-দ্যাশ্চতস্রোঽভিষবে। অন্ত্যা দ্রোণকলশে সোমাবনয়নে। তথা চ ব্রাহ্মণং। অথ হৈনং

অষ্টাবিংশসূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই পঞ্চম সূক্ত 'যত্র গ্রাবা' ইত্যাদি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট। প্রথম হইতে ছয়টি ঋক্ অনুষ্টুভ্ এবং 'আযজী' ইত্যাদি তিনটি ঋক্ গায়ত্রীছন্দোযুক্তা। প্রথম হইতে ঋক্-চতুষ্টয়ের দেবতা ইন্দ্র, তার পরে দুইটী ঋকের দেবতা উলূখল (উদূখল) এবং তৎপরাস্থিত দুইটী ঋকের দেবতা উলূখল ও মুসল; আর শেষ (নবমী) ঋকের দেবতা হরিশ্চন্দ্র অধিষবন-চর্ম্ম ও সোম, ইহাদের মধ্যে অন্যতম (যে কোনও একজন)। উক্ত প্রকারই বৃহদ্দেবতায় উক্ত হইয়াছে; যথা,—'চর্ম্মাধিষবণীয় বা সোমং বান্ত্যা প্রশংসতি' ইতি। তাহার অর্থ,—শেষ (নবমী) ঋক্ অধিষবন-সম্বন্ধীয় চর্ম্মের অথবা সোমের প্রশংসা করিয়া থাকে। উক্ত শ্রুত্যনুসারে অনুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে যে,—'যত্র গ্রাবা নব' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই, এক সূক্তে 'যত্র গ্রাবা' ইত্যাদি নয়টী ঋক্ আছে; তাহার মধ্যে ছয়টী ঋক্ অনুষ্টুভ্ ছন্দবিশিষ্ট; 'যচ্চিদ্ধি' ও 'উত্তস্ম তে' এই দুইটী ঋকের উলূখল দেবতা, তৎপরবর্ত্তী দুইটি ঋকের দেবতা—মুষল, এবং সর্ব্বশেষস্থিত ঋক্‌টী প্রজাপতি বা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধিনী; অথবা চর্ম্মপ্রশংসাকর্ত্রী। প্রথম হইতে চারিটি ঋক্ অগ্নিষ্টোম নামক হোমে বিনিযুক্ত হইয়াছে, পঞ্চমী ঋক্ হইতে চারিটি ঋক্ অভিষবে (যজ্ঞীয় স্নানে) এবং নবমী ঋক্‌টী দ্রোণকলশে সোমাবনয়ন (সোম-সংরক্ষণ) বিষয়ে বিনিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রকারই ব্রাহ্মণভাগে ব্যক্ত হইয়াছে, 'অথ হৈনং শুনঃশেপং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শুনঃশেপোঽঞ্জঃসবং দদর্শ ইমেতাভিশ্চতসৃভিরভিষুত্যান্ যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহ ইত্যেতৈনং দ্রোণকলশমধ্যবনিনায়োচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভরেত্যেতয়র্চাঽথহাস্মিন্নারব্ধে পূর্বাভিশ্চতসৃভিঃ স্বাহা-কারান্তাভির্জুহবাং চকারেতি। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে অষ্টাবিংশসূক্তং। ঋষি অজীগর্ত্তপুত্র শুনঃশেপঃ।
ইন্দ্রোলূখলো দেবতা। ষড়নুষ্টুভঃ ত্রিস্রো গায়ত্র্যঃ।
অঞ্জঃসবে অভিষবে চ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা-ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্দ্ধ্বো ভবতি সোতবে॥

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥ ১॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

যত্র। গ্রাবা। পৃথুঽবুধ্নঃ। ঊর্দ্ধ্বঃ। ভবতি। সোতবে।

উলূখলঽসুতানাং। অব। ইৎ। ঊং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ॥ ১॥

অনন্তর শুনঃশেপ মুনি এই অঞ্জঃসবকে দেখিয়াছিলেন। তিনি 'যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহে' ইত্যাদি ঋক্-চতুষ্টয় দ্বারা সেই অঞ্জঃসব কর্ম্মের অভিষব (সংস্কার) করিয়াছিলেন। অনন্তর 'উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর' এই ঋক্ দ্বারা দ্রোণকলশের মধ্যে সেই সোমকে রক্ষা (স্থাপন) করিয়াছিলেন। সেই অভিষব (হোম) কর্ম্ম আরব্ধ হইলে (অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্মে 'স্বাহা' শব্দ যুক্ত) পূর্ব্বোক্ত ঋক্-চতুষ্টয় দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চম সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণি) 'গ্রাবা' (পাষাণবদ্বিশুদ্ধোঃ হৃদয়ঃ) 'সোতবে' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং, ভগবৎকার্য্যে ইতি যাবৎ) 'পৃথুবুধ্নঃ' (স্থূলমূলঃ, দৃঢ়তাসম্পন্নঃ) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, সত্ত্বভাবাপন্নঃ) 'ভবতি' (অস্তি), 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা, স্বকীয়ত্বেনাবগত্যৈব) তৎকর্ম্ম 'জলুগুলঃ' (ভক্ষয়, গ্রহণং কুরু)। সত্ত্বভাববিবর্জ্জিতঃ পাষাণাদ্বিশুদ্ধঃ কঠোরহৃদয়ো যদা ভগবদ্ভক্তিরসেন আর্দ্রো ভবতি, ভগবান্ তদা তদ্‌হৃদয়ং বিশুদ্ধং পরশ্রুতং ইতি মত্বা তত্র অধিষ্ঠানং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম ২৮-১—১ঋ) ।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ এই হৃদয়, ভগবৎ-প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সত্ত্বভাবাপন্ন (উন্নত) হয়, পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় জ্ঞান করিয়া, আপনি সেই কর্ম্ম গ্রহণ করুন (করেন)। (১ম—২৮সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যত্র যস্মিন্নগ্নঃসবকর্ম্মণি সোতবেঽভিষবার্থং গ্রাবা পাষাণঃ পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূল ঊর্দ্ধ উন্নতো ভবতি তস্মিন্ কর্ম্মণ্যুলূখলসুতানামুলূখলেনাভিষুতানাং রসমবেৎ স্বকীয়ত্বেনাবগত্যৈব জলুগুলঃ। ভক্ষয়।

পৃথুবুধ্নঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভবতি। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সোতবে। ষুঞ্ অভিষবে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উলূখলসুতানাং। উলূখলেন সুতানাং। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যে অগ্নঃসব-কর্ম্মে অভিষব-নিমিত্ত পাষাণ (প্রস্তর) স্থূলমূল এবং উন্নত হয়, সেই অগ্নঃসব কর্ম্মে উলূখল দ্বারা প্রস্তুত যে সোমরস, তাহা নিজস্বরূপে জানিয়াই ভক্ষণ (পান) করুন।

'পৃথুবুধ্নঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ভবতি' এই পদটীতে 'নিপাতৈ যদ্যদি হন্ত' (পা০৮।১।৩০) এই সূত্র-হেতু নিঘাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'সোতবে' এই পদটী অভিষবার্থ ষু ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন' এই সূত্র দ্বারা তবেন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। 'উলূখলসুতানাং' এই স্থলে 'উলূখলেন সুতানাং' এইরূপ ব্যাসবাক্য এবং 'তৃতীয়া কর্ম্মণি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলুগুলঃ। গল অদনে। অস্মাদ্ধাতো লুকি লোণ্মধ্যমৈকবচনে লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। উপধায়া উত্বং ন হলাদিশেষাভাবশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ। ১।

* * *

প্রথম (৩১১) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

বিষম সমস্যাপূর্ণ এই ঋক্। সাধারণ-দৃষ্টিতে, সায়ণাদির ভাষ্যের অনুসরণে, এ ঋক্ সোমলতা পেষণের অনুকূল যুক্তিমূলক বলিয়াই মনে হয়। প্রচার এই যে, পাষাণ খণ্ডের উপর সোমলতা পেষণ করা হইত স্থূলমূল পাষাণখণ্ডকে যখন যজ্ঞক্ষেত্রে ঊর্দ্ধভাবে স্থাপিত করা হয়, সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া, তখনই ইন্দ্রদেব যেন সন্তুষ্ট হন। উলূখল (উদূখল) হইতে নিঃসৃত সোমরসের ন্যায় অর্থাৎ পারস্রুত সোমরস মনে করিয়া তিনি তখনই তাহা পান করেন *

ঋক্‌টীতে সোমলতার কোনও নামগন্ধ নাই। আমাদের মনে হয়, কোনও কালে কোনও প্রদেশে কি একটা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; আর, তাহা উপলক্ষ করিয়া, মন্ত্রের অর্থ সেই ভাবেই গ্রহণ করা হইতেছিল। কাহারও ব্যাখ্যার প্রতি আমরা কোনরূপ দোষ-খ্যাপন করিতেছি না। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্র যখন যে ভাবে প্রযোগ হইত, ভাষ্যকারগণ তদনুসারেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মে প্রয়োগ-কালে যথাযথ উচ্চারণ কার্য্যকরী হয়, অর্থের কোনও প্রয়োজন হয় না,—ইহাই এক সম্প্রদায়ের

এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'জলুগুলঃ' এই পদটী ভক্ষণার্থ গল্ ধাতুর উত্তর যঙ্ ও তাহার লুক্ (লোপ), পরে লেট্ (লট্) মধ্যমপুরুষের একবচন, "লেটোঽডাটৌ" (পা০ ৩।৪।৯৪) এই সূত্র-দ্বারা অট্ (অ) আগম, 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্র দ্বারা ইকার লোপ, এবং উপধা স্থানে উকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু হলের আদি শেষ হইল না (অর্থাৎ হলন্তের পরভাগের লোপ হইল না)। ১।

---

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; (১) "হে ইন্দ্রদেব! যে যজ্ঞস্থলে স্থূল নিম্নভাগবিশিষ্ট পাষাণ সোমকণ্ডনের নির্ম্মিত প্রস্তুত হইতেছে, সে স্থানে আপনি উদূখলে অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান করুন।" (২) "যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থ স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত। সায়ণাদি সেই সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে কর্ম্মের উপযোগী অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যরূপ অর্থের (ভাবার্থ-গ্রহণের) তিনি আবশ্যকতাই মনে করেন নাই।

আমরা অংশ্য মন্ত্রগুলিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান এই যে,—মন্ত্রের অর্থ সার্ব্বজনীন, আর উহার প্রয়োগের উপযোগিতা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ মন্ত্র শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের সকল প্রকারপূজা-অর্চ্চনার প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয়। অথচ, উহার ভাবার্থ কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের বা কর্ম্ম-বিশেষের উদ্দেশ্যসাধক নহে। এইরূপ, এই ঋঙ্মন্ত্রটীকেও আমরা কর্ম্মবিশেষের (সোমলতার রস প্রস্তুতের সময়ের মাত্র) উপযোগী বলিয়া মনে করি না। মন্ত্র নিত্যসত্যসং প্রতীত হয়। উহার প্রয়োগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্ম্মে অসম্ভব নহে।

অতঃপর, ঋক্‌টির মধ্যে যে গভীর ভাব—নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিহিত আছে, তাহার একটু আভাষ দিবার চেষ্টা পাইতেছি। ঋকের এক একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন; সে ভাব পরিগ্রহ হইবে। 'গ্রাবা' পদ পাষাণার্থবোধক। গ্রহণার্থক 'গ্রহ' ধাতু উহার মূল। হৃদয় সদসৎ ভাবরাশি গ্রহণ করে বলিয়া ঐ শব্দে হৃদয়কে বুঝাইতে পারে। 'গ্রাবা' পদ বিশেষভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্য,—ঐ পদে পাষাণবৎ বিশুষ্ক কঠোর হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। মনুষ্যমাত্রেই পাপ-কর্ম্মের অধীন। পাপের প্রভাবে হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন বিশুষ্ক ভাব ধারণ করে। প্রথমে এইরূপ সাধারণ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইল। ভাবে বলা হইল,—'তুমি যত বড় পাপীই হও না কেন, পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয় যে তুমি, তুমিও উদ্ধার পাইতে পার।' কেমন হইলে? কি প্রকারে? 'পৃথুবুধ্ন' এবং 'ঊর্দ্ধঃ'—পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে; বলিতেছে,—'যদি তুমি স্থূলমূল অর্থাৎ ভগবানের প্রতি দৃঢ়চিত্ত হইতে পার, যদি তুমি উন্নত অর্থাৎ সদ্ভাবাপন্ন হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার উদ্ধার লাভ ঘটিবে। হও না কেন—পাপী! হও না কেন—অভিশপ্ত! ভয় কি? একবার 'সোতবে' অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে দৃঢ়চিত্ত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্ভাবসমন্বিত হও দেখি! 'ভগবান্ তোমায় উদ্ধার করিবেন।' কেমনভাবে উদ্ধার করিবেন? 'উলূখলসুতানামিব' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে; পাপীর চিত্ত যখন ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, সে যখন ভগবানের প্রতি একাগ্র হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি-সম্পন্ন ও সৎকর্ম্মে মতিযুক্ত হইতে পারে; অতীত কর্ম্মের জন্য তখন তাহার অন্তরে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। উলূখলের উপমায় এখানে সেই সার্থকতা দেখি। উলূখলে মুসলাঘাতে ধান্যাদি যেরূপ পুনঃপুনঃ আহত ও পিষ্ট হইয়া নিস্তুষ অবস্থায় নির্গত হয়; আত্মগ্লানি-রূপ মুসলের আঘাতে পাষাণ হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহ সেইরূপ আহত ও পিষ্ট হইয়া কলঙ্ক-রহিত অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নিস্তুষ বা মলরহিত শস্যসার (চাউলাদি) যেমন লোকের ভক্ষণীয় হয়; ভগবানে ন্যস্ত হইলে, পাপীর চিত্তবৃত্তি-সমূহও সেইরূপ ভগবানের গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পাপী! ভয় করিও না; ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হও। উলূখলে নিষ্পেষিত শস্যাদির ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া কলঙ্করহিত হও। ভগবান্ তোমায় অবশ্যই দয়া করিবেন। ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৮সূ—১ঋ)॥

—— * ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। দ্বৌঽইব। জঘনা। অধিঽসবন্যা। কৃতা।

উলূখলঽসুতানাং। অব। ইৎ। ঊং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ ॥ ২ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যদা) 'জঘনা ইব' (জঘনৌ, জঘনপ্রদেশৌ ইব, সম্যক্‌মিলনপরৌ ইতি যাবৎ) 'দ্বৌ' (দেহমনসৌ) 'অধিষবণ্যা' (অধিষবণৌ, ভগবৎকর্ম্মণী) 'কৃতা' (কৃতৌ, বিনিযুক্তৌ) ভবতঃ, তদা 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা) 'জল্গুল' (ভক্ষয় গ্রহণং কুরু)। বয়ং যদা ভগবৎকর্ম্মণি অবিচ্ছিন্নভাবেন দেহমনসৌ বিনিযোজয়াম, তদা ভগবদনুগ্রহং লভাবহে ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম ২৮সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন জঘনপ্রদেশের ন্যায় (যুক্তভাবে অভিন্ন হইয়া) দেহ মন ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তখন পেষণযন্ত্র-নিষ্কাশিত মলারহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় মনে করিয়া আপনি সে কর্ম্মকে গ্রহণ করেন (করুন)। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিষবণ্যা উক্তে অধিষবণফলকে দ্বাবিব জঘনা। দ্বৌ জঘনপ্রদেশাবিব। জঘনং জঘন্যাতেরিতি যাস্কঃ। নি০ ৯২০। কৃতা। বিস্তীর্ণে কৃতে সম্পাদিতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

জঘনা। হন্তেঃ শরীরাবয়বে দ্বে চ। উ০ ৫৩২। ইতি হন ধাতোরচ্। দ্বিত্বং। কর্দ্দমাদিত্বান্মধ্যোদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। অধিষবণ্যা। ষুঞ্ অভিষবে। ল্যুট্। ভবে ছন্দসীতি যৎ। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতঃ। ন চ যতোঽনাব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্র! যে কার্য্যে অধিষবন সম্বন্ধীয় ফলকদ্বয় দুইটী জঘন-প্রদেশের সদৃশ। নিরুক্ত-গ্রন্থে যাস্ক 'জঘনং জঘন্যতেঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে (সম্পাদিত হইয়াছে)। অপর অংশের (বাক্য) অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে। (অর্থাৎ সেই কর্ম্মে উদূখল দ্বারা প্রস্তুত সোমরস ভোজন করুন।

'জঘনা' এই পদটী হন ধাতুর উত্তর 'হন্তেঃ শরীরাবয়বে দ্বেচ' (উ০৫।৩২) এই সূত্র দ্বারা অচ্, পরে দ্বিত্ব, কর্দ্দমাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় মধ্য-স্বর উদাত্ত, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অধিষবণ্যা' এই পদটী অভিষবার্থ ষু ধাতুর উত্তর ল্যুট্ পরে 'অধিষবে ভব যে' এই অর্থে 'ভবে ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা যৎ প্রত্যয় এবং 'উপসর্গাৎ সুনোতি' এই সূত্রে ষত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'তিৎ স্বরিতঃ' এই নিয়মে স্বরিত স্বর হইয়াছে; 'যতোঽনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। তত্র হি নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ। পা০ ৬।১।২০৫। ইত্যনুবৃত্তের্দ্ব্যচ্ কৃতৈব তদিতি। কৃতা। পূর্ব্বসদাকারঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৩১২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের বড় সমস্যা-মূলক পদ—'জঘনা' ও 'অধিষবণ্যা'। সায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যত ভাষ্যকারের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই এক মর্ম্মের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সকলেরই ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য দুই খানা প্রস্তর যখন জঘনের ন্যায় বিস্তৃত হয়' ইত্যাদি। * প্রথম ঋকে একখানা প্রস্তরের বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখানে দুই খানা প্রস্তর কল্পনা করা হইল। কেন-না, মূলে 'দ্বৌ' শব্দ আছে। কিন্তু জঘনের ন্যায় দু'খানা পাথর কিরূপে থাকিবে, কেহই তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। সোমরস-কণ্ডনরূপ অর্থ আমনন করিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় দুই খানা পাথর ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, ঋকটি ভালরূপে বুঝিতে হইলে, 'জঘনা' পদের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক 'জঘন' শব্দে 'মিলনস্থান' 'সঙ্গমস্থান' ভাব ব্যক্ত করে। তাই 'জঘন' শব্দে "কটিদেশের সম্মুখভাগের নিম্ন-দেশ" বুঝায়; তাই "গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতঃ", "প্রয়াগং জঘনস্থানমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ" প্রভৃতি বাক্য শিষ্ট-প্রয়োগ মধ্যে পরিগণিত। তাহা হইলে, "দ্বৌ জঘনৌ ইব" বাক্যে "দুইয়ের মিলনের ন্যায়" ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন, সে দুই—কোন দুই? দুই

যেহেতু উক্ত সূত্রে 'নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ' (পা০ ৬।১।২০৫) এই সূত্রের অনুবৃত্তি-হেতু দ্ব্যচ্-বিশিষ্ট শব্দেরই আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। 'কৃতা' এই পদে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা আকার হইয়াছে ॥ ২ ॥

---

* ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সকলের উপলব্ধি হইবে। যথা,—"হে ইন্দ্রদেব, যে স্থানে সোমকণ্ডন করিবার নিমিত্ত উপযোগী ফলকদ্বয়, জঘনদ্বয়ের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে স্থানে আপনি উদূখল সংস্কৃত সোমরস আপনার অবগত হইয়া পান করুন" (২) "যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষব ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানা পাথর পড়িয়া থাকিলেই যে ভগবান কৃপাপরায়ণ হন, তাহা মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা তাই নির্দ্দেশ করি, এখানে স্থূল প্রস্তর-খণ্ডদ্বয়ের বিষয় কথিত হয় নাই। এখানে দেহের সহিত মনের জঘন বা সম্মিলন বিষয়েই লক্ষ্য রহিয়াছে। দেহ আর মন—এই দুই যদি অভিন্নভাবে এক হইয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এ ক্ষেত্রে নিষ্পেষণ যন্ত্র নিঃসৃত (উলূখল-নিঃসৃত) নির্ম্মল-দ্রব্য-গ্রহণের উপমার সার্থকতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেহ আর মন—একযোগে অভিন্নভাবে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পক্ষে অশেষ বাধা ও অন্তরায় আছে। সেই সকল বাধা ও অন্তরায় উত্তীর্ণ হওয়াই নিষ্পেষণ-যন্ত্রের মধ্য হইতে নির্গত হওয়া। পাপের কত প্রলোভন! পুণ্যপথে অগ্রসর হওয়ার কত অন্তরায়! তাহাতেই উলূখলের পেষণ-আঘাত পাইয় বহির্গত হওয়ার উপমা আসে। ফলতঃ, দেহ-মনে এক হইয়া যখন ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, তখনই শ্রীভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইবে;—ইহাই ঋকের ভাবার্থ। (১ম—২, সূ—২ঋ)।

— * —

তৃতীয়া-ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। নারী। অপচ্যবং। উপচ্যবং। চ। শিক্ষতে।

উলূখলসুতানাং। অব। ইৎ। উঃ ইতি ইন্দ্র। জল্গুলঃ॥ ৩॥

০. ০
০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণি) 'নারী' (সাধ্বী রমণী) 'অপচ্যবং' (অপচয়ং, অসৎকর্ম্মজনিতফলং) 'উপচ্যবং চ' (সৎকর্ম্মজনিতলাভঞ্চ) 'শিক্ষতে' (জানাতে); তৎকর্ম্ম ৎং সেবণযন্ত্রানঃসুতানাং মলর'হতানাং দ্রব্যানাং ইব মস্ত্রা গ্রহণং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্ম দ্বারা সাধ্বী-রমণী অসৎকর্ম্মের অশুভফল এবং সৎকর্ম্মের শুভফল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন; সেই কর্ম্মকে বিশুদ্ধ জানিয়া, হে ভগবন্, আপনি গ্রহণ করেন। (১ম—২৮সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যত্র যস্মিন্ কর্ম্মণি নারী পত্ন্যপচ্যবং শালায়া নির্গমনমুপচ্যবং চ শালাপ্রাপ্তিং চ শিক্ষতে অভ্যাসং করোতি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

অপচ্যবং। চ্যুঙ্ গতৌ। ঋদোরপ্। গুণাবাদেশৌ। থাথাদিনা। পা০ ৬২১৪৪। উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। শিক্ষতে। শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাত প্রতিষেধঃ। ৩॥

* * *

তৃতীয় (৩১৩) ঋকের বিশদার্থ।

—— ॰ ॰ ——

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করা বড়ই কঠিন। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে, যে কর্ম্মে নারী গৃহ হইতে নির্গমন ও গৃহে প্রবেশ করে, সেই কর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন যে,—সোমরস মন্থন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে পত্নী (যজমানের) যজ্ঞশালা হইতে নির্গম ও যজ্ঞশালায় প্রবেশরূপ প্রাপ্তি অভ্যাস করিয়া থাকে। অপরাংশ পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়। অর্থাৎ, সেই কর্ম্মে আপনি উদূখল দ্বারা প্রস্তুত সোমরস পান করুন।

'অপচ্যবং' এই পদটী অপ-পূর্ব্বক গমনার্থ 'চ্যু' ধাতুর উত্তর 'ঋদোরপ্' এই সূত্রে দ্বারা অপ্, গুণ এবং অব আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'থাথাদিনা' (পা০ ৬২।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শিক্ষতে' এই পদটী বিদ্যাগ্রহণার্থ শিক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে অকারোপদেশ-হেতু ল সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত স্বর হইলে পর ধাতুস্বর, এবং 'নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার সময়, রমণীরা যখন মন্থন-রজ্জুর অপনয়ন ও উপনয়ন করে, তখন তুমি সেই কর্ম্ম গ্রহণ কর। *

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথার আলোচনা আবশ্যক মনে করি 'অপচ্যবং' এবং 'উপচ্যবং' এই দুইটী পদ লইয়াই বিশেষ সমস্যা। একত্রীকরণার্থ-মূলক (সংরক্ষণার্থ সূচক) 'চ্যু' (বা 'চি') ধাতু হইতেই উভয় পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে। এক পদের উপসর্গ —'অপ', অন্য পদের উপসর্গ—'উপ'; এক উপসর্গের অর্থ—ক্ষয়বোধক এবং অপর উপসর্গের অর্থ—সঞ্চয়বোধক। তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে কার্য্যে অপচয় হয় এবং যে কর্ম্মে সঞ্চয় হয়, সেই দুই প্রকার কর্ম্মকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কার্য্যে অপচয় এবং কোন্ কার্য্যে সঞ্চয় হয়? সৎকর্ম্মই সঞ্চয়মূলক এবং অসৎকর্ম্মই অপচয়মূলক। এখানে সঞ্চয়ের লক্ষ্য—'সৎ'। সৎ যাহা, তাহাই লক্ষিত হয়। 'অসৎ' যাহা, তাহা ক্ষয়মূলক, তাহাই অপচয়িত হয়। তাহা হইলে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—যেখানে যে সংসারে রমণী পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া সৎকার্য্যে ব্রতী হয়, সেখানে—সে সংসারেই শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে; সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। (১ম—২০সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্যমিতবা ইব।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥ ৪॥

---

* ঋকের 'অপচ্যবং উপচ্যবং' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষেই যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। সায়ণের মত ভাষ্যেই দেখুন। পাশ্চাত্য-মতের নিদর্শন-স্বরূপে উইলসন সাহেবের টিপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"The scholiast explain the terms Apachyava and Upachyava going in and going out of the hall (Sala); but it would perhaps rather be moving up and down with reference to the action of the pestle." কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উইলসন সাহেবের এই মতেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ বিশ্লেষণং।

যত্র। মন্থাং। বিঽবধ্নতে। রশ্মীন্। যমিতবৈঽইব।

উলূখলঽসুতানাং। অব। ইৎ। উং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন কর্ম্মণি। 'যমিতবা ইব' (সংযমরূপৈঃ) 'রশ্মীন' (বন্ধনরজ্জু ইব) 'মন্থাং' (মনোরূপমন্থনদণ্ডং) 'বিবধ্নতে' (বন্ধনং করোতি পুরুষ ইতি যাবৎ) ভগবান্ তৎকর্ম্ম প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্মে সংযম-রূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মন্থন দণ্ডকে মানুষ বন্ধন করিতে সমর্থ হয়, পেষণযন্ত্র-নিষ্পেষিত মলারহিত দ্রব্যের ন্যায় সেই কর্ম্মকে, হে ভগবন্, আপনি গ্রহণ করুন (করেন) (১ম—২৮সূ—৪ঋ।)

সায়ণ-ভাষ্যং।

যত্র যস্মিন কর্ম্মণি মন্থাং মন্থনদণ্ডং মন্থানং বিবধ্নন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রশ্মীনশ্বসন্ধার্থান প্রগ্রহান যমিতবা ইব। নিয়ন্তুমিব। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

মন্থাং। পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ। পা০ ৭।১।৮৫। ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি ব্যত্যয়েনাত্বং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তত্বে পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে। পা০ ৬।১।১৯৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে ঋত্বিকগণ দধিমথন-রূপ কার্য্য নিষ্পাদক মন্থন-দণ্ড বন্ধন করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—নিয়মিত করিবার নিমিত্ত অশ্ববন্ধনার্থ রশ্মি-সমূহের ন্যায় (অর্থাৎ যেরূপ অশ্বগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত অশ্বসন্ধনোচিত রশ্মি বা লাগামসমূহ বন্ধন করা হয়, তদ্রূপ)। অপর ব্যাখ্যা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে।

'মন্থাং' এই পদটী ('মথিন' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে অম বিভক্তি) 'পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ' (পা০ ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তিতেও ব্যতিক্রম-হেতু আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রাতিপদিক স্বর দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইলে, 'পথি মথোঃ সর্ব্বনাম স্থানে' (পা ৬।১।১৯৯) এই সূত্র দ্বারা আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রকারান্তরে 'মন্থাং' পদ সাধিত হইতে পারে, 'ইহা দ্বারা মথিত হয়' এই অর্থে মন্থঃ শব্দ হয়। বিলোড়নার্থ মথি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বন্ধা মথাস্তেহনয়েতি মন্থা। মথি বিলোড়ন ইত্যস্মাদ্ধলশ্চেতি করণে ঘঞ্। ততষ্টাপ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিবধ্নতে। বন্ধ বন্ধনে। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। অনিদিতামিতি ন লোপে শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বর। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতের্নিঘাতঃ। যমিতবৈ। যম উপরমে। তুমর্থে সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ ইডাগমশ্ছান্দসঃ। যদ্বা ণ্যন্তা-ত্তবৈপ্রত্যয়েস্তডাগমে সতি ণিলোপশ্ছান্দসঃ। অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ। পা০ ৬।১।২০০। ইত্যাদ্যন্তয়োরুদাত্তত্বং। ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (৩১৪) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকারগণ এ ঋক্‌টীকেও সেই সোমরসমন্থন-ব্যাপার-মূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে এখন ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'যে স্থানে রশ্মি দ্বারা ঘোটককে বন্ধন করার ন্যায়, সোমরসের মন্থন-দণ্ডকে লোকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, সেখানে উদূখলে নিঃসৃত সোম-রসের ন্যায়, হে ইন্দ্রদেব, সেই সোমরস পান করুন'। কি হইতে কি অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়াই কঠিন।

আমরা কিন্তু ঋকে সোমলতার কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না। এ ঋকে এক সরল সুন্দর ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে। এখানে চিত্তসংযমের বিষয়ই লক্ষ্য রহিয়াছে। উপমায় বলা হইতেছে,—উচ্ছৃঙ্খল পশুকে যেমন রশ্মি-বন্ধনে সংযত করা হয়, উচ্ছৃঙ্খল মনকে সেইরূপ ধৃতি দ্বারা বন্ধন করিয়া ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত কর। চিত্ত-সংযমই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য উপায়। সকল ধর্ম্ম—সকল শাস্ত্রই মুক্তকণ্ঠে সেই তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। (১ম—২৮সূ—৪ঋ)।

(মন্থ) ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়, তৎপরে টাপ, এবং প্রত্যয়ের 'ঞ' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিবধ্নতে' এই পদটী বন্ধনার্থ বন্ধ ধাতুর উত্তর ক্র্যাদিগণীয় হেতু 'শ্না' 'অনিদিতাম্' এই সূত্র দ্বারা ন লোপ হইলে 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই সূত্র দ্বারা 'শ্না'র আকার লোপ, প্রত্যয়স্বর এবং 'তিঙি চোদাত্তবতি" এই সূত্র দ্বারা গতির (বি-উপসর্গের) নিঘাত করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যমিতবৈ' এই পদটী উপরমার্থ যম ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় এবং বৈদিক প্রয়োগ-হেতু ইট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, নি-(নিচ্, ণিঞ্) প্রত্যয়ান্ত যম ধাতুর উত্তর তবৈ প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ আগম হইলে বৈদিক প্রয়োগহেতু 'ন'র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ' (পা০ ৬।১।২০০) এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদের আদি ও অন্তস্বর উদাত্ত। ৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিষবে বিনিযুক্তাসু চতসৃষু মধ্যে প্রথমা সূক্তে পঞ্চমী মৃচমাহ ॥

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। অষ্টাবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক যুজ্যসে।

ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। ত্বং। গৃহেঽগৃহে। উলূখলক। যুজ্যসে।

ইহ। দ্যুমৎঽতমং। বদ। জয়তাংঽইব। দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যচ্চিৎ' (যদি) 'ত্বং' (তব কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'উলূখলকঃ' (উলূখলকং, উলূখলনিঃসৃতদ্রব্যং, পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিতং মলরহিতং দ্রব্যং, ভগবদ্ভক্তিযুতং নির্ম্মলং অন্তঃকরণং) 'গৃহেগৃহে' (প্রতিগৃহে) 'যুজ্যসে' (প্রযুজ্যসে, বিধায়সে); 'হি' (তদা) 'ইহ' (সংসারে) 'জয়তাং (জয়ধ্বনিসূচকং) 'দুন্দুভিঃ ইব' (বাদ্যমিব) 'দ্যুমত্তমং' (গম্ভীরনিনাদং, আনন্দ-কল্লোলং) 'বদ' (কুরু, উচ্চারয়, ত্বমিতি শেষঃ)। ভগবৎকৃপয়া যদা ইহসংসারে সর্ব্বত্র লোকা বিশুদ্ধচিত্তাঃ ভবন্তি, তদা আনন্দস্য পারং ন যাতি। (১ম-২৮সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অধুনা 'অভিষব' বিষয়ে বিনিযুক্ত ঋক-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমা কিন্তু সূক্তে পঞ্চমী যে ঋক, তাহা কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যদি আপনি (অনুগ্রহ করিয়া) গৃহে গৃহে বিশুদ্ধ নির্ম্মল অন্তঃকরণ (ভগবদ্ভক্তজনের) প্রতিষ্ঠা (বিহিত) করেন (অর্থাৎ, সংসার যদি সজ্জনে পরিপূর্ণ হয়), তাহা হইলে ইহসংসার জয়ধ্বনি-সূচক বাদ্যের ন্যায় আনন্দকল্লোলে মুখরিত হয় (তাহা হইলে সংসারে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না)। (১ম—২৮সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উলূখলক যচ্চিদ্ধি যদ্যপি ত্বমবঘাতার্থং গৃহেগৃহে যুজ্যসে তথাপীহ বৈদিকে কর্ম্মণি তীব্রমুসলপ্রহারেণ দ্যুমত্তমমতিশয়েন দীপ্তং প্রভূতধ্বনিযুক্তং শব্দং বদ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জয়তামিব দুন্দুভিঃ। যথা যুদ্ধে জয়ং প্রাপ্নুবতাং রাজ্ঞাং দুন্দুভির্মহান্তং ধ্বনিং করোতি তদ্বৎ।

উলূখলশব্দং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান। উলূখলমুরুকরং। বোর্করং বোর্ধ্বখং বোরু মে কুর্ব্বিত্যব্রবীত্তদুলূখলমভবদুরুকরং বৈ তদুলূখলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণেতি চ ব্রাহ্মণং। নি০ ৯২০। ইতি। উলূখলক। অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিক-মাদ্যুদাত্তত্বং। যুজ্যসে। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে যকস্বরঃ শিষ্যতে। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি প্রতিষেধাৎ। দ্যুমত্তমং। দীব্যতে-দীপ্ত্যর্থস্য সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্‌। দিব উৎ। পা০ ৬১১৩১। ইত্যুত্বং। যণাদেশে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উদুখল! যদিও তুমি অবঘাত-কার্য্যের জন্য প্রতি গৃহে নিযুক্ত থাকে, তথাপি এই বৈদিক কর্ম্মে কঠিন মুসল-প্রহারে প্রভূত ধ্বনিযুক্ত শব্দ উচ্চারণ কর। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেরূপ যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত রাজগণের দুন্দুভি নামক বাদ্য-বিশেষ মহাশব্দ করে, তদ্রূপ।

যাস্ক উলূখল শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যে উরু (মহৎ প্রশস্ত শব্দাদি) করে, তাহাকে 'উরুকর' বলা হয়। উরুকর শব্দ হইতেই উলূখল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, ব্রাহ্মণভাগে 'বোর্করং বোর্ধ্বখং' এই স্থলে 'বোরু মে কুরু' এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে; সেই হেতু প্রতীতি হইতেছে যে, উরুকর শব্দই 'উলূখল' হইয়াছে। আরও ব্রাহ্মণভাগে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'উরুকরং বৈ তদুলূখলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ' ইতি। (নি০ ৯২০)।

'উলূখলক' এই পদে 'অপাদাদৌ' এই সূত্র দ্বারা পর্য্যুদাস হেতু আষ্টমিক নিঘাত হইল না; সুতরাং ষাষ্ঠিক আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যুজ্যসে' এই পদে অকারের উপদেশহেতু লসার্ব্বধাতুকের স্বর অনুদাত্ত হইলে, যক্ প্রত্যয়ের স্বর অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত হইল না; কারণ, 'নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'দ্যুমত্তমং' এই পদটী দীপ্তিবোধক দিব- ধাতুর উত্তর সম্পদাদি অর্থে ক্বিপ্‌, 'দিবউৎ' (পা০ ৬।১।১৩১) এই সূত্র দ্বারা উ আদেশ, পরে যণ্‌

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। নমু দিব উদিত্যত্র প্রাতিপদিকং গৃহ্যতে ন ধাতুরিত্যুক্তত্বাৎ। অক্ষদ্যূরিত্যাদাবিবাত্রাপূটা ভবিতব্যং। পা০ ৬।৪।১৯। এবং তর্হি দীপ্তিমৎ স্বর্গবাচকেন দিব্‌প্রাতিপদিকেন দীপ্তির্লক্ষ্যত ইত্যূত্বং ভবিষ্যতি॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চবিংশো বর্গঃ॥ ২৫॥

* * *

পঞ্চম (৩১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ উলূখলের সম্বোধন-সূচক,—ভাষ্যকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন 'উলূখলক' পদ, সে হিসাবে, সম্বোধনের প্রয়োগ। তাহা হইলে, আমরা বলি, এখানেও 'উলূখল' শব্দে বিবেকরূপ নিষ্পেষণ-যন্ত্র বুঝাইতেছে। অন্যথা আমরা মনে করি, ঐ পদে ছান্দসে বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; 'উলূখলক' স্থলে 'উলূখলকঃ' এবং সন্ধিতে বিসর্গলোপে 'উলূখলক' দাঁড়াইয়াছে। ঐ শব্দের অর্থ—'উলূখল হইতে নিষ্কাশিত বিশুদ্ধ দ্রব্য।' ভাবে এখানে ঐ শব্দে বিশুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তকে বুঝাইতেছে 'ত্বং' কর্ত্তৃপদ, সম্বোধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে, ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপ বদলাইয়া যায়।

ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"হে উলূখল, যদ্যপি তোমাকে সোমকণ্ডনের নিমিত্ত গৃহে গৃহে ব্যবহার করা যায়, তথাপি এই বৈদিক কর্ম্মে তুমি জয়প্রাপ্ত রাজগণের ঢক্কার ন্যায় গম্ভীরভাবে শব্দ কর।" কিন্তু আমাদের অর্থে ভাব আসিতেছে এই যে,—'হে ভগবন্! তোমার কৃপায় আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ হউক; সংসারের সকলেই সজ্জন সাধু ভগবদ্ভক্ত হউক। তাহা হইলে এই দুঃখপূর্ণ সংসারেই আনন্দের কল্লোল উত্থিত হইবে,' রণজয়ী রাজার বিজয়বার্ত্তার আনন্দ যেমন দুন্দুভিনিনাদে নির্ঘোষিত হয়, দুর্দ্দমনীয় রিপুশত্রুগণকে জয় করিয়া সদ্ভাব-সমন্বিত

আদেশ হইলে 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্' এই সূত্র দ্বারা মতুপের স্বর উদাত্ত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, "দিব উৎ" এই সূত্রে প্রাতিপদিক (শব্দ-মাত্র) গৃহীত হইতেছে, ধাতু নহে - এই প্রকার কথিত হওয়ায়, 'অক্ষদ্যূ' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এই স্থলেও উট্ হইবে; তাহা হইলে দীপ্তিযুক্ত স্বর্গবাচক দিব্ শব্দে দীপ্তি লক্ষিত হইতেছে, (দিব্ শব্দে লক্ষণা দ্বারা দীপ্তি বুঝাইতেছে); সুতরাং উকার হইবে। ৫॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায়, আমাদের মধ্যেও আনন্দ-কল্লোল সেইরূপ মুখরিত হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট প্রকৃতির আনন্দে স্রষ্টাও তখন আনন্দ প্রকাশ করিবেন, প্রকৃতির পাটে আনন্দের হাসি স্বতঃপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। (১ম—২৮সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ।

অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। স্ম। তে। বনস্পতে। বাতঃ। বি। বাতি। অগ্রং। ইৎ।

অথো ইতি। ইন্দ্রায়। পাতবে। সুনু। সোমং। উলূখল ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'বনস্পতে' (হে বিবেকরূপনিষ্পেষণযন্ত্র) 'তে' (তব) 'অগ্রমিৎ' (পুরত ইব, মূর্দ্ধোপরি অবস্থিত ইব) 'বাতঃ' (প্রাণবায়ুঃ) 'বিবাতি স্ম' (প্রসরতি স্ম, প্রবহতি স্ম); ত্বং হি মনুষ্যস্য জন্মজরামরণস্য মোক্ষস্য বা হেতুভূতঃ; 'অথঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ; ত্বদীয়শক্তিপ্রেরণায় ইতি যাবৎ) 'উলূখল' (হে নিষ্পেষণযন্ত্র) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায় ইন্দ্রদেবস্য ইতি যাবৎ) 'পাতবে' (পানার্থং) 'সোমং' (ভক্তিসুধাং) 'সুনু' (সুসংস্কৃতং প্রস্তুতং বা কুরু)। অয়ং মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। পাপবৃত্তিনাং নিষ্পেষণযন্ত্ররূপো বিবেক অত্র সম্বোধ্যঃ। হৃদয়াৎ মে ভক্তিসুধাং নিষ্কাশনং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম ২৮সূ—৬ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে বিবেকরূপ নিষ্পেষণযন্ত্র! তোমারই মস্তকোপরি মনুষ্যের প্রাণবায়ু বিস্তৃত রহিয়াছে; (অর্থাৎ, তুমিই মনুষ্যের জন্মজরা-মরণের বা মোক্ষের হেতুভূত); সেই কারণে (তোমারই শক্তি-প্রেরণায় ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়—সেই কারণে) হে নিষ্পেষণ-যন্ত্র, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের পানার্থ (আমাদের হৃদয়ের) ভক্তিসুধা তুমি সুসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া দেও (১ম—২৮সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ হে বনস্পতে উলূখলরূপ বৃক্ষ তে২গ্রমিত্তব পুরত এব বাতো বিবাতি স্ম। ত্বরোপেতমুসলপ্রহারৈর্বায়ুর্বিশেষেণ প্রসরতি খলু। অথো২নন্তরং হে উলূখল ইন্দ্রায়েন্দ্রো-পকারার্থং পাতবে পাতুং সোমং সুনু। সোমাভিষবং কুরু॥

বনস্পতে পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কার্যে কারণশব্দঃ। পাতবে। পা পানে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্প্রত্যয়ঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুনু। উতশ্চ প্রত্যয়াদ-সংযোগপূর্বাদিতি হের্লুক্। বিকরণস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। উলূখল। ঊর্ধ্বং খমস্যেত্যুলূখলঃ। পৃষোদরাদিঃ॥ ৬॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ হে উলূখল-রূপ বৃক্ষ! তোমার সম্মুখেই বেগযুক্ত (অতি দ্রুত) মুসলাঘাতে বায়ু বিশেষরূপে প্রসৃত (প্রবাহিত) হইতেছে। অতঃপর, হে উলূখল! ইন্দ্রের উপকারার্থে পান করিবার নিমিত্ত সোমের অভিষব (প্রণয়ন) কর।

'বনস্পতে' এই পদে পারস্করাদি-হেতু সুট্ আগম হইয়াছে, এবং ঐ পদ সোমাভিষব-রূপ কার্য্য-বিষয়ে কারণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পাতবে' এই পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা তবেন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুনু' এই পদটী (স্বাদিগণীয়) সু ধাতুর উত্তর লোট্ হি (শ্নু) 'উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ' এই সূত্র দ্বারা 'হি'র লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিকরণ স্বরের দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং পাদের আদিতে প্রযুক্ত-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'উলূখল' এই পদটী ঊর্দ্ধভাগে খ (শূন্য, গহ্বর আছে) ইহার এই অর্থে নিষ্পন্ন উলখল শব্দের সম্বোধনে সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত উলূখল শব্দ পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত॥ ৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায়, আমাদের মধ্যেও আনন্দ-কল্লোল সেইরূপ মুখরিত হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট প্রকৃতির আনন্দে স্রষ্টাও তখন আনন্দ প্রকাশ করিবেন, প্রকৃতির পাটে আনন্দের হাসি স্বতঃপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। (১ম—২৮সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ।

অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। স্ম। তে। বনস্পতে। বাতঃ। বি। বাতি। অগ্রং। ইৎ।

অথো ইতি। ইন্দ্রায়। পাতবে। সুনু। সোমং। উলূখল ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'বনস্পতে' (হে বিবেকরূপনিষ্পেষণযন্ত্র) 'তে' (তব) 'অগ্রমিৎ' (পুরত ইব, মূর্দ্ধোপরি অবস্থিত ইব) 'বাতঃ' (প্রাণবায়ুঃ) 'বিবাতি স্ম' (প্রসরতি স্ম, প্রবহতি স্ম); ত্বং হি মনুষ্যস্য জন্মজরামরণস্য মোক্ষস্য বা হেতুভূতঃ; 'অথঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ; ত্বদীয়শক্তিপ্রেরণায় ইতি যাবৎ) 'উলূখল' (হে নিষ্পেষণযন্ত্র) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায় ইন্দ্রদেবস্য ইতি যাবৎ) 'পাতবে' (পানার্থং) 'সোমং' (ভক্তিসুধাং) 'সুনু' (পুনঃসংস্কৃতং প্রস্তুতং বা কুরু)। অয়ং মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। পাপবৃত্তিনাং নিষ্পেষণযন্ত্ররূপো বিবেক অত্র সম্বোধ্যঃ। হৃদয়াৎ স ভক্তিসুধাং নিষ্কাশনং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম ২৮সূ—৬ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে বিবেকরূপ নিষ্পেষণযন্ত্র! তোমারই মস্তকোপরি মনুষ্যের প্রাণবায়ু বিস্তৃত রহিয়াছে; (অর্থাৎ, তুমিই মনুষ্যের জন্মজরা-মরণের বা মোক্ষের হেতুভূত); সেই কারণে (তোমারই শক্তি-প্রেরণায় ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়—সেই কারণে) হে নিষ্পেষণ-যন্ত্র, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের পানার্থ (আমাদের হৃদয়ের) ভক্তিসুধা তুমি সুসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া দেও (১ম—২৮সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ হে বনস্পতে উলূখলরূপ বৃক্ষ তেত্বগ্রমিত্তব পুরত এব বাতো বিবাতি স্ম। ত্বরোপেতমুসলপ্রহারৈর্বায়ুর্বিশেষেণ প্রসরতি খলু। অথোঽনন্তরং হে উলূখল ইন্দ্রায়েন্দ্রো-পকারার্থং পাতবে পাতুং সোমং সুনু। সোমাভিষবং কুরু॥

বনস্পতে পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কার্যো কারণশব্দঃ। পাতবে। পা পানে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্প্রত্যয়ঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুনু। উতশ্চ প্রত্যয়াদ-সংযোগপূর্ব্বাদিতি হেলুক্। বিকরণস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। উলূখল। ঊর্ধ্বং খমস্যেত্যুলূখলঃ। পৃষোদরাদিঃ। ৬।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ হে উলূখল-রূপ বৃক্ষ! তোমার সম্মুখেই বেগযুক্ত (অতি দ্রুত) মুষলাঘাতে বায়ু বিশেষরূপে প্রসৃত (প্রবাহিত) হইতেছে। অতঃপর হে উলূখল! ইন্দ্রের উপকারার্থে পান করিবার নিমিত্ত সোমের অভিষব (প্রণয়ন) কর।

'বনস্পতে' এই পদে পারস্করাদি-হেতু সুট্ আগম হইয়াছে, এবং ঐ পদ সোমাভিষব-রূপ কার্য্য-বিষয়ে কারণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পাতবে' এই পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা তবেন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুনু' এই পদটী (স্বাদিগণীয়) সু ধাতুর উত্তর লোট্ হি (শ্নু) 'উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ' এই সূত্র দ্বারা 'হি'র লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিকরণ স্বরের দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং পাদের আদিতে প্রযুক্ত-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'উলূখল' এই পদটী ঊর্দ্ধভাগে খ (শূন্য, গহ্বর আছে) ইহার এই অর্থে নিষ্পন্ন উলখল শব্দের সম্বোধনে সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত উলূখল শব্দ পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত॥ ৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ (৩১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থের কোনই মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। ব্যাখ্যাকারগণ 'বনস্পতি' শব্দে "কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল" অর্থ আমনন করিয়াছেন; এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখল, তোমার মাথার উপর বায়ু বহিতেছে। অতএব ইন্দ্রদেবের পানের জন্য সোমরস অভিষুত কর।' ইহাতে কি ভাব মনে আসে, সুধিগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ যে পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসরণেই আমরাও অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি। ঔচিত্যানৌচিত্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

আমরা মনে করি, এখানে রূপকে এক পরমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। 'বনস্পতে' পদে আমরাও নিষ্পেষণ-যন্ত্র (প্রকারান্তরে উলূখলই) স্বীকার করিলাম। বন-পক্ষে, 'বনস্পতি' শব্দে বনের যিনি পতি পালক বা সংস্কারসাধক, তাঁহাকে বুঝাইতে পারে; অথবা, মহাবৃক্ষও বনস্পতি নামে অভিহিত হইতে পারে। সে অর্থে, বনকে যিনি আয়ত্তে রাখেন, বনের আগাছা প্রভৃতিকে যিনি উন্মূলিত করেন, হিংস্র-জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে বনকে যিনি নিরাপদ করিয়া থাকেন, বনস্পতি শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়। মহাবৃক্ষ-সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। মহাবৃক্ষের তেজে আগাছা-সকল নিঃশেষ হয়। মহাবৃক্ষ ফলচ্ছায়া-দানে জীবকে পরিতৃপ্ত করে। এখন, সেই বনস্পতির সহিত বিবেকের-উপমার সাদৃশ্য অনুধাবন করুন। অন্তররূপ অরণ্যের অসদ্বৃত্তিনিচয়কেই আগাছা জঙ্গল বা হিংস্রজন্তুবৎ মনে করা যাইতে পারে। কামক্রোধাদি রিপু সেখানকার ভীষণ শ্বাপদ-দল বা বিষবৃক্ষ। বিবেক যদি সেখানে বন-স্পতি হন, অর্থাৎ বিবেক যদি সেখানে প্রধান হন, তাহাতে ঐ সকল জঙ্গল নির্ম্মূল হইতে পারে এবং ঐ সকল হিংস্রজন্তু বিমর্দ্দিত হইয়া আসে। ঋকে তাই বনস্পতি নামে অন্তরস্থ দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতঃপর 'অগ্রমিব বাতঃ' বাক্যাংশের সার্থকতা উপলব্ধি করুন। এ স্থলেও শব্দার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাব প্রকাশ পক্ষে সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তোমার মস্তকের উপর বায়ু'—ইহার মর্ম্ম কি মনে হয়? 'বাতঃ' শব্দে প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করিতেছে। তোমারই মস্তকের উপর আছে—এবংবিধ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তোমারই প্রতিষ্ঠায় জীবনের সার্থকতা আসে। যখন তোমার মস্তকের উপর প্রাণবায়ু থাকে, অর্থাৎ যখন জীবন তোমার সুপ্রতিষ্ঠায় উন্নত হয়, তখনই লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই নিষ্পেষণ-যন্ত্র-নিঃসৃত বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা ভগবান প্রাপ্ত হন,—তখনই পরমপুরুষার্থ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। (১ম—২৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আযজী বাজসাতমা তা হ্যূচ্চা বিজর্ভৃতঃ।

হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আযজী ইত্যাঽযজী। বাজঽসাতমা। তা। হি। উচ্চা। বিঽজর্ভৃতঃ।

হরী ইবেতি হরীঽইব। অন্ধাংসি। বপ্সতা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'যজী' (ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্তৌ দেহমনসী) 'হি' (নিশ্চয়ং) 'বাজসাতমা' (অন্নাদিদানেন ইহলৌকিকসুখপ্রদৌ) 'উচ্চা' (উচ্চৈঃ, উন্নতপ্রদেশে ইতি যাবৎ) 'বিজর্ভৃতঃ' (বিশেষেণ বিহারং কুরুতঃ)। 'তা' (তৌ দেহান্তরৌ) 'হরী ইব' (জ্ঞানভক্তিরূপরশ্মী ইব) 'অন্ধাংসি' (অজ্ঞানানি, পাপানি) 'বপ্সতা' (বপ্সতৌ, ভক্ষকৌ, নাশকৌ) ভবতঃ ইতি শেষঃ। যদি বহিরন্তরৌ ভগবৎকার্য্যপরায়ণৌ ভবতঃ, তদা জ্ঞানভক্তিসঞ্চারেন মনুজাঃ পাপদূরীকরণসমর্থা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৭ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতোভাবে ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত দেহ-মন, নিশ্চয়ই অন্নাদি-প্রদানে (মনুষ্যের) ঐহিক-সুখপ্রদ হইয়া, উন্নতপ্রদেশে (ভগবৎ-সান্নিধ্যে) বিচরণ করে; সেই দেহ-মন, জ্ঞানভক্তিরূপ রশ্মির ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকার নাশে সমর্থ হয়। (ম—২৮সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উলূখলমুসলে আযজী সর্ব্বতো যজ্ঞসাধনে বাজসাতমা অতিশয়েনান্নপ্রদে তা তি তে খলূচ্চা প্রৌঢ়ধ্বনির্যথা ভবতি তথা বিজর্ভৃতঃ। বিশেষেণ পুনঃ পুনর্ব্বিহারং কুরুতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অন্ধাংস্যন্নানি চণকাদীনি খাদ্যানি বপ্সতৌ ভক্ষয়ন্তৌ হরী ইব। ইন্দ্রস্যাশ্বাবিব। অত্র যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। আযজী আযষ্টব্যে অন্নানাং সম্ভক্তৃতমে হে হ্যচ্চৈর্ব্বিহ্রিয়েতে হরী ইবান্নানি ভক্ষয়ন্তৌ। নি০ ৯৩৬। ইতি॥ আযজী। যজেরৌণাদিকঃ করণ ইপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বাজসাতমা। বাজং সনোতীতি বাজসাঃ। ষণু দানে। জনসনেত্যাদিনা বিট্প্রত্যয়ঃ। বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্ব। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। আতিশায়নিকস্তমপ্। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। বিজর্ভৃতঃ। হৃঞ্ হরণে। অস্মাদ্যঙ্লুক্যভ্যাসহলাদিশেষোরৎজশ্ত্বেষু কৃতেষু রুগ্রিকৌ চ লুকি। পা০ ৭।৪।৯১।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উলূখল! হে মুসল! সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞনিষ্পত্তির হেতু এবং অতিশয় (পর্য্যাপ্ত) অন্নপ্রদানকারী এবম্ভূত তোমরা উভয়ে যে প্রকারে উচ্চ ও গম্ভীর শব্দ উত্থিত হয়, সেই প্রকারে পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া থাক। উক্ত দুইটি বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—চণক (ছোলা) প্রভৃতি খাদ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত দুইটী ইন্দ্রঘোটকের ন্যায় (অর্থাৎ যেরূপ ইন্দ্র-ঘোটকদ্বয় চণক প্রভৃতি খাদ্য ভক্ষণ করিতে করিতে সানন্দে বিহার করে, তদ্রূপ)। এই স্থলে যাস্ক ঋষি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'অন্নসম্ভোগকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই উলূখল ও মুসল ইহারা, খাদ্য-ভক্ষণ-প্রবৃত্ত ইন্দ্র ঘোটকদ্বয়ের ন্যায় অতিশয় বিহার করিয়া থাকে' (নি০ ৯।৩৭)।

'আযজী' এই পদটী যজ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে কৃদন্তের উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বাজসতমা' এই পদটী 'বাজ (অন্ন) দান করে যে' এই অর্থে দানার্থ 'সন' ধাতুর উত্তর 'জনসন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'বিট্' প্রত্যয়, 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' এই সূত্র দ্বারা আকার; এবং কৃদন্ত উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বর। তদনন্তর অতিশয় অর্থে 'বাজ সা' শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয় ও 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিজর্ভৃতঃ' এই পদটী হরণার্থ 'হৃ' ধাতুর উত্তর যঙ্, তাহার লুক্, দ্বিত্ব, হল্-বর্ণের আদিভাগের স্থিতি, ঋ স্থানে অকার, এবং জশ্ত্ব ভাব (হ-কারের স্থানে জ-কার) করা হইলে 'রুগ্রিকৌ চ লুকি' (পা০ ৭।৪।৯১) এই সূত্রে রুক্ আগম; তদনন্তর, প্রত্যয়-লক্ষণ দ্বারা ধাতু-সংজ্ঞা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি রুগাগমঃ। ততঃ প্রত্যয়লক্ষণেন ধাতুসংজ্ঞায়াং লিটি দ্বির্ব্বচনং তস্। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চেতি প্রতিষেধঃ। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বপ্সতা। ভস ভক্ষণ দীপ্ত্যোঃ। লটঃ শতৃ। জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ। ঘসিভসোর্হলি চ। পা০ ৬।৪।১০০। ইত্যুপধালোপঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১।৭৮। ইতি নুম্প্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ৭॥

* * *

সপ্তম (৩১৭) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্ম হইতেই ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়; এবং সেই কর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান-ভক্তি হইতে জীব পরিত্রাণ লাভ করে। এ ঋকের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া আমরা অনুমান করি।

কি শব্দের কি ভাবে আমরা ঐরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। 'আযজী' পদ, 'আ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'যজি' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে ব্যুৎপন্ন হয়। পূজার্থক 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয়ে 'যজি' শব্দ উৎপন্ন। দ্বিবচন-হেতু, এখানে পূজা-পক্ষে দুইয়ের কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। সায়ণ এ ক্ষেত্রে উদূখল ও মুসল—এই দুইয়ের কর্তৃত্ব অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে ঋকের এক লৌকিক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি, দেহ আর মন এই দুইকে বুঝাইলেই বড় সঙ্গত অর্থ ব্যক্ত হয়। ধাত্বর্থের সার্থকতাও সেখানেই সর্ব্বতঃ প্রকাশ পায়। ভগবানের পূজা-কার্য্যে উদূখল আর মুসল নিযুক্ত হওয়ার অপেক্ষা, দেহ ও মন যদি বিনিযুক্ত হয়, তাহাতেই অধিক শ্রেয়োলাভের আশা করা যায় না কি? উদূখল আর মুসল দ্বারা পরমার্থ-পক্ষে কি শ্রেয়ঃ-সাধন সম্ভবপর? দেহ আর মন লইয়াই যত কিছু

হইলে লিট্ (লট্) বিভক্তির দ্বিবচনে তস্, 'অদাদিবচ্চ' এই বচন হেতু শপের লুক্, গুণের প্রাপ্তি হইলে 'ক্ঙিতি চ' এই সূত্র দ্বারা সেই গুণের নিষেধ, 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা 'হ' স্থানে 'ভ,' প্রত্যয়স্বর এবং 'হি চ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-প্রতিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বপ্সতা' এই পদটী ভক্ষণদীপ্তিবোধক 'ভস্' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ, জুহোত্যাদি (হ্বাদি) গণীয় হেতু শ্লু, 'ঘসিভসোর্হলিচ' (পা০ ৬।৪।১০০) এই সূত্র দ্বারা উপধার লোপ, এবং 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা০ ৭।১।৭৮) এই সূত্র দ্বারা নুম্ নিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। ইষ্টানিষ্ট তাহাদেরই কর্ম্মাকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বিবচনান্ত 'আযজী' পদ, উদূখল ও মুষল-স্বরূপেও, দেহ ও মনকেই লক্ষ্য করে। দেহ-মনই তো পাপ-বৃত্তির পেষণ-যন্ত্র! দেহ-মন যদি দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, কলুষ-নিচয় পিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। উপমার সার্থকতা সেই পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পরবর্ত্তী ঋকে সে সঙ্গতি অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

অতঃপর ঋকের অন্যান্য শব্দের অর্থ-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। 'বাজসাতমা' পদের অর্থ—অন্নাদিপ্রদানকারী; ভাবে, ঐ পদে ঐহিক সুখের বিষয়ই প্রকাশ পায়। যাহার দেহ-মন ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছে, তিনি যে ঐহিক সুখের অধিকারী হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তাহার পরের স্তরই ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের পথে অগ্রসর হওন। ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত দেহ-মন উন্নত-স্থানে বিচরণ করে,—ইহার মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্মফলে ক্রমশঃ মানুষ ভগবানের নিকট অগ্রসর হয়। এ সকল বিষয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

এ পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্রে দ্বিবচনান্ত 'হরী' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি তাহার সকল স্থলেই ভাষ্যকারগণ 'ইন্দ্রের অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সকল স্থলেই 'জ্ঞানভক্তিরূপ রশ্মি' অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই বুঝাইতেছে বলিয়া, 'হরী' শব্দ দ্বিবচনান্ত। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংযোগের বিষয় খ্যাপন করাই এ ঋকের মুখ্য লক্ষ্য। জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি-সম্পাতে যে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দেহ-মন ভগবৎ-কর্ম্মানুরত হইলে, আপনিই জ্ঞান-ভক্তির উন্মেষ ঘটে; তাহাতে আপনিই অজ্ঞানতা দূরে যায়, ক্রমশঃ মুক্তি পর্য্যন্ত অধিগত হইয়া আসে। সেই তত্ত্বই এ ঋকে বিবৃত দেখি। * (১ম—২৮সূ—৭ঋ)।

* এ ঋকের যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদে তাহার মর্ম্মানুধাবন করুন। অপিচ, কৌতূহল-নিবারণার্থ, প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—"সর্ব্বতোভাবে যজ্ঞের সাধন এবং অতিশয় অন্নপ্রদ সেই উদূখল ও মুসল উভয়ে, তৃণাদি-ভক্ষণকারী অশ্বের ন্যায়, উচ্চৈঃশব্দ-পূর্ব্বক সোমকাণ্ড ভক্ষণ করে অর্থাৎ সোমলতা কণ্ডন করিয়া রস নিষ্কাষিত করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ।

ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতং ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। নঃ। অদ্য। বনস্পতী ইতি। ঋষ্বৌ। ঋষ্বেভিঃ। সোতৃভিঃ।

ইন্দ্রায়। মধুঽমৎ। সুতং ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋষ্বৌ' (জ্ঞানপথগমনশীলৌ) 'বনস্পতী' (বিবেকপরিচালিতৌ দেহমনসী) 'তা' (তৌ, ভগবদারাধনাপরৌ) 'অদ্য' (অস্মিন্নহনি, অবিলম্বেন ইতি যাবৎ) 'সোতৃভিঃ' (পূজাপরায়ণৈঃ) 'ঋষ্বেভিঃ' (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবপ্রীত্যর্থং) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যসম্পন্নং) 'সুতং' (হৃদিনিঃসৃতং ভক্তিসুধাং) সমর্পয়ত যুবামিতি শেষঃ। হে দেহমনসী! যুবাং বিবেকপরিচালনেন অচঞ্চলৌ ভূত্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তৌ ভবথ ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ ৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিবেক-পরিচালিত, জ্ঞানপথে গমনশীল, ভগবদারাধনা-পরায়ণ, হে দেহ-মন, তোমরা অবিলম্বে পূজাপরায়ণ ইন্দ্রিয়াদি-সহ, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতি-সাধন জন্য, আমাদিগের হৃদিনিঃসৃত মধুময় ভক্তি-সুধা তাঁহাকে সমর্পণ কর। (১ম—২৮সূ—৮ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মিন্ কর্ম্মণি হে বনস্পতী উলূখলমুষলরূপৌ তৌ যুবাম্যষেভির্দর্শনীয়ৈঃ সোতৃভিরভিষবহেতুভিঃ সহ ঋষো তৌ দর্শনীয়ৌ ভূত্বেন্দ্রায়েন্দ্রার্থং মধুমৎ মাধুর্য্যোপেতং সোমদ্রব্যং নোঽস্মদীয়ং সুতং। অভিষুণুতং।

তা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। নো অত্র। প্রকৃত্যান্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাবঃ। বনস্পতী। উভয়পদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে আমন্ত্রিতস্যেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। প্লুতপ্রগৃহ্য অচীতি প্রকৃতিভাবঃ। সুতং। ষুঞ্ অভিষবে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। নিঘাতঃ। ৮॥

* * *

অষ্টম (৩১৮) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণের ভাষ্যে এ ঋকের যে অর্থ প্রকাশিত, ভাষ্যানুবাদে তাহা লক্ষ্য করুন। সাধারণতঃ এই ঋকের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখলকে ও মুষলকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'সোমাভিষবকারী ঋত্বিকের সহিত তোমরা ইন্দ্রদেবের জন্য সোমরস প্রস্তুত কর।'

ঋকে দ্বিবচনান্ত 'বনস্পতী' পদ আছে তাহা হইতে উদূখল ও মুষল কল্পনা করা হইয়াছে। কারণ, কাষ্ঠ হইতে উদূখল ও মুষল প্রস্তুত হয়। ভাব—পেষণ-যন্ত্র। আমরা পূর্ব্বে 'বনস্পতে' পদে বিবেককে সম্বোধন করা হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত রাখিলাম। দ্বিবচনের জন্য বিবেক-পরিচালিত দেহ ও মন দুইয়ের সম্বোধন স্থির হইল। এক পক্ষে দেহ ও মন—এই দুইয়ের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উলূখল-মুষলরূপ বৃক্ষদ্বয়! এই কর্ম্মে তোমরা উভয়ে দর্শনীয় (বিশুদ্ধ) অভিষবের হেতুগণের দর্শনীয় পবিত্র হইয়া ইন্দ্রদেবের জন্য মাধুর্য্যযুক্ত (অতি-সুমিষ্ট) অস্মৎ-সম্বন্ধীয় সোমদ্রব্য প্রস্তুত কর।

'তা' এই পদে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা আকার হইয়াছে। 'নো অত্র' এই স্থলে 'প্রকৃত্যান্তঃপাদং" এই নিয়মানুসারে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'বনস্পতী" এই পদে উভয় (বন ও পতি) পদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে. 'আমান্ত্রিতস্য" এই বিশেষ নিয়মহেতু সমুদায় পদের অনুদাত্ত স্বর, এবং 'প্লুত প্রগৃহ্য অচি' এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতি ভাব হইয়াছে। 'সুতং' এই পদ অভিষবার্থ সু (ষুঞ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের লুক্, তৎপরে নিঘাত হইয়াছে। ৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেষণ-যন্ত্রও বলা যাইতে পারে। দেহমনোরূপ পেষণ-যন্ত্র কার্য্য করে—বিবেকের শক্তিতে। উদূখল ও মুষল পরিচালনায়ও যেমন শক্তির কার্য্য প্রয়োজন; শক্তি ব্যতীত তাহাদের কার্য্য যেমন সুসিদ্ধ হয় না; এখানে বিবেককে সেই শক্তিস্থানীয় মনে করিতে পারি। কেবলমাত্র উদূখল ও মুষল পড়িয়া থাকিলেই পেষণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না,—ভাষ্যকারগণের কথিতরূপ সোমরসও নিঃসৃত হইতে পারে না। পূর্ব্ব ঋকের 'আযজী' পদে, ভাষ্যকারগণ উদূখল ও মুষল অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; আমরা দেহ ও মন অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এখানে 'ঋষ্বৌ' বিশেষণে সেই উদূখল-মুষলের বা দেহ-মনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'ঋষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাঁহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন। দেহ-মন যখন জ্ঞানপথে গমন করে, তখন তাহার উপর বিবেকের কর্তৃত্ব অনুভূত হয়। সেই জন্যই, সেই লক্ষ্য রাখিয়াই, আমরা 'বনস্পতী' পদের অর্থে 'বিবেকপরিচালিতৌ দেহমনসী' প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করিলাম। গত্যর্থক 'ঋষ' ধাতু হইতে 'ঋষ্বেভিঃ' পদ নিষ্পন্ন। ইন্দ্রিয়াদি সদা-বিচঞ্চল। ঐ পদে তাই ইন্দ্রিয়গণকে লক্ষ্য আছে, মনে করা যায়। অন্য পক্ষে, ঋষিস্বরূপ সদ্‌বৃত্তিনিবহকেও মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, সদসৎ সকল বৃত্তিকে ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারিণী করার ভাবই 'সোতৃভিঃ ঋষ্বেভিঃ' পদদ্বয়ে ব্যক্ত হইতেছে। আমরা তাই মনে করি,—'ঋষ্বৌ' ও 'ঋষ্বেভিঃ' পদদ্বয়ের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপ ধাত্বর্থ সঙ্গত। ফলতঃ, এখানে দেহ-মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে আমার দেহ-মন! তোমরা বিবেকপরিচালনে সচঞ্চল হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়—সকল বৃত্তি সংযম-পূর্ব্বক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহাই শুভপ্রদ।' (১ম—২৮সূ—৮ঋ)।

---*---

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

সোমাবনয়নেন বিনিযুক্তান্ সূক্তে নবমীমৃচমাহ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর সোমাবনয়ন-কার্য্যে বিনিযুক্ত যে ঋক্, সূক্তের সেই নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্‌।)

উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আ সৃজ।

নি ধেহি গোরধি ত্বচি॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। শিষ্টং। চম্বোঃ। ভর। সোমং। পবিত্রে। আ। সৃজ।

নি। ধেহি। গোঃ। অধি। ত্বচি ৯।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উৎ' (অপিচ) 'শিষ্টং' (সৎসহযুক্তং) 'সোমং' (ভক্তিসুধাং) 'সৃজ' (সঞ্চয়), 'পবিত্রে' (মলরহিতে) 'চম্বোঃ' (হৃদ্‌পাত্রে) তৎ 'আ ভর' (সম্যক্‌রূপেণ প্রতিষ্ঠাপয়), 'অধি ত্বচি' (বহিরাবরণাভ্যন্তরে) 'গোঃ' (ভগবজ্জ্যোতিঃ) 'নি ধেহি' (ধারয়)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মহৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ভগবদ্ধ্যানপরো ভব। ইতি ভাবঃ (১ম ২৮সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎসহযুক্ত ভক্তিসুধা সঞ্চয় কর; নির্ম্মল হৃদয়পাত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ; আর, বহিরাবরণ-অভ্যন্তরে (হৃদয়-মধ্যে) ভগবজ্জ্যোতিঃ ধারণ (প্রতিষ্ঠা) কর। (১ম—২৮সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্বিশেষ হরিশ্চন্দ্রদেবতাপক্ষে হরিশ্চন্দ্রেতি বা। চম্বোঃ সোমস্য ভক্ষ্যত্বসম্পাদকয়োরধিষবণফলকয়োঃ শিষ্টমভিষবরাহিত্যেনাবশিষ্টং সোমমুদ্ধর। শকটস্যোপরি হর।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্‌-বিশেষ! হরিশ্চন্দ্র দেবতা পক্ষে, হরিশ্চন্দ্র এইরূপ সম্বোধন হইবে। সোমরসের ভক্ষ্যত্ব (ভক্ষণ, পান) সম্পাদক (নির্ব্বাহক) দুইটি অধিষবণ-ফলকে (পাত্র-বিশেষে) অভিষব-কার্য্যান্তে অবশিষ্ট সোমরসকে শকটের উপরে আনয়ন করুন; অভিযুত (অভিষব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমমভিষুতং সোমং পবিত্রে দশাপবিত্রে আসৃজ। আনীয় প্রক্ষিপ। প্রক্ষেপে সত্যবশিষ্টং সোমং গোত্বচ্যানডুহে চর্ম্মণ্যধি নিধেহি। অধ্যারোপ্য স্থাপয়।

চম্বোঃ চমু অদনে। চম্যতে ভক্ষ্যতেহত্রেতি চমূঃ। কৃষিচমীত্যাদিনা। উ০ ১।৮১। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সপ্তমীদ্বিবচনস্তোদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিত ইতি স্বরিতত্বমুদাত্তয়ণো হলপূর্ব্বাদিতি ব্যত্যয়েন ভবতি। ভর। হৃগ্রহোর্ভঃ। ধেহি বধোরেত্বাবভ্যাসলোপশ্চেত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। নিঘাতঃ। ত্বচি। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ৯॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষড়্বিংশো বর্গ॥ ২৬॥

* * *

নবম (৩১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের কি বিষম সমস্যাপূর্ণ অর্থই প্রচলিত আছে! ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে প্রকাশ,—এখানে সোমলতার রস প্রস্তুতের প্রসঙ্গ রহিয়াছে—তাহার কতক শকটের উপর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, কতক কুশের উপর রক্ষা করিতে বলা হইতেছে, কতক বা গোচর্ম্মের উপর রক্ষিত করার উপদেশ আছে। যেন ঋত্বিককে সম্বোধন করিয়া হোতা বা যজমান ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন *।

কার্য্যে বিনিযুক্ত) সোমরস আনয়ন-পূর্ব্বক দশাপবিত্রে (কুশ) নামক পাত্রে প্রক্ষিপ্ত করুন; এবং প্রক্ষেপান্তে অবশিষ্ট সোমকে বৃষচর্ম্মে (বৃষচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে) তুলিয়া রাখুন।

'চম্বোঃ' এই পদটি ভক্ষণার্থ চম্ ধাতুর উত্তর "ভক্ষণ করা হয় ইহাতে" এই অর্থে 'কৃষি চমি' (উ০ ১৮১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঔণাদিক 'উ' প্রত্যয়, প্রত্যয়স্বর এবং সপ্তমী-দ্বিবচনের 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতঃ" এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত স্বরিত স্বর, 'উদাত্তয়ণোহল পূর্ব্বাৎ" এই নিয়মে বিপর্য্যয়-পূর্ব্বক উক্ত স্বরের বিধান করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ভর" এই পদে 'হৃগ্রহোর্ভঃ" এই নিয়মে হ-স্থানে ভ হইয়াছে। 'ধেহি' এই পদটী 'ঘসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ' এই সূত্র দ্বারা ধা ধাতুর উত্তর একার, এবং দ্বিরুক্ত-ভাগের লোপ এবং নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ত্বচি" এই পদে "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৯।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষড়্বিংশ বর্গ সমাপ্ত।

---

* মন্ত্রার্থের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা (১) "হে ঋত্বিক্! অভিষব, ফলকদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সোম উঠাও, পবিত্র (কুশের) উপর রাখ, গোচর্ম্মে স্থাপন কর।" (২) "হে ঋত্বিক্ অবশিষ্ট সোমরস সোমাভিষব-পাত্রদ্বয়ে স্থাপন কর এবং দশাপবিত্র নামক পাত্রে (কিম্বা কুশোপরি) আনন-পূর্ব্বক প্রক্ষেপ কর। তদবশিষ্ট সোমরস গোচর্ম্মে পরিস্থাপন কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ঐরূপ অর্থের কোনই কারণ নাই। আমরা দেখিতেছি, ঋক্ সরল সুন্দর ভাবপূর্ণ। একে একে ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'শিষ্টং' শব্দে কেন 'অবশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিব? 'শিষ্টং' শব্দে সকল অভিধানেই অন্যরূপ অর্থ বলে। 'সৎসহযুক্ত' অর্থই ঐ শব্দের দ্যোতক। 'সোম' শব্দ-সম্বন্ধে শতাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। 'পবিত্রে' শব্দে 'মলরহিত' অবস্থাই সঙ্গত। 'চম্বোঃ' পদ 'হৃদ্‌পাত্র' বলিয়াই বুঝি। 'ত্বচ' শব্দ 'গোঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়াই বা কেন মনে করিব? মধ্যে 'অধি' পদ রহিয়াছে। তাহারই সহিত 'ত্বচ' পদের সংযোগ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। 'গোঃ' শব্দে জ্ঞান-জ্যোতিঃ—এ অর্থ অনেকত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ গ্রহণীয়। 'অধি ত্বচি' পদদ্বয়ে ত্বকের অভ্যন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে মর্ম্ম অধ্যাহৃত হয়, তাহা বঙ্গানুবাদেই দৃষ্টি করুন। আমরা মনে করি, সূক্তের শেষে, শেষ মন্ত্রে, এখানে এক পরম উচ্চভাবই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—এই সংসার-মহারণ্যে এই নরদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে হইলে, পদে পদে বিপদের বিভীষিকা আছে। বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু—কত শত্রু কত দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য বদন ব্যাদান করিয়া আছে। পেষণ-যন্ত্রে সকল শত্রুকে নিষ্পেষিত করিতে হইবে। তার পর ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হইবে। সৎকর্ম্ম-সহযোগেই ভক্তিসুধা সঞ্চিত হয়, 'শিষ্টং সোমং' শব্দ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। সৎকর্ম্ম-সহযোগে ভক্তিসুধা সঞ্চয় করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর; এবং তৎসাহায্যে জ্ঞানরূপ ভগবজ্জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হও; হৃদয়কে বিশুদ্ধ ভক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুমি ভগবানের আরাধনায় একান্তে মগ্ন হও—ইহাই ঋকের মর্ম্ম। স্তরে স্তরে, কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কত প্রকার পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে, পরিশেষে শুদ্ধ-সত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে। সেই তত্ত্বই এই সূক্তে বিবৃত। (১ম—২৮সূ—৯ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।
ঊনত্রিংশৎসূক্তং। সপ্তবিংশো বর্গঃ।

ঊনত্রিংশ সূক্তং।

এ সূক্তটিও সেই ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রার্থনামূলক বলিয়া কথিত হয়। বধ্যভূমে নীত সেই ঋষিকুমার শুনঃশেপ আপনার মুক্তির জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার গণের ব্যাখ্যা-বিবৃতি-ক্রমে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। অপিচ, যাঁহারা বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহাদের সন্দেহ-বৃদ্ধির উপযোগী নানা সামগ্রীও এই সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অন্য পক্ষে আবার, এ সূক্তের সহিত অজিগর্ত্ত-পুত্র সেই ঋষিকুমার শুনঃশেপের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হয় না। পরন্তু বেদকে যাঁহারা 'বেদ' বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টির উপযোগী নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব এই সূক্তের সেই একই ঋকের মধ্যে প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। একই বস্তু, দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। যদি বলিতে চাহেন,—'সূক্তের ঋক্‌গুলির মধ্যে কোনও উচ্চ ভাব নাই'; যদি বলিতে চাহেন,—'ঋক্‌গুলি অসভ্য আদিম অবস্থার রচিত'; ঋকের অর্থে তাহাও অধ্যাহার করা যায়। আবার যদি স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয়,—'সূক্তের ঋক্‌গুলি পরমতত্ত্বপূর্ণ, উহা অভ্রান্ত সত্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে'; ঋঙ্মন্ত্রে তাহাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সূক্তের প্রতি মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ,—"আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।" প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ—এমন কি সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য পর্য্যন্ত—এক-বাক্যে বলিতেছে,—'এ অংশে ঘোড়া ও গরু রূপ ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে।' কিন্তু আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে দেখুন—কি ভাব কি অর্থ ঐ অংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। আমরা বলি, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভের প্রার্থনাই ঐ মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ, ইন্দ্রদেবকে যদি আদিম অসভ্য রাজা (মানুষ-দেবতা) বলিয়া মনে করেন, তাহার উপযোগী সামগ্রী 'সোমপাঃ' 'শিপ্রিন্' 'শচীবঃ' প্রভৃতি পদে তাহা প্রতিপন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায়। কিন্তু যদি তৎসম্বন্ধে উচ্চ দেবতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দের অর্থেই নূতন ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারে। পরমপূজ্য ঋষিগণ এই কারণেই বেদ অধ্যয়নে অধিকারী অনধিকারী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যা ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আভাষ লউন। পরে আপনা আপনিই বুঝিয়া দেখুন—কোন্ ভাবে কোন্ ঋকের কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়।

—— ০ ——

ঊনত্রিংশ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইতি ষষ্ঠং সূক্তং সপ্তর্চ্চং শুনঃশেপস্যার্ষং পাংক্তমৈন্দ্রং। অনুক্রমণিকা চ যচ্চিদ্ধি সপ্ত পাংক্তমিতি। পৃষ্ঠ্যষড়হস্য পঞ্চমেঽহনি মাধ্যন্দিনে সবনে হোত্রকা যচ্চিদ্ধীতি সপ্তর্চ্চং সূক্তং। ত্রীংস্তৃচান্ কৃত্বা স্বস্বশস্ত্র একৈকং তৃচমাবপেয়ন্ চতুর্থেঽহনীতি খণ্ডে যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইত্যেকৈকমেবমেব। আ॰ ৭।১১। ইতি সূত্রিতং॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনত্রিংশৎসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু।

সহস্রেষু তুবীমঘ॥ ১॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপাঃ' এই ষষ্ঠসূক্ত সপ্ত-ঋক্-বিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি শুনঃশেপ, পংক্তি-ছন্দ, এবং ইন্দ্র-দেবতা। অনুক্রমণিকায়ও 'যচ্চিদ্ধি সপ্ত পাংক্তম্' এইরূপ আছে। পৃষ্ঠ্যষড়হের পঞ্চম দিনে, মাধ্যন্দিন সবন বিষয়ে, 'যচ্চিদ্ধি' ইত্যাদি সপ্তঋক্‌বিশিষ্ট সূক্তটী 'হোত্রকা' (হোতৃপ্রযোজ্য) রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ, 'ত্রীংস্তৃচান্ কৃত্বা…চতুর্থেঽহনি' এই খণ্ডে 'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইত্যেকৈকমেবমেব' এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। (আ॰ ৭।১১) উক্ত সূক্তে প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। সত্য। সোমঽপাঃ। অনাশস্তাঃঽইব। স্মসি।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু।

শুভ্রিষু। সহস্রেষু। তুবিঽমঘ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্য' (সত্যজ্ঞানস্বরূপ) 'সোমপাঃ' (ভক্তিরসগ্রাহী হে দেব!) 'যচ্চিৎ' (যদ্যপি) 'হি' (নিশ্চিতং বয়ং) 'অনাশস্তাঃ ইব' (অপ্রশস্তাঃ, অনুপযুক্তা ইব, তবারাধনায়ামিতি শেষঃ) 'স্মসি' (ভবামঃ); 'তু' (তথাপি) 'তুবীমঘ' (জ্ঞানাদিসমৃদ্ধিযুক্ত, সর্ব্ববিভূতিশালিন্) 'ইন্দ্র' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হে দেব) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু (শুভকরেষু, মোক্ষরূপ-মঙ্গলকারিষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ শংসয়' (প্রশস্তান্, উপযুক্তান্ কুরু ত্বমিতি শেষঃ)। হে ভগবন্! যদ্যপি বয়ং তব আরাধনায়ামনুপযুক্তাস্তথাপি ত্বং অনুগ্রহেণ মোক্ষসাধনং পরমপুরুষপ্রদর্শকং বিশুদ্ধজ্ঞানং লব্ধুং যথা বয়ং শক্নুমস্তথা বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৯সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্যজ্ঞানস্বরূপ, ভক্তিরসগ্রহণকারী দেব! যদিও আমরা আপনার আরাধনায় অনুপযুক্ত, তথাপি হে সর্ব্বশক্তিশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদিগকে কল্যাণকর মোক্ষের সাধক, পরমপথানুসারী এবং সহস্রারপুরুষ (পরমাত্মা) সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে (জ্ঞানালোক-লাভের) উপযুক্ত করুন। অর্থাৎ—আমরা যাহাতে মোক্ষাদি-সম্পাদক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সেইরূপ বিধান করুন—ইহাই প্রার্থনা। (১ম-২৯সূ—১ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বিশ্বৈর্দেবৈঃ প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিকাদিভির্দ্বাবিংশতিসংখ্যাভির্ঋগ্‌ভিরিন্দ্রং তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং। তং বিশ্বে দেবা উচুরিন্দ্রো বৈ দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমস্তং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম ইতি স ইন্দ্রং তুষ্টাব যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইত্যনেন সূক্তেনোত্তরস্য চ পঞ্চদশভিরিতি ॥

হে সোমপাঃ সোমস্য পাতঃ সত্য সত্যবাদিন্নিন্দ্র যচ্চিদ্ধি যদ্যপি বয়মনাশস্তা ইব স্মসি। অপ্রশস্তা ইব ভবামঃ। তথাপি হে তুবীমঘ বহুধনেন্দ্র ত্বং গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু শোভনেষু সহস্রেষু সহস্রসংখ্যাকেষু চ নিমিত্তভূতেষু নোঽস্মানাশংসয়। সর্বতঃ প্রশস্তান্ কুরু। অস্মভ্যোঽস্মদনপেক্ষ গবাদীন্ প্রযচ্ছেত্যর্থঃ ॥

সোমপাঃ। বিভ্রস্তঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অনাশস্তা ইব। শংস স্তুতৌ। নিষ্ঠেতি ভাবে ক্তঃ। যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। নঞো বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্মসি। ইদন্তো মসিঃ। তুনঃ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। গোষু। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তস্য ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। অশ্বেষু। অশ্নুতেঽধ্বানমিত্যশ্বঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ ঋষি বিশ্বদেবগণ কর্তৃক প্রণোদিত (উপদিষ্ট) হইয়া 'যচ্চিদ্ধি' ইত্যাদি দ্বাবিংশতি-সংখ্যক ঋক্ দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভাগে উক্তপ্রকারই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—'তং বিশ্বেদেবা উচুঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—বিশ্বদেবগণ সেই শুনঃশেপকে বলিয়াছিলেন যে—'ইন্দ্রই দেবগণের মধ্যে ওজস্বী বলিষ্ঠ, অতিশয় সজ্জন এবং অত্যন্ত অভীষ্ট-দান-সমর্থ। অতএব হে শুনঃশেপ, 'তুমি তাঁহাকে স্তব কর।' অনন্তর, শুনঃশেপ, তাঁহারই 'উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিব' এই বলিয়া 'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা' ইত্যাদি ঋক-বিশিষ্ট সূক্তের দ্বারা এবং তৎপরবর্ত্তি সূক্তের পঞ্চদশ সংখ্যক ঋকের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন।

হে সোমপানকারিন্। সত্যবাদিন্ ইন্দ্র। যদিও আমরা অপ্রশস্তের ন্যায় (ধনাদিরহিত তুল্য) হইয়া থাকি, তথাপি হে বহুধন (সমৃদ্ধি) শালিন ইন্দ্র। আপনি প্রশস্তির (সমৃদ্ধির) কারণভূত বহু গো ও বহু অশ্ব এবং মঙ্গলকর (অতি হিতকর) সহস্র সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুবিষয়ে আমাদিগকে প্রশস্ত করুন ; অর্থাৎ আমাদের কোনও দোষ না দেখিয়া গো প্রভৃতি দান করুন।

'সোমপা' এই শব্দ বিট্ প্রত্যয়ান্ত। উক্ত পদে আমন্ত্রিতের নিঘাত হইয়াছে। 'অনাশস্তা ইব' এই স্থলে 'অনাশস্তাঃ' পদটী স্তুতি-বোধক শন্স ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা ভাব-বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়, 'যস্য বিভাষা' এই সূত্র দ্বারা ইট্ (ইম্) নিষেধ, অতঃপর নঞ্ শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; উক্ত পদে 'নঞ্সুভ্যাম্' এই সূত্রের দ্বারা উত্তর পদের অন্তঃস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'স্মসি' এই স্থলে ইকারান্ত মসি প্রত্যয় হইয়াছে। 'তু নঃ' এই স্থলে 'ঋচি তুনুঘমক্ষু' (পা৹৬৷৩৷১৩৩) এই সূত্র দ্বারা 'তু'র উ-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। 'গোষু' এই পদে বিভক্তি-বিষয় 'সাবেকাচঃ' এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত উদাত্ত-স্বরের 'ন গোশ্বন্সাববর্ণ' এই সূত্র দ্বারা নিষেধ হইয়াছে। 'অশ্বেষু' এই পদ অশ ধাতুর উত্তর 'পথে ব্যাপ্ত হয় (অনায়াসে গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশিপ্রুষীত্যাদিনা কন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্যাদাত্যুদাত্তত্বং। শুভ্রিষু। শুভ দীপ্তৌ। অদিশদি-ভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্নিতি ক্রিন্‌-প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (৩২০) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত অর্থে—এ ঋক্ অজিগর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বধ্যভূমে নীত ঋষিকুমার শুনঃশেপ যেন ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'হে বহুধনশালী সোমপানশীল ইন্দ্রদেব! আমরা অপ্রসিদ্ধ, আমাদিগকে বহু অশ্ব ও গরু প্রদান করিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন করুন।' * এ প্রকার অর্থের অযৌক্তিকতা সহজ দৃষ্টিতেই প্রতিপন্ন হয়। যে জন বধ্যভূমে নীত, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ, সে কি কখনও গবাশ্বাদি পশু-প্রাপ্তির প্রার্থনা করে? জীবন রক্ষার প্রার্থনা—মুক্তি-লাভের প্রার্থনাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা হওয়া সঙ্গত। সে বিবেচনা করিতে গেলে, ঋকের ঐ প্রকার অর্থ কদাচ সঙ্গত হয় না।

উদ্দেশ্য আর বিধেয়—এই দুই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এখানে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? উদ্দেশ্য—বন্ধন-মোচন—মুক্তিলাভ। কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব-পর? সহস্র ঘোটক আর গরু পাইলে সে উদ্দেশ্য কদাচ সিদ্ধ হয় না। কি উপায়ে সে মুক্তিলাভ সম্ভবপর, ঋক্ তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়—বিশুদ্ধ জ্ঞান। পবিত্র জ্ঞানালোকে আত্মা আলোকিত না হইলে, মায়ার বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে

করে) যে,—এই অর্থে 'আশি প্রুষি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ, যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শুভ্রিষু' দীপ্তিবোধক 'শুভ' ধাতুর উত্তর 'আদি শদি ভূ শুভিভ্যঃ ক্রিন' এই সূত্রের দ্বারা ক্রিন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিপর্য্যয়-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত ॥ ১ ॥

---

* সায়ণের অভিমত, তাঁহার ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে দেখুন। অপর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে সত্যস্বরূপ, সোমপানশীল এবং বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব! যদ্যপি আমরা প্রসিদ্ধ হইয়া না থাকি, তবে আপনি আমাদিগকে সহস্র-সংখ্যক গো ও অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক ত্বরায় প্রসিদ্ধ করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মমুখী হইয়া অসীম অনন্তে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞান যখন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মে সংযোজিত হয়, তখনই তাহা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অসীম অনন্তস্বরূপে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। তাই ঋকে 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু—পরম পথানুসারিষু) এবং 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) এই পদদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে 'অশ্বেষু' এবং 'গোষু' অর্থে 'ঘোটক' এবং 'গো'-সমূহ প্রার্থনা, কখনই ঋকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমার জ্ঞান বিশ্বব্যাপী হউক—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

ঋকের প্রথমেই আরাধ্য দেব 'সোমপাঃ' ইন্দ্রের প্রতি 'সত্যং' (সত্য-জ্ঞানস্বরূপং) বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা কি? যদি কেবল গো-অশ্বাদি ধন-প্রার্থনাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে 'সমৃদ্ধিশালী' 'ধনশালী' প্রভৃতি বিশেষণ ঋকের প্রারম্ভ হইতেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া 'সত্যং' বিশেষণ ব্যবহৃত হইল কেন? 'সোমপাঃ' বিশেষণ সে পক্ষে অতি সুষ্ঠু প্রয়োগ মনে হয়। ঐ পদের অর্থ, আমরা সিদ্ধান্ত করি, ভক্তিরস-গ্রাহী। যিনি যে ভাবের যে গুণের অধিকারী, তাঁহার সেবকগণ সেই ভাবেরই ভাবুক হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে, তিনি সত্যস্বরূপ, তুমি সত্যের ভক্ত হও, তিনি সে ভাব গ্রহণ করিবেন। 'সত্যং' এবং 'সোমপাঃ' পদদ্বয়ের সমাবেশ—ঐ ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে।

ঋকের অন্তর্গত 'অশ্বেষু' ও 'গোষু' পদদ্বয়ের আলোচনায়, আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে। ঐ দুই শব্দে যথাক্রমে ভক্তি ও জ্ঞান লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। 'ব্যাপক' অর্থে গ্রহণ করিলে, অশ্ব-শব্দে প্রেম ভক্তি প্রভৃতির ভাব আসে। ভগবদ্ভক্তি, পরমপথানুসারী হইয়া, ব্যাপকতা লাভ করে। অনন্তর প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই, শ্রীভগবান গীতায় ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্ধারণে বলিয়াছেন,—"অদ্বেষ্ট সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" জ্ঞানী ভক্ত, যখন সর্ব্বভূতের প্রতি নির্ব্বৈর ও মিত্র-ভাবাপন্ন হইতে পারেন, তখনই তাঁহার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, তখনই তিনি অসীম অনন্তত্বে পরিণত হইয়া অমৃতের আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই আত্ম-সম্প্রসারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামই মনোযোগ বা মহানির্ব্বাণ। এই ঋকে সেই মহাযোগের কথাই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন! আমরা যাহাতে মোক্ষ-সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহারই বিধান করুন।' (১ম—২৯সূ—১ঋ)।

—·—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু

সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শিপ্রিন্। বাজানাং। পতে। শচীঽবঃ। তব। দংসনা।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিঽমঘ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিপ্রিন' (দীপ্তিমন্, জ্যোতির্ম্ময়) 'বাজানাং পতে' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মণাং পালক) 'শচীবঃ' (শক্তিশালিন্, সর্ব্বাত্মশক্তিযুক্ত হে দেব।) 'তব' (ভবতঃ) দংসনা' (অনুগ্রহ-বিতরণরূপঃ কার্য্যবিশেষঃ, স্বতো বিদ্যতে ইতি শেষঃ)। 'তু' (তস্মাৎ) 'তুবিমঘ' (সর্ব্ব-বিভূতিশালিন) 'ইন্দ্র' (হে শ্রেষ্ঠদেব।) 'অশ্বেষ' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রবস্বঙ্কিষু. সংস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ সংশয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু)। হে ভগবন্! ত্বং হি স্বতঃকরুণাপরায়ণঃ; অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নং মাং জ্ঞানালোকদানেন পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ। (১ম—২৯সূ—২ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময়, যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মের পোষক, সর্ব্বশক্তিমন্ দেব। (আমাদের প্রতি) আপনি স্বতঃ অনুগ্রহপরায়ণ। সেই জন্যই (আশা করি), হে পরম ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব, আপনি আমাদিগকে সেই পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-লাভের উপযুক্ত করুন। (অর্থাৎ, আপনি স্বতঃকরুণাপরায়ণ; অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমাদিগকে সদ্‌জ্ঞানদানে পরিত্রাণ করুন আপনি)। (১ম—২৯সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শচীবঃ শক্তিমন্ শিপ্রিন্ শোভনহনুযুক্ত বাজানং পতে। অন্নানাং পালক। তব দংসনা কর্ম্মবিশেষোঽনুগ্রহরূপঃ সর্ব্বদা বর্ত্ততে ॥ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥

শিপ্রিন্ শিপ্রেহনূনাসিকে বেতি যাস্কঃ। অত ইনিঠনাবিতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বাজানাং পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়-নিঘাতঃ। ন চামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি শিপ্রিন্নিত্যস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন পদাদপরত্বাৎ-পাদাদিত্বাচ্চ ন নিঘাতঃ। নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনমিত্যবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধাৎ। শচীবঃ। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। মতুবসো রুরিতি রুত্বে খরবসানয়োর্ব্বিসর্জ্জনীয়ঃ। পা০ ৮।৩।১৫। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতাভাবঃ ॥ ২ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শক্তিশালিন্, সুন্দর গণ্ডস্থলযুক্ত, অন্নপালক ইন্দ্রদেব। আপনার অনুগ্রহরূপ কর্ম্ম-বিশেষ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের মত; (হে সমৃদ্ধিশালিন ইন্দ্র, আপনি আমাদিগকে বহু গো-অশ্ব প্রভৃতি দিয়া প্রশস্ত (সম্পদ্‌যুক্ত) করুন।)

'শিপ্রিন্' এই পদটী ('শিপ্র' শব্দের অর্থ হনু ও নাসিকা এইরূপ যাস্ক ঋষি বলিয়াছেন) 'শিপ্র' শব্দের উত্তর 'অত ইনিঠনৌ' (পা০ ৫।২।১১৫) এই সূত্রের দ্বারা মত্বর্থে (বিদ্যমানতা অর্থে) 'ইনি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে আমন্ত্রিতের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বাজানাং পতে' এই স্থলে 'সুবামন্ত্রিত' এই সূত্রের দ্বারা পরাঙ্গতুল্যতা হেতু ষষ্ঠী বিভক্তি ও আমন্ত্রিত-পদের সমুদায় স্বর নিঘাত হইয়াছে। কিন্তু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৭২) এই সূত্রে 'শিপ্রিন্' এই পদ অবিদ্যমানবৎ (থাকিয়া না থাকার মত) হওয়ায়, পদ হইতে ভিন্ন (পৃথক্) এবং পাদাদিস্থিত হওয়ায়, 'বাজানাং পতে' এই স্থলে সমুদায় স্বর নিঘাত হইবে না। এইরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ,—"নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনম্" এই নিয়মহেতু অবিদ্যমানবত্তার প্রতিষেধ হইয়াছে। 'শচীবঃ' এই পদ 'ছন্দসীরঃ" এই সূত্রের দ্বারা মতুপের (ম) স্থানে ব, 'মতুবসোরুঃ' এই সূত্র দ্বারা রু আদেশ হইলে 'খর বসানয়ো বিসর্জ্জনীয়ঃ" (পা০ ৮।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা রু (র) স্থানে বিসর্গ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে পাদাদিত্ব-হেতু আমন্ত্রিত নিঘাত হয় নাই ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় (৩২১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মুখ্য অর্থ—উপসংহার—প্রথম ঋকেরই অনুরূপ। তবে তৎপক্ষে ঋকের প্রথম পংক্তির কয়েকটী শব্দ বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। কেন-না, ঐ কয়েকটী শব্দের অর্থান্তরে ঋকের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'শিপ্রিন্' পদে যদি 'সুনাসিকাবিশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেবতা 'মানুষ'-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে 'দীপ্তিমান্ জ্যোতির্ম্ময়' অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, দেবতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া আসে। এইরূপ, 'শচীবঃ' পদের সঙ্গে ইন্দ্রের শচীকে টানিয়া আনিলে, দেবতায় মানুষিক ভাব আসিয়া পড়ে। কিন্তু 'শচীবঃ' শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—'শক্তিশালিন্'। 'দংসনা' পদ দুই প্রকারে প্রযুক্ত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। ঐ পদ প্রথমা বিভক্ত্যন্ত; অথবা, 'সুপাংসুলুক্' সূত্রানুসারে উহাকে তৃতীয়া-বিভক্তি-বিশিষ্ট বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। প্রথম পক্ষে যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম। উহার ভাব—আপনি স্বতঃ-করুণাশীল। তৃতীয়ার পদ হইলে 'দংসনা' স্থলে 'দংসনয়া' স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে, 'অনুগ্রহের দ্বারা' (অনুগ্রহ করিয়া) আপনি আমাদিগকে পরম-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করুন—এইরূপ ভাব আসিতে পারে। সে পক্ষে উভয় পংক্তির সম্বোধনযোগ্য পদগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া, মন্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে,—'হে দেব! আপনি আমায় পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান দান করুন।' ফলতঃ, সকল দিক হইতে ঋকের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানাধিপতি জ্যোতির্ম্ময়; সকল সৎকর্ম্মই আপনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সৎকর্ম্মের অন্তরায়-স্বরূপ সকল বিঘ্নই আপনি দূর করেন; আপনি অশেষ শক্তিশালী; পরন্তু আপনি জীবের প্রতি স্বতঃকরুণাপরায়ণ। সেই জন্যই, সাহসী হইয়া, প্রার্থনা করিতেছি,—ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে, আমার এ অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করুন।' ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—২৯সূ—২ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলং। ঊনত্রিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

নিষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।

আ তূ ন ইন্দ্র সংশয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু

সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। স্বাপয়। মিথুঽদৃশা। সস্তাং। অবুধ্যমানে ইতি।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিঽমঘ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মিথ দৃশা' (পরস্পরং যুগলরূপেণ দৃশ্যমানে অজ্ঞানাসদ্বৃত্তী ইতি ভাবঃ) 'নিস্বাপয়' (নিশেষেণ নিদ্রিতে কুরু, যথা ন পুনঃ প্রবোধং প্রাপ্নুয়াতাং তথা বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'তে চ অবুধ্যমানে' (অস্মাকং সাধনাবিঘ্নকরণায় প্রবৃত্তিরহিতে সত্যৌ) 'সস্তাং' (নিদ্রিতে ভবতাং বিনশ্যতামিত্যর্থঃ)। 'তু' (অপিচ) 'তুবিমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গল-কারীষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ শংসয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু)। হে ভগবন্! তৎপ্রসাদাৎ মম অজ্ঞানং অসদ্বৃত্তিশ্চ বিনশ্যতু; পুনশ্চ, অজ্ঞানাদিকৃতা বাধা ভবতু; জ্ঞানালোকদানেন চ মম অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকুরু ইতি ভাবঃ॥ (১ম—২৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাতে পরস্পর সঙ্গত-ভাবে দৃশ্যমান্ যে অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তি—এতদুভয়কে আপনি নিদ্রিত করুন; অর্থাৎ, উহারা যাহাতে আর উদ্‌বুদ্ধ না হয়, এইরূপে উহাদিগকে বিনষ্ট করুন। ঐ অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তি আমার সাধনার বিঘ্ন-বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া নিদ্রিত হউক; অর্থাৎ, বিনাশপ্রাপ্ত হউক। আর, হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষ-রূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিথূদৃশা পরস্পরং সঙ্গতত্বেন দৃশ্যমানে যমদূত্যৌ নিষ্বাপয়। নিতরাং স্বপ্তে কুরু। তে চাস্মান্ মারয়িতুমবুধ্যমানে সত্যৌ সস্তাং। নিদ্রাং প্রাপ্নুতাং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। নিষ্বাপয়। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। মিথুনতয়া যুগলরূপেণ সন ইতি মিথূদৃশা ক্বিপ্ চেতি দৃশেঃ কর্ত্তরি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। সস্তাং। ষস্ স্বপ্নে। লোটি তসস্তাং। অদিপ্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্বরঃ॥ পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। অবুধ্যমানে। নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৩॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! পরস্পর সঙ্গতভাবে দৃশ্যমান দুই যমদূতীকে অত্যন্ত নিদ্রিত করুন। তাহারা আমাদিগকে মারিবার নিমিত্ত জাগরিত না হইয়াই (পুনরায়) নিদ্রা প্রাপ্ত হউক। অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের মত।

'নিষ্বাপয়' এই পদে সুষামাদিত্বহেতু ষত্ব, এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। 'মিথূদৃশা' এই পদ, 'মিথুনভাবাপন্ন হেতু যুগলরূপে যাহারা দেখিয়া থাকে' এই অর্থে মিথুন শব্দ পূর্ব্বক দৃশ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্রের দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়, কৃদন্তের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর, পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বপদের দীর্ঘ, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সস্তাং" এই পদটী, স্বপ্নার্থ ষস্ ধাতুর উত্তর লোটের তস, তাহার স্থানে তাম, এবং 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে, এবং পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'অবুধ্যমানে এই পদে নঞ্ সমাস হইলে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনত্রিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

নিষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।
আ তূ ন ইন্দ্র সংশয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু
সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। স্বাপয়। মিথুঽদৃশা। সস্তাং। অবুধ্যমানে ইতি।
আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।
সহস্রেষু। তুবিঽমঘ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব। 'ত্বং 'মিথ দৃশা' (পরস্পরং যুগলরূপেণ দৃশ্যমানে অজ্ঞানাসদ্‌বৃত্তী ইতি ভাবঃ) 'নিস্বাপয়' (নিশেষেণ নিদ্রিতে কুরু, যথা ন পুনঃ প্রবোধং প্রাপ্নুয়াতাং তথা বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'তে চ অবুধ্যমানে' (অস্মাকং সাধনাবিঘ্নকরণায় প্রবৃত্তিরহিতে সত্যৌ) 'সস্তাং' (নিদ্রিতে ভবতাং বিনশ্যতামিত্যর্থঃ)। 'তু' (অপিচ) 'তুবিমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গল-কারীষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রারগুরুযানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ শংসয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু)। হে ভগবন্। তৎপ্রসাদাৎ মম অজ্ঞানং অসদ্‌বৃত্তিশ্চ বিনশ্যতু; পুনশ্চ, অজ্ঞানাদিকৃতা বাধা ভবতু; জ্ঞানালোকদানেন চ মম অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকুরু ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৯সূ—৩ঋ) ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাতে পরস্পর সঙ্গত-ভাবে দৃশ্যমান্ যে অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তি—এতদুভয়কে আপনি নিদ্রিত করুন; অর্থাৎ, উহারা যাহাতে আর উদ্বুদ্ধ না হয়, এইরূপে উহাদিগকে বিনষ্ট করুন। ঐ অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তি আমার সাধনার বিঘ্ন-বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া নিদ্রিত হউক; অর্থাৎ, বিনাশপ্রাপ্ত হউক। আর, হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষ-রূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিথূদৃশা পরস্পরং সঙ্গতত্বেন দৃশ্যমানে যমদূত্যৌ নিষ্বাপয়। নিতরাং স্বপ্তে কুরু। তে চাস্মান্ মারয়িতুমবুধ্যমানে সত্যৌ সস্তাং। নিদ্রাং প্রাপ্নুতাং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। নিষ্বাপয়। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। মিথুনতয়া যুগলরূপেণ সন ইতি মিথূদৃশা ক্বিপ্ চেতি দৃশেঃ কর্ত্তরি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। সস্তাং। ষস্ স্বপ্নে। লোটি তসস্তাৎ। অদি-প্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্বরঃ॥ পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। অবুধ্যমানে। নঞ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৩॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! পরস্পর সঙ্গতভাবে দৃশ্যমান দুই যমদূতীকে অত্যন্ত নিদ্রিত করুন। তাহারা আমাদিগকে মারিবার নিমিত্ত জাগরিত না হইয়াই (পুনরায়) নিদ্রা প্রাপ্ত হউক। অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের মত।

'নিষ্বাপয়' এই পদে সুষামাদিত্বহেতু ষত্ব, এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। 'মিথূদৃশা'' এই পদ, 'মিথুনভাবাপন্ন হেতু যুগলরূপে যাহারা দেখিয়া থাকে' এই অর্থে মিথুন শব্দ পূর্ব্বক দৃশ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্রের দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়, কৃদন্তের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর, পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বপদের দীর্ঘ, এবং 'সুপাং সুলুক্'' এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সস্তাং" এই পদটী, স্বপ্নার্থ ষস্ ধাতুর উত্তর লোটের তস, তাহার স্থানে তাম, এবং 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে, এবং পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'অবুধ্যমানে' এই পদে নঞ সমাস হইলে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় (৩২২) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

এ ঋকের অন্তর্গত 'মিথূদৃশা' পদ, ভাষ্যকারগণকে বিষম সঙ্কট-সমস্যায় লইয়া গিয়াছে। সায়ণ ঐ পদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে অর্থ হয়, 'পরস্পর সঙ্গতভাবে দৃশ্যমান্ যমদূতীদ্বয়।' * সেই হইতে কল্পনা জল্পনায় ঋক্‌টি অপরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। সায়ণের অর্থ অবশ্য অস্ফুট। 'যমদূতী' প্রতিবাক্যে তিনি কি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। আমরা মনে করি, এখানে 'মিথূদৃশা' পদে অজ্ঞানতাকে ও অসদ্বৃত্তিকে বুঝাইতেছে। ঐ দুইটী যেমন পরস্পর সঙ্গতভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, তাহাদের সে অবস্থিতির ভাব যেমন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তেমন আর দ্বিতীয় কোনও সামগ্রী সন্ধান করিয়া পাই না। যমদূতী—উহা নহে তো আর কে? অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তির ক্রিয়ার ফলে, মানুষকে নরকে নিমজ্জিত হইতে হয়। যমদূতী-রূপে তাহারাই মানুষকে নরকে টানিয়া লইয়া যায়। তাই তাহাদিগকে নিদ্রিত সংজ্ঞারহিত করিবার জন্য অর্থাৎ বিতাড়িত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তিনিচয় নিদ্রিত হইলে, সদ্বৃত্তির বিকাশে হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। জ্ঞানের উন্মেষে ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋকের প্রার্থনার তাহাই তাৎপর্য্য। ঋকের শেষাংশ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়, জ্ঞানালোকের সাহায্যে অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণেরই প্রার্থনামূলক। (১ম—২৯সূ—৩ঋ)॥

---

* ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে। (১) "যে ইন্দ্রদেব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া পরস্পর দর্শন করিতেছে এবম্ভূত যমদূতীদ্বয়কে নিদ্রিত করুন, যেন তাহারা চিরকাল নিদ্রিত থাকে এবং আমাদিগের কোনও উপদ্রব না করে। বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদিগকে সহস্র-সংখ্যক গো ও অশ্ব প্রদান পূর্ব্বক প্রশান্ত করুন।" (২) "যে (যমদূতীদ্বয়) পরস্পর পরস্পরকে দেখে, তাহাদিগকে সুপ্ত কর, তাহারা যেন অচেতন হইয়া থাকে। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু

সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সসন্তু। ত্যাঃ। অরাতয়ঃ। বোধন্তু। শূর। রাতয়ঃ।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিংমঘ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (হে শক্তিমন্ দেব!) তব কৃপয়া 'ত্যাঃ' (তে প্রসিদ্ধা অনিষ্টকরত্বেন ইত্যর্থঃ) 'অরাতয়' (শত্রবঃ, সাধনাবিঘ্নকর্ত্তারঃ, কামাদয়ঃ) 'সসন্তু' (নিদ্রিতাঃ নিস্তেজসঃ ভবন্তু)। 'রাতয়ঃ' (দানশীলাঃ, সাধনোপকারিণঃ, সাত্ত্বিকভাবাদয়ঃ) 'বোধন্তু' (প্রবুদ্ধা ভবন্তু)। 'তু' (অপিচ) 'তুবিমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ শংসয়' (প্রশস্তান উপযুক্তান্ কুরু)। হে ভগবন্! তব প্রসাদেন মম কামাদয়ঃ অন্তঃশত্রবস্তথা খলাদয়ঃ বহিঃশত্রবশ্চ নিস্তেজসো ভবন্তু, মম সাত্ত্বিকভাবাদয়শ্চ বিকসন্তু; অপিচ, জ্ঞানালোকদানেন মম অজ্ঞানান্ধকারঃ দূরীকুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—২সূ—৪ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে অসীমশক্তিশালিন্ দেব! (আপনার প্রসাদে) আমার সেই অনিষ্টকারী, সাধনার বিঘ্নস্বরূপ, কামাদিরিপু ও খলাদি বহিঃশত্রুসকল নিস্তেজ হউক (তাহারা যেন আমাকে সাধনাচ্যুত করিতে না পারে)। আর, আমার সাধনার উপকারী সাত্ত্বিক-ভাব প্রভৃতি (আমার মধ্যে) জাগরিত হউক (আমি যেন আপনার অনুগ্রহে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া সাধনা করিতে সমর্থ হই)। অপিচ, হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যা অস্মাভিরদৃশ্যমানাঃ পরোক্ষাস্তা অরাতয়োঽদানশীলাঃ শত্রবঃ সসন্তু। নিদ্রাং কুর্ব্বন্তু। হে শূর শৌর্য্যযুক্তেন্দ্র রাতয়ো দানশীলা বন্ধবো বোধন্তু। অস্মান্ বুধ্যন্তাং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। সসন্তু। প্রত্যয়স্বরঃ। অরাতয়ঃ। রা দানে। মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা ভাবে ক্তিন্। ন বিদ্যতে রাতিরেষামিতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নঞ্ সুভ্যামিতি তু সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি ন ভবতি। যদ্বা ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তিচ। নঞ্‌সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বোধন্তু। পাদাদিত্বাত্তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতাভাবঃ॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। যাহারা আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর সেই অদানশীল শত্রুবর্গ নিদ্রিত হউক। হে বিক্রমশালিন্ ইন্দ্রদেব। ত্বৎপ্রসাদে আমাদের দানশীল বন্ধুবর্গ আমাদিগকে জ্ঞাত হউক (অর্থাৎ স্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে প্রবোধিত করুক)। অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

'সসন্তু' এই পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অরাতয়" এই পদটী, দানার্থ রা ধাতুর উত্তর "মন্ত্রে বৃষা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ভাব বাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয়; পরে 'নাই রাতি (দান) যাহাতে' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু উক্ত পদে 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই নিয়ম হেতু 'নঞ্ সুভ্যাম্' এই সূত্রের কার্য্য হইল না। অথবা, 'ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াম' এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ প্রত্যয়, এবং নঞ্ সমাস হইলে পর অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বোধন্তু' এই পদে পাদাদিত্ব হেতু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রের দ্বারা নিঘাত হইল না॥ ৪॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ (৩২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক সরল ও সহজবোধ্য। শত্রু নিদ্রিত হউক; মিত্র জাগরিত হউক। হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহকে দূরে অপসৃত কর; সদ্বৃত্তিসমূহ হৃদয়ে জাগিয়া উঠুক। কুকর্ম্মে কদাচারে আসক্তি লোপ পাউক; সৎকর্ম্মে সদাচারে প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক। এ যে এক শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঋকের অন্তর্গত 'রাতয়ঃ' ও 'অরাতয়ঃ' পদদ্বয়ে যে ভাব আনয়ন করে, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। আরাধনা-মূলক 'রাধ্' ধাতু ঐ দুই পদের ভিত্তিস্থানীয়। সে হিসাবে ঋকের প্রথম অংশের অর্থ হইতে পারে,—'হে দেব! আমার হৃদয়ে আরাধনার ভাব জাগাইয়া দেও, আমি যেন ভগবদারাধনায় নিয়ত বিনিবিষ্ট হই। আর, আমার অনারাধনার ভাব—ভগবৎ-সেবায় বিরতির ভাব বিদূরিত কর। মোহ ঘুচাইয়া দেও। দিব্যজ্ঞান উদয় হউক।' ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি। (১ম—২৯সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সমিন্দ্র গর্দ্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু
সহস্রেষু তুবীমঘ॥ ৫॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। ইন্দ্র। গর্দ্দভং। মৃণ। নুবন্তং। পাপয়া। অমুয়া।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিঽমঘ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে দেব।) ত্বং 'অমুয়া' (অনয়া) 'পাপয়া' (পাপরূপয়া অরাতিশক্ত্যা) 'নুবন্তং' (পাপকর্ম্মণি উদ্বোধয়ন্তং); 'গর্দ্দভং' (গর্দ্দভসদৃশং, অহংজ্ঞানং) 'সংমৃণ' (সম্যক্ মারয়, যথা ন পুনরুদ্বেজয়তি তথা বিনাশয়)। 'তু' (অপিচ) 'তুবীমঘ' (পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু,) সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানা-লোকেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ সংশয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু)। (১ম—২৯সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সেই পাপরূপ অরাতিশক্তির দ্বারা পাপকর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধমান্ গর্দ্দভতুল্য আমার যে অহংভাব, আপনি তাহাকে সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করুন; আর, হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরমপথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র অমুয়ানয়াস্মভিঃ শ্রূয়মাণয়া পাপয়া নিন্দারূপয়া বাচা নুবন্তং স্তুবন্তং। অপ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! অস্মৎকর্ত্তৃক শ্রূয়মাণ নিন্দারূপ বাক্যের দ্বারা স্তব করিতেছে অর্থাৎ আমাদের অপযশ ঘোষণা করিতেছে, এতাদৃশ গর্দ্দভতুল্য শত্রুকে সমূলে সংহার করুন। গর্দ্দভের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তিং প্রকটয়ন্তমিত্যর্থঃ। তাদৃশং গর্দ্দভং গর্দ্দভসমানবৈরিণং সংমৃণ সম্যক্ মারয়। যথা গর্দ্দভঃ শ্রোতুমশক্যং পরুষং শব্দং করোতি তথা শত্রুরপি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥

গর্দ্দভং তর্দ্দ গর্দ্দ শব্দে। কৃশৃশলিকলিগার্দ্দিভ্যোঽভচ্। উ° ৩।১২১। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। মৃণ। মৃণ হিংসায়াং। তৌদাদিকঃ। শস্য ঙিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। নুবন্তং। ণু স্তুতৌ। শতর্যদিপ্রভৃতিত্বাচ্ছপো লুক্। শতুর্ঙিত্বাদ্‌গুণাভাব উবঙাদেশঃ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (৩২৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে 'অহংভাব' নাশের এবং জ্ঞানালোক-বিকাশের প্রার্থনা আছে। যতক্ষণ 'অহংভাব' বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না। এ ঋকের প্রথমাংশের প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমার অহংভাব নাশ করুন'; দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা,—'তার পর জ্ঞানালোকে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক।' *

শত্রুর সাদৃশ্য এই,—'গর্দ্দভ যেরূপ শুনিবার অযোগ্য (যাহা শুনিতে পারা যায় না এইরূপ) কঠোর (কর্কশ) শব্দ করে, তদ্রূপ শত্রুও অশ্রাব্য নিন্দা-বাক্য বলিয়া থাকে।' অন্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের সমান।

'গর্দ্দভং' এই পদটী, শব্দার্থ গর্দ্দ ধাতুর উত্তর 'কৃ শৃ শলি-কলি গর্দ্দিভ্যোঽভচ্' (উ° ৩, ১২১) এই উণাদি সূত্রদ্বারা অভচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'চিতঃ' এই সূত্রদ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মৃণ' এই পদটী, তুদাদিগণীয় হিংসার্থ মৃণ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উক্ত পদে শ-প্রত্যয়ের ঙিৎসংজ্ঞাহেতু গুণ হইল না। 'নুবন্তং' এই পদ স্তুতিবোধক 'নু' ধাতুর উত্তর শতৃ, পরে অদাদিগণীয় হেতু শপের লুক্, শতৃ প্রত্যয়ের 'ঙিৎ' সংজ্ঞা হেতু গুণাভাব এবং উবঙ্ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৫॥

---

* বলা বাহুল্য, ঋকের এরূপ অর্থ প্রচলিত নহে। সায়ণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে দেখুন। অন্য যাঁহারা অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের নিন্দাকারীদিগকে গর্দ্দভ-পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে ঋকের মর্ম্মার্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যে সকল গর্দ্দভ আপনার (অথবা আমাদের) নিন্দা করে, আপনি তাহাদিগকে বধ করুন এবং আমাদিগকে গরু ও ঘোড়া দান করুন।" ইত্যাদি। সায়ণের ভাষ্য কিছু চাপা। উহাতে 'গর্দ্দভ' শব্দে 'শত্রু' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'অহংভাব' রূপ শত্রু অর্থই গ্রহণ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন, আমরা কি সূত্রে কি কারণে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি। 'অমুয়া' ('অনয়া') পদ, পূর্ব্ব-ঋকের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। তদ্দ্বারা 'অরাতির শক্তির' প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। অরাতির শক্তি যে পাপ-স্বরূপ, 'পাপয়া' পদে তাহা উপলব্ধ হইতেছে। 'নুবন্তং' পদে 'স্তুবন্তং' অর্থ সায়ণ লিখিয়াছেন। আমরা সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'পাপকর্ম্মাণ উদ্বোধয়ন্তং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। অরাতি-শক্তির প্রশংসার দ্বারা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। তৎপ্রবৃত্তির উন্মেষজনিত ফলই—'অহংভাব'। গর্দ্দভের সহিত অহংভাব সর্ব্বথা তুলনীয়। উচ্চ স্বরের জন্য গর্দ্দভ প্রখ্যাত; অহংভাবাপন্ন জনও আত্ম-স্পর্দ্ধার জন্য প্রখ্যাত। গর্দ্দভও মূঢ়; অহংভাবাপন্ন জনও বিমূঢ়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রথমাংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'শত্রুস্বরূপ পাপবুদ্ধির দ্বারা স্পর্দ্ধান্বিত যে অহংভাব, হে দেব, আপনি তাহাকে বিদূরিত করুন।' তাহা হইলে, ঋকের উপসংহার অংশের সহিত সর্ব্বথা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অজ্ঞানতা—অহংভাব বিদূরিত হইলেই, জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ঋকের তাহাই প্রার্থনা। (১ম—২৯সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু

সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

পতাতি। কুণ্ডৃণাচ্যা। দূরং। বাতঃ। বনাৎ। অধি।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিহমঘ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'বাতঃ' (বায়ুঃ, তৎসদৃশঃ শোষকঃ, সাধনাপ্রতিকূলঃ, সংসারভাবঃ, অহংভাবঃ) 'কুণ্ডৃণাচ্যা' (সন্তাপিন্যা স্বীয়শক্ত্যা সহ) 'বনাৎ' (বনং আলয়ং, ত্বন্নিবাসরূপং মদীয়হৃদয়ং অথবা তব সেবকং মাং পরিত্যজ্য) 'অধি' (অধিকং) 'দূরং' (দূরদেশং) 'পতাতি' (পততু, গচ্ছতু)। 'তু' (অপিচ) 'তুবিমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, সহস্রার-পুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু 'নঃ' (অস্মান) 'আ সংশয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু)। হে ভগবন্! তব প্রসাদেন মম হৃদয়াৎ সাধনাপ্রতিকূলঃ সংসারভাবঃ দূরীভবতু; যথা ন পুনরাগত্য কথমপি পীড়য়েৎ তথা কুরু; অপিচ, জ্ঞানালোকদানেন মম অজ্ঞানান্ধকারং দূরী কুরু ইতি ভাবঃ॥ (১ম—২৯সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার নিবাসস্থল আমার হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুসদৃশ শোষণকারী, সাধনার প্রতিকূল, সেই সংসারভাব, স্বীয় সন্তাপিনী শক্তির সহিত, অধিক দূরদেশে গমন করুক। (অর্থাৎ, আপনার প্রসাদে আমার হৃদয় হইতে সাধনার প্রতিকূল সংসার-অনুরাগ আসক্তি দূরীভূত হউক; তাহা যেন আর পুনরায় আসিয়া কোনরূপ পীড়া দান না করে।) হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম পথানুসারী মোক্ষরূপ-মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৬ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বাতোঽস্মৎপ্রতিকূলো বায়ুঃ কুণ্ডৃণাচ্যা কুটিলগত্যা স ত্বস্মান্ পরিত্যজ্য বনাদধ্যারণ্যাদপ্যধিকং দূরং দেশং পতাতি। পততু। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

পতাতি। লেট্যাড়াগমঃ। কুণ্ডৃণাচ্যা। কুড়ি দাহে। অস্মাৎ ল্যুডন্তে কুণ্ডনশব্দে উকারাৎ পরস্যাকারস্য ঋকারশ্ছান্দসঃ। ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ণত্বং। তদঞ্চতীতি কুণ্ডৃণাচী। ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপেঽঞ্চতেশ্চেতি বক্তব্যং। পা০ ৪।১।৬।২। ইতি ঙীপ্। অচ ইত্যাকার লোপঃ। চাবিতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। অঞ্চতেশ্চ চৌ। পা০ ৬।১।২২২। ইত্যাকারস্যোদাত্তত্বং॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৩২৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—বায়ু (প্রতিকূল) বন হইতেও দূরে অপসারিত হউক। আর, হে ইন্দ্রদেব! তুমি আমাদিগকে গোরু ও ঘোড়া প্রদান কর।'

এখানে 'বাতঃ' পদের মর্ম্ম কি—তাহা বুঝিতে হইবে; 'বনাৎ' পদের শব্দগত অর্থ "বন হইতে" সত্য; কিন্তু এখানে 'বনাৎ' (বন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রতিকূল বায়ু, বক্রগতিতে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন হইতে আরও অধিক দূরদেশে পতিত হউক। হে সমৃদ্ধিশালিন্ ইন্দ্র! আমাদিগকে বহু গো অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করিয়া সমৃদ্ধিশালী করুন।

'পতাতি' এই পদে 'লেট' পরে থাকায় অট্ (অ) আগম হইয়াছে। 'কুণ্ডৃণাচ্যা' এই পদটী দাহার্থ কুড়ি (কুণ্ড) ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অনট্, অন) প্রত্যয় করিয়া 'কুণ্ডন' শব্দ হইল; পরে বেদ প্রয়োগহেতু ঐ 'কুণ্ডন' শব্দে উকারের পরবর্ত্তী অকারের স্থানে ঋকার ও 'ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যম্' এই বার্ত্তিক সূত্রের দ্বারা ণত্ব; অতঃপর, 'তাহাতে (কুণ্ডনে) গমন করে' এই অর্থে 'কুণ্ডন' শব্দ পূর্ব্বক 'অঞ্চ' ধাতুর উত্তর 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্বিন্ প্রত্যয়, 'অনিদিতাম' এই সূত্রে 'ন' লোপ হইলে, 'অঞ্চতেশ্চেতি বক্তব্যং' (পা০ ৪।১।৬।২) এই বার্ত্তিক সূত্রের দ্বারা ঙীপ, 'অচঃ' এই সূত্রের দ্বারা অকার লোপ এবং 'চৌ' এই সূত্রে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'অঞ্চতেশ্চ চৌ' (পা০ ৬।১।২২২) এই সূত্রের দ্বারা আকার উদাত্ত হইয়াছে॥ ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে) বলিতেই কি ভাব উপলব্ধ হয়, প্রণিধান করিতে হইবে। আর, 'কুণ্ডৃণাচ্যা' পদের সহিত ঐ দুই পদ কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাও অনুধাবন করার আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে, ঋকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আপনা-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইয়া আসিবে।

বাত বা বায়ু শোষক-গুণসম্পন্ন—বিতাড়নের ভাবমূলক। বায়ুর প্রসঙ্গেই এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বায়ুর দ্বারা কি শোষিত হইতেছে, বায়ুর দ্বারা কি বিতাড়িত হইতেছে? বিতাড়িত ও শোষিত হয়—স্নেহভাব, সত্ত্বভাব। এখানে তাই 'বাতঃ' পদে, স্নেহভাবশোষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবনাশক—অর্থ উপলব্ধ হয়। আর, তাহা হইতে সাধনার প্রতিকূল সাংসারিক মোহভাব-পোষক—এইরূপ অর্থই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অহংভাব—সংসার-ভাব—কামক্রোধাদির বশ্যতা—অশেষ ক্লেশপ্রদ। যত ক্লেশ যত দুঃখ, সকলই উহাদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। 'কুণ্ডৃণাচ্যা' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'কুণ্ডৃণাচ্যা' পদে 'সন্তাপিনী শক্তি সহ' অর্থ আমনন করা যায়। সাংসারিক ভাব (মোহাদি) যে সন্তাপ প্রদান করে, উহাতে তাহাই বলা হইয়াছে। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন—সন্তাপিনী-শক্তি-সহযুত সেই যে মোহাদি—সেই যে সাংসারিক ভাব—তাহার আশ্রয়-স্থান কোথায়? সে কি এই হৃদয়ে নহে? হৃদয়-রূপ অরণ্যেই সেই হিংস্র জীব বসতি করে না কি? হৃদয়কে বন-স্বরূপে কল্পনা করার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। শ্বাপদ স্বরূপ কামক্রোধাদি হিংস্র-রিপুগণ হৃদয়ে বসতি করে বলিয়াই অরণ্যের সহিত হৃদয়ের তুলনা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ঋকে যে অহংভাবের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এখানে তদ্বিষয়েও দৃষ্টি আসিতে পারে। সংসার-ভাব, মোহ, অহংভাব—সকলকেই এক পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা যায়। তাহাতে ঐ সকল ভাবকে হৃদয় হইতে দূরে অপসারিত করুন,—প্রার্থনায় এই ভাব আসিয়া থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমার অন্তর হইতে পরম পীড়াদায়ক অহংভাবকে (সংসার-ভাবকে) আপনি দূরে বিতাড়িত করুন; এবং তৎপরিবর্ত্তে হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া রাখুন।' (১ম—২৯সূ—৬ঋ)।

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

সর্ব্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বং।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু।

সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সর্ব্বং। পরিঽক্রোশং। জহি। জম্ভয়। কৃকদাশ্বং।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশ্বেষু। শুভ্রিষু।

সহস্রেষু। তুবিঽমঘ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব। ত্বং 'সর্ব্বং' (সমস্তং) 'পরিক্রোশং' (আক্রোশকারিণং, মায়য়া মামভিভবন্তং সংসারভাবং ইতি শেষঃ) 'জহি' (নাশয়); তথা 'কৃকদাশ্বং' (হিংসাপ্রদায়কং মম হিংসকমিত্যর্থঃ, শত্রুবর্গং ইতি শেষঃ) 'জম্ভ' (নাশয়); 'তু' (অপিচ) 'তুবিমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) 'সহস্রেষু' (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রার পুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান) 'আ সংশয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান কুরু)। হে ভগবন্। তব প্রভাবেন মায়াপ্রবণো বন্ধহেতুঃ সংসারভাবঃ এবং মম হিংসাতৎপরঃ শত্রুবর্গশ্চ বিনষ্টো ভবতু; অপিচ, জ্ঞানালোকদানেন মম অজ্ঞানান্ধকারং অহংভাবঞ্চ দূরীকুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৯সূ—৭ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আক্রোশকারী, মায়াময়, বন্ধনহেতুভূত, আমার সংসার-ভাবকে আপনি নাশ করুন; এবং আমার হিংসাকারী যাবতীয় শত্রুবর্গকে ধ্বংস করুন। (হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি যেন মায়াময় সংসারে আকৃষ্ট না হই; এবং আমার হিংসাপরায়ণ শত্রুবর্গ যেন বিনষ্ট হয়।) হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষরূপ-মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পরিক্রোশমস্মদ্বিষয়ে সর্ব্বত আক্রোশকর্ত্তারং সর্ব্বং পুরুষং জহি। মারয়। কৃকদাশ্বমস্ম-দ্বিষয়ে হিংসাপ্রদং শত্রুং জম্ভয়। মারয়। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

পরিক্রোশং। ক্রুশ আহ্বানে। পরিতঃ ক্রোশয়তীতি পরিক্রোশঃ। পচাদ্যচ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জহি। হন হিংসাগত্যোঃ। হন্তের্জঃ। পা০ ৬।৪.৩৬। ইতি জাদেশঃ। তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতো হেরিতি হের্লুক্ ন ভবতি। জম্ভয়। জভি নাশনে। চুরাদিত্বাৎ স্বার্থিকো ণিচ্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। কৃকদাশ্বং। কৃঞ্ হিংসায়াং। কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কন্। উ০ ৩.৪০। ইতি কন্প্রত্যয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আক্রোশকারী যে সকল মনুষ্য, তাহাদিগকে সংহার করুন। আর আমাদের প্রতি হিংসাতৎপর শত্রুকে মারুন (নাশ করুন)। অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব (প্রথমা) ঋকের ন্যায়।

'পরিক্রোশং' এই পদটী, পরি-পূর্ব্বক আহ্বানার্থ ক্রুশ ধাতুর উত্তর, পচাদি হেতু অচ্ (অন্) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে কৃদন্ত উত্তর পদের প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। 'জহি'—হন ধাতু হিংসা ও গমন অর্থে প্রযুক্ত হয়। হিংসার্থ 'হন' ধাতুর উত্তর লোট্ হি, 'হন্তের্জঃ' (পা০ ৬।৪ ৩৬) এই সূত্রের দ্বারা 'হন্' স্থানে 'জ' আদেশ, 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ' (পা০ ৬।৪.২২) এই সূত্রানুসারে জ-আদেশের অসিদ্ধতুল্যতাহেতু 'অতো হেঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'হি'র লোপ হয় নাই; এইরূপে 'জহি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জম্ভয়' এই পদ, নাশ করা অর্থে জভ্ ধাতুর উত্তর চুরাদিগণীয়হেতু স্বার্থে ণিচ; ঐ জভি ধাতুর ণিজন্ত তদুত্তরে লোট্ হি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে শপ্ প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে, ণিচ্ প্রত্যয়েরই স্বর অবশিষ্ট থাকিল। 'কৃকদাশ্বং'—হিংসার্থ কৃ-ধাতুর উত্তর 'কৃদাধারার্চিকলিভ্যঃ কন্' (উ০ ৩।৪০) এই সূত্রের দ্বারা কন্ প্রত্যয়; 'কিৎ' শব্দের অনুবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিদিত্যনুবৃত্তেগুণাভাবঃ। তথা চ কৃকো হিংসা। তাং দাশতি প্রযচ্ছতীতি কৃকদাশুঃ বহুল-গ্রহণাদ্দশতেরপি কৃক উপপদে কৃকে বচঃ কশ্চ। উ০ ১।৬। ইত্যুণ্। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। দ্বিতীয়ায়ামমি পূর্ব্বত্বে প্রাপ্তে বা ছন্দসীতি তস্য বাধিতত্বাদণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি বিভক্তে স্বরিতত্বং ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তবিংশো বর্গঃ ॥

* * *

সপ্তম (৩২৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এ ঋক্—সূক্তের উপসংহার। এখানে সঙ্ক্ষেপে সকল ঋকের সকল প্রকার প্রার্থনার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'বন্ধনহেতুভূত আমার সকল মোহ দূর করুন, আমার সর্ব্বপ্রকার শত্রুকে সংহার করুন।'

ঋকের অন্তর্গত 'সর্ব্বং' পদ সকল প্রকার বিপদ-নাশের প্রার্থনা-সূচক। 'পরিক্রোশং' পদ সকল প্রকার শত্রুর আক্রোশ প্রকাশের ভাব আনয়ন করিতেছে। যত প্রকার শত্রুর যত প্রকার আক্রোশ আছে, সকল প্রকার আক্রোশ—সকল প্রকার শত্রুভাব—আপনি দূর করুন। 'কৃকদাশ্বং' পদেও শত্রুবর্গকেই বুঝাইয়া থাকে। কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুগণই ঐ শব্দের লক্ষ্য।

সকল শত্রু বিমর্দ্দিত বিতাড়িত হউক, হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হউক;—স্থূলতঃ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৯সূ—৭ঋ)।

হেতু গুণাভাব, এইরূপে নিষ্পন্ন কৃক শব্দের অর্থ হিংসা। দাশ-ধাতুর অর্থ দান করা। অতঃপর, 'হিংসা দান করে যে' এই অর্থে বহুলগ্রহণহেতু 'কৃক' শব্দ-পূর্ব্বক 'দাশ' ধাতুর উত্তরও 'কৃকে বচঃ কশ্চ' (উ০ ১।৬) এই সূত্রের দ্বারা উন্ প্রত্যয়, ও প্রত্যয় স্বরানুসারে উদাত্ত স্বর করিয়া নিষ্পন্ন 'কৃকদাশু' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে অম্ পরে পূর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইলে 'বা ছন্দসি' এই বিশেষ সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বত্ব বাধিত হওয়ায় যন্ আদেশ হইল; এই প্রকারে 'কৃকদাশ্বম্' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'উদাত্ত স্বরিত-য়োর্যণঃ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বর স্বরিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তবিংশ বর্গ এবং উনত্রিংশ সূক্ত সমাপ্ত।

* *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ত্রিংশৎ-সূক্তং।
অষ্টাবিংশদারভ্যএকত্রিংশৎপর্য্যন্তবর্গপঞ্চকাঃ।

ত্রিংশৎ সূক্তং।

যে সকল সূক্তে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ সূত্রিত হয়, এই সূক্তটি তাহারই শেষ সূক্ত। এ সূক্তের ঋক্-সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তের ঋক-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; এবং এ সূক্তে ইন্দ্রদেবকে, অশ্বিদ্বয়কে ও উষাদেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই সূক্তের ঋক্গুলির ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে বেদ-বিরোধিগণ আপনাদের যুক্তির নানারূপ সমর্থক প্রমাণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত বড়ই কৌতুকপ্রদ। বিতর্কক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন-পূর্ব্বক মীমাংসা খ্যাপন করা কর্ত্তব্য। অতএব সকল কথাই প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

প্রথমতঃ, এ সূক্তে সোমরস রূপ মাদকদ্রব্য পানের পক্ষে ইন্দ্রদেবের আগ্রহের বিষয় ব্যক্ত হয়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—সূক্তের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ঋকে তদ্বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। প্রথম ঋকে প্রকাশ,—জল দ্বারা যেমন গর্ত্ত পূর্ণ করা হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ সোমরসের দ্বারা উদর পূর্ণ করেন; তাহাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তি। দ্বিতীয় ঋকে—কি করিয়া সোমরস সুস্বাদু করা হয়, তাহার বর্ণনা আছে। তদনুসারে, এক প্রকার সোমরস অমিশ্র এবং একপ্রকার সোমরস বিমিশ্র—এই দুই রূপ সোমরস ব্যবহৃত হইতে বুঝা যায়। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধিকে (ভাংকে) সোমরসের পর্য্যায়ভুক্ত করেন। কেহ বা দধি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া, কেহ বা দুগ্ধ যবক্ষার ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া, সোমরস (সিদ্ধি) পান করিতেন, কেহ বা অবিমিশ্র একমাত্র ভাঙই গলাধঃকরণ করিতেন, ঐ ঋকে সেই ভাব প্রকাশ পায়। তার পর, চতুর্থ ঋকে ব্যাখ্যাকারগণ, পারাবতের উপমা দেখিতে পান। কামাতুর পারাবতের ন্যায় ইন্দ্রদেব সোমরসের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তদর্থে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এ হিসাবে ঘোর মদ্যপ-গুরুর বর্ণনাই ইন্দ্রদেবের বর্ণনায় সপ্রমাণ হইয়া থাকে। ইহার পর নবম ঋকে পুরাতন আবাস স্থানের অর্থাৎ আর্য্যগণের মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আগমনের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এইরূপ বিবিধ বিচিত্র অর্থের অধ্যাহারে, বেদের বেদত্ব লোপ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ, ঐ সকল ঋকে অনুপম অনির্ব্বচনীয় ভাবকুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা দুই দিকই প্রদর্শন করিব। সুধীগণ উভয় পক্ষ বিচার করিয়া সত্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। কোন্ ঋক্ প্রকৃত পক্ষে কি ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, ব্যাখ্যা-বিবৃতি-মুখে তাহা লক্ষ্য করুন। তার পর, আস্তিক্য-বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন,—কোন্ ঋকে কোন্ সূত্রে কোন্ তত্ত্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে।

— ০ —

ত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

আ ব ইন্দ্রমিতি দ্বাবিংশত্যৃচং সপ্তমং সূক্তং শুনঃশেপস্যার্ষং গায়ত্রং। অস্মাকমিত্যেষা পাদনিচৃদ্গায়ত্রী। ত্রয়ঃ সপ্তকাঃ পাদনিচৃদিত্যুক্তত্বাৎ। শশ্বদিন্দ্র ইত্যেষা ত্রিষ্টুপ্। আদিতঃ ষোড়শর্চ্চ ঐন্দ্র্যাঃ। আশ্বিনাবশ্বাবত্যেত্যাদ্যাস্তিস্র আশ্বিন্যঃ। কস্ত উষ ইত্যাদ্যাস্তিস্র উষোদেবতাকাঃ। তথা চানুক্রমণিকা। আ বো দ্ব্যধিকাস্মাকং পাদনিচৃৎ শশ্বত্রিষ্টুপ্ পরৌ তৃচাবাশ্বিনো যস্যাবিতি ॥ প্রথমমৃচমাহ ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে অষ্টাবিংশসূক্তং। ঋষিরজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ। ইন্দ্রাশ্বিনোষসশ্চ দেবতাঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। মাধ্যন্দিনে সবনে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুং।

মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

ত্রিংশৎ-সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তম সূক্ত 'আ ব ইন্দ্রং' ইত্যাদি দ্বাবিংশতি সংখ্যক ঋক্-বিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি শুনঃশেপ, এবং ছন্দঃ গায়ত্রী। 'অস্মাকং' ইত্যাদি একটী ঋকের 'পাদ-নিচৃৎ' নামক গায়ত্রী ছন্দঃ; কারণ—ত্রয়ঃ সপ্তকাঃ পাদ-নিচৃৎ' এইরূপ কথিত হইয়াছে। 'শশ্বদিন্দ্র' এই ঋক্‌টীর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। প্রথম হইতে ষোলটি ঋকের দেবতা ইন্দ্র। 'আশ্বিনাবশ্বাবত্যা' ইত্যাদি তিনটী ঋকের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং 'কস্ত উষঃ' ইত্যাদি তিনটি ঋকের দেবতা 'উষস্' নামক দেবতা। অনুক্রমণিকায় উক্ত প্রকারই আছে; যথা,—'আবো দ্ব্যধিকাস্মাকং পাদনিচৃৎ............আশ্বিনো যস্যৌ' ইতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বঃ। ইন্দ্রং। ক্রিবিং। যথা। বাজঽয়ন্তঃ। শতঽক্রতুং।

মংহিষ্ঠং। সিঞ্চে। ইন্দুঽভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (সৎকর্ম্মসাধনমিচ্ছন্তঃ হে শুদ্ধসত্বভাবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং, যুষ্মাকং অভ্যুদয়ার্থমিতি শেষঃ) 'শতক্রতুং' (প্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'মংহিষ্ঠং' (সর্ব্বব্যাপকং) 'ইন্দ্রং' (দেবং) 'ইন্দুভিঃ' (ভক্তিসুধাভিঃ) 'ক্রিবিং যথা' (শস্যমিব) 'আ' (সম্যক্) 'সিঞ্চে' (সিঞ্চামি, তর্পয়ামি)। লোকো যথা জলসেকৈঃ শস্যং সিঞ্চতি, অহমপি তথা ভগবন্তং ভক্তিরসেণাভিসিঞ্চামি। ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৩০সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছু হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমাদের অভ্যুদয়ের জন্য, শস্যে জলসিঞ্চনের ন্যায়, (সেই) প্রজ্ঞাসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসুধার দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভিসিঞ্চন করিতেছি। অর্থাৎ,—লোকে যেমন অন্নবৃদ্ধির জন্য শস্যকে সিঞ্চন করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের বৃদ্ধির জন্য ভগবানের উপাসনা করিতেছি। (১ম—৩০সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বাজয়ন্তোঽন্নমিচ্ছন্তো বয়ং শুনঃশেপাঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানা বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনমিমমিন্দ্রমিন্দুভিঃ সোমৈরাসিঞ্চে। সর্ব্বতঃ সিঞ্চামহে। তর্পয়ামঃ। কীদৃশং। শতক্রতুং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অধুনা অন্নাভিলাষী শুনঃশেপ আমরা, হে ঋত্বিক্‌গণ হে যজমানগণ! যুষ্মৎসম্বন্ধীয় (তোমাদের) এই ইন্দ্রদেবকে সোমরসের দ্বারা তর্পণ (প্রীতিসম্পাদন) করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতসংখ্যাককর্ম্মোপেতং। মংহিষ্ঠং। অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং। সেচনে দৃষ্টান্তঃ। যথা যেন প্রকারেণ ক্রিবিমবটং জলেন পূরয়ন্তি তদ্বৎ। ক্রিবিশব্দো বব্রঃ কাট ইত্যাদিষু চতুর্দ্দশসু কূপনামসু ক্রিবিঃ কূপঃ সূদ ইতি পঠিতং॥

ক্রি'বিং। কৃতী ছেদনে। কৃত্যত ইতি ক্রিব্বিঃ। ক্রিবিঘৃ'ষিচ্ছবিস্থবীত্যাদৌ। উ০ ৪।৫৭। ক্বিন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। অতএব তশব্দলোপঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বস্তুতস্তু ডুকৃঞ্‌ করণে ক্তি বিডাগমশ্চ নিপাত্যত ইতি নিঘণ্টুভাষ্যং। যথা। যথেতি পাদান্ত ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। বাজয়ন্তঃ। বাজমাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। ন ছন্দস্যপুত্র-স্যেতীত্বদীর্ঘত্বয়োর্নিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি পুনর্দ্দীর্ঘবিধানজ্ঞাপনাৎ। মংহিষ্ঠং। মংহিবৃদ্ধৌ। অতিশয়েন মংহিতা মংহিষ্ঠঃ। তুশ্ছন্দসি। পা০ ৫।৩।৫৯। ইতি তৃজন্তাদিষ্ঠন্‌প্রত্যয়ঃ। তু'রিষ্ঠেমেয়ঃসু। পা০ ৬।৪।১৫৪। ইতি তৃলোপঃ। ইষ্ঠনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সিঞ্চে। সিচির ক্ষরণে ব্যত্যয়েনৈকবচনং। শে মুচাদীনামিতি নুমাগমঃ॥ ১॥

* * *

ইন্দ্রদেব (শতক্রতু) কিরূপ? না—শতসংখ্যক কর্ম্মযুক্ত এবং অতিশয় প্রবৃদ্ধ। সেচন (তর্পণ) বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেরূপ সাধরণ লোকগণ কূপকে জল দ্বারা পূর্ণ করে, তদ্রূপ। ক্রিবি শব্দ 'বব্রঃ কাটঃ' ইত্যাদি চতুর্দ্দশ কূপ নামের মধ্যে 'ক্রিবি, কূপঃ, সূদঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে॥

'ক্রিবিং' এই পদটী, ছেদনার্থ 'কৃৎ' ধাতুর উত্তর 'ছেদন করা হয় ইহাকে' এই অর্থে 'ক্রিবি ঘৃ'ষিচ্ছ'বিস্থবি' (উ০ ৪।৫৭) ইত্যাদি সূত্রে ক্বিন্‌ প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। এইজন্য 'ক্রিত্বি' পদের তকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ন' ইৎ হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে করণার্থ কৃ-ধাতুর উত্তর ক্তি, তাহার স্থানে নিপাতনে 'বিট্‌' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ নিঘণ্টুভাষ্যে কথিত হইয়াছে। 'যথা' এই পদে 'যথেতি পাদান্তে' এই সূত্রের দ্বারা সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। 'বাজয়ন্তঃ' এই পদটী, 'আত্ম সম্বন্ধে বাজ (অন্ন) ইচ্ছা করিতেছে যাহারা' এই অর্থে, বাজ-শব্দের উত্তর ত 'সুপ আত্মন-ক্যচ' (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্র-দ্বারা 'ক্যচ্‌' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই সূত্রে পুনর্ব্বার দীর্ঘবিধানের জ্ঞাপন-হেতু 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' এই সূত্রের দ্বারা ইকার ও দীর্ঘের নিষেধ হইয়াছে। 'মংহিষ্ঠং' এই পদটী, বৃদ্ধিবোধক মংহ ধাতুর উত্তর তৃচ্‌ প্রত্যয়, পরে 'অতিশয় মংহিতা (বৃদ্ধিকর্ত্তা)' এই অর্থে মংহিতৃ এই তৃজন্ত-শব্দের উত্তর 'তুশ্ছন্দসি' (পা০ ৫।৩।৫৯) এই সূত্রের দ্বারা ইষ্ঠন্‌ প্রত্যয়, এবং 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' (পা০ ৬।৪।১৫৪) এই সূত্রের দ্বারা তৃ-লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ইষ্ঠন্‌' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সিঞ্চে' এই পদটী, ক্ষরণার্থ 'সিচ্‌' ধাতুর উত্তর লটের উত্তমপুরুষ-বহুবচনের স্থলে বিপর্য্যয়-হেতু একবচন পরে, 'শে মুচাদীনাম্‌' এই সূত্রের দ্বারা নুম্‌ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম (৩২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—*—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'লোকে যেমন জলদ্বারা গর্ত্তকে পূর্ণ করে, ইন্দ্রদেবের উদর-রূপ গর্ত্ত সোমরস রূপ মাদক দ্রব্যের দ্বারা সেইরূপ পূর্ণ করা হয়।' সায়ণভাষ্যে কোন্ গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে—এতদ্দ্বারা কি মনে করা যাইতে পারে?

ঋকের সমস্যামূলক পদ—তিনটি; 'বাজয়ন্তঃ', 'বঃ' এবং 'ক্রিবিং'। 'বাজয়ন্তঃ শব্দের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'অন্নাভিলাষী আমরা শুনঃশেপগণ।' তাঁহার ভাষ্যানুসারে 'বঃ' পদে ঋত্বিক্-যজমানগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'ক্রিবিং' পদ, কূপ বা গর্ত্ত অর্থ খ্যাপন করিতেছে। সায়ণ-ভাষ্যে 'বাজয়ন্তঃ' পদের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ঋষি-কুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ লোপ পায়। অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপ বধ্যভূমে নীত হইয়া যে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখানে সায়ণের ব্যাখ্যাতেই তাহা অপ্রতিপন্ন হয়। কত জন শুনঃশেপ? জন্মজন্মান্তরে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল ব্যাপিয়া, কত শুনঃশেপ, কত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া বন্ধন-মুক্তির প্রার্থনা করিতেছেন,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমরা পূর্ব্বাপর যে অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এখানে সায়ণের ভাষ্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তার পর, আমরা 'বাজয়ন্তঃ' প্রভৃতি পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। 'বাজয়ন্তঃ' পদের মূলীভূত 'বাজ' শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মই বুঝাইয়া থাকে। সেই সৎকর্ম্মের অভিলাষী (বাজয়ন্তঃ) বলিতে, কাহাদের প্রতি লক্ষ্য আসে? সে কি সেই সত্ত্বভাব-সমূহ নহে? হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ না হইলে, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে কি? অতএব, 'বাজয়ন্তঃ' শব্দে এখানে 'শুনঃশেপ-রূপ' আমরাই হই, আর অপর যে-কেহই হউন, সত্ত্বভাবের অধিকারীকেই (সত্ত্বভাবকেই) বুঝাইতেছে—মনে করিতে পারি। তাহা হইলে, 'বঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতাও সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হয়; তজ্জন্য আর ঋত্বিক্-যজমানকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় না। সেই সত্ত্বভাব, ঋত্বিক্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজমান-রূপেই আসুক, আর জ্ঞানী ভক্তসাধকরূপেই আসুক, এখানে 'বঃ' পদে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর, 'ক্রিবিং' পদের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। ছেদনার্থক 'কৃবী' ধাতু হইতে 'ক্রিবিং' পদ নিষ্পন্ন। তদনুসারে, 'খনিত হয়' বলিয়া, 'ক্রিবিং' শব্দে কূপাদি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে সেচনের (সিঞ্চে পদের) প্রয়োজন কি আছে? আমরা মনে করি, ছেদন-সেচন শস্য-সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব, আমরা 'ক্রিবিং যথা' বাক্যে 'শস্যমিব' অর্থ পরিগ্রহ করিলাম।

এইবার ঋকের ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। জল-সেচনে কূপ পরিপূর্ণ করার ন্যায় সোমরসের দ্বারা ইন্দ্রদেবের উদর পূরণ করা অর্থই সঙ্গত হয়?—জলসেচনে শস্যের পরিপুষ্টিসাধনজনিত অন্নাদি-প্রাপ্তির ন্যায়, ভক্তিরসাভিষেকে ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আপনার শ্রেয়োলাভ-কামনাই অধিকতর সঙ্গত হয়? ঋকে যখন প্রার্থনার ভাব আছে; তখন, আপনার অন্তরস্থিত সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া বলাই সঙ্গত হয়,—'হে আমার অন্তরস্থ সত্ত্বভাবসমূহ, তোমাদের অভ্যুদয়-কামনায় আমি সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান ইন্দ্রদেবকে ভক্তি-সুধাভিসারে তর্পণ করিতেছি; মনুষ্যগণ যেমন অন্নলাভাশায় শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করে। ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, আকাঙ্ক্ষার সমস্ত সামগ্রীই তাঁহাতে বিদ্যমান্ আছে; শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের ফলে, যেমন অন্নাদি-লাভে তৃপ্ত হওয়া যায়, ভক্তিসুধা-প্রদানে তাঁহার নিকট হইতে ভক্ত সেইরূপ অশেষ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' আমরা মনে করি, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১অ—৩০সূ—১ঋ)।

— ০ —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাং।

এদু নিম্নং ন রীয়তে ॥ ২ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

শতং। বা। যঃ। শুচীনাং। সহস্রং। বা সং২আশিরাং।

আ। ইৎ। ঊং ইতি। নিম্নং। ন। রীয়তে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'শতং বা সহস্রং বা' (অশেষপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ) 'শুচীনাং' (পবিত্রাণাং) 'সমাশিরাং' (সুপরিপক্কানাং, সম্যগনুষ্ঠিতানাং যজ্ঞানাং সমীপে ইতি শেষঃ) 'এদুরীয়তে' (আগচ্ছতি), 'নিম্নং ন' (কর্ম্মাসমর্থমিব, অল্পজ্ঞানসম্পন্নং ইতি শেষঃ) স দেবঃ মাং প্রতি আগচ্ছতু। দেবো যথা শুদ্ধানাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং যজ্ঞানাং সমীপে আগচ্ছতি, তথা কর্ম্মাসমর্থানাং অল্পজ্ঞানবিশিষ্টানাং মাদৃশানাং সমীপে আগচ্ছত্বেব ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেবতা, অশেষপ্রকার পবিত্রভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সমীপে আগমন করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রদেব, আমাদিগের ন্যায় কর্ম্মহীন (অল্পজ্ঞান) ব্যক্তির সমীপে আগমন করুন। (১ম—৩০সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ ইন্দ্রঃ শুচীনাং শুদ্ধানাং সোমানাং শতং বা শতসংখ্যাকং সমূহং বা। সমাশিরাং সমীচীনেনাশীরাখ্যেন শ্রপণদ্রব্যেণোপেতাং সোমানাং সহস্রং বা সহস্রসংখ্যাকং সমূহং বা এতুরীয়তে। আগচ্ছত্যেব। সোঽস্মাননুগৃহ্লাত্বিতি শেষঃ। সোমপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ। নিম্নং ন। যথা নিম্নপ্রদেশমাপ আপ্নুবন্তি তদ্বৎ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব শুদ্ধ (পবিত্র) সোমদ্রব্যের শতসংখ্যাত্মক সমূহকে অথবা সমীচীন (কর্ম্মোপযুক্ত) আশীর-নামক শ্রপণদ্রব্যসমন্বিত যে সোমদ্রব্য তাহার সহস্রসংখ্যক সমূহকে প্রাপ্ত হয়েন; সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন।' এই অংশ অথবা অধ্যাহার-দ্বারা বুঝিতে হইবে। সোমপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—জলরাশি যেমন নিম্নদেশকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাশিরাং। শ্রীঞ্ পাক ইত্যস্ত সমাঙ্ পূর্ব্বস্থ ক্বিপ্যপস্পৃধেথামিত্যাদাবাশীরাদেশো নিপাতিতঃ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রীয়তে। রীঙ্ শ্রবণে। দিবাদিভ্যঃ শ্যন্॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৩২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'জল যেমন নিম্নগামী হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ সোমরসের নিকট আগমন করেন;—সে সোমরস অবিমিশ্রই হউক আর আশির্ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিতই হউক।' কি ভাবে ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, সায়ণের ভাষ্য দেখিলেই বোধগম্য হইবে!

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, ঋকে 'সোম' শব্দই নাই; সুতরাং সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের কল্পনা ভিত্তিহীন। জল-শব্দ-বাচক কোনও শব্দও মূলে দেখিতে পাই না। সুতরাং 'জল যেরূপ নিম্নগামী হয়' - এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবারও কোনও কারণ বিদ্যমান নাই। 'সমাশিরাং' পদে, 'সুপরিপক্ব সম্যগনুষ্ঠিত যজ্ঞের' ভাবই মনে আসে। আর 'নিম্নং' পদে, 'নীচ কর্ম্মহীন বা কর্ম্মাসমর্থ' এতাদৃশ অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 'ন' পদকে তুলনার্থক মনে করিলেও, 'নিম্নং' পদের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধ হয় সে পক্ষেও, নিম্নের ন্যায় যে আমি—স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন যে আমি—আমার প্রতিও তিনি করুণাসম্পন্ন হউন',—প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা ঋকের অর্থ করিলাম। যাঁহারা সৎকর্ম্মশীল, সদা-সাধুপথাবলম্বী, ভগবানের কৃপা তাঁহাদিগের প্রতি স্বতঃবর্ষিত হয়। তাঁহারা তো গতিমুক্তির উপায় প্রাপ্তই হন। কিন্তু আমাদের ন্যায় অকৃতী অভাজন কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবে? ঋকের তাই প্রার্থনা—'হে ভগবন্! এ অধম অভাজনের প্রতি করুণানেত্রে দৃষ্টিপাত করুন।' (১ম—৩০সূ—২ঋ)।

'সমাশিরাং' এই পদটী পাক করা অর্থে সম্ ও আঙ্ পূর্ব্বক 'শ্রী' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্, পরে 'অপস্পৃধেথাম্' (পা০ ৬।১।৩৬) ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে আশির আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে, পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'রীয়তে' এই পদটী, শ্রবণার্থ আত্মনেপদী রী-ধাতুর উত্তর দিবাদিগণীয় বলিয়া, 'শ্যন্' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে।

সমুদ্রো ন ব্যচো দধে॥ ৩॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

সং। যৎ। মদায়। শুষ্মিণে। এন। হি। অস্য। উদরে।

সমুদ্রঃ। ন। ব্যচঃ। দধে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (স্বল্পং জ্ঞানং) 'সং' (সম্যক্) 'মদায়' (অস্মাকং হর্ষনিমিত্তং) 'শুষ্মিণে' (শত্রু-শোষণায় চ) ভবতীতি শেষঃ ; 'এনাহি' (অনেনৈব জ্ঞানেন) 'সমুদ্রো ন' (অনন্তং ইব) 'অস্য' (দেবস্য) 'উদরে' (সমীপে) 'ব্যচঃ' (ব্যাপ্তিঃ) 'দধে' (প্রাপ্তা ভবতীত্যর্থঃ)। অস্মাকং স্বল্পং যজ্জ্ঞানং তদপি হর্ষায় শত্রুনাশায় চ সমর্থং ভবতি। অপিচ জ্ঞানমিদং সমুদ্রবদ্ব্যাপ্তং সৎ অনন্ত্যং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

সেই যে স্বল্প জ্ঞান, সম্যক্‌রূপে আমাদিগের হর্ষের নিমিত্তভূত ও শত্রুনাশের হেতুভূত হয়, সেই জ্ঞান (ক্ষুদ্র হইলেও) অনন্তের ন্যায় দেবতার সমীপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—আমাদিগের স্বল্প যে জ্ঞান, তাহাও হর্ষ ও শত্রুনাশের নিমিত্ত সমর্থ হয়। অপিচ সেই জ্ঞান অনন্তকে প্রাপ্ত হয়।) (১ম—৩০সূ—৩ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

যৎ পূর্ব্বোক্তং শতং সহস্রং বা শুষ্মিণে বলবতে ইন্দ্রায় মদায় মদার্থং সঙ্গতং ভবতি। এনা অনেনৈব শতেন সহস্রেণ বা ইন্দ্রস্যোদরে ব্যচো ব্যাপ্তির্দধে ধৃত ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রো ন। সমুদ্র ইব। যথা সমুদ্রমধ্যে জলং ব্যাপ্তং ভবেৎ॥

এনা। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। ব্যচঃ। ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসি। পা০ ১।২।১। ইতি ঙিদ্বদ্ভাবস্য প্রতিষিদ্ধত্বাদ্গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং ন ভবতি। অসুনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দধে। দধাতেঃ কর্ম্মণি লিট্। দ্বির্ব্বচনহলাদিশেষহ্রস্বজশ্ত্বেষু কৃতেষ্বাতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। হি চেতি প্রতিষেধান্নিঘাতাভাবঃ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৩২৯) ঋকের বিশদার্থ।

———‡ ০ ‡———

এ ঋকের অর্থেও সোমরসের অবতারণা দেখিতে পাই। ইন্দ্রদেবের হর্ষবর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রভূত-পরিমাণ সোমরস, তাঁহার উদরকে সমুদ্রবৎ ব্যাপিয়া আছে,—ইহাই এ ঋকের প্রচলিত অর্থ।

ঋকের অন্তর্গত 'যৎ' শব্দ, পূর্ব্বসম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—পূর্ব্বে যে 'শতং বা' 'সহস্রং বা' বিশেষণের উল্লেখ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত যে শত বা সহস্রাত্মক সোম সমূহ, বলবান ইন্দ্রদেবের মদনিমিত্ত মিলিত হয়। এই শত ও সহস্রসংখ্যক সোমদ্বারাই এই ইন্দ্রের উদরে ব্যাপ্ত নির্দ্ধারিত হয় (অর্থাৎ উক্তসংখ্যক সোমদ্বারাই ইন্দ্রদেবের উদর পূর্ণ হয়)। উদর ব্যাপ্তি বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—সমুদ্রের তুল্য। জল যেরূপ সমুদ্রমধ্যে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ উক্ত প্রকার সোমরস ইন্দ্রদেবের উদরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

'এনা' এই পদে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রদ্বারা তৃতীয়াবিভক্তির স্থানে ডা-আদেশ হইয়াছে 'ব্যচঃ' এই পদটীতে 'ব্যচ্' ধাতুর 'কুটাদিত্বমনসি' (পা০ ১২।১) এই সূত্রদ্বারা ঙিদ্ভাবের নিষেধহেতু 'গ্রহিজ্যা'—ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ (ক্তি) হইল না। অসুন প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধে' এই পদটী, 'ধা' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে লিট্ বিভ, (দ্বিরুক্ত ভাগের) হ্রস্ব এবং জশ্ত্ব করা হইলে পর 'আতোলোপ ইট চ' এই সূত্রদ্বারা আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্তপদে প্রত্যয়-স্বরদ্বারা অন্ত-স্বর উদাত্ত। আর 'হিচ' এই সূত্রে নিষেধহেতু নিঘাত হয় নাই। ৩।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, এই 'যৎ' পদ তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা মনে করি, পূর্ব্ব ঋকে যে 'নিম্নং ন' বাক্য আছে; এই 'যৎ' শব্দ তাহারই সম্বন্ধ-প্রকাশক। 'নিম্নং ন' বাক্য—অল্প জ্ঞান সঞ্চারের ভাব ব্যক্ত করে। অল্পে অল্পে জ্ঞানের উন্মেষ হইতে হইতে হৃদয়ে আনন্দ পুঞ্জীভূত হয়,—রিপুশত্রুগণ ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে। 'মদায় ও শুষ্মিণে' পদদ্বয়ে সেই ভাবই দ্যোতন করিতেছে। অতঃপর, সেই যে অল্পজ্ঞান, তাহা কি প্রকারে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়,—ঋকের দ্বিতীয় অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি 'সমুদ্রো ন'—অনন্তস্বরূপ। 'উদরে' পদেও আধার-স্থান বুঝায়। আমার যে জ্ঞান, আমার যে ভক্তি, আমার যে নিষ্ঠা, আমার যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান—তাহার আশ্রয়স্থান কোথায়? আধার ভিন্ন কোন বস্তুই স্থিতিশীল হইতে পারে না। তাই 'উদরে' পদের সার্থক-প্রয়োগ দেখি। অনন্তস্বরূপ ভগবানের উদররূপ আধারে জ্ঞান ব্যাপ্তি লাভ করে। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জগদ্ব্যাপী বিশ্বনাথ; তাঁহার সামীপ্যলাভই জ্ঞানের জগদ্ব্যাপকতা। (১ম—৩০সূ—৩ঋ)

—— * ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিং।

বচস্তচ্চিন্ন ওহসে॥ ৪॥

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

অয়ং। উ ইতি। তে। সং। অতসি। কপোতঃ২ইব। গর্ভধিং।

বচঃ। তৎ। চিৎ। নঃ। ওহসে। ৪॥

* *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ) 'অয়ংউ' (অয়মপি জ্ঞানোৎপন্ন-শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) যং, 'কপোত ইব গর্ভধিং' (কপোত-কপোতীবৎ) ত্বং 'সমতসি' (সাতত্যেন সম্যক্ প্রাপ্নোষি, তেন সহ সম্মিলিতো ভবসি ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বচঃ' (স্তোত্রং) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'ওহসে' (প্রাপ্নোষি)। জ্ঞানসমন্বিতং সৎকর্ম্ম স্তোত্রঞ্চ নিশ্চিতমেব ভগবৎসামীপ্যং লভতে ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ ৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব— যাহার সহিত আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সম্মিলন হয়, সেই ভাবসমন্বিত আমাদের স্তোত্র (সৎকর্ম্ম) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্ম এবং স্তোত্র নিশ্চিতই ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।) ॥ (১ম—৩০সূ—৪ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র অয়ম্। অয়মপি দৃশ্যমানঃ সোমস্তে ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ। যং সোমং সমতসি। সম্যক্ সাতত্যেন প্রাপ্নোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। কপোত ইব। যথা কপোতাখ্যঃ পক্ষী গর্ভধিং গর্ভধারিণীং কপোতীং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। তচ্চিত্তস্মাদেব কারণাদেতদস্মদীয়ং বচ ওহসে। প্রাপ্নোষি।

অতসি। অত সাতত্যগমনে। কপোত ইব। কবেরোতচ্ পশ্চ। উ০ ১.৬২। ইত্যোতচ্। ব্যত্যয়েন মধ্যোদাত্তঃ। গর্ভধিং। গর্ভোঽস্যাং ধীয়ত ইতি গর্ভধিঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। এই দৃশ্যমান সোমরস তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে। যে সোমরসকে তুমি পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাক। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—কপোতের তুল্য, যেরূপ কপোত নামক পক্ষী গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। সে কারণেই আমাদিগের বাক্য প্রাপ্ত হইয়া থাক। (সেই জন্যই আমরা তোমাকে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকি।)

'অতসি' এই পদটী, সাতত্য (অবিরলভাব) গমনার্থ 'অত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কপোত ইব' এইস্থলে কপোত শব্দটী, 'কব' ধাতুর উত্তর 'কবেরোতচ্ পশ্চ' (উ০ ১।৬২) এই উণাদি-সূত্রদ্বারা ওতচ্ প্রত্যয়, ও 'ব' স্থানে প করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্তস্থলে ব্যতিক্রমহেতু মধ্য-স্বর উদাত্ত। 'গর্ভধিং' এই পদ, গর্ভ রক্ষিত (স্থাপিত) হয় এই স্ত্রীতে এই অর্থে গর্ভশব্দপূর্ব্বক 'ধা' ধাতুর উত্তর অধিকরণ-বাচ্য 'কর্ম্মণ্যধিকরণে চ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেত্তি কিপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ওহসে। তুহির্ দুহির্ উহির্ অর্দ্দনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (৩৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর মধ্যে এক গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অথচ, সাধারণতঃ ইহার যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা অতিশয় অসন্তোষজনক। এই ঋকের অন্তর্গত 'অয়মু' পদে সাধারণতঃ সোমরসের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সে পক্ষে কপোত-কপোতীর দৃষ্টান্ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ, সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের প্রতি ইন্দ্রদেবের এতই আসক্তি যে, তিনি কপোতীর অনুসরণে কপোতের ন্যায় ভ্রাম্যমান থাকেন। এরূপ ব্যাখ্যা দেখিলে, বেদের এবং দেবতার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা আসিতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়,—কি শব্দ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে। সেই যে 'অয়মু' পদ, উহা পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপন করে না কি? পূর্ব্ব ঋকে যে জ্ঞানোন্মেষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এখানে সেই জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রতিই লক্ষ্য আসে। জ্ঞানোৎপন্ন যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভগবান্ তাহার সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকেন। সকল শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এ তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ পক্ষে কপোত-কপোতীর মিলনের তুলনা অতি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপোত-কপোতী সর্ব্বদাই পরস্পরের সাহচর্য্যে অবস্থিত থাকে। এজন্য অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত কবিমাত্রেই কপোত-কপোতীর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে পরস্পর অনুরক্তির ভাব প্রকাশ পায়। মন্ত্র ও দেবতা যে অভিন্ন,—শ্রুতি এই জন্যই তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

(পাং ৩৩.৯৭) এই সূত্রদ্বারা 'কি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্তপদে কৃদন্ত-উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ওহসে' এই পদ, অর্দ্দন (পীড়ন) করা অর্থে 'উহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কিন্তু ব্যতিক্রমহেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। ৪ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে জ্ঞানে ও সত্ত্বের নিমিত্ত প্রযত্নপর হও। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই তোমার সত্ত্বভাব বিকাশ পাইবে। সে ভাবের বিকাশ হইলেই ভগবান আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। জ্ঞানপূত কর্ম্ম-সমূহ স্বতঃই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সদ্ভাব-সম্ভূত যে স্তোত্র, তাহাই ভগবানের নিকট অবিরোধে উপস্থিত হয়। মানুষ যখন তখন যে সে অবস্থায় স্তোত্র-মাত্র উচ্চারণ করিয়াই, সুফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সে যে তাহাদের বিভ্রম, মনে মুখে এক হইয়া ভগবানকে আহ্বান করিতে না পারিলে—তিনি যে আকৃষ্ট হন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ ঋক্ সেই তত্ত্বই বিশদভাবে প্রকাশ করিতেছে; ঋক বলিতেছে,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানী হইতে চেষ্টা কর, হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ কর; অন্তরে বাহিরে অভিন্ন হইয়া ভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হও; তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন।' (১ম—৩০সূ—৪ঋ)।

—-*-—

পঞ্চম ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্ব্বাহো বীর যস্য তে।

বিভূতিরস্তু সূনৃতা॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

স্তোত্রং। রাধানাং। পতে। গির্ব্বাহঃ। বীর। যস্য। তে।

বিভূতিঃ। অস্তু। সূনৃতা॥ ৫ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাধানাং পতে' (আরাধনোপযোগিনাং শ্রেষ্ঠ) 'বীর' (সাধকস্য দুষ্টপ্রবৃত্তীনাং দমনকারী) "গির্ব্বাহঃ' (স্তুতিরূপানাং বাক্যানাং প্রাপক, হে দেব!) 'সত্' (সত্ত্বভাবসমন্বিতা) 'স্তোত্রং' (স্তুতিঃ) ত্বাং প্রাপ্নোতু; 'তে' (তব) 'বিভূতিঃ' (ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধিঃ) 'সূনৃতা' (সত্যরূপা, অক্ষয়া) 'অস্তু' (ভবতু, অস্মৎপক্ষে ইতি শেষঃ)। মম স্তোত্রং সত্ত্বভাবসম্পন্নং ভবতু; তেনৈব মমাভ্যুদয়ো ভবতীতি ভাবঃ। (১ম - ৩০সূ - ৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উপাস্যগণের শ্রেষ্ঠ, দুষ্প্রবৃত্তি দমনকারী, স্তুতিসমূহের প্রাপক, হে দেব! সত্ত্বভাবসমন্বিত আমাদের স্তোত্র আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। আপনার ঐশ্বর্য্যবিভূতি আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। (ভাব এই যে,—আমার স্তোত্র সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক; তাহার দ্বারা আমার অভ্যুদয় হইবে।)॥ (১ম—৩০সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র রাধানাং পতে ধনানাং পালক গির্ব্বাহো গীর্ভিরুহ্যমান বীর শৌর্য্যোপেত। যস্তে তব স্তোত্রমীদৃশং ভবতি তস্য তব বিভূতিঃ সম্পৎ সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপাস্তু।

স্তোত্রং। দাম্নী শসেতি ষ্ট্রন্। পা০ ৩২১৮২। অর্শআদিভ্য আচ্। অথবা স্তোতুরিদমিত্যর্থেঽণ্। সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধির্ন। রাধানাং পতে। রাধ্নুবন্ত্যেভিরিতি রাধানি ধনানি। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য নিঘাতঃ। গির্ব্বাহঃ। বহ প্রাপণে বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসীতি কারকপূর্ব্বস্যাপি বহতেরসুন্ প্রত্যয়ঃ। গতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ধনপালক, বাক্যকর্তৃক উহ্যমান (অর্থাৎ যাহাকে স্তুতিবাক্য বহন করিতেছে; এতাদৃশ, স্তুতি প্রচারিত) শৌর্য্যশালিন্! ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র এই প্রকার হয়, সেই তোমার বিভূতি (পরমৈশ্বর্য্য), প্রিয় (প্রীতিজনক) ও সত্যস্বরূপ হউক।

'স্তোত্রং' এই পদটী, 'দাম্নীশস' (পা০ ৩২।৮২) এই সূত্রদ্বারা 'স্তু' ধাতুর উত্তর 'ষ্ট্রন্' প্রত্যয়, পরে 'অর্শস্' আদিহেতু অচ্ (অ) করিয়া নিষ্পন্ন; অথবা, 'স্তবকর্তার ইহা (এই বাক্য)' এই অর্থে 'স্তোতৃ'-শব্দের উত্তর 'অণ্' করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু 'সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য' এই নিয়মহেতু বৃদ্ধি হইল না। 'রাধানাং পতে' এই স্থলে 'সম্যক্ কার্য্যাদি সিদ্ধ হয় ইহ দ্বারা' এই অর্থে নিষ্পন্ন রাধ-শব্দের অর্থ ধন। অতঃপর— 'সুবামন্ত্রিত' এই সূত্রে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু ষষ্ঠী-বিভক্তি ও আমন্ত্রিত পদ এতৎসমুদয়ের নিঘাত হইয়াছে। 'গির্ব্বাহঃ' এই পদ, 'গতি ও কারকেরও পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়' এইরূপ উক্তিহেতু গির্-শব্দপূর্ব্বক প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতুর উত্তর 'বহি হাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রানু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যুক্তত্বাৎ। গির্ দিত্যস্যবুত্তেরুপধাবৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বপদস্য বোরুপধায়া ইতি দীর্ঘত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বিভূতিঃ। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টাবিংশো বর্গঃ। ২৮॥

* * *

পঞ্চম (৩৩১) ঋকের বিশদার্থ।

--:০:--

এ ঋকের 'যস্য' পদ পূর্ব্ব-ঋকের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্ব-ঋকে যে বলা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত আপনার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইতেছি। তদ্রূপ যে স্তুত নিশ্চয়ই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবেরই পুনরাবৃত্তি-পূর্ব্বক এখানে বলা হইতেছে,—আপনার বিভূতি অর্থাৎ আপনার সত্ত্বভাব যেন আমাতে সঞ্জাত হয় মর্ম্ম এই যে, আমি যেন সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন হইয়া আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি,—আমার স্তোত্রসমূহ যেন সৎকর্ম্মের সদ্ভাবের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। তাহাতেই আপনার বিভূতি আমাতে অক্ষয় হইতে পারে; তদ্দ্বারাই আমি আপনার সামীপ্যাদি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। আপনি আরাধ্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনার কৃপায় সুপ্রবৃত্তিসমূহ দমস্ত হয়, স্তুতিরূপ বাক্য আপনার নিকটই পৌঁছিয়া থাকে। তাই প্রার্থনা করি,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে আপনার সমীপে উপস্থিত হইবার উপযোগী করিয়া লউন। আমাদের কর্ম্মের প্রভাবে সৎকর্ম্ম সম্ভূত স্তোত্রের বলে, আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।' (১ম—৩০সূ—৫ঋ)।

দারে 'অসুন' প্রত্যয়. 'গির' এর অনুবৃত্তিহেতু উপধার বৃদ্ধি করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। বৈদিকহেতু পূর্ব্ব (গির) পদের 'বোরুপধায়াঃ' (পা· ৮।২।৭৬) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইল না। উক্তপদে আমন্ত্রিতের আদি স্বর ষষ্ঠিক উদাত্ত। 'বিভূতিঃ' এইপদে তাদৌ চ নিতি' এই সূত্রদ্বারা গতির (বি-উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ৫।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠা ন উতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।

সমন্যেষু ব্রবাবহৈ॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধঃ। তিষ্ঠ। নঃ। উতয়ে। অস্মিন্। বাজে। শতক্রতো ইতি শতক্রতো।

সং। অন্যেষু। ব্রবাবহৈ। ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হে দেব!) 'অস্মিন' (পরিদৃশ্যমানে, নিত্যসংঘটিতে) 'বাজে' (সদসদ্বৃত্ত্যোঃ সংগ্রামে) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উতয়ে' (রক্ষণায়) 'ঊর্দ্ধঃ' (মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ সন) 'তিষ্ঠ' (বর্ত্তস্ব, তস্মিতি শেষঃ); এবং সতি 'অন্যেষু' (উন্নতস্তরান্তরেষু তব সামীপ্যলাভান্তরং আবয়োঃ সম্বন্ধফলেষু) 'সংব্রবাবহৈ' (সংলাপং করবাব, আবাং সম্মিলিতৌ ভবাব ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! যদা ত্বং জ্ঞানরূপেণ মূর্দ্ধ্নি অধিতিষ্ঠসি, তদা অস্মাকং মোক্ষপথঃ প্রশস্তো ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান (নিত্যসংঘটিত) সংগ্রামে (সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব) আমাদের রক্ষার জন্য আপনি মুর্দ্ধদেশে (জ্ঞানস্বরূপে) অবস্থিতি করুন। তাহা হইলে অন্য উন্নত স্তরে (আপনার সামীপ্য লাভানন্তর তাহার ফলে) আমরা উভয়ে সংলাপ করিতে সমর্থ হইব (অর্থাৎ, আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন সংঘটিত হইবে)। (১ম—৩০সূ—৬ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো শতসংখ্যাককর্ম্মোপেত। অস্মিন্ প্রসক্তে বাজে সংগ্রামে নোঽস্মাকমুতয়ে রক্ষণায়োর্দ্ধ উন্নত উৎসুকস্তিষ্ঠ। ভব। তুং চাহং চ মিলিত্বাঽন্যেষু কার্য্যান্তরেষু সংব্রবাবহৈ। সম্যক্ বিচারয়াবঃ। তিষ্ঠা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। উতয়ে। উতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। অস্মিন্। উডিদমিত্যাদিনা সপ্তম্যা উদাত্তত্বং। ৬।

* . *

ষষ্ঠ (৩৩২) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০ ০:§—

পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ঋক্‌দ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিলে, এ ঋকের অর্থ বড়ই বিসদৃশ হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই এ ঋকের এক হাস্যকর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। * তাহাতে দেবতা ও মানুষ একই স্তরের জীববিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে অর্থে, আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধবিষয়ক কথোপকথন-প্রসঙ্গও অধ্যাহৃত হইতে পারে। ফলতঃ, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহার-বিষয়ক ব্যাপার যে ঐ ঋকে বর্ণিত আছে, ব্যাখ্যা-বিস্তৃতি দেখিয়া সাধারণতঃ তাহাই মনে হয়।

কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। বিভিন্ন স্তর হইতে লক্ষ্য করিলে, ঋকের বিভিন্ন ভাব অবভাসিত হয়। আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহাতে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতসংখ্যক কর্ম্মযুক্ত ইন্দ্র! আপনি, এই আবদ্ধ সংগ্রামে আমাদের রক্ষানিমিত্ত উৎসুক হউন। আপনি ও আমি, উভয়ে মিলিয়া অন্য অন্য কার্য্য সমূহে যথাযথ বিচার করিব।

'তিষ্ঠা' এই পদ, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই সূত্রদ্বারা সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'উতয়ে' এই পদে, 'উতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মিন' এই পদে, 'উডিদম্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সপ্তমীবিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৬।

---

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে শতক্রতো ইন্দ্রদেব এই যুদ্ধ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আপনি তৎপর হউন। তাহা হইলে অন্য যুদ্ধেও আপনার সহিত আলাপ করিব।" (২) "হে শতক্রতু! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও; অন্য কার্য্যের বিষয় (তুমি ও আমি) মিলিত হইয়া বিচার করিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋকের অন্তর্গত 'অস্মিন্' 'ঊর্দ্ধঃ' এবং 'অস্মেষু' এই তিনটী পদের মর্ম্মানুধাবন করিলেই ঋকের মুখ্য লক্ষ্য অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্ব ঋকে ভগবানের একটী বিশেষণ আছে—'দীন'; তাহার অর্থে—'দুষ্টপ্রবৃত্তির দমনকারী' ভাব গ্রহণ করিয়াছি আর, সেখানে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'আপনার বিভূতি আমার পক্ষে অক্ষয় হউক।' ভগবৎ বিভূতি—সত্ত্ব-গুণাদি—মানুষের পক্ষে অক্ষয় হইতে গেলে, ভগবৎ-বিভূতিতে আপনাকে মণ্ডিত করিতে হইলে, কত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হয়, কত প্রকার প্রতিবন্ধকতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে 'অস্মিন্ বাজে' পদদ্বয়ে সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে হইলে, অসতের সহিত দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। 'অস্মিন্ বাজে' বাক্যে সদসদ্বৃত্তির সেই দ্বন্দ্বই নির্দ্দেশ করে। তার পর, 'ঊর্দ্ধঃ তিষ্ঠ' পদদ্বয়ে কি বুঝায়, অনুধাবন করুন। 'যুদ্ধের সময় ঊর্দ্ধে অবস্থান করুন'—এরূপ বাক্যে কি কোনও অর্থ প্রকাশ করে? আধ্যাত্মিকভাবে ভাবুক না হইলে, ঐ শব্দে কোনও সঙ্গত অর্থই প্রকাশ পায় না; পরন্তু, অপর কোনরূপ অর্থ আমদানী করিতে গেলে, অনেক দূর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। 'ঊর্দ্ধঃ' পদের অতি সঙ্গত অর্থ, তাই মনে করি—'মূর্দ্ধ্নি স্থিত জ্ঞান, সহস্রারে অবস্থিত শিব-শক্তি।' সেই জ্ঞান উদিত হইলে, সেই শক্তি জাগিয়া উঠিলে, আর কোনও ভাবনাই স্থান পায় না। তখন, যে ভাব—যে অবস্থা আসে, 'অস্মেষু' পদে তৎপ্রতি লক্ষ্য আনিতেছে। সে ভাব—সে, অবস্থাই—সামীপ্য লাভের অবস্থা। সেই ভাবে—সেই অবস্থায়—উপনীত হইতে পারিলেই, পরস্পর কথোপকথনের অবস্থা আসিবে; অর্থাৎ, সামীপ্য-সম্মিলনের আশা সফল হইবে। ফলতঃ, এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে পরম-প্রজ্ঞাস্বরূপ ভগবন্! ইহ সংসারে সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির যে চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, সে সংগ্রামে আপনি আপনার জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে আমাদের আমার মস্তকে অধিষ্ঠিত হউন; আপনি আমার মনোরথে অধিষ্ঠিত হইয়া সারথির পদ গ্রহণ করুন। আপনি জ্ঞানরূপে মস্তকে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, আপনার সারথ্য-সহায়তা লাভ করিলে, সে সংগ্রামে আমার বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে আপনাকে যদি মূর্দ্ধি দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পাই, তাহা হইলে আমার জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। সে জয়লাভের পরই আপনার সামীপ্য-রূপ মুক্তি। সেই মুক্তিই—আপনাতে সম্মিলিত হওয়া।' ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। পরবর্ত্তী ঋকে এই মুক্তির স্তরই আরও বিশদ-ভাবে প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৩০সূ—৬ঋ)।

—— ০ ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যোগেঽযোগে। তবঃঽতরং। বাজেঽবাজে। হবামহে।
সখায়ঃ। ইন্দ্রং। ঊতয়ে ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবতঃ সখিসদৃশাঃ প্রিয়াঃ, কৃপার্হা বয়মিতি যাবৎ) 'যোগে যোগে' প্রতি কর্ম্মসংযোগে, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে) 'বাজে বাজে' (প্রতি সংগ্রামে, ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং সংঘর্ষে সতি) ঊতয়ে' রক্ষণায় অস্মাকং ইতি শেষঃ) 'তবস্তরং' (অতিশয়বন্তং রক্ষণসমর্থং) 'ইন্দ্রং' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠং দেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ)। প্রতি কর্ম্মারম্ভে সাত্ত্বিকেন্দ্রিয়-রশ্মিভিঃ সহ দুষ্টেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং সজ্ঘর্ষোঽবশ্যম্ভাবী, তস্মিন্ অস্মান্ সংরক্ষিতুং ভগবন্তং সর্ব্ব-শক্তিবন্তং দেবং প্রার্থয়ামঃ ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—৭ঋ)।

* * *

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার প্রিয় হইয়া—আমরা, আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, সেই অতি-বলবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে (যেন) আহ্বান করি। (ম— সূ— ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোগে যোগে প্রবেশে প্রবেশে তবস্তরং কর্ম্মোপক্রমে বাজে বাজে কর্ম্মবিঘাতিনি তস্মিংস্তস্মিন্ সংগ্রামে তবস্তরমতিশয়েন বলিনমিন্দ্রমূতয়ে রক্ষার্থং সখায়ঃ সখিবৎপ্রিয়া বয়ং হবামহে। আহ্বয়ামঃ॥

যোগে যোগে। যুজির্ যোগে। হলশ্চেতি ঘঞ্। চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোরিতি কুত্বং। ঘঞো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবে সত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। তবস্তরং। তবঃ শব্দাদস্মায়ামেধেতি। পা০ ৫।২।১২১। মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তস্য ছান্দসো লোপঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৩৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

——(† †)——

প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি কর্ম্মারম্ভের সময়, সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত অসৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের সংঘর্ষ চলিয়াছে। সর্ব্বদাই উহারা পরস্পর পরস্পরের বৈরী হইয়া রহিয়াছে। সত্ত্বের উপর অসত্ত্বের প্রভাব—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রবেশে প্রবেশে অর্থাৎ সেই সেই কর্ম্মের আরম্ভে কর্ম্মের বিঘ্নজনক সেই সেই সংগ্রামে সখার ন্যায় প্রিয় আমরা, রক্ষানিমিত্ত অতিশয় বলবান ইন্দ্রদেবকে ডাকিতেছি।

'যোগে যোগে' এই স্থলে যোগ—(মিলন) করা অর্থ বিশিষ্ট যুজ্-ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্রদ্বারা ঘঞ্, 'চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ' এই সূত্রদ্বারা কবর্গ (জ-স্থানে-গ) করিয়া নিষ্পন্ন যোগ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের 'ঞ' ইৎ যাওয়ায় আদ স্বর উদাত্ত; এবং 'নিত্যবীপ্সয়োঃ' এই সূত্রদ্বারা বীপ্সা-অর্থে দ্বিত্ব হইলে আম্রেড়িতের স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। 'তবস্তরং' এই পদটী, তবস্-শব্দের উত্তর 'অস্মায়ামেধ' (পা০ ৫।২।১২১) এই সূত্রদ্বারা মত্বর্থে 'বিনি' প্রত্যয়, এবং বেদপ্রয়োগ হেতু উক্ত প্রত্যয়ের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৭॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিদিক হইতেই বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। সে ক্ষেত্রে রক্ষার ভরসা—একমাত্র ভগবান্। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ যদি কৃপা কটাক্ষপাত করেন, তবেই সে সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। এ ঋক্ সেই জয়লাভের উপায় কীর্ত্তন করিতেছে। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে সদ্বৃত্তি কেমন করিয়া জয়লাভ করিবে? ঋক্ তাহারই উপদেশ প্রদান ছলে কহিতেছে,—'তুমি 'সখায়ঃ' অর্থাৎ তাঁহার সখাস্বরূপ হইবার প্রয়াস পাও; তোমার প্রতি কর্ম্ম তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হউক; সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম-মাত্রেই তুমি আত্মরক্ষার কামনায় তাঁহার শরণাপন্ন হও।'

ঋকের প্রার্থনা,—'আমরা যেন তাঁহার সখাস্বরূপ হইয়া, আমাদের প্রতি কার্য্যে আমাদের প্রতি সংগ্রামে, তাঁহাকে আহ্বান করি।'

প্রার্থনা অতি সরল ও সহজ-বোধ্য বটে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে এক অতি গভীর কর্ম্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঋক্ বলিতেছে—'তাঁহার সখাস্বরূপ হও, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হও।' কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার সখাস্বরূপ বা কৃপার্হ হওয়া যায়? সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই সে পক্ষের একমাত্র সহায় নহে কি? যখন 'সখায়ঃ' অর্থাৎ সখাস্বরূপ হইয়া আমরা তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব, তখন সৎকর্ম্ম প্রভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা পাইব,—এই ভাবই মনে করা কর্ত্তব্য নহে কি? 'সখায়ঃ' পদের উহাই সার্থক প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। সৎকর্ম্মশীল হওয়াই 'সখায়ঃ' পদের লক্ষ্য। তার পর, কার্য্যমাত্রেই যদি তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হয়; প্রতি কার্য্যে—প্রতি মুহূর্ত্তের জীবন-সংগ্রামে—যদি তাঁহাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হই; তাহা হইলেই তিনি মূর্দ্ধ-প্রদেশে—সহস্রার-বিন্দু মাঝে—অধিষ্ঠিত হইবেন;—তাহা হইলেই তাঁহার সামীপ্য লাভ (পূর্ব্ব ঋকের কথিত) সুগমতর হইয়া আসিবে। এ পক্ষে এ ঋক্—পূর্ব্ব ঋকেরই অনুবৃত্তি। সামীপ্যাদি লাভের প্রসঙ্গ খ্যাপন করিয়া, সামীপ্যাদি-লাভ কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়া থাকে, এখানে তাহারই আভাষ দেওয়া হইতেছে। পরবর্ত্তী ঋকে আবার লক্ষ্য করিবেন, সামীপ্যাদি-লাভের পক্ষে সংসারে কি আদর্শ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। (১ম—৩০সূ—৭ঋ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ।
বাজেভিরুপ নো হবং ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঘ। গমৎ। যদি। শ্রবৎ। সহস্রিণীভিঃ। ঊতিঽভিঃ।
বাজেভিঃ। উপ। নঃ। হবং ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদি' (যদা) স ইন্দ্রদেবঃ, 'নঃ' (অস্মাকং, আহ্বয়তাং) 'হবং' (আহ্বানং) 'শ্রবৎ' (শৃণুয়াৎ), তদা 'সহস্রিণীভিঃ' (সহস্রসংখ্যাযুক্তাভিঃ, অনেকাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ স্বীয়রক্ষণসাধনশক্তিভিঃ) তথা 'বাজেভিঃ' (বাজৈঃ, কর্ম্মফলৈরিত্যর্থঃ সহ) 'উপ' (সমীপং অস্মাকং ইতি শেষঃ) 'ঘ' (অবশ্যং, নিশ্চিতং) 'আগমৎ' (আগচ্ছেৎ)। স দেবঃ অস্মাকমাহ্বানং শ্রুত্বা অস্মদ্রক্ষণনিমিত্তকং আত্মনঃ রক্ষাকারিণীভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অবশ্যমেবাস্মাকং সমীপমাগমিষ্যতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ - ৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন (যদি) সেই ভগবান্ আমাদের আহ্বান শুনিতে পান, তখন (তাহা হইলে) তিনি স্বীয় সহস্র (অর্থাৎ সমগ্র) রক্ষাকারী-শক্তির সহিত এবং আমাদিগকে প্রদেয় সকল প্রকার কর্ম্মফলসমূহের সহিত অবশ্যই আমাদের নিকট আসিবেন। (১ম—৩০সূ—৮ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্যয়মিন্দ্রো নোঽস্মদীয়ং হবমাহ্বানং শৃণুয়াৎ। তদানীং স্বয়মেব সহস্রিণীভিরূতিভির্বহুভিঃ পালনৈর্বাজেভিরন্নৈশ্চ সহোপ সমীপ আ য। অবশ্যমাগমৎ আগচ্ছেৎ॥

য। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। গমৎ। লিঙর্থে লেট্। লেটোঽডাটা-বিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। যদ্বা ছান্দসে লুঙি পুষাদিদ্যুতাদ্লৃদিতঃ পরস্মৈপাদেষ্বিতি চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলংছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। শ্রবৎ। শ্রু শ্রবণে। পূর্ব্ববল্লেটাডাগমঃ। বাজেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। হবং। ভাবেঽনু-পসর্গস্যেতি হ্বয়তেরপ্ সম্প্রসারণং চ। অপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥৮॥

* * *

অষ্টম (৩৩৪) ঋকের বিশদার্থ

—·§—*—§———

এ ঋক্ ভগবানের করুণার বিষয় অধিকতর স্পষ্ট করিয়া খ্যাপন করিতেছে। ভগবানের নিকট তোমার প্রার্থনা যখন উপস্থিত হয়, তখন তিনি কদাপি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবা-মাত্র তিনি আপনার করুণার ভাণ্ডার দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। সহস্র দিকে সহস্র প্রকার বিপদে তোমাকে ঘেরিয়া আছে সত্য; কিন্তু তিনিও সহস্র

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যদি এই ইন্দ্রদেব, আমাদের আহ্বান শোনেন; তাহা হইলে, তিনি স্বয়ংই সহস্র সহস্র রক্ষা (রক্ষাকর অস্ত্রাদি) ও অন্নরাশির সহিত আমাদের নিকটে অবশ্যই আসিবেন।

'যা' এইস্থলে 'ঋচি তুনুঘ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'গমৎ' এই পদটী, গম ধাতুর উত্তর লিঙ্-অর্থে লেট্। 'লেটোঽডাটৌ' এই সূত্রদ্বারা অট্ (অ) আগম এবং 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রদ্বারা ইকার-লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা বৈদিক লুঙ্। 'পুষাদিদ্যুতাদ্লৃদিতঃ পরস্মৈপদেষু' এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি'র স্থানে অঙ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্তপদে "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই সূত্রহেতু অট্ (অ) আগম হয় নাই। 'শ্রবৎ' এই পদটী, শ্রবণার্থ শ্রু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পূর্ব্বের ন্যায় লেট্ পরে অট্ আগম হইয়াছে। বাজেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রহেতু ভিস-স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না। 'হবং' এই পদটী, 'ভাবেঽনুপসর্গস্য' (পা০৩।৩।৭৫) এই সূত্রদ্বারা 'হ্বে' ধাতুর উত্তর অপ্ ও সম্প্রসারণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে অপ্ প্রত্যয়ের 'প'ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বরের প্রসক্তি ছিল, তৎসত্ত্বেও ধাতুস্বর-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥৮॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিক্ হইতে তোমায় রক্ষা করিবার জন্য আপনার রক্ষাশক্তি বিস্তার করেন; এবং তোমার সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, তোমার জন্য সজ্জিত করিয়া লইয়া তোমায় বিতরণ করিতে অগ্রসর হন।

এক্ষণে আর একবার পূর্ব্ব ঋকের সম্বন্ধ-বিষয় স্মরণ করুন। তাহা হইলেই, কি অবস্থায় তিনি তোমার রক্ষার জন্য সহস্র প্রকার উপায় ও কর্ম্মফলসমূহ লইয়া আসিবেন, তাহা বোধগম্য হইবে। পূর্ব্ব ঋকের মর্ম্মানুসারে প্রতি কর্ম্মে এবং প্রতি সংগ্রামে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রতি নির্ভরতাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাকে মুর্দ্ধিদেশে প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার কর্ম্ম। আর, সেই কর্ম্মই তোমার একমাত্র শ্রেয়ঃসাধক। এখানে এ ঋকে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইল। (১ম—৩০সূ—৮ঋ)।

—‡ * ‡—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং।

যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অনু। প্রত্নস্য। ওকসঃ। হুবে। তুবিঽপ্রতিং। নরং।

যং। তে। পূর্ব্বং। পিতা। হুবে॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মোক্ষোপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব! 'পিতা' (জনকঃ, পিতৃপুরুষঃ) 'পূর্ব্বং' (পুরা, অবিচ্ছিন্নঅতীতকালে) 'তে' (ত্বদ্ভাং, ত্বদর্থং) 'যং' (দেবং) 'হুবে' (আহূতবান), অহমপি 'প্রত্নস্য' (পুরাতনস্য) 'ওকসঃ' (স্থানস্য অনন্তস্য সম্বন্ধিনং) 'তুবিপ্রতিঃ' (বহু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

প্রতিগামিনং, এবং সর্ব্বসৎকর্ম্মসু উপস্থাতারং) 'নরং' (পুরুষরূপং, নেতারং, নরহৃদিপ্রতিষ্ঠিতং তং দেবং) 'অনু' (ক্রমেণ কর্ম্মানুক্রমেণ) 'হুবে' (আহ্বয়ামি)। অস্মৎপূর্ব্বপুরুষা যং দেবং সত্ত্বভাবলাভায় সর্ব্বকর্ম্মসু আহূতবন্তঃ, অহমপি সত্ত্বভাবোৎকর্ষায় তং দেবং আহ্বয়ামি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মোক্ষোপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব! অনন্ত অতীতকাল হইতে আমার পিতৃপুরুষগণ তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যে ভগবানকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন; এক্ষণে আমিও, সেই পুরাতন, অনন্ত সম্বন্ধযুত, এককালে সকল সৎকর্ম্মে উপস্থিত-স্বরূপ, নরহৃদি-প্রতিষ্ঠিত (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) দেবকে যথাক্রম (প্রতিকর্ম্মে) আহ্বান করিতেছি। (ম—৩০সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রত্নস্য পুরাতনস্যৌকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য সকাশাত্তুবিপ্রতিং বহূন্ যজমানান্ প্রতি গন্তারং নরং পুরুষবিগ্রহমনু হুবে। অনুক্রমেণ কর্ম্মস্বাহ্বয়ামি। যং ত্বে ত্বামিন্দ্রং পিতাস্মদীয়ো জনকঃ পূর্ব্বং পুরা স্বকীয়ানুষ্ঠানকালে হুবে। আহূতবান্। তমাহ্বয়ামীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

ওকসঃ। নব্বিষয়স্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হুবে। হ্বেঞ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ইটি বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চেতি প্রতিষেধঃ। উবঙাদেশঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতঃ। তুবিপ্রতিং। তুবীনাং বহূনাং প্রতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গরূপ পুরাতন স্থান হইতে বহু যজমানগণের নিকটে গমন করিয়া থাকেন, এরূপ পুরুষশরীর ইন্দ্রদেবকে আমি অনুক্রমে সকল কর্ম্মে আহ্বান করিতেছি; যে ইন্দ্রকে আমার পিতা পূর্ব্বে স্বকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানকালে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমিও সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি; এইরূপে পূর্ব্ব-বাক্যের সহিত অন্বয় হইবে।

'ওকসঃ' এই পদে 'নব্বিষয়স্য' এই সূত্রদ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হুবে' এই পদটী, হ্বে ধাতুর অর্থ স্পর্দ্ধা ও শব্দ, এই স্থলে শব্দার্থ হ্বে ধাতুর উত্তর ইট, পরে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বভাব, গুণপ্রাপ্তিকালে 'ক্ঙিতি চ' এই সূত্রদ্বারা গুণের প্রতিষেধ এবং উবঙ্ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়-স্বর দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত; আর, পাদাদিস্থিত হওয়ায় নিঘাত হয় নাই। 'তুবিপ্রতিং' এই পদের 'বহুলোকের অভিমুখে গমনকারী যে তাহাকে' এইরূপ অর্থ। এই স্থলে 'প্রতি' শব্দ 'ভীমসেন ভীম' এই

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্তারং। অত্র প্রতিশব্দো ভীমসেনো ভীম ইতিবৎ প্রতিগন্তৃশব্দঃ লক্ষয়িত্বা তদ্দ্বারা তদর্থং লক্ষয়তি। অতঃ প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ। পা০ ১।৪।৯২। ইতি তৎসংজ্ঞাবচনাভাবেনানিপাতত্বাদনব্যয়ত্বে পূরণগুণেত্যাদিনা। পা০ ২।২।১১। ন ষষ্ঠীসমাসনিষেধঃ। হবে। হ্বেঞো লিটি বহুলং ছন্দসীতি পূর্ববৎ সম্প্রসারণপরপূর্বত্বে। দ্বির্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যং। পা০ ৬।১।৮৩ ইতি দ্বির্বচনাভাবঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (৩৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টি বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। সুতরাং নানাদিক হইতে এ ঋকের নানারূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। ঋকের অন্তর্গত 'প্রত্নস্য' ও 'ওকসঃ' এই যে দুইটী পদ, ইহারা কত বিপরীত ভাবই যোজনা করে। তার পর 'নরং' শব্দ। এ শব্দও হৃদয়ে নানা সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে। বেদমন্ত্রের পৌরুষেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রমাণ পক্ষে এ ঋক্ বেদবিরোধিগণের অস্ত্রস্বরূপ গণ্য হইতে পারে; আবার যাঁহারা অন্যদেশ (মধ্য-এসিয়া প্রভৃতি স্থান) হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনমূলক যুক্তির পোষকতা করিতে চাহেন, এ ঋক্ তাঁহাদেরও সহায় হইয়া থাকে; 'পিতা' পদ, 'পূর্ব্যং' পদ—তাঁহাদিগকে আত্মপক্ষ-সমর্থনে স্পর্দ্ধান্বিত করে *। এইরূপে, এ ঋকের সম্বোধ্যই বা কে, আর প্রার্থনাই বা কি,—এ বিষয়ে বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়।

প্রয়োগের ন্যায় (অর্থাৎ যেরূপ 'ভীম' এই শব্দ ভীমসেনকে বুঝায় তদ্রূপ) লক্ষণা দ্বারা প্রতি-গন্তৃ-শব্দকে বুঝাইয়া সেই লক্ষিত প্রতিগন্তৃ-শব্দ দ্বারা তদনুরূপ অর্থকে বুঝাইতেছে। এই হেতু 'প্রতিঃ প্রতিনিধি-প্রতিদানয়োঃ' (পা০ ১।৪।৯২) এই সূত্রের ন্যায় (সূত্রস্থ 'প্রতি' শব্দের ন্যায়) এতৎস্থলীয় প্রতিশব্দ, তৎসংজ্ঞাবচনাভাবহেতু নিপাত-সংজ্ঞা না হওয়ায় অব্যয় হইল না; সুতরাং 'পূরণগুণ' (পা০ ২।২।১১) ইত্যাদি-সূত্রদ্বারা ষষ্ঠীসমাসও নিষিদ্ধ হইল না। 'হবে' এই পদটী হ্বে ধাতুর উত্তর লিট্; পরে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা পূর্বের ন্যায় সম্প্রসারণ ও পরপূর্বত্ব লাভ, দ্বিত্বপ্রকরণে 'ছন্দসি বেতি বক্তব্যং' (পা০ ৬।১।৮৩) এই সূত্র দ্বারা দ্বিরুক্তির অভাব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত পদে যৎশব্দহেতু নিঘাত হয় নাই। ৯।

---

* এ বিষয়ে এ কাল পর্য্যন্ত নানা গবেষণা চলিয়া আসিয়াছে। দ্বাবিংশ সূক্তের অষ্টাদশ ঋকের টীকায় আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, এ প্রসঙ্গে তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

এখন, এই ঋকের যে ব্যাখ্যা আমরা নির্দ্দেশ করিলাম, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। সে আলোচনার পূর্ব্বে, পূর্ব্বঋকের সহিত এই ঋকের কি সম্বন্ধ আছে এবং পরবর্ত্তী ঋকের সহিতই বা এই ঋক কি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত, তদ্বিষয় একটু চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্ব ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'যদি আমাদের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পাওয়াইতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা ভগবানের করুণালাভের উপযুক্ত কর্ম্মের কর্ম্মী হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহ সহস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের উদ্ধার করিতে আসিবে।' এইবার দেখুন, এ ঋকের সহিত সেই পূর্ব্ব-ঋকের কি সম্বন্ধ সন্ধান করিয়া পাই? মনে করুন দেখি,—ভগবানের করুণালাভের উপযুক্ত কর্ম্ম বা প্রার্থনা কি প্রকার? আর মোক্ষলাভের উপাদানভূত সামগ্রীই বা কি আছে? সে কি সৎকর্ম্মাদিদ্বারা সঞ্জাত সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব নহে! আমরা তাই মনে করি,—এ ঋক আত্মোদ্বোধনমূলক,—এ ঋকে শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঋকের লক্ষ্য—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার। আদর্শ যেমন কার্য্যকরী হয়, পারম্পর্য্য যে প্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষণ করিয়া থাকে, তেমন আর কিছুই নহে। পুত্র পিতৃপদাঙ্ক-অনুসরণে স্বতঃসামর্থ্যবান হয়। এখানে সেই ভাবেরই অনুপ্রেরণা দেখিতেছি। সাধকের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন। তাই তিনি সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কেমনভাবে শরণ

"প্রত্নস্তোকসঃ" বাক্যে সায়ণাচার্য্য স্বর্গধামরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উইলসন এবং ল্যাংলোই প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে স্বর্গের স্বরূপ কেহই খ্যাপন করেন নাই। কিন্তু অপরাপর অনেক ব্যাখ্যাকার এই হইতে আর্য্যগণের পূর্ব্ববাসের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে ইন্দ্রদেব আপনি আমাদিগের পুরাতন নিবাসস্থানের সংরক্ষক প্রভু ছিলেন এবং আপনাকে বহুজনের পালক বলিয়া আমার পিতা পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতেন। অতএব তদনুসারে আমি এক্ষণে (আধুনিক নিবাসস্থানে) আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি।" বলা বাহুল্য, ইহাতে ইন্দ্রও মানুষ, প্রার্থনাকারীও মানুষ এবং সম্বন্ধও স্থান-বিশেষ-দ্যোতক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে এরূপ অর্থ আসিতে পারে; কিন্তু সাধকের দৃষ্টি এ ঋক আর এক পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আমাদের ব্যাখ্যায় তাহাই লক্ষ্য করুন।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়াছেন ?—পিতৃগণ যেমনভাবে শরণ লইতেন। এইখানে মনে সংশয় আসিতে পারে,—বুঝি বা কালাকালের প্রসঙ্গ আছে, বুঝি-বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। মন্ত্র যে নিত্য! অনন্ত অতীতকাল হইতে অনন্ত-কোটী সাধক, এই-ই মন্ত্রে এই-ই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইতেছেন; এবং মন্ত্রের ও তৎসহযুত কর্ম্মের প্রভাবে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন। এখানে এ বাক্যের অন্তর্গত 'পিতা' পদে কেবল তোমার আমার পিতাকে বুঝাইতেছে না; পিতার পিতা, তাঁহার পিতা, অনন্ত অতীতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম-বিপাক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত সেই পিতৃপুরুষ-মাত্রকেই, ঐ পিতা শব্দে আকর্ষণ করিতেছে। 'পূর্ব্বং' পদও ঐরূপ কেবল তোমার আমার পূর্ব্বের ভাব দ্যোতনা করিতেছে না;—ঐ পদে সেই অনন্ত অতীতের অনন্ত সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। পিতার পূর্ব্বে, তাঁহারও পিতার পূর্ব্বে—এইরূপ যে পূর্ব্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া চিন্তা ও ধারণাশক্তি পর্য্যুদস্ত হয়, এ পূর্ব্ব—সেই পূর্ব্বকেই বুঝাইতেছে। 'প্রত্নস্য ওকসঃ' পদদ্বয়ও সেই অনন্ত্য-ভাব-জ্ঞাপক। 'পুরাতন স্থান হইতে' এবংবিধ বাক্যে আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়। পুরাতন স্থান আর অন্য কোথায়? সেই এই পৃথিবী—সে এই জন্ম-জরামরণনিদানভূত এই সংসারই নহে কি? তাঁহাদের যাহা পুরাতন, আমাদের তাহা নূতন; আবার আমাদের যাহা পুরাতন হইবে, ভবিষ্যগণের পক্ষে তাহাই নূতন হইবে না কি? অতএব এক পক্ষে ঐ পদদ্বয়ে এই সংসারকেই (যাঁহারা ভারত ভিন্ন অন্য দেশ হইতে আর্য্যগণের আগমন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে পারি—এই ভারত-বর্ষকেই) নির্দ্দেশ করিতেছে * পক্ষান্তরে, লোকাতীত অপর রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। যেখান হইতে আসিয়াছি, যেখান হইতে জীবকুল উৎপন্ন হইতেছে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,'—'প্রত্নস্য ওকসঃ' পদদ্বয়ে সেই স্থানের প্রতিই লক্ষ্য আসিতেছে না কি? পিতৃগণ কোথা হইতে আসেন? পিতৃগণ কোথায় আছেন? সে সেই

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৮৩-১৮৭ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয় বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে তৎপ্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পুরাতন আবাসে' নহে কি? অনন্ত অতীতকাল হইতে কোথায় অবস্থিত থাকিয়া, তাঁহারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন রহিয়াছেন? সেই জগন্নিবাসই কি তাঁহাদের 'প্রত্নে কঃ' (পুরাতন বাসস্থান) নহেন? তিনি অনন্তস্বরূপ; জীব অনন্ত হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এবং অনন্তেরই উপাসনায় অনন্ত আশ্রয় পাইতেছে। পিতৃপুরুষগণ যাঁহারা পুরাতন আবাসস্থান হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুসরণ করার তাৎপর্য্য কি? অনন্ত সৎকর্ম্ম দ্বারা অনন্তের সামীপ্যাদি প্রাপ্তি ভিন্ন সে লক্ষ্য অন্য আর কি হইতে পারে? 'তুবিপ্রতিঃ' পদও অনন্তভাবজ্ঞাপক। অনন্ত সৎকর্ম্মে তাঁহার সান্নিধ্য, ঐ পদে ব্যক্ত করিতেছে। উপসংহারে 'নরং' আর 'অনু' শব্দদ্বয়ের সার্থকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তুমি মানুষ; সহসা তুমি লোকাতীত সামগ্রীর ধারণা করিতে পারিবে না। তাই তোমার ধ্যান-ধারণার উপযোগী বস্তুর মধ্য দিয়া তোমার পরম-তত্ত্ব অবগত করাইবার প্রয়াস প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের অনুসন্ধানে তুমি কেন দূরে ঘুরিয়া মর? ঐ দেখ, তোমারই মধ্যে—নর-হৃদয়-অভ্যন্তরে—শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপে ভগবান্ বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেখ,—বোঝ,—ধারণ কর; ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আপন হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। 'অনু' পদ কর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হওয়ার ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, তখন বুঝিতে পারিবে—ঋকের মর্ম্মার্থ কি? তখনই বুঝিবে, ঋক্ তোমায় তোমার সংমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া কহিতেছে,—'তোমার মোক্ষোপায়ভূত যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তোমার পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুমি তোমার শুদ্ধসত্ত্বভাবকে পরিবর্দ্ধিত ও হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে চেষ্টা পাও। আর, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই ভগবানের বিভূতিস্বরূপ মনে করিয়া, আপনার মধ্যে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাও।' কোন্ অবস্থার পর কোন্ অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায়, এ ঋক্ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে। স্বর্গের সন্ধান—মোক্ষের নিদান, ইহাতেই লক্ষ্য কর। (১ম—৩০সূ—৯ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত।

সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ত্বা। বয়ং। বিশ্বঽবার। আ। শাস্মহে। পুরুঽহূত।

সখে। বসো ইতি। জরিতৃঽভ্যঃ। ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববার' (সর্ব্বপূজনীয়) 'পুরুহূত' (সর্ব্বৈরাহূত) 'সখে' (পরমহিতৈষিন্) 'বসো' (জগদাশ্রয়রূপ হে দেব!) 'বয়ং' (তব কর্ম্মানুরক্তাঃ) 'জরিতৃভ্যঃ' (স্তুতিকারিণাং হিতার্থং) 'তং' (হিতৈষণাদিগুণযুক্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আশাস্মহে' (প্রার্থয়ামঃ)। হে জগদাধারস্বরূপ ভগবন্! ত্বং স্তুতিপরায়ণানাং অস্মাকং মঙ্গলং সম্পাদয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম ৩০সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে জগতের পূজনীয়, সকলের আরাধনার ধন, পরমহিতৈষী, জগদাশ্রয়! আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত আমরা, স্তুতিপরায়ণ এই আমাদের মঙ্গলার্থ, হিতৈষণাদি-গুণযুক্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; (আপনি আমাদের মঙ্গল করুন)। (১ম—৩০সূ—১০ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্ববার সর্ব্বৈর্ব্বরণীয় পুরুহূত বহুভিঃ স্বস্বকর্ম্মণ্যাহূত সখে সখিবৎপ্রিয় বসো নিবাস-হেতো ইন্দ্র তং পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তং ত্বাং জরিতৃভ্যঃ স্তোতৄণামনুগ্রহার্থমাশাস্মহে। প্রার্থয়ামহে। আশাস্মহে। আঙ্‌ শাসু ইচ্ছায়াং। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্‌। বসো। নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বনিষেধাৎ পরাঙ্গবদ্ভাবেহপি সতি শেষ নিঘাতেন বামন্ত্রিতস্য চেতি বা সর্ব্বানুদাত্তত্বং। জরিতৃভ্যঃ। জরতি স্তুতিকর্ম্মা। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। ১০।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয় একোনত্রিংশো বর্গঃ॥

* * *

দশম (৩৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক সরল প্রার্থনামূলক। যখন মানুষ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়, পূর্ব্ব ঋকের আদর্শ অনুসারে মানুষে যখন সদ্ভাব-পরম্পরা বিকাশ পায়, তখন সে ভগবানকে এইরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতে পারে। সে যখন আপন কর্ম্মপ্রভাবে আপনি সখা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে তো নিশ্চয়ই তাঁহাকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকারী হয়। পূর্ব্বে 'সখায়ঃ' (সখাস্বরূপ) হইয়াছিল। এবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বজনবরণীয়! স্ব স্ব কার্য্যে বহুজন যাঁহাকে আহ্বান করে, এতাদৃশ সখার ন্যায় প্রিয় (প্রীতিজনক) সর্ব্বজনের আশ্রয়স্থল ইন্দ্রদেব! সেই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজন প্রশংসাদিগুণযুক্ত যে আপনি, স্তবকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ভাবার্থ এই—হে সর্ব্বজনবরণীয় ইন্দ্রদেব! আপনি স্তবকারিগণকে অনুগৃহীত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

'আশাস্মহে' এই পদটী, আঙ্‌পূর্ব্বক শাস ধাতুর অর্থ ইচ্ছা। ঐ ধাতুর উত্তর (লট্‌ মহে) শপ্‌ প্রত্যয়, 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' এই সূত্র দ্বারা শপের লুক্‌ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বসো' এই পদে 'নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে' পূর্ব্ব সম্বন্ধিয় এই সূত্রে অবিদ্যমানবত্তার নিষেধহেতু পরাঙ্গবদ্ভাব হইলে শেষ-ভাগের নিঘাত দ্বারা, অথবা, 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্র দ্বারা সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। 'জরিতৃভ্যঃ' এই পদ, স্তুতি-বোধক জৄ ধাতুর উত্তর 'তৃচ্‌' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। ঐ পদে তৃচ্‌-প্রত্যয়ের চিৎ-সংজ্ঞাহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১০।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সখে' বলিয়া সম্বোধন করিতে সমর্থ হইল। পূর্ব্বাপর দুই ঋকের সম্বন্ধ-সূত্র ঐ দুই পদেই উপলব্ধ হয়।

হে সখে! আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সর্ব্বপূজ্য, আপনি সর্ব্বজনের আরাধ্য, আপনি সকলের আশ্রয়-স্থল, আপনি সখ-স্বরূপ, আপনি হিতৈষণাদিগুণোপেত। আপনি ভিন্ন কে আর আমাদের মঙ্গলসাধন করিবে? তাই অনন্যমনা হইয়া আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! আপনি আমাদের শ্রেয়ঃসাধন করুন। (১ম—৩০সূ—১০ঋ)।

—— ০ ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অস্মাকং। শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাং।

সখে বজ্রিন্‌ৎসখীনাং ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মাকং। শিপ্রিণীনাং। সোমঽপাঃ। সোমঽপাব্নাং।

সখে। বজ্রিন্। সখীনাং ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখে' (সখিসদৃশপরমোপকারিন্) 'বজ্রিন্' (শত্রুসংহারে বজ্রধারিন্) 'সোমপাঃ' (ভক্তিরসগ্রাহক, ভক্তি প্রিয় হে দেব!) ত্বং 'সোমপাব্নাং' (ভক্তিরসরক্ষকানাং) 'সখীনাং' (সখিবৎ রক্ষণীয়ানাং) 'অস্মাকং' তবার্চ্চকানাং সম্বন্ধে) 'শিপ্রিণীনাং' (জ্যোতিষ্মতীনাং, উজ্জ্বলপ্রভাযুক্তানাং পরমার্থবৃত্তীনাং সাত্ত্বিকবৃত্তীনাং বা। অভ্যুদয়ং বিধেহি ইতি শেষঃ। হে ভক্তিরসগ্রাহিন্ ভগবন্! বয়ং যদর্থং ভক্তিরসং যত্নতঃ সংরক্ষামঃ, ত্বং হি অস্মৎসম্বন্ধিন্যঃ পরমার্থবৃত্তয়ঃ সাত্ত্বিকবৃত্তয়শ্চ যথা বর্দ্ধিতা ভবন্তি, তথা কুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ ১১ঋ)

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ

হে সখার ন্যায় পরম উপকারক, শত্রুর প্রতি বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয়, ভক্তিরসামৃতপ্রাপক (ভক্তপ্রিয়) দেব। আপনার অর্চ্চক, ভক্তিরসরক্ষক, সখিবৎ-রক্ষণীয় যে আমরা, আমাদের সম্বন্ধে আপনি উজ্জ্বলপ্রভাযুক্ত পরমার্থ-বুদ্ধি ও সাত্ত্বিকবৃত্তি-সকলের অভ্যুদয় বিধান করুন। আমরা যেন পরমাত্ম-সম্বন্ধযুক্ত সত্ত্বভাব লাভ করি। (১ম—৩০সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

হে সোমপাঃ সোমস্য পাতঃ সখে সখিবৎ প্রিয় বজ্রিন্ বজ্রযুক্তেন্দ্র সখীনাং সখিবৎপ্রিয়াণাং সোমপাব্নাং সোমস্য পাতৃণামস্মাকং শিপ্রিণীনাং দীর্ঘাভ্যাং হনুভ্যাং নাসিকাভ্যাং বা যুক্তানাং গবাং সমূহস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবতি শেষঃ ॥

শিপ্রিণীনাং। ঋন্নেভ্যো ঙীবিতি ঙীপ্। তস্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে সতি প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। সোমপাঃ। আমন্ত্রিতস্য সতি শিষ্টত্বাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। সোমপাব্নাং। আতো মনিন্নিত্যাদিনা বনিপ্। অল্লোপোঽনঃ। পা০ ৬।৪।১৩৪। ইত্যনেনাকারস্য লোপঃ ॥ ১১ ॥

* * *

একাদশ (৩৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— §⁀*⁀§ ——

এ ঋকের অন্তর্গত 'শিপ্রিণীনাং' পদ, ব্যাখ্যাকারগণকে বিশেষ সমস্যার মধ্যে ফেলিয়াছে। সায়ণ এই পদ হইতে গাভীগণকে (গবাং) টানিয়া আনিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের কেহ বা, সায়ণের

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সোমরসপানকারিন্! সখার তুল্য প্রীতিকর, বজ্রধর ইন্দ্রদেব! তোমার প্রসাদে সখার ন্যায় প্রিয় সোমপায়ী আমাদের, দীর্ঘ হনুদেশ অথবা দীর্ঘনাসিকাযুক্ত গো-সমূহ হউক! হে ইন্দ্রদেব! আপনার প্রসাদে আমাদের বহু গাভী হউক, ইহাই প্রার্থনা।

'শিপ্রিণীনাং' এই পদে শিপ্রিন্ শব্দের উত্তর 'ঋন্নেভ্যোঙীপ' এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয় হইয়াছে; এবং সেই ঙীপ্-প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে, প্রত্যয়স্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'সোমপাঃ' এই পদে বর্ত্তমানকালে আমন্ত্রিত পদ কথিত হওয়ায়, আমন্ত্রিত-পদের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সোমপাব্নাং' এই পদটী, 'আতোমনিন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বনিপ্ প্রত্যয়, এবং 'অল্লোপোঽনঃ' (পা০ ৬।৪।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসরণে, ঋকে দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট গাভীগণের পরিবৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে—কল্পনা করিয়াছেন; কেহ বা, ঐ শব্দ প্রার্থনাকারিগণের দীর্ঘ নাসিকা বা সুবদনের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে—অনুভব করিয়া লইয়াছেন। ঋকে ক্রিয়াপদ নাই বলিয়া, কেহ বা ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন; কেহ বা, এই ঋক্‌কে এবং ইহার পরবর্ত্তী ঋক্‌কে 'যুগ্মক' স্বীকার করিয়া একযোগে দুই ঋকের অন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। * তবে বলা বাহুল্য, কোনও ব্যাখ্যাতেই পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষা-বিষয়ে প্রযত্ন দেখিতে পাই না।

আমরা 'শিপ্রিণীনাং' পদে 'সাত্ত্বিকরশ্মীনাং' ইত্যাদিরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'শিপ্রিন্' শব্দ যে জ্যোতিঃ-অর্থ-দ্যোতক, নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। † নাসিকা বা হনু অর্থে যে ঐ পদ ব্যবহৃত হয় নাই, একটু অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। পরন্তু পরমার্থবৃদ্ধি-সম্বন্ধে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধে, প্রার্থনাই যে ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বতঃই মনে আসে। 'সখে', 'সোমপাঃ', 'বজ্রিন্' প্রভৃতি শব্দ কি অর্থে কি ভাবে কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, সে পক্ষে তাহা আর বুঝিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। প্রার্থনাকারীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য 'সোমপাব্নাং', 'সখীনাং' প্রভৃতি পদও তখন পরম সদ্ভাব-প্রকাশক হইয়া দাঁড়ায়। সত্ত্বভাবোদয়ে ভগবানের সহিত

---

* দুই প্রকারের দুইটী অনুবাদ (একাদশ ও দ্বাদশ দুই ঋকের) নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—(১) "হে সোমপানশীল, সখে, বজ্রধর ইন্দ্র! আমরা দীর্ঘহনুযুক্ত সোমপানশীল এবং আপনার সখিত্বপ্রিয়। সুতরাং আমাদিগের"।১১। (এই পর্য্যন্ত একাদশ ঋকের অর্থ, এবং তার পর দ্বাদশ ঋকের অর্থ) "অভিলাষ পূরণ করুন এবং আপনার নিকট আমরা যাহা প্রাপ্তির কামনা করি, হে সখে বজ্রধর! তৎসমস্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করুন।১২।" (২) "হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী ইন্দ্র! আমরাও তেমনি সখা ও সোমপায়ী; আমাদের দীর্ঘনাসিক গাভীদল বৃদ্ধি হউক)। ১১। হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী! এইরূপই হউক, তুমি এইরূপ আচরণ কর, যেন আমরা মঙ্গলার্থ তোমার (অনুগ্রহ) কামনা করি ১২।"

† প্রথম অধ্যায়ে, নবম সূক্তে তৃতীয় ঋকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনত্রিংশ সূক্তে দ্বিতীয় ঋকে, "সুশিপ্র" ও 'শিপ্র' পদ আছে। তদ্বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছি, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

সখিত্ব-সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ বুদ্ধির অভ্যুদয়-আকাঙ্ক্ষা যে প্রকাশ পায়, এই ঋক্ সেই তত্ত্বই খ্যাপন করিতেছে। পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাব-লাভই এ ঋকের প্রার্থনা। (১ম—৩০সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ তথা কৃণু।

যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তথা। তৎ। অস্তু। সোমঽপাঃ। সখে। বজ্রিন্। তথা। কৃণু।

যথা। তে। উশ্মসি। ইষ্টয়ে ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (ভক্তিরসগ্রাহক) 'সখে' (সখিতুল্য পরমোপকারিন্) 'বজ্রিন্' (বজ্রসম-কঠিনহৃদয়যুক্ত, শত্রুষু নির্দ্দয় হে দেব!) বয়ং 'ইষ্টয়ে' (যজ্ঞায়, আত্মোৎকর্ষসাধককর্ম্ম-নিমিত্তং) 'তে' (তব সমীপে) 'যথা' (যাদৃশং অনুগ্রহমিতি শেষঃ) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে, প্রার্থয়ামঃ, ইচ্ছামঃ বা) 'তথা' (তাদৃশং অনুগ্রহং) 'কৃণু' (কুরু); কিঞ্চ, 'তৎ' (অস্মদীয়ং আরব্ধং কর্ম্ম) 'তথা' (তাদৃশেন তবানুগ্রহেণ পূর্ণং) 'অস্তু' (ভবতু)। হে দেব! ত্বং আত্মোৎকর্ষসাধনায় অস্মদাকাঙ্ক্ষানুরূপং অনুগ্রহং কুরু; ত্বদনুগ্রহেণ চ অস্মাকং যজ্ঞকর্ম্ম সম্পূর্ণং ভবতু ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১২ঋ)।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তিপ্রিয়, সখার ন্যায় উপকারক, শত্রুর প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠিন-হৃদয়, হে দেব! আত্মোৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সেই অনুগ্রহ প্রদান করুন; আপনার অনুগ্রহে আমাদের আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ হউক। (ম—৩ সূ—১.ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে সোমপাঃ সখে বজ্রিন ইষ্টয়ে অভিলষিতার্থায় তে তবানুগ্রহং যথা যেন প্রকারেণোশ্মসি। বয়ং কাময়ামহে। তং তথা কুরু। ত্বৎপ্রসাদাদস্মদভীষ্টং ভবত্বিত্যর্থঃ।

কৃণু। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইতি ধাতুঃ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিযোগেন বকারস্যাকারঃ। অতো লোপ ইতি তস্য লোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাদিতি হের্লুক্। উশ্মসি। বশ কান্তৌ। ইদন্তো মসিঃ অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ। ইষ্টয়ে। ইষু ইচ্ছায়াং। ক্তিনি তিতুত্রেত্যাদিনেট্প্রতিষেধঃ। যদ্বা যজতেঃ ক্তিনি বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। ব্রশ্চাদিনা ষত্বে ষ্টুত্বং। পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। দ্বিতীয়ে তু ব্যত্যয়েন॥ ১২॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদ।

হে সোমপানকারিন্, সখার ন্যায় প্রীতিকর বজ্রধর ইন্দ্রদেব! অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমরা, যে প্রকারে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি; তুমি সেই প্রকার অনুগ্রহ কর; অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ হউক॥

'কৃণু' এই পদটী, হিংসা ও করা অর্থ বোধক 'কৃবি' ধাতুর উত্তর ইকার ইৎ-হেতু নুম্, 'ধিন্বি-কৃণ্ব্যোরচ্চ' এই সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয়, সেই 'উ' প্রত্যয়ের সন্নিযোগ হেতু বকারের স্থানে অকার, 'অতোলোপঃ' এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ; সেই লুপ্ত অকারের স্থানিবদ্ভাব-হেতু লঘু উপধার গুণাভাব, এবং 'উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ' এই সূত্রদ্বারা 'হি' বিভক্তির লুক্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উশ্মসি' এই পদটী, কামনা-অর্থবোধক বশ ধাতুর উত্তর ইকারান্ত মসি প্রত্যয়, অদাদি-হেতু শপের লুক্ (লোপ) এবং গ্রহাদিহেতু সম্প্রসারণ (জি) করিয়া নিষ্পন্ন; উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর; যৎ-শব্দের যোগ-হেতু নিঘাত হইল না। 'ইষ্টয়ে' এই পদটী, ইচ্ছার্থ ইষ-ধাতুর উত্তর ক্তিন্; পরে, 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইট্ (ইম) নিষেধ করিয়া সিদ্ধ; অথবা যজ ধাতুর উত্তর ক্তিন্, পরে 'বচি স্বপি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সম্প্রসারণ, এবং ব্রশ্চাদি-হেতু ষকার হইলে ক্তিনের ত স্থানে 'ট' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব (ইষ ধাতু হইতে সাধন)-পক্ষে 'মন্ত্রে বৃষ' এই সূত্র দ্বারা আর, দ্বিতীয় ('যজ' ধাতু হইতে সাধন)-পক্ষে ব্যতিক্রম দ্বারা ক্তিনের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ (৩৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত সাধারণতঃ যে ভাবে এ ঋকের সম্বন্ধ সূচিত হয়, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে অর্থে পূর্ব্ব ঋক্ গ্রহণ করিয়াছি, এ ঋকের সহিত তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন সত্ত্বভাবের, সাত্ত্বিক বুদ্ধির বা পরমার্থ-জ্ঞানের যে অভ্যুদয় হয়,—সেও ভগবানেরই অনুগ্রহ। আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আত্ম-প্রযত্ন যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা অঙ্গীকার করি। কিন্তু তৎপক্ষেও ভগবানের করুণা আবশ্যক। এখানে সেই করুণার প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাকে যখন সখার ন্যায় উপকারী বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হই, তাঁহাকে যখন আমার অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সর্ব্বপ্রকার শত্রুর বিমর্দ্দক বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন, তাঁহারই অনুগ্রহে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল প্রকার শ্রেয় লাভ হইবে—সেই বিশ্বাস দৃঢ় জাত হয় সেই অবস্থাতেই সাধক প্রার্থনা করে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার আরব্ধ-কর্ম্ম পূর্ণ হউক; অর্থাৎ, আমার হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হউক।' এ ঋক্ সেই অবস্থার সেই প্রার্থনা, বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৩০সূ— ২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। ত্রিংশং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

রেবতীঃ। নঃ। সধমাদে। ইন্দ্রে। সন্তু। তুবিবাজাঃ।

ক্ষুমন্তঃ। যাভিঃ। মদেম ॥ ১৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে, পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিপরাঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দমনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং। তত্তাঃ 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধানাং বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামহে, তৎসর্ব্বং ভগবতি বিনিযুক্তো ভবতু ইতি ভাবঃ। (১ম ৩০ সূ ১৩ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট) হউক। (ম—৩০সূ—১৩ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ক্ষুমন্তোঽন্নবন্তো বয়ং যাভির্গোভিঃ সহ মদেম। হৃষ্যেম। ইন্দ্রে সধমাদে সহমাদ্যতি সহ হর্ষযুক্তে সতি নোঽস্মাকং তা গাবো রেবতীঃ ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ তুবিবাজাঃ প্রভূতবলাশ্চ সন্তু ॥

রেবতীঃ। রয়িশব্দান্মতুপি রয়োর্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। ছন্দসীর

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অন্নযুক্ত আমরা যে গো-সমূহের সহিত আনন্দিত হইব, ইন্দ্রদেব আমাদের সহিত হৃষ্ট হইলে আমাদের সেই গাভী সকল ক্ষীর, ঘৃত প্রভৃতি রূপ সমৃদ্ধিযুক্ত এবং প্রভূতবলসম্পন্ন হউক। ভাবার্থ এই,—আমাদের কর্ম্মে ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হউন, এবং আমরা যে সকল গাভী লাভ করিয়া হৃষ্ট হইয়া থাকি; সেই গাভী সকল ইন্দ্রদেবের প্রসাদে প্রচুর ক্ষীরযুক্ত ও প্রভূতবলসম্পন্ন হউক, ইহাই প্রার্থনা।

'রেবতীঃ' এই পদটী, রয়ি-শব্দের উত্তর মতুপ্, পরে, 'রয়ের্মতৌ বহুলং' এই সূত্র-বলে সম্প্রসারণ, পর পূর্ব্বভাব, 'ছন্দসীরঃ' এই সূত্র দ্বারা মতুপের ম-স্থানে 'ব,' 'বা ছন্দসি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ইতি মতুপো বত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। আরেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্য-মিতি রেশব্দাদুত্তরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে। মদ তৃপ্তিযোগে। চৌরা-দিকঃ। সধমাদে। সহ মাদয়ন্তীতি সধমাদঃ পচাদ্যচ্‌ সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি। পা০ ৬।৩।৯৬। ইতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তুবিবাজাঃ তু ইতি সৌত্রো ধাতুর্বৃদ্ধ্যর্থঃ। অচ ইরিতি ইঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাদ্‌গুণো ন ভবতি। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ক্ষুমন্তঃ। টুক্ষু শব্দে অস্মাৎ ক্বিপ তুগভাবশ্ছান্দসঃ। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। মদেম। মদী হর্ষে ব্যত্যয়েন শপ্‌। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

ত্রয়োদশ (৩৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋগ্বেদেরই এ ঋকের বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের

এই সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'রে শব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যম্‌' এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা রে শব্দের উত্তর ও মতুপের স্বর উদাত্ত হয়; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'সধমাদে' এই পদটী, 'সহ আনন্দিত হয়' এই অর্থে তৃপ্তিযোগ-বোধক চুরাদিগণীয় মদ ধাতুর উত্তর পচাদি-হেতু অচ্‌ (অন্‌, অ) প্রত্যয়, 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' (পা০ ৬।৩।৯৬) এই সূত্র দ্বারা সহ শব্দের স্থানে সধ-আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে থাথাদি হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত প্রাপ্ত হইলে, 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই বিশেষ নিয়মহেতু উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তুবিবাজাঃ' এই পদটী, বৃদ্ধি-অর্থবোধক 'তু' এই সৌত্র ধাতুর উত্তর 'অচ ইঃ' এই সূত্র দ্বারা ই-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; সংজ্ঞা পূর্ব্বক হওয়ায় গুণ হয় নাই; এবং বহুব্রীহি সমাস হইলে পর পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ক্ষুমন্তঃ' এই পদটী, শব্দার্থ ক্ষু ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ করিয়া নিষ্পন্ন। উক্তপদে ছান্দস প্রয়োগহেতু তুক্‌ হয় নাই; এবং 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্‌' এই সূত্র দ্বারা মতুপের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মদেম' এই পদে হর্ষার্থ মদ ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রমে শপ্‌, অকার-উপদেশ হেতু ল-সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত স্বর প্রাপ্ত হইলে শপের প ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর তৎপরে ধাতুর স্বর উপদিষ্ট হইয়াছে। ১৩।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রয়ি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া-প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রয়ি' শব্দ ধনার্থবাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ'; ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতিযুক্ত' 'শ্রদ্ধাসমন্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে এক সঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্ত' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন! কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু'-ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত) যখন ঐ পদ ব্যুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'ক্ষুমন্তঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্র-বিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'তাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে—ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব—সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির-বিদ্যমান রহুক—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ—ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়ঃলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি ? এখানে তাহাই সূত্রিত হইয়াছে। (১ম—৩০সূ—১৩ঋ)॥

—— ০ ——

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ।
ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঘ। ত্বাঽবান্। ত্মনা। আপ্তঃ। স্তোতৃঽভ্যঃ। ধৃষ্ণো ইতি। ইয়ানঃ।
ঋণোঃ। অক্ষং। ন। চক্র্যোঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব !) 'ত্বাবান্' (তৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ ; 'চক্র্যোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধ্যংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তদ্বৎ, হে দেব ! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অংশিতিশেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্তুমাশয়ে)। মন্ত্রাভ্যন্তরে শ্রুষ্টু উপমা দ্রষ্টব্যা। অক্ষাংশো যথা চালকস্যাভ্যবেনৈব ভূমিং স্পৃশতি, তদ্বৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ॥ (১ম—৩০সূ—১৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র আবর্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব, স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি, আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (১ম—৩০সূ—১৪ঋ)॥

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

হে ধৃষ্ণো ধার্ষ্ট্যযুক্তেন্দ্র ত্বাবান্ ত্বৎসদৃশো দেবতাবিশেষস্তমনাপ্তস্ত্বদনুগ্রহবশাৎ স্বয়মেবাপ্তঃ সন ইয়ানোঽস্মাভির্যাচ্যমানঃ স্তোতৃভ্যঃ স্তোতৄণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং ঘ অবশ্যমা ঋণোঃ। আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। চক্র্যোঃ রথস্য চক্রয়োরক্ষং ন। যথাক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ।

ত্বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানমিতি বতুপ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। আ সর্বনাম্নঃ। পা০ ৬৩৯১। ইতি দকারস্যাত্বং। বতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে। স্মনা। মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ। পা০ ৬৪।১৪১। ইত্যাকারলোপঃ। ধৃষ্ণো। ঞিধৃষা প্রাগলভ্যে। ত্রসিগৃধি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ধৃষ্টতাযুক্ত (ধৃষ্ট) ইন্দ্রদেব। তোমার সদৃশ কোনও দেবতাবিশেষ তোমার অনুগ্রহবশতঃ (এস্থলে) স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হউন। তিনি আমাদের কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্তাবকগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং অবশ্যই তাহাদের অভিলষিত বস্তু আনিয়া প্রক্ষেপ (প্রদান) করুন, সেই প্রক্ষেপ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই;—যেমন (অশ্বগণ) রথচক্রদ্বয়ের অক্ষকে প্রক্ষিপ্ত করে তদ্রূপ।

'ত্বাবান্' এই পদটী, (যুষ্মদ শব্দের উত্তর) বতুপ্ প্রকরণস্থিত 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং' এই সূত্র দ্বারা বতুপ প্রত্যয়, 'প্রত্যয়োত্তর পদয়োশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'যুষ্ম' এই ম পর্যান্ত ভাগের স্থানে ত্ব আদেশ, এবং 'আ সর্বনাম্নঃ' (পা০ ৬।৩।৯১) এই সূত্রানুসারে 'দ্' স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে বতুপের প ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় প্রাতিপদিকের স্বর উপদিষ্ট হইল। 'স্মনা' এই পদে 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ' (পা০ ৬।৪।১৪১) এই সূত্র দ্বারা আকার লোপ হইয়াছে। 'ধৃষ্ণো' এই পদটী, প্রগলভতা-বোধক 'ধৃষ' ধাতুর উত্তর, 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' (পা০ ৩।২।১৪০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা০ ৩।২।১৪০। আমন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। ইয়ানঃ। ঈঙ্ গতৌ। ছন্দসি লিট্। পা০ ৩।২।১০৫। তস্য লিটঃ কানজ্বেতি কানজাদেশঃ। অচি শ্নু ধাত্বিত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৭৭। ইয়ঙাদেশঃ। দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি বচনাদভ্যাসো ন ক্রিয়তে। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ঋণোঃ। ঋণ গতৌ। লঙি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপীতশ্চেতীকারলোপঃ। তনাদিকৃঞ্ভ্য উঃ। পা০ ৩।১।৭৯। সার্ব্বধাতুকগুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডাগমাভাবঃ। বিকরণস্বরেণোদাত্তত্বং। অক্ষং। অক্ষস্যাদেবনস্য। ফি০ ২।১২)। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যোঃ চক্রিয়োঃ। অকারস্যেকারশ্ছন্দসঃ। ১৪॥

* * *

চতুর্দ্দশ (৩৪০) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

জীব নিয়ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কোথায় শান্তি আছে, কিরূপে সে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিয়তই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবন্! এই সংসাররূপ

এই সূত্রানুসারে 'ক্নু' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে আমন্ত্রিতের স্বর অনুদাত্ত ॥ 'ইয়ানঃ' এই পদটী গত্যর্থ ঈঙ্ ধাতুর উত্তর, 'ছন্দসি লিট্' (পা০ ৩।২।১০৫) এই সূত্রানুসারে লিট্ বিভক্তি, 'লিটঃ কানজ্বা' এই সূত্রানুসারে সেই লিটের স্থানে কানচ্ আদেশ, পরে 'অচি শ্নু ধাতু' (পা০ ৬।৪।৭৭) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইয়ঙ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে দ্বিরুক্তি-প্রকরণে 'ছন্দসি বেতি বক্তব্যং' এই বাক্য-হেতু দ্বিত্ব করা হয় নাই। 'চিতঃ' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ঋণোঃ' এই পদটী, গত্যর্থক 'ঋণ' ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রমে তিপের স্থানে লঙ, 'সিপীতশ্চ' এই সূত্র দ্বারা সিপের ইকার লোপ, পরে 'তনাদিকৃঞ্ভ্য উঃ' (পা০ ৩।১।৭৯) এই সূত্রানুসারে উ আগম, এবং সার্ব্বধাতুক গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্ (অ) আগম হইল না। বিকরণ স্বর দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অক্ষং' এই পদে 'অক্ষস্যাদেবনস্য' (ফি০ ২।১২) এই ফিট সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চক্র্যোঃ' চক্রিয়োঃ এই পদে বেদ প্রয়োগ হেতু অ-কার স্থানে ই-কার হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ ক্বচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশ পূর্ব্বে ভূমি-স্পর্শ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয়-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসার চক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত রহিয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত! আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্ম-গতি রোধ করিয়া দেন। আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়-প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (১ম—৩০সূ—৪ঋ)॥ *

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—'যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন্ লিখিয়াছেন,—"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve as the revolution of the wheele of a car turn npon the axle.—*Wilson.* ষ্টিভেন্সন লিখিয়াছেন,—That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—*Stevenson.* রোয়ার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—*Roer* এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাং।

ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। যৎ। দুবঃ। শতক্রতো ইতি শতক্রতো।

আ। কামং। জরিতৄণাং।

ঋণোঃ। অক্ষং। ন। শচীভিঃ ॥ ১৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব!) যৎ' (তৎসামীপ্যলাভরূপং 'দুবঃ' (ধনং) 'জরিতৄণাং' (প্রার্থনাকারিণং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণমানং মাং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বং প্রাপয়, হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিরিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা। (ম—৩০সূ—১৫ঋ।

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (ম—৩০সূ—১৫ঋ।) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো ইন্দ্র যদু বো ধনং কামিতার্থরূপমস্মা স্তোতৃভিরাপ্তব্যমস্তি তং কামং জরিতৃণাং স্তোতৄণামনুগ্রহায় আ ঋণোঃ। আনীয় প্রক্ষিপ স। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শচীভিঃ কর্ম্মভিঃ শকটোচিতব্যাপারবিশেষৈরক্ষং ন। যথাক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ॥ শচীভিঃ। শচীশব্দঃ শার্ঙ্গরবাদিঙীনন্ত আদ্যুদাত্তঃ॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রিংশো বর্গঃ॥

* * *

পঞ্চদশ (৩৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক, পূর্ব্ব ঋকের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসার-চক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব ঋকে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ ঋকে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্ত সাধক তাই জানাইতেছেন,—'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম-তোমাতে সংন্যস্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনা-কারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি মান-যশ প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই—পরম-ধন—তোমার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। স্তুতিকারিগণ যে অভিলষিত ধন কামনা করেন; স্তুতিকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ আপনি সেই (অভীষ্ট) বস্তু আনিয়া প্রক্ষেপ (প্রদান) করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—(অশ্বগণ) যেরূপ শকটোচিত ব্যাপার-বিশেষ দ্বারা চক্রের অক্ষকে প্রক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ। শচীভিঃ" এই পদটি শার্ঙ্গরবাদিহেতু ঙীন্‌প্রত্যয়ান্ত শচী শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। ঐ পদের আদিস্বর উদাত্ত॥ ১৫॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামীপ্যলাভরূপ পরম ধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো—জ্ঞানাধার। আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্য-লাভ পক্ষে আমার সহায় হউন।' (১ম—৩০সূ—১৫ঋ)॥

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভির্ধনানি।
স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ৎস নঃ সনিতা
সনয়ে স নোঽদাৎ॥ ১৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শশ্বৎ। ইন্দ্রঃ। পোপ্রুথৎঽভিঃ। জিগায়। নানদৎঽভি।
শাশ্বসৎঽভিঃ। ধনানি।
সঃ। নঃ। হিরণ্যঽরথং। দংসনাঽবান্। সঃ। নঃ। সনিতা।
সনয়ে। সঃ। নঃ। অদাৎ॥ ১৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ 'ইন্দ্রঃ' (দেবঃ পরমাত্মা) 'শশ্বৎ' (নিত্যং, সর্ব্বদা) 'পোপ্রুথদ্ভিঃ' (অতিশয়েন মোক্ষপ্রদাং শক্তিং প্রাপ্নুবদ্ভিঃ) 'নানদদ্ভিঃ' (ভগবন্তং স্তুবদ্ভিঃ) 'শাশ্বসদ্ভিঃ' (প্রাণসম্প্রসারণং কুর্ব্বদ্ভিঃ কর্ম্মভিঃ, তৎতৎকর্ম্মবিনিয়োগেন ইত্যর্থঃ) 'ধনানি' (জন্মকারণানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনাদীনি-সাধকানামিতি শেষঃ) 'জিগায়' (হৃতবান্); 'দংসনাবান্' (পরমকারুণিকঃ) 'সনিতা' (বাঞ্ছিতফলদাতা) 'সঃ' (গুণৈঃ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা) 'সনয়ে' (আত্মোন্নতি-নিমিত্তং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'হিরণ্যরথং' (চৈতন্যযুক্তং শরীরং) 'অদাৎ' (দত্তবান্)। পরমেশ্বরকৃপয়া বয়ং উৎকর্ষসাধনযোগ্যমিদং চৈতন্যযুক্তং দেহং লব্ধবন্তঃ। কিঞ্চ অনেন দেহেন সাধনাং কুর্ব্বন্নহং কর্ম্মবন্ধনং ছেত্তুং পারয়ামি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদা মোক্ষপ্রদা শক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ভগবানের স্তুতি (আরাধনা) করে এবং প্রাণকে সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হয়,—এতাদৃশ কর্ম্মসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ উক্তপ্রকার কর্ম্মসমূহে প্রবর্ত্তিত করিয়া) যে ভগবান্ পরমাত্মা, পুনর্জ্জন্মের কারণ কামনা প্রভৃতিকে হরণ করেন; পরমদয়ালু ও অভীষ্ট-দাতা সেই ভগবান্, আমাদিগের আত্মোন্নতি-সিদ্ধির জন্য, আমাদিগকে চৈতন্যযুক্ত শরীর দান করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা উৎকর্ষসাধনযোগ্য এই চৈতন্যযুক্ত শরীর লাভ করিয়াছি। এই দেহের দ্বারা সাধনা করিয়া আমরা কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারি।)॥ (১ম—৩০সূ—১৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তুষ্টেনেন্দ্রেণ দত্তং হিরণ্যরথমনয়া প্রতিজগ্রাহ। তথা চ ব্রাহ্মণং। তস্মা ইন্দ্রঃ স্তূয়মানঃ প্রীতো মনসা হিরণ্যরথং দদৌ। তমেতয়র্চ্চা প্রতীয়ায় শশ্বদিন্দ্র ইতীতি॥

ইন্দ্রঃ শশ্বৎ সর্ব্বদা ধনানি বৈরিসম্বন্ধিনি জিগায়। জিতবান্। অশ্বৈরিতি শেষঃ। কীদৃশৈঃ। পোপ্রুথদ্ভিঃ। ঘাসভক্ষণানন্তরভাবিনমোষ্ঠশব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ। নানদদ্ভিঃ। নাদমাস্যগতং হ্রেষা-শব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ। শাশ্বসদ্ভিঃ। পুনঃ পুনর্ভৃশং বা শ্বসদ্ভিঃ। দংসনাবান্ কর্ম্মবান্ সনিতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(স্তবে) সন্তুষ্ট ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণময় রথকে (শুনঃশেপ) এই ঋক্-দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মণভাগে কথিত হইয়াছে; যথা—(তস্মা ইন্দ্রঃ স্তূয়মানঃ ইত্যাদি) স্তূয়মান ইন্দ্রদেব, প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে (শুনঃশেপকে সুবর্ণময় রথ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি (শুনঃশেপ) 'শশ্বদিন্দ্রঃ' ইত্যাদি ঋক্ পাঠ পূর্ব্বক সেই রথ ইচ্ছা (গ্রহণ) করিয়াছিলেন।'

ইন্দ্রদেব, সর্ব্বদা অশ্ব-সমূহদ্বারা শত্রুদিগের ধন-সমুদায় জয় করিয়াছিলেন। অশ্বসমূহ কিরূপ,—'ঘাসভক্ষণান্তে ওষ্ঠশব্দ, মুখগত হ্রেষা-শব্দ এবং পুনঃপুনঃ অতিশয় শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাতা স ইন্দ্রো নোঽস্মাকং সনয়ে সম্ভজনার্থং হিরণ্যরথং সুবর্ণেন নির্ম্মিতং রথমদাৎ। দংস্তবান্। স নঃ স ন ইতি দ্বিরুক্তিরাদরার্থং।

পোপ্রুথদ্ভিঃ। প্রোথৃ পর্য্যাপ্তৌ। অস্মাদ্‌যঙ্‌লুক্যভ্যাসহলাদিশেষৌ। হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বে কৃতে গুণো যঙ্‌লুকোঃ। পা০ ৭।৪।৮২। ইতি গুণঃ। ধাতোরুপধায়া উত্বং ছান্দসং। অস্য যঙ্‌লুগন্তাচ্ছতর্য্যভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। জিগায়। জি জয়ে। লিটো ণলি বৃদ্ধির্দ্বির্বচনেঽচীতি স্থানিবদ্ভাবাজ্জি ইত্যস্য দ্বির্বচনং। সন্লিটোর্জ্জেঃ। পা০ ৭।৩।৫৭। ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য কুত্বং। নানদদ্ভিঃ। ণদ অব্যক্তে শব্দে। পূর্ব্ববদ্‌যঙ্‌লুকি দীর্ঘোঽকিত ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘঃ। পূর্ব্ববদাদ্যুদাত্তত্বং। শাশ্বসদ্ভিঃ। শ্বস প্রাণনে। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ॥ হিরণ্যরথং। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। অদাৎ। গাতিস্থেতি সিচো লুক। দংসনাবান্। দংসশব্দ অপ্নো দংসো বেষ ইতি কর্ম্মনামসু পঠিতঃ। দংস এব দংসনা। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। দস্যতেঽনেনেতি দংসনা॥ ১৬॥

* * *

করিতেছে, এতাদৃশ ?' কর্ম্মযুক্ত ও দাতা সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের সম্ভোগের নিমিত্ত সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ দান করিয়াছেন। আদর প্রকাশার্থে 'সঃ নঃ' 'স নঃ' এইরূপ বারদ্বয় উক্ত হইয়াছে।

"পোপ্রুথদ্ভিঃ" এই পদটীর সাধন-প্রক্রিয়া এইরূপঃ—পর্য্যাপ্তি বোধক 'প্রোথৃ' ধাতুর উত্তর যঙ্‌লুক্, পরে দ্বিত্ব, হল্‌বর্ণের আদিবর্ণস্থিতি এবং "হ্রস্বঃ" এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব করা হইলে 'গুণোযঙ্‌লুকোঃ (পা০ ৭।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর উপধার স্থানে ছান্দস উকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'যঙ্‌লুগন্তাচ্ছতর্য্যভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জিগায়' এই পদটি, জয়ার্থ 'জি' ধাতুর উত্তর লিটের ণল্ (ণপ্—অ) বিভক্তি, পরে বৃদ্ধি, 'দ্বির্বচনেঽচি' এই সূত্রানুসারে স্থানিবত্তা-হেতু জি এই ভাগের দ্বিত্ব, এবং 'সন্লিটোর্জেঃ' (পা০ ৭।৩.৫৭) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের পরভাগের স্থানে কু (কবর্গ জ স্থানে গ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'নানদদ্ভিঃ' এই পদ অব্যক্তশব্দবাচক 'ণদ' ধাতুর উত্তর 'পোপ্রুথদ্ভিঃ' এই স্থলের ন্যায় যঙ্‌লুক্ পরে 'দীর্ঘোঽকিতঃ' এই সূত্র দ্বারা অভ্যাসের (দ্বিরুক্তভাগের) দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ। পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত পদে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শাশ্বসদ্ভিঃ' এই পদটী, প্রাপণার্থ 'শ্বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার সাধন-প্রণালী পূর্ব্বের ('পোপ্রুথদ্ভিঃ' এই পদসাধনের) ন্যায় 'হিরণ্যরথং' এই পদে 'সমাসস্য' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অদাৎ' এই পদে, 'গাতি স্থা' এই সূত্র দ্বারা সিচের লুক্ হইয়াছে। 'দংসনাবান্' এই পদে 'দংস' শব্দ 'অপ্নো দংশো বেষঃ' এইরূপে কর্ম্মের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। দংস অর্থে দংসনা। 'দংস নামক কর্ম্ম ইহার আছে' এইরূপ অর্থে দংসনা শব্দের উত্তর মতুপ্। 'ইহা দ্বারা (পাপ) নাশ হয়'—এই অর্থেও 'দংসনা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ (৩৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব গ্রহণ করিল। ঋকের প্রচলিত অর্থানুসারে. ঋকে ইন্দ্রের অশ্বের বর্ণনা আছে, এবং সেই বর্ণনা-বিশিষ্ট-গুণোপেত অশ্বের অধিকারী ইন্দ্রদেব, মানুষের ভোগের নিমিত্ত সুবর্ণময় রথ বা সুবর্ণপূর্ণ রথ প্রদান করিয়া থাকেন। নানা-বিশেষণ-সম্পন্ন অশ্বের সাহায্যে যুদ্ধজয়, আর জয়লব্ধ ধন, রথ ভরিয়া দান—ইহাই এ ঋকের প্রচলিত অর্থ। *

ঐ যে প্রচলিত অর্থ, উহাতে একটী অশ্বকে টানিয়া আনা হইয়াছে; এবং মন্ত্রস্থিত কয়েকটী বিশেষণ পদ, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সে পদ কয়টী কি, তদ্বিষয় বিচার করিলেই অশ্বের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবে। একটী পদ—'পোপ্রুথদ্ভিঃ।' 'প্রোথ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন; ঐ ধাতুর অর্থ—পর্য্যাপ্তি, সামর্থ্য। কিন্তু তাহা হইতে অশ্বের তৃণচর্ব্বণজনিত শব্দ কি প্রকারে সঙ্গত হইত পারে? আমরা তাই সামর্থ্য ও পর্য্যাপ্ত অর্থ-দ্যোতক প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের পরম-সুখ মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে প্রচুর কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন। ঐ পদ সেই শক্তিলাভের উপযোগী করিবার পক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এ পক্ষে, 'পোপ্রুথদ্ভিঃ' পদে 'মোক্ষপ্রদ কর্ম্মশক্তিবিশিষ্ট' অর্থই সঙ্গত হয়। দ্বিতীয় বিশেষণ—'নানদদ্ভিঃ'। এই পদ হইতে 'হ্রেষাশব্দকারী' অর্থ আনয়ন করা হয়।

---

* ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখুন। তাহাতে অর্থের পার্থক্য সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। অনুবাদ দুইটী; যথা,—(১) "অত্যন্ত (ফুরফুর এইরূপ) শব্দকারী, হ্রেষারবকারী, এবং শ্রান্তিহেতু বারবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, এবম্ভূত অশ্বগণের দ্বারা ইন্দ্রদেব সর্ব্বদাশত্রুদিগের ধন জয় করিয়া থাকেন। পরাক্রমশালী সেই ইন্দ্রদেব, আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত সুবর্ণ-পরিপূরিত রথ প্রদান করিয়াছেন।" (২) "ইন্দ্রের অশ্বগণ আহারের পর পর্য্যাপ্তিসূচক শব্দ করে, হ্রেষারব করে, ও ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করে, সেই অশ্বগণ দ্বারা ইন্দ্র সর্ব্বদাই রণ জয় করিয়াছেন; কর্ম্মবান্ ও দানশীল ইন্দ্র আমাদিগের গ্রহণার্থ হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ণদ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন; তাহার অর্থ—অব্যক্ত শব্দ; কিন্তু 'হ্রেষা'রব কি অব্যক্ত শব্দ? কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—'হ্রেষা' কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা বোধগম্য হয় না; অতএব, উহা 'অব্যক্ত শব্দ' বাচ্য হইতে পারে।' কিন্তু সেই শব্দ যে বোধগম্য হয় না, তাহার কেমন করিয়াই বা বলিতে পারি! অশ্ব, অশ্বের ধ্বনি বুঝিতে পারে; মানুষও তাহার শব্দ শুনিয়া ভাববিশেষ উপলব্ধি করে। সুতরাং, এ পক্ষে 'নানদদ্ভিঃ' শব্দের সমীচীন বাক্য যে 'হ্রেষারবকারী', তাহা প্রতিপন্ন হয় না। আমরা বলি, ঐ শব্দের অর্থ—স্তুতি, ভগবানের আরাধনা। শব্দ, অথচ অব্যক্ত,—মন্ত্রাবৃত্তির ন্যায় আর কি হইতে পারে? দুই প্রকারে এই অর্থের সঙ্গতি হয়। কেবল তোতা-পাখীর ন্যায় ব্যক্তভাবে উচ্চারণ করিলেই কি মন্ত্রোচ্চারণ হইল! কখনই না; অন্তর-প্রদেশের অব্যক্ত ধ্বনিতে মন্ত্র যখন উচ্চারিত হইবে, তখনই মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতা উপলব্ধ হয় না কি? মনের সহিত ডাকিতে হইবে, তাই মন্ত্রকে অব্যক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। অন্য পক্ষে আবার দেখুন, ভগবৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত ধ্বনি—স্তুতিমন্ত্র—স্বতঃই অব্যক্ত। ভগবন্মহিমা কি ভাষায়—ধ্বনিতে—ব্যক্ত করা যায়? তিনি যে অচিন্ত্য অব্যক্ত। তাই তাঁহার স্তুতিমন্ত্রের দ্যোতক 'নানদদ্ভিঃ।' তৃতীয় বিশেষণ 'শাশ্বসদ্ভিঃ'। ঘোটকের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—পুনঃপুনঃ প্রশ্বাসপ্রক্ষেপশীল; অর্থাৎ অশ্ব যেন যুদ্ধক্লান্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ধাত্বর্থানু-সারে—'শ্বস প্রাণনে' এতদর্থে—শ্বাস-ক্রিয়ার ভাব আসে বটে; কিন্তু প্রাণকে সম্প্রসারণ পরিবৃদ্ধি করিবার জন্য যে শ্বাসক্রিয়া (প্রাণায়াম), তাহাই ঐ পদের লক্ষ্য নহে কি? কাহার উদ্দেশে মন্ত্র প্রযুক্ত? তিনি বিশেশ্বর বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, প্রাণ-সম্প্রসারণ একান্তিক আবশ্যক। 'শাশ্বসদ্ভিঃ' পদ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। যে শক্তি-সাহায্যে মোক্ষপথকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তির অনুশীলন—ভগবানের আরাধনা! তদ্দ্বারাই প্রাণকে সম্প্রসারিত করে; আর, তাদৃশ যে কর্ম্ম, তাহাই ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিয়া থাকে। সে কর্ম্মেই পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত কামনা প্রভৃতি বিলুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়; সেই কর্ম্মের সাধনা জন্যই ভগবান্ আমাদিগকে হিরণ্যগর্ভ চৈতন্যযুক্ত দেহ (হিরণ্ময় রথ নহে) প্রদান করিয়াছেন। আমরা মনে করি, এ ভিন্ন অন্য অর্থ সঙ্গতই হইতে পারে না। (১ম—৩০সূ—১৬ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতরনুবাক আশ্বিন ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্যাশ্বিনাবশ্বাবত্যেতি তৃচঃ। অথাশ্বিন ইতি খণ্ডেঽশ্বিনা যজ্বরীরিষ আশ্বিনাবশ্বাবত্যা। আ০ ৪।১৫। ইতি সূত্রিতং।

তৃচে প্রথমাং সূক্তে সপ্তদশীমৃচমাহ॥

* * *

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

আশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া।

গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ॥ ১৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং॥

আ। অশ্বিনৌ। অশ্বঽবত্যা। ইষা। যাতং। শবীরয়া॥

গোঽমৎ। দস্রা। হিরণ্যঽবৎ॥ ১৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (শত্রুনির্মর্দ্দকৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ) 'অশ্বিনৌ' (অন্তর্ব্বহির্দ্বিবিধব্যাধিনাশকৌ, ভগবদংশস্বরূপৌ, হে দেবৌ) যুবাং 'ইষা' (আত্মনঃ ইচ্ছয়া, কৃপয়া ইতি ভাবঃ) 'অশ্বাবত্যা' (ব্যাপ্তিযুক্তয়া) 'শবীরয়া' (সর্ব্বত্রগামিন্যা গত্যা) ময়ি 'আ যাতং' (প্রাপ্নুতং); কিঞ্চ অস্মান্ 'হিরণ্যবৎ' (শক্তিসম্পন্নং চৈতন্যযুক্তং বা) 'গোমৎ' (জ্ঞানালোকবিশিষ্টং) কুরুতং ইতি শেষঃ। হে দেবৌ। কৃপয়া মম দ্বিবিধব্যাধিং শারীরং মানসিকঞ্চ নাশয়তং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরনুবাকে, আশ্বিন নামক যজ্ঞে, গায়ত্রী ছন্দঃ প্রকরণে, 'আশ্বিনাবশ্বাবত্যা' ইত্যাদি তৃচ হইয়া থাকে। কারণ, 'আশ্বলায়নসূত্রে' 'অশ্বিনা যজ্বরীরিষঃ আশ্বিনাবশ্বাবত্যা' (আ০ ৪।১৫) এই খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে। উক্ত তৃচে প্রথমা, সূক্তে সপ্তদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবিমর্দ্দক বহিরন্তরে ব্যাধিনাশক, হে অশ্বিনদ্বয়! আপনাদের কৃপা-পুরঃসর, ব্যাপ্তিযুক্ত ও সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়া, আমাতে আগমন করুন; আপনারা আমাকে শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানালোকবিশিষ্ট করুন। (প্রার্থনার ভাব,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া আমার শারীরিক ও মানসিক দ্বিবিধ ব্যাধি নাশ করুন)॥ (১ম—৩০সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ শুনঃশেপোঽশ্বিনৌ তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং। তমিন্দ্র উবাচাশ্বিনৌ নুস্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যামীতি সোঽশ্বিনৌ তুষ্টাবাত। উত্তরেণ তৃচেনেতি। হে অশ্বিনৌ। অশ্বাবত্যা বহুভিরশ্বৈর্যুক্তয়া শবীরয়া প্রেৰ্য্যমাণযেষান্নেন সহ আয়াতং। অস্মিন্ কর্ম্মণাগচ্ছতং। হে দস্রা! অশ্বিনৌ যুবয়োঃ প্রসাদাদ্গোমদ্বহুভির্গোভির্যুক্তং হিরণ্যবদ্বহুনা হিরণ্যেন যুক্তমস্মদীয়ং গৃহমস্ত্বিতি শেষঃ॥

অশ্বাবত্যা। মন্ত্রে সামাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেবস্য মতৌ। পা০ ৬।৩।১৩। ইতি দীর্ঘত্বং। ইষা সবেকাচ ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং। যাতং। যা প্রাপণে। লোটি তসস্তং। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। শবীরয়া। শু গতৌ। কৃশৄপৄকটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্। উ০ ৪৩০। ইতীরন্প্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১৭॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ ঋষি, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত (উপদিষ্ট) হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভাগে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে; যথা,—ইন্দ্র তাহাকে (শুনঃশেপকে) বলিয়াছিলেন,—'হে শুনঃশেপ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর।' অনন্তর, 'তাহাদের উদ্দেশেই অন্নোৎসর্গ করিব' এই বলিয়া সেই শুনঃশেপ, ইহার ('শশ্বদিন্দ্রঃ' এই ঋকের) পরবর্ত্তী তৃচ দ্বারা অশ্বিনীকুমারের স্তব করিয়াছিলেন—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে বহু অশ্বযুক্ত ও প্রের্য্যমাণ (যাহা প্রেরণ করা হইতেছে, এইরূপ) অন্নের সহিত এই কর্ম্মে উপস্থিত হউন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের গৃহ, গো ও বহু সুবর্ণযুক্ত হউক।" এই ঋকে 'গৃহম্' এই বিশেষ্য-পদ এবং 'অস্তু' এই ক্রিয়া পদ উহ্য আছে॥

'অশ্বাবত্যা' এই পদটিতে 'মন্ত্রে সানাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেবস্য মতৌ' (পা০ ৬।৩।১৩১) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। 'ইষা' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে তৃতীয়ার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যাতং' এই পদটী প্রাপণ র্থ 'যা' ধাতুর উত্তর লোট্ 'তস্' স্থানে 'তং' বিভক্তি, এবং অদাদি-হেতু শপের লুক্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শবীরয়া' এই পদটী গত্যর্থ 'শু' ধাতুর উত্তর 'ঈরন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'কৃশৄপৄকটিশৌটিভ্য ঈরন্' (উ০ ৪।৩০) এই সূত্র বিহিত ঈরন্ প্রত্যয়, 'বহুল' বচন-প্রযুক্ত, এই 'শু' ধাতুর উত্তরও বিহিত হইতেছে। 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ (৬৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

কেহ কহেন,—এ ঋকে ঘোটক দ্বারা বাহিত অন্নের এবং গাভীর ও সুবর্ণের প্রার্থনা আছে। কেহ কহেন,—এ ঋকে ঘোড়া গরু অন্ন বা সুবর্ণের প্রার্থনা আছে। ভাষ্যাভাসেও সে ভাব কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিন্তু অশ্বিনদ্বয়ের স্বরূপ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে, ঐরূপ অর্থ কখনই মনে আসিবে না। অশ্বিদ্বয় কে তাঁহারা? দেববৈদ্য ও যমজ সন্তান বলিয়াই বা তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হইল কেন? পূর্ব্বেই এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে। * দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুইরূপ ব্যাধি দুই দিক হইতে মানুষকে আক্রমণ করিয়া আছে। দুই দিক হইতে দুই ভাবে ভগবানের যে বিভূতি প্রকাশ পাইয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত করা যায়। তাঁহারা স্বইচ্ছায় (ইষা) অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাতে মিলিত হউন, আর তাহার ফলে আমার দৈহিক শক্তি ও মানসিক জ্ঞান সঞ্চিত হউক। ইহাই ঋকের স্থূল মর্ম্ম। তবে ঋকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার পদ—'অশ্বাবত্যা', 'শবীরয়া' ও 'ইষা'।

'কৃপা করিয়া ব্যাপ্তিযুক্ত ও সর্ব্বত্রগমনশীল হউন'—এবম্বিধ বাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। ভাব এই যে,—'আপনারা যদি সর্ব্বব্যাপী না হন, আপনারা যদি সর্ব্বত্র গমনশীল না হন, তাহা হইলে আমার ন্যায় পাপীর আর উদ্ধারের উপায় নাই। আমি যে শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানালোক-বিশিষ্ট হইব, আপনার কৃপা ভিন্ন তাহার কোনই ভরসা দেখি না। আমি অকৃতী, কর্ম্মসামর্থ্যহীন, আপনার অনুগ্রহই আমার একমাত্র ভরসা। আপনারা সর্ব্বত্রব্যাপী না হইলে, এ পাপীর উদ্ধারের আর ভরসা কি?' ঐ তিন শব্দে এইরূপ আকাঙ্ক্ষার ভাবই প্রকাশ পায়। (১ম—৩০শূ—১৭ঋ)।

* তৃতীয় সূক্ত (আশ্বিন সূক্ত) বিশেষতঃ ১৪১ পৃষ্ঠা, ১৪৯ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দেখুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

সমানযোজনো হি বাঁ রথো দস্রাবমর্ত্ত্যঃ।

সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥ ১৮ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

সমানঽযোজনঃ। হি। বাং। রথঃ। দস্রৌ। অমর্ত্ত্যঃ।

সমুদ্রে। অশ্বিনা। ঈয়তে ॥ ১৮ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রৌ' (হে আধিব্যাধিনাশকৌ) 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, ভগবদংশৌ) 'হি' (যদি) 'রথঃ' (দেহঃ) 'বাং' (যুবামুদ্দিশ্য) 'সমানযোজনঃ' (অভেদমত্যা উপাসনানিষ্ঠঃ ভবেৎ), তদা 'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণহেতু-রোগাদিশূন্যো ভবতি) ততশ্চ দেহঃ 'সমুদ্রে' (সর্ব্বানন্দময়ে পরমাত্ম-বিষয়ে) 'ঈয়তে' (জ্ঞানবান্ ভবতি)। ভবতোরনুগ্রহেণ মমায়ং দেহঃ আধিব্যাধিশূন্যো ভূত্বা পরমাত্মতত্ত্বমনুসন্ধাতুং সমর্থো ভবতু ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৮ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে অশ্বিদ্বয়! যদি দেহ, আপনাদের উদ্দেশে অভেদমতিতে আরাধনাতৎপর হয়, (তাহা হইলে সেই দেহ) মরণজনক-রোগাদি রহিত হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে—হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অনুগ্রহে আমার এই দেহ, আধিব্যাধিশূন্য হইয়া, পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমর্থ হউক, ইহাই প্রার্থনা)। (১ম—৩০সূ—১৮ঋ)।

* . *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্রাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধী রথঃ সমানযোজনস্তুল্যযোজনঃ। যুবয়োর্দ্বয়োরেক-রথারূঢ়ত্বাদুভয়ার্থং সকৃদেব যুজ্যতে। যুক্তঃ স রথোঽমর্ত্ত্যো বিনাশরহিতঃ। অপ্রতিহত-গতিরিত্যর্থঃ। অত এবাশ্বিনৌ হি যস্মাৎ সমুদ্রেঽন্তরিক্ষ ঈয়তে। গচ্ছতি। সমুদ্র ইত্যন্ত-রিক্ষনামসু পঠিতং। সমুদ্রশব্দং যাস্ক এবং ব্যাচখ্যৌ। সমুদ্রঃ কস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ সংমোদন্তেঽস্মিন্ ভূতানি সমুদকো ভবতি সমুনত্তীতি বা। নিঃ ২।১০। সমানযোজনঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অমর্ত্ত্যঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঈয়তে। ঈঙ্ গতৌ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ১৮॥

অষ্টাদশ (৩৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঋক্ এবং ইহার ভাষ্য লক্ষ্য করিলে, মনে হয়,—এ ঋকে যে অশ্বিদ্বয়ের রথারোহণে আকাশমার্গে গমন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই এক রথে আরোহণ করেন বলিয়া রথটীর

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমাদের উভয়েরই রথ সমানভাবে যোজিত। তোমরা দুইজনেই এক রথে আরূঢ় হও, সুতরাং উভয়ের জন্য একেবারেই রথ যোজনা হইয়া থাকে। সেই সজ্জিত রথ অবিনাশী অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি। যেহেতু (ঐ রথ) অন্তরিক্ষে (শূন্যপথে) গমন করে। অতএব হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমাদের রথের গতি অপ্রতিহত। 'সমুদ্র' শব্দ অন্তরিক্ষ-নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। যাস্ক ঋষি 'সমুদ্র' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—কি হেতু সমুদ্র (হয়)? জলসমূহ ইহা হইতে সম্যক্ উৎপন্ন হইয়া (চারিদিকে) ধাবিত হয়, এবং ঐ জলসমূহ ইহার অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রাণিগণ অতি আনন্দ লাভ করে। ইহা উৎকৃষ্ট উদক (জল) যুক্ত, অথবা ইহা (পৃথিবীকে) অতিশয় ক্লিন্ন (আর্দ্র) করে। (এই সকল অর্থে 'সমুদ্র'শব্দ নিষ্পন্ন হয়)।

'সমানযোজনঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অমর্ত্ত্যঃ' এই পদটীতে অব্যয় (নঞ) পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ঈয়তে' এই পদ, গত্যর্থক ঈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে অকার উপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকস্বর অনুদাত্ত হইতে পারিত ; কিন্তু, 'শ্যন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত; এবং 'হি চ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সমানযোজনঃ' বিশেষণ আছে। 'অমর্ত্ত্যঃ' বিশেষণের 'বিনাশরহিত' অর্থ হইতে 'অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট' ভাব আমনন করা হইয়াছে। 'সমুদ্রে' পদে 'অন্তরিক্ষ' অর্থ পরিকল্পিত।

আমরা কিন্তু এ ঋক্‌টীতে অভিনব ভাব দেখিতে পাই। আমাদের মতে, ঋক্‌টী প্রার্থনা মূলক। এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'যেন আধিব্যাধি-শূন্য হইয়া আমরা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হই।' শরীর ব্যাধির আলয়স্বরূপ। শরীর রোগমুক্ত সুস্থ না থাকিলে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হওয়া যায় না, এবং চিত্তের ব্যাধি—কামক্রোধাদির উত্তেজনারূপ প্রবল রোগ—উপশমিত না হইলে, চিত্ত পরমেশ্বরে ন্যস্ত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তাই এখানকার প্রার্থনা,—'হে আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়। আমাদিগের অন্তর-বাহিরের রোগসমূহ নাশ করুন, আমাদিগকে পরম পথে পরিচালিত করিয়া দেন।'

আমরা যে শব্দের যে অর্থে উক্ত ভাব গ্রহণ করিলাম, তত্তৎ শব্দের বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমরা 'রথঃ' পদে 'দেহঃ' নির্দ্দেশ করি। অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য। তাঁহাদের নিকট চিকিৎসার প্রার্থনা করাই সঙ্গত। তাঁহারা রথারোহণে ভ্রমণশীল হউন বা না হউন, তাহাতে প্রার্থীর কোনই ইষ্ট নাই। সুতরাং বৈদ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে 'দেহরথ' বলিয়াই মনে করা যায়। 'সমানযোজনঃ' পদে 'অভেদ-মতিতে উপাসনারত' হওয়ার ভাবই অধিকতর সঙ্গত—বলিতে পারি। দুই দেবতা একত্রে রথে আরোহণে, প্রার্থীর সম্বন্ধে কোনও ভাবই আসে না। মনে প্রাণে এক না হইলে, অভিন্নভাবে দেবতায় ন্যস্তচিত্ত না হইলে, ভগবানের কৃপা কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? এখানে 'সমানযোজনঃ' পদে ভগবানের প্রতি মনঃপ্রাণ ন্যস্ত করার ভাবই আসে। এ দিকে, দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি যুগপৎ বিনষ্ট হইলে, একাগ্রচিত্তে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হওয়া যায়। 'অমর্ত্ত্যঃ'—মরণ রহিত—অবস্থা—তাহার ফল নহে কি? তাহাতেই 'সমুদ্রে' (পরমাত্মায়) সম্বন্ধবিশিষ্ট লীন হওয়া যায়। 'সমুদ্র' শব্দে 'অন্তরিক্ষ' অপেক্ষা এখানে সর্ব্বানন্দময় পরমেশ্বরকেই দ্যোতনা করে। (১ম—৩০সূ—১৮ঋ)।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্)।

ন্যঘ্ন্যস্য মূর্দ্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ।

পরি দ্যামন্যদীয়তে॥ ১৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। অঘ্ন্যস্য। মূর্দ্ধনি। চক্রং। রথস্য। যেমথুঃ।

পরি। দ্যাং। অন্যৎ। ঈয়তে॥ ১৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে অশ্বিনৌ। যুবয়োরনুগ্রহেণ 'অঘ্ন্যস্য' (বধিতুমযোগ্যস্য, রক্ষণীয়স্য) 'রথস্য' (দেহস্য) 'চক্রং' (একং গমনোপায়ং, নিষ্কামং কর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'মূর্দ্ধনি' (শিরঃস্থিতপরব্রহ্মবিষয়ে) 'নিযেমথুঃ' (নিয়মিতবন্তৌ) 'অন্যৎ' (অপরং চক্রং বাসনারূপং) 'দ্যাং' (স্বর্গং) 'পরি ঈয়তে' (সর্ব্বতঃ ভ্রমতি)। হে অশ্বিদ্বয়। যুবয়োঃ প্রসাদনিয়মেন রক্ষণীয়ং ইদং শরীরং নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা পরব্রহ্মণি লীনং ভবতি; তথা বাসনাদ্বারা স্বর্গং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৯ঋ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! (আপনাদের অনুগ্রহে) বধের অযোগ্য (রক্ষণীয়) এই যে দেহ, উহার একটী চক্রকে (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মকে) শিরঃস্থিত পরব্রহ্মবিষয়ে নিয়মিত করিয়াছেন; এবং উহার অপর একটী (বাসনারূপ) চক্র স্বর্গের দিকে ভ্রমিত হইতেছে। (হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের প্রসাদে এই শরীর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরব্রহ্মে লীন হয়; এবং বাসনা দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৩০সূ—১৯ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবামঘ্ন্যস্য হন্তুং বিনাশয়িতুমশক্যস্য দৃঢ়স্য পর্ব্বতস্য মূর্দ্ধন্যুপরি চক্রং ভবদীয়-রথসম্বন্ধ্যেকং নিয়েমথুঃ। নিয়মিতবন্তৌ। অন্যচ্চক্রং পরি দ্যাং দ্যুলোকস্য পরিত ঈয়তে। গচ্ছতি॥

অঘ্ন্যস্য। অহননমঘ্নঃ। ঘঞর্থে কবিধানং স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থং। পা০ ৩৩৫৮৪। ইতি হন্তেঃ কপ্রত্যয়ঃ। অঘ্নমর্হতীত্যঘ্ন্যঃ। ছন্দসি চ। পা০ ৫।১।৬৭। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। যেমথুঃ। যম উপরমে। কিতি লিট্যত একহল্মধ্যঃ ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ॥ ১৯॥

ঊনবিংশ (৩৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ নিষ্কাষণ-পক্ষে বড়ই উদ্বেগ পাইতে হয়। প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যা দেখিয়াই ভাব উপলব্ধ হয় না। রথের একখানা চক্র পর্ব্বতোপরি রক্ষা করুন, আর একখানা চক্র স্বর্গের দিকে পরিচালিত হউক! ইহাতে যে কি কথা বলা হইল, কি ভাব প্রকাশ পাইল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রায় সকল ব্যাখ্যাই এইরূপ প্রহেলিকাপূর্ণ। সেই প্রহেলিকা আবার অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে—'অঘ্ন্যস্য' পদ। সায়ণ অনেক টানিয়া, প্রথমে মরণরহিত হইতে দৃঢ়, পরে দৃঢ় হইতে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমরা উভয়ে, যাহা বিনাশ করিতে পারা যায় না,—এইরূপ কঠিন পর্ব্বতের মস্তকে (শৃঙ্গের উর্দ্ধভাগে) ভবদীয় রথ সম্বন্ধী একখানি চক্রকে নিয়মিত করিয়াছ; অর্থাৎ, তোমাদের রথের একখানি চক্র পর্ব্বতচূড়ায় পরিচালিত হয়। অপর আর একখানি চক্র স্বর্গ-লোকের সর্ব্বস্থানে গমন করে।

'অঘ্ন্যস্য' পদের অন্তর্গত অঘ্ন শব্দ হননাভাব এই অর্থে নঞ্ পূর্ব্বক হন ধাতুর উত্তর 'স্থা স্না পা ব্যধি হনি যুধ্যর্থং' (পা০৩৩৫৮।৪) এই সূত্রানুসারে ঘঞর্থে ক প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন অনন্তর, 'অঘ্ন অর্থাৎ হননাভাবের যোগ্য (অবিনাশ্য), এই অর্থে ছন্দসি চ' (পা০ ৫।১। ৬৭) এই সূত্র দ্বারা য প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন অঘ্ন্য শব্দ হইতে 'অঘ্ন্যস্য' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে, প্রত্যয়স্বর দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যেমথুঃ' এই পদটী, উপরমার্থ (নিবৃত্ত্যর্থ) 'যম' ধাতুর লিট্—'কিতি লিট্যত একহল্মধ্যঃ' এই সূত্রানুসারে এ-কার ও দ্বিরুক্ত-ভাগের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্ব্বত অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দুই একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দের 'মেঘ' অর্থ আমনন করিয়া লইয়াছেন। শেষোক্ত মতে, রথের এক চক্র মেঘে ও এক চক্র স্বর্গে স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, মন্ত্রার্থ যে বিষম সমস্যাপূর্ণ তাহাতে সংশয় নাই।

আমাদের মনে মন্ত্রার্থ-সম্বন্ধে যে ভাব উদ্ভাসিত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। সে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে, অনেক কথা আলোচনার আবশ্যক হয়। আমরা সঙ্ক্ষেপেই তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'অঘ্ন্যস্য' পদের অর্থ, ধাত্বর্থ অনুসরণেই আমরা গ্রহণ করিলাম। তবে আমরা অর্থটা একটু ঘুরাইয়া লইলাম। ভাব অবশ্য ঠিকই রহিল। দেহ-রূপ রথ-পক্ষে ঐ শব্দের প্রয়োগ, ভাবে 'রক্ষণীয়' অর্থ আনয়ন করে। যে দেহ বধের অযোগ্য, যে দেহ অরক্ষণীয়, আপনার অনুগ্রহে যে দেহ মরণরহিত হয়, সেই দেহরূপ রথের কার্য্য (চক্রপরিচালন-ব্যাপার) কিরূপে সাধিত হইতে পারে ? এখানে তাহারই উল্লেখ দেখি। ভগবৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত কর্ম্ম— সাধারণতঃ দুই প্রকার ; সকাম-কর্ম্ম ও নিষ্কাম-কর্ম্ম। ভগবৎ-লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ দুই কর্ম্মেই শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত আছে। ভাবে বেশ বুঝা যায়,—এখানে এক চক্রে নিষ্কাম কর্ম্ম বিষয়ে এবং অন্য চক্রে সকাম-কর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ আছে। সকাম-কর্ম্মে স্বর্গলাভ ; আর নিষ্কাম-কর্ম্মে পরব্রহ্মে লীন হওয়া-রূপ মোক্ষ,—এ তত্ত্ব সকল শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুল্য উপদেশ তো ঐ তত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া! এক 'মূর্দ্ধনি' আর এক 'দ্যাং'—এই দুই পদ, সেই দুই স্থানের পরিচয় ব্যক্ত করিতেছে। এক চক্র (নিষ্কামকর্ম্ম) 'মূর্দ্ধনি' (পরমাত্মনি—পরমাত্মাতে) লইয়া যায় ; অন্য চক্র 'দ্যাং' (স্বর্গে) লইয়া যায়। দুই দেবতায়—যুগ্মভাবে— অশ্বিদ্বয়ে, দুই চক্রে—দুই পথে,—স্বর্গে ও পরব্রহ্মে, ভগবৎ-সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম ও সকাম দুই কর্ম্মের ভাবই আনয়ন করে। ভগবানে সম্বন্ধযুক্ত হইলে সকাম নিষ্কাম দুই কর্ম্মই যুগ্মভাবে অবস্থিত থাকে। তাই উপাস্য দেবতা—যুগ্মরূপে প্রকটিত ; তাই দুই রথচক্র—দুই দিকে গতিশীল। ঋক্ এই গভীর ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যেন বলিতেছে,—'মানুষ! তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিমুক্তির দুইটী পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। যে পথ হউক, তুমি এক পথ অবলম্বন কর। তদ্দারাই তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে। কাম্য কর্ম্মই হউক, আর নিষ্কাম-কর্ম্মই হউক, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া যাও। অভীষ্টলাভ আবশ্যই হইবে।' (১ম—৩০সূ—১৯ঋ)।

—-•—-

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতরনুবাক আশ্বিনশস্ত্র উষস্যে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দসি কস্ত উষ ইতি তৃচঃ। অথোষস্য ইতি খণ্ডে কস্ত উষ ইতি তিস্রঃ। আ০ ৪।১৪। ইতি সূত্রিতং।

অস্মিংস্তৃচে প্রথমং সূক্তে বিংশীমৃচমাহ॥

* * *

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। বিংশী ঋক্।)

কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্ত্তো অমর্ত্ত্যে।

কং নক্ষসে বিভাবরি ॥ ২০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। তে। উষঃ। কধপ্রিয়ে। ভুজে। মর্ত্তঃ। অমর্ত্ত্য॥

কং। নক্ষসে। বিভাবরি ॥ ২০ ॥

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতঃনুবাকে আশ্বিন-নামক শস্ত্রে উষস-দেব সম্বন্ধীয় যাগে গায়ত্রী-ছন্দে 'কস্তউষঃ' এই তৃচ কথিত হইয়াছে কারণ, 'অথোষস্য' এই খণ্ডে 'কস্তউষঃ ইতি তিস্রঃ' (আ০ ৪।১৪) এইরূপ সূত্র আছে। এই তৃচে প্রথমা, সূক্তে বিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কধপ্রিয়ে' (স্তুতিসন্তুষ্টে) 'অমর্ত্ত্যে' (অবিনাশিনি) 'বিভাবরি।' (অতিপ্রকাশযুক্তে, তেজস্বিনি) 'উষঃ' (হে উষোদেবতে) 'কঃ মর্ত্ত্যঃ' (কো মনুষ্যঃ, মরণধর্ম্মী) 'তে' (তব) 'ভুজে' (সংভজনায়, আরাধনাসমর্থো ভবতীতি শেষঃ), তথা 'কং' (মনুষ্যং) 'নক্ষসে' (প্রাপ্নোষি)। তবানুগ্রহং বিনা কোঽপি ত্বাং প্রাপ্তুং ন শক্নুয়াৎ ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতি সন্তুষ্টে, অবিনাশিনি, অতিতেজস্বিনি হে উষো দেবতে! (আপনার অনুগ্রহ বিনা) কোন্ মনুষ্য আপনাকে ভজনা করিতে সমর্থ হয়? এবং আপনিই বা কোন্ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হন? অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পা ভিন্ন কেহই আপনাকে প্রাপ্ত হয় না। (১ম—৩০সূ—২০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিভ্যাং প্রেরিতঃ শুনঃশেপ উষসং তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং। অমশ্বিনা উচতুরুষসং স্তু স্তুহ্থ ত্বোৎস্রক্ষ্যাব ইতি স উষসং তুষ্টাবাত উত্তরেণ তৃচেন তস্য ঋগ্যৃচ্যুক্তায়াং বি পাশো মুমুচে কনীয় ঐক্ষ্বাকস্যোদরং ভবত্যুত্তমস্যামেবর্চ্যুক্তায়াং বি পাশো মুমুচেঽগদ ঐক্ষ্বাক আসেতি॥

হে কধপ্রিয়ে স্তুতিপ্রিয়ে। অমর্ত্ত্যে মরণরহিত উষ এতচ্ছব্দাভিধেয় উষঃকালাভিমানিনি দেবতে। ভুজে তব ভোগায় মর্ত্তো মনুষ্যঃ কো বিদ্যতে। হে বিভাবরি। বিশেষ প্রভাবযুক্ত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ, অশ্বিদ্বয় কর্তৃক প্রেরিত (উপদিষ্ট) হইয়া উষস্-দেবকে স্তব করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারই ব্রাহ্মণে আছে; যথা,—অশ্বিদ্বয়, তাহাকে (শুনঃশেপকে) বলিলেন,—'হে শুনঃশেপ! (তুমি) উষোদেবকে স্তব কর; অতঃপর আমরা, তোমাকে উৎসর্গ (তোমার-সহায়তা) করিব।' অনন্তর তিনি (শুনঃশেপ) উত্তর-তৃচের দ্বারা উষস্দেবকে স্তব করিয়াছিলেন। ঋক্ (মন্ত্র) উক্ত হইলে পর, সেই ঐক্ষ্বাকের পাশ বিমুক্ত হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার উদর অতি অল্প (কৃশ)। উত্তম ঋক্ (মন্ত্রটী) উচ্চারিত হইলে পর, ঐক্ষ্বাকের পাশ মোচন হইয়াছিল (এবং) ঐক্ষ্বাক নীরোগ হইয়াছিলেন।"

স্তুতিপ্রিয়ে ও মরণরহিতে হে উষঃকালাভিমানিনি দেবি! তোমার ভোগ নিমিত্ত মনুষ্য কে আছে? আর, হে বিশেষপ্রভাবশালিনি উষঃ দেবি! তুমি কোন্ পুরুষকে প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উষো দেবি। কং পুরুষং নক্ষসে। প্রাপ্নোষি। তবোচিতং ভোগং দাতুং ন কোঽপি মনুষ্যঃ সমর্থঃ। অত এব ত্বং কমপি পুরুষং ভোগাপেক্ষয়া ন প্রাপ্নোষি। ঈদৃশস্তব মহিমেত্যর্থঃ ॥

তে। তেময়াবেকবচনস্য। পা০ ৮।১।২২। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্য তে আদেশঃ সর্ব্বানুদাত্তঃ। কধপ্রিয়ে। কথ বাক্যপ্রবন্ধে। চুরাদিরদন্তঃ। ণাবতো লোপস্য স্থানিবত্তাবাদুপধাবৃদ্ধ্যভাবঃ। চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা০ ৩।৩।১০৫। ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। ণেরনিটীতে ণিলোপঃ। ততষ্টাপ্। ষষ্ঠীসমাসে ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্ব্বহুলং। পা০ ৬।৩।৬৩। ইতি হ্রস্বত্বং। থকারস্য ধকারশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। ভুজে। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মর্ত্তঃ। অসিহসীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ।

নক্ষসে। তৃক্ষ ষ্টুক্ষ ণক্ষ গতৌ। বিভাবরি। ভা দীপ্তৌ। বিপূর্ব্বাদ্‌ম্যাদাতো মনিনক্‌-নিববনিপশ্চেতি বনিপ্। বনো র চ। পা০ ৪।১।৭। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারস্য রেফাদেশঃ। অম্বার্থনদ্যোর্হ্রস্বঃ। পা০ ৭।৩।১০৭। ইতি হ্রস্বত্বং ॥ ২০ ॥

* * *

হইয়া থাক? অর্থাৎ, কোনও মনুষ্য তোমার উপযুক্ত ভোগ দান করিতে সমর্থ নহে। অতএব, তুমি, ভোগপ্রত্যাশায় কোনও পুরুষকে প্রাপ্ত হও না। এইরূপই তোমার মহিমা।

'তে', 'তেময়াবেকবচনস্য' (পা০ ৮।১।২২) এই সূত্র দ্বারা যুষ্মদ্‌-শব্দের স্থানে তে আদেশ হইয়াছে। উহার সমস্ত স্বর উদাত্ত। 'কধপ্রিয়ে' এই পদটী, বাক্যরচনার্থ অদন্ত-চুরাদিগণীয় 'কথ' ধাতুর উত্তর ণি (ণিচ্) অকার-লোপ, তাহার স্থানিবত্তা-হেতু উপধার বৃদ্ধির-অভাব, 'চিন্তি পূজি কথি কুম্বিচর্চ্চশ্চ' (পা০ ৩।৩।১০৫) এই সূত্র দ্বারা অঙ প্রত্যয়, 'ণের ণিটি' এই সূত্রানুসারে 'ণি'র লোপ; অনন্তর, টাপ্ ষষ্ঠী সমাসে ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দ-সোর্ব্বহুলং' (পা০ ৬।৩।৬১) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্ব এবং ছান্দস প্রযুক্ত থ-কারের স্থানে ধ-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে আমন্ত্রিত স্বর অনুদাত্ত। 'ভুজে' এই পদটী, পালন ও অভ্যবহার (ভোজন) বোধক ভুজ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিগণীয় ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত-পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মর্ত্তাঃ' এই পদ, 'অসি হসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে তন্ প্রত্যয়ান্ত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদের আদি-স্বর উদাত্ত।

'নক্ষসে' পদ, গত্যর্থক ণক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিভাবরি' এই পদটী, বি-পূর্ব্বক 'দীপ্তিবোধক 'ভা' ধাতুর উত্তর, 'আতোমনিন্‌ক্বনিববনিপশ্চ' এই সূত্র দ্বারা বনিপ্ প্রত্যয়, 'বনোরচ' (পা০ ৪।১।৭) এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ এবং ঐ সূত্রের নিয়োগ-হেতু ন-কার স্থানে রেফ (র) আদেশ, ও 'অম্বার্থ নদ্যোর্হ্রস্বঃ' (পা০ ৭।৩।১০৭) এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব-করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২০ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ (৩৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ উষোদেবতার (উষাদেবীর) উপাসনামূলক। ভাষ্যাভাষে প্রকাশ এই যে,—সকল দেবতার উপাসনার পর শুনঃশেপ উষোদেবতার উপাসনায় উপদিষ্ট হন। এই ঋক্‌টিতে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী ঋকে সেই উষোদেবতার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া, তাঁহার নিকট মুক্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

এই ঋক্‌টি প্রশ্নচ্ছলে বড় এক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। মানুষ কোনও দেবতার পূজা করিয়াই অহঙ্কারে আত্মহারা হয়; মনে করে— 'আমি দেবতার পূজা করিয়াছি; দেবতাকে আমি অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।' কিন্তু সে তাহাদের বিষম বিভ্রম! দেবতাকে ভজনা করিতে সহসা কে সমর্থ হয়? দেবতাই বা সহসা কাহাকে প্রাপ্ত হন? মানুষের কি সাধ্য— মানুষ তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে! মানুষের কি কর্ম্মমহিমা— মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে? সকলই তাঁহার করুণা। তাঁহার করুণা ভিন্ন মানুষ তাঁহাকে পূজা করিতেই কি অধিকারী হয়? কখনই না। সে পূজা—পূজা নামেরই বাচ্য হয় না—যদি তিনি অনুকম্পা-প্রদর্শন না করেন! তার পর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া—সে তো দূরের কথা! দেবতার কৃপা না হইলে, কে দেবতাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়? মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবতা! আমার পূজা বৃথা, আমার উপাসনা বৃথা, আমার কর্ম্ম নিষ্ফল,—আপনি যদি দয়া না করেন! আপনি সদয় হউন, আমাকে পূজার উপযুক্ত করুন, আপনাকে প্রাপ্ত হইবার শক্তি-সামর্থ্য আমাতে সঞ্চিত হউক।'

সূক্তের শেষে উপাস্য দেবতাকে উষোদেবতা বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। সূক্ত কয়েকটীর এবং ঋক্-কয়েকটীর সমাবেশ এ পক্ষে যথাপর্য্যায় হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অজ্ঞান-আঁধারে অনেক ঘোরা-ফেরার পর, আকুলি-ব্যাকুলি-ঐকান্তিকতার একশেষ হইলে পর, যেন দেবতার কৃপাকটাক্ষপাত হইল;—তিনি যেন নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দিলেন। উষোদেবতা—কে তিনি? প্রগাঢ় নৈশ অন্ধকারের পর দিব্যমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন—কে তিনি? জ্ঞানরূপা তিনিই উদ্ধার-কারিণী নহেন কি? এ দেবতার সাক্ষাৎ না পাইলে, অজ্ঞানতার পর জ্ঞানোদয় না হইলে, মুক্তির সম্ভাবনা ছিল কি?

শুনঃশেপ—কুক্কুর-লাঙ্গুলবৎ হেয় জীব—পাপী মনুষ্য মাত্রকেই বুঝাইতেছে। জ্ঞান-দেবতার সাক্ষাৎ না পাইলে, তাহার উদ্ধারের কোনই আশা ছিল না। এখানে পাপী মাত্রকেই যে শুনঃশেপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার একটু নিগূঢ় কারণ আছে। আমরা মনে করি, উপমান উপমেয় ভাবে শুনঃশেপ পদ পাপাত্মা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। উষো দেবতার প্রকাশেই—জ্ঞানোন্মেষেই—সে সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। কুক্কুরের লাঙ্গুল স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; আকর্ষণ না করিলে, কদাচ তাহা সম্প্রসারিত হয় না। পাপাত্মা মানুষমাত্রকে শুনঃশেপ অভিধায়ে অভিহিত করার তাহাই তাৎপর্য্য। শুনঃশেপ স্বতঃ-আকুঞ্চিত, কিন্তু আকর্ষণে সম্প্রসারিত হয়। মানুষ! তুমিও কি তদ্রূপ আকুঞ্চন-সম্প্রসারণ-শীল নহ? ভাবিয়া দেখ দেখি—ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে তোমায় কত টানাটানি করিতে হয়! নচেৎ, তুমি তো গুটাইয়াই আছ! অনেক টানাটানির পর এইবার উষোদেবতার নিকট পৌঁছিয়াছ। জ্ঞানোন্মেষে দেবতত্ত্ব তোমার অধিগত হউক,—ইহাই পরবর্ত্তী ঋক্ কয়েকটির অভিপ্রায়। (১ম—৩০সূ—২০ঋ)॥

—:০:—

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদা পরাকাৎ।

অশ্বে ন চিত্রে অরুষি॥ ২১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ং। হি। তে। অমন্মহি। আ। অন্তাৎ। পরাকাৎ।

অশ্বে। ন। চিত্রে। অরুষি ॥ ২১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বে' (ব্যাপনশীলে) 'চিত্রে' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টে) 'অরুষি' (জ্ঞানস্বরূপে, হে উষো দেবতে) তবানুগ্রহং বিনা 'আ অন্তাৎ' (সমীপপর্য্যন্তং, নিকটস্থিতং। 'আ পরাকাৎ' (দূরপর্য্যন্তং, দূরস্থিতং। 'তে' (তব স্বরূপং) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'ন অমন্মহি' (বোদ্ধুং ন সমর্থাঃ)। হে দেবি। ত্বং হি সমীপস্থিতা অতিদূরস্থিতা চ; এতৎস্বরূপং তবানুগ্রহেণ বিনা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈচিত্র্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে উষো দেবি! (আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত) নিকটস্থিত ও দূরস্থিত আপনার স্বরূপ আমরা অবগত হইতে সমর্থ হই না। (আপনি অন্তরে বাহিরে—দূরে ও নিকটে—সর্ব্বত্র বিদ্যমান্; আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আপনার এই স্বরূপ সকলেরই দুর্ব্বিজ্ঞেয়)। (১ম—৩০সূ—২১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বে ব্যাপনশীলে। চিত্রে চায়নীয়ে। অরুষি আরোচমান উষঃকালাভিমানিনি দেবতে তব স্বরূপমান্তাৎ সমীপপর্য্যন্তমাপরাকাদ্দূরপর্য্যন্তং বয়ং মনুষ্যা নামন্মহি। ন বোদ্ধুং সমর্থাঃ। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। দেবতামহিম্নঃ। পারাবারয়োরবিজ্ঞানমস্মাসু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপনশীলা, অর্চ্চনীয়া ও দীপ্যমানা হে উষঃকালাভিমানিনি দেবি! মনুষ্য আমরা, সমীপ পর্য্যন্ত ও দূর পর্য্যন্ত তোমার স্বরূপকে মনে করিতে (বুঝিতে) সমর্থ নহি। হি-শব্দ প্রসিদ্ধি-বাচক। অর্থাৎ, দেবতা-মহিমার পারাবার-বিষয়ে অজ্ঞানতাই আমাদের স্বভাব প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমন্মহি। মন জ্ঞানে। বহুলং ছন্দসীতি বহুলবচনাৎ শ্নো লুক্। লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বুদাত্তঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অশ্বে। অশূ ব্যাপ্তৌ। অশিপ্রুষীত্যাদিনা কন্‌প্রত্যয়ঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ২১ ॥

* * *

একবিংশ (৩৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের দ্বিবিধ অর্থ প্রচলিত আছে। এক অর্থে, 'অশ্বে ন চিত্রে' বাক্যে 'অশ্বের ন্যায় সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট' ইত্যাদি-রূপ প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। সেখানে 'ন'-পদ 'ইব'-উপমাবাচক। অন্য অর্থে, 'অশ্বে' পদে 'ব্যাপনশীলে' ও 'চিত্রে' পদে 'ঔজ্জ্বল্যসম্পন্নে' রূপ প্রতিবাক্য দেখি; এবং সে ক্ষেত্রে 'ন' পদ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হয়। পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ প্রথমোক্ত মতের এবং সায়ণের অনুসারিগণ শেষোক্ত মতের পরিপোষক। *

এই ঋকে সায়ণের ব্যাখ্যায় একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবেন। 'অশ্ব' শব্দের যে 'ব্যাপকতা' অর্থ আমরা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ

'অমন্মহি' এই পদটী, জ্ঞাতার্থ মন-ধাতুর উত্তর (শ্নন্), 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রে 'বহুল' উক্তিহেতু শ্নের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'লুঙ লঙ্‌ লৃঙ্‌ক্ষ্বুদাত্তঃ' এই নিয়মে লঙ্‌ উদাত্ত হইয়াছে, এবং 'হিচ' এই নিয়মে নিঘাত নিষেধ হইয়াছে। 'অশ্বে' এই পদ, ব্যাপ্ত্যর্থ 'অশ' ধাতুর উত্তর 'অশিপ্রুষ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে আমন্ত্রিতের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

* * *

---

* 'অশ্বে ন চিত্রে অরুষি' বাক্যের অর্থে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন "Thou beautiful red Dawn, thou like a mare."—*Maxmuller*. রমানাথ লিখিয়াছেন,—"হে ঘোটকীর ন্যায় বিচিত্র ও লোহিত উষাদেবী।" সায়ণের ভাষ্য যথাস্থানে দেখুন। রমেশ বাবুর অনুবাদ,—"হে ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান উষা।" প্রথমোক্ত মতে—'অমন্মহি' ক্রিয়াপদে 'ধ্যান করি' অর্থ পরিগৃহীত; শেষোক্ত মতে 'ন অমন্মহি' যুগ্মপদে 'ন বোদ্ধুং সমর্থাঃ'—'বুঝিতে পারি না' —এই অর্থ প্রকাশমান্। এক ব্যাখ্যায়—"আমরা নিকট হইতে এবং দূর হইতে আপনাকে ধ্যান করি"; অন্য ব্যাখ্যায়—"আমরা নিকট হইতে অথবা দূর হইতে তোমাকে বুঝিতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আসিয়াছি, বড়ই আনন্দের বিষয়, এখানে সায়ণের ভাষ্যে সেই অর্থ ই দেখিতে পাই। বেদে 'ন' পদে সর্ব্বত্র 'ইব' অর্থ ই প্রসিদ্ধ বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, তাঁহারা এখানে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাইবেন। এই সূত্রে আমরা বলিতে পারি, আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছি, এখন তাহা দেখিয়া কেহ বিচলিত হইবেন না; শেষে অনেক স্থলে সায়ণের ব্যাখ্যাতেই তাহার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে।

মন্ত্রার্থ আলোচনায় বুঝিতে পারিবেন,—এ ঋকের ব্যাখ্যায় মুখ্যভাবে আমরা সায়ণের অনুসরণ করিয়াছি। তবে আমাদের ভাব একটু রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবদ্বিভূতি জ্ঞানরূপা উষোদেবতা—কোথায় আছেন? বুঝিতে পারিলে, তিনি অতি নিকটেই আছেন; আবার ধারণা করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অতি-দূরেই সরিয়া পড়িয়াছেন। এ তত্ত্ব মানুষ সহসা বুঝিতে সমর্থ হয় না। তিনি নিকটে কি দূরে—এ সমস্যায় মানুষকে চিরবিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'তাঁহার অনুগ্রহেই তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই।' এই জন্য কবি বলিয়া গিয়াছেন—'তু বিনে তোঁহে জানিতে নাহি এক।' এখানকার প্রার্থনা,—'হে দেবতা, আপনি নিকটেই থাকুন, আর দূরেই থাকুন, আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন, আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন।' (১ম—৩০সূ—২১ঋ)।

—·—

দ্বাবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্।)

ত্বং ত্যেভিরা গহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ।

অস্মে রয়িং নি ধারয়॥ ২২॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। ত্যেভিঃ। আ। গহি। বাজেভিঃ। দুহিতঃ। দিবঃ।

অস্মে ইতি। রয়িং। নি। ধারয় ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবো দুহিতঃ' (স্বর্গস্থ প্রদাত্রি, কামদুঘে) হে দেবি। 'ত্বং আগহি' (অস্মৎ সকাশং অন্তঃপ্রদেশমাগচ্ছ); 'ত্যেভিঃ' (তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ আত্মোৎকর্ষজনকৈঃ) 'বাজেভিঃ' (কর্ম্মভিঃ) 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নি ধারয়' (সম্যক্ প্রযচ্ছ)। হে অভীষ্টপূরিকে দেবি! অনুগ্রহেণ অস্মৎসকাশং আগত্য অস্মাকং অভিলাষং পূরয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বাভীষ্টসাধিকে হে দেবি! আপনি আমাদিগের অন্তরদেশে আগমন করুন; আর, (আমাদিগের) সেই প্রসিদ্ধ আত্মোৎকর্ষসাধক কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (১ম—৩০সূ—২২ঋ)।

সায়ন-ভাষ্যং।

হে দিবো দুহিতর্দ্যুদেবতায়াঃ পুত্রি। উষো দেবি ত্যেভির্বাজেভিস্তৈরন্নৈঃ সহ ত্বমাগহি। অত্রাগচ্ছ। অস্মে অস্মাসু রয়িং ধনং নিতরাং স্থাপয় ॥

ত্যেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ত্যচ্ছব্দাদ্ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। গহি। অসকৃদুক্তং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোক দেবতার পুত্রী উষঃ দেবি! তুমি সেই (প্রসিদ্ধ) অন্নসমূহের সহিত এই যজ্ঞে আগমন কর। (আর), আমাদের নিকটে বিশেষরূপে ধন স্থাপন কর।

'ত্যেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে ত্যদ্-শব্দের উত্তর ভিসের স্থানে ঐস্ হইল না। 'গহি' এই পদটী বহু বার সাধিত হইয়াছে। 'দুহিতর্দিবঃ এই স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুহিতর্দিবঃ। পরস্যাপি দিব ইত্যস্য দিবো দুহিতরিত্যন্বয়ে সতি পূর্ব্ববত্ত্বাৎ সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যদ্বা কায়কালং হি সংজ্ঞাপরিভাষমিতি ন্যায়েন সুবামন্ত্রিত ইত্যস্যামন্ত্রিতস্য চেত্যাষ্টমিকেন যোগেনৈকবাক্যত্বে সতি পরত্বাৎ পরাঙ্গবাদ্‌-ভাবে সতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। কৃতস্বরয়োঃ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতয়োঃ পশ্চাদ্‌ব্যত্যয়ো বহুলমিতি ব্যত্যয়প্রয়োগঃ। অস্মে। সুপাংসুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ ॥ ২২ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একত্রিংশো বর্গঃ ॥

ইতি প্রথমমণ্ডলে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

* . *

দ্বাবিংশ (৩৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

যে সকল ঋঙ্মন্ত্রে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপিত হয়, এই মন্ত্রটী তাহার উপসংহার-মন্ত্র। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এ মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে দেবি! তুমি এস, আমাদিগকে অন্ন দেও এবং ধন দেও।' শুনঃশেপ নামক কোনও ঋষিকুমার-সম্বন্ধে যে মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত নহে, এ মন্ত্রেও তাহা উপলব্ধ হয়। যে জন বধ্যভূমে বধার্থ নীতি, সে কি কখনও ধনের ও অন্নের প্রার্থনা করে? তার পর, 'আমাকে দেও' না বলিয়া 'আমাদিগকে দেও'—এরূপ উক্তিই বা তাহার মুখে উচ্চারিত হইবে কেন? অতএব, সাধারণ পতিত পাপী মনুষ্যসম্বন্ধেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিতে পারি।

'দিবঃ' এই পদটী পরস্থিত হইলেও তাহার 'দিবঃ দুহিতঃ' এইরূপ অন্বয় হইলে পর, সেই 'দিবঃ' পদের পূর্ব্ববদ্ভাবহেতু (দিবঃ) 'সুবামন্ত্রিতঃ' এই নিয়মানুসারে, পরাঙ্গতুল্যতা হওয়ায় ষষ্ঠ্যন্ত (দিবঃ) ও আমন্ত্রিতঃ (দুহিতঃ) পদ, এতদুভয়াত্মক সমুদায় পদের স্বর অনুদাত্ত। অথবা, 'কায়কালং হি সংজ্ঞা পরিভাষং' এই ন্যায়-হেতু 'সুবামন্ত্রিতঃ' এই সূত্রের 'আমন্ত্রিতস্যচ' এই আষ্টমিক যোগের সহিত একবাক্যতা হইলে 'দিবঃ' পদ পরবর্ত্তী বলিয়া পরাঙ্গতুল্য হইল। তৎপরে সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। কৃতস্বর এরূপ ষষ্ঠ্যন্ত (দিবঃ) ও আমন্ত্রিত (দুহিতঃ) পদের পশ্চাৎ 'ব্যত্যয়ো বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'দুহিতর্দিবঃ' এইরূপ বিপর্য্যয়-ক্রমে প্রয়োগ হইয়াছে। 'অস্মে' এই পদে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির স্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গ ॥ ৩১ ॥

প্রথম মণ্ডলে ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর, বিবেচনা করিয়া দেখুন, মন্ত্রে কিসের প্রার্থনা আছে? 'ত্যেভিঃ' 'বাজেভিঃ' 'রয়িং'—এই তিনটী পদের নিগূঢ় ভাব উপলব্ধ হইলেই সে তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারিবে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ এখানে 'ত্যেভিঃ বাজেভিঃ' পদদ্বয়ের সহিত এক 'সহ' শব্দ যোগ করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের অর্থ হইয়াছে—'সেই সেই প্রসিদ্ধ অন্ন সহ।' কিন্তু ইহাতে কোনও সদ্ভাব উপলব্ধ হয় না। 'সেই সেই প্রসিদ্ধ অন্ন'—বলিতে, কি কি প্রসিদ্ধ অন্ন বুঝায়, তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা বলি,—'বাজেভিঃ' পদের অর্থ—কর্ম্মের দ্বারা (যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা)। 'ত্যেভিঃ' পদে 'আত্মোৎকর্ষ-সাধক' ভাব আসে। কারণ, আত্মোৎকর্ষ-সাধনের বিষয়—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চারের প্রয়াস—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। 'ত্যেভিঃ' অর্থাৎ 'সেই প্রসিদ্ধ' এতদ্বাক্যের সার্থক প্রয়োগ তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে, 'রয়িং' বলিতে যে ধনকে বুঝায়, তাহা ধন দৌলত-টাকাকড়ি রূপ ধন কখনই হইতে পারে না। পূর্ব্বেও আমরা এই 'রয়ি' শব্দবাচক ধনের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। 'রয়ি'—এ ধন—পরম ধন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ-রূপ ধনই 'রয়িং' পদের লক্ষ্য!

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানদাতা দেবতা! আপনি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন। আপনি উষোদেবতা—উষার ন্যায় প্রতীয়মান। আমাদের হৃদয় অজ্ঞানতা-রূপ নৈশ আঁধারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। আপনি উষার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করুন। আপনার আগমনের ফলে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—আমারা আত্মোৎকর্ষসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব। সে কর্ম্মই পরম-ধন প্রদান করে। আপনি আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হউন; আমাদের কর্ম্ম সৎসহযুত হউক; আমা-দিগকে আপনি পরম ধনের অধিকারী করুন।' ইহাই উপসংহার—এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—৩০সূ—২২ঋ)।

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ। একত্রিংশৎসূক্তং।

দ্বাত্রিংশৎপ্রভৃতি পঞ্চত্রিংশৎপর্য্যন্তং চত্বারোবর্গাঃ।

* * *

একত্রিংশৎসূক্তং।

নূতন সূক্ত—নূতন ছন্দঃ—নূতন ঋষি—নূতন দেবতা। মন্ত্রের ভাবও অভিনবত্বপূর্ণ। নূতন নূতন অর্থ, নূতন নূতন ভাবে, পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এই সূক্তের আঠারটী ঋকের মধ্যে, একভাবে সাংসারিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের বর্ণনা লক্ষ্য হয়। অন্যভাবে পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়,—মন্ত্রে ঋষি বিশেষের, রাজা-বিশেষের যজমান-পুরোহিতের এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ আছে। সেই দৃষ্টিতে আরও লক্ষ্য হয়, কোনও কবি যেন আপন কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য মন্ত্র-কয়েকটী রচনা করিয়াছেন। তাহাতে, মনুর বিষয় নহুষ রাজার বিষয়, অঙ্গিরাঃ ও যযাতি রাজার যজ্ঞের প্রসঙ্গ,—মন্ত্র-মধ্যে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হয়। এ পক্ষে, এই আঠারটী মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রই বেদের বেদত্বে বিঘ্ন আনয়ন করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে 'অঙ্গিরঃ' পদে 'আঙ্গিরস' ঋষিদিগের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচিত হয়। তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিকে যজমানের নিকট উপস্থিত হইয়া হোতার কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা যায়। চতুর্থ মন্ত্রে পুরূরবাঃ রাজাকে অগ্নিদেব অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া প্রকাশ আছে। সপ্তদশসংখ্যক মন্ত্রে যযাতি প্রভৃতির যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, এবং সে যজ্ঞে দেবগণ আসিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হউন—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশমান। অষ্টাদশ মন্ত্রে স্তোত্ররচক কবি যে ঐ স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করা হয়। আরও কত রকম অর্থ কত জনেই যে এই মন্ত্র সকলের মধ্য হইতে অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিস্ময়ের কথা আর অধিক কি বলিব। সূক্তের পঞ্চদশ মন্ত্রে 'জীবযাজং যজতে' পদ দেখিয়া পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, যজ্ঞে গোবধের এবং গোমাংস-ব্যবহারের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত খ্যাপন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কদর্থ এমনই ভাবে বেদপুরুষের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে পরম পরমার্থ-তত্ত্ব ব্যক্ত রহিয়াছে; বিভ্রান্তগণ সেখানে নানা বিরুদ্ধ ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা, মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের আলোচনা করিয়া সুধিগণ সহজেই সত্যতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন—ইহাই আশা। ভগবান সে আশা পূর্ণ করুন।

—— ০ ——

একত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

সপ্তমেঽনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র ত্বমগ্নে প্রথম ইতি প্রথমং সূক্তমষ্টাদশর্চ্চং। আঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। অষ্টমীষোড়শ্যষ্টাদশ্যস্ত্রিষ্টুভঃ। শিষ্টাস্ত্রিষ্টুবন্তপরিভাষয়া জগত্যঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। তথা চানুক্রমণিকা। ত্বমগ্নে দ্ব্যূনা হিরণ্যস্তূপ আগ্নেয়ং ত্রিষ্টুবন্ত্যাষ্টমী ষোলশ্যৌ চেতি॥ প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতাবাশ্বিনশস্ত্রে চ ত্বমগ্নে প্রথম ইতি সূক্তং। অথৈতস্যা রাত্রেরিতি খণ্ডে ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্নু চিৎ সহোজা অমৃতো নিতুন্দত। আ০ ৪।২৩। ইতি সূত্রিতং। অভিপ্লবষড়হস্য তৃতীয়েঽহন্যাগ্নিমারুতে শস্ত্র ইদং সূক্তং জাতবেদস্যনিবিদ্ধানীয়ং। তথা চ তৃতীয়স্য ত্র্যর্য্যমেতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ইত্যাগ্নিমারুতং। আ০ ৭।৭। ইতি॥ বাজপেয় আগ্নিমারুত এতৎসূক্তং জাতবেদস্যং নিবিদ্ধানীয়ং তৃতীয়েনাভিপ্লবিকেনোক্তং তৃতীয়সবনমিত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তম অনুবাকে পাঁচটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সূক্ত 'ত্বমগ্নে প্রথমঃ' ইত্যাদি অষ্টাদশ (১৮) ঋক্ বিশিষ্ট। (প্রথম সূক্তের) ঋষি অঙ্গিরা-পুত্র হিরণ্যস্তূপ। অষ্টমী, ষোড়শী ও অষ্টাদশী এই তিনটী ঋকের ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ্। ত্রিষ্টুভ্ অন্ত পরিভাষাহেতু অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি জগতী-ছন্দঃ-যুক্ত। এই সূক্তের দেবতা—অগ্নি। অনুক্রমণিকায় উক্ত প্রকারই কথিত আছে; যথা,—'ত্বমগ্নে দ্ব্যূনা' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—প্রথম আগ্নেয় (অগ্নিদেব সম্বন্ধীয়) সূক্ত। হিরণ্যস্তূপ ইহার ঋষি। ইহাতে 'ত্বমগ্নে' ইত্যাদি দুই ন্যূন বিংশতি (১৮) ঋক্ আছে; তাহার মধ্যে অষ্টমী, ষোড়শী ও অষ্টাদশী এই তিনটী ঋক্ ত্রিষ্টুভ্ ছন্দঃ-যুক্ত। ইতি। 'প্রাতর্' অনুবাকে 'আগ্নেয়' যাগে এবং 'আশ্বিন' শস্ত্র-কর্ম্মে 'ত্বমগ্নে প্রথমঃ' এই সূক্ত হইয়া থাকে। (কারণ) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে 'অথৈতস্যারাত্রেঃ' এই খণ্ডে 'ত্বমগ্নে……নিতুন্দত' (আ০ ৪।২৩) এইরূপ সূত্রিত আছে। 'অভিপ্লবষড়হ' যাগের তৃতীয় দিনে অগ্নি ও মরুৎ দেবসম্বন্ধীয় শস্ত্র-কর্ম্মে এই সূক্ত 'জাতবেদস্য' (অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়) বলিয়া নিশ্চিত করা যায়। কারণ,—'তৃতীয়স্য ত্র্যর্য্যমা'—এই খণ্ডে, উক্ত প্রকারই সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ইত্যাগ্নিমারুতম্' (আ০ ৭।৭) ইতি। অগ্নি ও মরুৎ-দেব সম্বন্ধীয় বাজপেয় যাগে এই সূক্ত 'জাতবেদস্য' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়,—এই বিষয় তৃতীয় অভিপ্লবিক (অভিপ্লব-কর্ম্মকর্ত্তা) বলিয়াছেন। কারণ,—'তৃতীয়সবনং' এইরূপ অতিদিষ্ট হইয়াছে। সেই (প্রথম) সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম মণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে একত্রিংশৎসূক্তং। আঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। অগ্নির্দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অপ্তর্যাম ক্রতৌ প্রাতরনুবাকে আশ্বিনশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো

দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।

তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত

মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ। দেবঃ।

দেবানাং। অভবঃ। শিবঃ। সখা।

তব। ব্রতে। কবয়ঃ। বিদ্মনাঽঅপসঃ। অজায়ন্ত।

মরুতঃ। ভ্রাজৎঽঋষ্টয়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্!) 'ত্বং প্রথমঃ' (ত্বং হি সর্ব্বেষাং আদিভূতঃ) 'অঙ্গিরাঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ) 'ঋষিঃ' (আরাধকঃ) 'দেবঃ' (আরাধ্যঃ) 'দেবানাং' (দীপ্তিদানাদিগুণাদিগুণানাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবভাবসম্পন্নানাং) 'সখা' (সহচরঃ) 'শিবঃ' (মঙ্গলপ্রদঃ) 'অভবঃ' (ভবসি); 'তব ব্রতে' (ত্বদীয়ে কর্ম্মণি, তব উপাসনায় ইতি যাবৎ) 'কবয়ঃ' (মেধাবিনঃ) 'বিদ্মনাপসঃ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নাঃ), 'মরুতঃ' (মর্ত্ত্যাঃ, মনুষ্যাঃ চ) 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' (দীপ্যমানায়ুধা, পরিত্রাণোপায়বিশিষ্টাঃ) 'অজায়ন্ত' (সঞ্জাতা ভবন্তি)। ভগবন্ হি সর্ব্বমূলাধারঃ। তদারাধনয়া জ্ঞানিনং মুক্তিং লভন্তে, জনসাধারণাশ্চ পরিত্রাণোপায়ং পশ্যন্তি। (১ম—৩১সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনিই সকলের আদি, আপনিই জ্ঞানস্বরূপ, আপনিই আরাধক, আপনিই আরাধ্য, আপনিই দেবভাবের সহচর এবং মঙ্গলপ্রদ হয়েন; আপনার কর্ম্মে (আপনার উপাসনায়) মেধাবিগণ পরমজ্ঞানসম্পন্ন হন, সাধারণ মনুষ্যগণ পরিত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভগবদারাধনায় জ্ঞানী অজ্ঞান উভয়েই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন)। (১ম—৩১সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং প্রথম আদ্য আঙ্গিরসানামৃষীণাং সর্ব্বেষাং জনকত্বাৎ। তাদৃশোঽঙ্গিরোনামক ঋষিরভবঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং। যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্নিতি। তথা স্বয়ং দেবো ভূত্বা দেবানামন্যেষাং শিবঃ শোভনঃ সখাভবঃ। তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্ম্মণি কবয়ো মেধাবিনো বিদ্মনাপসো জ্ঞানেন ব্যাপ্নুবানা জ্ঞাতকর্ম্মাণো বা ভ্রাজদৃষ্টয়ো দীপ্যমানায়ুধা মরুতো মরুৎসংজ্ঞকা দেবা অজায়ন্ত॥

বিদ্মনাপসঃ। বিদ জ্ঞানে। বিদ্মা বেদনং। বহুলগ্রহণাদৌণাদিকো মনপ্রত্যয়ঃ। তদস্যাস্তীতি পামাদিলক্ষণো নঃ। পাঃ ৫।২।১০০। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। বিদ্মনাস্-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! তুমি আদি (সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন), তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিগণের জনক; সুতরাং তুমিই অঙ্গিরা নামে ঋষি হইয়াছ। ব্রাহ্মণে উক্ত প্রকারই আছে; যথা,—'যে সকল অঙ্গার রহিয়াছে, তাহারা অঙ্গিরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' তুমি স্বয়ংই দেবতা হইয়া অন্য দেবতাগণের শুভানুধ্যায়ী সখা হইয়াছ। ত্বদীয় কর্ম্মে মেধাবী জ্ঞানব্যাপ্ত (পূর্ণজ্ঞানী) অথবা সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞ ও আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র) দ্বারা দীপ্যমান এইরূপ মরুৎনামক দেবগণ জন্মিয়াছে।

'বিদ্মনাপসঃ'—জ্ঞানার্থ 'বিদ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বহুল-গ্রহণহেতু ঔণাদিক মনপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'বিদ্মন' শব্দের অর্থ জ্ঞান; 'তাহা ইহার আছে' এই অর্থে (পাণিনির ৫।২।১০০ এই সূত্রানুসারে) পামাদিগণীয় 'ন' প্রত্যয় হইয়াছে; এবং প্রত্যয়স্বর দ্বারা অন্তস্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাংসি যেষাং তে বিদ্মনাপসঃ। পূর্ব্বপদস্যান্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণাদবগ্রহসময়েঽপি দীর্ঘত্বং। অজায়ন্ত। জনী প্রাদুর্ভাবে। তস্য শ্যনি জ্ঞাজনোর্জ্জা। পা০ ৭৩৭৯। ইতি জাদেশঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ। ভ্রাজ দীপ্তৌ। ব্যত্যয়েন শতৃ। তস্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। ঋষো গতাবিত্যস্মাৎ ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিজন্ত ঋষ্টিশব্দঃ। ততো বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১ ॥

* . *

প্রথম (৩৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

ঋক্‌টি বিষম সমস্যা-সমাকুল। ভাষ্য ও ব্যখ্যাদি—সে সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঋক্‌টীর সহিত বিবিধ উপাখ্যানের সংশ্রব সূচিত হইয়াছে। অঙ্গিরস নামক এক ঋষি বংশ ছিল। অগ্নি—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। অগ্নি হইতে অঙ্গিরস-বংশের উৎপত্তি হয়—এই জন্য ঋকে 'প্রথমঃ' পদ দৃষ্ট হয়। অঙ্গিরস ঋষিবংশের আদিভূত সেই অগ্নি ঋষি পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। দেবত্ব-লাভের পর, তিনি দেবগণের উপকারী সখা হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার কর্ম্মফলে তীক্ষ্ণআয়ুধনসম্পন্ন মেধাবী মরুদ্দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এ ঋকের ইহাই প্রচলিত অর্থ। *

উদাত্ত করিয়া 'বদ্মনা' শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর 'বিদ্মন অপস সকল যাহাদের তাহারা' এইরূপ অর্থে অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রানুসারে, 'দৃশ্যতে' এই দৃশ-ধাতু "গ্রহণ-হেতু অবগ্রহকালেও পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হয়" এইরূপ নিয়ম, পূর্ব্বপদের দীর্ঘ করিয়া 'বিদ্মনপসঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অজায়ন্ত' এই পদটী, প্রাদুর্ভাবার্থ জন-ধাতুর স্থানে 'শ্যনিজ্ঞা জনোর্জ্জা' (পা০ ৭৩৭৯) এই সূত্রানুসারে জা আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' পদে দীপ্ত্যর্থ ভ্রাজ-ধাতুর উপর বিপর্য্যয়ে শতৃ প্রত্যয়; সেই শতৃ প্রত্যয়ের ল-সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত স্বর হইলে ধাতুস্বর করিয়া 'ভ্রাজৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর গত্যর্থ 'ঋষ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিচ্ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রানুসারে ক্তিচ্ প্রত্যয়ান্ত ঋষ্টি শব্দ হইল। তার পর বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর করিয়া 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

---

* প্রধানতঃ সায়ণের অনুসরণেই ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। ঋকের একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) 'হে অগ্নি। তুমি অঙ্গিরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা মনে করি, 'অগ্নে' সম্বোধন এখনে ভগবনের সম্বন্ধে প্রযুক্ত (সমষ্টিভূত কেন্দ্রীভূত বিভূতি-বিষয়ে) হইয়াছে। 'ত্বং প্রথমঃ' বাক্যে ভগবানই যে সৃষ্টির আদিভূত, তাহাই বুঝাইতেছে। 'অঙ্গিরঃ' শব্দে (অঙ্গ—জ্ঞান+ইরন ইস্ত্যর্থে) 'জ্ঞানবিশিষ্ট—জ্ঞানস্বরূপ' অর্থই সে পক্ষে সমীচীন হয়। ভগবান জ্ঞনের আধার—জ্ঞানময়, 'অঙ্গিরাঃ' শব্দ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। এই 'অঙ্গিরাঃ' শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভূত হইলে, অপরাপর শব্দের বিষয়ে আর কোনই কূট সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। ঋষিগণ, দেবগণ—সকলই যে তিনি বা তদাত্মভূত, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? ঋষি ও দেব শব্দ পর-পর সন্নিবিষ্ট থাকায়, আরাধক-আরাধ্যের ভাব প্রস্ফুট হয়। 'দেবানাং' শব্দে দীপ্তিদানাদি গুণের বা দেবভাবেরই দ্যোতনা করে। সে পক্ষে 'শিবঃ' ও 'সখা' পদদ্বয়ের সংযোগ বড়ই সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে। যেখানে দেবভাব, যেখানে সত্ত্বগুণের বিকাশ, সেখানেই ভগবান্ সহায় আছেন। হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদি সামান্য মাত্র স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, তাঁহার করুণার ধারা আপনিই বর্ষিত হয়। তিনি যে মঙ্গলময়! তাঁহার সখিত্ব লাভ ঘটিলে, মঙ্গল সুনিশ্চিত।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'কবয়ঃ' এবং 'মরুতঃ' পদদ্বয় আমরা মনে করি পরস্পর বিপরীত ভাব প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'কবয়ঃ' পদে, মেধাবী জ্ঞানিগণকে বুঝাইতেছে; মরুতঃ' শব্দে মরণশীল সাধারণ মনুষ্যগণকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুচারু সঙ্গত অর্থ তাহাতেই প্রাপ্ত

ঋষিদিগের আদি ঋষি ছিলে; দেব হইয়া দেবগণের মঙ্গলময় সখা হইয়াছ; তোমার কর্ম্মে মেধাবী, জ্ঞাতকর্ম্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" (২) ইংরাজী অনুবাদ;—"Thou O Agni, (who art) the first Angiras Rishi, hast become as god the king friend of the gods. After thy law the sages, active in their wisdom, were born, the Maruts with brilliant spears" কিন্তু যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে অর্থ আবার অন্যরূপ হয়। সে মতে, 'অঙ্গিরাঃ' রূপক মাত্র; 'অঙ্গার' হইতে 'অঙ্গিরস'—অঙ্গার প্রজ্বলিত হইলে জ্যোতিঃ নির্গত হয়—এই ভাব প্রকাশ পায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ঐরূপ মর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া যায়। জ্ঞানিগণ, 'বিদ্মনাপসঃ'—পরমজ্ঞানসম্পন্ন হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। 'মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' বাক্যে, মরণশীল সাধারণ মনুষ্যও যে ভগবানের কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পান, ইহাতে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে। সায়ণ-ভাষ্যে 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' পদের অর্থ দেখি, 'দীপ্যমানায়ুধাঃ' অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত (শাণিত) অস্ত্রবিশিষ্ট। এ অর্থেও আমাদের ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। মোহের বন্ধন—মুক্তি-পথের প্রধান অন্তরায়। মরণশীল জীব নিয়তই সে বন্ধনে আবদ্ধ। জ্ঞানরূপ শাণিত-অস্ত্রই সে বন্ধন-ছেদনের একমাত্র উপায়! 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' পদে সেই লক্ষ্যই অব্যাহত দেখি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এ ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বস্বরূপ। কিবা দেবতা, কিবা মনুষ্য, আপনি সকলেরই মূলাধার। আপনার উপাসনায় রত হইলে, সকলেই পরিত্রাণ লাভ করে। এ অধম আপনার শরণাপন্ন; আপনি অনুগ্রহ করুন।' (১ম—৩১সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দ্দেবানাং

পরি ভূষসি ব্রতং।

বিভূর্ব্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা

শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরঃহতমঃ। কবিঃ। দেবানাং।

পরি। ভূয়সি। ব্রতং।

বিহভুঃ বিশ্বস্মৈ। ভুবনায়। মেধিরঃ। দ্বিহমাতা।

শয়ুঃ। কতিধা। চিৎ। আয়বে।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্) 'ত্বং অঙ্গিরস্তমঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞাননিলয়ঃ), 'দেবানাং' (দেবভাবযুক্তানাং) 'ব্রতং' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম) 'পরিভূষসি' (সর্ব্বতঃ অলঙ্করোষি), 'কবি' (সর্ব্বজ্ঞঃ), 'বিশ্বস্মৈ' (সর্ব্বস্মৈ) 'ভুবনায়' (লোকায় লোকানুগ্রহার্থং) 'বিভুঃ' (বহুরূপধারকঃ), 'মেধিরঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ), দ্বিমাতা' (দ্বয়োর্মাপকঃ, পাপপুণ্য পরিমাণকর্ত্তা) 'আয়বে' মনুষ্যার্থং) 'কতিধ' (কতিভিঃ প্রকারৈঃ) 'চিৎ' (সর্ব্বত্র) 'শয়ুঃ' (শয়ানঃ, বর্ত্তমানঃ) অবস্থানং করোষীতি শেষঃ। লোকানুগ্রহার্থঃ স ভগবাম্ সর্ব্বত্র বহুবিধরূপেণ অধিতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানের নিবাসস্থান; আপনি দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্যগণের যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করেন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ; লোক-সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, আপনি বহুরূপধারী; আপনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং পাপ ও পুণ্যের পরিমাণকর্ত্তা; মনুষ্যগণের নিমিত্ত আপনি সর্ব্বদা কত ভাবেই অবস্থান করিতেছেন! (অর্থাৎ লোকানুগ্রহের জন্য সেই ভগবান বহুরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন)! (১ম—৩১সূ—২ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং প্রথম আদ্যঃ। অঙ্গিরস্তমোঽতিশয়েনাঙ্গিরা ভূত্বা কবির্মেধাবী সন্ দেবানামন্যেষাং ব্রতং কর্ম্ম পরিভূষসি। পরিতোঽলঙ্করোষি। কীদৃশস্ত্বং। বিশ্বস্মৈ ভুবনায় সমস্তলোকানুগ্রহার্থং বিভুঃ। বহুবিধঃ। আহবনীয়াদ্যনেকরূপধারীত্যর্থঃ। মেধিরো মেধাবান্। দ্বিমাতা দ্বয়োররণ্যোরুৎপন্নঃ। যদ্বা দ্বয়োর্লোকয়োর্নির্ম্মাতা। আয়বে মনুষ্যার্থং কতিধা চিৎ কতিভিঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বত্র শয়ুঃ শয়ানঃ। তত্তন্মনুষ্যগৃহেঽবস্থিতস্য তব প্রকারা ইয়ন্ত ইতি ন কেনাপি জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ॥

ভূষসি। ভূষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ। বিভুঃ। বিপ্রসম্ভ্যো ড্বসংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।২।১৮০। ইতি বিপূর্ব্বাদ্ভবতের্ড্বপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভুবনায় ভূসূধূভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি। উ০ ২।৭৮। ইতি ক্যুন্। যোরনাদেশে নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। মেধিরঃ। মেধৃ সঙ্গমে চ। অস্মাদ্বাহুলক ইরন্ প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরঃ। দ্বিমাতা। দ্বৌ মাতারৌ যস্যাসৌ দ্বিমাতা। নদ্যৃতশ্চ। পা০ ৫।৪।১৫৩। ইতি কপ্ প্রত্যয়ো ন ভবতি মাতৃমাতৃকয়োর্ভেদে-গোপাদানান্নদ্যৃতশ্চেতি কবপি বিভাষ্যত ইতি তস্য মাতৃশব্দবিষয়ে পাক্ষিত্বোক্তিঃ। ত্রিচক্রা-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন, (অতএব) অধিকরূপে অঙ্গিরা (উজ্জ্বল) ও মেধাবী হইয়া অন্য দেবগণের কর্ম্মকে অলঙ্কৃত (ভূষিত) করিয়া থাকেন। আপনি কিরূপ? সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বহুবিধ; অর্থাৎ,—আহবনীয় প্রভৃতি বহু রূপধারী। মেধাবী, দুইটী অরণি (অগ্নির উদ্দীপক কাষ্ঠ-বিশেষ) হইতে উৎপন্ন অথবা লোকদ্বয়ের (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের) নির্ম্মাণকর্ত্তা, এবং আপনি সর্ব্বত্র মনুষ্যের জন্য কত প্রকারে শায়িত রহিয়াছেন; অর্থাৎ,—সেই সেই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত আপনার 'প্রকার' (ভেদ) এই পর্য্যন্ত, এইরূপ সীমা কেহ জানে না বা জানিতে পারে না॥

'ভূষসি' এই পদটী ভ্বাদিগণীয় অলঙ্কারার্থ 'ভূষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বিভুঃ' এই পদটী, বি-পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'বি-প্র-সংভ্যো ড্ব সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৩।২ ১৮০) এই সূত্রানুসারে 'ডু' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ভুবনায়' এই পদটী, ভূ-ধাতুর উত্তর 'ভূ-সূ-ধূ-ভ্রস্জিভ্যশ্ছ-ন্দসি' (উ০ ২।৭৮) এই সূত্র দ্বারা ক্যুন্-প্রত্যয়, এবং 'যু' র স্থানে 'অন' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে নিৎ-স্বর দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মেধিরঃ' এই পদটী, সঙ্গমার্থ মেধ-ধাতুর উত্তর বহুল-প্রত্যয়-হেতু 'ইরন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে নিৎ-স্বর হইয়াছে। 'দ্বিমাতা,'—'যাহার মাতা সে' এই অর্থে দ্বিমাতা পদ হয়। ঐ পদে 'নদ্যৃতশ্চ' (পা০ ৫।৪।১৫৩) এই সূত্র দ্বারা 'কপ্' প্রত্যয় হয় নাই; তাহার কারণ, মাতৃ ও মাতৃক শব্দ পৃথক্‌ভাবে গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং 'নদ্যৃতশ্চ' এই সূত্রে 'কপ্' প্রত্যয় বিকল্পে বিহিত হইয়া থাকে। অতএব মাতৃ শব্দ বিষয়ে সেই কপ্ প্রত্যয়ের বিকল্প-বিধান বলা হইয়াছে। উক্ত 'দ্বিমাতা' পদে ত্রিচক্রাদি-হেতু উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিত্বাদুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা দ্বয়োর্মাতা দ্বিমাতা। সমাসস্বেত্যন্তোদাত্তত্বং। শয়ুঃ। শীঙ্ স্বপ্নে। ভূমৃশীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। কতিধা। ডত্যন্তস্য কিংশব্দস্য বহুগণবতুডতি সংখ্যা। পা০ ১।১।২৩। ইতি সংখ্যাসংজ্ঞায়াং সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা০ ৫।৩।৪২। ইতি ধা প্রত্যয়ঃ। আয়বে। ছন্দসীণ ইত্যেতেরুণ্ প্রত্যয়ঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (৩৫০) ঋকের বিশদার্থ।

সেই ভগবান যে বিবিধরূপ পরিগ্রহ করিয়া অশেষপ্রকারে সংসারের হিতসাধন করিতেছেন,—এ ঋকে সেই ভাবে ব্যক্ত আছে। ঋকের মুখ্য ভাব সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর দেখিতে পাই না; তবে ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত কয়েকটী বিশেষণের অর্থ বিষয়ে বড়ই মতান্তর সংঘটন করাইয়াছে।

'অঙ্গিরঃ' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্ব ঋকেই প্রকাশ করিয়াছি। এখানে ঐ শব্দের সঙ্গে একটী 'তম' প্রত্যয় আছে। তাহাতে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ জ্ঞাপন করে। শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান তাঁহাতেই আছে, এখানে সেই ভাব বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছে। ঋকের অন্তর্গত আর একটী অভিনব শব্দ—'দ্বিমাতা'। 'দুটী মাতা হইতে যাঁহার উৎপত্তি'—এইরূপ সমাস-নিষ্পন্ন পদরূপে ঐ 'দ্বিমাতা' পদকে নির্দ্ধারিত করিয়া (যদিও ঐ সমাসে 'দ্বিমাতৃক' পদ হয়) 'দুইটী কাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন'—এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কতদূর কষ্টকল্পনায় ঐরূপ অর্থ ব্যুৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই প্রতীত হইবে। আমরা বলি, "দ্বয়োঃ পাপপুণ্যয়োঃ মাতা পরিমাণকর্ত্তা" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উক্ত 'দ্বিমাতা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অথবা, 'দ্ব' এর মাতা (পরিমাণকারী) এই অর্থে 'দ্বিমাতা' পদ হয়। 'সমাসস্য' এই নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শয়ুঃ' এই পদটী স্বপ্ন (নিদ্রা) বোধক শী-ধাতুর উত্তর, 'ভৃ-মৃ-শি'- ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'কতিধা' এই পদটী, 'ডতি' প্রত্যয়ান্ত কিম্ শব্দের 'বহুগণবতুডতি সংখ্যা' (পা০ ১।১।২৩) এই সূত্র দ্বারা সংখ্যা-সংজ্ঞা হইলে পর, 'সংখ্যায়া বিধার্থে ধা' (পা০ ৫।৩।৪২) এই সূত্র দ্বারা ধা-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আয়বে' এই পদটী, 'ছন্দসীণঃ' এই উণাদি সূত্র দ্বারা (ই-ধাতুর উত্তর) উন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপপুণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিতই ভগবানের আরাধনা-উপাসনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভগবৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলেই, ভগবৎ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হয়। ভগবানই যে পাপপুণ্যের পরিমাণকারী,—তাঁহার নিকটেই যে তুলা দণ্ডে পাপপুণ্যের বিচার হইয়া থাকে, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই। * অতএব 'দ্বিমাতা' পদে 'দুই-কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন'—অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সর্ব্ব-লোকে অশেষরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, সেই পরম কারুণিক ভগবান্ তুলাদণ্ডে পাপ ও পুণ্যের বিচার করিয়া, করুণা বিতরণ করিতেছেন,—ইহাই এ ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৩১সূ—২ঋ)।

———

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব

সুক্রতূয়া বিবস্বতে।

অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যেঽসঘ্নোর্ভারময়জো

মহো বসো ॥ ৩ ॥

* পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য এবং আমাদের শাস্ত্রাদিতে তুলাদণ্ডে বিচারের বিষয় 'পৃথিবীর ইতিহাস', ৩য় খণ্ডে, ১৪৯—১৫০—১৫৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে। আমরা মনে করি, সেই ভাবই এখানে 'দ্বিমাতা' পদে প্রকাশ পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। মাতরিশ্বনঃ। আবিঃ।

ভব। সুক্রতুঽয়া। বিবস্বতে।

অরেজেতাং। রোদসী ইতি। হোতৃঽবূর্যে। অসঘ্নোঃ ভারং।

অযজঃ। মহঃ বসো ইতি॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্!) 'ত্বং প্রথমঃ' (ত্বমেব আদিভূতঃ) 'মাতরিশ্বনঃ' (প্রাণবায়ুস্বরূপঃ); 'সুক্রতুয়া' (ভগবৎকর্ম্মসাধনেচ্ছয়া) 'বিবস্বতে' (পরিচরতে, প্রার্থনাকারিণে) 'আবির্ভব' (প্রকটিতো ভব); 'হোতৃবূর্য্যে' (ত্বয়ি হোতৃভিঃ প্রার্থনাকারিভির্ব্বরণীয়ে সতি) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্বিবিধশত্রু) 'অরেজেতাং' (অকম্পেতাং); প্রার্থনাকারিণাং 'ভারং' (পাপভারং) 'অসঘ্নোঃ' (নাশয়); 'মহঃ' (তেজঃস্বরূপ) 'বসো' (নিবাসভূত হে দেব!) ত্বং 'অযজঃ' (অস্মাকং অর্চ্চনাং সম্পাদয়)। হে দেব অস্মাকং শত্রূণ জহি। অস্মাকং দেবারাধনঞ্চ সর্ব্বথা সফলং কুরু ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৩১সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনিই আদিভূত; (বিশ্বের) প্রাণবায়ুস্বরূপ; ভগবৎকর্ম্মসাধনেচ্ছু এই প্রার্থনাকারীর সমীপে আপনি প্রকটিত হউন; আপনি প্রার্থনাকারিগণ কর্তৃক সম্পুজিত হইলে, স্বর্গমর্ত্ত্যস্থ দ্বিবিধ শত্রু প্রকম্পিত হয়; আপনি এই প্রার্থনাকারীদের পাপভার বিনাশ করুন; হে তেজঃ-স্বরূপ, (জগতের) স্থিতির হেতুভূত দেব! আপনি আমাদের দেবারাধনা সফল করুন। (১ম—৩১সূ—৩ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং মাতরিশ্বনে প্রথমো মুখ্যো ভূত্বা বর্ত্তসে। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্য ইতি বাযুপেক্ষয়া সর্ব্বত্র মুখ্যত্বাবগমাৎ। তাদৃশস্ত্বং স্বক্রতূয়া শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া বিবস্বতে পরিচরতে যজমানায়াবির্ভব প্রকটো ভব। তব সামর্থ্যং দৃষ্ট্বা রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবরেজেতাং। অকম্পেতাং। ভাসতে রেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ। নি০। ৩।২১। ইতি যাস্কঃ। হোতৃবূর্য্যে হোতৃবরণযুক্তে কর্ম্মণি ভারং ভরণমসহ্যোঃ। উঢ়বানসি। হে বসো নিবাসহেতো বহ্নে মহঃ পূজ্যান্দেবানযজঃ। ইষ্টবানসি॥

মাতরিশ্বনে। নির্ম্মাণহেতুত্বান্মাতান্তরিক্ষং। তত্র শ্বসিতি প্রাণিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদৌ। উ০ ২।১৫৮। মাতরিশ্বন্‌শব্দঃ কন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। স্বক্রতূয়া স্বক্রতুমাত্মন ইচ্ছতি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘং। পা০ ৭।৪ ২৫। ক্যজন্তস্য ধাতুসজ্ঞায়াং অ প্রত্যয়াৎ। পা০ ৩।৩।১০২। ইতি ভাবেঽকারপ্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ৈকবচনস্য ডাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ডস্যোদাত্তত্বং। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। বিবস্বতে। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। অস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্‌। ব্যত্যয়েনোপধাহ্রস্বত্বং। তদস্যাস্তীতি মতুপ্‌। মাদুপধায়া

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আপনি বায়ু অপেক্ষা মুখ্য (প্রধান) হইয়া আছেন। যেহেতু 'অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যঃ' এই ক্রমে সর্ব্বস্থলে বায়ু অপেক্ষা অগ্নির প্রাধান্য অবগত হওয়া যায়। তথাবিধ আপনি, মঙ্গলকর কর্ম্মের কামনায় পরিচর্য্যা-পরায়ণ যজমানের নিমিত্ত (তাহার ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত) প্রকাশিত হউন। আপনার প্রভাব দেখিয়া আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হইয়াছে। নিরুক্ত-গ্রন্থে যাস্ক 'ভ্যসতে রেজতে ইতি ভয়বেপনয়োঃ' (নি০ ৩২১) এইরূপ বলিয়াছেন। আর আপনি হোতৃবরণবিশিষ্ট কর্ম্মে ভরণ (পুষ্টি) ধারণ করিয়াছেন। হে নিবাসকারণ (আশ্রয়স্থল) বহ্নিদেব। আপনি পূজনীয় দেবগণকে যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট করিয়াছেন।

'মাতরিশ্বনে',—নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া মাতৃ শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ (আকাশ)। 'সেই অন্তরিক্ষে শ্বস-(প্রাণ) ধারণ করে যে' এই অর্থে 'শ্বন্নুক্ষন্' (উ০১।১৫৮) ইত্যাদি উনাদি সূত্রে কন্ প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ মাতরিশ্বন্ শব্দে বায়ুকে বুঝায়। 'স্বক্রতূয়া' এই পদটি, স্বীয় স্বক্রতু (সু-কর্ম্ম) ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে স্বক্রতু শব্দের উত্তর 'সুপঃ আত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রানুসারে 'ক্যচ্ প্রত্যয়, অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োঃ' (পা০৭'৪ ২৫) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ; অনন্তর, ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ধাতু-সংজ্ঞা হইলে, 'অ প্রত্যয়াৎ' (পা০৬।৩।১০২) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'অ' প্রত্যয়, তাহার পর টাপ্, এবং 'সুপষ্ঠসুলুক্' এই সূত্রে তৃতীয়ার একবচন স্থানে ডা আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বর দ্বারা সেই ডা প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত, এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতায় পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিবস্বতে' এই পদটী, বি পূর্ব্বক 'বাস' ধাতুর অর্থ পরিচর্য্যা। এই বি-পূর্ব্বক 'বাস' ধাতুর উত্তর সম্পদাদিগণীয় ক্বিপ্ প্রত্যয়, বিপর্য্যয়-হেতু উপধার হ্রস্ব করিয়া নিষ্পন্ন 'বিবস্' শব্দের উত্তর 'তাহা (পরিচর্য্যা) ইহার আছে' এই অর্থে 'মতুপ্'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি মতোর্ব্বত্বং। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাদ্রুত্বাভাবঃ। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। রোদসী। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। হোতৃবূর্য্যে। হোত্রা ব্রিয়ত ইতি হোতৃবূর্য্যা যজ্ঞঃ। বৃঞ্ বরণে। বহুলগ্রহণাদৌণাদিকঃ। ক্যপ্ উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘং। যদ্বা বৃঞ্ বরণ ইত্যস্মাদেতিস্তুশাস্বিত্যাদিনা। পা০ ৩।১।১০৯। ক্যপ্। অনিত্যমাগমশাসনমিতি তুগভাবঃ। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘত্বে পূর্ব্ববদুত্বদীর্ঘৌ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। অসঘ্নোঃ। ষঘ হিংসায়ামত্র তু বহনার্থঃ। স্বাদিভ্য শ্নুঃ। পাদাদিস্থাদনিঘাতঃ। অযজ্ঞঃ। ভাবমিত্যস্য পূর্ব্বপদস্য বাক্যান্তরগতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ। যা০ ৮।১।১৮।১। ইতি বচনাৎ। মহঃ। মহ পূজায়াং ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সুপাং সুপো ভবন্তীতি শসো ঙসাদেশঃ। সাবেকাচ ইতি ঙসোদাত্তত্বং। যদ্বা শসি মহচ্ছব্দস্যাচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি শস উদাত্তত্বং॥ ৩॥

প্রত্যয়, এবং 'মাদুপধায়াঃ' এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্'-স্থ ম-স্থানে 'ব' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তসৌ মত্যর্থে' এই নিয়মানুসারে 'ভ' সংজ্ঞা হেতু-পদত্ব না হওয়ায় 'রু' হইল না। উক্ত পদে মতুপের প ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে; আর রোদসী' এই পদে 'বা ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। 'হোতৃবূর্য্যে' এই পদটী, "হোতা-কর্ত্তৃক বৃত (অনুষ্ঠিত) হয়" এই অর্থে হোতৃশব্দ পূর্ব্বক বরণার্থ বৃঞ্ ধাতুর উত্তর 'বহুল' শব্দ গ্রহণ-হেতু, ঔণাদিক ক্যপ্ প্রত্যয়, 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' এই সূত্র দ্বারা উ আদেশ, এবং 'হলিচ' এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা বরণার্থ বৃ(ঞ্) ধাতুর উত্তর 'এতিস্তু-শা-সূ' (পা০ ।৩।১।১০৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্যপ প্রত্যয়, 'অনিত্যম্ আগমশাসনম্' এই নিয়মহেতু তক্-অভাব 'অকৃৎ-সার্ব্বধাতুকয়োঃ' এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইলে পূর্ব্বের মত উকার দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে ক্যপ প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে ধাতুস্বর হইয়াছে, এবং কৃদন্ত-উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর বলিয়া সেই ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল। 'অসঘ্নোঃ' এই পদটীর, সঘ ধাতুর অর্থ হিংসা, কিন্তু এইস্থলে বহনার্থ। সেই বহনার্থ 'সঘ'-ধাতুর উত্তর স্বাদিগণীয় হেতু 'শ্নু' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদ পাদাদিস্থিত হওয়ায় নিঘাত হয় নাই। 'অযজ্ঞঃ,' 'ভাবম্' এই পূর্ব্ব পদটী বাক্যান্তরস্থিত হওয়ায় সেই পূর্ব্বপদের অপেক্ষায় 'সমান বাক্যে নিঘাত যুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ' (যা০৮।১।১৮।১) এই বচনহেতু 'অযজ্ঞঃ' এই পদের নিঘাত হয় নাই। 'মহঃ' এই একটী পূজার্থ মহ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্র দ্বারা ক্বপ্ প্রত্যয়, ও 'সুপাং সুপো ভবন্তি' এই সূত্র দ্বারা শসের স্থানে 'ঙস্' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'সাবেকাচঃ' এই সূত্র দ্বারা উক্ত 'ঙস্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রকারান্তরে ছান্দস-প্রযুক্ত 'শস্' বিভক্তি পরে মহৎ-শব্দের 'অৎ' ভাগের লোপ করিয়া 'মহঃ' পদ সাধিত হয়। উক্ত পদে 'বৃহন্মহতোরূপসংখ্যানং' এই সূত্রানুসারে শস্ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় (৩৫১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটীকে প্রধানতঃ পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশে 'মাতরিশ্বনঃ' শব্দে 'বায়ু' অর্থ গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—'বায়ু দেবতারও পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পূজা হইয়া থাকে।' এতদনুসারে কেহ কেহ টীপ্পনী করিয়াছেন,—'বায়বীয় সূক্ত প্রভৃতির পূর্ব্বে আগ্নেয়-সূক্তের সমাবেশের বিষয় এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে।' এ অর্থে, বহু ঋষিতে মিলিয়া বেদ রচনা করেন, এবং আগ্নেয়-সূক্তের প্রথম মন্ত্র প্রথমে লিখিত হইয়াছিল,—এইরূপ একটা কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমরা সে ভাব পরিপোষণ করি না। আমরা 'মাতরিশ্বনঃ' শব্দে 'প্রাণবায়ুস্বরূপঃ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভগবান যে প্রাণবায়ুরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, এখানে 'মাতরিশ্বনঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। বায়ু-প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়,—'মাতরিশ্বনঃ' তাই প্রাণ-বায়ু। অগ্নিদেব যে 'মাতরিশ্বনঃ' নামে অভিহিত হন, ইহাই তাহার কারণ। এখানে অগ্নি নামে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি যে আদিভূত এবং প্রাণবায়ুরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত, মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বিবৃত আছে। *

ঋকের দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত অর্থ—'যজ্ঞ-সুসম্পন্নের জন্য আপনি যজমানের নিকট আগমন করেন।' এ পক্ষে, আমাদের অর্থ বিশেষ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ অংশ প্রার্থনামূলক। এখানে ভগবদর্চ্চনা-পরায়ণ সাধক আত্মসাক্ষাৎকার-লাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।

ঋকের তৃতীয় অংশ একটু জটিল। এখানকার প্রচলিত অর্থ এই যে,—"আপনাকে আমরা হোতার কার্য্যে বরণ করিতেছি।" সে পক্ষে পরবর্ত্তী অংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া বলা হয়,—"আপনি হোতার কার্য্যে ব্রতী হইলে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত

---

* মূলে 'মাতরিশ্বন' পদ আছে। ভাষ্যকার উহার রূপ 'মাতরিশ্বনে' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'মাতরিশ্বনঃ' রূপ গ্রহণ করিলাম। দুই রূপে একই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায়। কেবল বিভক্তির পরিবর্ত্তন মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে।” এ অর্থে, অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ বলিয়া মনে করা যায়, এবং তিনি যে হোতৃকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। * কিন্তু পূর্ব্বাপর সূক্তের মন্ত্রগুলির অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিতে গেলে, মানুষী ভাব তাঁহাতে অধ্যাহার করা যায় না। অপিচ, শব্দ-কয়েকটি যথাবিন্যস্ত হইলে, উহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ‘হোতৃবূর্য্যে’ পদে, ‘আপনাকে হোতৃপদে বরণ করিলে’ অর্থ না করিয়া, ‘হোতৃগণ কর্ত্তৃক আপনি বরণীয় অর্থাৎ সম্পূজিত হইলে’—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাতে ঋকে সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; ‘আপনি হোতৃগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইলে’ অর্থাৎ ‘মানুষ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে’, দ্যাবা পৃথিবীর দ্বিবিধ শত্রু প্রকম্পিত হয়। শত্রু উভয় লোকেই আছে;—পৃথিবীতে থাকিয়াও মানুষ পাপকর্ম্ম করিতে পারে, স্বর্গধামে উপনীত হইয়াও পাপকর্ম্মে প্রলুব্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। সেই লক্ষ্যই এখানে পরিদৃশ্যমান্। মর্ম্ম এই যে,—‘যাঁহারা ভগবদারাধনায় সদা ন্যস্তচিত্ত থাকেন, মর্ত্ত্যের শত্রু ও স্বর্গের শত্রু কোনও শত্রুই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ কোনরূপ পাপকর্ম্মই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।’

পরবর্ত্তী অংশে, ‘হোতৃকর্ম্মের ভার গ্রহণ করা’ অপেক্ষা ‘পাপভার নাশ করার’ প্রার্থনাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। শেষ অংশে, ‘যিনি তেজঃস্বরূপ জগতের আশ্রয়ভূত, তিনি আমাদের অর্চ্চনা সফল করুন’—এই ভাবই প্রকাশ পায়। যিনি ভগবান, তিনি আবার হোতৃপদ গ্রহণ করিয়া, অপর কাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন? ফলতঃ, ঋকের শেষ অংশদ্বয়ে তাঁহার হোতৃপদ-গ্রহণের ও অন্যদেবতার পূজাকর্ম্ম-সম্পাদনের ভাব উপলব্ধ হয় না। ঐ দুই অংশই পরমপ্রার্থনামূলক। ‘হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমার পাপভার লাঘব করুন, আর আমার পূজা সফল হউক’,—ইহাই ঋকের মুখ্যার্থ। (১ম—৩১সূ—৩ঋ)।

* সকল প্রকার অনুবাদেই এখানে মানুষভাবে অগ্নিকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দেখি। ইংরাজী অনুবাদে লিখিত আছে,—“The two worlds trembled at (thy) election as Hotri.” অর্থাৎ, অগ্নিদেবকে হোতৃপদে নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই বিপক্ষগণ যেন কম্পিত হইবে, এই ভাব প্রকাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।

শ্বাত্রেণ যৎপিত্রোর্মুচ্যসে পর্যা ত্বা

পূর্ব্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। মনবে। দ্যাং। অবাশয়ঃ। পুরূরবসে।

সুঽকৃতে। সুকৃতঽতরঃ।

শ্বাত্রেণ। যৎ। পিত্রোঃ। মুচ্যসে। পরি। আ। ত্বা।

পূর্ব্বং। অনয়ন্। আ। অপরং। পুনরিতি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্) 'মনবে' (লোকানুগ্রহার্থং) 'দ্যাং' (স্বর্গলাভতত্ত্বং) 'ত্বং অবাশয়ঃ' (প্রকটিতবানসি); 'সুকৃতে' 'সুকৃতিসম্পন্নে, ত্বদর্চ্চনপরায়ণে) 'পুরূরবসে' (বহুসৎকর্ম্ম-শালিনি জনে) 'সুকৃত্তরঃ' (অতিশয়েন অনুগ্রহপরায়ণো ভব); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'শ্বাত্রেণ' পাপাপ-নোদনেন) ত্বং 'পিত্রোঃ' (মাতাপিতৃভ্যাং, জন্মকারণাৎ) 'মুচ্যসে' (মোচয়সে শরণাপন্নান্ অস্মান্ ইতি শেষঃ); তস্মাৎ সাধকাঃ 'ত্বা' (ত্বাং আরাধ্য) 'আ পূর্ব্বং' (পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পুনঃ' (পুনরপি) 'আ পরং' (পরজন্মকর্ম্মসম্বন্ধং) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অনয়ন্' (দূরং প্রাপয়ন্তি, নাশয়ন্তীত্যর্থঃ)। হে দেব! ত্বং শরণাগতানাং পাপমোচনেন জন্মমৃত্যুনাশকঃ। তস্মাৎ সাধকাঃ ত্বাং আরাধ্য জন্মান্তরসম্বন্ধং দূরয়ন্তি ইতি ভাবার্থঃ ॥ (১ম—৩১সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! লোকানুগ্রহের নিমিত্ত আপনি স্বর্গলাভের তত্ত্ব প্রকটিত করেন; এবং সুকৃতিসম্পন্ন বহুসৎকর্ম্মশালী আপনার অর্চ্চনাকারিগণের প্রতি আপনি বিশেষ অনুগ্রহপরায়ণ হয়েন। যেহেতু, পাপ-মোচন দ্বারা সাধকগণকে জন্মকারণ হইতে মুক্ত করেন, সেই হেতু সাধকগণ, আপনাকে আরাধনা করিয়া পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফল এবং পরজন্ম-কর্ম্মসম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে নাশ করেন। (১ম—৩১সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং মনবে মনোরনুগ্রহার্থং দ্যাং দ্যুলোকমবাশয়ঃ। শব্দিতবানসি। পুণ্য-] কর্ম্মভিঃ সাধ্যো দ্যুলোক ইতি প্রকটিতবানসি। সুকৃতে তব পরিচরণং কুর্ব্বতে পুরূরবস এতন্নামকস্য রাজ্ঞোঽনুগ্রহার্থং সুকৃত্তরঃ। অতিশয়েন শোভনফলকার্য্যভূঃ। যদ্যদা পিত্রোর-রণ্যোঃ শ্বাত্রেণ ক্ষিপ্রমথনেন পরিমুচ্যসে। পরিতো মুক্তো ভবসি। উৎপদ্যস ইত্যর্থঃ। তদানীন্তু অরণ্যোরুৎপন্নং ত্বাং পূর্ব্বং বেদেঃ পূর্ব্বদেশমানয়ন্। আহবনীয়ত্বেন স্থাপিতবন্তঃ। পুনঃ পশ্চাদপরং পশ্চিমদেশমানয়ন্। গার্হপত্যরূপেণ প্রাপিতবন্তঃ। আহবনীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদূর্দ্ধং গার্হপত্যরূপেণ ধারিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥

অবাশয়ঃ। বাশৃ শব্দে। পুরূরবসে। পুরুরৌতীতি পুরূরবাঃ। রু শব্দে। অস্মাদৌ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি মনুর প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য, দ্যুলোকের কথা বলিয়াছেন; (অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য-সমূহ দ্বারা দ্যুলোক (স্বর্গ) সাধিত হয়,—এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।) আপনার পরিচর্য্যাকারী পুরূরবাঃ' নামক রাজাকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত (আপনি) অত্যন্ত শুভফলপ্রদায়ক হইয়াছেন। আপনি, যৎকালে অরণিদ্বয়ের সত্বর মথন দ্বারা মুক্ত হয়েন (অর্থাৎ, অরণিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন); তৎকালে ঋত্বিক্‌গণ অরণিজাত এইরূপ আপনাকে আবহনীয়রূপে বেদির পূর্ব্বভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং বেদির পশ্চিমভাগে (পশ্চাতে) 'গার্হপত্য-রূপে আনয়ন করিয়াছিলেন; (অর্থাৎ, আহবনীয় কর্ম্মানু-ষ্ঠানের পর আপনাকে গার্হপত্যরূপে ধারণ করিয়াছিলেন।)

'অবাশয়ঃ' এই পদটী, শব্দার্থ "বাশৃ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পুরূরবসে' এই পদটী 'পুরু (প্রশস্ত) শব্দ করে' এই অর্থে পুরু শব্দ পূর্ব্বক 'রু' ধাতুর উত্তর ঔনাদিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্যাদিকেহসুনি পুরসি চ পুরূরবাঃ। উ০ ৪।২।৩১। ইতি পূর্ব্বপদস্থ দীর্ঘো নিপাত্যতে। সুকৃতে। সুকর্ম্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃঞঃ। পা০ ৩।২.৮৯। ইতি ক্বিপ। ততস্তুক্। পিত্রোঃ। উদাত্তয়ণো হল্‌পূর্ব্বাদিতি। বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মুচ্যসে। অতুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। যদ্যপি সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি বচনাদ্বিকরণস্বরঃ সতি শিষ্টোহপি লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরস্য বাধকো ন ভবতি। তথাপি ধাতুস্বরং বাধত এব ধাতুস্বরং শ্নাস্বর ইত্যুক্তত্বাৎ। অতো যক এব স্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (৩৫২) ঋকের বিশদার্থ।

—————:•:—————

এ ঋক্‌টীতে নানা প্রকার অর্থ পরিকল্পিত হয়। রাজা মনুর সহিত অগ্নি-দেবের কথোপকথন হইয়াছিল, রাজা পুরূরবাকে অগ্নিদেব অনুগ্রহ করিয়া-ছিলেন, আবার দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নিদেবের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। উৎপত্তি—কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে; কথোপকথন—মনু মহারাজের সহিত; উপকারী বন্ধু—পুরূরবা রাজার। * কি প্রকারে এ সকল উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, আমরা তাহা অনুভবেই আনিতে পারি

'অসুন্' প্রত্যয়, ও 'পুরুসিচ' (উ০ ৪।২৩০) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'সুকৃতে' এই পদটী সু পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর উত্তর 'সু-কর্ম্ম পাপমন্ত্র পুণ্যেষু কৃঞঃ (পা০ ২।২।৮৯) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়; তাহার পর তুক্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'পিত্রোঃ' এই পদে 'উদাত্ত যণে হলপূর্ব্বাৎ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সতি শিষ্টস্বর বলীয়স্ত্বং অন্যত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বচন হেতু বিকরণস্বর বর্ত্তমানে শিষ্ট হইলে যদিও ল-সার্ব্বধাতুক স্বরের বাধক হয় না; তথাপি ধাতুস্বরকে বাধা দিতেছে। কারণ, 'ধাতুস্বরং শ্না স্বরঃ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এই হেতু যক্ প্রত্যয়েরই স্বর প্রাপ্ত হইলে পর বিপর্য্যয়-ক্রমে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

---

* ঋক্‌টীর কিরূপ অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—(১) "হে অগ্নিদেব আপনি মনুষ্য-জাতির আদি-পুরুষ মনুর উপকারার্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়। আপনি পুণ্যকর্ম্মশালী পুরূরবা নৃপতিকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছেন। যথাকালে আপনি কাষ্ঠদ্বয় হইতে ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, তখন ঋত্বিকেরা আপনাকে বেদীর পূর্ব্বদিকে আনয়ন পূর্ব্বক আহবনীয়রূপে স্থাপন করেন এবং পুনর্ব্বার বেদীর পশ্চিম দিকে আনয়ন পূর্ব্বক গার্হপত্যরূপে স্থাপন করেন।" ঋকের ইংরাজী অনুবাদ;—"Thou, O Agni, hast caused the sky roar for Manu, for the welldoing Pururavas,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। শব্দ-সমষ্টির ব্যাখ্যায় একটা ধারাবাহিক ভাবসঙ্গতি আবশ্যক। যদি তাহা না হয়, তবে ব্যাখ্যা বিফল অথবা বেদ বিফল—দুইয়ের এক নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন, আমরা যে অর্থ-যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতি-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'মনবে' পদে কেন 'মনু-মহারাজের' সম্বন্ধ আমনন করি? 'মনুষ্যের জন্য, লোকানুগ্রহের জন্য'—এ ভাব কি 'মনবে' পদে সঙ্গত হয় না? স্বর্গলাভ-তত্ত্ব কেবল তিনি মনুর নিকটই প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর কি অপর কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন না? সাধকের নিকট, ভক্তের নিকট, তিনি যে নিয়তই পরমার্থ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন! কোন্ কালে কখন্ একবার স্বর্গের বিষয় বিবৃত করিলেই কি ভগবানের কার্য্য শেষ হয়? তার পর, সুকৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা পরূরবাকে তিনি যে অতিশয় অনুগ্রহ করেন;—এবম্বিধ উক্তিও নিত্যসত্যস্বরূপ বেদে ভগবানের সম্বন্ধে যথাপ্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কদাচ ধারণা হয় না। এক রাজা পুরূরবাই কি তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। তিনি যে উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা সমান অনুগ্রহ পরায়ণ আছেন,—ইহাই নিত্যসত্য; আর সেই তত্ত্বই ঋকের এ অংশে পরিব্যক্ত। 'পুরূরবা' শব্দে, আমরা বলি, এখানে পুরূরবা নামক কোনও রাজার প্রতি লক্ষ্য নাই; এখানে ঐ শব্দে বহুসৎকর্ম্মশালী মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে। দুই প্রকারে ঐ একই অর্থে আমরা 'পুরূরবা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতেছি। 'পুরূ—দেবলোক+'রবস্'—স্বর='পুরূরবস্' শব্দ নিষ্পন্ন। অথবা, পুরুরব='পুরু'—'বহু'+রবস্'—কর্ম্ম। প্রথমোক্ত ব্যুৎপত্তিক্রমে 'পুরূরবা' শব্দের অর্থ হয়—'যাঁহার স্বর শব্দ বা স্তুতি দেবসমীপে উপস্থিত হয়।' অর্থাৎ, যিনি পরম ভক্ত সাধক, ঐ ব্যুৎপত্তিতে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করে। অপর ব্যুৎপত্তিক্রমে 'পুরুরবা' শব্দে বহুসৎকর্ম্মশীল জনকে বুঝাইতে পারে। যাঁহারা সুকৃতিসম্পন্ন পরমভক্ত, তাঁহাদের প্রতি ভগবান যে

---

being thyself a greater welldoer. When thou art loosened by power from thy parents, they led thee hither before and afterwards again,"—H. Oldenberg, Edited by MaxMuller;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকতর অনুগ্রহপরায়ণ আছেন, মন্ত্রাংশে সেই ভাবই প্রকট রহিয়াছে। 'শ্বাত্রেণ' পদ কি প্রকারে সাধিত হয়, সায়ণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি স্থূলভাবে ঐ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন,—'ক্ষিপ্র মথনেন।' তদনুসারে 'পিত্রোঃ' পদে 'অরণি কাষ্ঠদ্বয়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ, অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সায়ণের এবং সকল ব্যাখ্যাকারের মতেই 'শ্বাত্রেণ পিত্রোঃ' পদদ্বয়ের ইহাই ভাবার্থ। 'মুচ্চসে' ক্রিয়াপদ সে পক্ষে 'উৎপন্ন হয়' ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ কয়েকটী পদের সঙ্গত অর্থ 'পাপমোচন দ্বারা জন্মকারণ হইতে মুক্ত করা।' কি প্রকারে ঐ অর্থ আমনন করা যায় পদকয়েকটীর বিশ্লেষণেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। 'শ্বাত্র,—শ্ব+ত্র—স্বার্থে ষ্ণ। ইহাতে অর্থ হয়—শ্বন্ অর্থাৎ কুকুরের ন্যায় নীচস্বভাব হইতে ত্রাণ করা। তাহা হইতে 'শ্বাত্রেণ' পদের অর্থ—পাপ অপনোদনের দ্বারা। 'পিত্রোঃ' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহার প্রতিবাক্য 'মাতাপিতৃভ্যাং' গ্রহণ করিলাম। তাহাতে 'জন্মকারণ হইতে'—এই অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। 'মুচ্চসে' ক্রিয়াপদ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থে 'মোচন করে' এই ভাব প্রকাশ করে। ইহাতেই ঐ অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। জন্মকারণ পিতামাতার সংশ্রব হইতে চিরবিচ্যুত হওয়াই মুক্তি। পাপাপনোদন ভিন্ন সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। 'শ্বাত্রেণ পিত্রোঃ মুচ্চসে'—এই বাক্য সেই মুক্তির অবস্থার বিষয়ই জ্ঞাপন করিতেছে। পরবর্ত্তী অংশ উহার সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য-বিশিষ্ট। পিতামাতার সম্বন্ধ জন্মকারণ মুক্ত হইলেই বলা যাইতে পারে,—'ভগবানকে আরাধনার ফলে সাধক সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফল এবং পরজন্মকর্ম্মসম্বন্ধ নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।' এবম্বিধ পরম মোক্ষ-তত্ত্বই ঋকের মধ্যে প্রার্থনার ছলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রার্থী বলিতে-ছেন,—'হে দেব! আপনি শরণাগত জনের পাপমোচনে তাহাদের জন্ম-মৃত্যুগতি রোধ করেন। আপনাকে আরাধনা করিয়া সাধক জন্মান্তর সম্বন্ধ দূর করিতে সমর্থ হয়। আমি যেন আপনার অর্চ্চনা করিয়া আপনার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩১সূ—৪ঋ)।

—:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ

য আহুতিং পরি বেদা বষট্-

কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। বৃষভঃ। পুষ্টিঽবর্ধনঃ। উদ্যতঽস্রুচে। ভবসি। শ্রবায্যঃ॥

যঃ। আঽহুতিং। পরি। বেদ। বষটঽকৃতিং। একঽআয়ুঃ।

অগ্রে। বিশঃ। আঽবিবাসসি ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্!) 'ত্বং বৃষভঃ' (অভীষ্টসাধকঃ) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (সর্ব্বথা পরিপুষ্টি-বর্দ্ধকঃ), 'উদ্যতস্রুচে' (আরাধনাতৎপরায় তদনুগ্রহায়) 'শ্রবায্যঃ' (শ্রবণীয়ঃ, উপাসকানাং স্তোত্রৈরিত্যর্থঃ) 'ভবতি' (অসি) ; 'যঃ' (উপাসকঃ) 'বষট্কৃতিং' (বষট্কারযুক্তং, মন্ত্রসহ-যুতং) 'আহুতিং' (আহ্বানং, হবনীয়ং) 'পরিবেদ' (সম্যক্ জানাতি, সমর্পয়তি) সঃ 'একায়ুঃ' (পূর্ণায়ুঃ, দীর্ঘায়ুষঃ) 'বিশঃ' (ধনাঢ্য ভবতীতি শেষঃ) ; তেন ত্বং 'অগ্রে' (জনানাং পুরস্তাৎ) 'আবিবাসসি' (আত্মস্বরূপং সর্ব্বত্র প্রকাশয়সি)। অভীষ্টসাধকঃ স ভগবান্ উপাসকানাং পূজাং গৃহ্নাতিঃ ; উপাসকা চ সর্ব্বে দীর্ঘায়ুর্বিশিষ্টাঃ ধনাঢ্যাঃ ভবন্তি ; তেষাং প্রভাবৈশ্চ ইহজগতী ভগবন্মহিমা প্রকটিতা ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—৫ঋ) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

'হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি অভীষ্টসাধক এবং সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্টিবর্দ্ধক; অর্চ্চনাকারিদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি তাঁহাদের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন। যে উপাসক, মন্ত্রসংযুত আহ্বান করিতে সম্যক্ জানেন, অথবা আপনাকে মন্ত্রসংযুত হবনীয় সমর্পণ করেন; তিনি দীর্ঘায়ুঃ (পূর্ণায়ু) ও ধনাঢ্য হন; তাঁহার দ্বারা (তাঁহার সৎকর্ম্মপ্রভাবে) সাধারণের নিকট সর্ব্বত্র আপনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। (অর্থাৎ, উপাসকের সাহায্যেই ভগবত্তত্ত্ব প্রকটিত হয়)। (১ম—৩১সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা পুষ্টিবর্দ্ধনো যজমানস্য ধনাদিপোষাভিবৃদ্ধিহেতুঃ। উদ্যতস্রুচ উদ্ধতয়া স্রুচা যুক্তায় যজমানায় তদনুগ্রহার্থং শ্রবায্যো মন্ত্রৈঃ। শ্রবণীয়ো ভবসি। যো যজমানো বষট্‌কৃতিং বষট্‌কারযুক্তামাহুতিং পরিবেদ। পরিতো জানাতি। সমর্পয়তীত্যর্থঃ। একায়ুর্মুখ্যান্নস্ত্বমগ্নে প্রথমং তং যজমানং বিশস্তদনুকূলাঃ প্রজা আবিবাসসি। সর্ব্বত্র প্রকাশয়সি॥

পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। বৃধু বৃদ্ধৌ। অস্মাণিজন্তান্নন্দাদিত্বাৎ ল্যুঃ। লিৎস্বরেণোত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বং কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। উদ্যতস্রুচে। যম উপরমে। অস্মাদুটপূর্ব্বান্নিষ্ঠে'ত ক্তপ্রত্যয় অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি, যাবতীয় অভীষ্টফলবর্ষণকারী, যজমান-সম্বন্ধীয় ধনাদির পুষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ, এবং উদ্ধত স্রুচ্‌যুক্ত (অর্থাৎ স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ) যজমানের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য মন্ত্রসমূহ দ্বারা শ্রবণযোগ্য হইয়া থাকেন। যে যজমান, বষট্‌কার-সংযুক্ত আহুতির বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত আছে (অর্থাৎ উক্তরূপ আহুতি সমর্পণ করিয়া থাকে), হে অগ্নিদেব! প্রধান অন্নযুক্ত আপনি, সেই যজমানকে ও তাহার অনুকূল প্রজাবর্গকে সর্ব্বস্থানে প্রকাশিত (প্রতিষ্ঠাযুক্ত) করিয়া থাকেন।

'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' এই পদটী, বৃদ্ধিবোধক 'বৃধ' ধাতুর উত্তর 'নিচ্'; 'পুষ্টি' শব্দ পূর্ব্বক ঐ নিজন্ত 'বৃধ' ধাতুর উত্তর নন্দাদি হেতু 'ল্যু' (অন্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে লিৎ-স্বর দ্বারা উত্তর (বর্দ্ধনঃ) পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং সেই উদাত্ত স্বরই প্রকৃতি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। 'উদ্যত স্রুচে' এই পদটীতে, উপরমার্থ 'যম' ধাতুর উত্তর 'উট পূর্ব্বান্নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয়; তৎপরে 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিক বর্ণের (মকারের) লোপ করিয়া উদ্যত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরত্বং। উদ্যতা স্রুক্ যেনিতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বেদ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩২ ॥

* * *

পঞ্চম (৩৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:o:—

এ ঋক্‌টীর অর্থ-পরিগ্রহ-বিষয়ে এক ব্যাখ্যাকারের সহিত অন্য ব্যাখ্যা-কারের প্রায় মতৈক্য দৃষ্ট হয় না। সায়ণ একরূপ লিখিয়া গিয়াছেন; এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের গবেষণা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিয়াছেন। * ব্যাখ্যাকারগণের মতদ্বৈধের প্রধান

শব্দে 'গতিরনন্তর' এই সূত্র দ্বারা গতির (উৎ উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অনন্তর, 'উদ্যত (হইয়াছে) স্রু যৎকর্ত্তৃক' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বেদ' এই পদে 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম-মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

* * *

---

* সায়ণের ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাঁহার পরিগৃহীত অর্থ উপলব্ধ হইবে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দুই একটী নিম্নে প্রকটিত করিলাম। (১) 'হে অগ্নিদেব, যে যজমান বষট্‌কারমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনি হবির্দ্দানের নিমিত্ত যজ্ঞপাত্র ধারণ করিয়া আপনার অনুগ্রহের নিমিত্ত কামনাপূরক সম্পদ্বর্দ্ধক আপনাকে মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন; যেহেতু একমাত্র অন্নদাতা (একমাত্র রক্ষক) আপনি সকল মনুষ্যকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করেন।' (২) 'হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্দ্ধক; যজমান স্রুচ্ উন্নত করিবার সময় তোমার যশ কীর্ত্তন করে; যে যজমান বষটকারযুক্ত আহুতি সমর্পণ করে, হে একমাত্র অন্নদাতা অগ্নি! তুমি প্রথমে তাহাকে, তৎপরে সকল লোককে আলোক দান কর।' (৩) "Thou, O Agni, the bull, augmenter of prosperity, art to be praised by the sacrificer who raises the spoon, who knows all about the offering and (the sacrifice performed with) the word Vashat. Thou (god) of unique vigour art the first to invite the clans-" —H. Oldenberg. ইংরাজীতে 'বৃষভঃ' পদে ষাঁড় অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সায়ণও পূর্ব্বে ঐ শব্দে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে ব্যত্যয় দেখা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ—'অগ্রে' পদ। কেহ 'অগ্রে' স্থলে 'অগ্নে' পাঠ গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রের শেষাংশে ঐ পদে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কেহ বা, ভগবানের করুণাবিতরণ-সম্বন্ধে অগ্রে ও পশ্চাতে—কাহারও পক্ষে অগ্রে ও কাহারও পক্ষে পরে—অর্থ আমনন করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশের অর্থ বিষয়ে বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। তবে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এক দিক দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা অপর দিক দিয়া একই ভাব লক্ষ্য করিতেছি। সায়ণাদির ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হয়,—'যজমান স্রুক্ উত্তোলন করিয়া তোমার যশঃকীর্ত্তন করে।' কিন্তু আমরা অর্থ করিলাম,—প্রার্থনাকারীর প্রতি কৃপা-প্রকাশের জন্য আপনি তাহাদের স্তোত্র শ্রবণ বা গ্রহণ করেন।' আমাদের গৃহীত এই অর্থের সহিত মন্ত্রের প্রথমাংশের ও শেষাংশের ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 'উদ্যতস্রুচে' পদে সাধারণতঃ 'আরাধনাতৎপর' অর্থ আসে। 'শ্রবায্যঃ' পদ, শ্রবণার্থ-মূলক 'শ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহাতে ভাব আসে—ভক্তজনের স্তোত্র ভগবানের কর্ণে স্থান পায়। ভক্তের আহ্বান যে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। 'একায়ুঃ' শব্দের অর্থ—'পূর্ণায়ুঃ'। 'এক অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন—অখণ্ড হইয়াছে আয়ু যাঁর—তিনিই একায়ু।' অসৎকর্ম্মের দ্বারা জীবের আয়ুঃ নিত্যই খণ্ডিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সৎকর্ম্মের প্রভাবে সে ক্ষয়রহিত হয় ; অর্থাৎ সৎকর্ম্ম দ্বারাই মানুষ পূর্ণায়ুঃ-লাভে সমর্থ হয়। 'বিশঃ' পদ—'ধনাঢ্য' অর্থ জ্ঞাপক। ঐ পদে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ধনাধিকারিত্বই প্রকাশ পায়। ভগবানের আরাধনায় যে জন একান্ত অনুরত, ইহলোকে সে জন ধনধান্যরূপ সম্পদের অধিকারী হয় এবং পরলোকে সে মোক্ষধনের প্রাপক হইয়া থাকে। সে সকল ভক্ত সাধকের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই ইহসংসারে ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। কোথাও "আবিবাসসি" স্থলে "আবিবাসতি" পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতেও ভাবে ঐ একরূপ অর্থই আসে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি, অভীষ্টসিদ্ধকারী, সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃসাধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত নহেন—সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা চিরসুখী ও দীর্ঘায়ু হইয়া ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হয়েন এবং জগতে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। (১ম—৩১সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বমগ্নে বৃজিনবর্ত্তনিং নরং সক্মন্ পিপর্ষি
বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিৎ
সমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। বৃজিনঽবর্ত্তনিং। নরং। সক্মন্। পিপর্ষি।
বিদথে। বিঽচর্ষণে।
যঃ। শূরঽসাতা। পরিঽতক্ম্যে। ধনে। দভ্রেভিঃ। চিৎ।
সংঽঋতা। হংসি। ভূয়সঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচর্ষণে' (বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তে) 'অগ্নে' (হে ভগবন্!) 'বৃজিনবর্ত্তনিং' (বিপথগামিনং) 'নরং' (পুরুষং) 'সক্মন' (সচনীয়ে, যোগ্যে) 'বিদথে' (কর্ম্মণি) 'ত্বং পিপর্ষি' (ত্বং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালয়সি, নিয়োজয়সি); উন্মার্গগামিনঃ জনাঃ ভবদনুগ্রহেণ সন্মার্গাবলম্বিনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। 'যঃ' (যস্তং) 'পরিতক্ম্যে' (সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্তে সঙ্কটসমাকুলে) 'ধনে' (ধনাধিকারে, আত্মরক্ষণায়, পরমাত্মতত্ত্বলাভায় ইতি যাবৎ) 'শূরসাতা' (শূরৈঃ সংভজনীয়ে যুদ্ধে, বিষমসংসারসমরাঙ্গনে) 'দর্ভেভিশ্চিৎ' (অল্পৈরপি, শৌর্য্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ) 'সমৃতা' (সম্যক্ যোদ্ধুং প্রাপ্তে সতি, তদনুগ্রহার্থং) 'ভূয়সঃ' (প্রৌঢ়ান্ প্রতিপক্ষিণঃ শত্রূন্, অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবঃ সর্ব্বান্) 'হংসি' (মারয়সি)। হে দেব। ত্বং হি পরমকরুণাপরায়ণঃ। তব কৃপয়া বিপথগামিনঃ জনাঃ সৎপথানুবর্ত্তিনঃ ভবন্তি। সঙ্কটসমাকুলে বিষমসংসারসমরাঙ্গনে ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্নং নরং ত্বং পরিত্রায়সীতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশিষ্টজ্ঞান-নিদান হে ভগবন্ অগ্নিদেব! বিপথগামী পুরুষকে আপনিই যোগ্যকর্ম্মে (সৎকর্ম্মে) নিয়োজিত করেন; উন্মার্গগামিজন আপনার অনুগ্রহেই সন্মার্গাবলম্বী হয়); সঙ্কটসমাকুল ধনের অধিকারের জন্য (আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে) সংসার-সমরাঙ্গনে বিষম সমরে প্রবৃত্ত হইলে, অল্পসামর্থ্যবান্ পুরুষের দ্বারাই, সেই ভগবান্ প্রবল প্রতিপক্ষ শত্রুগণের (অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকলের) সংহার সাধন করেন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি পরমকরুণাপরায়ণ; আপনার কৃপায় বিপথগামী জন সৎপথানুবর্ত্তী হয়। সঙ্কটসমাকুল বিষম সমরাঙ্গণে ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন মানুষকে আপনিই পরিত্রাণ করেন)। (১ম—৩১সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিচর্ষণে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তাগ্নে ত্বং বৃজিনবর্ত্তনিং বিপ্লুতমার্গং সদাচাররহিতং নরং পুরুষং সক্মন্ সচনীয়ে সমবেতং যোগ্যে বিদথে কর্ম্মণি পিপর্ষি পালয়সি পূরয়সি বা। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তং করোষীত্যর্থঃ। যস্ত্বং পরিতক্ম্যে পরিতো গন্তব্যে ধনে ধনবচ্ছূরাণাং প্রিয়তমে শূরসাতা শূরৈঃ সম্ভজনীয়ে যুদ্ধে দভ্রেভিশ্চিদল্পৈরপি শৌর্য্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত অগ্নিদেব। আপনি, বিপথগামী অর্থাৎ সদাচারশূন্য পুরুষকে যোগ্যকর্ম্মে পালন করেন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। আপনি অভিগমনযোগ্য ও ধনের ন্যায় শূরগণের অতিপ্রীতিকর এবং শূর (বিক্রমশালী) সমূহের ভজনীয় (ক্রীড়াস্থল) এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য অর্থাৎ বিক্রমহীন পুরুষকেও উপযুক্ত করেন। নিরুক্তগ্রন্থে যাস্ক, 'দভ্রমর্ভকমিত্যল্পস্য' (নি০৩,২০) এইরূপে দভ্র শব্দের অর্থ অল্প বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দভ্রমর্ভকমিত্যল্পস্য। নি০ ৩।২০। ইতি যাস্কঃ। সমৃতা সম্যক্ যোদ্ধুং প্রাপ্তে সতি তদনুগ্রহার্থং ভূয়সঃ প্রৌঢ়ান্‌পক্ষিণঃ শত্রূন্ হংসি। মারয়সি। ঈদৃশস্তব মহিমৈত্যর্থ॥

বৃজিনবর্ত্তনিং বৃজিনা বর্ত্তনির্যস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সস্মন্। ষচ সমবায়ে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। নেড্‌বশি কৃতীতীট্ প্রতিষেধঃ। ন্যংক্বাদিত্বাৎ। পা০ ৭।৩।৫৩। কুত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। পিপর্ষি। পৄ পালনপূরণয়োঃ। সিপি শ্লৌ দ্বির্ভাবহ্রস্বোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। শূরসাতা। শু গতৌ। শুষিচিমীনাং দীর্ঘশ্চেতি শূরশব্দে রন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। বনষণসম্ভক্তাবিত্যস্মাৎ ক্তিন্নন্তঃ সাতিশব্দঃ। জনসনখনাং। সঞ্ঝলোরিত্যাত্বং। শূরাণাং সাতিঃ সম্ভজনমত্রেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ। পরিতক্ম্যে। তক হসনে অস্মাদৌণাদিকো ভাবে মক্। তদর্হতীতি ছন্দসি চ। পা০ ৫।১।৬৯। ইতি যঃ। প্রাদয়ো গত্যন্থর্থ প্রথময়েতি সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দভ্রেভিঃ। দম্ভু দম্ভে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ।

বিক্রমহীন পুরুষও যদি সম্যক্-রূপে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রৌঢ় (প্রবল) প্রতিপক্ষস্থিত শত্রুগণকে আপনি সংহার করিয়া থাকেন।

'বৃজিনবর্ত্তনিং' এই পদে 'বৃজিন (পাপ-যুক্ত, অসৎ) 'বর্ত্তনি' (পথ, আচরণ) যাহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সস্মন্' এই পদটী, সমবায় (সম্বন্ধ) বোধক 'ষচ' ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে মনিন প্রত্যয়, 'নেড্‌বশিকৃতি' এই সূত্র দ্বারা ইটের (ইনের) নিষেধ, ন্যংক্বাদিত্বহেতু '(ন্যংক্বাদীনাঞ্চ' পা০৭।৩।৫৩) সূত্রানুসারে কু-(চ-স্থানে 'ক') আদেশ, এবং 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'পিপর্ষি' এই পদটী, পালন ও পূরণার্থ পৄ ধাতুর উত্তর লট্ সিপ্, 'শ্লা' দ্বিত্ব, হ্রস্ব, ঋ-স্থানে অকার ও হলাদির অবশেষ, এবং 'অর্ত্তি পিপর্ত্তেশ্চ' এই সূত্রানুসারে দ্বিরুক্ত ভাগের স্থানে ই-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'শূরসাতা' এই পদটীর সাধন-প্রণালী এইরূপ,—গত্যর্থ শু-ধাতুর উত্তর 'শুষি-চিমীনাং দীর্ঘশ্চ' এই সূত্রানুসারে 'রন্' প্রত্যয়ান্ত শূর-শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। বন ও ষণ ধাতুর অর্থ সম্ভোগ; সম্ভোগার্থক ষণ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া 'কাতিন' শব্দ নিষ্পন্ন। তদুত্তর 'জনসনখনাং' সঞ্ঝলোঃ এই নিয়মানুসারে 'আৎ' করিয়া 'সাতি' শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে। 'শূরগণের সহিত সংভজন হয় ইহাতে'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে 'সাতি' শব্দের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সুপাংসুলুক' এই নিয়মে উক্ত পদে সপ্তমী বিভক্তিতে ডা আদেশ বিহিত। "পরিতক্ম্যে" পদের সাধন-প্রণালী এইরূপ; যথা—তক্ ধাতুর অর্থ—হসন্ (হাসি)। উণাদিগণীয় বলিয়া তক্ ধাতুর উত্তর ভাবে মক্ প্রত্যয়। "তদর্হতীতি ছন্দসি চ" (পা০ ৫।১।৬৯) এই সূত্রানুসারে স প্রত্যয়। প্রাদাদি গত্যর্থ মূলক। প্রথমে সমাসে অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "দভ্রেভিঃ,"—দম্ভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমৃতা গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্ববদাকারঃ। হংসি। হন্তেঃ সিপি নশ্চাপদান্তস্য ঝলি। পা০ ৮।৩২৪। ইত্যনুস্বারঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ভূয়সঃ। বহলোঁপো ভূ চ বহোরিতি বহুশব্দাদুত্তরস্যেয়সুন ঈকারলোপো বহোর্ভূভাবশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩১সূ—৬ঋ)॥

* . *

ষষ্ঠ (৩৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

পাপের প্রলোভন সংসারের চারিদিক ঘেরিয়া আছে। তাহারা নিয়তই মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আর, তাহাদের সেই প্রলোভনের ফলে মানুষ নিয়ত উন্মার্গগামী হইতেছে। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা,—তিনি সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সতর্ক করিতেছেন। কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়না মস্তকের উপর নিপতিত হয়। সে কি? সে কি তাঁহার সাবধান করা নহে? সে তাড়নার ফলে যদি সাবধান হইতে পারিলে, বিপথে পদক্ষেপ না করিলে, উদ্ধার পাইয়া গেলে। কিন্তু যদি সে তাড়নায়ও নিরস্ত না হও, মদমত্ত বারণের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিপথে প্রয়াণ কর; তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ঋকের প্রথমাংশ ভগবানের করুণার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। তিনি তোমায় সাবধান করিতেছেন;—বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করিও না। উন্মার্গগামী না হইলে, সেই ভগবান্ তোমার কর্ম্মপথ তোমায় দেখাইয়া দিবেন,—তিনি স্বতঃপরতঃ তোমায় পালন করিবেন।

এ সংসার বিষম সমর-ক্ষেত্র। শত্রু অসংখ্য—অগণ্য। তাহাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির অবধি নাই। বলদর্পে তাহারা এতই দর্পী যে,

---

ধাতুর অর্থ দম্ভ—অহঙ্কার। 'স্ফায়িতঞ্চ' ইত্যাদি নিয়মে উহাতে রক্ প্রত্যয়। বহুলং ছন্দসী'তি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইহাতে ভিসের স্থানে ঐস আদেশ হইল না। 'সমৃতা'; পদে 'গতিরনন্তরং' এই নিয়মে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতে আকারাদেশ হইল। "হংসি" এই পদে "হন্তেঃ সিপি" ইত্যাদি সূত্রানুসারে (পা০ ৮।৩।২৪) অনুদাত্তস্বর হইল। যদ্বৃত্তযোগহেতু ইহাতে নিঘাতস্বর হইল না। "ভূয়সঃ" এই পদে "বহলোঁপো ভূ চ" ইত্যাদি নিয়মে বহু শব্দের ঈয়শূন প্রত্যয়ের ঈ-কারের লোপ হইল। ভাবে বহু শব্দে ভূ আদেশ। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত॥ (১ম—৩১সূ—৬ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিবড় শক্তিশালী যোদ্ধাকেও তাহাদিগের নিকট পরাভূত ও বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। মানুষ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হয় কি জন্য? ধনৈশ্বর্য্য রাজ্যসম্পৎ লাভ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপনই সমরায়োজনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শত্রু যেখানে প্রবল-পরাক্রান্ত, শত্রু যেখানে অমিত-বলশালী, সেখানে জয়লাভের আশা সুদূরপরাহত; পরন্তু পদে পদে অপমানেরই সম্ভাবনা দেখা যায়। বাহিরের সমর-সম্বন্ধেও যে ভাব, অন্তরের যুদ্ধ-বিষয়েও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। বহিঃশত্রুর আশঙ্কা বরং অল্প; কিন্তু অন্তঃশত্রুই প্রবল অনিষ্টকারক। রাজ্য-মধ্যে আপনার প্রজাবর্গ যদি বিদ্রোহী হয়, অন্তঃশত্রু যদি প্রবল হইয়া উঠে, সে রাজ্যের সে রাজার শ্রেয়ঃ আছে কি? অন্তরের যুদ্ধ সম্পর্কে এ তত্ত্ব বিশেষভাবে বোধগম্য হওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, তুমি কোন্ ধনের আকাঙ্ক্ষা কর? সেই পরমতত্ত্ব মোক্ষ-ধনই কি তোমার প্রধান প্রার্থনীয় নহে? কিন্তু মনে করিয়া দেখ দেখি, সে ধন লাভের পথে কি বিষম অন্তরায়-সমূহই দণ্ডায়মান রহিয়াছে? প্রবল রিপুশত্রুগণ সে পথে ভীষণ ব্যূহ রচনা করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সপ্তরথীতে ঘেরিয়া যেমন অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, তোমার সংহার-সাধনের জন্য তোমার পাপ-বুদ্ধি পরিচালিত রিপুবর্গ সেইরূপ তোমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার কোনও সামর্থ্যই নাই যে, তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পার। এ ক্ষেত্রে একমাত্র রক্ষার ভরসা—সেই ভগবান্! তুমি অল্পমাত্র শক্তিশালী হইলেও, তিনি যদি তোমার সহায় হন, শত্রু অবশ্যই বিমর্দ্দিত হইবে। নচেৎ, কোনই ভরসা নাই। কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার কৃপালাভ করিবে? ঋক্ সেই ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। প্রথমে বলিতেছে,—বিপথগামী মানুষকে তিনিই সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ শুনিলে, তিনি আপনিই পথ দেখাইয়া দেন ’ তার পর বলিতেছে,—‘যদি সেই পরম ধন লাভের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, শত শত্রুর প্রবল বাধা দমিত করিয়া তিনি তোমায় সে ধন প্রদান করিবেন।’ ঋকের দুই অংশ, এই দুই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। (১ম—৩১সূ—৬ঋ)॥

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্তং দধাসি

শ্রবসে দিবেদিবে।

যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি

প্রয় আ চ সূরয়ে॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। তং। অগ্নে। অমৃতঽত্বে। উৎঽতমে। মর্ত্তং।

দধাসি। শ্রবসে। দিবেঽদিবে।

যঃ। তাতৃষাণঃ। উভয়ায়। জন্মনে। ময়ঃ। কৃণোষি।

প্রয়ঃ। আ। চ। সূরয়ে॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে ভগবন্) 'তং' (তবার্চ্চনপরং) 'মর্ত্ত্যং' (মনুষ্যং) 'দিবে দিবে' (নিত্য-কালং) 'শ্রবসে' (কীর্ত্তিযুক্তে) 'উত্তমে' (উৎকৃষ্টে) 'অমৃতত্বে' (মরণরহিতে পদে) 'ত্বং দধাসি' (ধারয়সি); 'যঃ' (অর্চ্চনাকারী) 'উভয়ায় জন্মনে' (জন্মান্তরগ্রহণে স্বর্গলোক-গমনে কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ইতি যাবৎ) 'তাতৃষাণঃ' (অতিশয়েন তৃষ্ণাযুক্তো ভবতি) তস্মৈ 'সূরয়ে' (অভিজ্ঞানসম্পন্নায়, ভক্তিপরায়ণায় সাধকায়) 'ময়ঃ' (সুখং) 'প্রয়ঃ চ' (অন্নং চ) 'আ কৃণোমি' (আকরোষি, সর্ব্বতোভাবেন দদাসি)। সর্ব্বতো ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিং লভন্তে : কিন্তু যঃ সাধকঃ নরজন্মং বা স্বর্গসুখং কাঙ্ক্ষতি, স এব তৎ প্রাপ্নোতি। প্রার্থী কোঽপি বিমুখো ন ভবতীতি ভাব। (১ম—৩১সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনার অর্চ্চনাপরায়ণ মনুষ্যগণকে আপনি সদাকাল কীর্ত্তিযুক্ত (রাখিয়া) সর্ব্বোত্তম অমর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন; অপিচ, আপনার যে অর্চ্চনাকারী উভয়বিধ জন্ম-লাভে (জন্মান্তরগ্রহণে বা স্বর্গলোকগমনে) অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হয়, সেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ উপাসককে আপনি (তাহার প্রার্থনানুরূপ) সুখ ও অন্ন সর্ব্বতোভাবে প্রদান করিয়া থাকেন। ভাব এই যে,—সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপরায়ণজন মুক্তি লাভ করেন! কিন্তু যে সাধক নরজন্ম বা স্বর্গসুখ আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন। প্রার্থী কেহই বিমুখ হয়েন না। (১ম—৩১সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং তং মর্ত্তং তথাবিধং ত্বৎসেবিনং মনুষ্য দিবেদিবে প্রতিদিনং শ্রবসেঽন্নার্থ-মুত্তমেঽমৃতত্ত্বে উৎকৃষ্টে মরণরহিতে পদে দধাসি। ধারয়সি যো যজমান উভয়ায় জন্মনে দ্বিবিধজন্মার্থং। দ্বিপদাং চতুষ্পদাং লাভায়েত্যর্থঃ। তাতৃষাণোঽতিশয়েন তৃষ্ণাযুক্তো ভবতি তস্মৈ সুরয়েঽভিজ্ঞায় যজমানায় ময়ঃ সুখং। যদ্বৈ সুখং তন্ময় ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। প্রায়শ্চান্নমপ্যাকৃণোষি। সর্ব্বতঃ করোষি॥

তাতৃষাণঃ। ঞিতৃষা পিপাসায়াং। লিটঃ কানচ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। কৃণোষি। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যুপ্রত্যয়ঃ। চাদি-লোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—৩১সূ—৭ঋ)॥

হে অগ্নি। আপনি আপনার সেবাপরায়ণ মর্ত্ত্য মনুষ্যকে প্রতিদিন অন্নদান-নিমিত্ত অমৃত (মরণরহিত) পদে ধারণ (পোষণ) করিয়া থাকেন। যে যজমান দ্বিবিধ জন্মার্থ (দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জন্মলাভের নিমিত্ত) অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত হয়েন, সেই অভিজ্ঞ যজমানের জন্য আপনি সর্ব্বতোভাবে সুখ ও অন্ন দান করেন। শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে,—তন্ময়ত্বই সুখ।

"তাতৃষাণঃ" পদে ঞিজন্ত তৃষা পদ পিপাসাবোধক। উক্ত পদে লিট বিভক্তি ও কানচ্ প্রত্যয়। চিত্ত্বহেতু উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত সংহিতায় উক্ত স্বরের দীর্ঘত্ব প্রতিপাদিত। "কৃণোষি" পদের কৃবি ধাতুর অর্থ হিংসাকরণ। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ'—এই সূত্রানুসারে উহাতে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চাদিলোপবিভাষেতি' এই নিয়মে প্রত্যয়ের নিঘাত স্বর হইল না॥ (১ম—৩১সূ—৭ঋ)॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম (৩৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে দুইটি তত্ত্ব বিবৃত আছে। ভগবানের অর্চ্চনাপর থাকিতে থাকিতে, ভগবানে ঐকান্তিকী অনুরক্তি আনিতে পারিতে, মানুষ ক্রমশঃ অমৃতত্বে উপনীত হয়। ইহজীবনে ভগবান্ তাহাকে কীর্ত্তিমান্ রাখেন; পরজীবনে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঋকের 'শ্রবসে' পদ, আমরা মনে করি, ইহলোকে কীর্ত্তিমান্ থাকার ভাব প্রকাশ করে। সায়ণের অনুসরণে কেহ কেহ ঐ পদের অর্থ অন্নের জন্য (অন্নার্থং) লিখিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। শ্রবণার্থক 'শ্রু' ধাতু হইতে 'শ্রবস্' শব্দ উৎপন্ন। তাহাতে ঐ শব্দে খ্যাতি প্রতিপত্তিই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে ঋকের প্রথমাংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'মানুষ! তুমি ভগবানের সেবাপরায়ণ হও। ইহসংসারে কীর্ত্তিখ্যাতি লাভ করিবে; পরে, সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।'

ঋকের শেষাংশের অর্থ-নিষ্কাশন-বিষয়ে বিষম গণ্ডগোল দেখিতে পাই। "উভয়ায় জন্মনে" পদদ্বয়, ব্যাখ্যাকারগণকে একটা দারুণ সমস্যাবর্ত্তে বিক্ষেপ করিয়াছে। সায়ণের ব্যাখ্যানুসরণে, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ এই দুই জন্মের আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করিতে পারি না যে, ভগবানের অর্চ্চনাকারিগণ কেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্ম গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন? স্বর্গসুখের তৃষায় এবং মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায়, সাধকগণকে প্রধানতঃ উত্তেজিত করিতে পারে। যাঁহারা ভক্তিমার্গানুসারী, ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহারা দাস ভাবে ভগবানের সেবার জন্য মনুষ্য জন্ম পুনর্গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু চতুষ্পদ পশ্বাদি নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কচিৎ দেখিতে পাই। ভক্তিশাস্ত্রে বৈষ্ণব পদাবলীতে ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তের বিভিন্ন আকার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কখনও ময়ূর হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন; কেন না, তাহা হইলে শ্রীহরির ভূষণের সংশ্রব-অধিকারী হইতে পারিবেন। তিনি কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমালের শাখা হইবার জন্য উদ্ভিদ্-জন্মের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন কেন-না, তাহা হইলে, শ্রীভগবান কখনও তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে পারেন। এইরূপভাবে ভক্তের পশু-পক্ষী-কীট পতঙ্গ-উদ্ভিদ-রাস্থ্য সর্ব্ববিধ দেহে উৎপত্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করিতে গেলে, 'উভয়ায় জন্মনে' পদের সার্থকতা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্মে কদাচ প্রকাশ পায় না।

মানুষ ইহলোকে সুখ ও পরলোকে স্বর্গ কামনা করিয়া, কাম্যকর্ম্ম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। সেই কর্ম্ম হইতেই ক্রমে মোক্ষপ্রদ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও উপাসক, কাম্য কর্ম্মেই ফললাভ করিতে ইচ্ছুক হন, ভগবান তাঁহারও অভীষ্ট পূরণ করেন। ঋকে 'সুরয়ে' পদ আছে। তাহার ভাব এই—'জ্ঞানসম্পন্ন' 'সৎকর্ম্মে লক্ষ্যবিশিষ্ট।' অর্থাৎ স্বৎকর্ম্মপরায়ণ ভগবৎভক্তজন যদি সেরূপ কামনা করেন, তাহাও পূর্ণ হয়। ইহাই এখানকার লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। (ম—৩১সূ—৭ঋ)।

—-:০:——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং যশসং

কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।

ঋধ্যাম কর্ম্মাপসা নবেন দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী

প্রাবতং নঃ॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্বং । নঃ । অগ্নে । সনয়ে । ধনানাং । যশসং ।

কারুং । কৃণুহি । স্তবানঃ ।

ঋধ্যাম । কর্ম্ম । অপসা । নবেন । দেবৈঃ । দ্যাবাপৃথিবী ইতি ॥

প্র । অবতং । নঃ ।৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব) 'স্তবানঃ' (অস্মাভিঃ স্তূয়মানস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধনানাং' (জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপবিত্তানাং, সদ্ভাবাদিকানাং) 'সনয়ে' (দানার্থং সর্ব্বলোকে বিস্তারার্থং) 'যশসং' (যশস্করং) 'কারুং' (কর্ম্মসামর্থ্যং) 'কৃণু' (কুরু, অস্মান প্রযচ্ছ) 'নবেন' (নূতনেন, নবোদ্ভবসম্পন্নেন) 'অপসা' (বলেন) 'কর্ম্ম' (যাগদানাদিরূপং, সদনুষ্ঠানং) 'ঋধ্যাম' (বর্দ্ধয়াম, সম্পাদয়াম); 'দ্যাবাপৃথিবী' (হে ইহলোকপরলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতে যুবাং, যদ্বা হে দ্যুলোকস্থিতাগ্নে, হে পৃথিবীলোকস্থিতাগ্নে যুবাং) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ সহ, দেবৈরন্যৈঃ সহ বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্রাবতং' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষতং) হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনে অস্মাকং প্রবৃত্তিং প্রবর্দ্ধয়; অস্মান্ দেবভাবাপন্নান্ কুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমাদিগের দ্বারা স্তূয়মান (সম্পূজিত) হইয়া, আমাদিগের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপ বিত্তের সর্ব্বলোকে বিস্তারার্থ (অর্থাৎ, আমাদিগের ধন-বিতরণার্থ) আপনি আমাদিগের যশস্কর কর্ম্মের সামর্থ্য প্রদান করুন; আর, ইহলোকে এবং পরলোকে, উভয়ত্রেই অবস্থিত আপনি, দেবভাবের সহিত আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (১ম—৩১সূ—৮ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে স্তবানঃ স্তূয়মানস্ত্বং নোঽস্মাকং ধনানাং সনয়ে দানার্থং যশসং যশোযুক্তং তোকং কর্ম্মণাং কর্ত্তারং পুত্রং কৃণুহি। কুরু। নবেন নূতনেন পদা প্রাপ্তেন তদন্যেন পুত্রেণ কর্ম্ম যাগদানাদিরূপমৃধ্যাম। বর্দ্ধয়াম। হে দ্যাবাপৃথিবী উভে দেবতে দেবৈরন্যৈঃ সহ নোঽস্মান্ প্রাবতং। প্রকর্ষেণ রক্ষতং॥

যশসং। অর্শআদিভ্যোঽচ্ প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যদ্বা সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্বক্তব্যঃ। পা০ ৩।১।১১।৪। ইতি যশস্‌শব্দাৎ ক্বিপ্। তদন্তস্য প্রত্যয়ান্তস্য সনাদ্যন্তা ধাতব ইতি ধাতুসংজ্ঞায়াং ক্বিপ্ চেতি প্রত্যয়ান্তধাতোঃ সতি শিষ্টত্বাদ্ধাতো-র্বিত্যন্তোদাত্তত্বং। কৃণুহি। উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দো বা বচনমিতি হের্লুগভাবঃ। স্তবানঃ। সম্যানচ্ স্তুবঃ। উ০ ২৮৬। ইতি বহুলবচনাৎ কেবলাদপি স্তৌতেরানচ্ প্রত্যয়ঃ। বৃষাদিত্বা-দাদ্যুদাত্তত্বং। ঋধ্যাম। ঋধু বৃদ্ধৌ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। যাসুট উদাত্তত্বং দ্যাবাপৃথিবী। দিবো দ্যাবা। পা০ ৬।৩।২৯। ইতি দ্যাবাদেশঃ। আমন্ত্রিতত্বাদনুদাত্তত্বং॥ ৮॥

* . *

অষ্টম (৩৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— ॰ ——

এ ঋকে দুই প্রকার অর্থের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে এক অর্থ প্রদত্ত হইল। আর এক প্রকার অর্থে, মনে হইবে—অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদের ধনদানের জন্য, আমাদিগকে যশোযুক্ত, সৎকর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রদান করুন। আপনার প্রদত্ত নবপ্রাপ্ত পুত্রের দ্বারা আমরা যাগদানাদি কর্ম্ম বৃদ্ধি করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা উভয়ে, অন্যান্য দেবগণের সহিত (আগমন করিয়া) আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন।

'যশসং' পদে, 'অর্শ আদিভ্য' হেতু 'অচ' প্রত্যয়। ব্যত্যয়ে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব স্বর উদাত্ত অথবা, 'সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে (পা ৩ ১ ১ ১ ৪) 'যশস' শব্দে ক্বিপ্ প্রত্যয়। সনাদ্যন্তাদ্ধাতুসংজ্ঞায়াং ক্বিপ্ চ' এই নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু হইলে, শিষ্টত্ব-হেতু ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত হইল। 'কৃণুহি'' পদে ''উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দে'' ইত্যাদি নিয়মে 'হি' এর লোপ হইল না। 'স্তবানঃ'' পদে সম্যানচ্' স্তুবঃ' (উ০ ২।২৮৬) এই ঔণাদিক সূত্র অনুসারে বহুল বচনহেতু স্তুতি অর্থে 'আনচ্' প্রত্যয়। বৃষাদিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'ঋধ্যাম পদে বৃদ্ধি অর্থে ঋধু ধাতুর প্রয়োগ। ''বহুলং ছন্দসি'' সূত্র দ্বারা বিকরণের লোপ হইল। ইহাতে যাসুট্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত। "দ্যাবাপৃথিবী'' পদ ''দিবোদ্যাবা পা০৬৩২৯) এই সূত্রানুসারে দ্যাবা আদেশ। আমন্ত্রিত-হেতু এই পদে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের প্রার্থনা করিতেছেন ; এবং দ্যাবাপৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া আপনাদের রক্ষার কামনা জানাইতেছেন । বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ এইরূপ অর্থই প্রচলিত আছে । তবে কেহ ধনদানের পরিবর্তে পুত্র প্রার্থনা করিয়াছেন ; কেহ বা ধন আর পুত্র দুইই চাহিয়াছেন ; কেহ বা পুত্র না চাহিয়া নবীন দীপ্তিশীল অগ্নিরই কামনা করিয়াছেন * পুত্রের প্রার্থনা, ধনের প্রার্থনা বা ধনদানের লোভ দেখাইয়া পুত্রের কামনা,—এ সকল নিম্নস্তরের মানুষের উপাসনা । যদি বেদকে সে স্তরের উপাসনার সামগ্রী বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে । কিন্তু সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া যাঁহারা একটু উচ্চদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এ ঋকে পুত্রবিত্তের কোনও কামনাই নাই এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! সৎকর্ম্মসাধনে আমায় এমন সামর্থ্য দেও—আমার সৎকর্ম্ম সাধনা এমনভাবে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেও—যেন আমার সেই কর্ম্ম—জ্ঞানভক্তিকর্ম্মরূপ ধন—সংসারে বিস্তৃতি লাভ করে ; আমার কর্ম্ম যেন সংসারের সকলকেই জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী করিতে পারে । আর, কি ইহলোকে, কি পরলোকে, সর্ব্বত্র যেন দেবভাবে পূর্ণ থাকিয়া আমি রক্ষা প্রাপ্ত হই ; অর্থাৎ, আমার চরম লক্ষ্য যে রক্ষা (মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তি), এ লোকের কর্ম্মপ্রভাবে যদিও তাহাতে অধিকারী না হই, যেন পরলোকের কর্ম্ম দ্বারা তাহা লাভ করি । আধ্যাত্মিক-পক্ষে মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় অর্থ বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি ।

---

* দুইটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল ; তাহাতে এবং সায়ণের ভাষ্যে ঋকের প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে । যথা, "হে অগ্নিদেব, আপনার স্তব করিয়া থাকি ; অতএব আমাদিগের ধন দানের পরিবর্ত্তে যশস্বী কর্ম্মকর্ত্তা ও দেবভাবক পুত্র প্রদান করুন । যে পুত্রের সহিত আমরা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্যক্ সম্পাদন করিব । দেবগণের সহিত স্বর্গ ও পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন" (২) "হে অগ্নি! আমরা ধন দানের জন্য তোমাকে স্তুতি করি, তুমি যশোযুক্ত ও যজ্ঞসম্পাদক পুত্র দান কর ; নূতন পুত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ম্ম বৃদ্ধি করিব । হে দ্যু ও পৃথিবী, দেবগণের সহিত আমাদিগকে সম্যকরূপে রক্ষা কর।" (৩) ইংরাজী,—"Thou, O Agni, praised by us, help the glorious singer to gain prizes. May we accomplish our work with the help of the young active (Agni). O Heaven and Earth. Bless together with the gods."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যা বিষয়েই মন্ত্রের কয়েকটী শব্দার্থের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'দ্যাবাপৃথিবী' পদ এবং 'প্রাবতং' ক্রিয়া-পদ, বিষম সমস্যা উপস্থিত করে। উহাতে 'দ্যাবাপৃথিবীকে'ই সম্বোধন করা হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিলে এবং এক অগ্নিদেবের সম্বোধনই উভয়ত্র অধ্যাহৃত আছে মানিয়া লইলে, অর্থ বড় সমীচীন ও সুন্দর হয়। আধ্যাত্মিক ভাবে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দ্যাবাপৃথিবীকে সম্বোধন-পদ বলিয়া মান্য করিলেও, দ্যুলোকস্থিত অগ্নি (জ্ঞান), আর পৃথিবীস্থিত অগ্নি (জ্ঞান) এতদুভয়কে সম্বোধন করা হইয়াছে মনে করা যায়। তাহাতে ভাব হয় এই যে,—'উভয়লোকের জ্ঞান উভয়ত্র আমার দেবভাব রক্ষার যেন সহায় হয়।' স্বর্গ হইতে জীবের পদস্খলন ঘটিতে পারে। প্রার্থনায় প্রকাশ,—'আপনি যেন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে উভয়স্থানেই আমায় দেবভাব-সমন্বিত করিয়া রাখেন।' আর আর শব্দের বিষয় অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই প্রতীত হইবে। (১ম—৩১সূ—৮ঋ)।

—— ০ ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থ আ দেবো

দেবেষনবদ্য জাগৃবিঃ।

তনূকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ

বসু বিশ্বমোপিষে ॥ ৯ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। নঃ। অগ্নে। পিত্রোঃ। উপস্থে। আ। দেবঃ।

দেবেষু। অনবদ্য। জাগৃবিঃ।

তনূকৃৎ। বোধি। প্রমতিঃ। চ। কারবে। ত্বং। কল্যাণ।

বসু। বিশ্বং। আ। উপিষে ॥৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যা।

'অনবদ্য' (নিষ্কলঙ্ক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'দেবেষু' (সর্ব্বদেবতাদের মধ্যে) 'জাগৃবিঃ' (জাগরূকঃ, জীবনীশক্তিসম্পন্নঃ ত্বং) 'পিত্রোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, ইহলোকে পরলোকে ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উপস্থে' (সমীপে। 'তনূকৃৎ' (রক্ষকরূপেণ বিদ্যমানঃ সন্) 'আ বোধি' (সম্যক্ বুধ্যস্ব, অস্মান্ সত্ত্বভাবপরায়ণান্ কুরু); 'কারবে' (কর্ম্মকর্ত্রে, তব পূজাপরায়ণায়) 'প্রমতিশ্চ' (সদ্বুদ্ধিপ্রদশ্চ) ভব ইতি শেষঃ; 'কল্যাণ' (মঙ্গলস্বরূপ হে দেব) ত্বং 'বিশ্বং' (শ্রেষ্ঠং) 'বসু' (ধনং) 'আ উপিষে' (সম্যক্ আবপসি, দদাসি)। হে দেব! ইহলোকে পরলোকে জ্ঞানরূপে অবস্থিতঃ সন্ পরমধনদানেন অস্মান্ পাহি ইত্যেবাং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ ৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! সকল দেবতাদের মধ্যে আপনিই জাগরূক (সুতরাং জীবনীশক্তিসম্পন্ন)। ইহলোকে ও পরলোকে আমাদিগের সমীপে রক্ষকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, আপনি আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ (সত্ত্বভাবসম্পন্ন) করুন; এবং আপনার পূজাপরায়ণ আমাদের পক্ষে আপনি সদ্বুদ্ধিপ্রদ হউন। সকলমঙ্গলস্বরূপ হে দেব! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধন (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদান করুন। (১ম—৩১সূ—৯ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অনবদ্য দোষরহিতাগ্নে দেবেষু সর্ব্বেষু মধ্যে জাগৃবির্জ্জাগরণশীলস্ত্বং পিত্রোর্মাতাপিতৃরূপয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরুপস্থে সমীপস্থানে বর্ত্তমানঃ সন্ নোঽস্মাকং তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীরকারী ত্বং বোধি। বুধ্যস্ব। অনুগ্রহাপেক্ষোর্থঃ। তথা কারবে কর্ম্মকর্ত্রে যজমানায় প্রমতিশ্চানুগ্রহরূপপ্রকৃষ্টমতিযুক্তশ্চ ভবতি ভব। হে কল্যাণ মঙ্গলরূপাগ্নে ত্বং বিশ্বং বসু সর্ব্বমপি ধনমোপায় যজমানায়াবপসি।

উপাস্থে। উপি স্থঃ। পা০ ৩।২।৪। ইতি তিষ্ঠতেঃ কঃ প্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। মরুদ্বৃধাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। জাগৃবিঃ। জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে। জৄশস্তৃজাগৃভ্যঃ ক্বিন্ উ ৪।৫৫। ইতি ক্বিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বোধি। বুধ অবগমনে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। বা ছন্দসীতি হেরপিত্ত্বস্য বিকল্পিতত্বেন পিত্ত্বাদঙিত্বে সত্যাঙিতশ্চ পা০ ৬।৪।১০৩। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। লঘূপধগুণঃ। ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। প্রমতিঃ। মন জ্ঞানে। ক্তিন্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। প্রকৃষ্টা মতির্যস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ওপিষে। টুবপ্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দোষরহিত অগ্নিদেব। আপনি সকল দেবতার মধ্যেই জাগরূক রহিয়াছেন। (অথবা, সর্ব্বদেবগণের মধ্যে আপনি জাগ্রৎ আছেন।) পিতৃমাতৃরূপে দ্যাবাপৃথিবীর সমীপস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া এবং আমাদের পুত্ররূপ শরীরকারী হইয়া, আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তদ্রূপ করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা যজমানের জন্য আপনি অনুগ্রহরূপ প্রকৃষ্টমতিযুক্ত হউন। হে কল্যাণরূপ অগ্নিদেব। আপনি যজমানের জন্য বিশ্বের সর্ব্ববিধ ধন প্রদান করুন।

'উপাস্থে'। এই পদে 'উপি স্থঃ' (পা০ ৩২৪) এই সূত্রানুসারে বিদ্যমান অর্থে উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয়; 'আতো লোপ ইটি চ' এই নিয়মে স্থা ধাতুর আকারের লোপ; এবং 'মরুদ্বৃধাদীনাং' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্ব পদের অন্তস্বর উদাত্ত। "জাগৃবিঃ"।— জাগৃ ধাতু নিদ্রাক্ষয় অর্থবোধক। সেই জাগৃ ধাতুর উত্তর 'জৄশস্তৃজাগৃভ্যঃ ক্বিন্' (উ০ ৪।৫৫) এই ঔণাদিক সূত্র অনুসারে, ক্বিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। নিত্ত্ব-হেতু (ন ইৎ যায় বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "বোধি"।— বুধ ধাতু অবগমনার্থবোধক। 'বহুলং ছন্দসীতি' এই নিয়মে ইহাতে শপের লোপ হইয়াছে। 'বা ছন্দসীতি' এই সূত্র দ্বারা পিত্ত্ব নিষেধের বিকল্প-বিধান আছে। অতএব পিত্ত্ব-হেতু ঙিত্ত্বের অভাববশতঃ 'সত্যাঙিতশ্চ' (পা০৬ ৪।১০৩) এই সূত্রানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। ইহার লঘু উপধ স্বরের গুণ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ধাতুর অন্ত্য-বর্ণের লোপ হইল। "প্রমতিঃ" পদ জ্ঞানার্থক মন ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; 'অনুদাত্তোপদেশ' প্রভৃতি সূত্র দ্বারা এই পদে অনুনাসিকের (ন-এর) লোপ হইল। 'প্রকৃষ্ট মতি যাহার' এই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ওপিষে"।— টুবপ্ ধাতুর অর্থ—বীজ-সন্তান। ছান্দস-হেতু উহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ্তসন্তানে। ছান্দসে লিটিথাপঃ স্রে। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণপরপূর্ব্বত্বে দ্বির্ভাব হলাদিশেষৌ। ক্র্যাদিনিয়মাদিট্॥ ৯॥

* * *

নবম (৩৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

পূর্ব্ব-ঋকের সহিত এ ঋক্ বিশেষ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি। ইহলোকে ও পরলোকে—উভয় লোকে সর্ব্বদা আমাদের নিকটে রক্ষকরূপে বিদ্যমান্ থাকিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব-পরায়ণ করুন, আমাদের সদ্‌বুদ্ধি আসুক, আর পরিশেষে সেই পরমধন (পরমার্থ-তত্ত্ব) আমাদিগকে প্রদান করুন;—এ ঋকের প্রার্থনার ইহাই স্থূলমর্ম্ম

ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় বিবেচনা করিলেই উক্তরূপ অর্থের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। 'জাগৃবিঃ' পদ জ্ঞানপক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যে জন কদাচ নিদ্রিত নহে, সদসৎ সকল কার্য্যের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যে জন সর্ব্বদাই সৎকার্য্য-সাধনে জাগরূক থাকে; ভ্রমেও কখনও তাহার প্রবৃত্তি অসৎ-পথে প্রধাবিত হয় না। জ্ঞান—নিষ্কলঙ্ক, জ্ঞান—সদাজাগরূক; সেই জ্ঞান সর্ব্বকালে 'তনূকৃৎ' হইয়া সমীপে অবস্থিত করুক,—ইহার ভাবার্থ কি? 'তনূকৃৎ' শব্দে কেহ কেহ পুত্র অর্থ আমনন করিয়াছেন। কিন্তু 'তনূর কর্ত্তা' ভাবে 'রক্ষক' অর্থই সমীচীন হয়। 'আবধি' পদে উদ্‌বুদ্ধ করার ভাব আসে। 'বিশ্বং বসু' পদে বিশ্বের সমগ্র ধনসম্পৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-ধন অর্থই সঙ্গত হয়। যে ধনের অতীত আর ধন নাই, তাহাই 'বিশ্বং বসু' শব্দে ব্যক্ত হইয়া থাকে। 'পিত্রোঃ' পদ লইয়া সংশয়মূলক। সায়ণ ঐ পদে 'দ্যাবাপৃথিবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা 'ইহলোক ও পরলোক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। পিতা-মাতা-সম্বন্ধীয় স্থান আর কোথায়? স্বর্গ ও মর্ত্ত্য—এই দুই স্থানেই পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ থাকে। এই দুই স্থানের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। সেই অবস্থাতেই শ্রেষ্ঠ ধন (মোক্ষধন) অধিগত হইয়া থাকে।

লিটের থাস স্থানে স্রে আদেশ। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বপ স্থানে উপ), পরপূর্ব্বত্ব, দ্বিত্ব এবং হলাদি-শেষ হইয়াছে। ক্র্যাদিগণীয় বলিয়া ইহাতে ইট্ প্রত্যয়। ৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ঋকের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, প্রচলিত অর্থ হইতে তাহা স্বতন্ত্র প্রকার দৃষ্ট হয়। প্রচলিত অর্থে 'অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে দোষরহিত অগ্নি, তুমি মাতা-পিতার সমীপে বিদ্যমান থাকিয়া, আমাদিগকে পুত্র দেও, যজমানের প্রতি প্রসন্ন হও, আর তুমি ধন বপন করিয়াছ।' যাহা হউক, যে কয়েকটী শব্দের অর্থ উপলক্ষে ভাব-বিপর্যায় সংঘটিত হয়, তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিলেই ঋকের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে। (১ম—৩১সূ—৯ঋ)।

—-:০:-—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎসূক্তং। দশমী ঋক্)।

ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি নস্ত্বং বয়স্কৃত্তব

জাময়ো বয়ং।

সং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ সুবীরং

যন্তি ব্রতপামদাভ্য ॥ ১০ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। প্রঽমতিঃ। ত্বং। পিতা। অসি। নঃ।

ত্বং। বয়ঃঽকৃৎ। তব। জাময়ঃ। বয়ং।

সং। ত্বা। রায়ঃ। শতিনঃ। সং। সহস্রিণঃ। সুঽবীরং

যন্তি। ব্রতঽপাং। অদাভ্য ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'ত্বং প্রমতিঃ' (জ্ঞানপ্রদস্তং) 'পিতা' (পালকঃ); 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বয়স্কৃৎ' (আয়ুষ্প্রদঃ); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'তব জাময়ঃ' (ত্বদুৎপন্নাঃ); 'অদাভ্য (হে হিংসাতীত দেব) 'সুবীরং' (সৎকর্ম্মসাধনে শ্রেষ্ঠসহায়কং), ব্রতপাং' (সৎকর্ম্মপোষকং) 'ত্বাং' (অংশস্বরূপং পালিনং দেবং) 'শতিনঃ সহস্রিণঃ' (সর্ব্বাণি) 'রায়ঃ' (আরাধনানিমিত্তানি মোক্ষাদীনি ধনানি) 'সংযন্তু' (সম্যক্ সংশ্রয়ন্তি, সর্ব্বথা প্রাপ্নুবন্তি) হে দেব! ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপদানি সর্ব্বাণি ধনানি ত্বামাশ্রিতানি ভবন্তি। অস্মাকং তদ্ধনানি প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ। (ম: ৩১সূ - ১০ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি জ্ঞানপ্রদ পিতার ন্যায় প্রতিপালক হয়েন; আপনি আয়ুঃপ্রদ; প্রার্থনাকারী আমরা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে হিংসাতীত দেব! সৎকর্ম্মসাধনে সহায়, সৎকর্ম্মের পোষক অশেষ শক্তিশালী (আরাধনার নিমিত্তভূত) মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ-ধনসমূহ আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আছে (ভাব এই যে,—হে দেব ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ ধনসমূহ আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। আপনি আমাদিগকে সেই ধনসমূহ প্রদান করুন)। (ম—৩১সূ—১০ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে ত্বং প্রমতিরস্মদনুগ্রহরূপপ্রকৃষ্টমতিযুক্তোঽসি। তথা ত্বং নোঽস্মাকং পিতা পালকোঽসি। তথা ত্বং বয়স্কৃৎ! আয়ুষ্যপ্রদোঽসি। বয়মনুষ্ঠাতারস্তব জাময়ো বন্ধবঃ। হে অদাভ্য কেনাপ্যহিংসনীয়াগ্নে সুবীরং শোভনপুরুষযুক্তং ব্রতপাং কর্ম্মণঃ পালকং ত্বাং শতিনঃ শতসংখ্যাযুক্তা রায়ো ধনানি সংযন্তু সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তু। তথা সহস্রিণঃ সহস্রসংখ্যাকারায়ঃ সংযন্তু।

সুবীরং। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বীরবীর্য্যৌ চ। পা০

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি প্রমতি অর্থাৎ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদানে প্রকৃষ্টমতিযুক্ত। পরন্তু আপনি আমাদের পালক; বয়স্কৃৎ অর্থাৎ আয়ুর্দাতা। অনুষ্ঠানকারী আমরা আপনার মিত্র বন্ধু। হে হিংসারহিত, শোভনপুরুষযুক্ত, কর্ম্মের পালক, অগ্নিদেব! আপনাকে শতসংখ্যাযুক্ত ধনসমূহ আমাদিগকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হউক। সেইরূপ সহস্রসংখ্যাযুক্ত ধনও আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ, আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন শ্রেষ্ঠধন প্রাপ্ত হই।

"সুবীরং"। —বহুব্রীহিসমাস হেতু 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'সুবীরং' শব্দের উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হয়; কিন্তু "বীরবীর্য্যৌ চ" (পা০ ৬।২।১২০) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬২ ২০। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অদাভ্যা। দভিঃ প্রকৃত্যন্তরমস্তীতি কেচিদাহুঃ। দভেশ্চেতি বক্তব্যং। পাং ৩।১।১২৪।৭। ইতি ণ্যৎ। ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়স্ত্রিংশো বর্গঃ ॥

* * *

দশম (৩৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

---§—*—§---

এ ঋক্ ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনিই পিতা, তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই আয়ুর্দ্দাতা, তাঁহা হইতেই আমরা উৎপন্ন। আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনের তিনি বীরের ন্যায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আছেন এবং সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই আমাদিগকে পরিপোষণ করিতেছেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গফলরূপ ধন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাই ঋকের মর্ম্ম। ভগবানকে পালক রক্ষক উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া মানুষ তাঁহার স্বরূপ ঐ ভাবে উপলব্ধ করুক; তিনি যে সকল ধনের আস্পদ, তাহা অনুভব করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হউক;—তাঁহার নিকট হইতে সে ধন লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এ ঋকের ইহাই মূল লক্ষ্য। (১ম—৩১সূ—১০ঋ)।

--০--

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশং-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্নহুষস্য বিশ্পতিং ।

ইড়ামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎপুত্রো

মমকস্য জায়তে ॥ ১১ ॥

তাহা না হইয়া উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অদাভ্যঃ'।—কেহ কেহ বলেন,—'দম্ভ্ ধাতুর প্রকৃতির অন্তর্বর্ত্তিত আছে; উক্ত দভি ধাতুর উত্তর 'দভেশ্চেতি' (পাং৩।১:২৭৩; এই সূত্রানুসারে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং । অগ্নে । প্রথমং । আয়ুং । আয়বে । দেবাঃ ।

অকৃণ্বন্ । নহুষস্য । বিশ্পতিং ।

ইলাং । অকৃণ্বন্ । মনুষস্য । শাসনীং । পিতুঃ । যৎ ।

পুত্রঃ । মমকস্য । জায়তে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'ত্বাং' 'প্রথমং' (আদিভূতং) 'আয়ুং' (প্রাণশক্তিং) জানীম ইতি শেষঃ 'দেবাঃ' (দেবভাবনিবহাঃ) 'নহুষস্য' (ভক্তজনস্য) 'আয়বে' (আয়ুর্বৃদ্ধৌ, শ্রেয়সাধনার্থং) ত্বাং 'বিশ্পতিং' (সেনাপতিং, প্রধানপরিচালকং) 'অকৃণ্বন্' (অবৃণ্বন, বরণং কৃতবান) ; 'যৎ' (যদা) 'মমকস্য' (মমতাপরায়ণস্য) 'পিতুঃ' (পিতৃস্বরূপস্য) 'মনুষস্য' (মনুষ্যস্য) 'পুত্রঃ' (সন্তানঃ) 'জায়তে' (উৎপন্নো ভবতি) ; তদা দেবাঃ 'ইলাং' (অগ্নিরূপাং বিবেকস্বরূপাং দিব্যং ত্বাং) 'শাসনীং' (ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাত্রীং) 'অকৃণ্বন্' (অকুর্ব্বত) । হে দেব ! ত্বং হি প্রাণশক্তিস্বরূপঃ অজ্ঞাননাশকশ্চ ; ত্বং হি সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোঽসি ইতি ভাবঃ । (১ম ৩১সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনাকেই আদিভূত প্রাণশক্তিরূপে জানিতে পারি। ভক্তজনের শ্রেয়ঃসাধন জন্য দেবভাবনিবহ আপনাকেই প্রধান পরিচালকপদে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন মমতাপরায়ণ পিতৃ-স্থানীয় মনুষ্যগণের সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন বিবেকস্বরূপা আপনি, তাহাদিগের ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাত্রী হইয়া (শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া) থাকেন। (ভাব এই যে,—ভগবানই প্রাণশক্তিদায়ক ; তিনিই অজ্ঞানতানাশক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)। (১ম—৩,সূ—১১ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বাং প্রথমং পুরা দেবা আয়বে আয়োর্মনুষ্যরূপস্য নহুষস্যৈতন্নামকস্য রাজ্ঞো নাশয়ং শুষং মনুষ্যরূপং বিশ্পতিং সেনাপতিমকৃণ্বন্। কৃতবন্তঃ। তথা মনুষস্য মনোরিড়ামেতন্নামধেয়াং পুত্রীং শাসনীং ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রীমকৃণ্বন্। কৃতবন্তঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়ৈরাম্নাতং। ইড়া বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীদিতি। ব্রহ্মবাদিনোঽপ্যেবমামনন্তি প্রযাজানুযাজানাং মধ্যে মানবকন্যায় মম পর্ব্বাণ্যাস্য স ত্বামানিতি সা মনুমব্রবীদিত্যাদি যং শাদিতি। যদ্বা। মমকস্য মদীয়স্য হিরণ্যস্তূপ সম্বন্ধিনো যঃ পিতাঙ্গিরাস্তস্য পিতুঃ পুত্রো জায়তে। তদানীং হে অগ্নে ত্বমেব পুত্ররূপ আসী রিতি শেষঃ।

আয়বে। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি চতুর্থী। নহুষস্য। ণহ বন্ধনে। ণহিকলিভ্যামুষচ্ উ০ ৪।৭৬। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং বিশ্পতিং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মনুষস্য মনেরুসিত্যুষচ্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুলকাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। শাসনীং। শিষ্যতে হনয়েতি শাসনী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি ল্যুট্। টিড্ঢাণঞিত্যাদিনা। পা০ ৪।১।২৫। ঙীপ্। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। মমকস্য। মমেদমিত্যর্থে তবেদমিত্যণ্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! জীবনরক্ষার্থ দেবগণ আপনাকে প্রথমে (পূজাকারী মরণশীল) মনুষ্যরূপধারী নহুষ নামক রাজার সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। আরও, মানবরূপী মনুর ইলা-নামধেয়া কন্যাকে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ও উক্ত হইয়াছে মানবী হইয়াও ইড়া যজ্ঞের অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদীদিগেরও ঐরূপ পরিকল্পনা। প্রযাজ এবং অনুযাজ সমূহের মধ্যে আমাকে অবকল্পনা কর, তাহা হইলে আমা দ্বারা সকল কামনা প্রাপ্ত হইবে।—এইরূপ কামনা করিয়া, তিনি মনুকে বলিয়াছিলেন। যিনি আমার (অর্থাৎ আমি হিরণ্যস্তূপের) পিতা, আপনি আমার পিতা সেই অঙ্গিরা-ঋষির পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সময়; হে অগ্নিদেব, আপনি তাঁহার পুত্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

"আয়বে"। 'ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি' এই সূত্রানুসারে এই পদে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। "নহুষস্য"।—'ণহ' ধাতু বন্ধনার্থবোধক 'ণহিকলি' ইত্যাদি উণাদি সূত্র অনুসারে ইহাতে উষচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। বৃষাদিতে পাঠ হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "বিশ্পতিং"।—'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে ইহার উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মনুষস্য"—'মনেরুসিৎ' এই সূত্রানুসারে উষচ প্রত্যয়। নিত্ত হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। বহুলপ্রযুক্ত হেতু বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। "শাসনীং"—'অনুশাসিত হয় যাহা দ্বারা, তাহাই শাসনী।' 'করণাধিকরণয়োশ্চ' নিয়মে ল্যুট, টিড্ঢাণঞ্ ইত্যাদি' (পা০ ৪।১।২৫) এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) প্রত্যয়। লিৎস্বর-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। "মমকস্য"—'আমার এই' এতদর্থে 'তবেদমং' এই সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয়। 'তবকমমকাবেকবচনে' (পা০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ক্ষ্ময়মকাবেকবচনে । পা০ ৪।৩৩। ইত্যস্মচ্ছব্দস্থমমকাদেশঃ । সংজ্ঞাপূর্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধ্যভাবঃ ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং । ১১ ।

* * *

একাদশ (৩৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বেদবাক্যের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করে। সায়ণের অর্থও সেই পথে চলিয়াছে। পূর্ব্বকালে দেবগণ মনুষ্যরূপ নহুষ রাজার সেনাপতি-পদে মনুষ্যরূপ অগ্নিকে বরণ করিয়াছিলেন, মন্ত্রের প্রথমাংশের উহাই প্রচলিত অর্থ শব্দের সাধারণ অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে, ঋকে এই ভাবই অধ্যাহার করা যায়। দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে, ঋষি বলিতেছেন,—'এই মনুষ্য আমি, আমার যখন পিতার পুত্র হইয়াছিল, তখন ইলাকে দেবগণ ধর্ম্মোপদেষ্ট্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' নহুষ এবং ইলার বিষয়ে পুরাণে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। পুরাণ-পাঠক প্রায় পুরাণেই তাহা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু, যদি পুরাণ-কথিত সেই নহুষ রাজার এবং মনুর কন্যা ইলার সহিত এই ঋঙ্‌মন্ত্রের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে মন্ত্রের সমীচীন সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে।

নহুষ, ইল প্রভৃতি শব্দের অর্থ - যদি ব্যষ্টিগত না হইয়া সমষ্টিগত হয়, তাহা হইলেই অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। নহুষ শব্দ মনুষ্য অর্থে ঋগ্বেদেই প্রযুক্ত আছে (৫ম—৩সূ—১ঋ)। সুতরাং এখানেই বা কেন ঐ শব্দ রাজা-বিশেষকে লক্ষ্য করিবে? এইরূপ ইলা (ঈড়) পদও অগ্নি বা জ্ঞানাগ্নি অর্থে ঋগ্বেদেই (১ম—১৩সূ—৯ঋ) প্রযুক্ত দেখি। এখানে সে অর্থেরই বা কেন ব্যতিক্রম ঘটে? এই দুই শব্দের অর্থ স্থির হইলেই ব্যাখ্যায় কোনই বিপত্তি আসে না। 'আমি মনুষ্য; আমার পিতার পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে'—এইরূপ অর্থ আমনন

৪।৩।৩) এই সূত্র দ্বারা অস্মদ্ শব্দ স্থানে মমক আদেশ। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য হয়'—এই নিয়মে বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। বিকল্পে ইহার আদিস্বর উদাত্ত। ১১।

* * *

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরবারই বা কি প্রয়োজন আছে? মমতাসম্পন্ন যে কোনও পিতারই সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকল পিতারই মায়ামমতা স্নেহমোহ সন্তানের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরমার্থ-পথ হইতে বিচ্যুত করে। সেই মোহ-মরীচিকা অপসারণ করিবার জন্য, বিবেক-মূর্ত্তিতে সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব মস্তকে অঙ্কুশ-তাড়না করিতেছেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

আর একবার সমস্ত মন্ত্রটির মর্ম্মার্থ অনুধাবন করুন। দেখিতে পাইবেন—পরপর কেমন অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ সূত্রে মন্ত্রটী সংগ্রথিত রহিয়াছে। আদিতে তিনি প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের অভ্যুদয় হয়। তখন জ্ঞান, বীজরূপে প্রোথিত থাকিলেও, পরিস্ফুট হয় না। তখন অজ্ঞানতাই প্রধানতঃ মানসক্ষেত্রে অধিকার করিয়া আপন প্রাধান্য-বিস্তার করিয়া থাকে। 'নহুষস্য' পদে মানুষের সেই অজ্ঞানাবস্থাকেই বুঝায়। সে অবস্থায় হৃদয়ে যদি দেবভাবের উন্মেষ হয়, সকল দেবভাব তখন সেই অজ্ঞানজনের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য, জ্ঞানকেই প্রধান পরিচালকের পদে বরণ করিয়া থাকে। জন্মের পর দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞান-সম্বন্ধযুত হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবার ইচ্ছাই মানুষের হৃদয়ে প্রবল হয়। পরের অবস্থা পরবর্ত্তী অংশে পরবর্ণিত। সংসারের অন্যান্য মায়ামোহ ছিন্ন করিয়া, বিদ্যার্জ্জন প্রভৃতির মধ্য দিয়া, মানুষ যখন একটু উন্নত স্তরে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়; তখন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ-রূপ মমতা-বন্ধন আসিয়া তাহকে বাঁধিয়া ফেলে,—সবলে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে। সেই অবস্থায় জ্ঞানদাতা দেবতা বিবেকরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া 'শাসনা' পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। সে শাসনেও, ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাত্রী দেবীর অঙ্গুলি-সঞ্চালনে, চিত্ত যদি সুপথগামী হয়, পরিত্রাণ পথের বাধা-বিপত্তি অন্তরিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাতেই মানুষ বুঝিতে পারে,—জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবানই প্রাণশক্তিপ্রদাতা, অজ্ঞানতা নাশক, এবং সকল দেবভাবের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম। এই সদ্বুদ্ধির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ জ্ঞানের অনুসরণ করুক,—ইহাই এ ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৩ সূ—১ঋ)।

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভির্মঘোনো

রক্ষতন্বশ্চ বন্দ্য।

ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং

রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। নঃ। অগ্নে। তব। দেব। পায়ুঽভিঃ। মঘোনঃ।

রক্ষ। তন্বঃ। চ। বন্দ্য।

ত্রাতা। তোকস্য। তনয়ে। গবাং। অসি। অনিঽমেষং।

রক্ষমাণঃ। তব। ব্রতে। ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বন্দ্য' (পূজার্হ) 'দেব' (দ্যোতমান) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব) 'ত্বং তব পায়ুভিঃ' (স্বকীয় রক্ষাকর্ম্মভিঃ, রক্ষণশক্তিপ্রভাবৈঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মঘোনঃ' (ধনানি) তথা 'তন্বশ্চ' (তনূশ্চ, জ্ঞানধারণসামর্থ্যানি চ) 'রক্ষ' (অবিচ্ছিন্নানি, ত্বয়া সহ চিরসম্বন্ধযুক্তানি কুরু); 'অসি' (মমত্বাসম্পন্নস্য, মায়ামোহপরায়ণস্য মনুষ্যস্য অস্মদীয়স্য) 'তোকস্য তনয়ে' (বংশস্য) 'গবাং' (জ্ঞানস্য রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); 'ত্রাতা' (হে পরিত্রাণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তাঃ) 'রক্ষমাণঃ' (অস্মাকং পরিপোষকো ভব)। এষা ঋক্ ত্রিবিধপ্রার্থনাঃ সূচয়তি। পরমার্থতত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ সাধকঃ প্রার্থয়তি, সংশয়ান্ জ্ঞানান্ধঃ চ কাময়তি, তথা আত্মনঃ পরিত্রাণং যাচতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ ১২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

পূজ্য হে দ্যোতমান জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনার রক্ষণশক্তির প্রভাবে আমাদিগের সুখসমূহকে এবং জ্ঞানধারণসামর্থ্যকে অবিচ্ছিন্নভাবে আপনার সহিত চিরসম্বন্ধযুক্ত করুন সমস্তাপন্ন মায়ামোহপরায়ণ মনুষ্য এই যে আমরা, আমাদিগের বংশের যেন সদ্‌জ্ঞানকে আপনি চিররক্ষা করেন। হে পরিত্রাণকর্ত্তা! সর্ব্বকাল ভগবৎকর্ম্মে আমাদিগকে পরিরক্ষণ করুন আমরা যেন কদাচ আপনার কর্ম্ম বিস্মৃত না হই। (সর্ব্বদা যেন ভগবৎকর্ম্মে রত থাকি) (১ম—৩১সূ—১২ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বন্দ্য বন্দনীয়াগ্নে দেব ত্বং তব পায়ুভিস্তনূভিঃ পালনৈর্মঘোনঃ। ধনযুক্তানস্মান্ রক্ষ। তথা বন্দ্যশ্চ তনূঃ পুত্রদেহানপি রক্ষ। তোকস্যাস্মদীয়স্য পুত্রস্য তনয়েহস্মৎ পৌত্রাদিষ্বপি ব্রতে তবীয়ে কর্ম্মণ্যনিমেষং নিরন্তরং রক্ষমাণঃ সাবধানো বর্ত্তসে তস্মিংস্তথা গবাং অসি তাসাং গবাং ত্রাতা রক্ষকোঽসি। ঈদৃশস্তু তবাস্মদ্রক্ষণে কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ।

মঘোনঃ। শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৩৩। ইতি সম্প্রসারণং। তন্বঃ। সুপাং সুলুগিতি শসো বাদেশঃ। পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘস্য দীর্ঘাজ্জসি চেতি প্রতিষেধঃ। উদাত্ত-স্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বে। শাসিত্বাদাত্তয়ণো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং স্যাৎ ॥১২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বন্দনীয় অগ্নিদেব, আপনি আপনার পালন দ্বারা (অর্থাৎ আমাদের পালক হইয়া) আমাদিগকে ধনযুক্ত করিয়া রক্ষা করুন। পুত্র দেহ-সমূহও সেইরূপভাবে রক্ষা করুন। আমাদিগের পুত্রগণের তনয়গণ অর্থাৎ আমাদের পৌত্রাদি আপনার কর্ত্তৃক সাবধানে রক্ষিত হইয়া নিরন্তর আপনার কার্য্যে ব্রতী হউক। আপনি তাহাদের গোসমূহকে রক্ষা করুন। এইরূপভাবে আমাদের রক্ষণে ব্রতী আপনার সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বক্তব্য নাই, এস্থলে ইহাই তাৎপর্য্য।

"মঘোনঃ" শ্বযুব...তদ্ধিতে' (পা০৬।৪।১৩৩) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ 'তন্বঃ' পদে 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে 'শস্' আদেশ হইয়াছে। 'দীর্ঘাজ্জসি চ' এই নিয়মে পূর্ব্ব সবর্ণের দীর্ঘত্ব প্রতিষেধ হইল। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' এই নিয়ম অনুসারে উহার স্বরিতত্ব হয়; 'কিন্তু উদাত্তযণো হল্ পূর্ব্বাৎ' এই সূত্রানুসারে শস্ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ (৩৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে তাহা বড়ই কৌতুকপ্রদ। এখানে প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'আমি ধনবান; আপনি আমার তনু রক্ষা করুন। আর আমার তনয়ের তনয়, যাহারা আপনার পূজায় নিযুক্ত রত, তাহাদের গরুগুলিকে রক্ষা করুন।'

কিন্তু আমাদের অর্থ অন্য আকার পরিগ্রহ করিল। আমরা দেখিতেছি, এখানে প্রার্থী আপনার 'মঘোনঃ' অর্থাৎ সুখশান্তিকে এবং 'তন্বঃ' অর্থাৎ জ্ঞানাধাররূপ তনুকে রক্ষার জন্য কামনা করিতেছেন। আর প্রার্থনা করিতেছেন,—যেন আমার বংশ-পরম্পরা জ্ঞানের অধিকারী হয়। অজ্ঞান দুষ্কৃত পুত্রপৌত্রাদির পাপে পিতৃলোক নরকস্থ হন। এখানে প্রার্থী সেই আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার বংশে যেন সুপুত্র জন্মগ্রহণ করে।' এ কামনা মনুষ্যমাত্রেই করিয়া থাকে; আবহমানকাল হইতেই এ প্রার্থনা চলিয়া আসিতেছে। মন্ত্রে পরিশেষে বলা হইয়াছে,—'আমি যেন সদাকাল ভগবানের কর্ম্মে নিরত থাকি; দেখো দেব, যেন কদাচ আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। ভগবৎ-কার্য্যে আমার জীবনকে ন্যস্ত রাখিয়া নিয়ত রক্ষা করিবে।' মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩ সূ—১০ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্তরোঽনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।

যো রাতহব্যোঽবৃকায় ধায়সে কীরেশ্চিন্মন্ত্রং

মনসা বনোষি তং ॥ ১৩ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। যজ্যবে। পায়ুঃ। অন্তরঃ। অনিষঙ্গায়।

চতুঃ-অক্ষ। ইধ্যসে।

যঃ। রাতহব্যঃ। অবৃকায়। ধায়সে। কীরেঃ। চিৎ।

মন্ত্রং। মনসা। বনোষি। তং ॥ ১৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব!) 'ত্বং' 'যজ্যবে' (সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'পায়ুঃ' (প্রতিপালকঃ) অসি; 'অন্তরঃ' (হৃদিস্থিতঃ সন্) 'অনিষঙ্গায়' (পাপসংশ্রবরহিতায় কর্ম্মায়) 'চতুরক্ষঃ' (চতুর্দ্দিক্ষু) 'ইধ্যসে' (দীপ্যসে, লক্ষ্মীকৃতঃ করোষি); 'রাতহব্যঃ' (ভবপূজাপরায়ণঃ) 'যো' (যঃ জনঃ) অস্তি, তস্য 'অবৃকায়' (অহিংসকায়, শুদ্ধসত্ত্বভাবায়) 'ধায়সে' (পোষকায়, পরিবৃদ্ধিসাধনায়) 'কীরেশ্চিৎ' (স্তবনীয় এব) 'তং' (ভবদ্দ্বন্দ্বযুক্তং, তদুদ্দেশে উচ্চারিতং) 'মন্ত্রং' (স্তোত্রং) 'মনসা' (চিত্তেন সহ) 'বনোষি' (যাচসি, গৃহ্ণাসি)। ত্বং হি সর্ব্বপ্রকারেণ সৎকর্ম্মকারিণাং পোষকো ভবসি। তেষাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ে অধিষ্ঠানং কৃত্বা সর্ব্বদা তেষাং স্তোত্রং গ্রহণং করোষি ইতি ভাবঃ। (১ম ৩১সূ—১৩ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সৎকর্ম্মকারিজনের প্রতিপালক; (সৎকর্ম্মকারিজনের) অন্তরাস্থিত থাকিয়া (তাহার) পাপসংশ্রবরহিত কর্ম্মের দ্বারা আপনি চারিদিকে দীপ্তিমান্ হয়েন। যে জন আপনার পূজাপরায়ণ হয়, তাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বভাব পরিপোষণের জন্য, স্তবনীয় আপনার উদ্দেশে উচ্চারিত স্তোত্রকে আপনি মনের সহিত গ্রহণ করেন। (১ম—৩১সূ—১৩ঋ)।

* . *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং যজ্যবে যষ্টুর্যজমানস্য পায়ুঃ পালকঃ। অন্তরঃ সমীপবর্ত্তী সন্ অনিষঙ্গায় রক্ষোভিরসম্বদ্ধায় যজ্ঞায় চতুরক্ষো দিক্চতুষ্টয়েঽপ্যক্ষিস্থানীয়জ্বালাযুক্ত ইধানো দীপ্যসে। অদ্রুকায়াহিংসকায় ধায়সে পোষকায় তুভ্যং রাতহব্যো দত্তহবিষ্কো যে যজমানোঽস্তি কীরেশ্চিৎ স্তোতুরেব মন্তুস্থা সম্বন্ধিনং মন্ত্রং ত্বদীয়স্তোত্ররূপং মনসা স্বকীয়েন চিত্তেন বনোষি যাচসি।

যজ্যবে। যজিমনিশুন্ধীত্যাদিনা। উ০ ৩।২০। যজতের্যুপ্রত্যয়ঃ। পায়ুঃ। কৃবাপা-জীত্যাদিনা উণ্। আতো যুক চিণ্কৃতোঃ পা০ ৭।৩৩। ইতি যুগাগমঃ। অনিষঙ্গায় ষঞ্জ সঙ্গে। ন বিদ্যতে নিষঙ্গোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। চতুরক্ষঃ চত্বার্য্যক্ষীণি জ্বালারূপাণি যস্যাসৌ চতুরক্ষঃ। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ। পা০ ৫।৪।১১৩। ইতি সমাসান্তঃ ষচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ধায়সে। বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসীত্যসুন্ ণিদিত্যনুবৃত্তেরাতো যুক্ চিণ্কৃতোরিতি যুগাগমঃ। কীরেঃ। কৄ সংশব্দনে। অচ্ছায়াদচ ইরতীপ্রত্যয়ে ণিলোপে ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছন্দসঃ। মন্ত্রং। গুপ্তভাষণে। পচাদ্যচি বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। বনোষি বনু যাচনে। তনাদিকৃঞ্ভ্য উঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ ১৩॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি যজমানগণের পালক। সমীপবর্ত্তী হইয়া, আপনি আপনার রক্ষার দ্বারা অসম্বদ্ধ যজ্ঞের দিক্‌চতুষ্টয়ে জ্বালাযুক্ত ও দীপ্যমান হইয়া অবস্থান করুন। অহিংসকগণের পোষক আপনি; আপনার। উদ্দেশ্যে হবিপ্রদানকারীর স্তুতিমন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইতেছে। আপনি স্বকীয় মনের দ্বারা সেই স্তুতি-সমূহ ধারণ করুন অর্থাৎ আপনার উদ্দেশে প্রযুক্ত যজমানের স্তুতি-সমূহ শ্রবণ করুন।

"যজ্যবে" পদ যজিমনিশুন্ধীত্যাদিনা' (উ০ ৩।২০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'যু' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "পায়ু" পদ 'কৃবাপাজি' ইত্যাদি নিয়মে পা ধাতুর উত্তর উণ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'আতোযুক চিণ্কৃতো' (পা০ ৭।৩৩) সূত্রানুসারে যুগের আগম হইয়াছে। "অনিষঙ্গায়" ষঞ্জ ধাতু সঙ্গার্থবোধক। 'নিষঙ্গ যাহার (বা যাহাতে) নাই' এই বহুব্রীহি সমাসে, 'নঞ্ সুভ্যাং' এই নিয়মে' উহার উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চতুরক্ষঃ"—জ্বালারূপ চারিটী অক্ষি (চক্ষু) যাহার আছে, তাহাকেই চতুরক্ষঃ বলা হয়। 'বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণ' (পা০ ৫।৪।১১৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উক্ত পদে সমাসান্ত ষচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিত' এই নিয়মে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "ধায়সে" পদ, 'বহিহাধাঞ্ভ্য শ্ছন্দসি' নিয়মানুসারে ধা ধাতুর উত্তর অসুন প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ণিৎ অনুবৃত্তিবশতঃ 'আতো যুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে যুগের আগম হইয়াছে। "কীরেঃ"—সংশব্দনার্থবোধক কৄ ধাতুর উত্তর 'অচ্ছায়াদচ ইঃ' সূত্রানুসারে ঈ প্রত্যয়-হেতু 'নি' লোপ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ধাতুর অন্তস্বরের লোপ হইল। মন্ত্রং"—মন্ত্র ধাতু গুপ্তভাষণার্থ বোধক। পচাদিগণীয় উক্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদিতে উহার পাঠ আছে বলিয়া ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বনোষি" বন্ ধাতু যাচনার্থ-বোধক। তনাদিগণীয় বলিয়া 'তনাদিকৃঞ্ভ্য উঃ' এই নিয়মানুসারে উক্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় উহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ (৩৬১) ঋকের বিশদার্থ।

—·—

এ ঋকে ভগবানের অশেষ করুণার বিষয় প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনে একটু একটু করিয়া তোমার যেমন অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে, তিনি অমনি তোমার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবেন। সৎকর্ম্মের আরম্ভ-মাত্রেই তৎকার্য্যসাধনে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তখন, ক্রমশঃ তিনি আপনিই সেই কর্ম্মকারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন; এবং কর্ম্মকে ক্রমশঃ পাপ-সংস্রব-রহিত করিয়া আপনি সেই কর্ম্মের সহিত প্রকাশমান হইবেন; অর্থাৎ, তাঁহার অনুগ্রহে কর্ম্ম সফলীকৃত হইয়া আসিবে। যে জন ভগবানের পূজাপরায়ণ হয়, যাঁহাদের কর্ম্ম-মাত্রই ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধির জন্য ভগবান আপনিই প্রযত্নপর হন, এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-মাত্রই—স্তোত্রমন্ত্র-সকলই তিনি যত্নের সহিত পরিগ্রহণ করেন। অর্থাৎ, সেরূপ ভক্ত-সাধকের কোনও আকাঙ্ক্ষাই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। চারি-দিকেই তখন ভগবৎ-প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত "অনিষঙ্গায়" "চতুরক্ষঃ" প্রভৃতি পদের অর্থ উপলক্ষে, মন্ত্রার্থ-বিষয়ে, ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। "অনিষঙ্গায়" পদে কেহ 'রক্ষকরহিতায়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 'চতুরক্ষঃ' পদে 'দিক্‌চতুষ্টয়ে জ্বালারূপঃ' অর্থাৎ চারিদিক জ্বলিয়া আছেন ভাব লইয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। "রক্ষকহীন যজমানের প্রিয় রক্ষক বলিয়া আপনি চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হন"—এইরূপ অর্থ আসে। সায়ণের ভাব এই যে, রাক্ষসগণ যজমানের যজ্ঞ নষ্ট করিত; আর অগ্নিদেব চারিদিকে প্রজ্বলিত থাকিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিতেন। অগ্নির শিখাকে কেহ কেহ অগ্নির ইন্দ্রিয় বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহাতে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সকল দিকে প্রহরা-কার্য্যে ব্রতী থাকে,—এই ভাব প্রকাশ পায়। যাহা হউক, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিতে গেলে, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন হয়। (১ম—৩১সূ—১৩ ঋ)।

—·—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

ত্বমগ্ন উরুশংসায় বাঘতে স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ

পরমং বনোষি তৎ।

আধ্রস্য চিৎপ্রমতিরুচ্যসে পিতা প্র পাকং

শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ ॥ ১৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। উরুঽশংসায়। বাঘতে। স্পার্হং। যৎ। রেক্ণঃ।

পরমং। বনোষি। তৎ।

আধ্রস্য। চিৎ। প্রঽমতিঃ। উচ্যসে। পিতা। প্র। পাকং।

শাস্সি। প্র। দিশঃ। বিদুঃঽতরঃ ॥ ১৪ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'উরুশংসায়' (বহুস্তোত্রকারিণে, বহুকাম্যাভিলাষিণে) 'বাঘতে' (উপাসকায়) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ পরমং' (যৎ শ্রেষ্ঠং) 'রেক্ণঃ' (ধনং অস্তি তৎসর্ব্বং) 'ত্বং বনোষি' (ত্বং দদাসি); ত্বং 'আধ্রস্য চিৎ' (সর্ব্বথা ধারণীয়স্য দুর্ব্বলস্য এব) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্তঃ, পরমহিতসাধকঃ) 'পিতা' (পালনকর্ত্তা) 'উচ্যসে' অভিহিতঃ কীর্ত্যসে); 'বিদুষ্টরঃ' (অতিশয়েনাভিজ্ঞঃ) পাকং' (শিশুং, অজ্ঞজনং) 'দিশঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চতুর্দিক্ষু, সর্ব্বতোভাবেন) 'প্র শাসসি' (প্রকর্ষেণ অনুশিষ্টং করোষি, প্রজ্ঞাসম্পন্নং করোষি)। হে দেব! ত্বং উপাসকায় শ্রেষ্ঠধনদাতা, অজ্ঞানায় পিতৃস্থানীয়শ্চ ভবসি; তবানুগ্রহেণ অজ্ঞজনো জ্ঞানযুক্তো ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—১৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার একান্ত অনুরাগী উপাসকের স্পৃহণীয় পরমধন আপনি তাঁহাকে দান করেন; আপনি যে দুর্ব্বলের প্রকৃষ্ট বুদ্ধিদাতা ও পালনকর্ত্তা—অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা বলিয়া থাকেন; পরমতত্ত্বজ্ঞ আপনি, অজ্ঞজনকে সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞাসম্পন্ন করিয়া থাকেন। (১ম—৩১সূ—১৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বমুরুশংসায় বহুভিঃ স্তোতব্যায় বাঘতে ঋত্বিজে তদুপকারার্থং স্পার্হং স্পৃহণীয়ং পরমমুত্তমং যদ্রেক্নো ধনমস্তি তদ্ধনং বনোষি। অনুষ্ঠাতা লভতামিতি কাময়সে। তথা আধ্রস্য চিৎ সর্ব্বতো ধারণীয়স্য পোষণীয়স্য দুর্ব্বলস্য যজমানস্যাপি প্রমতিঃ প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্তঃ পিতা পালক ইত্যভিজ্ঞৈরুচ্যসে। তথা বিদুষ্টরোঽতিশয়েনাভিজ্ঞস্ত্বং পাকং শিশুং। পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভ ইত্যভিধানাৎ। যাস্কোঽপ্যাহ পাকঃ পক্তব্যো ভবতি। নি০ ৩।১২ তথাবিধং যজমানং প্রশাসসি। প্রকর্ষেণানুশিষ্টং করোষি। তথা দিশঃ প্রাচ্যাদিকাঃ প্রশাসসি। ত্বদীয়শাসনাভাবেঽনুষ্ঠাতৄণাং দিগ্ভ্রমঃ স্যাৎ। তথা চ শ্রূয়তে। দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্নিতি। স ভ্রমো দক্ষিণাদিগ্গতেনাগ্নিনা নিবর্ত্ততে। তদপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! বহুজনস্তুত্য ঋত্বিকগণের উপকারের নিমিত্ত আপনি তাঁহাদিগকে আপনার শ্রেষ্ঠধন প্রদানের কামনা করেন। সর্ব্বধারণক্ষম আপনি, আপনি দুর্ব্বল যজমানগণের ধারক পোষক এবং তাহাদিগের প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত পালক, অভিজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। অতিশয় অভিজ্ঞ আপনি; শিশুস্বরূপ যজমানকে প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকেন। "পোতঃ পাকোঽর্ভকো 'ডিম্ভ' ইত্যাদিগণ মধ্যে পাক শব্দ পঠিত হইয়া থাকে। যাস্কও তাহা বলিয়াছেন; যথা,—"পাকঃ পক্তব্যো ভবতি" (নি ৩।৩২) আপনি সেইরূপ যজমানকে প্রকৃষ্টরূপে শাসিত করেন। আপনার শাসনাভাবে (আপনার কার্য্যে) অনুষ্ঠাতাদিগের বিভ্রম ঘটে। শ্রুতিতে আছে, দেবযজন-কার্য্যের নিমিত্ত দেবগণ দিক্‌সমূহকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। সেই ভ্রম, দক্ষিণাদিদিগবস্থিত অগ্নির দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়,—তাহাও সে স্থলে পঠিত হইয়াছে। তাঁহারা মঙ্গলজনক যজ্ঞক্রিয়া করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা পূর্ব্বদিককে জানিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রৈবাম্নাতং। পথ্যাং স্বস্তিমযজন প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্নগ্নি।দক্ষিণেতি। ঐতরেয়িণাপি তথৈবাম্নাতং। অপো এনং পরমত্র্যনীত মহৈব প্রাচীং দিশং প্রজানাধাগ্নিনা দক্ষিণামিত ॥

উরুশংসায়। শংসু স্তুতো! শসাত ইতি শংসঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। ঞ্নিংস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। কৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। স্পার্হং স্পৃহানসম্বন্ধি। তস্যেদমিত্যণ্। রেক্নঃ। রিচির্ বিবেচনে। রিচের্ধনে ঘিচ্চ। উ০ ৪।২০০। ইত্যসুন। চকারানুডাগমঃ। চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ। পা০ ৭।৩।৫২ ইতি কুত্বং। অপ্রত্যং। ধ্রৈ তৃপ্তৌ। আদেচ উপদেশেঽশিতীত্যাত্বং। আতশ্চোপসর্গে। পা০ ৩।১।১৩৬। ইতি কপ্রত্যয়ঃ। শাসৎসি। শাসু অনুশিষ্টৌ অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাকং চ প্রশাসসি দিশশ্চ প্রশাসসীত্যত্র চার্থে গম্যতে। অচশ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমা তিঙ বিভক্তির্ন নিহন্যতে। বিদুষ্টরঃ। বিদ্বচ্ছব্দস্তরপায়ম্মরাদীনি চ্ছন্দসীতি ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সংপ্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসীতি ষত্বং। তরপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বসোঃ স্বরেণাকার উদাত্তঃ। ১৪॥

ছিলেন এবং পথ দ্বারা দক্ষিণ-দিক অবগত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তদনুরূপ পঠিত হয়, 'অথানাং' ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্তর ঋত্বিকগণ অগ্নিদেবের নিকট বর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বদিক জানিব এবং আমি অগ্নি দ্বারা দক্ষিণ দিক জানিতে পারিব,—এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"উরুশংসায়" পদের শংসু ধাতু স্তুতি অর্থবোধক। যাহা স্তুত হয়, তাহাকেই শংস কহে। শংসু ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া শংসঃ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঞ্নিৎস্বর হেতু উক্ত প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত। কৃৎ হেতু উত্তরপদে প্রকৃতস্বর হইলেও উদাত্তস্বরই বিহিত হইয়াছে। "স্পার্হং" স্পৃহা-সম্বন্ধী; 'তস্যেদং' নিয়মানুসারে স্পৃহা শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "রেক্নঃ" শব্দের রিচ্ ধাতু বিবেচনার্থবোধক। 'রিচের্ধনে ঘিচ্চ'(উ০ ৪ ২০০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উক্ত রিচ্ ধাতু উত্তর অসুন্ প্রত্যয়, চকার-হেতু নুট্ আগম এবং চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' (পা ৭।৩।৫২। সূত্রানুসারে কুত্ব (অর্থাৎ চ স্থানে ক) বিহিত হইয়াছে। "অপ্রত্য" পদের ধ্রৈ ধাতু তৃপ্ত্যর্থবোধক। 'আদেচ' ইত্যাদি নিয়মে উক্ত ধ্রৈ ধাতুর ঐকার স্থানে আ হইয়াছে। 'আতশ্চোপসর্গে' (পা০ ৩।১।১৩৬) এই সূত্রানুসারে তদুত্তর ক প্রত্যয় বিহিত। শাসৎসি পদের অন্তর্গত শাস ধাতু অনুশাসনার্থে বিহিত। উক্ত শাস্ উত্তর সিপ্ প্রত্যয় করিয়া এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদাদিগণীয়হেতু শপের লোপ পিত্ব-হেতু সিপ্ প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। এস্থলে পাক'কে (শিশুকে) শাসন করেন, দিক্-সকলকে শাসন করেন,—এইরূপ অর্থ উপলব্ধি হয়। অতঃপর চাদিলোপে বিভাষা' এই নিয়মে তিঙ্ বিভক্তি প্রতিষেধ হইল না। "বিদুষ্টরঃ"—এস্থলে বিদ্বৎ শব্দের উত্তর 'তরপ্যাদি' সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞা 'বসঃ সম্প্রসারণং' এই নিয়মে তাহার সম্প্রসারণ এবং পরপূর্ব্বত্ব হইয়াছে। 'শাসিবসি' ইত্যাদি নিয়মে বসের স-স্থানে ষ আদেশ এবং তরপ্ প্রত্যয়ের প্ ইৎ বলিয়া অনুদাত্ত হইলেও 'বসোঃ স্বরেণ' নিয়ম-প্রযুক্ত অকার উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ (৩৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে দেব! যাহারা আপনার স্তুতি গান বা প্রশংসা-কীর্ত্তন করে, তাহারা যাহাতে অভীষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়, ইহাই আপনার অভিলাষ। প্রতিপালক দুর্ব্বল যজমানকে আপনি পোষণ করেন—লোকে এইরূপ প্রচার আছে। আপনি 'পাকং' অর্থাৎ অনভিজ্ঞ যজমানকে যাজনক্রিয়া শিখাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে উত্তরাদি দিক দেখাইয়া দেন, অর্থাৎ কোন্ দিকে বসিয়া কি ভাবে উপাসনা করিবে, তাহা বুঝাইয়া দেন।'

প্রচলিত ঐরূপ অর্থে মনুষ্যকে পূজাপরায়ণ করার পক্ষে উদ্বুদ্ধ করে বটে; কিন্তু উহাতে নিগূঢ় ভাব কিছুই ব্যক্ত হয় না। 'পরম ধন' (পরমং রেক্‌ণঃ) শুধু স্তুতিগান করিলেই কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা কখনই মনে করিতে পারা যায় না।

আমরা মনে করি, 'উরুশংসায়' পদে ঐকান্তিক অনুরাগের ভাব প্রকাশ পায়। যাঁহারা ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগসম্পন্ন, তাঁহারাই পরমধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যদি দুর্ব্বল হন, ভগবান তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। তাঁহারা যদি অজ্ঞও হন, ভগবান তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞা-সম্পন্ন করিয়া লন। 'দিশঃ' শব্দ একটা দিক্-পরিচয় করার উপাখ্যান মন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাহা নিরর্থক। আমরা বলি, উহাতে চারিদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞানোন্মেষ-সাধনের ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ভগবানে ঐকান্তিকী অনুরক্তি জন্মিলে, ভগবান্ আপনিই উপাসককে প্রস্তুত করিয়া লন। তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। সে ভগবানের তৃপ্তিসাধক ক্রিয়াকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে অভ্যস্ত হয়। তাহার হৃদয়ে সদ্‌বৃত্তি-সমূহের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাতে আপনিই পরম প্রজ্ঞা আসে। এইরূপে স্তরে স্তরে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই পরমধনের অধিকারী হইতে পারা যায়। (১ম—৩১সূ—১৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্ম্মেব স্যূতং

পরিপাসি বিশ্বতঃ।

স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্জীবযাজং

যজতে সোপমা দিবঃ॥ ১৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। প্রযতঃদক্ষিণং। নরং। বর্ম্মঃইব। স্যূতং।

পরি। পাসি। বিশ্বতঃ।

স্বাদুঃক্ষদ্মা। যঃ। বসতৌ। স্যোনঃকৃৎ। জীবঃযাজং।

যজতে। সঃ। উপঃমা। দিবঃ॥ ১৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'ত্বং' 'প্রযতদক্ষিণং' (অকপটভক্তপ্রাপ্তং, সর্ব্বতোভাবেন নির্ভরপরায়ণঃ, সারল্যগুণোপেতং) 'নরং' (উপাসকং) 'ত্বং' 'স্যূতং' (নিশ্ছিদ্রং) 'বর্ম্ম' 'ইব' (কবচং ইব) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পরিপাসি' (পরিরক্ষসি); 'স্বাদুক্ষদ্মা' (স্বাদন্নবান্, পরিতৃপ্তিপ্রদান্নসম্পন্নঃ) 'বসতৌ' (গৃহে) 'যঃ' (উপাসকঃ) 'স্যোনকৃৎ' (অতিথিসৎকারপরায়ণঃ) ভবতি, 'জীবযাজং' চ (জীবতৃপ্তিসাধকং যাগং, ভূতযজ্ঞং চ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যজতে' (অনুতিষ্ঠতি, নিষ্পাদয়তে), 'সঃ' (উপাসকঃ) 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, দেবস্য) 'উপমা' (দৃষ্টান্তঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। সর্ব্বতোভগবন্নির্ভরপরায়ণো জনো ভগবন্তো রক্ষাং সর্ব্বথা প্রাপ্নোতি। যো জনোহতিথিসৎকারপরায়ণো ভূতযজ্ঞসাধকশ্চ, স হি দেবসাদৃশ্যং লভতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—১৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে অগ্নিদেব! সর্ব্বতোভগবন্নির্ভরপরায়ণ সরল উপাসকদিগকে, নিশ্ছিদ্র বর্ম্ম দ্বারা আবরণের ন্যায়, আপনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। (আপনার) যে উপাসক পরিতৃপ্তিপ্রদ অন্নপূর্ণ গৃহে অতিথি-সৎকারকর্ম্মপরায়ণ হন এবং সর্ব্বজীবতৃপ্তিসাধক ভূতযজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন; তিনি স্বর্গের দেবতার উপমাস্থল হন। (১ম—৩১সূ—১৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং প্রযতদক্ষিণং যেন যজমানেন ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দত্তা তাদৃশং নরং পুরুষং যজমানং বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ পরিপাসি। সম্যক্ পালয়সি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্যূতং নিশ্ছিদ্রত্বেন সূচিভিঃ সম্যক্ নিষ্পাদিতং বর্ম্মেব যথা কবচং যুদ্ধে পালয়তি তদ্বৎ। স্বাদুক্ষদ্মা স্বাদন্না বসতৌ নিবাসভূতে স্বগৃহে সোঽকৃৎ অতিথীনাং সুখকারী যো যজমানো জীবযাজং জীবযজন-সহিতং যজ্ঞং যদ্বা জীবনিষ্পাদ্যং যজতে। অনুতিষ্ঠতি। স যজমানো দিবঃ স্বর্গস্যোপমা দৃষ্টান্তো ভবতি। যথা স্বর্গোঽনুষ্ঠাতৄন্ সুখয়তি তথা ত্বমপ্যতিথ্যাদীনিত্যর্থঃ॥

স্যূতং। ষিবু তন্তুসন্তানে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। চ্ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে চ। পা০ ৬।৪।১৯। ইতি বকারস্যোডাদেশঃ। স্বাদুন্ অদন্তীতি স্বাদুক্ষদ্মা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যে যজমান আপনার উদ্দেশে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণাদি দান করেন, আপনি সেই যজমানকে সর্ব্বতোভাবে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। এস্থলে পালন বিষয়ে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ আপনি কিরূপভাবে তাহাদিগকে পালন করেন? যথা,—যেমন সূচারু-সম্পাদিত সূচী-নিষ্পাদিত নিশ্ছিদ্র বর্ম্ম যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। স্বগৃহে অতিথিগণের সুখকারী যে যজমান জীবযাজন সহিত জীবগণের নিষ্পাদ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজমান (আপনার অনুগ্রহে) স্বর্গলোক (প্রাপ্ত হয়)। এস্থলে স্বর্গের উপমা সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—স্বর্গ যেরূপ অনুষ্ঠাতৃগণের নিবাসস্থান, আপনি সেইরূপ ঋত্বিকগণের নিবাসহেতুভূত।

"স্যূতং" পদের ষিব্ ধাতু তন্তু সন্তান অর্থজ্ঞাপক। 'নিষ্ঠা' সূত্রমতে উক্ত ষিব্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়। 'যস্য বিভাষা' এই নিয়মে উক্ত ইটের আগম হইল না। 'চ্ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে চ' (পা০ ৬।৪।১৯) এই সূত্রানুসারে ধাতুর ব-কার স্থানে উট্ আদেশ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষদতির্ভক্ষণকর্ম্মা। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বে কৃত্স্বরেণ উত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বহুব্রীহৌ তু বা ছন্দসি। জীবযাজং জীবা ঋত্বিজ ইজ্যন্তে দক্ষিণাভিঃ পূজ্যন্তে অত্রেত্যধিকরণে ঘঞ্। কুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্বা জীবৈঃ পশুভির্যাজনং জীবযাজঃ। যজ্যতের্ঘঞ্। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। অচঃ পরস্মিন্নিতি স্থানিবদ্ভাবাচ্চজোঃ কু ঘিণ্যতোরিতি কুত্বাভাবঃ। থাথাদিস্বরেণোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সোপমা সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণমিতি সংহিতায়াং সোর্লোপঃ। দিবঃ। ঊডিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ১৫।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুস্ত্রিংশো বর্গঃ। ৩৪।

* * *

পঞ্চদশ (৩৬৩) ঋকের বিশদার্থ

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ ঋকে প্রাচীন কালের কতকগুলি ক্রিয়া-পদ্ধতির পরিচয় প্রাপ্ত হন। প্রথম, 'প্রযতদক্ষিণং' পদে, 'যিনি দক্ষিণা দান করেন'—এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়। তাহাতে ভাব আসে এই যে, যাঁহারা ঋত্বিক্‌কে বা পুরোহিতকে যাগাদিকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপ ধন দান করিয়াছেন। অর্থাৎ, পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করিলেই অগ্নিদেব যে, যজমানকে রক্ষা করেন—মন্ত্রে ইহাই ব্যক্ত আছে প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের এইরূপ অর্থ পরিকল্পনার ফল, প্রাচীনকালের দক্ষিণা-দান-প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়; আর, ব্রহ্মণ-বিদ্বেষিগণ দেখিতে পান যে, এই মন্ত্রটী দক্ষিণালোভী পুরোহিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল; মন্ত্রের ঐ

"স্বাদুক্ষদ্মা"—'স্বাদুন ক্ষদতি' এই অর্থে 'স্বাদুক্ষদ্মা' পদ নিষ্পন্ন। ক্ষদ্ ধাতুর অর্থ ভোজনকর্ম্ম। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মে উক্ত ক্ষদ্ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয়। নিত্‌ হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও কৃৎ-প্রত্যয় হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর এবং বা ছান্দসে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। "জীবযাজং"—ঋত্বিকগণ দক্ষিণাদি দ্বারা যাগকার্য্য সম্পন্ন করেন—এইরূপ অধিকরণে ঘঞ্ প্রত্যয় এবং ছান্দস-প্রযুক্ত কুত্বের অভাব হইয়াছে; অথবা জীবগণের বা পশুগণের যাজন এই অর্থে 'জীবযাজঃ' পদ নিষ্পন্ন। ণিজন্ত যজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়। 'ণেরনিটি' নিয়মে ণি-এর লোপ, এবং 'অচঃপরস্মিন্' হেতু তাহার স্থানিবদ্ভাব এবং 'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' সূত্রানুসারে কুত্ব হইল না। এস্থলে থাথাদি-স্বর-হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সোপমা' পদটীতে 'সোঽচি লোপে চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে, পাদ-পূরণে, সংহিতাতে 'সু' এর লোপ হইয়াছে অর্থাৎ সন্ধি হইয়াছে। "দিবঃ"—পদটীতে উড়িদং ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। ১৫।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত। ৩৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশে প্রত্নতাত্ত্বিকের আর এক লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সময় বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, 'বর্ম্ম ইব' উপমাই তাহা জ্ঞাপন করিতেছে। তার পর সেই প্রাচীনকালে (তথাকথিত বৈদিক যুগে) যে অতিথি সৎকার-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং জীবগণের তৃপ্তি-সাধন জন্য ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, অথবা তখন যে যজ্ঞে পশুহনন-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল, * — তাঁহাদের মতে 'স্তোনকৃং' ও 'জীবযাজং' পদদ্বয় তাহা সপ্রমাণ করিতেছে পরিশেষে "সোমপা দিবঃ" বাক্যে, এই মানুষই যে দেবতার সহিত তুলিত হইত অর্থাৎ

* এই ঋকের অন্তর্গত 'জীবযাজং' পদ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছে! কোথায় ঐ পদে সর্ব্বজীবপালন-রূপ ভূতযজ্ঞের বা আত্মজনের বিষয় দ্যোতনা করিতেছে; তা না—কোথায় ঐ শব্দ হইতে 'পশুবলি' গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতির প্রমাণ আকর্ষণ করিয়া আনা হইতেছে! এ সম্বন্ধে রমেশ বাবুর একটী 'নোট' (টিপ্পনী) উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন,—কি বস্তু কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে! রমেশ বাবুর টীকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"মূলে 'জীবযাজং 'যজতে' আছে। 'জীবযাজং জীবজনসহিতং যজ্ঞং যদ্বা জীবনিষ্পাদ্যং যজতে।' সায়ণ। অতএব সায়ণ উভয় অর্থই করিয়াছেন, পশুবলি সহিত যজ্ঞ, অথবা জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ।

'Vivam hostiam mactat'...*Rosen*. 'Sacrifice d'une victime Vivante'...*Langlois*. 'Animal sacrifices.'...*K M Banerjea*. 'Sacr fice of life.'...*Wilson*.

'The expression however, i not incompatible with the practice of killing a cow f·r the food of guest.'...*Wilson*

'It seems to have been anciently the custom to slay a cow on this occasion (the reception of guest) and a guest was therefore called Goghna or cow-killer.'—Colebrooke's *Religious Ceremonies of the Hindus*.

'Dans ces anciens temps on immolait quelquefois une vache pour complaire aux hotes que l'on recevait le jo r d'un sacrifice solennel; de la vient qu'an hote se nommait Gongha.'...Langlois's *Rig Veda*

'They (the Sutras and the Vedas) distinctly affirm that bovine meat was used as food.'...Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans* Vol. I article Beef in Ancient India."

এই তো ব্যাপার! কিরূপ দূর সম্বন্ধ-সূত্রে এই ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে প্রাচীন ভারতে গোমাংস প্রচলন ছিল প্রমাণ করা হয়, তাহা বুঝিয়া দেখুন। এমন করিয়া আমাদের পরমপূজ্য শাস্ত্রের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আনয়ন করা হইয়া থাকে।

যজ্ঞের এক নাম—অধ্বর। অধ্বর বলিতে 'হিংসারহিত' ভাব বুঝায়। সুতরাং যজ্ঞে যে গো হনন হইত, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যদি কখনও হইয়া থাকে, তাহা অপকর্ম্মকারীর বিভ্রম বিজৃম্ভিত কার্য্য বলিয়াই মনে করি। নিত্যকৃত অজ্ঞানতাবশতঃ প্রাণিহানিকর যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভূতযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। পঞ্চসূনা পাপ কি প্রকারে সংঘটিত হয়, আর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা বুঝিলেই মন্ত্রে যে পশুবধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবপক্ষপাতী হইতে পারিত, তাহাও প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের পদবিন্যাস প্রচলিত ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে ঐ সকল বিষয়ই সাধারণতঃ মনে আসে।

এখন ঋকটী সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, ঋক্টির সহিত যে কোনও কাল-বিশেষের সম্বন্ধ আছে, আমরা তাহা মনে করি না। সদাকাল ঐ মন্ত্র নিত্য-সত্য-রূপে প্রচারিত আছে, —ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 'প্রযতদক্ষিণঃ' পদের অর্থ যদিও আমরা অন্যরূপ গ্রহণ করি, তথাপি দক্ষিণা-দানের সহিত উহার সম্বন্ধ-সংশ্রব সূচনা করিলেও উহা যে চিরন্তন-প্রথা তাহাই স্বীকার করিতে হয়। অতিথি সৎকার, ভূতযজ্ঞ এবং দেবপূজার সহিত তুলনীয় কর্ম্মানুষ্ঠান— মানুষ আবহমানকালই করিয়া আসিতেছে। তদ্রূপ-কর্ম্মকারিগণই স্বতঃ-পরতঃ ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই মন্ত্রের সাধারণ সহজবোধ্য অর্থ। সূক্ষ্ম অর্থের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, মন্ত্রের পদগুলিকয়টির বিশেষভাবে বিশ্লেষণ আবশ্যক। এই দেখুন—'প্রযতদক্ষিণং'। 'দক্ষিণ' পদে দক্ষিণার অর্থ না ধরিয়া আমরা 'দক্ষিণ' শব্দে 'সরল' অকপট প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে, 'সর্ব্বথা অকপটভাব-সম্পন্ন (প্রকৃষ্টরূপে সারল্যগুণোপেত)' অর্থ আসে। যে অকপট, যে সরল, সে স্বতঃই সত্ত্বভাবান্ন সুতরাং ভগবন্নির্ভরপরায়ণ হয়। সেরূপ জনকে ভগবান্ যে সর্ব্বথা রক্ষা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? 'স্যূতং বর্ম্মেব' পদদ্বয়ের সম্যক্ উপযোগিতা সেই ক্ষেত্রেই উপলব্ধ হয়। সূচ-কার্য্যের দ্বারা ছিদ্র যেমন বন্ধ করা হয়, ভগবৎপরায়ণজনের বিপত্তির-সমাগম-সম্বন্ধে ভগবান সেই দৃঢ় নিশ্ছিদ্র আবরণ স্থির করিয়া রাখিয়া-ছেন। সম্পূর্ণ নির্ভরপরায়ণ জনের অঙ্গে কদাচ কোনও আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা-সূচক ছিদ্রটী পর্য্যন্ত ভগবান্ বন্ধ করিয়া রাখেন তাঁহার এমনই

প্রসঙ্গ নাই তাহা উপলব্ধি হইবে। গৃহস্থমাত্রেই প্রতিদিন আপনাদের অজ্ঞাতসারে প্রাণি-হত্যার পাপে লিপ্ত হয়। তাহাদের উনানে, শিলনোড়ায়, উদূখলমূসলে সম্মার্জ্জনীতে এবং কলসী প্রভৃতি রক্ষায় প্রাণিহত্যা ঘটে। তজ্জন্য গৃহস্থমাত্রকেই প্রতিদিন ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞে পাপক্ষয় করিতে হয়। জীবদিগকে (কাক, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি প্রাণিমাত্রকে) আহার্য্য দান—ভূতযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। ঋগ্বেদের 'জীবযাজং' পদ, আমরা মনে করি, জীবদিগের তৃপ্তিসাধন অর্থই সূচনা করে; 'জীবহনন' অর্থ উহা হইতে আনয়ন করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ—মন্ত্রের এক ভাগ। মন্ত্রের শেষাংশও ঐরূপ সঙ্গতিপূর্ণ। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহাদের গৃহদ্বার অতিথি সেবায় সদা উন্মুক্ত থাকে, পঞ্চসূনা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে তাঁহারা সদা সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। যে জাতির অহংকার আদর্শ পঞ্চসূনা যজ্ঞ, যে জাতির তর্পণে পঞ্চভূতাত্মক সকল প্রাণীর পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা আছে, সে জাতি যে দেবতার সহিত তুলিত হন, অর্থাৎ দেবভাবের আধার স্থান বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? 'সোপমা দিবঃ' বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৩ সূ—১৫ঋ)।

— :০: ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

ইমামগ্ন ইত্যনয়ানাহিতাগ্নিরাত্মানং কৃত্বা স্বাগ্ন্যাহিতং জুহুয়াৎ। ঋত্বিজো বৃণীতেতি খণ্ডে এবমনাহিতাগ্নির্গৃহ্যে ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নঃ গৃ॰ সূ॰ ১২৩। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে ষোড়শীমৃচমাহ॥

* * *

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্)।

ইমামগ্ন শরণিং মীমৃষো ন ইমমধ্বানং
যমগাম দূরাৎ।
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং
ভৃমিরস্যৃষিকৃন্মর্ত্ত্যানাং ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ইমামগ্নে' এই ঋকের দ্বারা আহিতাগ্নি ব্যক্তি আত্মজ্য (পৌরহিত্য) করিয়া স্বীকার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। 'ঋত্বিজো বৃণীত' এই খণ্ডে অনাহিতাগ্নি ব্যক্তিও গৃহ্যসূত্রোক্ত এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে,—এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই ঋকটী, এই সূক্তের ষোড়শী ঋক্। এস্থলে সেই ষোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমাং। অগ্নে। শরণিং। মীমৃষঃ। নঃ। ইমং। অধ্বানং।

যং। অগাম। দূরাৎ।

আপিঃ। পিতা। প্রঽমতিঃ। সোম্যানাং। ভৃমিঃ।

অসি। ঋষিঽকৃৎ। মর্ত্ত্যানাং॥ ১৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'ইমং' (সৎসম্বন্ধযুতং) 'যং' (দৃশ্যমানং) 'অধ্বানং' (মার্গং) 'দূরাৎ' (পরিত্যক্ত্বা ইতি শেষঃ) 'অগাম:' (বয়ং গতবন্তঃ, বিপথং প্রাপ্তবন্তঃ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমাং' (অসৎসম্বন্ধযুতাং) 'শরণিং' (বর্ত্তনীং, অসৎকর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'মীমৃষঃ' (ক্ষমস্ব, রক্ষস্ব); ত্বং 'সোম্যানাং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃণাং) 'মর্ত্ত্যানাং' (জনানাং) 'আপিঃ' (বন্ধুঃ, প্রাপণীয়ঃ) 'পিতা' (পালকঃ) 'প্রমতিঃ' (সুমতিদাতা) 'ভৃমিঃ' (পরিপোষকঃ, কর্ম্ম-নির্ব্বাহকঃ) 'ঋষিকৃৎ' (পরমাত্মসাক্ষাৎকারয়িতা) 'অসি' (ভবসি)। হে দেব! বয়ং সদা-বিপথগমনশীলাঃ; অস্মান সন্মার্গিণঃ কুরু। ত্বং হি স্বতঃকরুণাপরায়ণো ভবসি; তস্মাৎ পরিরক্ষণাশাং পোষয়ামঃ। (১ম—৩১সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! সৎসম্বন্ধযুত পরিদৃশ্যমান্ পথ (সন্মার্গ) পরিত্যাগ করিয়া আমরা দূরে (বিপথে) চলিয়াছি। আমাদিগকে সেই অসৎপথ হইতে রক্ষা (প্রতিনিবৃত্ত) করুন! সন্মার্গগামী (সৎকর্ম্ম-কারী) মনুষ্যের আপনিই বন্ধু (প্রাপণীয়), প্রতিপালক, সুবুদ্ধিদাতা, পরিপোষক ও পরমাত্মসাক্ষাৎকর্ত্তা হন। (১ম—৩১সূ—১৬ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং নোঽস্মৎসম্বন্ধিনীমিমামিদানীং সম্পাদিতাং শরণিং হিংসাং ব্রতলোপ-রূপাং মীমৃষঃ। ক্ষমস্ব। তথা ত্বদীয়সেবামগ্নিহোত্রাদিরূপং পরিত্যজ্য দূরাদ্দূরদেশং যামমমধ্বানমগাম। বয়ং গতবন্তঃ। তমপি ক্ষমস্বেতি শেষঃ। সোম্যানাং সোমার্হাণা-মনুষ্ঠাতৃণাং মর্ত্ত্যানাং ত্বমাপ্যাদিগুণযুক্তোঽসি। আপিঃ প্রাপণীয়ঃ। পিতা। পালকঃ। প্রমতিঃ। প্রকৃষ্টমননযুক্তঃ। ভূমিঃ। ভ্রামকঃ কর্ম্মনির্ব্বাহক ইত্যর্থঃ। ঋষিকৃৎ। দর্শনকারী। অন্বৃজিবৃক্ষয়া প্রত্যক্ষো ভবসীত্যর্থঃ।

শরণিং। শৄ হিংসায়ামিত্যস্মাদৌণাদিকোঽনিপ্রত্যয়ঃ। মীমৃষঃ। মৃষ তিতিক্ষায়াং। অস্মাণ্ণৌ চঙি গুণে প্রাপ্তে নিত্যং ছন্দসীত্যুপধা ঋকারস্য ঋকারাদেশঃ। ণিলোপদ্বির্ভাবহলাদিশেষোরদশ্বসম্বদ্ভাবেত্বদীর্ঘত্বানি। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। অগাম। ইণ গতৌ। ইণো গা লুঙি। পা০ ২।৪।৪৫। গতি গাদেশঃ। গতি স্থেতি সিচো লুক্। অডাগম উদাত্তঃ। ভূমিঃ। ভ্রমু অনবস্থানে। ভ্রমেঃ সম্প্রসারণং চ। উ০ ৪।১২২। ইতি ইন্প্রত্যয়ঃ। সম্প্রসারণে পরপূর্ব্বত্বং ইগুপধাৎ কিৎ ইত্যনুবৃত্তেঃ কিত্বাদ্ গুণপ্রতিশেধঃ। নিত্বাৎ আদ্যুদাত্তত্বং॥ ১৬॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! অস্মৎসম্বন্ধী ইদানীং সম্পাদিত ব্রতলোপরূপ হিংসা ক্ষমা করুন (অর্থাৎ, ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আমরা যে অপকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন)। অপিচ, অগ্নি-হোত্রাদি-রূপ আপনার সেবাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে দূরদেশে গমন করিয়াছিলাম, আপনি আমাদের সে অপরাধও মার্জ্জনা করুন। আপনি পালক, আপনি অভীষ্টদানকর্ত্তা, আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানযুক্ত, আপনি সকল কার্য্য-নির্ব্বাহক, আপনি সর্ব্বদর্শী, আপনি সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। সোমাংশভাগী মর্ত্ত্য অনুষ্ঠাতৃগণকে আপনি স্বগুণে গুণযুক্ত করুন।

"শরণি" পদ হিংসার্থক শৄ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক অনি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "মীমৃষঃ"—মৃষ্ ধাতু তিতিক্ষার্থ-বোধক। 'ণৌ চঙি' এই সূত্রানুসারে গুণ হইলে 'নিত্যং ছন্দসি' এই নিয়মে উপধা ঋকারের স্থানে ঋ-কার আদেশ হইয়াছে। অতঃপর ণির লোপ, দ্বির্ভাব ও হলাদি শেষ হইয়া 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা উহাতে নিঘাতস্বর হইয়াছে। "অগাম" পদে গত্যর্থক ইন্ ধাতুর স্থানে 'ইনো গা লুঙি' (পা০ ২।৪।৪৫) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে গা আদেশ হইয়াছে। 'গতিস্থ' এই নিয়মে ণিচের লোপ এবং অট্ আগম হেতু উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ভূমিঃ" পদের ভ্রমু ধাতু অনবস্থানার্থ-বোধক। 'ভ্রমেঃ সম্প্রসারণং চ' (উ০ ৪।১২২) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ভ্রমু ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় বিহিত। অনুবৃত্তিবশতঃ নিত্ব-হেতু গুণের প্রতিষেধ হইয়াছে। নিত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত॥ ৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ (৩৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ প্রতিনিয়ত বিপথে পদ-সঞ্চালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। জানিতে পারিতেছে,—কোন্ পথ সৎপথ ও কোন্ পথ কুপথ; বুঝিতে পারিতেছে—কোন্ পথে শ্রেয়ঃ আছে এবং কোন্ পথে অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে; তথাপি কি মোহ, কি বিভ্রম! কদাচ ইষ্টপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না,—পুনঃপুনঃ পদস্খলন ঘটিতেছে।

তেমন পদস্খলন যেন আর না হয়! যে পথে চলিতেছিলাম—সেই সৎপথে আবার যেন ফিরিয়া যাইতে পারি! হে ভগবন্! এবার তুমি আমার পথ-প্রদর্শক হও;—আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেও। ঋকের ইহাই প্রধান প্রার্থনা।

যাহারা সৎকর্ম্মশীল, ভগবন, তুমি তাহাদের প্রতিপালক ও সুবুদ্ধিদাতা থাকিয়া, পরিশেষে তাহাদিগের পরমাত্মা সাক্ষাৎকার সংঘটন কর। আমরা অকৃতী অধম; আমাদের কর্ম্মসামর্থ্য কিছুই নাই; পদে পদে পদস্খলন ঘটিতেছে; পদে পদে বিপথে চলিতেছি! রক্ষা কর—ভগবন্! গতিমতি ফিরাইয়া দেও। তোমারই পথে চলিয়া, তোমাকে পাইয়া, যেন পরমার্থ-তত্ত্ব অধিগম্য হয়। অকিঞ্চনের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

মন্ত্রের 'ঋষিকৃৎ' পদ চরমভাবজ্ঞাপক। মর্ম্ম এই যে, তুমিই মানুষকে ঋষি (অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা) করিয়া দেও। 'আমায় সেই ঋষি কর'—এ ঋক্ স্থূলতঃ এই প্রার্থনাই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে * (১ম—৩১সূ—১৬ঋ)।

---

* ঋকে 'সোম্যানাং' পদ আছে। তাহা হইতে 'সোমপানযোগ্য যজমানদিগের বন্ধু'—এইরূপ অর্থ কেহ কেহ আমনন করিয়া থাকেন। যজমানও সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্য-পানশীল, আবার দেবতাও সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানশীল,—'সোম্যানাং' পদে সেই ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে 'ঋষিকৃৎ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং পরমত্যাগশীল ঋষি হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই মাদক-দ্রব্য-পানশীল সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন না। সৎকর্ম্মপরায়ণ ভগবন্নিষ্ঠ জনই ঋষিত্ব-লাভের কামনা করিয়া থাকে। পাছে সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কুপথে বিচলিত হই,—এ আশঙ্কা যাঁহাদের মনে স্থান পাইয়াছে, যাঁহারা ঋষি হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহারা 'সোম্যানাং' শব্দেরই বাচ্য,—তাঁহারা সোমরসপানশীল নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্)।

মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবৎ সদনে

পূর্ব্ববচ্ছুচে।

অচ্ছ যাহ্যা বহা দৈব্যং জনমাসাদয় বর্হিষি

যক্ষি চ প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মনুষ্বৎ। অগ্নে। অঙ্গিরস্বৎ। অঙ্গিরঃ। যযাতিঽবৎ।

সদনে। পূর্ব্বঽবৎ। শুচে।

অচ্ছ। যাহি। আ। বহ। দৈব্যং। জন। আ। সাদয়।

বর্হিষি। যক্ষি। চ। প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরঃ' (জ্ঞানস্বরূপ) 'শুচে' (পরমপবিত্র, বিশুদ্ধ) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'মনুষ্বৎ' (মানববৎ প্রত্যক্ষীভূতঃ সন্) 'অঙ্গিরস্বৎ' (জ্ঞানরূপেণ অন্তরস্থিতঃ সন্) 'যযাতিবৎ' (বায়ুবৎক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টঃ সন্ অথবা বায়ুবৎসর্ব্বব্যাপিনঃ সন্) 'পূর্ব্ববৎ' (সনাতন-প্রথানুক্রমেণ অনুগ্রহপরায়ণঃ সন্, নিত্যবস্তুবৎ ইতি যাবৎ) 'সদনে' (অস্মাকং হৃদ্দেশে) 'অচ্ছ যাহি (আয়াহি); দৈব্যং জনং' (দেবভাবজনন...পং, সাফল্যং) 'আবহ' (কর্ম্মণি আনয়); 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণে দর্ভে, হৃদ্বৃত্তিনিবহে) 'আ সাদয়' (তান্ দেবভাবান্ প্রাপয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠাপয়); 'প্রিয়ং চ' (প্রিয়বস্তু চ, পরমার্থতত্ত্বং চ) 'বক্ষি' (দেহি)। বয়ং মনুষ্যাঃ যেন প্রকারেণ তবস্তুধারণসমর্থাঃ ভবামঃ তৎকৃপাং কুরু; অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—১৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ, পরমপবিত্র হে অগ্নিদেব! মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া জ্ঞানরূপে অন্তরস্থিত হইয়া, বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে (অথবা বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপকভাবে), সনাতন প্রথানুসারে অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া (অথবা নিত্যবস্তুবৎ), আপনি আমাদের হৃদয়াবাসে আগমন করুন; আমাদের কর্ম্মসমূহে আপনি দেবভাবজননরূপ সাফল্য আনয়ন করুন; আস্তীর্ণ দর্ভের ন্যায় আমাদের হৃদ্বৃত্তিনিবহে, সেই দেবভাব-সমূহকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করুন; আর আপনি আমাদিগকে সেই প্রিয়বস্তু পরমার্থতত্ত্ব প্রদান করুন। (১ম—৩১সূ—১৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শুচে শুদ্ধিযুক্তাঙ্গিরঃ। অঙ্গনশীল। হবিরাদানায় তত্রতত্র গমনশীলাগ্নে। অচ্ছাভিমুখ্যেন সদনে দেবযজনদেশে যাহি। গচ্ছ। 'তত্র' চত্বারো দৃষ্টান্তাঃ। মনুষ্বৎ। যথা মনুরনুষ্ঠানদেশে গচ্ছতি। অঙ্গিরস্বৎ। যথা চাঙ্গিরা গচ্ছতি। যযাতিবৎ। যথা যযাতির্নাম রাজা গচ্ছতি। পূর্ব্ববৎ। অন্যে চ পূর্ব্বপুরুষাঃ যথা গচ্ছন্তি। যথা মন্বাদয়ো যজ্ঞে গচ্ছন্তি তদ্বৎ। অথবা মন্বাদীনাং যজ্ঞে যথা ত্বং গচ্ছসি। তদ্বৎ। গত্বা চ দৈব্যং দেবতাসমূহরূপং জনমাবহ। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যানয়। আনীয় বর্হিষ্যাস্তীর্ণে দর্ভে আসাদয় তান্ দেবানুপবেশয়। উপবেশ্য চ প্রিয়মভীষ্টং হবির্যক্ষি চ। দেহি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধিযুক্ত অঙ্গিরঃ অর্থাৎ হবিগ্রহণে (সেই সেই স্থানে) গমনশীল অগ্নিদেব! আপনি দেবযজনদেশাভিমুখে গমন করেন। এস্থলে চতুর্ব্বিধ দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়। (আপনি কিরূপে গমন করিবেন?) যেরূপে মনু, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রদেশে গমন করেন, অথবা অঙ্গিরা যেরূপে গমন করিয়া থাকেন, কিংবা যযাতি নামক রাজা যেমন যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন; অথবা পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপে গমন করেন। মন্বাদি যেরূপভাবে যজ্ঞে গমন করে, আপনিও সেইভাবে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিংবা মন্বাদির যজ্ঞে যেরূপে আপনি গমন করেন, সেইরূপে আপনি যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দেবযজনস্থানে গমন করিয়া আপনি এই অনুষ্ঠানে দেবগণকে আনয়ন করুন। দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করিয়া আস্তীর্ণ দর্ভ-সমূহ গ্রহণ করুন এবং তদুপরি দেবগণকে উপবেশন করান। দেবগণসহ তথায় উপবেশন করিয়া, অভীষ্টফল প্রদান করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্বৎ। তেন তুল্যমিতি প্রথমার্থেবা তত্র তস্যেবেতি ষষ্ঠ্যর্থে বা চতিঃ। পা০ ৫।১।১১৫।১১৬। অয়স্ময়াদিত্বেন ভত্বাদ্রুত্বাত্তস্তাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। এবমঙ্গিরস্বদিত্যাদিষু। বহা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। যক্ষি। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপোঽলুক্। সেহ্যপিচ্চেতি হেরভাবশ্ছান্দসঃ। ষত্বকত্বে॥ ১৭॥

* * *

সপ্তদশ (৩৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। সায়ণ-ভাষ্যে এবং এই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব সর্ব্বথা অপ্রমাণিত হইয়া যায়। 'যে অগ্নিদেব পূর্ব্বে মনুর যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, যে অগ্নিদেব অঙ্গিরা-ঋষির যজ্ঞশালায় গমন করিতেন, যযাতি রাজার যজ্ঞে যে অগ্নির গতিবিধি ছিল; পূর্ব্বকালে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেরই যজ্ঞে যে অগ্নিদেব গমন করিতেন';—এই ঋঙ্মন্ত্রে যেন সেই অগ্নিকে যজমান আপনার যজ্ঞশালায় আগমনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; বলিতেছেন,—'দেবগণকে লইয়া আসুন, কুশাসনে তাঁহাদিকে উপবেশন করান, এবং তাঁহাদিগের প্রিয় যজ্ঞহবিঃ তাঁহাদিগকে প্রদান করুন।' এ পর্য্যন্ত যত ব্যাখ্যা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যেই প্রায় ঐ একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করুন। ঋকের 'মনুষ্বৎ' পদে কেন 'মনুর যজ্ঞে আগমন' রূপ অর্থ আমনন করিব? যদি 'মনোঃ যজ্ঞঃ' এমন কোনও পদ থাকিত, তাহা হইলে 'মনুর যজ্ঞ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইতে

"মনুষ্বৎ"—পদে 'তেন তুল্যমিতি .... বা যতি' (পা০ ৫।১।১১৫-১১৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে আদিতে অয়স্ময়াদি আছে বলিয়া তত্ব-হেতু উদাত্তভাব এবং প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। 'অঙ্গিরস্বৎ' প্রভৃতি পদেও অনুরূপবিধি বিহিত হইয়াছে। "বহা" এই পদে 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "যক্ষি" লোট বিভক্তি-হেতু 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে শপের লোপ হইয়াছে। ছান্দস প্রযুক্ত 'সেহ্যপিচ্চ' এই নিয়মে হি আদেশ হইল না; জ স্থানে ষ এবং ষ স্থানে ক এর আদেশ হইল॥ ১৭॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিত। কিন্তু 'মনুষ্বৎ' পদে 'বৎ' প্রত্যয় রহিয়াছে। যদি 'মনুবৎ' পদ থাকিত, তাহা হইলেও 'মনুর ন্যায়' অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন 'মনুষ্বৎ' পদ রহিয়াছে, তখন 'মনুষ্যের ন্যায়' ভাবই আসিতেছে। সেস্থলে প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'হে দেব, তুমি মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আইস।' এখন বুঝিয়া দেখুন, 'মানববৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আইস'—এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি? মানুষ, মানুষের আদর্শ দেখিয়াই কার্য্য করে। পুত্র—পিতার কার্য্য দেখিয়া পিতার অনুসরণ-কারী হয়; শিষ্য—গুরুর বা শ্রেষ্ঠজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সমশ্রেণীর জীবের মধ্যে যে ভাব বিকাশ পায়, স্বভাবতঃ জীবমাত্র তাহারই অনুসরণকারী হইয়া থাকে। এখানে তাই বলা হইতেছে,—'অলৌকিক কোনও রূপে আবির্ভূত হইলে, আমরা হয় তো তোমাকে চিনিতে বা বুঝিতে পারিব না। আমরা মানুষ; আমাদের নিকট মনুষ্যভাবে মনুষ্য-রূপে প্রকাশিত হও; আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করি।' এই প্রার্থনাই সমীচীন প্রার্থনা; যাঁহাদের সামান্যমাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনায়ই অনুপ্রাণিত হন।

অতঃপর, 'অঙ্গিরস্বৎ', 'যযাতিবৎ' ও 'পূর্ব্ববৎ'—পদত্রয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে "অঙ্গিরস্বৎ" পদের বিষয় বিচার করিবার সময়, লক্ষ্য করুন, সায়ণ এই মন্ত্রের 'অঙ্গিরঃ' সম্বোধন পদের কি অর্থ করিয়াছেন। সেখানে তিনি ঋষির সম্বন্ধ রাখেন নাই। কিন্তু এখানে তাহা বদলাইয়াছেন। একই মন্ত্রে দুইরূপ অর্থ—সমীচীন বোধ হয় কি? এখন 'অঙ্গিরস' শব্দের উৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করুন। 'অঙ্গ' অর্থাৎ 'জ্ঞান+'ঈরস' (বিদ্যমান) যাহাতে আছে, সেই অঙ্গিরস। সে পক্ষে ঋষি-বিশেষকে ঐ শব্দে বুঝাইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। পরন্তু 'অঙ্গিরস্বৎ' পদে 'জ্ঞানরূপে অন্তরস্থ হইয়া' ভাবই প্রকাশ পায়। 'তুমি মানবরূপে প্রত্যক্ষীভূত হও।' আর 'তুমি জ্ঞানরূপে অন্তরস্থ হও'—'মনুষ্বৎ' ও অঙ্গিরস্বৎ' পদে এই দুই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। 'যযাতিবৎ' পদেও 'যযাতি রাজার যজ্ঞের ন্যায়, অর্থই বা কেন গ্রহণ করিব? ধাত্বর্থ-অনুসারে 'যযাতি' পদের অর্থ হয়,—'বায়ুর ন্যায় গতি-বিশিষ্ট' [য—বায়ুর ন্যায়+যাতি (যা+তি)—গমন করা]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ক্ষিপ্রগামী। এ পক্ষে বায়ুবৎ সর্ব্বব্যাপী অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে এই 'যযাতিবৎ' শব্দে দুইরূপ প্রার্থনার ভাব মনে আসে। প্রকাশ পায়,—'আপনি ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়া এ অধমকে উদ্ধার করুন'; প্রকাশ পায়—'আপনি সর্ব্বব্যাপক-রূপে আমার সকল কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।' পরিশেষে 'পূর্ব্ববৎ'। সহসা এই পদের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই মনে হয়,—একটা কালের সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে অনন্ত অতীতের সূচনা করে। যিনি যখনই বলিবেন,—পূর্ব্বে, তাহারই পূর্ব্বকাল উহাতে সূচিত হইবে। তাহাতে নিত্য-বস্তুর ভাব আসে,—তাহাতে সনাতন-প্রথারই আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত অতীত-কাল হইতে যে ভগবান অনুগ্রহ-প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকেই আহ্বান করা হইতেছে, 'পূর্ব্ববৎ' পদে তাহাই উপলব্ধ হয়। 'সদনে' পদে সে পক্ষে হৃদয় রূপ গৃহে অর্থ ই সুসঙ্গত দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রথম অংশের প্রার্থনার ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে পরমপবিত্র জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি মনুষ্যাকারে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন; আপনি জ্ঞানরূপে হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করুন; আপনি আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে বায়ুবৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন; আর চির-অনুগ্রহপরায়ণ থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।' এখানে 'মনুষ্বৎ' পদে নরলোকে নর-রূপে ভগবানের অবতরণের ভাবও আসিতে পারে।

এক্ষণে ঋঙ্মন্ত্রের শেষ অংশের বিষয় বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। 'দৈব্যং জনং' বলিতে কি বুঝায়? 'দৈব্যং' শব্দে 'দেবভাব' এবং 'জনং' বলিতে 'জনন' অর্থ ই সূচিত হয়। তাহাতে ভাব আসে, আমাদের কর্ম্ম-মাত্রে দেবভাবজনন রূপ সাফল্য আনয়ন করুন, অর্থাৎ আমাদের সকল কার্য্যই দেবভাবসহ-যুত হইয়া, সাফল্য-লাভ করুক।' 'বিস্তৃত কুশের উপরে আনিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশন করান' (বর্হিষি আ সাদয়) এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? অগ্নিকে যাঁহারা মানুষভাবে কল্পনা করেন, তাঁহাদের কল্পনার বলে তাঁহাদের ন্যায় কয়েকজন মনুষ্যের সহিত আসিয়া তিনি যজ্ঞ-ক্ষেত্রে কুশাসনের উপর উপবেশন করিবেন,—এরূপ মনে করা যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। কিন্তু দ্যোতমান জ্বলন্ত অগ্নি হইলে অথবা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি হইলে ঐরূপ কুশাসনে তাঁহাকে কখনই বসান যায় না। আমরা মনে করি,—'বর্হিষে' পদে এখানে চিত্তবৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। হৃদ্বৃত্তি-সমূহের মধ্যে সদ্‌জ্ঞান আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক, অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তিই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হউক, ইহাই এ অংশের মর্ম্মার্থ। প্রিয়ং চ যক্ষি' বাক্যে 'প্রিয় বস্তু আমাকে দেও' বলা হইতেছে। এ অবস্থায় সাধকের প্রিয়বস্তু অন্য আর কি হইতে পারে? সে কি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব বা পরমার্থ-তত্ত্ব নহে? আমরা তাই মনে করি,—এ ঋকের প্রার্থনা—তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষের আকাঙ্ক্ষামূলক, শুদ্ধসত্ত্বভাবের ও সদ্‌জ্ঞান-লাভের কামনা-প্রকাশক। এ প্রার্থনার সহিত কোনও কাল-বিশেষের বা কোনও মনুষ্য-বিশেষের সম্বন্ধ নাই। * (১ম—৩১সূ—১৭ঋ)॥

—— • ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

সাগ্নিচয়নে ক্রতাবুষাসম্ভরণীয়া যামিষ্টাবগ্নের্ব্বন্ধৎতঃ পুরোনুবাক্যে তমাগ্ন ইত্যেষা। দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্টেতি খণ্ড এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব ব্রহ্মচতে জাতবেদো নমশ্চ। আ০ ৪।৩। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তেঽষ্টাদশীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিচয়ন-যাগে উষাকালীন অনুষ্ঠানে, 'অগ্নের্ব্বন্ধৎতঃ' ইত্যাদি পুরোনুবাক্যারূপে পঠিত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাসযাগে, 'ইষ্টেতি' খণ্ডে "এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা…নমশ্চ" (আ০ ৪ ১) ইত্যাদি রূপ সূত্রিত হইয়াছে। তাহা—এই সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্। এস্থলে সেই সূক্তের সেই ঋক্ উল্লিখিত হইতেছে।

* * *

---

* ঋকের সম্বোধন-পদ 'অঙ্গিরঃ' আছে। তাহা হইতে অঙ্গিরস নামক কোনও কোনও ঋষিকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়াও কেহ মনে করিতে পারেন। ঋকের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে সেই ভাবই আসে। যথা,—"As thou didst for Manus, O Agni, for Angiras, O Angiras, for Yayati on thy (priestly) seat, as for the ancients, O brilliant one, come hither, conduct hither the host of the gods, seat them on the sacrificial grass and sacrifice to the beloved host." মন্ত্রগুলি ক্রমে এমনই বিপরীতার্থক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ-সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা

যত্তে চকৃম বিদা বা।

উত প্র ণেষ্যভি বস্যো অস্মান্ৎসং

নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা ॥ ১৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এতেন। অগ্নে। ব্রহ্মণা। বাবৃধস্ব। শক্তী। বা। যৎ।

তে। চকৃম। বিদা। বা।

উত। প্র। নেষি। অভি। বস্যঃ। অস্মান্। সং।

নঃ। সৃজ। সুহমত্যা। বাজহবত্যা ॥ ১৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'এতেন' (অস্মদুচ্চারিতেন) 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রেণ) 'বা বৃধস্ব' (অভিবৃদ্ধো ভব, অস্মৎপ্রতি চিরানুগ্রহপরায়ণো ভব); 'যৎ' (তবারাধনারূপ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম) 'চকৃম' (বয়ং কৃতবন্তঃ), তথাহি অনুগ্রহং কৃত্বা 'শক্তী বা' (সৎকর্ম্মসম্পাদন-সামর্থ্যং চ) 'বিদা বা' (জ্ঞানঞ্চ) দেহীতি শেষঃ; 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'অভি' (প্রতি) 'বস্যঃ' (শ্রেয়ঃ) 'প্রণেষি' (প্রাপয়, বিধেহি); 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মান্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সৎকর্ম্মানুরতয়া) 'সুরত্যা' (সুবুদ্ধিসম্পন্নয়া) 'সং সৃজ' সম্যক্‌প্রকারেণ বর্দ্ধয়)। হে দেব। অস্মাকং পূজয়া প্রীতো ভূত্বা অস্মান্ সৎকর্ম্মসমন্বিতান্ জ্ঞানযুক্তান্ সুবুদ্ধিসম্পন্নান্ চ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩১সূ—১৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের উচ্চারিত এই মন্ত্রের দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি চির-অনুগ্রহপরায়ণ হউন। আপনার আরাধনা-রূপ সামান্য কর্ম্মমাত্র আমরা করিয়াছি; তাহাতেই (কৃপাপরায়ণ হইয়া) আমাদিগকে কর্ম্ম-সামর্থ্য ও জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রার্থনাকারী আমাদিগের প্রতি শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বিধান করুন; এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সৎকর্ম্মানুরত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করুন। (১ম—৩১সূ—১৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে এতেনাস্মৎপ্রযুক্তেন ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ বাবৃধস্ব। অভিবৃদ্ধো ভব। শক্তী বা বিদা বা। অস্মদীয়শক্ত্যা চাস্মদীয়জ্ঞানেন চ। তে তব যৎ স্তোত্রং চকৃম। বয়ং কৃতবন্তঃ। এতেন ব্রহ্মণেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। উত অপি চাস্মানমুষ্ঠাতৄন বস্বো বসুমত্তরধনলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রণেষি। প্রকর্ষেণ প্রাপয়। নোঽস্মান্ বাজবত্যা প্রভূতান্নযুক্তয়া সুমত্যানুষ্ঠানবিষয়য়া শোভনবুদ্ধ্যা সংসৃজ সংযোজয়॥

বাবৃধস্ব বৃধু বৃদ্ধৌ। লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষোরদত্বানি অভ্যাসস্য সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। শক্তী। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ক্তিনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিদা সাবেকা চ ইতি তৃতীয়ায়া

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আমাদের এই ব্রহ্ম (স্তুতি) মন্ত্র-সমূহের দ্বারা আপনি বর্দ্ধিত (সম্বর্দ্ধিত) হউন। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে আমরা আপনার সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিব, আপনি তদ্দ্বারা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা সম্বর্দ্ধিত) হউন। অপিচ, অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন-সম্পৎ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন। পরন্তু, আমাদিগকে প্রভূত অন্নযুক্ত করুন এবং অনুষ্ঠান-বিষয়ে শোভনবুদ্ধি প্রদান করুন।

"বাবৃধস্ব" পদের বৃধু ধাতু বৃদ্ধি-অর্থ-বোধক। উক্ত বৃধু (বৃধ্) ধাতুতে লেট্ প্রত্যয় হেতু অট্ আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়ম প্রযুক্ত শপের স্থানে শ্লু আদেশ, দ্বির্ভাব, হলাদিশেষ ও উরত্ব আদেশ হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত সংহিতায় দ্বিরুক্তির দীর্ঘ হইয়াছে। "শক্তী"—'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ এবং ক্তিন্ বিভক্তির নিত্ব (ন-ইৎ) হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিদা" পদে 'সাবেকাচঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাত্তত্বং। নেষি। নীঞ্ প্রাপণে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। উপসর্গাদসমাস ইতি ণত্বং। সুমত্যা। মনক্তিনিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং প্রথমাধ্যায়ে প্রপঞ্চিতং। উদাত্তযণোহল্ পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

* * *

অষ্টাদশ (৩৬১) ঋকের বিশদার্থ।

এ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। অথচ, এই মন্ত্রের সহিত নানা কল্পিত-কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়। এ মন্ত্রটী যে কোনও ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই প্রতিপন্ন করেন; এ মন্ত্রের দ্বারা বেদ মানুষের রচিত বলিয়া প্রচারিত হয়। * কিন্তু মন্ত্রার্থ অনুধাবন করিলে ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণের কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঋকে 'চকৃম' পদ আছে। 'চকৃম' ক্রিয়ার অর্থ – 'আমরা করিয়াছি।' কিন্তু তাহা হইতে 'মন্ত্র-রচনা করিলাম'—এ অর্থ কেন আনি? 'যৎ চকৃম' অর্থাৎ 'যাহা করিয়াছি',—এ বাক্যে কবিতা রচনা করার ভাব কেন আসিবে? 'যৎ' পদে, আমরা বলি, কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। 'যাহা করিয়াছি' বলিতে কর্ম্ম-বিশেষকেই বুঝায়। তাহাতে উহার ভাব দাঁড়ায়

নিয়মে তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নেষি" পদের নীঞ্ ধাতু প্রাপণার্থ-বোধক। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়ম প্রযুক্ত এস্থলে শপের লোপ হইয়াছে। 'উপসর্গাদসমাসে' সূত্রানুসারে ণত্ব বিহিত হইল। "সুমত্যা" এই পদে 'মনক্তিন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হয়,—প্রথমাধ্যায়ে তাহা উক্ত হইয়াছে। 'উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ' এই নিয়ম হেতু বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

* * *

---

* মন্ত্রের প্রথমাংশের দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—(১) "হে অগ্নিদেব, আমরা কবিত্ব-শক্তির দ্বারা অথবা জ্ঞান দ্বারা আপনার এই যে স্তোত্র রচনা করিলাম, তাহা আপনি স্বীকার করুন এবং তদ্দ্বারা বর্দ্ধিত ও প্রশংসিত হউন।" ইত্যাদি (২) "হে অগ্নি! এই মন্ত্রের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; আমাদিগের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে আমরা ইহা রচনা করিলাম; ইহার দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ ধন প্রদান কর এবং আমাদিগকে অন্নযুক্ত ও শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে,—'আমি তোমার আরাধনা-রূপ যে যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিয়াছি, অর্থাৎ কোনও কর্ম্মই করিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রার্থনা হয়—'হে ভগবন্! কর্ম্ম-সামর্থ্য আমাদের কিছুই নাই। ভরসা—কেবল তোমার অনুগ্রহ। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য আর জ্ঞান প্রদান কর। হে ভগবন্, তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।' মন্ত্রের ঐ অংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে 'আমি মন্ত্র রচনা করিয়াছি', এমন ভাব উহার মধ্যে কোথাও দেখিতে পাই না। * 'বা বৃধস্ব' পদে, 'অভিবৃদ্ধো ভব'—এই অর্থে, ভাব আসে এই যে,—'তুমি চির-অনুগ্রহ-পরায়ণ হও।' 'অভিবৃদ্ধো ভব' অর্থাৎ 'আমাতে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তুমি বৃদ্ধ হও'—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'স্থায়িরূপে আমাতে অবস্থিত থাকিয়া বৃদ্ধ হও অর্থাৎ আমার চির-শ্রেয়ঃসাধন কর।'

---

* বেদ যে মানুষের রচিত, তাহা প্রমাণের জন্য পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। এ পক্ষে ন্যূনাধিক পঞ্চাশটী মন্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়। অথচ, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহার কোনও মন্ত্রেই বেদরচয়িতা ঋষির সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। নবম সূক্তের চতুর্থ ঋকে (অস্যগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ), দ্বাদশ সূক্তের একাদশ ঋকে (স নো স্তবান আভর গায়ত্রেণ নবীয়সা), বিংশ সূক্তের প্রথম ঋকে (স্তোমোঃ বিপ্রেভিরাস্যা অকারি), সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে (গায়ত্রং নব্যাংসং), একত্রিংশ সূক্তের একাদশ ঋকে (পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে), চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকে (প্রিয়মেধবৎ অত্রিবৎ জাতবেদো বিরূপবৎ ইত্যাদি), অষ্টচত্বারিংশৎ সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে (যে চিদ্ধি ত্বা ঋষয়ং পূর্ব্বমূতয়ে জুহুবে), অশীতিতম সূক্তের ষোড়শ ঋকে (পূর্ব্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মত), অষ্টাদশাধিক শততম সূক্তের তৃতীয় ঋকে (বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ), সপ্তদশাধিক শততম সূক্তের পঞ্চবিংশ ঋকে (ব্রহ্মা কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং), চতুরশীত্যধিক শততম সূক্তের পঞ্চম ঋকে (এষ বাং স্তোমঃ অশ্বিনাবকারি) ঋষিগণ কর্ত্তৃক মন্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং মন্ত্রগুলি যে অনিত্য মানুষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ, দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (কৃতব্রহ্ম শুশুবৎ রাতহব্য), তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিংশৎ সূক্তের বিংশ ঋক্ (তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্), চতুর্থ মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের একাদশ ঋক্ (অকারি ব্রহ্ম সমিধানি তুভ্যং), ঐ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের বিংশ ঋক্ (ব্রহ্মা কৃর্ম্ম ভৃগবো ন রথং) ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক (ব্রহ্মজ যঃ ক্রিয়মাণং নিনিৎসাৎ), পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের দশম ঋক্ (যা তক্ষান্ রথা ইবাবোচাম) এ পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উক্ত হয়। এই ঋক্বের (চক্রম) যে ভাবে অর্থ করা হয়, এবং সে অর্থ যে সুসঙ্গত নয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পরবর্ত্তী বহু সূক্তের মধ্যে ঐরূপ যে সকল পদাবলি দৃষ্ট হইবে, যথাস্থানে আমরা তৎসমুদায়ের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ঋকের অর্থ এক অতি সমীচীন প্রার্থনামূলক হয়। সে প্রার্থনায় প্রকাশ পায়,—'হে ভগবন্! আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা প্রীত হইয়া আমরা যে সামান্য কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া, আমদিগকে সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য ও জ্ঞান প্রদান করুন; আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুরত ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন করিয়া সম্যক্-প্রকারে পরিবর্দ্ধন করুন।' (১ম—৩১সূ—১৮ঋ)।

—•—

দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীতি পঞ্চদশর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং। আঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা ইন্দ্রস্য পঞ্চোনেত্যনুক্রমণিকা। অগ্নিষ্টোমে মাধ্যংদিনে সবনে নিষ্কেবল্যং শস্ত্র ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীতি নিবিদ্ধানীয়ং সূক্তং। নিষ্কেবল্যস্যেতি খণ্ড ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যেতস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং দধ্যাৎ। আ॰ ৫।১৫। ইতি॥ বিষুবত্যপি তস্মিন্ শস্ত্র এতদ্বিনিযুক্তং। বিষুবান দিবা কৃত্য ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যেতস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা। আ॰ ৮.৬। ইতি॥ মহাব্রতে নিষ্কেবল্যেঽপ্যেতদেব বিনিযুক্তং। রাথন্তরো দক্ষিণঃ পক্ষ ইতি খণ্ডে চতস্রঃ সতী ষড় বৃহতীঃ করোতীন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচমিতি॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

দ্বাত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় সূক্ত "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি" ইত্যাদি পঞ্চদশ-ঋক্-বিশিষ্ট। অঙ্গিরস-পুত্র হিরণ্যস্তূপ এই সূক্তের ঋষি; ইহার ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং দেবতা—ইন্দ্র। 'ইন্দ্রস্য পঞ্চোন' এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে। অগ্নিষ্টোম-যাগের মাধ্যন্দিন সবনে নিষ্কেবল্য-শস্ত্রে 'ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি" ইত্যাদি সূক্ত নিবিদ্ধানীয় রূপে পঠিত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, 'নিষ্কেবল্য' প্রভৃতি খণ্ডে, 'ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি' (আ॰ ৫।১৫) ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধীয় নিবিদ ধারণ করিবে, এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। বিষুবৎ-যাগ প্রভৃতিতেও উক্ত শস্ত্রে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। "বিষুবান্ দিবাকৃত্য" ইত্যাদি খণ্ডেও সেই জন্য "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যে-তস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা" (আ॰ ৮.৬) এইরূপ সূত্র পরিদৃষ্ট হয়। মহাব্রত-যাগে নিষ্কেবল্য শস্ত্রেও এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। "রাথন্তরো দক্ষিণঃ পক্ষঃ" ইত্যাদি খণ্ডে "চতস্র সতী ষড় বৃহতী করোতীন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি" প্রভৃতি সূক্ত উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং।
ষট্‌ত্রিংশাদারভ্যঃ অষ্টত্রিংশৎপর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী সূক্তে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনাসূচক মন্ত্র আছে। কিন্তু সে সূক্তগুলি ঐন্দ্রসূক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না; কারণ সে সকল সূক্তে মুখ্যভাবেই অন্যান্য দেবতার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এ সূক্তটি সম্পূর্ণরূপ ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত; সুতরাং এ সূক্তটী ঐন্দ্রসূক্ত নামেই অভিহিত হয়। ষোড়শ সূক্তকে আমরা 'নবমৈন্দ্রসূক্ত' নামে অভিহিত করিয়াছি। এ সূক্তটিকে তদনুসারে 'দশমৈন্দ্রসূক্ত' বলা যাইতে পারে।

এ সূক্ত প্রধানতঃ ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক। সে পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে তিনি প্রকাশমান্। এই সূক্ত উপলক্ষে কত কাল হইতে কত প্রকার গবেষণাই যে চলিয়া আসিয়াছে, কত প্রকারের অর্থই যে কত জনে অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। যে সকল অর্থ এখন বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার অর্থে, এই সূক্তকে পুরাবৃত্তের এক ঘটনার সহিত সংশ্রববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে ইন্দ্র ও বৃত্র দুই জন, দুই দেশের রাজা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাবিলনের (বাবু-নগরের) রাজা 'বৃত্র' ছিলেন। 'আসীরিয়ার' অধিপতি বলিয়া তিনি 'অসুরাখ্যা' প্রাপ্ত হন। বাবিলন ও আসিরীয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি 'বৃত্রাসুর' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অন্য জন—ইন্দ্র 'আরিয়ানার' রাজা ছিলেন। এই 'আরিয়ানা' হইতেই 'আর্য্য' নামের উৎপত্তি হয়। এই দুই রাজার যুদ্ধের প্রসঙ্গই ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে,—এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ইহাই অভিমত। অন্য এক অর্থে, বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধে মেঘের ও বজ্রের সংঘর্ষ এবং বৃত্রের পতন (নাশ) কিনা—বারিবর্ষণ। * তৃতীয় অর্থে—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরকের কল্পনায় ইন্দ্রকে

---

* এই দুই মতের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম ঐন্দ্রসূক্তের (চতুর্থ সূক্তের) অষ্টম ঋকের বিশদার্থে (২৬০-২৬৮ পৃষ্ঠায়) দৃষ্টি করুন। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসেও" এ সকল আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গাধিপতি এবং বৃত্রকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর বলিয়া গণ্য করা হয়। সে পক্ষে, কেহ বা ভারতবর্ষে আর্য্যগণের ও অনার্য্যগণের যুদ্ধ-কাহিনী উহার অন্তর্ভুক্ত করেন; কেহ বা, সে ব্যাপারকে এক লোকাতীত কল্পনা-রাজ্যের বিষয়-মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।

ঋকের ব্যাখ্যায় সকল প্রকার অর্থই অধ্যাহৃত হইতে পারে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, ঋক্ তাঁহাকে সেই অর্থই প্রদান করিবে। কল্পবৃক্ষসান্নিধ্যে যিনি যে ফল কামনা করেন, তাঁহার জন্য বৃক্ষ সেই ফলই প্রদান করিয়া থাকে। যাহা হউক, ইন্দ্র ও বৃত্র সম্বন্ধে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, প্রথম ঐন্দ্র সূক্তেই (চতুর্থ সূক্তেই) তাহার আভাষ প্রদান করা হইয়াছে। এখানে এ সূক্তে ইন্দ্র নামে সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে। তিনি কেমন? তিনি কি ভাবে জীবের পরিত্রাণোপায় বিধান করিতেছেন? সূক্তের ঋক্‌গুলির মধ্যে যথাক্রমে তাহাই পরিবর্ণিত আছে। ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ-পক্ষে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি যেন নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ-বিশেষ। এ সূক্তের ঋক্‌গুলি— কেবল এ সূক্তেরই বা বলি কেন? ঋঙ্মন্ত্র-মাত্রই—এক দিকে সংসার-ব্যাপার বর্ণন করিতেছে, অন্যদিকে পরমার্থ তত্ত্বের সন্ধান দিতেছে। এক দিকে দেখিতে পাইবেন— যেন রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, এক রাজা অন্য রাজার সীমানা অধিকার করিতেছেন; অন্য দিকে দেখিতে পাইবেন—কত বিঘ্ন-বিপত্তির অন্তরায় অপসারিত করিয়া হৃদয়-সিংহাসনে কেমনভাবে শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত হইতেছেন। দেখুন—প্রতি মন্ত্র; অনুধ্যান করুন— প্রতি মন্ত্র; হৃদয়ে অনুপম অনিন্দ্য আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

—— o ——

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমেঽনুবাকে দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। ঋষিরাঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপঃ। ইন্দ্রদেবতাঃ। ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে মাধ্যন্দিনে সবনে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার

প্রথমানি বজ্রী।

অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং॥১॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং ।

ইন্দ্রস্য । নু । বীর্য্যাণি । প্র । বোচং । যানি । চকার । প্রথমানি । বজ্রী ।

অহন্ । অহিং । অনু । অপঃ । ততর্দ্দ । প্র । বক্ষণাঃ ।

অভিনৎ । পর্ব্বতানাং ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বজ্রী' (বজ্রধরঃ, ইন্দ্রদেবঃ) 'প্রথমানি' (মুখ্যানি) 'যানি' (কর্ম্মাণি) 'চকার' (কৃতবান, সৃষ্টিরক্ষার্থং যৎ যৎ কর্ম্ম নিত্যং সম্পাদয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ, ইন্দ্রদেবস্য) 'বীর্য্যাণি' (অলৌকিককার্য্যাণি) 'নু' (নিত্যং, স্বতঃ) 'প্র বোচং' (প্রকৃষ্টরূপেণ কীর্ত্তয়ামি, প্রত্যক্ষং করোমি) ; 'অহিং' (মেঘং, শত্রুং) 'অহন্' (বিদারিতবান্ হতবান্) ; 'অনু' (পশ্চাৎ) 'অপঃ' (জলানি, সত্ত্বভাবাদীনি) 'ততর্দ্দ' (ভূমৌ পাতিতবান, বিস্তারিতবান) ; 'পর্ব্বতানাং' (গিরিকন্দরাণাং, পর্ব্বতসদৃশকাঠিন্যসম্পন্নানাং) 'বক্ষণাঃ' (প্রবহনশীলা, স্নেহকরুণানির্ঝরাদীনাং) 'প্র অভিনৎ' (প্রবাহিতবান্, উদ্ঘাটিতবান্) । ভগবন্মহিমা অস্মাকং নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতা । হে ভগবন্ ! শত্রুং নাশয়িত্বা অস্মাকং হৃদ্দেশে সত্ত্বভাবপ্রবাহং নিত্যং প্রবহতাম্ । ইতি ভাবঃ । (১ম—৩২সূ—১ঋ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

বজ্রধর (ভগবান) যে সকল মুখ্যকর্ম্ম (সৃষ্টিরক্ষার জন্য) সম্পাদন করেন, তাঁহার (ভগবান্ ইন্দ্রদেবের) সেই সকল অলৌকিক কার্য্যের বিষয় আমরা স্বতঃই কীর্ত্তন (প্রত্যক্ষ) করিয়া থাকি । মেঘ বিদারণ করিয়া তিনি ভূতলে জলধারা সেচন করেন (রিপুশত্রুকে নিহত করিয়া তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবলি বিস্তার করেন) ; গিরিকন্দরে তিনি প্রবহনশীলা নদী প্রবাহিত করেন (পর্ব্বত-সদৃশ কাঠিন্য-সম্পন্ন হৃদয়ে তিনি স্নেহকারুণ্যাদির নির্ঝর-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন) । (১ম—৩২সূ—১ঋ) ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বজ্রী বজ্রযুক্ত ইন্দ্রঃ প্রথমানি পূর্ব্বসিদ্ধানি মুখ্যানি বীর্য্যাণি পরাক্রমযুক্তানি কর্ম্মাণি চকার। তস্যেন্দ্রস্য তানি বীর্য্যাণি নু ক্ষিপ্রং প্রব্রবীমি। কানি বীর্য্যাণীতি তদুচ্যতে। অহিং মেঘমহন্। হতবান্। তদেতদেকং বীর্য্যং। অনুপশ্চাদপোজলানি ততর্দ্দ। হিংসিতবান্। ভূমৌ নিপাতিতবানিত্যর্থঃ। ইন্দ্রং দ্বিতীয়ং বীর্য্যং। পর্ব্বতানাং সম্বন্ধিনীর্ব্বক্ষণাঃ প্রবহণশীলা নদীঃ প্রাভিনৎ। ভিন্নবান্। কূলদ্বয়কর্ষণেন প্রবাহিতবানিত্যর্থঃ॥ ইদং তৃতীয়ং বীর্য্যং। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং।

বীর্য্যাণি শূরবীর বিক্রান্তৌ। ণ্যন্তাদচো যদিতি যৎ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। তিৎস্বরিতমিত স্বরিতত্বং। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি। আদ্যুদাত্তত্বেহি সু-শব্দেন বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যনেনৈবোত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বস্য সিদ্ধত্বাদ্বীরবীর্য্যৌ চেতি পুনস্তদ্বিধানমনর্থকং স্যাৎ। অতোঽবগম্যতে যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং বীরশব্দে ন প্রবর্ত্তত ইতি। অতঃ পরিশেষাত্তিৎস্বরিতমিতি প্রত্যয়স্য স্বরিতত্বমেব। বোচং। অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙিতি চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। চকার। ণলি লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। অহন্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বজ্রযুক্ত ইন্দ্র পূর্ব্বসিদ্ধ মুখ্য পরাক্রমযুক্ত কর্ম্ম (সম্পন্ন) করিয়াছিলেন। সেই ইন্দ্রদেবের তৎসমুদয় বীর্য্যের (বীর্য্যযুক্ত কার্য্যের) বিষয় বলিতেছি। তিনি (অহি নামক) মেঘকে হনন করিয়াছিলেন। সেই তাঁহার এক বীর্য্যবত্তার কার্য্য। পরে তিনি জলসমূহকে হিংসা করিয়াছিলেন অর্থাৎ (মেঘ বিদীর্ণ করিয়া) ভূমিতে জল নিপাতিত করিয়াছিলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয় বীর্য্যযুক্ত কার্য্য। (অতঃপর) তিনি পর্ব্বত-সম্বন্ধি প্রবহনশীলা নদী-সমূহ উদ্ভিন্ন করেন অর্থাৎ পর্ব্বত উদ্ভিন্ন করিয়া কর্ষণ দ্বারা নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার তৃতীয় বীর্য্যযুক্ত কার্য্য। পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে এতদ্বিষয় দ্রষ্টব্য।

"বীর্য্যাণি"—শূর, বীর ও বিক্রান্ত অর্থে এই পদ ব্যবহৃত হয়। "ণ্যন্ত্যাদচো যৎ" এই সূত্রানুসারে উক্ত বীর শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয়ে বীর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন। 'নেরনিটি' নিয়মানুসারে ণিচের এর লোপ এবং 'তিৎস্বরিতং' নিয়মে ৎ ইৎ হয় বলিয়া প্রত্যয়ের স্বর স্বরিত হইল। 'যতোঽনাব' এই নিয়মে উদাত্ত হইল না। প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত স্বীকার করিলে সু শব্দের দ্বারা বহুব্রীহি সমাসে বিকল্পে আদ্যুদাত্ত হয়। কিন্তু 'দ্ব্যশ্ছন্দসি' নিয়মে উত্তর-পদের আদি-স্বরের উদাত্তত্ব নিষ্পাদিত হওয়ায় 'বীরবীর্য্যৌ চ' নিয়মে পুনরায় তাহার আদ্যুদাত্ত-বিধানের প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—যাতোঽনাব" সূত্রানুসারে বীর শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিশেষে, 'তিৎস্বরিতং' এই নিয়মে প্রত্যয়ের স্বরিতস্বরই স্বীকার করা হইল। "বোচং" পদে 'অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ' সূত্রানুসারে চ্লে স্থানে অঙ্ আদেশ হইয়াছে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' সূত্রানুসারে অট্ আগমের অভাব হইল। "চকার" পদে ণল্ প্রত্যয়। লিৎস্বর হেতু (উক্ত ণল্ প্রত্যয়ের ল ইৎ যায় বলিয়া) প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ থাকায় নিঘাতস্বর হইল না। "অহন"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লঙীতশ্চেতীকারলোপে হলঙ্যাবভ্য ইতি তকার লোপঃ। অহিং। আঙ্ পূর্ব্বাদ্ধন্তেরাঙি। শ্রিগনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।১৩৯। ইতীণ্ প্রত্যয়ঃ। আঙো হ্রস্বত্বং চ। চ শব্দেন-বেঞো ডিৎসমানেখ্যাশ্চোদাত্ত ইতি ডিত্বং পূর্ব্বপদোদাত্তত্বং চানুকৃষ্যতে। ততষ্টিলোপে পূর্ব্ব দস্তোদাত্তত্বং। ততর্দ্দ। উতৃদির হিংসানাদরয়োঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বক্ষণাঃ। বক্ষ রোষে ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চ। পা০ ৩২।১৫১। ইতি যুচ্। চিৎস্বরং বাধিত্বা ব্যত্যয়েন প্রত্যয়স্বরঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৩৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, কোনও ব্যক্তি-বিশেষ যেন কহিতেছেন,—'আমি বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের পূর্ব্বকৃত বীর্য্যের বিষয় কহিতেছি। তিনি অহিকে হনন করিয়াছিলেন। তিনি জল-সমূহকে ভূপাতিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ব্বতের অবরোধ মুক্ত করিয়া নদীর জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।' এরূপ অর্থে, এই ঋকে, কোনও মনুষ্য কর্ত্তৃক কোনও মনুষ্যের শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ঋকের অন্তর্গত 'প্রবোচং,' 'চকার,' 'ততর্দ্দ,' 'প্র অভিনৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদই ব্যাখ্যাকারগণকে ঐরূপ অর্থ অন্বেষণের পথে সহায়তা করিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, প্রথম আভাষে তাহা বলিতেছি। আমরা বলি, ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটীতেই অতীতের সহিত

—এই পদে "লক্ষিতশ্চ" নিয়মে "ঈ-কারের এবং হল্ঙ্যাবভ্যাং" সূত্রানুসারে ত-কারের লোপ হইয়াছে। "অহিং" 'আঙিশ্রিহানিভ্যাং হ্রস্বশ্চ' (উ০ ৪।১৩৯) ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রানুসারে আঙ্ পূর্ব্বক হন্ ধাতুর ঈণ্ প্রত্যয়ে এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সূত্রানুসারে আঙের হ্রস্ব হইয়াছে। চ-শব্দের যোগ-হেতু 'চেঙা ঙিৎ সমানে খ্যশ্চোদাত্ত নিয়ম-প্রযুক্ত ডিত্বহেতু পূর্ব্বপদের আদিস্বর উদাত্ত হয়। অতঃপর টি-লোপ হওয়ায় পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ততর্দ্দ" পদে উতৃদির (তৃদ) ধাতুর হিংসা ও অনাদর অর্থ বুঝায়। তিঙ্ঙতিঙঃ নিয়মে উহাতে নিঘাতস্বর হইয়াছে। "বক্ষণাঃ" পদের বক্ষ ধাতু রোষার্থবোধক। 'ক্রুধমন্ডার্থেভ্যশ্চ' (পা০ ৩২১৫১ এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উক্ত বক্ষ ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয় এবং চিৎস্বরকে বাধিয়া ব্যত্যয়ে ঐ পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে॥ ১॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিকালের-সম্বন্ধ আছে। 'করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, করেন'—এ সকল প্রকার ভাবই ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটির মধ্যে নিহিত বলিয়া প্রতীত হয়। ব্যাখ্যাকারগণও, এ বিষয়ে বড়ই সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন। দেখুন—'প্রবোচং' পদ। এই পদটি লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন—'প্রব্রবীমি' অর্থাৎ 'বলিতেছি' (বর্ত্তমান কাল)। একজন ব্যাখ্যাকারের মত,—ঐ ক্রিয়াপদের উৎপত্তিস্থল—'প্র অবোচন্'। ঐ পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন—'প্রকর্ষেণ অবোচন্ ব্রবীমি।' বুঝিয়া দেখুন—এখানে ভূতকালদ্যোতক 'লুঙের' পদকে বর্ত্তমানকালদ্যোতক 'লট' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার, ব্যাখ্যার পূর্ব্বে, কোনও ঋষি-বিশেষ ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—মনে করিয়া লইয়াছেন। তার পর ঐরূপ বর্ত্তমানের ক্রিয়ার অবতারণায় অর্থ নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা না করিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তবকর্ত্তার সম্বন্ধ ঐ মন্ত্রের সহিত সংযোজন করা যায় না। আবার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ-কালে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা উচ্চারিত না হইলে, সামঞ্জস্য থাকে না,—মন্ত্রোচ্চারণকারীর সহিত মন্ত্র-সম্বন্ধও রক্ষা করা যায় না। সুতরাং কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অপর ক্রিয়াপদ তিনটীকে অতীতকাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যা-পদ্ধতির প্রয়োজনানুসারে কালের ব্যত্যয় ঘটাইতে সকলেই বাধ্য হইয়াছেন, বুঝা যায়।

আমরা যে পথে চলিয়াছি, তাহাতে ব্যাখ্যায় কাল-পরিবর্ত্তনের আবশ্যক করে না। যদিও প্রতিবাক্যে দুই এক স্থলে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি, তথাপি আমরা মনে করি, নিত্যকালের সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই অটুট আছে। ঐ যে সকল অতীত-কালের ক্রিয়াপদ, উহাদের মর্ম্ম—ত্রিকালদ্যোতক। যিনি, যে অবস্থায়, যে কালেই হউক না কেন, যখনই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার মর্ম্মার্থ অভিন্ন-ভাবেই প্রকটিত হইবে। পূর্ব্বেও যিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, এখনও যিনি প্রার্থনা করিতেছেন, পরেও যিনি প্রার্থনা করিবেন, সকলের সকল কালের সম্বন্ধই উহাতে পরিস্ফুট আছে। "ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি"—এ বাক্য অতীত-কালেও বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানেও বলা হইতেছে, আবার ভবিষ্যতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে হইবে। 'প্রবোচং' ক্রিয়াপদ বৈদিক ভাষাতে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। অন্য ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও আমাদের ঐ একই বক্তব্য।

মন্ত্রে একদিকে, বাহ্য-প্রকৃতি-পক্ষে মেঘবিদারণ-পূর্ব্বক বারিবর্ষণরূপ কল্যাণ-সাধন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক-পক্ষে শত্রু-বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সংরক্ষণ, প্রকাশ পাইতেছে। সকল কালে সকল অবস্থাতেই এ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। মন্ত্রের অপরাংশেও এইরূপ, এক পক্ষে, পাষাণ-বিদারণ-পূর্ব্বক নির্ঝরিণীর উৎপত্তি-রূপ স্নিগ্ধতা-বিস্তারের ভাব, এবং অন্য পক্ষে রিপুসঙ্কুল পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ে স্নেহকারুণ্যাদির সঞ্চার-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিয়া দেখুন, সকল কালে সকল অবস্থাতেই এই ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রার্থনা পক্ষে, এ ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার শক্তি ও করুণার পরিচয় নিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি। আমার এই রিপুশত্রু-সঙ্কুল পাষাণ হৃদয় বিগলিত করিয়া আপান প্রেম-পীযূষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিউন।' (১ম—৩২সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ

বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।

বাশ্রাইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ

সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

অহন্। অহিং। পর্ব্বতে। শিশ্রিয়াণং। ত্বষ্টা। অস্মৈ।

বজ্রং। স্বর্য্যং। ততক্ষ।

বাশ্রাঃইইব। ধেনবঃ। স্যন্দমানাঃ। অঞ্জঃ। সমুদ্রং।

অব। জগ্মুঃ। আপঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বষ্টা' (ত্রাণকারী স দেবঃ) 'অস্মৈ' (শত্রুবধনিমিত্তং) 'স্বর্য্যং' (গর্জ্জনশীলং, অতিভীষণং) 'বজ্রং' (শত্রুনাশকং অস্ত্রং, বিবেকরূপং) 'ততক্ষ' (নির্ম্মিতবান্, উৎপাদিতবান্); তেন অস্ত্রেন, 'পর্ব্বতে' (হৃদয়রূপদুর্ভেদ্যগিরিকন্দরে) 'শিশ্রিয়াণং' (আশ্রিতং) 'অহিং,' (শত্রুং) 'অহন্' (হতবান্); তদা 'বাশ্রাঃ' (বৎসাঃ, দিবাঃ) 'ইব' (যথা) 'ধেনবঃ' (গাঃ প্রতি, আলোকরশ্মিঃ প্রতি) প্রধাবন্তি তদ্বৎ 'স্যন্দমানাঃ' (সত্ত্বভাবেন বিগলিতাঃ) 'আপঃ' (সদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'সমুদ্রং' (অনন্তস্বরূপং ভগবন্তং) 'অবজগ্মু' (প্রাপ্তাঃ)। ভগবৎকৃপয়া যদা মনুষ্যাঃ রিপুশত্রুদমনসমর্থাঃ ভবন্তি, তদা সদ্বৃত্তিনিবহা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবধের নিমিত্ত, সেই ত্রাণকারী দেবতা, (বিবেকরূপ) অতিভীষণ শত্রুনাশক অস্ত্র নির্ম্মাণ (উৎপন্ন) করেন; সেই অস্ত্র (দ্বারা) হৃদয়রূপ দুর্ভেদ্য গিরিকন্দরে আশ্রয় প্রাপ্ত শত্রুকে তিনি নিহত করেন; তখন, বৎস যেমন ধেনুর প্রতি ধাবমান হয় (অথবা, দিবা যেমন আলোক-রশ্মির প্রতি প্রধাবিত হয়) সেইরূপ, সত্ত্বভাবে বিগলিত সদ্বৃত্তিনিবহ সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (১ম—৩২সূ—২ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণমাশ্রিতমহিং মেঘমহন্। হতবান্। অস্মৈ ইন্দ্রায় স্বর্য্যং সুষ্ঠু প্রেরণীয়ং যদ্বা শব্দনীয়ং স্তুত্যং ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা বজ্রং ততক্ষ তনূকৃতবান্। তেন বজ্রেণ মেঘে ভিন্নে সতি স্যন্দমানাঃ প্রস্রবণযুক্তা আপঃ সমুদ্রমঞ্জঃ সম্যগবজগ্মুঃ। প্রাপ্তাঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাশ্রাঃ বৎসান্ প্রতি হম্বারবোপেতা ধেনব ইব। যথা ধেনবঃ সহসা বৎসগৃহে গচ্ছতি তদ্বৎ॥

শিশ্রিয়াণং। শ্রিঞ্ সেবায়াং। লিটঃ কানচ্। দ্বির্ভাবহলাদিশেষে যণাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং স্বর্যং স্ব গতৌ অস্মাৎ সুপূর্ব্বাদৃহলোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ সংজ্ঞা-পূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। যদ্বা স্বৃ শব্দোপতাপয়োরিত্যস্মাৎ ণ্যতি পূর্ব্ববদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। বাশ্যন্ত ইতি বাশ্রাঃ। বাশৃ শব্দে স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। জগ্মুঃ। উসি গমহনেত্যুপধালোপঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৩৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। এক প্রকার অর্থে প্রকাশ,—ইন্দ্রদেব মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অন্য প্রকার অর্থ—ইন্দ্রদেব কর্তৃক বৃত্র নামক অসুর নিহত হইয়াছিল। এক অর্থে—ত্বষ্টা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পর্ব্বতাশ্রিত মেঘকে তিনি হনন করিয়াছেন সেইজন্য (দেবশিল্পী) বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের নিমিত্ত সুষ্ঠু প্রেরণীয় এবং শব্দযুক্ত স্তবার্হ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই বজ্র দ্বারা মেঘ উদ্ভিন্ন হইলে, প্রস্রবণযুক্ত জলসমূহ সমুদ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পর্ব্বতগাত্র-সংলগ্ন মেঘ সমূহ বিগলিত হইলে, তাহার বারিরাশি নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরে নিপতিত হয়)। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—হাম্বারবে ধেনুগণ যেমন বৎসের প্রতি ধাবমান্ হয়, অথবা সহসা ধেনুগণ যেমন বৎস-গৃহে উপস্থিত হয়, (পর্ব্বতগাত্র-সংলগ্ন মেঘ-সমূহের জলরাশি সেইরূপে সাগর প্রাপ্ত হয়)।

"শিশ্রিয়াণং" এই পদে শ্রিঞ্ ধাতু সেবার্থবোধক। উক্ত শ্রিঞ্-ধাতুর উত্তর লিট বিভক্তির স্থানে কানচ্ (আন) প্রত্যয়, দ্বির্ভাব, 'হলাদি শেষ' এবং ইয়ঙ আদেশে উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে "চিতঃ" এই নিয়মে উহার অন্তস্বর উদাত্ত। "স্বর্যং" পদে স্ব ধাতুর অর্থ গমন। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্রানুসারে সু পূর্ব্বক উক্ত স্ব ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু উহার বৃদ্ধি হইল না। অথবা, শব্দ এবং উপমাপার্থ-বোধক স্বৃ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধির অভাব করিয়াও ঐ পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'তিৎস্বরিতং' এই নিয়মে উহাতে স্বরিতস্বর হইয়াছে। 'শব্দ করে' এতদর্থে "বাশ্র" পদ নিষ্পন্ন। বাশৃ ধাতু শব্দার্থ-জ্ঞাপক। 'স্ফায়িতঞ্চি' এই নিয়মে তদুত্তর রক্ প্রত্যয়। "জগ্মু" এই পদে "গমি গমহনে" ইত্যাদি সূত্রে উস্ প্রত্যয় করিয়া উপধার লোপে এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; অন্য অর্থে মেঘ-বিদারণের জন্য ত্বষ্টা কর্ত্তৃক সে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক অর্থ—স্থূল-প্রকৃতির সহিত অন্বিত; অন্য অর্থ—লৌকিক যুদ্ধ-ব্যাপারের সহিত সংশ্রববিশিষ্ট। ঋকের প্রথমাংশ-বিষয়ে যেমন ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব প্রকাশিত, দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধেও সেই প্রকার দুই অর্থ পাওয়া যায়। এক পক্ষ বলেন,—এই ঋক্ পুরাবৃত্তের একটী প্রাচীন ঘটনার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। বাব্র (বাবিলন) নগরের রাজা বৃত্রাসুর সাতটী নদীর মোহানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে, সেই সকল মোহানা বাঁধমুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে নদীর জল সবেগে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। এ ঋকে, "স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ" বাক্যে, সেই ঘটনার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সায়ণভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—মেঘ বিদীর্ণ হইলে যে বারিবর্ষণ হয়, তাহা সমুদ্রাভিমুখে বেগে ধাবমান হইয়া থাকে। সেই বিষয়ই এখানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। "বাশ্রা ইব ধেনবঃ" বাক্যের অর্থ বিষয়ে অবশ্য কাহারও মধ্যে মতদ্বৈধ দেখি না। এ সম্বন্ধ সকলেই বলিয়াছেন,—'গাভী যেমন হাম্বা রব করিয়া বাছুরের নিকট যায়'—ঐ বাক্যে সেই অর্থই প্রকাশিত।

আমাদের অর্থ, ঐ সকল অর্থ হইতে ভিন্ন প্রকার নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম 'ত্বষ্টা' পদে আমরা 'ত্রাণকারী' অর্থ গ্রহণ করি, এ বিষয় পূর্ব্বেই (বিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। শত্রুহনন এবং তজ্জন্য অস্ত্রনির্ম্মাণ উভয়ই যে একই ভগবানের (দেবতার) কর্ম্ম, তাহাই উপলব্ধ হয়। তিনিই শত্রুনাশের উপযোগী বিবেকরূপ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনিই আবার সেই অস্ত্রে শত্রু-সংহার সাধন করিতেছেন। মনুষ্যের নিজস্ব কোনও শক্তি বা সামর্থ্য নাই বা থাকিতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই তাহার সকল শক্তি—সকল সামর্থ্য। এই ভাব গ্রহণ করিলে, পূর্ব্ব ঋকের সহিত এই ঋকের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-সংশ্রব পরিদৃষ্ট হইবে। শত্রু 'পর্ব্বতে আশ্রিত' বলিয়া ঋকে প্রকাশ। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা হৃদয়রূপ দৃঢ়-গিরিকন্দরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের রিপুশত্রুগণ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য নূতন অনর্থের সূত্রপাত করিতেছে; অথচ আমরা তাহাদিগকে কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারেই দমন করিতে পারিতেছি না। তাই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে তাহাদের বাসস্থান পরিকল্পিত হইয়াছে। গিরি-গহ্বরের অভ্যন্তরে অবস্থিত শত্রুকে যেমন দৃঢ় বজ্রাঘাত ভিন্ন উদ্ভিন্ন করা যায় না, হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত রিপু-শত্রুগণকেও সেইরূপ বিবেকরূপ বজ্রের দ্বারা নিহত করার আবশ্যক হয়। শত্রুগণ সেইরূপে বিনাশ-প্রাপ্ত হইলে, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। তখন, সেই সত্ত্বভাবে বিগলিত বিমিশ্রিত হইয়া হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। তখন মানুষ ভগবৎ-কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যে আদৌ আকৃষ্ট হয় না। সেই তত্ত্বই এখানে পরিবর্ণিত। অতঃপর উপমাটির বিষয় অনুধাবন করুন। গাভী যেমন বৎসের প্রতি ধাবমান হয়—এরূপ অর্থ না করিয়া, দিবা যেমন আলোক-রশ্মির সহিত মিলিত হয়, এইরূপ উপমাই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। 'বাশ্রাঃ' পদে 'বৎস' বা 'বাছুর' অপেক্ষা 'দিবা' অর্থই সমীচীন। 'ধেনবঃ' পদে 'রশ্মি' অর্থ আমনন করার নিগূঢ় ভাব আছে। পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি। 'রশ্মি' যেমন পানকারী, রশ্মির দ্বারা যেমন সংসারের সকল রস আকৃষ্ট (পীত) হয়, তেমন আর কোনও বস্তুই নাই। সে পক্ষে 'ধেনবঃ' পদের মুখ্য অর্থে 'রশ্ময়ঃ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে অর্থ অধিকতর সুসঙ্গত হইয়া আসে। সেই বিবেচনাতেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম। দিবার সহিত সূর্য্যরশ্মির যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাব, শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে মানুষে ভগবানে সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন-ভাব সঞ্জাত হয়। ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি। (১ম—৩২সূ—২ঋ)।

——•——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎসুতস্য।

আসায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩ ॥

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃষঽষমাণঃ। অবৃণীত। সোমং। ত্রিঽকদ্রুকেষু। অপিবৎ। সুতস্য।

আ। সায়কং। মঘঽবা। অদত্ত। বজ্রং। অহন্। এনং।

প্রথমঽজাং। অহীনাং ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষায়মাণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ স ভগবান্) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অবৃণীত' (আকাঙ্ক্ষতে, অভিলষতে); 'ত্রিকদ্রুকেষু' (ত্রিবিধযাগেষু, কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং সমন্বয়সাধনেষু) 'সুতস্য' (সত্ত্বভাবস্য ভাগং ইতি যাবৎ) 'অপিবৎ' (পানরতোঽভবৎ, চিরসম্বন্ধযুতোঽতিষ্ঠৎ); 'মঘবা' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ স ভগবান্) 'সায়কং' (সুতীক্ষ্ণং, নাশকং) 'বজ্রং' (অস্ত্রং) 'অদত্ত' (শত্রুনাশনিমিত্তং সদা গৃহীতবান্); তেন বজ্রেণ 'অহীনাং' (শত্রূণাং) 'প্রথমজাং' (অগ্রজাতং, শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) 'এনং' (পরিদৃশ্যমানং অজ্ঞানরূপং শত্রুং) 'অহন্' (বিনাশং কৃতবান্)। শুদ্ধসত্ত্বভাবেন সহ চিরসম্বন্ধযুতঃ সন্ স দেবঃ তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ অজ্ঞানরূপং শ্রেষ্ঠশত্রুং আহতে। তদা, হে মনঃ, ত্বং শুদ্ধসত্ত্বভাবসঞ্চয়সমর্থো ভব। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক সেই ভগবান, শুদ্ধসত্ত্বভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন; কর্ম্ম-জ্ঞানভক্তির সমন্বয়-সাধন-রূপ সত্ত্বভাবের সহিত তিনি চির-সম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন; পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ভগবান্ (তোমার শত্রুনাশের নিমিত্ত) সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র (সদাকাল) গ্রহণ করিয়া আছেন; সেই অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদিগের প্রধানস্থানীয় পরিদৃশ্যমান্ তোমার অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে তিনি বধ করেন। (প্রধান শত্রু নিহত হইলেই অপর সকল শত্রু বিমর্দ্দিত হয়—ইহাই মনে করা যায়)। (১ম—৩২সূ—৩ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃষায়মাণো বৃষ ইবাচরন্নিন্দ্রঃ সোমমবৃণীত। বৃতবান্। ত্রিকদ্রুকেষু। জ্যোতির্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকাস্ত্রয়োঃ যাগাস্ত্রিকদ্রুকা উচ্যন্তে। তেষু সুতস্যাভিষুতস্য। সোমস্যাংশমপিবৎ। পীতবান্। মঘবা ধনবানিন্দ্রঃ সায়কং বন্ধকং বজ্রমাদত্ত। স্বীকৃতবান্। তেন চ বজ্রেণাহীনাং মেঘানাং মধ্যে প্রথমজাং প্রথমোৎপন্নং মেঘমহন্। হতবান্॥

বৃষায়মাণঃ। বৃষ ইবাচরন্। কর্ত্তুঃ ক্যঙসলোপশ্চ। পা০ ৩।১।১১। ইতি ক্যঙ্। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ। অদুপদেশাদ্ধাতোরন্তোদাত্তত্বে কঙন্তাদ্ধাতোরন্তোদাত্তত্বং। সায়কং ষিঞ্ বন্ধনে। সিনোতীতি। সায়কঃ খুল্। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। প্রথমজাং। প্রথমং জায়ত ইতি প্রথমজাঃ। জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড়্বনোরিত্যাত্বং॥ ৩॥

* . *

তৃতীয় (৩৬১) ঋকের বিশদার্থ।

——:*:——

এই ঋকের স্থূল শিক্ষা এই যে,—'মানুষ' তুমি তোমার কর্ম্ম জ্ঞান-ভক্তি তিনের উৎকর্ষ-সাধন কর। ঐ তিনের উৎকর্ষ-সাধনই তিনটী প্রকৃষ্ট যজ্ঞ-সম্পাদন। ঐ তিনের ঔৎকর্ষ ও সমন্বয় দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়। ভগবান সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরম অনুরাগী; তৎসহ তিনি সদা বিদ্যমান্। প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকে মধুপ যেমন আত্মহারা হইয়া মধুপানে নিরত থাকে, শ্রীভগবান্ সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির ঔৎকর্ষ-জাত শুদ্ধসত্ত্বভাবসহ চিরসম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন। সে অবস্থায়, তোমার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃষের ন্যায় আচরণে ইন্দ্রদেব সোমকে ভজনা করিয়াছিলেন। ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে (অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম, গোমেধ এবং আয়ুনামক ত্রিবিধ যজ্ঞে) তিনি অভিষুত সোমের অংশ পান করিয়াছিলেন। ধনবান ইন্দ্রদেব বজ্ররূপ সায়ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের দ্বারা তিনি মেঘসমূহের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে হনন করেন।

"বৃষায়মাণঃ" পদটী, 'বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়া' এই অর্থে, 'কর্ত্তুঃক্যঙ শলোপশ্চ' (পা০ ৩।১।১১।) সূত্রানুসারে ক্যঙ্ প্রত্যয় করিয়া, 'অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োঃ' সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। আকারের উপদেশ থাকায় ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সায়কং" পদে ষিঞ্ ধাতুর অর্থ বন্ধন। 'বন্ধন করিতেছে'—এই অর্থে উক্ত ষিঞ্ ধাতুর উত্তর খুল্ প্রত্যয় করিয়া 'সায়কং' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। লিৎস্বর-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। 'প্রথমজাং'—'প্রথমেই জাত হয়' এই অর্থে প্রথম শব্দ পূর্ব্বক জন্ ধাতুর উত্তর 'জনসনখনক্রমগমবিট্' এই সূত্রানুসারে বিট্ প্রত্যয় এবং 'বিড বনোঃ' সূত্রের দ্বারা আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরের শত্রু-সকল আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। কেন-না, সেই সকল শত্রুর বিনাশ-সাধন জন্য শ্রীভগবান বিবেকরূপ সুতীক্ষ্ণ বজ্রাস্ত্র ধারণ করিয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান্ থাকেন; এবং শত্রুকুলের আদিভূত যে শত্রু, তাহাকে সংহার করেন।'

'প্রথমজাং' অর্থাৎ আদিভূত বলিতে অজ্ঞানতাকেই বুঝায়। সেই শত্রুই প্রথম উৎপন্ন হয়। প্রধানও সেই। অজ্ঞানতা হইতেই পতন-কারণ কামাদি রিপুশত্রুগণ উদ্ভূত হয়। বিবেকরূপ শাণিত অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞানতাকে নাশ করিতে পারিলেই, আদিভূত প্রধান শত্রুর নাশ জনিত ত্রাসে, অপর সকল শত্রু পলায়নপর হয়, অথবা আপনা-আপনিই বিনাশ পায়। অতএব, বলা হইতেছে,—'মানুষ, তুমি প্রথমে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে বদ্ধপরিকর হও। তোমার শ্রেয়ঃ তখন শ্রীভগবান্ আপনিই আনিয়া উপস্থিত করিবেন।'

এই তো ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। কিন্তু যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন। এক অর্থে প্রকাশ,—'বলবান ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্য্যুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারক বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।" সায়ণের ব্যাখ্যায় সোমপানের সমর্থন আছে বটে; কিন্তু প্রথম-মেঘকে ইন্দ্রদেব বিদারণ করিয়াছিলেন,—সায়ণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন! তবে প্রথম মেঘ যে কি, তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, এক প্রকার অর্থে—বৃত্রাসুরের বধ ব্যাপার, অন্য প্রকার অর্থে—মেঘ হইতে বারিবর্ষণ,—ইহাই হইল ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিবৃতি! আমাদের ভাব ও সায়ণের ভাব, যথাক্রমে আমাদের মর্ম্মানু-সারিণী ব্যাখ্যায় ও সায়ণের ভাষ্যেই বোধগম্য হইবে।

ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারিলেই আমাদের অর্থের সার্থকতা বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম—'বৃষায়মাণঃ'। 'বৃষ' শব্দের সায়ণই অনেক স্থলে 'অভীষ্টবর্ষণকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'বৃষ ইবাচরন্' লিখায়, সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ 'বৃষের (ষাঁড়ের) ন্যায় আচরণশীল' অর্থাৎ বলবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(একগুঁয়ে) রূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এ অর্থ কতদূর যৌক্তিকতা-পূর্ণ, পূর্ব্বাপর ঋকের অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে। ঋকের আর একটী পদ—'ত্রিকদ্রুকেষু'। ইহাতে সায়ণ তিন প্রকার যজ্ঞ সাধনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন; অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ, সায়ণ হইতে স্বতন্ত্র আর এক রকমের তিন প্রকার যজ্ঞের নাম করিয়াছেন। তিন কালের যজ্ঞ-রূপ অর্থও উহা হইতে আসিতে পারে। কিন্তু সকল যজ্ঞের সার যজ্ঞ—কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির যজ্ঞ। তিন যজ্ঞ বলিতে, এখানে ঐ তিনের যজ্ঞই বুঝা যায়। কর্ম্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও ভক্তিযজ্ঞ—সাধন-পন্থায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'অপিবৎ' পদে 'পানে সংযুক্ত' ভাব প্রকাশ পায়। 'প্রথমজাং' পদে 'প্রথম উৎপন্ন' অর্থ আসে। উহাতে মেঘের প্রথম বা অসুরদের প্রথম (আদি) অর্থ বড় কষ্ট-কল্পনায় আনিতে হয়। কিন্তু উহাতে 'অজ্ঞানতা' ভাব গ্রহণ করিলে, সুসঙ্গত অর্থ আসে। কেন-না, অজ্ঞানতা সকলেরই আদিভূত। 'বৃত্র' 'মেঘ', 'অহি' প্রভৃতি পদে জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতাকে এবং উহার সাঙ্গোপাঙ্গ কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণকে বুঝাইয়া থাকে। অজ্ঞানতার অভীষ্টসাধক অসদ্বৃত্তি প্রভৃতিই ঐ সকল পদে এখানে প্রকাশ পাইতেছে। এ সকল বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। (১ম—৩২সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোতমায়াঃ।

আৎসূর্য্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন

কিলা বিবিৎসে ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্র। অহন্। প্রথমহজাং। অহীনাং। আৎ। মায়িনাং।

অমিনাঃ। প্র। উত। মায়াঃ।

আৎ। সূর্য্যং। জনয়ন্। দ্যাং। উষসং। তাদীত্না। শত্রুং।

ন। কিল। বিবিৎসে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'অহীনাং' (শত্রূণাং) 'প্রথমজাৎ' (প্রথমোৎপন্নং, অজ্ঞানং) 'অহন্' (হতবানসি) 'উত' (অপিচ) 'মায়িনাং' (মায়াবিনাং, কামাদীনাং) 'মায়াঃ' (ছলচাতুর্য্যাদীন্) 'প্রামিনাঃ' (সর্ব্বতোভাবেন নাশিতবানসি); 'তাদীত্না' (তদানীং, অজ্ঞান-নাশ-পূর্ব্বক-শত্রুহস্তচাতুর্য্যাদি নাশাৎ পরং) 'দ্যাং' (দিবি, অস্মাকং হৃদাকাশে) 'উষাসং' (উষঃকালং, জ্ঞানোন্মেষণং) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যোদয়ং, পূর্ণজ্ঞানঞ্চ) 'জনয়ন্' (প্রকাশয়ন্), 'শত্রুং' (রিপুং, বৈরিণং) 'কিলং' (কুত্রাপি) 'ন বিবিৎসে' (ন লব্ধবান্, ন দৃষ্টবান্)। যদা অজ্ঞাননাশো ভবতি, যদা রিপুপ্রভাবো বিনষ্টো ভবতি, তদা পর্য্যায়ক্রমেণ মনুষ্যাঃ পূর্ণজ্ঞানং লভতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি শত্রুগণের আদিভূত অজ্ঞানতাকে হনন করেন, আর যখন সেই মায়াবী শত্রুগণের ছলচাতুর্য্য সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করেন; তখন, আমাদের হৃদয়াকাশে উষোদয়ের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষ এবং সূর্য্যোদয়ের ন্যায় পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, শত্রুকে কোথাও আর দৃষ্ট হইবে না (শত্রুর চিহ্ন মাত্র লোপ পাইবে)। (১ম—৩২সূ—৪ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপিচ হে ইন্দ্র যদ্যদাহীনাং মেঘানাং মধ্যে প্রথমজাং প্রথমোৎপন্নং মেঘমহন্। হতবানসি। আৎ তদনন্তরং মায়িনাং মায়োপেতানামসুরাণাং সম্বন্ধিনীর্মায়াঃ প্রামিনাঃ প্রকর্ষেণ নাশিতবানসি। অনন্তরং সূর্য্যমুষাসমুষঃকালং দ্যামাকাশং চ জনয়ন্ উৎপাদয়ন্নাবরকমেঘনিবারণেন প্রকাশয়ন্ বর্ত্তসে। তাদীত্না তদানীমাবরকান্ধকারাভাবাচ্ছত্রুং ঘাতকং বৈরিণং ন বিবিৎসে কিল। ত্বং ন লব্ধবান্ খলু॥

অহন্। হন্তের্লঙি হলঙ্যাবভ্য ইতি সিলোপঃ। অডাগমঃ উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। মায়িনাং। মায়া শব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাদ্ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা০ ৫.২।১১৬। ইতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। অমিনাঃ। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। মীনাতের্নিগমে। পা০ ৭.৩।৮১। ইতি হ্রস্বত্বং। তাদীত্নাত্তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাদ্বর্ণবিপর্য্যয়ং। কিল। নিপাতস্যেতি দীর্ঘত্বং। বিবিৎসে। বিদ্৯ লাভে। ক্র্যাদিনিয়মাৎ প্রাপ্ত ইট্ ব্যত্যয়েন ন ভবতি॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (৩৭০) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত অর্থে ঋকের এক অংশে মেঘকে, এক অংশে বা অসুরকে লক্ষ্য দেখি। অসুরদের মায়া-রূপ মেঘ বিদীর্ণ হইলে ঊষাকাল আসে, এবং সূর্য্যোদয় ঘটে। এইরূপে আবরক অন্ধকার দূর হইলে, শত্রুকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অপিচ. হে ইন্দ্রদেব, আপনি মেঘ-সমূহের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে নিহত করিয়াছিলেন। তদনন্তর মায়াধর্ম্মশীল অসুরসম্বন্ধি মায়া প্রকৃষ্টরূপে নাশ করিয়াছেন। তার পর, সূর্য্য, ঊষা ও আকাশ প্রভৃতিকে উৎপন্ন করেন এবং তাহাদের আবরণকারী মেঘ-সমূহকে নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অতঃপর, আবরণকারী অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায়, আপনার কেহই শত্রু ছিল না (অর্থাৎ আপনার সকল শত্রুই বিনষ্ট হইয়াছিল)।

"অহন্" পদ, হন্ ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তিতে 'হলঙ্যাবভ্যঃ' সূত্রানুসারে সি-এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর উহাতে অটাগম এবং উদাত্তস্বর বিহিত। যদ্বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাতস্বর হইল না। "মায়িনাং"—ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া শব্দ পঠিত হওয়ায় 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' (পা০ ৫।২।১১৬) সূত্রানুসারে মায়া শব্দের উত্তর মত্বর্থে ইনি প্রত্যয়। "অমিনাঃ" পদের মীঞ্ ধাতু হিংসার্থে প্রযুক্ত হয়। ক্র্যাদিগণীয় হিংসার্থক মীঞ্ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'মীনাতের্নিগমে' (পা০ ৭.৩ ৮১)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে মীন্-এর ঈ-কার স্থানে ই-কার আদেশ হইয়াছে। "তাদীত্না"—তদানীং শব্দে পৃষোদরাদিত্বহেতু এই পদে বর্ণ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। "কিল"—'নিপাতস্য' এই নিয়মে নিপাত-হেতু এই পদ দীর্ঘত্ব-প্রাপ্ত হইল। "বিবিৎসে" পদের বিদ্৯ ধাতু লাভার্থে প্রযুক্ত হয়। ব্যত্যয়হেতু ক্র্যাদিনিয়ম-প্রাপ্ত ইটের আগম হইল না॥ ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। ঋকের এইরূপ প্রহেলিকাপূর্ণ অর্থ প্রচলিত এ বিষয়ে সায়ণের ভাষ্যও দুর্ব্বোধ্য; অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যাও জটিল। ইন্দ্রদেব প্রথমোৎপন্ন মেঘকে হনন করিয়াছিলেন—ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? আবার তার পর তিনি শত্রুদিগের মায়া বিনাশ করেন,—ইহাতেই বা কি বুঝায়? যদি মেঘাপসারণ অর্থই হয়; কিন্তু তাহাতে ঊষা-সমাগম কিরূপে সম্ভবপর? মেঘের সহিত ঊষার কি সম্বন্ধ আছে? এইরূপে কোনও ব্যাখ্যারই ভাবসঙ্গতি-রক্ষায় আমরা সমর্থ হই না। একজন ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন—"ইন্দ্রদেব যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া তদ্দলস্থ মায়াবী অসুরদিগের কুচক্র নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য, ঊষাকাল ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আর কোনও শত্রু দেখিতে পান নাই।" এ সকল উক্তির মধ্যেও কোনও সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়া পাই না। পরন্তু এ সকল পরস্পর বিপরীত ভাবমূলক উক্তিতে স্বতঃই মনে হয়, ইহার মধ্যে কোনও রূপক বা উপমার বিষয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আমরা যে পথের অনুসরণে ঋকের অর্থের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা সেই রূপকের বা উপমার আবরণ ভেদ করিতেছে মাত্র। তাহাতে ভাবের ও অর্থের কিরূপ সঙ্গতি রক্ষা হয়, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন! অজ্ঞানতাই যে পরমার্থতত্ত্বানুসন্ধানের পথে প্রথম ও প্রধান শত্রু, তাহা নিঃসন্দেহ। অজ্ঞানতা দূর হইলে, রিপু-শত্রুগণের সকলেরই সকল প্রকার মায়াজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি হয়। ঊষার ও সূর্য্যের সম্বন্ধ সূচনায়, জ্ঞানোদয়ের স্তরের প্রতি লক্ষ্য আসে। অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার যেমন অল্পে অল্পে দূর হইবে, তেমনই ঊষোদয়ের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপ দূরীভূত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ঘটিবে। তখন আর শত্রুব চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হইবে না। যখন অজ্ঞান নাশ হয়, রিপুশত্রুর প্রভাব বিনষ্ট হইয়া আসে, তখন পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য পূর্ণজ্ঞান লাভ করে। এই ঋঙ্মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এখানে উপমায়, রূপকালঙ্কারে, এই পরম তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—৩২সূ—৪ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং পঞ্চমী ঋক্)

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।

স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ

শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥ ৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অহন্। বৃত্রং। বৃত্রঽতরং। বিঽঅংসং। ইন্দ্রঃ। বজ্রেণ।

মহতা। বধেন।

স্কন্ধাংসিঽইব। কুলিশেন। বিঽবৃক্ণা। অহিঃ। শয়তে।

উপঽপৃক্। পৃথিব্যাঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মহতা' (প্রকৃষ্টেন) 'বধেন' (মারকেণ) 'বজ্রেণ' (অস্ত্রেণ, বিবেকরূপশাণিতাস্ত্রেণ) 'বৃত্রতরং' (অতিকঠোরং, অধৃষ্যতরং) 'বৃত্রং' (শত্রু-সেনানায়কং অজ্ঞানং) 'ব্যংসং' (ছিন্নস্কন্ধং সহকারিশূন্যং) 'অহন' (হতবান্); 'কুলিশেন' (কুঠারেণ) 'বিবৃক্ণ' (বিশেষতশ্ছিন্নানি) স্কন্ধাংসি' (বৃক্ষস্কন্ধাঃ) 'ইব' (যথা ভূতলে অবলুণ্ঠন্তি), তদ্বৎ 'অহিঃ' (শত্রুঃ) পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ) 'উপপৃক্' (উপরি) 'শয়তে' (শয়নং করোতি, বিলুণ্ঠতি ইতি শেষঃ)। বিবেকরূপশাণিতাস্ত্রাঘাতেন অজ্ঞানরূপ শত্রু সপরিচারা বিনশ্যতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ - ৫ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান ইন্দ্রদেব, বিবেকরূপ সেই প্রকৃষ্ট মারক-অস্ত্রদ্বারা অতি-অধৃষ্য শত্রুসেনানায়ক অজ্ঞানতাকে ছিন্নস্কন্ধে (সহচরশূন্য) করিয়া হনন করেন; কুঠারাঘাতে বিচ্ছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধ যেমন ভূতলে বিলুণ্ঠিত হয়, সেই শত্রুও সেইরূপ পৃথিবীর উপরে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। (১ম—৩২সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রো বজ্রেণ সম্পাদিতো যো মহান বধস্তেন বজ্রেণ বৃত্রতরমতিশয়েন লোকানামাবরক-মন্ধকাররূপং যদ্বা বৃত্রৈরাবরণৈঃ সর্ব্বাঞ্ছত্রূংস্তরতি তং বৃত্রমেতন্নামকমসুরং ব্যংসং বিগতাং-সং ছিন্নবাহুর্যথা ভবতি তথাহন। হতবান। অংসচ্ছেদনে দৃষ্টান্তঃ। কুলিশেন কুঠারেণ বিবৃক্ণা বিশেষতশ্ছিন্নানি স্কন্ধাংসীব। যথা বৃক্ষস্কন্ধাশ্ছিন্না ভবন্তি তদ্বৎ। তথা সোঽহির্বৃত্রঃ পৃথিব্যা উপর্য্যপপৃক্ সামীপ্যেন সংপৃক্তঃ শয়তে। শয়নং করোতি। ছিন্নকাষ্ঠবদ্ভূমৌ পততীত্যর্থঃ।

বৃত্রতরং। বৃতু বর্ত্তনে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা ভাবে রক্প্রত্যয়ান্তো বৃত্রশব্দঃ। বৃত্রেণাবরণেন সর্ব্বং তরতীতি বৃত্রতরঃ। তরতেঃ পচাদ্যচ্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। তরপিতু ব্যত্যয়েন। ব্যংসং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে। উদাত্ত-স্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। বধেন। হনশ্চ বধ ইতি ভাবেঽপ্। তৎসন্নিয়োগেন ধাতোর্ব্বধাদেশঃ। স চান্তোদাত্তঃ। অন্ত্যাকারস্যতো লোপ ইতি লোপ উদাত্তনিবৃত্তি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবের (যে) বজ্রদ্বারা মহান্ বধ-কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেই বজ্রদ্বারা লোক-সমূহের অতিশয় আবরক অন্ধকাররূপ বৃত্র নিহত হইয়াছিল। অথবা আবরণ দ্বারা যে বৃত্র সকল শত্রুকে আবৃত করে, সেই বৃত্র নামক অসুর যেরূপে ছিন্নবাহু হইয়াছিল (সেইরূপ ইন্দ্রদেব অন্ধকাররাশিকে নিবারিত করিয়াছিলেন)। অংশচ্ছেদের দৃষ্টান্ত; যথা, কুঠারাঘাতে যেরূপে স্কন্ধ ও অংশ বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ, অথবা (কুঠারাঘাতে) যেরূপে বৃক্ষস্কন্ধ ছিন্ন হয়, তদ্রূপ; সেইরূপ হইলে, বৃত্র পৃথিবীর উপর শয়ন করিয়া থাকে; অর্থাৎ, ছিন্ন-কাষ্ঠের-ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হয়।

"বৃত্রতরং" পদে বৃতু (বৃৎ) ধাতু বর্ত্তনার্থজ্ঞাপক। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্র অনুসারে উক্ত বৃৎ ধাতুর উত্তর ভাবে রক্ প্রত্যয় করিয়া বৃত্র পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবরণদ্বারা সকলকে আবৃত করে এই অর্থে, বৃত্রতর পদ সম্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া বৃৎধাতুর উত্তর অচ প্রত্যয়। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু উক্ত পদে তরপ্ প্রত্যয়। "ব্যংসঃ" বহুব্রীহি সমাস হেতু পূর্ব্ব-পদে প্রকৃতিস্বর হইলেও 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' এই নিয়মে স্বরিতস্বরই হইয়াছে। "বধেন" এই পদে হন ধাতুর উত্তর ভাবে অপ্ প্রত্যয়। অপ প্রত্যয়ের সন্নিযোগহেতু হন ধাতুর স্থানে বধ আদেশ হইয়াছে। সেই বধ পদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'অন্ত্যাকার স্যতো লোপঃ' এই নিয়মে অন্তস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরেণ প্রত্যয়স্যোদাত্তত্বং। বিবৃক্ণা। ওব্রশ্চূ ছেদনে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। যস্যবিভাষেতীট্‌ প্রতিষেধঃ। আদিতশ্চ পা০ ৮।২।৪৫। ইতি পরত্বান্নিষ্ঠানত্বং। ততো ব্রশ্চ ভ্রস্জেতি ষত্বে প্রাপ্তে নিষ্ঠাদেশঃ। ষত্বস্বরপ্রত্যয়েড়্‌বিধিষু সিদ্ধো বক্তব্যঃ। পা০ ৮।২।৬।৬। ইতি নত্বস্য সিদ্ধত্বেনচ্ছরপরত্বাভাবাৎ ষত্বং ন ভবতি কুত্বে তু কর্ত্তব্যে তদসিদ্ধমেব। পা০ ৮।২।১) ইতি চোঃ কুরিতি কুত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপ। গতিরনন্তরঃ ইতি-গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং শয়তে। বহুলং ছন্দসীতি। শপো লুগভাবঃ। পৃথিব্যাঃ। উদাত্ত-যণোহল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষট্‌ত্রিংশো বর্গঃ। ৩৬।

* * *

পঞ্চম (৩৭১) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

'কুঠারের দ্বারা বৃক্ষ-স্কন্ধ ছেদনের' উপমায়, সহসাই মনে হয়—এখানে মনুষ্যরূপ কোনও শত্রুর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সেই দিক দিয়াই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সায়ণ এখানে 'বৃত্রং' পদের দুইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম—অতিশয় আবরক মেঘ; দ্বিতীয়—ঘোর শত্রু বৃত্র নামক অসুর। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে মেঘকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল; এখানে আসিয়া বৃত্র নামক অসুরকেও লক্ষ্য করিলেন। বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব-রক্ষার প্রতি যখনই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখনই তিনি মরণধর্ম্মী মানুষের

আকারের লোপ এবং উদাত্তনিবৃত্তিস্বর-হেতু প্রত্যয়ের উদাত্ত হইয়াছে। "বিবৃক্ণা"—ব্রশ্চ (ব্রশ্চ) ধাতুর অর্থ ছেদন। কর্ম্মণিবাচ্যে তদুত্তর নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়। 'যস্য বিভাষা' এই সূত্রানুসারে ইট্‌ আগম হইল না। 'আদিতশ্চ (পা০ ৮.২.৪৫) এই সূত্রানুসারে পরত্ব-হেতু নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের ণত্ব (ক্ত স্থানে ণ) বিহিত হইয়াছে। ষত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় নিষ্ঠাদেশ 'ষত্বস্বরপ্রত্যয়েড়্‌বিধিষু সিদ্ধো বক্তব্যঃ' (পা০ ৮।২।৬।৬) এই নিয়মে প্রাপ্ত ণত্বের সিদ্ধহেতু ছল্‌পরত্বের অভাব—প্রযুক্ত ষত্ব হইল না। কুত্ব বিহিত হইলে সেই ষত্বের অসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই নিয়ম হেতু 'চোঃ কুঃ' সূত্রানুসারে চ স্থানে ক হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুল' এই নিয়ম প্রযুক্ত শি লোপ হইয়াছে 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়ম প্রযুক্ত গতির (নি-এর) প্রকৃতি স্বর হইল। "শয়তে" এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ হইল না: "পৃথিব্যা" পদটীতে 'উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৫।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত। ৩৬॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু যেখানেই তাঁহার সে দৃষ্টি বিচলিত হইয়াছে, সেখানেই তিনি বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ, এখানে তিনি বৃত্র নামক অসুরের বাহুদ্বয়-ছেদনের প্রসঙ্গ আনিবেন কেন? যাহা হউক, এই সকল দেখিয়া মনে হয়,—যাহা 'সায়ণভাষ্য' নামে প্রচলিত, তাহাতে হয় তো একাধিক ভাষ্যকারের বা লিপিকরের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে।

কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকিবে এবং কোথাও নিত্যানিত্য বস্তুর সংশ্রব-বিষয়ক বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে না। এই ঋকের অন্তর্গত "বৃত্রতরং বৃত্রং" পদদ্বয় দেখিলেই বুঝা যায়, কোনও মনুষ্যের বা অসুরের বিষয় ঐ 'বৃত্রং' পদে প্রকাশ করে না। দুই পদই নিত্যসত্য সাধারণভাবপ্রকাশক; দুই পদই গুণবাচক। যদি 'বৃত্রং' পদ কোনও অসুর বিশেষের নাম হইত, তাহা হইলে কখনই উহাতে "তর" প্রত্যয় সুসিদ্ধ হইত না। 'রাম-তর রাম', 'কৃষ্ণ-তর কৃষ্ণ'—এরূপ প্রয়োগ কখনই দেখা যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ পদ সাধারণ গুণ-ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। শত্রুর ধর্ম্ম—হিংস্রকতা, ভীষণতা। এখানে 'বৃত্রতর' পদ সেই 'হিংস্রতর' বা 'ভীষণতর' ভাবই ব্যক্ত করে।

অতঃপর অন্য পদগুলির সার্থকতা উপলব্ধি করুন। 'ছিন্নস্কন্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন'—এরূপ বাক্যের এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অজ্ঞানতা নানা প্রকারে সঞ্চার হয়। অনেক উপসর্গ বা সহচরের সমাবেশে অজ্ঞানতার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। বৃক্ষের যেমন স্কন্ধ, অজ্ঞানতার পোষক সেইরূপ নানা বৃত্তি আছে। এখানে সেই সকল গুলিকেই বিনাশ করার বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। 'বি+অংস'—'ব্যংসং' পদের অর্থ—মূল অবধি শাখা নির্গম স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ। 'বি' সংযুক্ত থাকায়, সমূল সকল অংশকেই বিশেষভাবে বুঝাইতেছে। ইহাতে উৎপত্তি বিস্তৃতি সকলই প্রকাশ পায়। বৃক্ষের মূল শিকড়, শাখ-প্রশাখা, সকল অংশ সর্ব্বতোভাবে ছেদন করিলে, বৃক্ষ যেমন ভূতলে অবলুণ্ঠিত হয়; এখানে বিবেকরূপ শাণিত অস্ত্রের আঘাতে সেই ভগবান্ তোমার অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে—তাহার উৎপত্তি-মূল শাখা-প্রশাখা সমস্তকে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ছেদন করেন;—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে সংহার, অজ্ঞানতা-সহচর কোনও অসদ্বৃত্তিই কার্য্যকরী হয় না, সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। (ম—৩২সূ—৫ঋ)।

— * —

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অযোদ্ধেব দুর্ম্মদ আ হি জুহ্বে
মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ
পিপীষ ইন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অযোদ্ধাঽইব। দুঃঽমদঃ। আ। হি। জুহ্বে। মহাঽবীরং।
তুবিঽবাধং। ঋজীষং।
ন। অতারীৎ। অস্য। সংঽঋতিং। বধানাং। সং।
রুজানাঃ। পিপিষে। ইন্দ্রঽশত্রুঃ ॥ ২ ॥

* * *

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অযোদ্ধা ইব' (প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত ইব) 'দুর্মদঃ' (দর্পান্বিতঃ) 'ইন্দ্রশত্রু' (ভগবদ্বিরোধী, কামাদিশত্রুঃ) 'রুজানাঃ' (অন্তরস্থান্ সদ্ভাবান্) 'সংপিপিষে' (সম্যক্ পিনষ্টি); 'অস্য' (শত্রোঃ) 'বধানাং' (প্রহারাণাং, অপকর্ম্মণাং) 'সমৃতিং' (সঙ্গমং, সংশ্রবং) 'নাতারীৎ' (তরিতুং ন অশক্নোৎ, কোঽপি ন সমর্থঃ); অতস্তচ্ছত্রুনাশায়, মহাবীরং' (মহাশৌর্য্যযুক্তং) 'তুবিবাধং' (বিঘ্নবিনাশকং) 'ঋজীষং' (শত্রুহন্তারং ভগবন্তং) 'আজুহ্বে হি' (আহ্বয়ামি খলু)। রিপুশত্রুঃ সদ্ভাবনাশকঃ; তস্য সংশ্রবঃ অতিক্লেশপ্রদঃ; তন্নাশায় ভগবতঃ করুণাং যাচে ইতি ভাবঃ (১ম ৩২সূ ৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রতিদ্বন্দ্বিরহিতের ন্যায় দর্পান্বিত, ভগবদ্বিরোধী কামাদি শত্রু, অন্তরস্থিত সদ্ভাবসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পেষণ করিয়া থাকে; সেই শত্রুর অস্ত্রের (শত্রুকৃত অপকর্ম্মাদির) সংস্রব কেহই সহ্য করিতে পারে না; সেই ভীষণ শত্রুর নাশের নিমিত্ত, মহাশৌর্য্যশালী, সকল বিঘ্ননাশক, শত্রুহন্তা ভগবানকে আহ্বান করিতেছি। (১ম—৩২সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দুর্ম্মদো দুষ্টমদোপেতো দর্পযুক্তো বৃত্রোঽযোদ্ধেব যোদ্ধৃরহিত ইবেন্দ্রং জুহ্বে হি। আহূতবান্ খলু। কীদৃশমিন্দ্রং। মহাবীরং। গুণৈর্ম্মহান্ ভূত্বা শৌর্য্যোপেতং। তুবিবাধং। বহূনাং বাধকং। ঋজীষং। শত্রূণামপার্জ্জকং। অস্যেন্দ্রস্যৈতস্য সম্বন্ধিনো যে শত্রুবধাঃ সন্তি তেষাং বধানাং সমৃতিং সঙ্গমং নাতারীৎ। পূর্ব্বোক্তো দুর্ম্মদস্তরীতুং নাশক্নোৎ। ইন্দ্রশত্রুঃ। ইন্দ্রঃ শত্রুর্ঘাতকো যস্য বৃত্রস্য তাদৃশো বৃত্র ইন্দ্রেণ হতো নদীষু পতিতঃ সন্ রুজানা নদীঃ সংপিপিষে। সম্যক্ পিষ্টবান্। সর্ব্বান্ লোকনাবৃণ্বতো বৃত্রদেহস্য পাতেন নদীনাং কূলানি তত্রত্যা পাষাণাদিকং চ চূর্ণীভূতমিত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

দুষ্টবুদ্ধি দর্পযুক্ত বৃত্র যোদ্ধৃরহিত হইয়া ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্র কিরূপ? প্রভূতগুণসম্পন্ন এবং মহান্ শৌর্য্যযুক্ত, বহু শত্রুর বাধক অর্থাৎ অবরোধকারী, ঋজিষ অর্থাৎ শত্রুগণের অপসারণকারী। ইন্দ্রের সম্বন্ধী যে প্রহারসমূহ তাহার সঙ্গম হইতে বৃত্র উদ্ধার-লাভে সমর্থ হয় নাই। ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু (ঘাতক) যে বৃত্রের অর্থাৎ ইন্দ্র যে বৃত্রের ঘাতক, সেই বৃত্র ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত এবং নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে সম্যক্‌রূপে পিষ্ট করিয়াছিল। সর্ব্বলোক আবরণকারী বৃত্রদেহের পতনে নদীকূল এবং তত্রত্য পাষাণসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযোদ্ধা ইব। ন বিদ্যতে যোদ্ধাস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বান্নদৃতশ্চ। পা০ ৫।৪।১৫৩। ইতি কবভাবঃ। জুহ্বে। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। অভ্যস্তস্য চ। পা০ ৬।১।৩৩। ইতি সম্প্রসারণং। উবঙাদেশা-ভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্বা ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞায়াং হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে। পা০ ৬।৪।৮৭। ইতি যণাদেশঃ। অত্র লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষালক্ষ্যানুরোধান্নাশ্রীয়তে। ইতরথাহ্যাজুহ্বাম ইত্যাদিষু যণাদেশো ন স্যাৎ। ন চৈবং সতি সাতয়ে হুবে বাজিত্যাদাবপি তথা স্যাদিতি। বাচ্যং। অনেকাচস্ত্বাভাবাৎ। অনেকাচ ইতি হি তত্রানুবর্ত্ততে। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। মহাবীরং। মহাংশ্চাসৌ বীরশ্চ মহাবীরঃ। আন্মহতঃ। পা০ ৬।৩।৪৬। ইত্যাত্বং। তুবিবাধং। বাধৃ বিলোড়নে। তুবীন্ প্রভূতান্ বধিত ইতি তুবিবাধঃ। পচাদ্যচ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সমৃ‌ৃতিং। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। রুজানাং রুজো ভঙ্গে। রুজন্তি কুলানীতি রুজানা নদ্যঃ। রুজানা নদ্যো ভবন্তি রুজন্তি কুলানি। নি০ ৬।৪। ইতি যাস্কঃ। ব্যত্যয়েন শানচ্। তুদাদিত্বাৎ

"অযোদ্ধা ইব"—এই পদে যোদ্ধা ইহার নাই এবম্বিধ বহুব্রীহি সমাসে নঙ্-সূত্রাৎ' সূত্রানুসারে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা নিবন্ধন, 'নদৃতশ্চ' (পা০ ৫।৪।১৪৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রাপ্ত কপ্ প্রত্যয়ের অভাব হইয়াছে। "জুহ্বে" পদের হ্বেঞ্ ধাতু স্পর্দ্ধা এবং শব্দ অর্থবাচক। 'অভ্যস্ত চ' (পা০ ৬।১।৩৩) সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু উক্ত পদে উবঙ্ আদেশ হয় নাই। অথবা, 'ছন্দস্যুভয়থা' সূত্র দ্বারা সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞা হইলে, 'হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে' (পা০ ৬।৪।৮৩) এই সূত্রানুসারে যণ্ (উ স্থানে ব) আদেশ করিয়া উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে লক্ষণানুরোধবশতঃ লক্ষণপ্রতিপদোক্ত পরিভাষার নিয়মাদি প্রযুক্ত হইবে না। তাহা না হইলে আজুহ্বান প্রভৃতি পদে যণাদেশ হওয়াও সম্ভবপর নহে; পরন্তু সাতয়ে ও হুবে প্রভৃতি পদেও যণাদেশ হইবে না! সেস্থলে বক্তব্য এই যে, অনেক অচের অভাব-বশতঃ যণাদেশ হয় নাই। কারণ, 'অনেকাচঃ' বিষয়টী সেস্থলে অনুবর্ত্তিত হয়। প্রত্যয়স্বর-হেতু জুহ্বে পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হি চ' নিয়মানুসারে নিঘাতস্বর হয় নাই। "মহাবীরং" পদ 'মহাংশ্চাসৌ" বীরশ্চ' এই কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আন্মহতঃ' (পা০ ৬।৩।৪৬) সূত্রানুসারে উহাতে আত্ব (ন স্থানে আ) বিহিত। "তুবিবাধং" পদের বাধৃ ধাতু বিলোড়নার্থবোধক। তুবি অর্থাৎ প্রভূতরূপ বাধা জন্মায় এই অর্থে তুবিবাধঃ পদ নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া উক্ত বাধৃ ধাতুর উত্তর অচ প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সংঋতিং', এই পদে 'তাদৌ চ' সূত্রানুসারে গতির অর্থাৎ পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "রুজানা" পদের রুজ্ ধাতু ভঙ্গ অর্থে প্রযুক্ত। "কুলসমূহকে ভঙ্গ করে' এই অর্থে রুজানা শব্দে নদীকে বুঝায়। যাস্ক নদীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন,—"রুজানা নদ্যো ভবন্তি রুজন্তি কুলানি" (নি০ ৬।৪)। অর্থাৎ রুজানা বলিতে নদীকে বুঝায়; কারণ, কুলসমূহকে ভঙ্গ করে। ব্যত্যয়-হেতু উক্ত রুজ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয়। তুদাদি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শশঃ। সুমভাবশ্ছান্দসঃ। অডুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। পিপিষে। পিষ্ৢ সংচূর্ণনে। ব্যত্যয়েন লিট। ইন্দ্রশত্রুঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ৬।

* * *

ষষ্ঠ (৩৭২) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণভাষ্য হইতে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এ ঋকের তাৎপর্য্য-গ্রহণ বড়ই কঠিন।* স্পর্দ্ধান্বিত বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইল, আর বৃত্রের পতনে নদীর কূল ভাঙ্গিয়া গেল; ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে? যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা বুঝিবার পক্ষে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথম—'অযোদ্ধা ইব'। ইহার অর্থ—'যোদ্ধৃরহিত ইব'—যোদ্ধৃরহিতের ন্যায়। 'যাহার বিপক্ষে কোনও যোদ্ধা নাই—এ ভাব বুঝাইতে, 'প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত' প্রভৃতিশব্দই সঙ্গত হয় না কি? 'যোদ্ধৃরহিত ইব' বাক্যও সেই ভাব প্রকাশক। দ্বিতীয় 'রুজানাঃ'। এই পদের ব্যুৎপত্তিতে দেখি—"রুজো ভঙ্গে; রুজন্তি কূলানীতি রুজানা নদ্যঃ।" ভঙ্গার্থক রুজ্ ধাতু হইতে নদী অর্থ আসিয়াছে। কেন-না নদী কর্তৃক কূল ভঙ্গ হয়। আমরাও সেই ভাবেই ঐ শব্দে 'অন্তরস্থ সদ্ভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। নদীপ্রবাহ যেমন কূল ভঙ্গ করে, হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহের অভ্যুদয় হইলে, অসদ্বৃত্তির—রিপুশত্রুদের বাঁধ সেইরূপ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বপক্ষেও

গণীয় বলিয়া শ আদেশ এবং ছান্দস প্রযুক্ত নুমের অভাব হইল। অডুপদেশপ্রযুক্ত লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত-স্বর প্রাপ্ত হইলেও বিকরণস্বরই হইয়াছে। "পিপিষে" পদের পিষ্ৢ ধাতু সংচূর্ণন অর্থে প্রযুক্ত হয়। ব্যত্যয়-হেতু উহাতে লিট্ প্রত্যয়। "ইন্দ্রশত্রুঃ"—বহুব্রীহি সমাস-হেতু এই পদে প্রকৃতিস্বর বিহিত হইয়াছে। ৬।

---

* একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—"আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রু নিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিয়াছিল; কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্রপ্রহার হইতে কোনপ্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী-সকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থে এক অংশের সহিত অন্য অংশের সম্বন্ধ সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সায়ণেও এই বিরুদ্ধভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কূলের কঠোরতা ও নদীর স্নেহার্দ্রভাব; এ পক্ষেও কামক্রোধাদির দর্প এবং সত্ত্বগুণের স্নেহার্দ্রভাব। বৃত্র নিহত হইয়া ভূপতিত হইলে নদীর কূল ও পাষাণাদি বিভঙ্গ হইয়া যায়; এখানেও সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশে বা প্রাধান্যে অসত্ত্বভাব বিভঙ্গ ও বিদূরিত হয়। এ পক্ষে এই ঋঙ্মন্ত্রটিকে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যায়: প্রথমাংশের ভাব—'দুর্মদ রিপুশত্রুগণ নিয়ত আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে।' দ্বিতীয়াংশের ভাব এই যে,—'সেই শত্রুর সংস্পর্শ বড়ই ক্লেশপ্রদ।' রিপুশত্রুর কবলিত হইলে, মানুষ যে অশেষ ক্লেশের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। শেষাংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে পরমকারুণিক পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্, আপনি আমাকে সেই শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ করুন। তাহার বধের জন্য, আমার রক্ষার জন্য, আপনাকে আমি আহ্বান করিতেছি।' পূর্ব্বাপর সকল মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদিগের এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। এই ব্যাখ্যার সমীচীনতা অবশ্যই উপলব্ধ হইবে। (১ম—২সু—৬ঋ)॥

— * —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি-
সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্
পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

অপাৎ। অহস্তঃ। অপৃতন্যৎ। ইন্দ্রং। আ। অস্য।

বজ্রং। অধি। সানৌ। জঘান।

বৃষ্ণঃ। বধ্রিঃ। প্রতিহমানং। বুভূষন্। পুরুত্রা।

বৃত্রঃ। অশয়ৎ। বিহঅস্তঃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাদহস্তঃ' (হস্তপদহীনঃ, কর্ম্মশক্তিশূন্যঃ) 'বৃত্রঃ' (অজ্ঞানরূপঃ শত্রুঃ) 'ইন্দ্রং' (দেবভাবং, ভগবদ্বিভূতিং) 'অপৃতন্যৎ' (যুদ্ধমৈচ্ছৎ, হন্তুমৈচ্ছৎ); তদা ভগবান্‌, 'অস্য' (শত্রোঃ) 'অধি' (প্রতি) 'বজ্রং' (কঠোরাস্ত্রং, বিবেকরূপং) 'জঘান' (প্রক্ষিপ্তবান্‌); 'বৃষ্ণঃ' (অশেষবীর্য্যসম্পন্নস্য, অভীষ্টপূরণসমর্থস্য) 'প্রতিমানং' (সাদৃশ্যং প্রতিযোগিতাং) 'বুভূষন্‌' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্‌) 'বধ্রিঃ' (নির্বীর্য্যং, নির্দ্ধনং) যথা অপমানিতো ভবতি তদ্বৎ স শত্রুঃ 'পুরুত্রা' (বহুধা) 'ব্যস্তং' (তাড়িতঃ সন্‌) 'সানৌ' (পর্ব্বতগাত্রে) 'অশয়ৎ' (পাতিতবান, প্রক্ষিপ্তবান্‌)। রিপুশত্রবঃ সদা সদ্ভাবনাশায় প্রযত্নপরা ভবন্তি; ভগবান্‌ তান্‌ হন্তি। অতো ভগবৎপরায়ণো ভব; শত্রুপ্রভাবো বিমর্দ্দিতো ভবিষ্যতি। (১ম—৩২সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতারূপ শত্রু, হস্তপদহীন (কর্ম্মশক্তিশূন্য) হইলেও, (হৃদয়ের) দেবভাবকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করে; ভগবান্‌ তখন, সেই শত্রুর প্রতি কঠোর অস্ত্র (বিবেকরূপ) নিক্ষেপ করেন; অশেষবীর্য্যসম্পন্নের (অভীষ্টপূরণসমর্থজনের) সহিত প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক নির্বীর্য্য (নির্দ্ধন জন) যেমন অপমানিত হয়, সেইরূপ সেই শত্রু বহুধা বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রক্ষিপ্ত হয় (তাহাতে তাহার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ এবং সত্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়)। (১ম—৩২সূ—৭ঋ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপাদঃ বজ্রেণ ছিন্নত্বাৎ পাদরহিতঃ। অহস্তো হস্তরহিতো বৃত্রঃ ইন্দ্রমুদ্দিশ্যাপৃতন্যৎ। পৃতনাং যুদ্ধমৈচ্ছৎ। দেবাধিক্যেন বহুধা বিদ্ধোঽপি যুদ্ধং ন পরিত্যক্তবানিত্যর্থঃ। অথ হস্তপাদহীনস্য বৃত্রস্য সানৌ পর্ব্বতসানৌ পর্ব্বতসানুসদৃশে প্রৌঢ়স্কন্ধেঽধ্যুপরি বজ্রমাজঘান। ইন্দ্র আভিমুখ্যেন প্রক্ষিপ্তবান্। অশক্তস্যাপি যুদ্ধেচ্ছায়াং দৃষ্টান্তঃ। বধ্রিশ্ছিন্নমুষ্কঃ পুরুষো বৃষ্ণো রেতঃসেচনসমর্থস্য পুরুষান্তরস্য প্রতিমানং সাদৃশ্যং বুভূষন্। প্রাপ্তুমিচ্ছন্ যথা ন শক্নোতি তদ্বদয়মিতি শেষঃ। স বৃত্রঃ পুরুত্রা বহুষ্বয়বেষু ব্যস্তো বিবিধং ক্ষিপ্তস্তাড়িতঃ সন্ অশয়ৎ। ভূমৌ পতিতবান্॥

অপাৎ। বহুব্রীহৌ পাদশব্দস্যান্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। অহস্তঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অপৃতন্যৎ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ ইত্যন্ত্যলোপঃ। বুভূষন্। সনি গ্রহগুহোশ্চ। পা০ ৭।২।১২। ইতীট্প্রতিষেধঃ। পুরুত্রা। দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়াসপ্তম্যোর্বহুলং। পা০ ৫।৪।৫৬। ইতি সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। অশয়ৎ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ব্যস্তঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বজ্র দ্বারা ছিন্ন সুতরাং পাদরহিত ও হস্তরহিত বৃত্র ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (দেহের) বহু স্থানে বহু রূপে বিদ্ধ হইলেও দেবাধিক্য-বশতঃ বৃত্র যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই—এস্থলে ইহাই ভাবার্থ। হস্তপদহীন বৃত্রের পর্ব্বতসানুদেশসদৃশ সুদৃঢ় স্কন্ধ (বজ্র দ্বারা) আহত হইয়াছিল; অর্থাৎ ইন্দ্র (বৃত্রের সুদৃঢ় বিশাল স্কন্ধোপরি) বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অশক্ত ব্যক্তির যুদ্ধেচ্ছার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—বধ্রি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক পুরুষ যেমন বৃষ্ণ অর্থাৎ রেতঃসেচনসমর্থ পুরুষান্তরের সাদৃশ্য অর্থাৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিলেও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ। সেই বৃত্র বিভিন্ন অবয়বে ছিন্ন হইয়া এবং বিবিধরূপে আহত ও সন্তাড়িত হইয়া ভূতলে শায়িত হইয়াছিল।

"অপাৎ" পদে বহুব্রীহিসমাস-হেতু ছান্দস-প্রযুক্ত পাদ শব্দের অন্ত্যলোপ হইয়াছে। "অহস্তঃ" পদে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। "অপৃতন্যৎ" পদে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' সূত্রানুসারে পৃতনা অর্থাৎ যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছে—এই অর্থে পৃতনা শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয়। 'কব্যধ্বরপৃতনস্য' এই সূত্র অনুসারে ইহার অন্ত্যলোপ। "বুভূষন্" পদে ভূ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া 'সনি গ্রহগুহোশ্চ' (পা০ ৭।২।১২) সূত্রানুসারে ইটের নিষেধ হইয়াছে। "পুরুত্রা" পদে 'দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়াসপ্তম্যোর্বহুলং' (পা০ ৫।৪।৫৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সপ্তম্যর্থে ত্রা প্রত্যয় বিহিত। "অশয়ৎ" ক্রিয়াপদ ব্যত্যয় হেতু পরস্মৈপদী হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়ম-প্রযুক্ত শপের লোপ হয় নাই। "ব্যস্তঃ" পদে অস্ (অসু) ধাতু ক্ষেপণার্থে প্রযুক্ত। সেই হেতু উক্ত অসু ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। 'যস্য বিভাষা' এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুক্ষেপণ ইত্যাস্মাৎ কর্ম্মণি ক্তঃ। যস্ত বিভাষেতীট্ প্রতিষেধঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সংহিতায়ামুদাত্তস্বরিতযোর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। ৭॥

সপ্তম (৩৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের একটী শব্দ—'অপাদহস্তঃ'। অর্থ—হস্তপদহীন। ঐ শব্দটীর মধ্যে বেশ একটু ভাব আছে। কর্ম্মশক্তি-রহিত হইলেও দুষ্ট-জন কুপরামর্শাদির দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক কুকার্য্যসাধন করে। ক্রূরজনের ইহাই স্বভাব। বিভিন্ন অসদ্বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানতার অভীপ্সিত কুকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সে নিজে হস্তপদহীন ক্রিয়াশূন্য হইলেও অপরের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হস্তপদহীন অসমর্থ ব্যক্তি যেমন আপনার দুরভিসন্ধিবশতঃ প্রতিপক্ষের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, অন্য-সহচর না থাকিলেও অজ্ঞানতাও সেইরূপ সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রতি ভ্রূকুটি প্রকাশ করিয়া থাকে। ঋকের প্রথমাংশে সেই ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু সে সময়ে প্রতিপক্ষ যদি উপযুক্ত কোনও ব্যক্তির সাহায্য পায়, সাহায্যকারী তখন শত্রুকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। হৃদয়ের বিদ্রোহ সম্বন্ধেও সেই ভাব ব্যক্ত হয়। যখন অজ্ঞানতা আসিয়া সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তখন মানুষ যদি ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ কঠোর অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে বিমর্দ্দিত করেন; অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধোদয়ে শত্রু তখন প্রতিহত হয়। ভগবানের সাহায্য পাইলে, তখন আর সমানে সমানে প্রতিযোগিতা থাকে না। অশেষবীর্য্যসম্পন্নজনের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বীর্য্যের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, শত্রুরও তখন সেই দশা ঘটিয়া থাকে। সে অবস্থায় শত্রু বিমর্দ্দিত হয়; প্রস্তর-গাত্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে দেহ যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, শত্রুও তখন সেইরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ, ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু যদি কর্ম্মসহচর-

---

নিয়মে তদুত্তর ইট্ প্রতিষেধ হইয়াছে। 'গতিরনন্তরং' এই নিয়মে গতির (বি-এর) প্রকৃতিস্বর বিহিত। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' এই নিয়মে পরপদের উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সংহিতাতে স্বরিতস্বরই বিহিত হইয়াছে॥ ৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রষ্ট হয়, তথাপি সে অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হয় না। সে স্বতঃপরতঃ সদ্ভাব-সমূহকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পায়। সে অবস্থায় ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, বিবেকরূপ অস্ত্র দ্বারা তিনি সে শত্রুকে বিধ্বস্ত করেন। তখন অশেষবলসম্পন্নের সহিত দুর্ব্বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ফল হয়, শত্রুকে সেই ফল পাইতে হয়; অর্থাৎ শত্রু চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।' * (১ম—৩২ সূ—৭ঋ)।

—*—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহানা অতিযন্ত্যাপঃ।

যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ

পৎস্বুতঃশীর্ব্বভূব ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

নদং। ন। ভিন্নং। অমু্য়া। শয়ানং। মনঃ। রুহানাঃ।

অতি। যন্তি। আপঃ।

যাঃ। চিৎ। বৃত্রঃ। মহিনা। পরিঽঅতিষ্ঠৎ। তাসাং।

অহিঃ। পৎসুতঃঽশীঃ। বভূব ॥ ৮ ॥

* আমরা মনে করি, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। কিন্তু ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সায়ণের অর্থ ভাষ্যেই দেখুন। প্রচলিত অর্থ; যথা,—"হস্তপদশূন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অমুয়া' (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ, ভগবৎপ্রভাবেন) 'শয়ানং' (পাতিতং শত্রুং) দৃষ্ট্বা, 'মনোরুহাণাঃ' (অন্তরস্থিতাঃ) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'ভিন্নং' (বাধাতিক্রান্তং, নির্ম্মুক্তং) 'নদং ন' (নদমিব, ছিন্নবাধনদীস্রোতোবৎ) 'অতিযন্তি' (অতিক্রম্য গচ্ছন্তি, সর্ব্ববাধাং উল্লঙ্ঘ্য পরব্রহ্মসাগরেণ সহ সম্মিলিতা ভবন্তি); তদা 'যাঃ (আপঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'বৃত্রঃ' (বৃত্রস্য, শত্রোঃ) 'মহিনা' (প্রভাবেন) 'পর্য্যতিষ্ঠৎ' (পরিবৃতঃ স্থিতবান্, মুহ্যমানা অবতিষ্ঠন্), 'অহিঃ' (শত্রুঃ) 'তাসাং' (অপাং, সর্ব্বাসাং) 'পৎসুতঃশীঃ' (পাদতাধঃ শয়ানঃ) 'বভূব' (তদধীনত্বং প্রাপ্তবান)। যদা শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণো ভবন্তি, তদা রিপুশত্রবঃ পদতলে নিষ্পেষিতাং যান্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ ৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভগবৎপ্রভাবে শত্রুকে নিপাতিত দেখিয়া, অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বাধানির্ম্মুক্ত নদীস্রোতের ন্যায় সকলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, পরব্রহ্মসাগরে সম্মিলিত হয়। তখন, যে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সকল শত্রুর প্রভাবে পরিবৃত ছিল (মুহ্যমান হইয়াছিল), শত্রু তাহাদের সকলের পদতলে শায়িত (অর্থাৎ তাহাদের অধীনতা প্রাপ্ত) হইয়াছিল (ম—৩ সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমুয়ামুষ্যাং পৃথিব্যাং শয়ানং পতিতং মৃতং বৃত্রমাপো জলান্যতিযন্তি। অতিক্রম্য গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভিন্নং বহুধাভিন্নকূলং নদং ন। সিন্ধুমিব। তথা বৃষ্টিকালে প্রভূতা আপো নদ্যাঃ কূলং ভিত্ত্বাতিক্রম্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশ্য আপঃ। মনোরুহাণাঃ। নৃণাং চিত্তমারোহন্ত্যঃ। পুরা বৃত্রে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধা মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই পৃথিবীতে পতিত মৃত বৃত্রকে অতিক্রম করিয়া জলসমূহ গমন করিয়াছিল। গমনবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। বহুপ্রকারে উচ্ছিন্নকূল সিন্ধুর মত এবং বর্ষাকালে জলরাশি যেমন নদীর কূলকে ভঙ্গ করতঃ অতিক্রম করিয়া গমন করে, সেইরূপ জলসমূহ মৃত বৃত্রকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছিল। জলসমূহ কিরূপ? না—মনুষ্যগণের মনোহারী। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর যখন জীবিত ছিল, তখন সেই বৃত্র কর্ত্তৃক মেঘস্থিত জলসমূহ অবরুদ্ধ থাকায়

বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র (তাহার সানু তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে) বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বৃথা) যত্ন করে বৃত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল); বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদানীং নৃণাং মনঃ খিদ্যতে। মৃতে তু বৃত্রে নিরোধরহিতা আপো বৃত্রশরীরমুল্লঙ্ঘ্য প্রবহন্তি। তদা বৃষ্টিলাভেন তু মনুষ্যাস্তুষ্টাস্তোষিতাঃ। তদেতদুত্তরার্দ্ধেন স্পষ্টীক্রিয়তে। বৃত্রো জীবনদশায়াং মহিনা স্বকীয়েন মহত্ত্বেন যাশ্চদ্যে এব মেঘতো আপঃ পর্য্যতিষ্ঠৎ। পরিবৃত্য স্থিতবান্। অসির্বৃত্রো মেঘন্তাসামপাং পৎসুতঃশীঃ পাদস্যাধঃ শয়ানো বভূব। যদ্যপ্যপাং পাদোনাস্তি তথাপ্যস্তিরূপত্বাভিল ক্ষতহাং পাদস্যাঃ শয়নমুপপদ্যতে।

ভিন্নং। রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ। পা০ ৮।২।৪২। ইতি নত্বং। অমুয়া। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা যাজাদেশঃ। শয়ানঃ। শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে গুণঃ। পা ৭।৪।২১। ধাতোর্ভিত্ত্বাৎ সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। রুহাণাঃ। রুহ বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে। ব্যত্যয়েন শানচ্। কর্ত্তরি শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনান্মুগভাবঃ। অদুপদেশল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন ধাতুস্বরঃ মহিনা। মহপূজায়াং ইন সর্ব্বধাতুভ্য ইতীন্প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েন বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যদ্বা মহিনা মহিম্না। মহচ্ছব্দস্য পৃথ্বাদিষু পাঠাত্তস্য ভাবঃ ইত্যোর্থেস্মিন্নর্থে পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বেতীমনিচ্ প্রত্যয়। টেরিতি টিলোপঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। তৃতীয়ৈকবচনেঽল্লোপে সত্যুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ তস্যোদাত্তত্বং। মকারলোপশ্ছান্দসঃ। পৎসুতঃশীঃ। পাদস্যাধঃ শেত

পৃথিবীতে পতিত হইত না। তাহাতে মনুষ্যগণ মনঃকষ্টে ছিল, কিন্তু বৃত্র মৃত হইলে জলসমূহ বাধারহিত হইয়া বৃত্রশরীরকে উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহাতে বৃষ্টিলাভপ্রযুক্ত মনুষ্যগণ আনন্দিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গই মন্ত্রের পরার্দ্ধে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বৃত্র জীবদ্দশাতে স্বকীয় তেজের দ্বারা মেঘগত যে জলসমূহকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান ছিল, সেই জলসমূহের পাদদেশের অধঃস্থানে মেঘ শয়ান ছিল। যদিও জলের চরণ নাই; তথাপি জলরাশি মৃত বৃত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়া জলের পাদ আছে, ইহা উপলব্ধ হইতেছে।

'ভিন্নং' এই পদটীতে 'রদাভ্যাংনিষ্ঠাতোনঃ' (পাঃ ৮।২।৪২) এই সূত্র দ্বারা ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হইয়াছে। 'অমুয়া' পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির স্থানে যাচ্ আদেশ হইয়াছে। 'শয়ানঃ' পদটীতে 'শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে গুণঃ' (পা. ৭।৪।২১ এই সূত্র দ্বারা গুণ হইয়াছে। ধাতুর ঙিত্ত্বপ্রযুক্ত সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তস্বর-প্রাপ্তি হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। 'রুহাণাঃ' পদটীর 'রুহ' ধাতু বীজজন্মে প্রাদুর্ভাবার্থমূলক। এস্থানে 'রুহ' ধাতুর উত্তর ব্যত্যয়ে শানচ্ প্রত্যয়। কর্তৃবাচো শপের প্রাপ্তিতে ব্যত্যয়ে শ প্রত্যয় এবং 'অনিত্যমাগমশাসনং' নিয়ম-হেতু 'মুক্' (ম) আগমের অভাব হইয়াছে। অৎ উপদেশ প্রযুক্ত সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তস্বরবশতঃ বিকরণস্বরপ্রাপ্তি হইলেও ব্যত্যয়ে ধাতুস্বরই হইয়াছে। 'মহিনা' পদটীতে 'মহ' ধাতু পূজার্থজ্ঞাপক। এস্থলে 'ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' সূত্রানুসারে ইন প্রত্যয় হইয়াছে ব্যত্যয়-হেতু বিভক্তির স্বর উদাত্ত। অথবা 'মহৎ' শব্দের পৃথ্বাদির মধ্যে পাঠ থাকায় 'তাহার ভাব' এই অর্থে 'পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা' এই সূত্রদ্বারা 'ইমনিচ্' প্রত্যয়। 'টেঃ' সূত্রানুসারে টি এর লোপ এবং 'চিতঃ' সূত্র দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত। তৃতীয়ার একবচনে অকারের লোপ হইলে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর প্রযুক্ত তাহার উদাত্তস্বর এবং ছান্দস-হেতু ম-কারের লোপ হইয়াছে। 'পায়ের অধোদেশে শায়িত' এই অর্থে—'পৎসুতঃশীঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি পৎসুতঃশীঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। তসি পদ্দন্নিত্যাদিনা পাদশব্দস্য পদাদেশঃ। শস্ প্রভৃতিষ্বিতি প্রভৃতিশব্দঃ প্রকারবচনঃ ইতি শিলাদোষণীত্যত্রাপি দোষন্নাদেশো ভবতি। পা০ ৬।১।৬৩। ইত্যুক্তত্বাৎ। মধ্যে সু ইতি শব্দোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা পাদশব্দস্য সপ্তমী বহুবচনে পদাদেশে কৃত ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৫।৩।১৪। ইতি সপ্তম্যর্থে তসিল্ লুগভাবশ্ছান্দসঃ। ৮।

* *

অষ্টম (৩৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:§◯*◯§:——

এই ঋকের প্রার্থনার স্থূল-মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অন্তঃস্থিত শত্রুকে নিপাতিত করুন। তাহার ফলে, আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হউক। আর, আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহের নিকট শত্রু বিলুণ্ঠিত হউক। আমার অসদ্বৃত্তিসমূহ, আমার সত্ত্বভাবের নিকট বিদলিত বিমর্দ্দিত হউক।

উহাতে ভাষ্যকার 'অমুয়া' পদে বিভক্তি ব্যত্যয় ঘটাইয়া 'অমুষ্যাং পৃথিব্যাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পূর্ব্ব ঋকে শত্রুকে যে পতিত করার প্রসঙ্গ আছে, 'অমুয়া' পদে তাহাই লক্ষ্য রহিয়াছে। তাহাতে বিভক্তি-ব্যত্যয়ের কোনই কারণ নাই। তাহাতে 'অমুয়া শয়ানং' পদের অর্থ হয়—'শত্রুকে পতিত দেখিয়া।' শত্রু পতিত হইলে অজ্ঞানতা দূর হইলে, তখন হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ যে ব্রহ্মসাগরে অবিরোধ-গতিতে অগ্রসর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'নদং ন ভিন্নং' উপমা—এ পক্ষে বড়ই সঙ্গত উপমা। বাঁধ ভাঙ্গিলে নদীর স্রোত যেমন দ্রুতগতি সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু নাশপ্রাপ্ত হইলে অন্তরের সদ্ভাবসমূহ ত্বরিতগতিতে ভগবানে গিয়া মিলিত হয়। এখানে ইহাই ভাবার্থ। অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের (দ্বিতীয় পংক্তির) বিষয়

পদটীতে 'ক্বিপ্ চ' সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তসিপদ্দন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'পাদ' শব্দের স্থানে 'পৎ' আদেশ। 'শস্প্রভৃতিষু'—এস্থলে 'প্রভৃতি' শব্দ প্রকারবচনার্থমূলক। এই হেতু 'শিলাদোষণি' স্থলেও 'দোষ' শব্দের স্থানে 'দোষণ্' আদেশ হয়। (পা০৬।১।৬৩) এরূপ উক্ত আছে। ছান্দস প্রযুক্ত মধ্যে 'সু' জন্মিয়াছে। অথবা 'পাদ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর বহুবচনে 'পৎ' আদেশ, 'ইতরেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' (পা০ ৫।৩।১৪) এই সূত্রদ্বারা সপ্তম্যর্থে 'তসিল্' (তস্) প্রত্যয় এবং ছান্দসহেতু লোপের অভাব হইয়াছে। ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে একটা সমস্যামূলক পদ—'পর্য্যতিষ্ঠৎ' ক্রিয়া। ঐ পদ 'লঙের' একবচনে আছে; আমরা উহার প্রতিবাক্যে বহুবচনের 'পর্য্যতিষ্ঠন্' (বচনব্যত্যয়ে) গ্রহণ করিতে চাই। তাহাতে, অর্থাৎপত্তিপক্ষে অপরাপর কতকগুলি অতিরিক্ত শব্দকে ও ভাবকে টানিয়া আনিতেও হয় না; অথচ, অর্থও সুসঙ্গত হইয়া আসে। ভাষ্যকার ঐ ক্রিয়াপদকে 'বৃত্রঃ' পদের সহিত অন্বিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ ক্রিয়াপদের কর্ত্তা-স্বরূপে 'যাঃ' পদকে নির্দ্দেশ করিতেছি। ভাষ্যকারের অর্থে প্রকাশ—'বৃত্র জীবনদশায় আপনার প্রভাবে যে অপের (জলরাশির) দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন তাহাদের পদতলে শায়িত হইল অর্থাৎ তাহার উপর দিয়া জলস্রোত বহিয়াছিল।' * কিন্তু আমরা বলি, ঐ অংশের ভাবার্থ এই যে,—'শত্রুর প্রভাবে আমাদের যে সকল শুদ্ধসত্ত্বভাব মুহ্যমান (পরিবৃত)

* প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই এই ভাব প্রকাশ। দুই একটী বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল; লক্ষ্য করুন; (১) "ভগ্ন (কূল)-কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত (বৃত্রদেহকে) অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে জল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল।" (২) "নদীর জলসকল ভগ্নকূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবনদশায় যে জলসকল বলের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জলসকলের নিয়ে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পতিত রহিল।" শেষোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গে একটা টীকা (ফুটনোট) আছে;—"পারস্যের রাজা সাইরস (Cyrus) যেমন টাইগ্রিস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া বাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধ হয় সেই প্রকার করিয়া আর্য্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতেও ইহাই লিখিত আছে। তৎকালে ইতিহাসের জন্ম হয় নাই, সুতরাং তথ্যনির্ণয় দুঃসাধ্য। কিন্তু ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ঐক্য-দর্শনে বোধ হয় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্য সকল কালে সকল দেশে অভিন্ন; এক দেশে যে সত্য যে উপমার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা হয় অন্য দেশেও সেই সত্য সেই উপমার দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে—এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার, একই রকমের ঘটনাও দুই দেশে সঙ্ঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ ক্ষেত্রে, একের দেহে অন্যের মস্তক সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তবে অনিত্যের সহিত নিত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে, সৌসাদৃশ্য থাকে না। সৌসাদৃশ্যের সমীচীনতার প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে পারিলেই সত্য তত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে। এই লক্ষ্য রাখিয়া বেদ-ব্যাখ্যার অনুসরণ করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল।' পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না কি? জলই বা কাহাকে ঘেরিয়াছিল, আর কাহারই বা পতন হইলে জল তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল—এ প্রহেলিকা ভেদ করা কাহারও সাধ্য আছে কি? ফলতঃ, 'পর্য্যতিষ্ঠৎ' ক্রিয়াপদে বচন-ব্যত্যয় ধরিয়া, 'যাঃ' কর্ত্তৃপদের সহিত উহাকে অন্বিত বলিয়া স্বীকার করিলেই সুষ্ঠু অর্থ পাওয়া যায়। আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিলাম। এ দিকে অন্য সকল প্রকার অর্থেরও আভাষ দেওয়া গেল। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেই অর্থেরই অনুসরণ করিতে পারেন। (১ম—৩২সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। নবমী ঋক্।)

নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জ্জভার।

উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে

সহবৎসা ন ধেনুঃ॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নীচাঽবয়াঃ। অভবৎ। বৃত্রঽপুত্রা। ইন্দ্রঃ। অস্যাঃ।

অব। বধঃ। জভার।

উৎঽতরা। সূঃ। অধরঃ। পুত্রঃ। আসীৎ। দানুঃ।

শয়ে। সহঽবৎসা। ন। ধেনুঃ॥ ৯॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তদা 'বৃত্রপুত্রা' (অজ্ঞানজননী মায়া) 'নীচাবয়াঃ' (অবনতা, প্রভাবরহিতা) ভবতি; 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) 'অস্যাঃ' (মায়ায়াঃ) 'বধঃ' (বধসাধকমায়ুধং, সজ্জ্ঞানরূপমিতি যাবৎ) অবজভার (প্রহৃতবান্, তামুদ্দিশ্য প্রক্ষিপ্তবান্); অনন্তরং 'দানুঃ' (দৈত্যজননী, অসৎপ্রবৃত্তিপোষিকা) 'সূঃ' (মাতা, মায়া) 'উত্তরা' (উর্দ্ধগতা, ভগবৎসম্বন্ধযুতা) 'পুত্রঃ' (অজ্ঞানং) 'অধরঃ' (অধোগামী, বিনষ্ট ইত্যর্থঃ) 'আসীৎ' (অভবৎ); এবং সতি 'সহবৎসা ন ধেনুঃ' (যথা বৎসেন সহ ধেনুঃ শেতে তদ্বৎ, যদ্বা জ্ঞানরশ্মিভিঃ সহ জ্ঞানাধারঃ সম্মিলিতো ভবতি তদ্বৎ) অহং 'শয়ে' (ভগবতা সহ মিলিতো ভবামি)। ভগবৎপ্রভাবেন যদা অজ্ঞানং বিনশ্যতি, তদা তৎপ্রসূর্ম্মায়া ভগবন্মুখিনী ভবতি; বয়ঞ্চ ভগবৎসান্নিধ্যং লভামহে। (১ম—৩২সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(তখন) অজ্ঞান-জননী মায়া প্রভাবরহিতা হয় (অজ্ঞানরূপ পুত্র বিনষ্ট হইলে, অজ্ঞান-জননী মায়া মুহ্যমান হইয়া থাকে); (তখন) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মায়ার বধসাধক সদ্জ্ঞানরূপ অস্ত্র (তৎপ্রতি) নিক্ষেপ করেন। তাহাতে অসৎপ্রবৃত্তিপোষিকা মায়া উর্দ্ধগত হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হয়; আর তাহার পুত্র অজ্ঞান অধোগামী বিনষ্ট হইয়া থাকে। সে অবস্থায়, বৎসসহ ধেনু যেমন অবস্থিতি করে (অথবা রশ্মির আধারে যেমন রশ্মিরাজির মিলিত হয়) আমিও সেইরূপ ভগবানের সহিত মিলিত হই (অর্থাৎ আমার অহংভাব ভগবানে গিয়া লীন হয়)। (১ম—৩২সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রপুত্রা বৃত্রঃ পুত্রো যস্যা মাতুঃ সেয়ং মাতা বৃত্রপুত্রা নীচাবয়া ন্যগ্ভাবং প্রাপ্তা হতাভবৎ। পুত্রং প্রহারাদ্রক্ষিতুং পুত্রদেহস্যোপরি তিরশ্চী পতিতবতীত্যর্থঃ। তদানীমস্য-মিন্দ্রোহস্যা মাতুরধোভাগে বৃত্রস্যোপরি বধো হননসাধনমায়ুধং জভার। প্রহৃতবান্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃত্র হইয়াছে পুত্র যে মাতার, সেই মাতা ন্যগ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া মৃত হইয়াছিল অর্থাৎ পুত্রকে (বৃত্রকে) প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রদেহোপরি তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হইয়াছিল। সেই সময় ইন্দ্রদেব, এই মাতার অধোভাগে বৃত্রের উপর হনন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদানীং সূর্য্যাভোত্তরোপরিস্থিতাসীৎ। পুত্রস্ত্বধোভাগস্থিত আসীৎ। সা চ দনুর্দানবী বৃত্রমাতা শয়ে। মৃতা শয়নং কৃতবতীতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ধেনুর্লোকপ্রসিদ্ধা গৌঃ সহবৎসা ন। যথা বৎসসহিতা শয়নং করোতি তদ্বৎ ॥

নীচাবয়াঃ। বেঞ্ তন্তুসন্তানে ইতি বয়ো বাহুঃ। ঔণাদিকোঽসিপ্রত্যয়ঃ। ন্যক্ভূতৌ বয়সী যস্যাঃ সা নীচাবয়াঃ। ন্যচ্ শব্দাদুত্তরস্যা বিভক্তেঃ সুপাং সুলুক্ ইতি তৃতীয়ৈক-বচনাদেশঃ। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। অঞ্চেশ্ছন্দস্যসর্ব্বনামস্থানমিতি তস্যোদাত্তত্বং সমাসে লুগভাবশ্ছান্দসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা নীচৌ নিকৃষ্টৌ বয়সৌ যস্যাঃ সা। পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। বধঃ। হন্তের্হননমেতি বধঃ। অনুনি হন্তের্ব্বধাদেশঃ। নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং। অভার। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি ইতি ভত্বং। সূঃ। ষূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে। সূতে গর্ভং বিমুঞ্চতীতি সূর্মাতা। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। দানুঃ দো অবখণ্ডনে। দাভাভ্যাং নুঃ। উ০ ৩।৩২। শয়ে। লটি লোপস্ত আত্মনেপদেষু। পা০ ৭।১।৪১। ইতি তলোপঃ। শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে ইতি গুণেঽয়াদেশঃ ॥ ৯।

হেতুভূত অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন। তখন মাতা উপরিদেশে এবং পুত্র (বৃত্র) অধো-ভাগে ছিল। এবং সেই দানবী বৃত্রমাতা মৃতা হইয়া শয়ন করিয়াছিল। এস্থলে দৃষ্টান্ত—লোকপ্রসিদ্ধা গাভী যেমন বৎসের সহিত শয়ন করে, তদ্রূপ বৃত্রমাতা বৃত্রের সহিত মৃতা হইয়া শয়ন করিয়াছিল।

'নীচাবয়াঃ' পদটিতে 'বেঞ্' ধাতুর উত্তর 'বয়ন করিতেছে' এই অর্থে ঔণাদিক 'অস' প্রত্যয় করিয়া 'বয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'তির্য্যক হইয়াছে বাহুদ্বয় যার' এই অর্থে 'নীচাবয়াঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'ন্যচ্' শব্দের উত্তরবর্ত্তী বিভক্তির স্থানে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়ার একবচন আদেশ। 'অচঃ' সূত্র দ্বারা অকারলোপ হইলে 'চৌ' সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। "অঞ্চেশ্ছন্দস্যসর্ব্বনামস্থানং" সূত্র দ্বারা তাহার উদাত্ত স্বর। সমাস হইয়া ছান্দস প্রযুক্ত বিভক্তির লোপ হয় নাই। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা 'নীচ হইয়াছে বাহুদ্বয় যাহার' এই অর্থে ছান্দসহেতু পূর্ব্বপদের দীর্ঘ করিয়াও উক্ত 'নীচাবয়াঃ' পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'হত হয় ইহার দ্বারা' এই অর্থে 'বধঃ' এই পদটী, হন্ ধাতুর উত্তর অপ্ (অপ) প্রত্যয়ে 'বধ' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন। নিত্যহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'অভার' এই পদটীতে, 'হৃগ্রহোর্ভঃ' এই সূত্র-দ্বারা হ এর স্থানে ভ আদেশ হইয়াছে। প্রাণিগর্ভবিমোচনার্থবোধক 'ষূঙ্' ধাতুর উত্তর 'গর্ভবিমোচন করে' এই অর্থে 'ক্বিপ্ চ' সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'সূঃ' পদটী নিষ্পন্ন। এই 'সূঃ' পদের অর্থ মাতা। অবখণ্ডনার্থমূলক 'দো' (দা) ধাতুর উত্তর 'দাভাভ্যাং নুঃ' (উ০ ৩।৩২) এই সূত্র দ্বারা 'নু' প্রত্যয়ে 'দানুঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'শয়ে' পদটীতে 'লটি লোপস্ত আত্মনেপদেষু' (পা০ ৭।১।৪১) এই সূত্র দ্বারা তএর লোপ হইয়াছে। 'শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে' এই নিয়মে 'শীঙ্' ধাতুর গুণ হইয়া অয়াদেশ হইয়াছে। ৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম (৩৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:§:*:§:—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ, আমাদের অর্থের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। সে অর্থে প্রকাশ,—বৃত্রাসুর আহত হইলে, বৃত্রাসুরের মাতা গিয়া বৃত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সে তির্য্যগ্‌ভাবে বৃত্রের দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্রের অঙ্গে আর অস্ত্রাঘাত করিতে না পারেন, এই ভাবে সে পুত্রকে আবৃত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব, বৃত্রের মাতাকেও প্রহার করেন; সে প্রহারে বৃত্রের মাতাও নিহত হয়। তখন, বৎস-ক্রোড়ে গাভী যেমন ভূতলে পড়িয়া থাকে, মৃত-পুত্রের দেহের উপর বৃত্রের মাতা সেইরূপভাবে শয়ন করিয়াছিল। সায়ণের ভাষ্যে এবং যে সকল ব্যাখ্যা অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই ঐ মত প্রচলিত। বলা বাহুল্য, ঐরূপ ব্যাখ্যায় মানুষের সহিত মানুষের সংগ্রাম এবং লৌকিক ব্যাপারই প্রখ্যাত হয়।

আমরা মনে করি, ঋক্‌টী বুঝিতে হইলে, ইহার অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের মর্ম্মানুধাবন বিশেষভাবে প্রয়োজন। যদি ইন্দ্র বৃত্রাসুরের যুদ্ধ-ব্যাপার উহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহাও রূপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সায়ণের ভাষ্যে অনেক স্থলে হয় তো বা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সেই রূপক-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সময় সময় মেঘের নাম করিয়াছেন, এবং সময় সময় যে মেঘের ও বারি-বর্ষণের বিষয় বর্ণন করিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে প্রকারান্তরে রূপক-তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়টী বুঝিতে হইলে, ঋকের প্রত্যেক শব্দ প্রথমে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য এবং তাহার পর ঋকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

ঋক্‌টীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিলাম; মর্ম্মানুসারিণীর এক এক অংশ লক্ষ্য করিয়া তদন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করুন। প্রথম অংশ—'তদা......ভবতি'; ঐ অংশের একটী পদ—'বৃত্রপুত্রা।' ঐ শব্দে সায়ণ 'বৃত্রের মাতা' অর্থ করিয়াছেন; আমরাও তাহাই স্বীকার করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্র বলিতে যে অজ্ঞানতাকে বুঝায়, আমরা তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং এখানে 'বৃত্রমাতা' বলিতে অজ্ঞানতার জননী অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। অজ্ঞানতার জননী বলিতে কি বুঝি? সে কি মায়া নহে! মায়া হইতেই কি অজ্ঞানের জন্ম হয় না? মায়ার আবরণে মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া, অজ্ঞানতার প্রশ্রয় দেয়। তাই মায়াকেই অজ্ঞানতার প্রবর্ত্তিত্রী বলিয়া আমরা মনে করি। তার পর—'নীচাবয়াঃ' শব্দার্থ—'অবয়ব যাহার নীচ হইয়াছে'; অর্থাৎ, প্রভাবরহিত অবনত অবস্থার বিষয়ই ঐ শব্দে প্রকাশ পাইতেছে। এখানে পূর্ব্ব ঋকের সম্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় অনুধাবন করুন। পূর্ব্ব ঋকে বৃত্রের (অজ্ঞানের) পতনের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে। অজ্ঞান যখন আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল, তখন তাহার মাতা মায়াকেও নিশ্চয়ই অবনত হইতে হইল। অজ্ঞানতার প্রভাবে সে (মায়া) এক পথে প্রধাবিত হইতেছিল। অজ্ঞানতা বিধ্বস্ত হইলে এক্ষণে তাহার গতি প্রতিহত হইল। 'নীচাবয়া' পদে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও সে একেবারে অজ্ঞানতাকে ত্যাগ করিতে পারে না। জননীর স্নেহ-ধারা আহত সন্তানের প্রতি যেমন স্বতঃপ্রবাহিত হয়, এখানেও সেই ভাব প্রকাশ পাইল। সে 'নীচাবয়াঃ' হইয়া, প্রভাবরহিত হইয়াও, সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইল। অজ্ঞানতা যায় যায়—যায় না! অন্ধকার-নাশ হয় হয়—কিন্তু হয় না! 'বৃত্রপুত্রা নীচাবয়াঃ'—এ সেই অবস্থার দ্যোতক। মায়া যেন অজ্ঞানতাকে ছাড়িতে চাইতেছেন না;—ভ্রান্তি যেন পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও বিধ্বস্ত হইতেছে না।

তখন, পরমকারুণিক ভগবান, জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, অজ্ঞানতার শেষ চিহ্নটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তখন তাঁহার বধসাধক অস্ত্র অজ্ঞানজননী মায়ার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। ঋকের দ্বিতীয় অংশ—'ইন্দ্র......অবজভার।' এ অংশেও লক্ষ্য করিবেন, আমরা কোনও শব্দেরই অর্থের বিশেষ পরিবর্ত্তন করি নাই। 'অস্যাঃ' পদে মায়াকে বুঝাইতেছে। আমরা ইহার প্রতিবাক্য 'মায়ায়াঃ' রাখিলাম। 'বধঃ' পদে 'বধসাধক অস্ত্র' অর্থ প্রচলিত। কিন্তু মায়ার বধসাধক অস্ত্র কি? সে কি সদ্‌জ্ঞানরূপ অস্ত্র নহে? ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলেই তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূত হইবে। ফলতঃ, এই দ্বিতীয় অংশের ভাবার্থ এই যে,—'মায়া মুহ্যমান্ হইলে সদ্‌জ্ঞান আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয়।' অতঃপর ঋকের তৃতীয় অংশের (অন্বয়ের)—'অনন্তরং দানুঃ......আসীৎ' পর্য্যন্ত অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দার্থ এখানেও কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। 'দানুঃ' পদকে 'সূঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। দানু—দৈত্যজননী; ভাবে—অসৎ-প্রবৃত্তির পোষিকা। 'সূঃ' শব্দে মাতা; এখানে দৈত্যমাতা মায়াকেই বুঝাইতেছে। এখানে, অজ্ঞানতা-নাশের পর হৃদয়ে সদ্ভাব-সঞ্চারের পরবর্ত্তী যে অবস্থা বা স্তর, তাহাই বিবৃত হইতেছে। হৃদয়ে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বিস্তৃত হইলে মায়া উর্দ্ধগত ভগবৎসম্বন্ধযুত হয়। সে অবস্থায় ভগবানের প্রতিই মমতা আসে; মায়া তখন ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভক্তির আকার প্রাপ্ত হয়। 'সূঃ উত্তরা' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। সে অবস্থায় উপনীত হইলে, মায়ার পুত্র অজ্ঞানতা অধোগামী অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই হৃদয়ে জ্ঞানোদয়ের ক্রম-পর্য্যায়। মন্ত্র সেই ক্রম-পর্য্যায় প্রকাশ করিতেছে। উপসংহারে, ব্যাখ্যার শেষাংশের ('ন ... শয়ে') প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে ধেনু ও বৎসের উপমা আছে। ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করিয়াছেন,—'ধেনু যেমন বৎস সহ শয়ন করে।' আমরা সেই অন্বয়ই অনুসরণ করিলাম বটে; কিন্তু উহার মর্ম্মার্থ অন্যরূপ প্রকাশ করিলাম। পরন্তু, আমরা মনে করি, বড় সঙ্গত অর্থ হইত, যদি বলিতাম,—'বৎস যেমন ধেনু সহ শয়ন করে।' উহাতে অর্থ প্রায় একই থাকিত; ভাব একটু উচ্চে যাইত। ভগবান্ আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করেন, অথবা আমি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া শয়ন করি,—দুইয়ের মধ্যেই প্রগাঢ় স্নেহানুরাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু 'শয়ে' ক্রিয়াপদ যখন উত্তম পুরুষের একবচনে রহিয়াছে, তখন 'তাঁহা হইতে উৎপন্ন বৎসরূপ আমার শয়নের' ভাবই প্রধানতঃ মনে আসে। 'আমি তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করি',—তাহার মর্ম্ম এই যে, 'আমার অহংভাব তাঁহাতে গিয়া মিলিত হয়।' রশ্মি-কণা যেমন রশ্মির আধারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকে, জলবিন্দু যেমন জলের সহিত মিশিতে চায়, আমার অন্তরস্থিত সদ্বৃত্তিসমূহও তখন সেই ভগবানে গিয়া মিলিত হয়। 'ধেনুঃ সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংসা' পদে 'তোমার সহিত আমার সর্ব্বতোভাবে মিলন হউক'—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, ঋক্ স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতির অবস্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। প্রার্থনার ছলে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিসমূহ বিনষ্ট হউক; তাহাদের নেতৃস্থানীয় অজ্ঞানতা পঞ্চত্ব-লাভ করুক; সঙ্গে সঙ্গে সেই অজ্ঞানতার জননী মায়া ভূতলশায়িনী হউক। তোমার অস্ত্র তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হউক। তাহার ফলে, মায়া সদ্জ্ঞানসম্পন্না হইয়া তোমার প্রতি ঊর্দ্ধাভিমুখিনী হউক. অজ্ঞান অধঃপতিত এবং মায়া ঊর্দ্ধাভিমুখিনী হইলে আমি যেন তোমার ক্রোড়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হই' আমরা মনে করি, প্রচ্ছন্ন এই প্রার্থনার ভাব লইয়া মন্ত্র জীবকে আপনার উদ্ধার-কামনায় মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—৩২সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। দশমী ঋক্)

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং

মধ্যে নিহিতং শরীরং।

বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো

দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ-বিশ্লেষণং।

অতিষ্ঠন্তীনাং। অনিবেশনানাং।

কাষ্ঠানাং। মধ্যে। নিঽহিতং। শরীরং।

বৃত্রস্য। নিণ্যং। বি। চরন্তি। আপঃ।

দীর্ঘং। তমঃ। আ। অশয়ৎ। ইন্দ্রঽশত্রুঃ। ১০।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তদা 'অতিষ্ঠন্তীনাং' (অবিশ্রান্তং প্রবহন্তীনাং, ভগবদনুবর্ত্তিনীনাং) 'অনিবেশনানাং' (সততং গচ্ছন্তীনাং, নিয়তভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারিণীনাং) 'কাষ্ঠানাং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবানাং ভক্তিরসপ্রবাহানাং) 'মধ্যে' (অভ্যন্তরে) 'নিহিতং' (নিমজ্জিতং, লোপপ্রাপ্তং) 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানশত্রোঃ) 'শরীরং' (দেহং, অস্তিত্বং) 'নিণ্যং' (নামরহিতং, সত্ত্বাশূন্যং) ভবতীতি শেষঃ; তদা 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ভক্তিরসামৃতাঃ) 'বিচরন্তি' (হৃদয়ে বিশেষেণ প্রবহন্তি); 'ইন্দ্রশত্রুঃ' (ভগবচ্ছত্রুঃ, অজ্ঞানং) 'দীর্ঘং' (সম্পূর্ণরূপং, চিরং) 'তমঃ' (নিদ্রাং, মৃত্যুং ইতি যাবৎ) 'আশয়ৎ' (অশেত, প্রাপ্নোতি)। যদা শুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ ব্রহ্মসাগর-গামিনঃ স্যুস্তদা অজ্ঞানশত্রুঃ সম্যক্ বিনশ্যতীতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(তখন) অবিশ্রান্ত-প্রবহনশীল (ভগবদনুবর্ত্তী) নিয়তভগবৎপদাকাঙ্ক্ষা-নুসারী শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ-মধ্যে নিমজ্জিত (লোপপ্রাপ্ত) সেই শত্রুর দেহ (অস্তিত্ব) নামরহিত (সত্ত্বাশূন্য) হয়। (তখন) শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ (ভক্তিরসামৃত) হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভগবৎ-শত্রু অজ্ঞান (তখন) চিরনিদ্রা (মৃত্যু) প্রাপ্ত হয়। (১ম—৩২সূ—১০ঋ)।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রস্য শরীরমাপো বিচরন্তি। বিশেষেণোপর্য্যাক্রম্য প্রবহন্তি কীদৃশং শরীরং। নিণ্যং। নির্নামধেয়ং। অপ্সু মগ্নত্বেন গূঢ়ত্বাত্তদীয়ং নাম ন কেনাপি জ্ঞায়তে। এতদেব স্পষ্টী ক্রিয়তে। কাষ্ঠানামপাং মধ্যে নিহিতং। নিক্ষিপ্তং। কীদৃশানাং কাষ্ঠানাং অতিষ্ঠন্তীনাং। স্থিতিরহিতানাং। অনিবেশনানাং। উপবেশনরহিতানাং প্রবহণস্বভাবত্বাদেতাসাং মনুষ্যবন্ন কাপি স্থিতিঃ সম্ভবতি। ইন্দ্রশত্রুর্বৃত্রো জলমধ্যে শরীরে প্রক্ষিপ্তে সতি দীর্ঘং তমো দীর্ঘং নিদ্রাত্মকং মরণং যথা ভবতি তথাশয়ৎ। সর্ব্বতঃ পতিতবান্॥

অতিষ্ঠন্তীনাং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অত্র যাস্কঃ। অতিষ্ঠন্তীনামনিবিশমানানামিত্যস্থাবরাণাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং মেঘঃ। শরীরং শৃণাতেঃ শম্নাতের্ব্বা। বৃত্রস্য নিণ্যং নির্নামং বিচরন্তি বিজানন্ত্যাপ ইতি। দীর্ঘং দ্রাঘতেস্তমস্তনোতেরাশয়দাশেতে-রিন্দ্রশত্রুরিন্দ্রোঽস্য শময়িতা বা শাতয়িতা বা তস্মাদিন্দ্রশত্রুঃ। তৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তাস্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। নি০ ২।১৬। ইতি॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তত্রিংশো বর্গঃ॥ ৩৭॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

জলসমূহ বৃত্রের শরীরের উপর বিশেষরূপে আক্রমণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রের শরীর কিরূপ? না—নামধেয়রহিত। অর্থাৎ বৃত্রশরীর জলে মগ্ন থাকাতে গুপ্ত ছিল বলিয়া তাহার নাম কেহ জানিত না। ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—জলসমূহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত। জলসমূহ কিরূপ? না—স্থিতিরহিত এবং উপবেশনরহিত। জল, স্বতঃপ্রবহনশীল বলিয়া মনুষ্যের ন্যায় ইহাদিগের কোথাতেও স্থিতি সম্ভবপর নহে। জলমধ্যে শরীর প্রক্ষিপ্ত হইলে বৃত্র দীর্ঘনিদ্রারূপ মরণের ন্যায় শয়ন করিয়াছিল।

'অতিষ্ঠন্তীনাং' পদটীতে অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অনিবেশনানাং'—এস্থলে 'নিবিষ্ট হয় ইহাতে' এই অর্থে নিবেশন শব্দে স্থানকে বুঝায়। ইহাতে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' সূত্রানুসারে অধিকরণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয় হইয়াছে। 'সেই নিবেশন-রহিত' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যাং' এই সূত্র দ্বারা ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অতিক্রম করিয়া স্থিত' এই অর্থে 'কাষ্ঠাঃ' এই পদটী পৃষোদরাদি হেতু অৎ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'নিহিতং' এই পদটীতে 'গতিরনন্তরঃ' সূত্র দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। যাস্ক এ মন্ত্রটী এইরূপে ব্যাখ্যা করেন। স্থিতিরহিত পবেশনরহিত অতএব অস্থাবর জলের মধ্যে নিহিত শরীর মেঘ নামে অভিহিত। শরীর পদটী, শৄ ধাতু অথবা শম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃত্রের নামরাহিত্যের হেতু জল। দীর্ঘ পদটী, দ্রাঘ ধাতু হইতে, তমঃ পদটী তন্ ধাতু হইতে, আশয়ৎ পদটী আঙ্-পূর্ব্বক শীঙ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইন্দ্রশত্রু অর্থাৎ—ইন্দ্র ইহার শমক বা শয়নকারক। তাহা হইলে বৃত্র কে? নিরুক্তাধ্যায়িদিগের মত—মেঘ এবং ঐতিহাসিকগণের মত—ত্বষ্টৃ প্রজাপতির পুত্র অসুর-বিশেষ (নি০ ২.১৬) ইতি॥ ১০॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

* *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম (৩৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

—‡*†—

ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার ভাব এই যে,—'একটা মানুষ (শত্রু) মরিয়া নদীর জলের নীচে পড়িয়া আছে; আর তাহার দেহের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।' * বেদমন্ত্রের এ প্রকার অর্থের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের ব্যাখ্যার ঔচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি হইবে। আমরা ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঋক্‌টীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম অংশে—'অতিষ্ঠন্তীনাং—নিণ্যং ভবতি' পর্য্যন্ত অংশে—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সম্যক্ উন্মেষে অজ্ঞানতার যে অবস্থা হয়, তাহাই পরিবর্ণিত। যখন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব (ভক্তি-স্রোত) অবিরাম-গতিতে ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়, তখন অজ্ঞানতারূপ শত্রু ও তাহার সহচরগণ সেই প্রবাহের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত বা লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'শরীরং' আর 'নিণ্যং' পদদ্বয় বুঝাইতেছে,—'শত্রু তখন সত্তাশূন্য অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে।' 'নিণ্যং' পদের অর্থ—'নামরহিতং।' সত্যই তখন তাহার নাম লোপ পায়; সত্যই তখন তাহার দেহ (কর্ম্মকারিণী শক্তি) বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা তখন জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; তাই নাম লোপের ভাব আসে। অজ্ঞানের কার্য্যকরী শক্তি বিনষ্ট হওয়ায়, তখন তাহার দেহকে নামরহিত ব সত্ত্বশূন্য বলা যায়। ফলতঃ, অবিরাম গতিতে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-নিবহ ভগবৎ-পদাঙ্কানুসারী হইলে, মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই

---

* একটী প্রচলিত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"অবিশ্রান্ত প্রবহণশীল নদী-সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জলসমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রের দেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।" আর একটী অনুবাদ,—"স্থিতিরহিত বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত নামশূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘনিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রস্য শরীরমাপো বিচরন্তি। বিশেষেণোপর্য্যাক্রম্য প্রবহন্তি কীদৃশং শরীরং। নিণ্যং। নির্ণামধেয়ং। অপ্সু মগ্নত্বেন গূঢ়ত্বাত্তদীয়ং নাম ন কেনাপি জ্ঞায়তে। এতদেব স্পষ্টী ক্রিয়তে। কাষ্ঠানামপাং মধ্যে নিহিতং। নিক্ষিপ্তং। কীদৃশানাং কাষ্ঠানাং অতিষ্ঠন্তীনাং। স্থিতিরহিতানাং। অনিবেশনানাং। উপবেশনরহিতানাং প্রবহণস্বভাবত্বাদেতাসাং মনুষ্যবন্ন ক্বাপি স্থিতিঃ সম্ভবতি। ইন্দ্রশত্রুর্ব্বৃত্রো জলমধ্যে শরীরে প্রক্ষিপ্তে সতি দীর্ঘং তমো দীর্ঘং নিদ্রাত্মকং মরণং যথা ভবতি তথাশয়ৎ। সর্ব্বতঃ পতিতবান্॥

অতিষ্ঠন্তীনাং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অত্র যাস্কঃ। অতিষ্ঠন্তীনামনিবিশমানানামিত্যস্থাবরাণাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং মেঘঃ। শরীরং শৃণাতেঃ শম্নাতের্ব্বা। বৃত্রস্য নিণ্যং নির্ণামং বিচরন্তি বিজানন্ত্যাপ ইতি। দীর্ঘং দ্রাঘতেস্তমস্তনোতেরাশয়দাশেতে-রিন্দ্রশত্রুরিন্দ্রোঽস্য শময়িতা বা শাতয়িতা বা তস্মাদিন্দ্রশত্রুঃ। তৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তাস্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। নি০ ২।১৬। ইতি॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তত্রিংশো বর্গ॥ ৩৭॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

জলসমূহ বৃত্রের শরীরের উপর বিশেষরূপে আক্রমণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রের শরীর কিরূপ? না—নামধেয়রহিত। অর্থাৎ বৃত্রশরীর জলে মগ্ন থাকাতে গুপ্ত ছিল বলিয়া তাহার নাম কেহ জানিত না। ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—জলসমূহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত। জলসমূহ কিরূপ? না-স্থিতিরহিত এবং উপবেশনরহিত। জল, স্বতঃপ্রবহনশীল বলিয়া মনুষ্যের ন্যায় ইহাদিগের কোথাতেও স্থিতি সম্ভবপর নহে। জলমধ্যে শরীর প্রক্ষিপ্ত হইলে বৃত্র দীর্ঘনিদ্রারূপ মরণের ন্যায় শয়ন করিয়াছিল।

'অতিষ্ঠন্তীনাং' পদটীতে অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অনিবেশনানাং'—এস্থলে 'নিবিষ্ট হয় ইহাতে' এই অর্থে নিবেশন শব্দে স্থানকে বুঝায়। ইহাতে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' সূত্রানুসারে অধিকরণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয় হইয়াছে। 'সেই নিবেশন-রহিত' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্ সুভ্যাং' এই সূত্র দ্বারা ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অতিক্রম করিয়া স্থিত' এই অর্থে 'কাষ্ঠাঃ' এই পদটী পৃষোদরাদি হেতু অৎ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'নিহিতং' এই পদটীতে 'গতিরনন্তরঃ' সূত্র দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। যাস্ক এ মন্ত্রটী এইরূপে ব্যাখ্যা করেন। স্থিতিরহিত পবেশনরহিত অতএব অস্থাবর জলের মধ্যে নিহিত শরীর মেঘ নামে অভিহিত। শরীর পদটী, শৄ ধাতু অথবা শম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃত্রের নামরাহিত্যের হেতু জল। দীর্ঘ পদটী, দ্রাঘ ধাতু হইতে, তমঃ পদটী তন্ ধাতু হইতে, আশয়ৎ পদটী আঙ্ পূর্ব্বক শীঙ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইন্দ্রশত্রু অর্থাৎ—ইন্দ্র ইহার শমক বা শয়নকারক। তাহা হইলে বৃত্র কে? নিরুক্তাধ্যায়িদিগের মত—মেঘ এবং ঐতিহাসিকগণের মত—ত্বষ্টৃ প্রজাপতির পুত্র অসুর-বিশেষ (নি০ ২।১৬) ইতি॥ ১০॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম (৩৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•†—

ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার ভাব এই যে,—'একটা মানুষ (শত্রু) মরিয়া নদীর জলের নীচে পড়িয়া আছে; আর তাহার দেহের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।' * বেদমন্ত্রের এ প্রকার অর্থের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের ব্যাখ্যার ঔচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি হইবে। আমরা ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঋক্‌টীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম অংশে—'অতিষ্ঠন্তীনাং—নিণ্যং ভবতি' পর্য্যন্ত অংশে—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সম্যক্ উন্মেষে অজ্ঞানতার যে অবস্থা হয়, তাহাই পরিবর্ণিত। যখন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব (ভক্তি-স্রোত) অবিরাম-গতিতে ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়, তখন অজ্ঞানতারূপ শত্রু ও তাহার সহচরগণ সেই প্রবাহের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত বা লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'শরীরং' আর 'নিণ্যং' পদদ্বয় বুঝাইতেছে,—'শত্রু তখন সত্ত্বাশূন্য অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে।' 'নিণ্যং' পদের অর্থ—'নামরহিতং।' সত্যই তখন তাহার নাম লোপ পায়; সত্যই তখন তাহার দেহ (কর্ম্মকারিণী শক্তি) বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা তখন জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; তাই নাম লোপের ভাব আসে। অজ্ঞানের কার্য্যকরী শক্তি বিনষ্ট হওয়ায়, তখন তাহার দেহকে নামরহিত বা সত্ত্বশূন্য বলা যায়। ফলতঃ, অবিরাম গতিতে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-নিবহ ভগবৎ-পদাঙ্কানুসারী হইলে, মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই

---

* একটী প্রচলিত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা—"অবিশ্রান্ত প্রবহণশীল নদী-সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জলসমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রের দেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।" আর একটী অনুবাদ,—"স্থিতিরহিত বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিহিত নামশূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থারই আভাস—সেই স্তরেরই দ্যোতনা—বাক্যের এই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। তখনকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, হৃদয়ে কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের প্রবাহই প্রবাহিত হইতে থাকে; তখন অন্য ভাব আদৌ স্থান পায় না। 'আপঃ বিচরন্তি' পদদ্বয় সেই অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। অতঃপর তৃতীয় অংশ—'ইন্দ্রশত্রুঃ......আশয়ৎ' পর্য্যন্ত অংশ—কি অর্থ ব্যক্ত করে, অনুধাবন করুন। এখানে তৃতীয় স্তরের প্রসঙ্গ আছে। হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বভাব জাগরিত হইলে, শত্রু যে চিরনিদ্রিত হয়, অজ্ঞানতা যে একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়, ঐ অংশে তাহাই পরিব্যক্ত। প্রতি শব্দের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রার্থনা হিসাবে এ ঋকের মর্ম্ম এই—'হে ভগবন্, আমার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ অবিরামগতিতে আপনার প্রতি প্রধাবিত হউক। আমার শত্রু তাহাতে নিষ্পেষিত হইয়া সত্ত্বাশূন্য হউক। পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, শত্রু (অজ্ঞানতা) চিরনিদ্রার অঙ্কে স্থানলাভ করুক।' (১ম—৩২সূ—১০ঋ)॥

— * —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা

আপঃ পণিনেব গাবঃ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্ বৃত্রং

জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥ ১১॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাসপত্নীঃ। অহিঃগোপাঃ। অতিষ্ঠন্।

নিঃরুদ্ধাঃ। আপঃ। পণিনাঃইব। গাবঃ।

অপাং। বিলং। অপিহিতং। যৎ। আসীৎ।

বৃত্রং। জঘন্বান্। অপ। তৎ। ববার। ১১।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সদসদ্বৃত্ত্যোঃ সংগ্রামে, 'দাসপত্নীঃ' (ক্ষীণা অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'অহিগোপাঃ' (অহিনা শত্রুণা গোপাঃ লুক্কায়িতাঃ, লোপপ্রাপ্তাঃ) অভবন্; 'পণিনা' (অসুরেণ, অজ্ঞানান্ধকারেন) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণানিয়ঃ) 'ইব' (যথা আচ্ছন্না ভবন্তি তথা) 'আপঃ' (অন্তরস্থশুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ) 'নিরুদ্ধাঃ' (অবরুদ্ধাঃ) 'অতিষ্ঠন্' (আসন্); অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'বিলং' (প্রবহণদ্বারং) 'যৎ' (যস্মাৎ, যেন প্রবাহেণ) 'অপিহিতং' (নিরুদ্ধং) 'আসীৎ' (অতিষ্ঠৎ) তৎকারণহেতুভূতং 'বৃত্রং' (অজ্ঞানরূপং শত্রুং) স ভগবান্ 'জঘন্বান্' (হতবান্); 'তৎ' (বিলঞ্চ) 'অপববার' (নিরোধং পরিহৃতবান্)। সদসদ্বৃত্ত্যোঃ সংগ্রামে সমুপস্থিতে অসুরপত্নীস্থানীয়াঃ ক্ষীণা অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ স্বতঃ বিলুপ্তা ভবন্তি; ভগবৎপ্রভাবেন অবরুদ্ধাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ ক্রমশঃ ছিন্নবাধাঃ সন্তি; তদা হৃদয়ো ভাবরসার্দ্রো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩২সূ—১১ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম সময়ে) ক্ষীণ অসদ্বৃত্তিসমূহরূপা অসুর-পত্নীগণ অজ্ঞানতারূপ অসুর কর্তৃক লুক্কায়িত (লোপপ্রাপ্ত) হইয়াছিল। অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানকিরণ যেমন আচ্ছন্ন থাকে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ সেইরূপ অজ্ঞানতা দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত ছিল। সত্ত্বভাব-প্রবাহের প্রবহণদ্বার যৎকর্তৃক নিরুদ্ধ ছিল, সেই অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে ভগবান্ বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবহণদ্বারের বাধা অপসৃত হইয়াছিল। (১ম—৩২সূ—১১ঋ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ণ-ভাষ্যং

দাসপত্নীঃ। দাসো বিশ্বোপক্ষপণহেতুর্বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসামপাং তা দাসপত্নীঃ। অত-এবাহিগোপাঃ। অহির্বৃত্রো গোপা রক্ষকো যাসাং তাঃ। গোপনং নাম স্বচ্ছন্দেন যথা ন প্রবহন্তি তথা নিরোধনং। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। আপো নিরুদ্ধা অতিষ্ঠন্নিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পণিনেব গাবঃ। পণিনামকোঽসুরো গা অপহৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারমাচ্ছাদ্য যথা নিরুদ্ধবাংস্তথেত্যর্থঃ। অপাং যদ্বিলং প্রবহণদ্বারমপিহিতং বৃত্রেণ নিরুদ্ধমাসীৎ। তদ্বিলং প্রবহণদ্বারং বৃত্রং জঘন্বান্ হতবানিন্দ্রোঽপববার। অপাবৃতমকরোৎ। বৃত্রকৃতমপাং নিরোধং পরিহৃতবান্। অত্র যাস্কঃ। দাসপত্নীর্দাসাধিপত্ন্যো দাসো দস্যতেরুপদাসয়তি কর্ম্মাণ্যহিগোপা অতিষ্ঠন্নহিনা গুপ্তাঃ। অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষেঽয়মপীতরোঽহিরেতস্মাদেব নির্হ্রসিতোপসর্গ আহন্তীতি। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ পণির্বণিগ্ ভবতি পণিঃ পণনাদ্বণিক্ পণ্যং নেনেক্তি অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ। বিলং ভরং ভবতি বিভর্ত্তেবৃত্রং জঘ্নিবানপববার তদ্বৃত্রো বৃণোতের্বা বর্ত্ততের্বা বর্দ্ধতের্বা যদবৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। যদবর্ত্তত তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। যদবর্দ্ধত তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে নি° ২।১৭। ইতি॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দাস অর্থাৎ বিশ্বের নাশের কারণ বৃত্র হইয়াছে স্বামী যে জলসমূহের সেই দাসপত্নী জলসমূহ এবং বৃত্র হইয়াছে রক্ষক যে জলসমূহের সেই জলসমূহ। এস্থলে গোপন শব্দের অর্থ—যাহাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেইরূপে নিরোধ। ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। জলরাশি নিরুদ্ধ হইয়াছিল। এস্থলে দৃষ্টান্ত পণিনামক অসুর গোসকলকে অপহরণ করিয়া গর্ত্ত মধ্যে স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই গর্ত্তের দ্বার আচ্ছাদনপূর্ব্বক (গোগণকে) যেরূপে নিরোধ করিয়াছিল জলরাশিও বৃত্রকর্ত্তৃক সেইরূপে নিরুদ্ধ হইয়াছিল। জলসমূহের যে প্রবহণদ্বার বৃত্রকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রবহণদ্বাররূপ বৃত্রকে ইন্দ্রদেব অপাবৃত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বৃত্রকৃত যে জলের অবরোধ তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। এ মন্ত্রটীর যাস্ক এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—দাসের পত্নীগণ, দাস পদটী দস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। দাসঃ পদের অর্থ—কর্ম্মসমূহকে উপক্ষয় করে। অহিগোপা হইয়াছিল অর্থাৎ অহি কর্ত্তৃক গুপ্ত হইয়াছিল। অন্তরিক্ষ প্রদেশে উৎপাতজনক অহি হইতে যে উপসর্গ সঞ্জাত হয়, সেই উপসর্গকে (ইন্দ্র) নাশ করেন। 'নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ'; এস্থলে পণিশব্দে বণিক্ অভিহিত হয়। জলসমূহের 'বিল' (দ্বার) যখন রুদ্ধ ছিল। 'বিল' শব্দে ভরকে বুঝায়; সেই ভর হইতে জঘ্নিবান্' (ইন্দ্রদেব) তখন বৃত্রকে নিরাকৃত করিয়াছিলন। 'বৃত্র' পদ 'বৃঞ্' ধাতু হইতে, 'বৃতু' ধাতু হইতে, 'বৃধু' ধাতু হইতে সম্পন্ন হয়। যেহেতু সে বৃত হইয়াছিল, সেইহেতু সে বৃত্র; যেহেতু সে বর্ত্তমান ছিল, সেই জন্য সে বৃত্র; যেহেতু সে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই কারণ বশতঃ সে বৃত্র এইরূপ বিজ্ঞাত হওয়া যায় (নি° ২।১৭) ইতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাসপত্নীঃ। দসু উপক্ষয়ে। দাসয়তীতি দাসো বৃত্রঃ। পচাদ্যচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। দাসঃ পতির্যাসাং বিভাষা সপূর্ব্বস্য। পা০ ৪।১।১৪। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেনেকারস্য নকারঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা দাসস্য পালয়িত্রাঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অহিগোপাঃ। গুপু রক্ষণে। গোপায়তীতি গোপাঃ। আয়াদয় আর্দ্ধধাতুকে বা পা০ ৩।১।৩১ ইত্যায়প্রত্যয়ঃ। ততঃ ক্বিপ্। অতো লোপঃ। বেদপৃক্তলোপাদ্বলিলোপো বলীয়ানিতি পূর্ব্বং যকারলোপঃ। ন চাচঃ পরস্মিন্নিত্যতো লোপস্য স্থানিবত্বং। ন পদান্তদ্বির্ব্বচনেতি প্রতিষেধাৎ। অহির্গোপা যাসাং। পূর্ব্ববৎ স্বরঃ। নিরুদ্ধা রুধির আবরণে ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ। পা০ ৮।২।৪০। ইতি নিষ্ঠাতকারস্য ধকারঃ। গতিরনন্তরঃ ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। জঘন্বান্। হন্তেঃ লিটঃ ক্বসুঃ। অভ্যাসাচ্চ পা০ ৭।৩।৫৫। ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য কুত্বং। ক্র্যাদিনিয়মপ্রাপ্তস্যেটো বিভাষা গমহনেত্যাদিনা। পা০ ৭।২।৬৮। বিকল্পবিধানাদভাবঃ। সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। ১ ॥

'দাসপত্নীঃ' পদের 'দাস' পদটী, উপক্ষয়ার্থমূলক 'দসু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত ণ্যন্ত 'দসু' ধাতু পচাদিগণীয় বলিয়া তাহার উত্তর অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিতঃ' সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। এস্থলে 'দাস' শব্দের অর্থ—বৃত্র॥ 'দাস' (বৃত্র) হইয়াছে পতি যাহাদের এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'দাসপত্নীঃ' পদটী নিষ্পন্ন। ইহাতে 'বিভাষা সপূর্ব্বস্য' (পা০ ৪:১:১৪) এই সূত্রদ্বারা ঙীপ প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগবশতঃ পতির ইকারের স্থানে নকার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। অথবা 'দাসের (বৃত্রের) পালনকর্ত্তৃগণ' এইরূপ অর্থে 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর বিহিত। 'অহিগোপাঃ' পদের 'গোপাঃ' পদ রক্ষণার্থদ্যোতক 'গুপু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আয়াদয় আর্দ্ধধাতুকে বা' (পা০ ৩।১।৩১) এই সূত্রদ্বারা উক্ত ধাতুর উত্তর আয় প্রত্যয়। তাহার উত্তর ক্বিপ্ ও অকারের লোপ। 'বেদপৃক্তলোপাদ্বলিলোপো বলীয়ান্' এই নিয়ম হেতু অগ্রেই য এর লোপ হইয়াছে। পরন্তু 'অচঃ পরস্মিন্' এই নিয়মে অকারলোপের স্থানিবদ্ভাব হয় নাই। কারণ, 'নপদান্তদ্বির্ব্বচন' এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ আছে। 'অহি হইয়াছে গোপা যাহাদিগের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে এই 'অহিগোপাঃ' পদেরও পূর্ব্বপদের ন্যায় স্বর জ্ঞাতব্য। 'নিরুদ্ধা' পদটী, নিপূর্ব্বক আবরণার্থক রুধির্ (রুধ্) ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়ে 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (পা০ ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা 'ক্ত' এর ত স্থানে 'ধ' করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'গতিরনন্তরঃ' সূত্রদ্বারা গতির (নিএর) প্রকৃতিস্বর বিহিত। 'জঘন্বান্' পদটী, 'হন্' ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে 'ক্বসু' (বস্) আদেশে 'অভ্যাসাচ্চ' (পা০ ৭।৩।৫৫) সূত্রদ্বারা দ্বিত্বের পরবর্ত্তী হকারের স্থানে 'ঘ' করিয়া নিষ্পন্ন। ইহাতে 'বিভাষা গমহন' (পা০ ৭।২।৬৮) এই সূত্র দ্বারা বিকল্পবিধান প্রযুক্ত ক্র্যাদিনিয়ম-প্রাপ্ত ইটের অভাব হইয়াছে। সংহিতাতে ন-কারের স্থানে রুত্ব ও অনুনাসিক বিহিত হইয়াছে। ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ (৩৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

— :•: —

ঋক্‌টীতে যত প্রকার অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে, সকল প্রকার অর্থের পরিচয় প্রদান না করিলে, মুখ্য অর্থ পরিগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রথমে সকল প্রকার অর্থেরই কিছু কিছু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ পাইবে।

মূলে 'দাসপত্নীঃ' ও 'অহিগোপাঃ' পদদ্বয় আছে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার (সায়ণের অনুসারিগণ) 'দাসপত্নীঃ' পদে বৃত্রাসুরকে বুঝাইতেছে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়ান্বিত কেহ বা ব্যাখ্যার সময় 'দাসপত্নীঃ' পদই অব্যাহত রাখিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'ক্ষীণা অসদ্‌বৃত্তয়ঃ' ভাব গ্রহণ করিলাম। দাস শব্দ বৃত্রকে (অজ্ঞানকে) বুঝাইয়াছে,—ভাষ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানতার পত্নী অর্থাৎ তাহার সহকারিণী বলিতে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এমন কতকগুলা অসদ্‌বৃত্তি আছে, যাহারা অল্পেই দমিত হয়। যখন সত্তের সহিত অসত্তের, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের সমরানল জ্বলিয়া উঠে; সে সকল বৃত্তি তখন আপনা-আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এমন কি, তাহাদের দলপতি কর্তৃকই তাহারা লুক্কায়িত বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। মনে করুন, লোভ-প্রবৃত্তির বশে কেহ চৌর্য্যবৃত্তিতে রত হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া সে যখন দেখিল,—সম্মুখে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত; সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিতে হইলে নরহত্যার প্রয়োজন তখন তাহার হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। লোভের জন্য কার্য্য করিতে গেল বটে; কিন্তু হিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিলে লোভ-প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। প্রকারান্তরে হিংসা-প্রবৃত্তির দ্বারাই লোভ-প্রবৃত্তি প্রতিহত হইয়া পড়িল। 'দাসপত্নীঃ অহিগোপাঃ' পদদ্বয়ে আমরা সেই ভাবের আভাষ প্রাপ্ত হই। যখন হৃদয়-রাজ্যের মধ্যে সদসৎ-প্রবৃত্তির প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইল; তখন অসৎ-প্রবৃত্তির সহকারিণী যে সকল ক্ষীণ-বৃত্তি ছিল, তাহারা প্রবল অসদ্ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শত্রুর প্রতি শত্রু যখন প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠ বলকেই প্রয়োগ করিতে প্রয়াস হইয়া থাকে। তাহার সহকারিণী ক্ষীণশক্তিসমূহ স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পরিশেষে যখন তাহার প্রবল বেগ দমিত হইয়া আসে, তখন তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে অথবা লোপপ্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, এই নিগূঢ় ভাবতত্ত্ব ঐ দুই পদের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু ঋকের এই অংশের অর্থ নানারূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। *

ঋকের অন্তর্গত 'পণিনেব গাবঃ' বাক্য-সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। অসুরদের পণি-নামে গুপ্তচর ছিল; তাহারা আর্য্য-গণের গরু চুরি করিয়া গিরি-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব, অসুরগণকে হনন করিয়া, সেই গরু উদ্ধার করেন। ব্যাখ্যাকারগণের সকলেরই প্রধানতঃ এই মত যে, ঋকের ঐ অংশ, পৌরাণিক সেই উপাখ্যানের সহিত সংশ্রববিশিষ্ট। বেদের যেখানেই 'পণি' ও 'গাবঃ' শব্দদ্বয় আছে, সেখানেই তাঁহারা এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু এখানে সে সংশ্রব কিছুই দেখি না। জ্ঞানরশ্মিসমূহকে অজ্ঞান আঁধার দ্বারা আচ্ছন্ন করার উপমা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পণি' শব্দে 'অসুর' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'অজ্ঞানতা রূপ অসুরই' এখানে সিদ্ধান্ত হয়। আর এক দিক দিয়াও অন্য ভাবে এই অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে। 'পণি' শব্দ স্তুত্যর্থক 'পণ্' (পন্) ধাতু হইতে উৎপন্ন।

---

* নিম্নে দুই একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। একটী অনুবাদে প্রকাশ,—"দাস ও অহি নামে প্রসিদ্ধ বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল, যদ্রূপ পণি নামক অসুর গোসকল অপহরণ পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" এ অনুবাদে 'দাস' হইতে 'করিয়াছিল' পর্য্যন্ত অংশে ঋকের 'দাসপত্নীঃ' হইতে 'আপঃ' পর্য্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা হইয়াছে। শেষাংশের ব্যাখ্যা, ঋকের সঙ্গে মিলাইলেই, কি হইতে কি হইয়াছে, বুঝা যাইবে। অপর একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—"পণিঃ দ্বারা গাভী সকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নীসমূহ অহিরক্ষিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়া ছিল, জলের বহনদ্বার রুদ্ধ ছিল; বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য, এখানে 'দাসপত্নীরহিগোপাঃ' অংশের অর্থ হইয়াছে—'বৃত্রপত্নীসমূহ অহিরক্ষিত হইয়া।' সায়ণের ব্যাখ্যায় আর এক ভাব লক্ষ্য করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে 'পণিনেব গাবঃ' পদের অর্থ হইতে পারে,—'স্তুতির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, ভগবানের অর্চ্চনা দ্বারা, জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।' এ উপমাও অসঙ্গত নহে। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে। সে পক্ষে, 'আপঃ পণিনেব গাবঃ' বাক্যের স্বতন্ত্রভাবে অর্থ করা যাইতে পারে। ভগবানের অর্চ্চনায় যেমন জ্ঞানোন্মেষ হয়, হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া থাকে; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুনাশের পর, শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে হিসাবে, 'দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধাঃ' অংশে সকল অসদ্ভাব বিলুপ্ত হইল—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে; এবং 'আপঃ পণিনেব গাবঃ' অংশে শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, এইরূপ অর্থই দ্যোতনা করে।

অতঃপর ঋকের শেষ অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশকেও আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'যৎ' পদে আমরা 'যস্মাৎ' বা 'যেন প্রকারেণ' লিখিয়াছি। ভাব এই যে,—'যাহা হইতে, যে প্রকারে বা যাহার দ্বারা।' এই অর্থটী বোধগম্য হইলেই মন্ত্রের অন্য অংশের অর্থসঙ্গতির বিষয় ধারণা করা যাইতে পারিবে। যে শত্রু কর্ত্তৃক সত্ত্ব-ভাবের প্রবহণ দ্বার অর্থাৎ সত্ত্বভাব পরিবৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকারণ-হেতুভূত অজ্ঞানরূপ শত্রুকেই ভগবান্ বধ করেন। সে শত্রু নিহত হওয়ার পর, সত্ত্বভাব প্রবাহের বাধা অপসৃত হয়। শত্রু বিনষ্ট; অজ্ঞানতা দূরীভূত; সত্ত্বভাব প্রকাশের বাধা অপসৃত; ফল—হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ। এই ঋঙ্মন্ত্রটী এই মহনীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

সকল অংশের সার নিষ্কর্ষ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ঋকের প্রার্থনার তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্, আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব-প্রবাহের পক্ষে সকল বাধা ছিন্ন হউক; হৃদয় ভগবদ্ভক্তি-রসে সদা আর্দ্র থাকুক।' প্রথম—সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম; ভাব এই যে,—'দেখ তোমার সদ্বৃত্তি যেন মুহ্যমান না থাকে! তাহাকে অসদ্বৃত্তির সহিত সংগ্রামে সদা প্রবৃত্ত কর। কেন-না, সদ্বৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অসদ্বৃত্তি সহচারীণীরা (অসুরসঙ্গিণীরা) স্বতঃ বিলুপ্ত হইবে। তখন ক্রমশঃ ভগবৎকৃপা-প্রভাবে অবরুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রবাহ ছিন্নবাধ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে অবিরোধগতিতে হৃদয় প্রেমপীযূষধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকিবে; সে অবস্থায় ভগবান্ আসিয়া আপনিই হৃদয়মন্দিরে আসন গ্রহণ করিবেন। (১ম—৩২সূ—১১ঋ)।

—— • ——

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র

সৃকে যত্ত্বা প্রত্যহন দেব একঃ।

অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোম-

মবসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্ত সিন্ধূন্॥ ১২॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্ব্যঃ। বারঃ। অভবঃ। তৎ। ইন্দ্র।

সৃকে। যৎ। ত্বা। প্রতিঽঅহন্। দেবঃ। একঃ।

অজয়ঃ। গাঃ। অজয়ঃ। শূর। সোমং।

অব। অসৃজঃ। সর্ত্তবে। সপ্ত। সিন্ধূন্॥ ১২॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ইন্দ্র (হে দেব) ত্বং 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অভবঃ' (ভবসি); 'যৎ' (যদা) 'সৃকে' (বজ্রে বজ্রেণ, চিরবিদ্যমানো বিবেকরূপাস্ত্রেণ) ত্বং 'অহন্' (শত্রুং বিনাশয়সি) 'তৎ' (তদা) 'অশ্ব্যঃ' (ত্বদীয়স্য সর্ব্বব্যাপকস্য) 'বারঃ' (জ্যোতিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রকাশয়তি ; তদা 'শূর' (হে শৌর্য্যসম্পন্ন) 'গাঃ' (জ্ঞান-কিরণান্) 'অজয়ঃ' (জিতবান্, প্রাপ্তবান্). 'সোমং' (অস্মাকং ভক্তিসুধাং, সর্ব্বেষাং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অজয়ঃ' (জয়সি, প্রাপ্নোষি); 'সপ্তসিন্ধূন্' (সপ্তলোকান্ বিশ্বেষাং সত্ত্বভাবান্) 'সর্ত্তবে' (প্রবাহরূপেণ গন্তুং) 'অব অসৃজৎ' (ত্যক্তবান্, সর্ব্বা বাধা নিরাকৃতবান্)। 'হে দেব। অজ্ঞানরূপশত্রুনাশত্বাৎ তব মহিমা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তা। যদা অজ্ঞানানি দূরীভবন্তি, তদা অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ জ্ঞানঞ্চ ত্বাং প্রাপ্নোতি। ত্বং হি সদা বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ে সত্ত্বভাবপ্রবাহঃ প্রবহনং করোষি। ত্বং হি অদ্বিতীয়ঃ ; তব করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন যাতি। (১ম—৩২সূ—১২ ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনিই অদ্বিতীয় দ্যোতমান পরমেশ্বর (চিরবিদ্যমান আছেন)। যখন আপনার বিবেক-রূপ বজ্রাঘাতে (অজ্ঞান-রূপ) শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; তখন, আপনার সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ আপনাকে প্রকাশ করে ; তখন, হে শৌর্য্যসম্পন্ন, জ্ঞানকিরণসমূহ আপনিই প্রাপ্ত হন ;—(অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞান আপনাতেই মিলিত হয়) আমাদিগের ভক্তিসুধা আপনিই অধিকার করেন ; তখনই সপ্তসিন্ধুকে (সমগ্র বিশ্বের সত্ত্বভাবসমূহকে) প্রবাহরূপে গমনের জন্য আপনি তাহার সকল বাধা অপসারণ করেন। (১ম—৩২সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

সৃকে বজ্রে। সৃকো বৃক ইতি বজ্রনামসু পঠিতত্বাৎ। দেবো দীপ্যমানঃ সর্ব্বায়ুধকুশল একঃ অদ্বিতীয়ো বৃত্রো যদ্‌যদা ত্বা ত্বাং প্রত্যহন্। প্রতিকূলত্বেন প্রহৃতবান্। তত্তদানীং ত্বমশ্ব্যো বারোঽশ্বসম্বন্ধী বালোঽভবঃ। যথাশ্বস্য বালোঽনায়াসেন মক্ষিকাদীন্নিবারয়তি তদ্বদ্‌বৃত্র-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সৃক অর্থাৎ বজ্রে। কারণ, 'সৃকোবৃকঃ' এইরূপ নিরুক্তগ্রন্থের বজ্রনামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। দীপ্যমান সর্ব্বায়ুধজ্ঞ অদ্বিতীয় বৃত্র যখন আপনাকে প্রতিকূলরূপে প্রহার করিয়াছিল ; তখন, আপান অশ্বসম্বন্ধী কেশ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ অশ্বকেশ যেমন অনায়াসে মক্ষিকাদিকে নিবারণ করে, সেইরূপ বৃত্রকে গণনা না করিয়া অক্লেশে নিরাকৃত করিয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষগণম্বিত্বা নিরাকৃতবানিত্যর্থঃ। কিঞ্চ গাঃ গণিনাপহৃতাস্তমজয়ঃ। জিতবান্। হে শূর শৌর্য্যযুক্তেন্দ্র সোমমজয়ঃ জিতবান। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ। ত্বষ্টা হতপুত্র ইত্যস্মিন্নুপাখ্যানে সমামনন্তি। স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাস হা সোমমপিবদিতি। সপ্তসিন্ধূন্। ইমং মে গঙ্গ ইত্যস্যামৃচ্যাম্নাতা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্তসংখ্যাকা নদীঃ সর্ত্তবে সর্ত্তুং প্রবাহরূপেণ গন্তুং বাসৃজঃ। ত্যক্তবান্। বৃত্রকৃতং প্রবাহনিরোধং নিরাকৃতবানিত্যর্থঃ।

অশ্ব্যঃ। অশ্বে ভবঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বারয়তি দংশমশকানিতি বারঃ। পচাদ্যচ্। কপিলকাদিত্বাল্লত্ববিকল্পঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। প্রত্যহন্। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। অজয়ঃ। গা ইত্যস্য বাক্যান্তরগতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। সর্ত্তবে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (৩৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রকাশ এই যে, বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বজ্রের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে; বজ্রে তাহা প্রতিহত হয়। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিরস্ত করেন। উপমায় প্রকাশ,—'অশ্ব যেমন আপনার পুচ্ছ

আরও, পণিকর্ত্তৃক অপহৃত গো সকলকে জয় করিয়াছিলেন। হে শৌর্য্যযুক্ত ইন্দ্রদেব। আপনি সোমকে জয় করিয়াছিলেন। সেইরূপ তৈত্তিরীয়গণ, ত্বষ্টা 'হতপুত্রঃ' এই উপাখ্যানে পাঠ করিয়াছেন। যথা—'সযজ্ঞবেশসং...সোমমপিবদিতি'। 'ইমং মে গঙ্গ' এই ঋকে পঠিত যে গঙ্গা আদি সপ্তসংখ্যক নদী আছে, তাহাদিগকে প্রবাহরূপে গমন করিবার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই নদীসকলের বৃত্রকৃত প্রবাহের অবরোধ মোচন করিয়াছিলেন।

'অশ্ব্যঃ' পদটী 'ভবে ছন্দসি' সূত্র দ্বারা অশ্বশব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'যতোঽনাব' সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'দংশ-মশকাদিগকে বারণ করে' এই অর্থে বৃ ধাতুর উত্তর পচাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয় করিয়া বালঃ' পদ নিষ্পন্ন। কপিলকাদি-নিবন্ধন বিকল্পে র স্থানে ল বিহিত। বৃষাদি বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'প্রত্যহন' পদটীতে 'যদ্বৃত্তান্নিত্যং' সূত্রানুসারে নিঘাত-স্বরের নিষেধ। 'তিঙিচোদাত্তবতি' এই নিয়মে গতির (প্রতির) স্বর অনুদাত্ত। 'অজয়ঃ' পদটী, 'গোঃ' এই বাক্য হইতে অন্য বাক্য গত বলিয়া তদপেক্ষাতে 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর হয় নাই। কারণ, 'সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর সমানবাক্যেই হইয়া থাকে। 'সর্ত্তবে' পদটী, 'তুমর্থে সেসেন্' সূত্র দ্বারা 'তবেন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'তবেন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত॥ ১২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্চালনে দংশ মশকাদিকে বিতাড়িত করে; ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া, বৃত্রাসুরের অস্ত্রাদি সেইরূপ বিতাড়িত হইয়াছিল। তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গো-সমূহকে জয় করিয়াছিলেন এবং সপ্তসিন্ধু (নদীর) মোহানা মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। * এই সকল ব্যাখ্যায় বৃত্র, দেব-নামে অভিহিত হইয়াছে এবং 'সপ্তসিন্ধু' বলিতে নানা প্রকার নদীর নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন,—গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পরুষ্ণী, অসিক্নী ও বিতস্তা—এই সাতটী নদীকে সপ্তসিন্ধু বলা হইয়াছে। ম্যাক্সমূলারের মতে, গঙ্গা, সিন্ধু এবং পঞ্জাবের পঞ্চনদ ঐ সপ্তসিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাজসনেয়ী-সংহিতায় 'যাবতী দ্যাবাপৃথিবী যাবচ্ছপ্তসিন্ধবোবিতস্থিরে'—সপ্তসিন্ধুর এইরূপ পরিচয় আছে। মহীধরের টীকায়, বিষ্ণুপুরাণাদির অনুসরণে ক্ষীরোদাদি সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে।

আমরা ঋক্‌টীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ—"ইন্দ্র দেব এক অভরঃ।" এ অন্বয়ে 'এক' শব্দের 'অসহায়' অর্থ অধ্যাহার করিতে হয় না। 'দেবঃ' পদ বৃত্রাসুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও সন্দেহ আসে না। যখন ভগবানকে বুঝিতে পারিব, যখন পরমেশ্বরকে চিনিতে সমর্থ হইব, তখন তিনিই যে অদ্বিতীয় একমাত্র হইয়া চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহাই প্রতীত হইবে। সেই তত্ত্বই আমরা মনে করি, ঋকের এই অংশে বিঘোষিত। দ্বিতীয় অংশ—"যৎ অশ্ব্যং...ত্বা প্রকাশয়তি" পর্য্যন্ত। এই অন্বয়ে ভাব-সঙ্গতির সমীচীনতা উপলব্ধি করুন।

---

* দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—(১) "হে ইন্দ্রদেব যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল, তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদনন্তর আপনি পণি নামক অসুরের কর্তৃক অপহৃত ও নিরুদ্ধ গো-সমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন, জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্তনদীর প্রবাহনিরোধ অপনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"

(২) "হে ইন্দ্র, যখন এই একদেব (বৃত্র) তোমার বজ্রের প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তুমি অশ্বপুচ্ছের ন্যায় হইয়া আঘাত (নিবারণ) করিয়াছিলে; তুমি (পণিঃ রক্ষিত) গাভী জয় করিয়াছ, সোমরস জয় করিয়াছ এবং সপ্তসিন্ধু প্রবাহরূপে ছাড়িয়া দিয়াছ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তৃত হয়। তাহার ফলে ভগবান্ প্রকাশ পান। কি অবস্থায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বলিয়া চিনিতে পারা যায়,—এই অংশ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রাংশ (দ্বিতীয়াংশ) বলিতেছে;—'ভগবান্ যখন বিবেক-বজ্রের আঘাতে তোমার অজ্ঞানতাকে নাশ করিবেন, তখনই তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ পাইবে। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে, (মন্ত্রের প্রথমাংশ) তিনি অদ্বিতীয়, দ্যোতমান পরমেশ্বর! সেই অবস্থায় উপনীত হইলে, আমাদিগের জ্ঞানের অধিকারী তিনি হইবেন; আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। 'গাঃ অজয়ঃ' বা 'সোমং অজয়ঃ' বাক্যদ্বয় কি বুঝাইতেছে? বুঝাইতেছে,—'তিনি জ্ঞানকে জয় করিবেন; তিনিই ভক্তিভাবকে জয় করিবেন।' তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তখন আর কোনও বাধা বিঘ্ন অন্তরায় হইয়া আমার জ্ঞানের—আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবের (তাঁহার সহিত) মিলনকে প্রতিহত রাখিতে পারিবে না। তিনি জয় করিবেন; শত্রুকে নাশ করিয়া বাধা-প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া, এ হৃদয়ে আশ্রয় লইবেন। এ অংশে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "সপ্তসিন্ধূন্" হইতে "অপসৃজৎ" পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের মর্ম্ম কি? উহাকে পরবর্ত্তী স্তরের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। যখন ভগবান্ আসিয়া জ্ঞানের শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইবেন, হৃদয়ে যখন তাঁহার প্রেম-পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইবে; তখনই সপ্তসিন্ধুর বাধা অপসৃত হইবে; তখনই বিশ্বের সকল সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ লোকে নহে, দ্যুলোকে নহে, সপ্তলোকে—সমগ্র বিশ্বে তখন সুধাধারার প্রবাহ অবিরাম গতিতে বহিতে থাকিবে। 'সপ্তসিন্ধু' বলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। শাস্ত্রকারগণের মতে সপ্তলোক বলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান্ যখন সকল শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান আছেন,—মানুষ বুঝিতে পারিবে; অজ্ঞানতা দূরীভূত হওয়ার পর যখন তাঁহাকেই এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে; তখনই সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবল-বেগে সমগ্র জগৎকে পরিপ্লাবিত করিবে। কর—শত্রুনাশের চেষ্টা; ধারণ কর—তিনিই এক ও অদ্বিতীয়; হৃদয়ে জ্ঞানকিরণের উন্মেষে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিত কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি জনের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে এই ভাব সঞ্জাত হউক; ভগবানের করুণার ধারা স্বর্গে মন্দাকিনীর ন্যায় দশ দিক্ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইবে। (১ম—৩২সূ—১২ঋ)।

—— ৹ ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ

ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিং চ।

ইন্দ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চো-

তাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে॥ ১৩॥

*

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। অস্মৈ। বিহদ্যুৎ। ন। তন্যতুঃ। সিষেধ।

ন। যাং। মিহং। অকিরৎ। হ্রাদুনিং। চ।

ইন্দ্রঃ। চ। যৎ। যুযুধাতে ইতি। অহিঃ। চ।

উত। অপরীভ্যঃ। মঘহবা। বি। জিগ্যে॥ ১৩॥

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অস্মৈ' (জ্ঞানস্য বিনাশায়, শুদ্ধসত্ত্বক্ষয়ার্থং) 'বিদ্যুৎ' (অজ্ঞানশত্রুপ্রযুক্তং বিদ্যুত্তুল্যং অমোঘাস্ত্রং) 'ন সিষেধ' (ন ফলবৎ ভবতি, ন স্পৃশতি ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) অজ্ঞানশত্রুঃ 'তন্যতুঃ' (গর্জ্জনং) 'বাং মিহং' (যৎ অন্যাস্ত্রবর্ষণং) 'হ্রাদুনিঞ্চ' (বজ্রবদ্দৃঢ়াস্ত্রং) 'অকিরৎ' (বিক্ষিপ্তবান্), তদপি ন সিষেধং; জ্ঞাননাশায় অশক্তমিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রশ্চ অহিশ্চ' (জ্ঞানাজ্ঞানে চ, সদসদ্বৃত্তী চ) 'যৎ' (যদা, এবং) 'যুযুধাতে' (পরস্পরং যুদ্ধং কুরুতঃ), তদা 'মঘবা' (জ্ঞানং, সত্ত্বভাবঃ) 'অপরীভ্যঃ' (অপরাভ্যঃ, সর্ব্বান্ কুহকান্ ইত্যর্থঃ) 'বিজিগ্যে' (বিজয়তে)। যদা সাধকহৃদয়ে জ্ঞানাজ্ঞানয়োস্তুমুলবিদ্রোহঃ সঞ্জায়তে, তদা জ্ঞানমেব বিজয় ভবতি। ইতি ভাবার্থঃ। (১ম-৩২সূ-১৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞান শত্রু, সাধকের জ্ঞানকে (সত্ত্বভাবকে) নাশ করিবার জন্য যে বিদ্যুদ্বৎ অমোঘাস্ত্র প্রক্ষেপ করে, তাহা ফলবৎ হয় না (অর্থাৎ সে অস্ত্র সত্ত্বভাবকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না); অপিচ, শত্রুর গর্জ্জন, অন্যান্য অস্ত্রবর্ষণ এবং বজ্রতুল্য দৃঢ়াস্ত্র-নিক্ষেপ জ্ঞানকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান (সদ্বৃত্তি ও অসদ্বৃত্তি) যখন পরস্পর যুদ্ধ করে; তখন, জ্ঞান (সদ্ভাব), অজ্ঞান-শত্রুকৃত সকল প্রকার কুহককেই জয় করিয়া থাকে। (১ম—৩২সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রং নিষেদ্ধুং বৃত্রো যান্ বিদ্যুদাদীন্ মায়য়া নির্ম্মিতবান্। তে সর্ব্বেপ্যেনং নিষেদ্ধুমশক্তাঃ। সোঽয়মর্থোঽনেন মন্ত্রেণোচ্যতে। অস্মৈ ইন্দ্রার্থং নির্ম্মিতা বিদ্যুন্ন সিষেধ। ইন্দ্রং ন প্রাপ্নোৎ। তথা তন্যতুর্গর্জ্জনং যাং মিহং সেচনং যাং বৃষ্টিমকিরৎ। বৃত্রো বিক্ষিপ্তবান্। সাপি বৃষ্টিন সিষেধ হ্রাদুনিং চাশনিমপি যাং বৃত্রঃ প্রযুক্তবান্ সাপি ন সিষেধ। ইন্দ্রশ্চাহিশ্চেন্দ্রবৃত্রাবুভাবপি যদ্যদা যুযুধাতে। যুদ্ধং কৃতবন্তৌ। তদানীং বিদ্যুদাদয়ো ন প্রাপ্তা ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রকে নিষেধ করিবার জন্য বৃত্র যে বিদ্যুদাদিকে মায়া প্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যুদাদি এই ইন্দ্রকে নিষেধ করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই অর্থ এই মন্ত্র দ্বারা কথিত হইতেছে। এই ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মিত যে বিদ্যুৎ, তাহা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। সেইরূপ বৃত্রের গর্জ্জন যে বৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই বৃষ্টিও ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। বৃত্র যে অশনি প্রয়োগ করিয়াছিল, সে অশনিও ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। ইন্দ্র এবং বৃত্র উভয়ে যখন যুদ্ধ করিয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত অপিচ মঘবা ধনবানিন্দ্রোঽপরীভ্যোঽপরাভ্যোঽন্যাসামপি বৃত্রনির্ম্মিতানাং মায়ানাং সকাশাদ্বিজিগ্যে। বিশেষেণ জিতবান॥

সিষেধ। ষিধু গত্যাং। মিহং। মিহ সেচনে। মেহতি সিঞ্চতীতি মিট্ বৃষ্টিঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অকিরৎ। কৃ বিক্ষেপে। তুদাদিভ্যঃ শঃ। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। অড়াগমঃ উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। যুযুধাতে। যুধ সম্প্রহারে। লিটি প্রত্যয়-স্বরঃ। জিগ্যে। সন্‌লিটোর্জ্জেঃ। পা০ ৭।৩।৫৭। ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য জকারস্য কুত্বং॥ ১৩॥

* * *

ত্রয়োদশ (৩৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের সাধারণ ব্যাখ্যার ভাব—'ইন্দ্র এবং বৃত্রের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় স্থূল বর্ণনা মাত্র। অর্থাৎ, অহি (বৃত্র) ইন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎ, বজ্র, গর্জ্জন ও বর্ষণ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। ইন্দ্র, শত্রুকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত সে সকল যুদ্ধাস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া জয়লাভ করিতেছেন।' স্থূল ব্যাখ্যার এই স্থূল ভাব, প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই অনুসরণ করিয়াছেন। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত যে শব্দ যে ভাব দ্যোতনা করিতেছে, তাহা ভাষ্য-দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হইবে। আমরা এ মন্ত্রটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যে শব্দের যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তাহা প্রায়ই সায়ণের অনুসারী। কেবল অহি ও বৃত্রের ভাবার্থ অজ্ঞান ও জ্ঞান' (অর্থাৎ হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি ও অসদ্‌বৃত্তি) বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই এই অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। তদনুসারে ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই

তখন বিদ্যুদাদি (ইন্দ্রকে) প্রাপ্ত হয় নাই। এবং ধনবান্ ইন্দ্রদেব, বৃত্রনির্ম্মিত অন্যান্য বৃত্র মায়াকেও জয় করিয়াছিলেন।

'সিষেধ' পদটী গত্যর্থবোধক 'ষিধু' (ষিধ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মিহং' পদটী সেচনার্থ-মূলক 'মিহ' ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ' সূত্রদ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'সিঞ্চন করে' এই অর্থে 'মিট্' শব্দে বৃষ্টিকে বুঝায়। 'অকিরৎ' পদটী, বিক্ষেপার্থদ্যোতক কৃ ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তিতে 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' সূত্রানুসারে শ, 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' এই সূত্রদ্বারা ইৎ এবং অট্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন। ইহার উদাত্তস্বর। যদ্বৃত্তযোগ বশতঃ নিঘাতস্বর হয় নাই। 'যুযুধাতে' পদটী, সংপ্রহারার্থজ্ঞাপক 'যুধ্' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। 'জিগ্যে' পদটীতে 'সন্‌লিটোর্জ্জেঃ (পা০ ৭।৩ ৫।৭) এই সূত্রদ্বারা দ্বিত্বের পরবর্ত্তী জএর কুত্ব অর্থাৎ জস্থানে গ হইয়াছে॥ ১৩।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের বাহ্যভাব ছাড়িয়া আভ্যন্তরীণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এ অর্থের সারবত্তা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

সাধনার প্রথম অবস্থায়, সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সংগ্রাম-সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। সেই সংগ্রামে অজ্ঞান-শত্রুকে পরাভূত করিয়া জ্ঞানের বিজয়-মাল্য লাভ করিতে পারিলে, সাধক আপনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন। নতুবা, তাঁহার পতন-পরাভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সংগ্রাম-সময়ে সাধকহৃদয়ে তমোময় অজ্ঞান কর্তৃক বিবিধ বিভীষিকার ও বিনাশসঙ্কুল ভাবের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞানশত্রুর যে সমস্ত অস্ত্রের কথা এ ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে; তাহারা ঐ অজ্ঞানের এক একটী বিশেষ বিশেষ ভাব মাত্র। 'বিদ্যুৎ' শব্দের কথাই বুঝিয়া দেখুন। যেমন ঘোর অন্ধকার রজনীতে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসিয়া পথিকের গন্তব্য পথকে ঈষৎ আলোকিত করে, এবং সেই পথিককে নিমিষের জন্য পুলকিত করিয়া আরও গাঢ়তর অন্ধকারে নিঃক্ষেপ করে; সেইরূপ, সাধন ক্ষেত্রে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্বকালে অজ্ঞান-শত্রু সাধককে ভোগাশার ক্ষণিক-আলোক বিতরণ করিয়া তাহার সাধন-পথকে সমধিক অন্ধকারময় ও বিঘ্ন-বিপৎসঙ্কুল করিয়া তুলে। এইরূপ গর্জ্জন বর্ষনাদিও অজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ ভাবদ্যোতক রূপে ঋকে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল শব্দের ও ভাবের সূক্ষ্ম-সমালোচনায় মন্ত্রের আধ্যাত্মিকতাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্বে, জ্ঞানালোকের নিকট যেমন বিদ্যুতের (প্রলোভনের) আলোক প্রতিহত হয়, সেইরূপ গর্জ্জনাদিও নিরর্থক হইয়া থাকে। গর্জ্জন বলিতে—আমরা অজ্ঞানতা-জনিত ক্রোধাদির হুঙ্কারকে মনে করিতে পারি। অজ্ঞানী সে হুঙ্কারে ভীত বিপর্য্যস্ত হয় বটে; কিন্তু জ্ঞানের বিকাশে সে হুঙ্কার বৃথা-আস্ফালন-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বর্ষণ বলিতে কামমূলক অভীষ্টবর্ষণ অথবা প্রলোভন বুঝাইতে পারে। কামনার প্রলোভনে মানুষ স্বতঃই বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। জ্ঞানের সত্তাতে তাহার সে বিভ্রম বিদূরিত হইয়া থাকে। শেষ অপর অস্ত্র—'হ্রহুনিং'। ঐ শব্দের অর্থ—'অশনি'। অশনি বলিতে সাধারণতঃ কঠোর মারক অস্ত্র বুঝাইয়া থাকে। অঙ্কুশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাড়নায় যেমন মত্তহস্তীকে বশীভূত করা যায়, সেইরূপ অজ্ঞানতা সময়ে সময়ে অশনি-তুল্য অঙ্কুশের তাড়নায় মানুষকে বিপথগামী করিতে চাহে। কিন্তু সে অশনি—অজ্ঞানের কোন্ অস্ত্রকে বলিতে পারি ? তাহা কি পতনের মূলীভূত কারণ—অহংভাব নহে ? অহংভাবই তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মারক-অস্ত্র ! যতদিন অজ্ঞানের এই মারক অস্ত্র তোমার হৃদয়ে সংবিদ্ধ থাকিবে, যতদিন সে অস্ত্রকে তুমি উৎপাটন করিতে না পারিবে, ততদিন তোমার এ মুক্তির কোনও উপায়ই নাই। 'হ্রাদুনি' বলিতে যে শব্দের 'হুঙ্কারের' ভাব আসে ; 'অহংভাবও' সেই দম্ভ দ্যোতনা করে। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানের নিকটই এই অস্ত্র পরাভূত হইয়া থাকে। ঋকে ঐ সকল শব্দে ঐরূপ নিগূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতার ঐ সকল অস্ত্র নিয়ত মানুষকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করিতেছে। তাহাকেই সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সাধনমার্গে সাধকের সদসৎ-ভাবসমূহের বিরোধ-বিচ্ছেদ জনিত ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপে সাধনার উৎকর্ষ সাধিত হয়—উচ্চভাব বিকসিত হয়, তাহাই পর্য্যায়ক্রমে এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—'সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞান (অসদ্বৃত্তি) জ্ঞানকে (সদ্বৃত্তিকে) প্রতিহত ও পরাভূত করিবার জন্য স্বতঃই চেষ্টিত হয়। তাহাতে সাধক যদি অজ্ঞান-শত্রুর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া একমাত্র ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইয়া অজ্ঞান-অসদ্বৃত্তি-রূপ ঘোর শত্রুকে সহজেই পরাভূত করিয়া থাকে।' প্রার্থনা পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্ ! আমায় অজ্ঞানতার প্রলোভন হইতে মুক্ত কর ; আমাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্জাত হউক।' সাধারণের পক্ষে এ ঋঙ্মন্ত্রে এই মহান্ শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। একমাত্র ভগবানে নির্ভপরায়ণ হও, তিনিই তোমার অজ্ঞান শত্রুকে বিনাশ-পূর্ব্বক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানকে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। জ্ঞানোদয় হইলে তোমার সাধন-পথের সকল শত্রুই বিনষ্ট হইবে,—ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। (১ম—৩২সূ—১৩ঋ) ॥

—— ৫ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক।)

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র

হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।

নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ

শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥ ১৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অহেঃ। যাতারং। কং। অপশ্যঃ। ইন্দ্র।

হৃদি। যৎ। তে। জঘ্নুষঃ। ভীঃ। অগচ্ছৎ।

নব। চ। যৎ। নবতিঃ। চ। স্রবন্তীঃ।

শ্যেনঃ। ন। ভীতঃ। অতরঃ। রজাংসি॥ ১৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ইন্দ্র (হে জ্ঞানাধার ভগবন্) 'অহেঃ' (শত্রোঃ, অজ্ঞানরূপস্য) 'যাতারং' (হন্তারং) 'কং' (ত্বদতিরি ং অন্যং) 'অপশ্যঃ' (দৃষ্টবান্ অসি ?) ত্বমেব শত্রুন.শক ইত্যর্থঃ।) 'যৎ (যদা) 'তে' (তব, ত্বৎসম্বন্ধিনি, ত্বদ৺ষ্ঠিতে) 'হৃদি' (হৃদয়ে) 'জঘ্নুষঃ' (সত্ত্বাবহন্তমিচ্ছন্ শত্রূণ্) 'ভীঃ' (ভয়ং) 'অগচ্ছৎ' (অপ্রাপ্নোৎ). 'চ' (অপিচ) 'যৎ' (যদা) 'ভীতঃ' (পাপভয়ত্রস্তঃ জনঃ) 'নব নবতিং' (নবনবকং, একাশীতিসংখ্যাকং অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম) সম্পাদয়তি ; 'চ' (তদা) 'শ্যেনঃ ন' (ভগবদভিমুখে ক্ষিপ্রগমনশীলঃ সাধক ইব) জনঃ 'স্রবন্তীঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(স্রবন্তি, প্রবহন্তি, নিত্যানুষ্ঠিতানি) 'রজাংসি' (পাপানি) 'অতরঃ' (অতরৎ, পাপাৎ মুক্তো ভবতীতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন নরাঃ পাপাৎ পরিত্রাণং লভন্তে ; জ্ঞানোদয়ে চ সৎকর্ম্মানুরাগঃ প্রবর্দ্ধতে। তদা অজ্ঞানরূপং পাপং বিনশ্যতি। (১ম—৩২সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার ভগবন্! অজ্ঞানস্বরূপ শত্রুর সংহারকারী আপনি ভিন্ন অন্য আর কাহাকে দেখিয়াছেন? (অর্থাৎ আপনিই একমাত্র অজ্ঞনতা-নাশকারী)। যখন, হৃদয়ে আপনার আবির্ভাব হেতু হৃন্নিহিত সদ্ভাবনাশক শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত হইতে হয় ; আর যখন, পাপভয়ত্রস্ত জন 'নবনবক' অনুষ্ঠেয়কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে ; তখন, ভগবদভিমুখে ক্ষিপ্রগমনশীল সাধকের ন্যায়, সাধারণ মানুষও পাপপ্রবাহ হইতে (নিত্যানুষ্ঠিত পাপসমূহ হইতে) উত্তীর্ণ হয়। (১ম—৩২সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র অহুযো বৃত্রং হতবতস্তব হৃদ চিত্তে যদ্ যদি ভীরগচ্ছৎ। ন হতবানস্মীতি বুদ্ধ্যা ভয়ং প্রাপ্নুয়াৎ। তর্হি বৃত্রস্য যাতারং হন্তারং কমপশ্যঃ। ত্বত্তোঽন্যং কং পুরুষং দৃষ্টবানসি। তাদৃশস্য পুরুষান্তরস্যাভাবাদ্ভয়া ভূত্বৈব ভয়মিত্যর্থঃ। যদ্যস্মাৎ কারণাত্ত্বং নব চ নবতিং চ স্রবন্তীরেকোনশতসংখ্যাকাঃ প্রবহন্তীর্নদীঃ প্রাপ্য রজাংসি তত্রত্যান্যুদকান্যতরঃ। তীর্ণবানসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শ্যেনো ন। শ্যেননামকো বলবান্ পক্ষীব দূরগমনাত্তুর ভয়মানোঽপিদিত গম্যতে। তদ্বৎ মা ভূদত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্চ দূরগমনং ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা নাস্তৃষীতি মন্যমানঃ পরাঃ পরাবতো গচ্ছাত। তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি। ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা পরাং পরাবতেমবগচ্ছদপরাধমিতি স মন্যমান ইতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! বৃত্রহননকারী আপনার হৃদয় 'আমি হত' এই বুদ্ধিতে ভয় প্রাপ্ত হয় না, তাহা হইলে বৃত্রের হন্তা আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে দেখিয়াছেন? তাদৃশ (বৃত্রহননকারী) অন্য পুরুষের অভাববশতঃ আপনার (বৃত্রবধে) ভয় হয় নাই। যে কারণবশতঃ আপনি নবনবতি-সংখ্যক প্রবহণশীলা নদী সকলকে প্রাপ্ত হইয়া সেই নদীসমূহের জলরাশি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। শ্যেনপক্ষীর ন্যায়। অর্থাৎ শ্যেননামক বলবান্ পক্ষী যেমন দুর-গমনে ভীত হয় না, আপনিও সেইরূপ ভীত হয়েন না। সেই জন্য বৃত্রবধে আপনার ভয় নাই ইহাই অভিপ্রায়। সেই দূরগমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ পঠিত হইয়াছে ; যথা,—'ইন্দ্রোবৈ...পরাবতো গচ্ছতি'। তৈত্তিরীয়গণও পাঠ করিয়া থাকেন ; যথা,—ইন্দ্রো 'বৃত্রং...স মন্যমান ইতি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদি। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। জঘ্নুষঃ। হন্তের্লিটঃ ক্বসুঃ। ষষ্ঠ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণপরপূর্ব্বত্বে শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। ন চ ষত্বতুকোরসিদ্ধঃ। পা০ ৬।১।৮৬। ইত্যেকদেশস্যাসিদ্ধত্বাৎ ষত্বং ন প্রাপ্নুয়াদিতি বাচ্যং সম্প্রসারণঙীদস্থ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা০ ৬।১।৮৬।৬। ইত্যসিদ্ধাবত্তাবস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। ন চাসিদ্ধবদত্রাভাদিতি সম্প্রসারণস্যাসিদ্ধবত্তাবঃ। ভিন্নাশ্রয়ত্বাৎ। সম্প্রসারণং হি ষষ্ঠ্যেকবচনে। উপধালোপস্তু বসাবিতি ভিন্নাশ্রয়ত্বং। স্রবন্তীঃ স্রুগতৌ শপশ্যনোর্নিত্যং। পা০ ৭।১।৮১। ইতি নুম গমঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। অতরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥১৪॥

• • •

চতুর্দ্দশ (৩৮ ১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর অর্থোদ্ধারে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। প্রচলিত যে ভাষ্য ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, তাহা হইতে কোনও সদ্ভাবের আভাষ মাত্র পাওয়া যায় না। দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এইখানেই উদ্ধৃত করিতেছি;

(১) "হে ইন্দ্রদেব আপনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং ভীত হইয়া শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় একোনশতসংখ্যক প্রবহণশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন

'হৃদি' পদটী 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা হৃদয় শব্দের স্থানে 'হৃৎ' আদেশে নিষ্পন্ন। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তির স্বর উদাত্ত। 'জঘ্নুষঃ' পদটীতে 'হন্' ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে ক্বসু (বস্) আদেশ। অনন্তর ষষ্ঠীবিভক্তির একবচনে 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ পরপূর্ব্বত্ব হইয়া 'শাসিবসিঘসীনাঞ্চ' এই সূত্র দ্বারা স এর ষত্ব হইয়াছে। এস্থলে 'ষত্বতুকোরসিদ্ধ' (পা০ ৬।১।৮৬) এই সূত্র দ্বারা একাদেশের অসিদ্ধি হেতু ষত্বের অভাব হউক? একথা বলিতে পার না। কারণ, 'সম্প্রসারণঙীদস্থ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ' (পা০ ৬।১।৮৬।৬) এই বক্তব্য নিয়মে উক্ত অসিদ্ধবত্তাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইহার উপধাবর্ণের লোপ হইয়াছে। অপিচ, 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ' এই নিয়মে সম্প্রসারণের অসিদ্ধবদ্‌ভাব হউক? ইহাও বলিতে পার না। কেন না, ভিন্নাশ্রয়ত্ব হেতু তাহা হইতে পারে না। ষষ্ঠীর একবচনে সম্প্রসারণ এবং 'বসু' পরেতে উপধাবর্ণের লোপ। অতএব সম্প্রসারণ ভিন্নাশ্রয় ইহা স্পষ্টীকৃত হইল। 'স্রবন্তীঃ' পদটী গত্যর্থক স্রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে 'শপশ্যনোর্নিত্যং' (পা০ ৭।১।৮১) এই সূত্র দ্বারা নুম্ আগম হইয়াছে। পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর এবং শতৃ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক লকারস্বরনিবন্ধন আদিস্বর উদাত্ত। যদ্বৃত্তযোগবশতঃ 'অতরঃ' পদটীর নিঘাতস্বর হয় নাই ॥ ১৪ ॥

• • •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্রাসুরবধের নির্য্যাতনেচ্ছু কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন?" (২) "হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্ত কোন্ হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে যে, ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে?" শেষোক্ত ব্যাখ্যার টীপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে,—'সায়ণ বলেন, বৃত্রকে বধ করা উচিত কি না এই ভয় ইন্দ্রের মনে উদয় হইয়াছিল; কিন্তু মূল পাঠ করিলে বোধ হয় ইন্দ্র শত্রুর ভয়েই পলাইয়াছিলেন। ইহা হইতে পৌরাণিক গল্প উৎপন্ন হইল যে, ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে হ্রদের ভিতর লুকাইয়া ছিলেন।'

বলা বাহুল্য, কোনও ব্যাখ্যায়ই ঋকের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই। উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে কি ভাব প্রকাশ পায়, পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। সায়ণের ব্যাখ্যা—ভাষ্যেই দেখিবেন।

এ ঋক্‌টীর মর্ম্মানুধাবন এতই কঠিন! আমরাও মর্ম্মানুসারিণী ও বঙ্গানুবাদে যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম, আমরা মনে করি, সে ব্যাখ্যারও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঋক্‌টীর চারিটী বিভাগ বা অঙ্গ লক্ষ্য করুন। প্রথম অংশ—"ইন্দ্র" হইতে "অপশ্যঃ" পর্য্যন্ত। উহার সরল অর্থ—'হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুহন্তা আর কাহাকে দেখিয়াছিলেন?' অহি কি, শত্রু কি,—তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অজ্ঞানরূপ শত্রুর সহিত জ্ঞানের দ্বন্দ্বের বিষয়ই এই সূক্তে পরিবর্ণিত আছে। এখানে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া সাধক যেন বলিতেছেন,—'অজ্ঞানরূপ শত্রুর হননকারী আপনি ভিন্ন আর কে আছেন বা কে হইতে পারেন? আমি তো তেমন অন্য কাহাকেও দেখি নাই; বোধ হয়, আপনিও কাহাকেও দেখেন নাই। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ যে অজ্ঞানতারূপ শত্রুর বিমর্দ্দক আছেন, তাহা কোনও কালে কেহ দেখেন নাই। আদিভূত আপনি; আপনিও যখন অন্য কাহাকেও দেখেন নাই; সর্ব্বদর্শী আপনি; আপনিও যখন সেরূপ কাহাকেও দেখেন নাই; তখন অন্য আর কে দেখিবে? ফলতঃ, হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! অজ্ঞানের বিনাশ-সাধক আপনি ভিন্ন কেহ নাই, কেহ হয় নাই বা কেহ হইতে পারে না।' 'অপশ্যঃ' ক্রিয়াপদের সার্থকতা এই যে,—আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপনি যখন দেখেন নাই; তখন জ্ঞানাধার আপনি ভিন্ন অজ্ঞানের হননকর্ত্তা অন্য কেহই নাই বা থাকিতে পারে না।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'যৎ' হইতে 'অগচ্ছৎ' পর্য্যন্ত। এই অংশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম—'আপনি যখন ভয় পাইয়াছিলেন।' কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এখানে বলা হইতেছে,—'আপনি আসিয়া যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন. সত্ত্বভাবনাশক যে শত্রু হৃদয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, সে তখন ভীত কম্পিত হইয়া থাকে।' ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ হইলে—ভগবানকে হৃদয়-মন্দিরে একবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু কি আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারে ? সে-যে সে অবস্থায় ভীত হইয়া পলায়ন করে—এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। পরবর্ত্তী অংশ, এই ভাবই প্রস্ফুট করিতেছে।

'চ" হইতে 'সম্পাদয়তি' পর্য্যন্ত অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঋকের অন্তর্গত এই অংশটী এবং উহার পরবর্ত্তী অংশটী ("চ" হইতে "অতরঃ" পর্য্যন্ত) এক সঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এই অংশ আলোচনা করিতে করিতে প্রথমে সংশয় আসে,—"নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন" ইত্যাদি মন্ত্রাংশের মধ্যে 'নব চ যন্নবতিং' রূপ সংখ্যাবাচক শব্দ কেন আসিল ? প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে জানা যায়,—নিরানব্বইটী (অসংখ্য) নদীর বিষয় ঐ স্থানে লক্ষ্য আছে। কিন্তু হঠাৎ সংখ্যাবদ্ধ করা হইল কেন ? যদি ঐ পদ-সমূহে 'অসংখ্য' অর্থ বুঝাইবার ভাব ব্যক্ত থাকিত, তাহা হইলে কোনও সাধারণ পদই প্রযুক্ত হইত। যখন বিশেষভাবনির্দ্দেশক বিশেষ-সংখ্যাবাচক পদ রহিয়াছে; অপিচ, যখন পূর্ব্বাপর কোনও নদীর পরিচয় পাইতেছি না ; তখন কোনও পদার্থের প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া, কোনও ভাব-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পদার্থ নহে, গুণই ঐ অংশের লক্ষ্য-স্থানীয়। সেই পথ দিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা মনে করি, 'নব চ যন্নবতিং' বাক্যের অন্তর্গত 'নবনবতিং' পদের প্রতিবাক্য 'নবনবকং'। 'নবনবকং' পদে শাস্ত্রানুমোদিত 'একাশীতি সংখ্যক অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্মকে' বুঝাইয়া থাকে। সেই সকল সৎকর্ম্মের ফলে মানুষ ইহলোকে সুখী এবং পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে, সংসারীর সম্বন্ধে, যাহাদিগের হৃদয়ে নিয়ত জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—তাহাদের জন্য, ঐ 'নবনবক' কর্ম্মের অনুষ্ঠান অতীব শুভফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া গৃহীকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত দিকে কত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কত দিকের কত জ্ঞানে জ্ঞানী থাকিতে হয়, কত দিকের কত পুণ্যানুষ্ঠানে চিত্তকে ও দেহকে পরিচালিত করিতে হয়, আবার কত দিকের কত পাপানুষ্ঠান পরিবর্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 'নবনবক' সংসারাশ্রমাবলম্বীকে তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

'নবনবক'—একাশীতি-সংখ্যক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। সেই একাশীতি-সংখ্যক কর্ম্ম, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে, দ্বিবিধ। সেই কর্ম্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে হয়, প্রসঙ্গতঃ তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। দক্ষসংহিতায় এই 'নবনবক' কর্ম্মের স্বরূপ ও সৎকর্ম্ম সম্পাদনের বিধি-বিধান এইরূপ বিহিত হইয়াছে ; যথা,—

"সুধা নব গৃহস্থস্যেষদ্দানানি * নবৈব তু। তথৈব নবকর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা নব॥
প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি তথা নব। সফলানি নবান্যান নিষ্ফলানি নবৈব তু॥
অদেয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্ব্বদা। নবকা নবনির্দ্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ॥"

গৃহস্থের নয়টী সুধা (অমৃত) এবং নয়টী ঈষদ্দান। এইরূপ নয়টী কর্ম্ম ও নয়টী বিকর্ম্ম আছে। নয়টী সফল-কর্ম্ম এবং নয়টী নিষ্ফল-কর্ম্ম আছে। (এতদ্ব্যতীত) সর্ব্বদা অদেয় নয়টী বস্তু আছে। এইরূপ নয় নয়টী করিয়া যে নয়টী বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা গৃহী ব্যক্তির সর্ব্বথা উন্নতিসাধক।

অতঃপর নয়টী সুধাই বা কি, আর নয়টী গুপ্তকার্য্য, নয়টি প্রকাশ্য-কার্য্য প্রভৃতিই বা কি? তদ্বিষয়ে সংহিতার উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

---

* মুদ্রিত দক্ষ-সংহিতা গ্রন্থে প্রথম পংক্তির "সুধা নব গৃহস্থস্য শব্দয়ামি নবৈব তু" পাঠ দৃষ্ট হয়। ঐ পাঠের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে,—'গৃহস্থের নয়টী অমৃত। ঐ নয়টী সুধা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি।' বলা বাহুল্য, ঐরূপ পাঠের ঐরূপ অনুবাদও সঙ্গত হয় না। পরন্তু পূর্ব্বাপর সংহিতার শ্লোকগুলির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি, 'শব্দয়ামি' পদ লিপিকরপ্রমাদমূলক। উহার পাঠ—'সুধা নব গৃহস্থস্য দানানি চ নবৈব তু', অথবা 'সুধা নব গৃহস্থস্যেষদ্দানানি নবৈব তু' হইতে পারে। শেষোক্ত পাঠ হইতেই বিকৃতি ঘটা সম্ভবপর। দেবনাগর অক্ষরের ছাপায় 'গৃহস্থস্যে' পদের (মস্তকস্থিত) এ-কার লুপ্ত হওয়া সম্ভব। তাহার পর 'ষদ্দানানি' পদের অর্থগ্রহণ না হওয়ায়, পণ্ডিতগণ ঐ পদকে 'শব্দয়ামি' পদে পর্য্যবসিত করিতে পারেন। সুধা প্রভৃতি এক একটী বিষয়ের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে 'ঈষদ্দানের' কথাই উল্লিখিত দেখি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সুধাবস্তূনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে। মনশ্চক্ষুর্মুখং বাক্যং সৌম্যং দদ্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥
অভ্যুত্থানমিহাগচ্ছ পৃচ্ছালাপপ্রিয়ান্বিতঃ। উপাসনমনুব্রজ্যা কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ ॥
ঈষদ্দানানি চান্যানি ভূমিরাপস্তৃণানি চ। পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গমাশ্রয়ঃ শয়নং তথা ॥
কিঞ্চিচ্চান্নং যথাশক্তি নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ। মৃজ্জলঞ্চার্থিনে দেয়মেতান্যপি সদা গৃহে ॥
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্ বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যমুদ্ধৃতঞ্চাপি শক্তিতঃ ॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং দীনানাথতপস্বিনাম্। মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ সংবিভাগো যথার্হতঃ ॥
এতানি নবকর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা পুনঃ। অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥
অগম্যাগমনাপেয়পানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্। অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মিত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ॥
নবৈতানি বিকর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ। আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্ ॥
তপো দানাবমানৌ চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ। প্রয়োগ্যমৃণশুদ্ধিশ্চ দানাধ্যয়নবিক্রয়াঃ ॥
কন্যাদানং বৃষোৎসর্গো রহঃপাপমকুৎসনম্। প্রকাশ্যানি নবৈতানি গৃহস্থাশ্রমিণস্তথা ॥
মাতাপিত্রোর্গুর্ব্বো মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি। দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দত্তঞ্চ সফলং ভবেৎ ॥"

নববিধ সুধা।—বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য, এই চারিটী সুন্দররূপে দিবে; তদনন্তর প্রত্যুত্থান করা, এই স্থানে আগমন করুন বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অনুগমন করা,—এই নয়টি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে।

নববিধ ঈষদ্দান।—বসিবার স্থান নির্দ্দেশ, পাদপ্রক্ষালনের জল দান, বসিবার নিমিত্ত কুশাসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গ নিমিত্ত তৈল-দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্য বস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থের ভোজন না করা, অতিথির ভোজন হইলে আচমন নিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান।

নববিধ কর্ম্ম।—সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলি-বৈশ্ব, অতিথি সেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বিগণ মাতা পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া। এই নয়টী গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

নববিধ বিকর্ম্ম (বিকর্ম্ম—যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে)।—মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ, অগম্যা-গমন, অপেয়-পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, মিত্রধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করা। এই নয়টী কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

নয়টী প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত কর্ম্ম।—মনুষ্যের পরমায়ু, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান, সম্মান-প্রাপ্তি। এই নয়টী যত্নসহকারে গোপন করিবে।

নববিধ প্রকাশ্য কর্ম্ম।—আরোগ্য, ঋণশোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তু বিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহুলোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া গৃহস্থগণের এই নয়টী কার্য্য প্রকাশ্য কর্ম্ম।

নববিধ সফল কর্ম্ম।—মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা, তাহা সফল জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূর্ত্তে বন্দিনি মন্দে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে। চাটুচারণচৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্॥
সামান্যং যাচিতং ন্যাস আধির্দ্দারাশ্চ তদ্ধনম্। ক্রমায়াতঞ্চ নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি॥
আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি সর্ব্বদা। যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥
নবনবকবেত্তারমনুষ্ঠানপরং নরম্। ইহলোকে পরে চ শ্রীঃ স্বর্গস্থঞ্চ ন মুঞ্চতি॥
যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥
সুখং বা যদি বা দুঃখং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে। ততস্তত্তু পুনঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমাত্মনি জায়তে॥
ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া। ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ স্যু দ্ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্॥
সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বে হি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্। তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥
ন্যায়াগতেন দ্রব্যেন কর্ত্তব্যং পারলোকিকম্। দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে॥
সমদ্বিগুণসাহস্রমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্। দানে ফলবিশেষঃ স্যাদ্ধিংসায়াং তাবদেব তু॥
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। সহস্রগুণমাচার্য্যেত্বনন্তং বেদপারগে॥
বিধিহীনে তথা পাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্। ন কেবলং তদ্বিনশ্যেচ্ছেষমপ্যস্য নশ্যতি॥
ব্যসনপ্রতিকারায় কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে। এবমন্বিষ্য দাতব্যমন্যথা ন ফলং ভবেৎ॥

নববিধ বিফল কর্ম্ম।—ধূর্ত্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার চারণ এবং চোরগণ, ইহাদিগকে (এই নয় জনকে) দান করিলে ফল হয় না। ঐ দান বিফল।

নববিধ অদেয় বস্তু।—যাচ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকারসূত্রে গৃহে আগত ধন, সর্ব্বস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি, বংশ থাকিলে এই নয় বস্তু আপৎকালেও দান করিবে না। যে দান করে, সে মূঢ়াত্মা, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ।

নবনবকবেত্তা অনুষ্ঠানপরায়ণ মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে ; কেন-না সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সে সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হইবে। ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য লাভ হয় না ; দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখলাভ সুদূরপরাহত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, তথচ সুখ ধর্ম্মের ফল ; অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ণ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ কালে এবং পুণ্যবান পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ, সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণকে দান করিলে সম ফল হয় ; ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয় ; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণ ফল লাভ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধিবর্জ্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, এমন নহে ; পরন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বিপদ উদ্ধারের জন্য কিংবা পরিবার-প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করে, অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অন্যথা ফল হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতাপিতৃবিহীনস্তু সংস্কারোদ্বহনাদিভিঃ। যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে॥
ন তচ্ছ্রেয়োঽগ্নিহোত্রেণ নাগ্নিষ্টোমেন লভ্যতে। যচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে পুংসা বিপ্রেণ স্থাপিতেন তু॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে। তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥”

মন্ত্রাংশের ‘নবনবতিং’ পদে ঐ একাশীতি সংখ্যক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। পাপভয়ত্রস্ত জন, ঐ সকল কর্ম্ম-সমাধান দ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের অধিষ্ঠানভূত হৃদয়ে সদ্ভাবনাশেচ্ছু কামাদি রিপুশত্রুগণ স্বতঃই ভয়প্রাপ্ত হয়। রিপুগণ ভয়প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ—পাপাচারে মনুষ্য শঙ্কিত হইয়া পড়ে। অন্বয়ের তৃতীয় অংশের (‘চ’ হইতে ‘সম্পাদয়তি’ পর্য্যন্ত অংশের) অন্তর্গত ঐ যে ‘ভীতঃ’ পদ, ঐ পদে যে হৃদয়ে শত্রু ভয় পাইয়াছে, সেই হৃদয়ের অধিকারী পাপভয়ত্রস্ত জনকে বুঝাইতেছে। যখন ভয় পায়, তখন সৎকর্ম্মে অনুরাগ আসে। পাপভয়ভীত জনই সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় অংশ সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর, অন্বয়ের শেষ অংশ (‘চ’ হইতে অতরঃ’ পর্য্যন্ত অংশ) লক্ষ্য করুন। এখানে ‘শ্যেনো ন’ পদদ্বয় বিশেষ সমস্যা-মূলক। উহা হইতে ‘শ্যেন পক্ষীর ন্যায়’ অর্থ আমনন করা হইয়াছে। সে পক্ষে ভীতঃ’ পদ ইহার সহিত অন্বিত দেখি। কিন্তু ‘শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ভীত বলিতে যে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ঐ ‘শ্যেনো ন’ পদদ্বয়ে অন্য ভাব পরিগ্রহ করিলাম। ‘শ্যেন’ পদ ‘শ্যৈ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ‘শ্যৈ’ ধাতুর অর্থ—গতি। তাহাতে ‘শ্যেন’ পদে ‘ক্ষিপ্রগতিশীল’ ভাব আসে। সে পক্ষে ঐ পদে ভগবদভিমুখে ক্ষিপ্রগমনশীল সাধককে বুঝাইয়া থাকে। ‘ন’ পদের উপমার সার্থকতা তাহাতেই সর্ব্বতঃ উপলব্ধ হয়। সাধকগণ ক্ষিপ্রগতিতেই ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকেন। আমরা মনুষ্য-সাধারণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসুক হইলেও পদে পদে পিছাইয়া পড়িতেছি। কিন্তু আমরাও যদি পূর্ব্বরূপ অবস্থায়

মাতৃহীন লোককে উপনয়নাদি সংস্কার বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা বজায় করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। ব্রাহ্মণকে বজায় রাখিলে পুরুষ যে ফল লাভ করে, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। জগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে যে বস্তু গৃহের প্রিয়, সেই সেই বস্তু গুণবান পাত্রে দান করিবে; তাহাতে ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয়ত্ব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইতে পারি; অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের শত্রুগণ যদি হৃদয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধ-হেতু ভয়প্রাপ্ত হয় এবং আমরা যদি 'নবনবক' রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই; তাহা হইলে সেই ক্ষিপ্রগমনশীল সাধকের ন্যায় আমরাও ভগবানের প্রতি ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। তাহাতে নিত্যানুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারাই, আমাদের নিত্যানুষ্ঠিত পাপসমূহ হইতে, আমাদের পরিত্রাণ সত্বর হইয়া আসে। *

উপসংহারে আর একবার সমস্ত মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! অজ্ঞাননাশপক্ষে আপনাকেই এক-মাত্র সহায় বলিয়া জানি। আপনি আসিয়া একবার হৃদয়ে উদয় হউন। হৃদয়ে আপনার উদয় হইলে; হৃদয়ে আপনার সম্বন্ধ-সংশ্রব সংঘটিত হইলে, হৃদিস্থিত শত্রুগণ আতঙ্কিত হইবে। তখন, অসৎকর্ম্ম-পরিবর্জ্জনে ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সেই প্রবৃত্তির ফলই 'নবনবক' কর্ম্ম-সম্পাদন। সেই প্রবৃত্তির ফলে, যে কর্ম্ম পরিবর্জ্জনীয়, তাহা পরিবর্জ্জন করিতে পারিব; আর, যে কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব। শত্রু আতঙ্কিত বিমর্দ্দিত হইলে, অসৎকর্ম্ম পরিবর্জ্জনানন্তর সৎকর্ম্মে নিরত হইতে পারিলে, হে ভগবন্, আপনার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। তখন আমার নিত্যানুষ্ঠিত যে পাপকর্ম্মসমূহ, আমার পরপারে গমন করিবার অন্তরায়স্বরূপ হইয়া প্রবাহিণীরূপে যে বিদ্যমান ছিল; আমি অনায়াসে সে ব্যবধান উত্তীর্ণ হইতে পারিব।' আমরা মনে করি এ ঋঙ্মন্ত্র এই মহান্ তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এখানে, এ ঋঙ্মন্ত্রে, প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবন্! তুমিই তো অজ্ঞানশত্রুর দমনকর্ত্তা! আমার অজ্ঞান-হৃদয়ের অজ্ঞান-শত্রুকে বিমর্দ্দিত কর। আমি সদ্‌জ্ঞানলাভানন্তর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যেন তোমার সমীপস্থ হইতে পারি।' (১ম—৩ সূ—১ ঋ)।

---

* এই মন্ত্রের শেষাংশের 'স্রবন্তীঃ' ও 'রজাংসি' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে সংশয়ের ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমরা ঐ দুই পদে সম্বন্ধ অব্যাহত বলিয়া স্বীকার করিলাম। 'স্রবন্তীঃ' পদে 'নিত্যপ্রবাহের' ভাব আসিতেছে। নিত্য নিত্য মানুষ যে পাপানুষ্ঠানে ব্রতী রহিয়াছে, 'স্রবন্তীঃ' ও রজাংসি' পদদ্বয়ে সেই নিত্যানুষ্ঠিত পাপের বিষয় খ্যাপন করে। বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার ভিন্ন সন্দর্ভ আমনন করা যায় না। 'অতরঃ' ক্রিয়াপদকেও পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদকে যথাবিন্যস্ত রাখিয়াও অর্থ করা যাইত। তাহাতে ভগবানকে আহ্বান করিয়া ভবনদী-উত্তরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা

শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।

সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনা-

মরান্ন নেমিঃ পরিতা বভূব ॥ ১৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। যাতঃ। অবঽসিতস্য। রাজা।

শমস্য। চ। শৃঙ্গিণঃ। বজ্রঽবাহুঃ।

সঃ। ইৎ। উং ইতি। রাজা। ক্ষয়তি। চর্ষণীনাং।

অরান্। ন। নেমিঃ। পরি। বভূব ॥ ১৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রবাহুঃ' (কঠোরশাসনঃ) 'যাতঃ' (গতিশক্তিবিশিষ্টস্য, জঙ্গমস্য) 'অবসিতস্য' (গমনরহিতস্য, স্থাবরস্য) 'রাজা' (অধিপতিঃ) 'শমস্য' (শান্তস্য, সাধোঃ) 'শৃঙ্গিণশ্চ' (উগ্রস্য চ অসাধোশ্চ) 'রাজা' (নিয়ামকঃ. পালকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) 'চর্ষণীনাং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'ক্ষয়তি' (বাসনাং বিনাশয়তি); 'সেদু' (স এব পরমেশ্বরঃ) 'নেমি' (চক্রপরিধিঃ) 'ন' (যথা) 'অরান্' (কাষ্ঠখণ্ডবিশেষান্ ব্যাপ্নোতি, তদ্বৎ) 'তা' (তানি, স্থাবরজঙ্গমাদীনি সর্ব্বাণি) 'পরিবভূব' (ব্যাপ্তবান্)। চরাচরপালকঃ স ভগবান্ সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাং সাধ্বসাধূনাং নিয়ামকঃ শ্রেয়ঃ সাধকশ্চ। স হি সাধূনাং মুক্তিপ্রদায়কঃ সর্ব্বব্যাপকশ্চ ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৩২সূ ১৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কঠোর-শাসন, স্থাবর-জঙ্গম (চরাচরের) অধিপতি, শান্ত ও উগ্র সকলের (সকল ভাবের) নিয়ামক সেই ভগবান্, আত্মোৎকর্ষবিশিষ্ট সাধকগণের বাসনা (কামনা ক্ষয় করেন; রথচক্রান্তর্গত নেমি যেমন তদন্তর্গত কাষ্ঠখণ্ড-সমূহকে ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ সেই ভগবান্, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থকেই ব্যাপিয়া আছেন। (ম—৩২সূ—১৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

বজ্রবাহুরিন্দ্রঃ শত্রৌ হতে সতি নিঃসপত্নো ভূত্বা যাতো গচ্ছতো জঙ্গমস্যাবসিতস্যৈকত্রৈব স্থিতস্য স্থাবরস্য শমস্য শান্তস্য শৃঙ্গরহিতস্যোন প্রহরণ দাবপ্রবৃত্তস্যাশ্বগর্দ্দভাদেঃ। শৃঙ্গিণঃ শৃঙ্গোপেতস্যোগ্রস্য মহিষবলীবর্দ্দাদেশ্চ রাজা ভূৎ সেদু স এবেন্দ্রশ্চর্ষণীনাং মনুষ্যানাং রাজা ভূত্বা ক্ষয়তি। নিবসতি। তা তানি পূর্ব্বোক্তানি জঙ্গমাদীনি সর্ব্বাণি পরিবভূব। ব্যাপ্তবান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আরন্ নেমিঃ। যথা রথচক্রস্য পরিতো বর্ত্তমানা নেমি-রথান্নাভৌ কীলিতান্ কাষ্ঠবিশেষান্ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ॥

যাতঃ। যা প্রাপণে যাতি গচ্ছতীতি যাৎ। লটঃ শতৃ সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং সঃ। সোহচি লোপে চেদীতি সংহিতায়াং সোর্লোপঃ। তা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বজ্রবাহু ইন্দ্রদেব, শত্রু নিহত হইলে নিঃশত্রু হইয়া জঙ্গমস্থাবরের, শৃঙ্গাদিরহিত অহিংস্র অশ্বগর্দ্দভাদির এবং শৃঙ্গযুক্ত উগ্র মহিষ বৃষাদির রাজা হইয়াছিলেন। সেই ইন্দ্রদেব, মনুষ্যদিগেরও রাজা হইয়াছিলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত সেই জঙ্গমাদিকে ব্যাপিয়া ছিলেন। কিরূপে ব্যাপিয়া ছিলেন,—এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। রথচক্রে বর্ত্তমান নেমি যেমন নাভিস্থিত কাষ্ঠবিশেষকে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ।

'গমন করে' এই অর্থে প্রাপণার্থ মূলক 'যা' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ আদেশ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে 'যাতঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সাবেকাচ' সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত। 'সঃ' পদের 'সোহচিলোপে চেৎ সূত্র দ্বারা সংহিতাতে সু এর লোপ হইয়াছে। 'তা' এই পদে 'শেশ্ছান্দসিবহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেলোপঃ। বভূব। ভবতের্লিটো ভবতেরঃ। পা০ ৭।৪।৭৩ ইত্যভ্যাসস্যাত্ত্বং। কৃতাকৃতপ্রসঙ্গিত্বয়া বুগাগমস্য নিত্যত্বাদ্বৃদ্ধেঃ পূর্ব্বং বুগাগমঃ। যদ্বা ইন্ধিভবতিভ্যাং চ। পা০ ১।২.৬। ইতি লিটঃ কিত্ত্বাদ্‌বৃদ্ধ্যভাবঃ। ন চাসিদ্ধবদত্রাভাদিতি তস্যাসিদ্ধত্বাদুবঙাদেশঃ শঙ্কনীয়ঃ। বুগ্ যুটাবঙ্ যণোঃ সিদ্ধৌ ভবতঃ। পা০ ৬।৪ ৮৮।১। ইতি তস্য সিদ্ধত্বাৎ। তিঙ্ ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টাত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমার্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ।

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তকশ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেন বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যে প্রথমাষ্টকে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

* * *

পঞ্চদশ (৩৮-১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এই মন্ত্রের আলোচনাতেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের আমরা যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে অর্থ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ঋকের যে ব্যাখ্যা এত দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল,—

'বভূব' এই পদটিতে 'ভূ' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে 'ভবতেরঃ' (পা০৭ ৪ ৭৩) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের অত্ব হইয়াছে। এস্থলে কৃতাকৃতপ্রসঙ্গিতা প্রযুক্ত বুক্ আগম নিত্য বলিয়া বৃদ্ধির পূর্ব্বেই 'বুক্' (ব) আগম হইয়াছে। অথবা 'ইন্ধিভবতিভ্যাং চ' (পা০ ১।২ ৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের কিত্ত্ব-হেতু বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। পরন্তু এখানে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ' নিয়মে তাহার অসিদ্ধত্বহেতু উবঙাদেশের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, 'বুগ্ যুটাবঙ্ যণোঃ সিদ্ধৌ ভবতঃ' (পা০৬ ৪.৮৮।১) এই সূত্র দ্বারা তাহার সিদ্ধত্ব বিধান আছে। 'তিঙ্ ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা ইহাতে নিঘাতস্বর হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বর বেদার্থপ্রকাশের দ্বারা হৃদিস্থিত অন্ধকার নাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চারিটী পুরুষার্থ দান করেন।

ইতি শ্রীমৎ রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের বৈদিক মার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীবীর বুক্কনরপতির সাম্রাজ্যধুরন্ধর সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয় বেদার্থ-প্রকাশে ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যে প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহির সমরে, শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্রদেব নিরানব্বইটী নদী উত্তরণ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়—পুরাণের উপাখ্যানে ইন্দ্রদেবের হ্রদের মধ্যে লুক্কায়িত হওয়ার উপকথা পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে! রূপক অলঙ্কার মানুষকে যে কিরূপ বিভ্রমগ্রস্ত করে, এই দ্বাত্রিংশ সূক্তটীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথবা, ইন্দ্রদেব নামক কোনও রাজার সংগ্রাম-কাহিনীর সহিত এই ইন্দ্রদেবের সংশ্রব কল্পনা করা হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, সূক্তের এই উপসংহার-মন্ত্রটী সে সকল কুহেলিকা দূর করিয়াছে। রূপক এখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মন্ত্রটী পুনঃপুনঃ পাঠ করুন। দেখুন, 'ইন্দ্র' নামে কাহার প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। এই মন্ত্র দেখাইতেছে,—তাঁহার স্বরূপ কি! তাঁহার কত গুণ—কত শক্তি-সামর্থ্য! মন্ত্রের একটী পদ—তিনি 'বজ্রবাহুঃ।' এই পদে কঠোর শাসন-দণ্ড-পরিচালনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই মর্ম্মার্থ—তিনি ন্যায়-দণ্ড পরিচালক। পাপীকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি যে তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, পাপপুণ্যের বিচার-পূর্ব্বক তিনি যে পাপীকে কঠোর-দণ্ড প্রদানের জন্য বজ্রহস্ত হইয়া রহিয়াছেন,—'বজ্রবাহুঃ' বিশেষণ সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। 'বজ্রবাহুঃ' বিশেষণ দেখিয়া হয় তো অনেকে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। মন্ত্র তাই বলিলেন,—তিনি 'যাতঃ অবসিতস্য রাজা।' তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে আর কিছু অবশিষ্ট রহিল কি? তিনি কেমন?—না, তিনি স্থাবরজঙ্গমচরাচরের অধিপতি। তিনি আর কেমন? না—'শমস্য শৃঙ্গিণশ্চ রাজা।' অর্থাৎ, তিনি সাধুর ও অসাধুর, পুণ্যাত্মার ও পাপাত্মার—সংসারে যে যেখানে আছে সকলের—অধিপতি। এমন যে তিনি,—স্থাবরজঙ্গমচরাচর যাঁহার পদানত, সদসৎ সকল লোক ও সকল ভাব যাঁহার আয়ত্তীকৃত, তেমন যে তিনি—তিনি কিনা এক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া দূরদূরান্তরে পলায়ন করিলেন? কল্পনায় এ ভাব ধারণা করিতেও পারা যায় না। আস্তিকের মনে এ ভাব আসিতে পারে বলিয়াও ধারণা হয় না।

অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আরও কি বলা হইয়াছে, দেখুন। সেই ইন্দ্রঃ—'চর্ষণীনাং ক্ষয়তি।' 'চর্ষণীনাং' পদের যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা একাধিক ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে আমরা দুই ভাবে দুই দিক দিয়া একই অর্থের অধ্যাহার করিতে পারি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'চর্ষণী' শব্দে কৃষককে বুঝাইতেছে বলেন। আমরা চর্ষণী পদে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। ভাল, যদি ঐ শব্দে 'কৃষক' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করি; তাহাতেও অর্থসঙ্গতিপক্ষে বিঘ্ন ঘটে না। 'কৃষক' বলিতে কি ভাব আসে? অজ্ঞতা—কৃষকের প্রকৃতিগত। সে পক্ষে, সাদাসিধা অর্থে, 'চর্ষণীনাং ক্ষয়তি' বাক্যে, কৃষকদিগকে ক্ষয় করেন অর্থাৎ তিনি তাহাদিগের অজ্ঞতাকে ক্ষয় করেন,—এই ভাব আসে। তাহাতে ভগবানের এই মহত্ত্ব প্রকাশ পায় যে,—তিনি অধম অজ্ঞজনের প্রতি সদা করুণাপরায়ণ হইয়া আছেন। ঐ পক্ষে, 'চর্ষণী' পদের প্রয়োগের আর এক সার্থকতার বিষয় মনে করা যাইতে পারে। কৃষকের অজ্ঞতার মধ্যে সরলতা আছে, কিন্তু কুটিলতা নাই। অজ্ঞতার সঙ্গে যাহার কুটিলতা আছে, তাহার প্রতি তিনি বজ্রবাহু সত্য; কিন্তু যাহার অজ্ঞতা সরলতার সহিত বিজড়িত, তাহার অজ্ঞতা-ক্ষয়ের জন্যই তিনি প্রযত্নপর। ইহাই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের পরম করুণার নিদর্শন। আবার অন্য পক্ষে 'চর্ষণীনাং' পদের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এ ক্ষেত্রে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। আমরা বলি,—যাঁহাদের চর্ষণ (কর্ষণ - আত্মোৎকর্ষসাধন) হইয়াছে, ঐ পদে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণকে তিনি ক্ষয় করেন। এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সেই সাধকদিগের জন্মজরা-মরণরূপ দেহ-সম্বন্ধ, সুখ-দুঃখভোগরূপ কামনা-সঙ্গ; তিনি নির্ম্মূল করিয়া দেন। সাধকদিগকে তিনি নিঃশ্রেয়স মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সে পক্ষে এই অর্থই আমনন করা যায়. যদি 'ক্ষি' ধাতুর 'নিবাস' অর্থই গ্রহণ করা যায়; তাহাতেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঐ একই ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'মনুষ্যদিগের রাজা হইয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন',— সায়ণের অর্থে এই ভাব উপলব্ধ হয়। কিন্তু 'ক্ষি' ধাতুর ঐ 'নিবাস' অর্থ ধরিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে,—সেই ভগবান ইন্দ্রদেব 'চর্ষণীনাং' অর্থাৎ সাধকগণের বা মনুষ্যগণের বা কৃষকগণের মধ্যে বাস করেন; অর্থাৎ,—তাহাদের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। হৃদয়ের মধ্যে তিনি বাস করিলে, হৃদয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, মুক্তি অধিগত হয়। সকল দিক হইতেই এই ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তেমন যে তিনি,—যে ইন্দ্রদেব এমন সকল অলৌকিক অমানুষিক কর্ম্মসাধনশক্তিসম্পন্ন, চিন্তা করিতেও ধী-শক্তি প্রতিহত হয় না কি যে,—সেই তিনি, একটা অসুরের ভয়ে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মর্ম্মানুসারিণীর শেষ অংশের ('সেতু' হইতে 'পরিবভূব' পর্য্যন্ত অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে সম্পূর্ণরূপে ভগবত্তত্ত্ব পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন। তিনি স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থের মধ্যে, উগ্রকঠোর শান্তমধুর সকল ভাব প্রবাহের অভ্যন্তরে ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। কেমনভাবে আছেন?—নেমি যেমন চক্রের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ-সমূহকে অবিচ্ছেদে ব্যাপিয়া থাকে, তিনি সেইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওতঃপ্রোতঃ সম্যক্‌রূপে ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার সত্ত্বার ও শক্তির অভাব কোনও স্থলেই পরিলক্ষিত হয় না,—ঐ উপমায় এই ভাবই ব্যক্ত আছে। গীতার 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' বাক্য—যেন এই মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। এই অংশের 'নেমিঃ ন অরান্' উপমায় আর এক নিগূঢ় ভাব কুসুম প্রস্ফুট দেখি। এখানে একটা প্রাপ্তির কথা মনে আসে। নেমি স্থানকে পাওয়াইয়া দেয়। এই নেমিও সেইরূপ সংসারীকে আশ্রয়স্থান পাওয়াইয়া দিতেছে। কুসুমস্তবকে সংশ্লিষ্ট কীট যেমন নির্ম্মাল্যের সহিত দেবতার চরণে আশ্রয় পাইবার অধিকারী হয়, এখানেও সেইরূপ ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, নানা পরীক্ষা-পাবাবারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, জীবও সেইরূপ ভগবানকে পাইতে পারে। মন্ত্রান্তর্গত উপমার এও এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আলোক-সাহায্যেই আলোককে লাভ করিয়া থাকি,—উপমায় সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত।

সূক্তের শেষে অধ্যায়ের শেষে, কি মন্ত্র কি মহান্ ভাব প্রকাশ করিতেছে! পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির বিষর স্মরণ করিয়া তাহার অনুধ্যান করুন। তাহাতেই উপলব্ধ হইবে,—এ ঋকে কি প্রার্থনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ভাব প্রকাশ করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—এস, একবার যুক্তকরে প্রার্থনা করি,—'হে ভগবন্ বজ্রবাহু! আমাদের প্রতি আপনি বজ্রবাহুই হউন। দেখুন, আমরা যেন পাপের পথে অগ্রসর না হই। আমাদের মনোরূপ মদমত্ত বারণ সদাই বিপথগামী হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহাকে দমন করুন,—আপনি তাহাকে সংযত করুন। আপনি বজ্রবাহু; তাই আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি,—মন যেন বিপথগামী না হয়। আপনার বজ্রকঠোর হস্ত তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া একদিন আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেই তো এখন সে কঠোরহস্তে অঙ্কুশ-তাড়নায় আপনি আম'দিগকে সাবধান করিয়া দেন। আমাদের বিভ্রম দূর করুন; আমরা যেন আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারি। আপনি যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকল সন্তাপ দূর করিতেছেন, আমরা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাপন্ন হই।' * (১ম—৩২সূ—১৫ঋ)।

---

* ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ প্রতিভাত হয়, তাহা আমাদিগের 'সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে' উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও প্রায় সায়ণের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যানুসারেও এ মন্ত্রটী ভগবৎ-মহিমা-জ্ঞাপক। তবে তিনি 'চর্ষণীনাং' পদের অর্থ যাস্ক-নিরুক্ত-অনুসারে 'মনুষ্যানাং' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের অর্থ 'আত্মোৎকর্ষবিশিষ্ট' মনুষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে সঙ্গত অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ক্ষয়তি' ক্রিয়াপদের অর্থ-কল্পন'-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার 'রাজা ভূত্বা' পদদ্বয় অধ্যাহৃত করিয়াছেন; এবং উক্ত 'ক্ষয়তি' পদের অর্থ লিখিয়াছেন—'নিবসতি'। আমরা এই 'ক্ষয়তি' পদের অর্থপ্রসঙ্গে একমাত্র 'বাসনাং' পদ অধ্যাহার-পূর্ব্বক ধাতুর ক্ষয়মূলক প্রকৃতার্থ রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া'ছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ নিষ্কর্ষ হয়,—'আত্মোৎকর্ষবিশিষ্ট জনগণের (সাধকের) বাসনা ক্ষয় করেন।' যদিও 'ক্ষী' ধাতুর 'নিবাস' অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে; তথাপি, কষ্টকল্পনাতে মনুষ্যদিগের রাজা হইয়া নিবাস করিয়াছিলেন'—এরূপ অর্থ আমনন করিবার সার্থকতা কি? এ পক্ষে ব্যাখ্যার প্রথমেই তিনি, 'শত্রু হত হইলে পর নিঃশত্রু হইয়া' বাক্য উহ্য করিয়াছেন।' তাহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'ইন্দ্র নামক রাজা শত্রুনাশ-পূর্ব্বক নিঃশত্রু নির্ব্বিবাদ হইয়া কোনও কালে সসাগরা পৃথিবীর মনুষ্যদিগের রাজা হইয়াছিলেন।' কিন্তু এই প্রকার অর্থে, এমন যে নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব জ্ঞাপক মন্ত্র, তাহাও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবৎ-প্রসঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আসিয়া জুটিয়াছে। যাহা হউক, বিশদার্থে আমরা সকল প্রকার অর্থ ও ভাব প্রকাশ করিয়াছি। কোন্ অর্থ বা কোন্ ভাব সঙ্গত, অনায়াসেই তাহা বোধগম্য হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

এক একটী মন্ত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাব প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধ করা যায়। যাঁহারা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা পুরাবৃত্তের অনেক সন্ধান এই মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা জড়জগতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সকল মন্ত্র তাঁহাদের সে অনুসন্ধানের পক্ষে সহায়তা করিবে আবার, আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লইবার জন্য যাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল, এই সকল মন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহারা সে সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তিন দিকের তিন ভাবের অর্থেরই আভাষ দিয়া আসিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেরটী সূক্ত আছে। সূক্তগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটী সূক্ত—ঋভুদেবগণ সম্বন্ধে, দুইটী সূক্ত—ইন্দ্র বিষ্ণু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার তত্ত্বপ্রকাশমূলক, আটটী সূক্ত—শুনঃশেপের বন্ধনমোচন-সংক্রান্ত, একটী সূক্ত—অগ্নিদেবতার উপাসনা-বিষয়ক, অবশিষ্ট সূক্তটী—ইন্দ্রবৃত্রাসুরের দ্বন্দ্ব ঘটিত। প্রথম বিভাগে দেখিতে পাই,—মানুষ কেমন করিয়া দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সন্ধান করিয়া পাইবেন,—কালগত এবং ব্যক্তিগত বিবিধ বিষয় উহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। শিল্প-বিজ্ঞান-রাজনীতি—ত্রিবিধ তত্ত্বই ঐ সূক্ত হইতে উদ্ধার করা যায়। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে নব-যৌবনদান—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। ইন্দ্র, ত্বষ্টা, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতির কর্ম্ম-কাহিনী ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিলে, পুরাবৃত্তের সহিত উহার সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। পক্ষান্তরে, আধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সাধক উহাতে যে নিগূঢ় বস্তুর সন্ধান পাইবেন, এই জন্মজরা-মরণশীল মানুষ তাহাতে যে অমৃত-আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবেন, ঐ সূক্তের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে, বিষ্ণুদেবতা ও বরুণদেবতা প্রভৃতির প্রসঙ্গে, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বিবিধ তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। যথাস্থানে তত্তদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ঐ অংশ হইতে আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী সপ্রমাণ করা যায়; আবার ঐ অংশ হইতে পিতৃলোকের পরমতত্ত্ব অবগত হইতে পারি। শুনঃশেপের বন্ধনমোচন ব্যাপারে এক দিকে যেমন সামাজিক আচার-ব্যবহারের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। উপসংহারে—ইন্দ্রবৃত্রাসুরের সমর-বিবরণ। উহাতে ত্রিতত্ত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয়-সাধনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্র-বৃত্রের সমরকে যদি ঐতিহাসিক ঘটনার উপযোগী বলিয়া স্বীকার কর, সে পক্ষের উপাদান সূক্ত মধ্যে প্রচুর-পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে। আবার যদি মেঘের ও বারিবর্ষণের রূপক-প্রসঙ্গ উহাতে বিবৃত আছে বলিয়া বিশ্বাস কর; রূপকচ্ছলে বিবৃত সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। আধ্যাত্মিক-তত্ত্বানুসন্ধায়ীর কি গূঢ় গভীর তত্ত্ব উহার মধ্যে নিহিত আছে,—একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে, আবার নিত্যসত্যরূপে পরমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি এমনই গভীর-ভাবপূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অষ্টক। প্রথম মণ্ডল।

মূল, পদবিশ্লেষণ, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদ, সায়ণভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, বিশদার্থ প্রভৃতি সমেত।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মা

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi